শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজমোহনো জয়তি

শ্রীশ্রীব্রজধাম

ও

শ্রীগোস্বামিগণ

[দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড]

প্রথম-সংস্করণ—শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৪

শ্রীগোবর্দ্ধন দাস-কৃত
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

স্মরণীয় ৺মহাত্মা লালাবাবু, পাইকপাড়া রাজপরম্পরা মহিমার্ণব কুমার
লাল **বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ বাহাদুর** এম. এ. ; এল. এল. বি. মহোদয়ের
পৃষ্ঠপোষকতায়।

সন্ত পঞ্চমী—শ্রীবৃন্দাবনধাম।
ব্দ ৭ই মাঘ শনিবার, ১৩৬৭ সাল।
জী ২১ জানুয়ারী ১৯৬১।

শ্রীগোবর্দ্ধন দাস-কর্ত্তৃক

মুদ্রণব্যয় ৮৲ টাকা

প্রকাশক—(দ্বিতীয় খণ্ডের) পারমার্থিক প্রীত্যর্থে—
ডাঃ শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, এম্. বি. (কলিকাতা), এফ্. আর. সি. এ
(এডিন্) ভূতপূর্ব্ব প্রধান অস্ত্র চিকিৎসক, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ।
৩৩নং বিডন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

এই গ্রন্থ **সম্বন্ধে** কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে নিম্নলিখিত ১নং ঠি নায় জানাইয়া অনুগ্রহ করিতে প্রার্থনা।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীগোবর্দ্ধন দাস, ১৮নং গোপীনাথ বাগ, শ্রীগিরিধারী
পোঃ বৃন্দাবন, মথুরা (ইউ, পি)।
২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিক তা—৬
৩। ন্যাশন্যাল্ ভ্যারাইটী ষ্টোরস্, ১৩৭।এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪
৪। মহেশ লাইব্রেরী—২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলি-১২

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস, ১৮৬।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূলে যে মহাজন গোস্বামিপাদগণের অবদান রহিয়াছে তাঁহাদের দিব্য জীবনের কথা ইতস্ততঃ বহু আকর বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। কোনো গবেষকের পক্ষে তাহা অ ন্ধান করিয়া আলোচনা করা সম্ভব হইলেও সাধারণ পাঠকের ক ই তাহা দুরধিগম্য। অথচ গোস্বামী প্রভুগণের জীবনী না জানিলে বৈষ্ণবধর্মকে যথাযথভাবে বুঝা যায় না। শ্রীগোবর্দ্ধন দাসজী প্রভূত পরিশ্রম সহকারে সাধারণ পাঠকের কাছে এই দুর্লভ জীবন-কাহিনী একত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে বহু গ্রন্থ আলোচনা করিয়া উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং এ বিষয়ে তিনি যে অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। গ্রন্থকার নিজে একজন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব, কেবলমাত্র আপন ধর্মের প্রতি একান্ত অনুরাগই তাঁহাকে এই জাতীয় কার্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। তাঁহার এই সাধনা সার্থক হউক্ এবং বৈষ্ণব-ধর্মের রসপিপাসুগণ তাঁহার এই গ্রন্থ হইতে মহাজন জীবনীর আলো-চনা করিয়া ধন্য হউন্—ইহাই প্রার্থনা।

স্বাঃ—শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

(এম, এ ; পি, আর, এস্ ; ডি, লিট্ ;

অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা)।

তারিখ ইংরেজী—

১।১।৬১

আশীর্ব্বাদ ও অভিমত

প্রভু শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ বংশজ প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণ কিশোর গোস্বামী এম, এ, সাহিত্যরত্ন মহোদয়ের কৃপা অভিমত।

"শ্রীধাম বৃন্দারণ্যবাসি শ্রীগোবর্দ্ধন দাস বাবাজী মহারাজ সংগৃহীত ও প্রকাশিত শ্রীব্রজধাম পরিচয় ও পরিক্রমা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বহু বিষয়ে উপকৃত হইয়াছি। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের প্রকাশিত এই শ্রেণীয় ব্রজ পরিচয় পরিক্রমা বিষয়ে যে সব তথ্য এযাবৎ অপ্রকাশিত ছিল সেই সব বিষয়ে গ্রন্থকার নতুন আলোকপাত করিয়া ব্রজধাম-প্রিয় বৈষ্ণবগণের পরমোপকার করিয়াছেন। গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

গ্রন্থকার তাঁহার বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শন সমালোচনা তাঁহার নবপ্রকাশিত "শ্রীশ্রীব্রজধাম ও শ্রীশ্রীগোস্বামিগণ" গ্রন্থে সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ দর্শনে গ্রন্থখানা একখানা ষড় গোস্বামির চরিত কথা বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে এই গ্রন্থে নিপুণ হস্তে সমস্ত আধুনিক মতবাদ খণ্ডনের প্রচেষ্টা রহিয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থ যত প্রকাশ হই' তাহাতে বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে সমপ্রাণতা ও সিদ্ধান্ত নিষ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।"

৩নং নবীন ব্যানার্জি লেন, হাওড়া। বৈষ্ণবদাসানুদাস
পোঃ সাঁতরাগাছি, ১৯।১।৬১ খৃঃ। স্বাঃ—শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী

(বালব্রহ্মচারী পরমপণ্ডিত ভজনবিজ্ঞ প্রাচীন বৈষ্ণব মহাত্মার আশীর্ব্বাদ

শ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

শ্রীগোবর্দ্ধন তটারণ্য বাট-পাটচ্চর চরঃ।
গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী সর্ব্বসদ্গুণ সাগরঃ॥

এই শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী সর্ব্বসদ্গুণ সাগর হইয়া গোবর্দ্ধন তটারণ্য বাটাড় তুল্লীল শেখর কঠোর গোপীভূজঙ্গম গোপীধর্ম্মধ্বংসী গোপীসাধ্বী-বিড়ম্বক মহা-বাজীকরের চর হইয়া এখন যে সর্ব্ব সন্মূর্দ্ধণ্যাধেয় অষ্ট গোস্বামিগণের চরিত প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় বিশ্ববাসিগণের মায়াময় সুখসমূল বিধ্বংস হইবে। কেবল তাহাই নহে; মহাভাব রসরাজ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রার্পিত

মহাপ্রেমরসে উন্মজ্জন নিমজ্জনও হইবে। কারণ এই চরিতাবলী সবাকার আত্মাদি সর্ব্ববিস্মারক সর্ব্বাহ্লাদক মহামোহনাত্মক। যাঁহারা এই গ্রন্থের শ্রবণ, কীর্ত্তন, মনন করিবেন তাঁহারাই বুঝিবেন। **'তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ'**।

শ্রীগোবর্দ্ধন, মথুরা, ৭।৩।৬৭ বাং। স্বাঃ—**শ্রীঅদ্বৈত দাস**

শ্রীমৎ গোবর্দ্ধন দাস বাবাজী প্রকৃতই এক বিরক্ত ও বিনয়াবনত বৈষ্ণব। শ্রীশ্রীব্রজধামে অবস্থান করিয়া তিনি অনেক কয়েক বৎসর সাধন ভজনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, তাঁহার হৃদয়ে কোন সাম্প্রদায়িকতা কিংবা সংকীর্ণতা নাই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাধন ভজনের মধ্যেও কিরূপে জনসাধারণের কল্যাণসাধন করা যায় তাহার জন্য তিনি সর্বদাই ব্যগ্র। ব্রজ পরিক্রমা করিয়া যেখানে যেখানে শ্রীরাধাগোবিন্দের যে লীলা মাধুর্য্যের আস্বাদন পাইয়াছেন তাহা হইতে কোনও অনুরাগী ভক্ত বঞ্চিত না হয় এ জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি "শ্রীশ্রীব্রজধাম" বলিয়া একখানি পুস্তক রচনা ও প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব জগতে কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার পরিকরগণের মধ্যে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রভুপাদের হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এবং তাঁহার আরও ছয়টী প্রধান ভক্তের জীবনীর পাণ্ডুলিপি তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন। বহুস্থানে পরিভ্রমণ ও বহু পুরাতন গ্রন্থ মন্থন করিয়া এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন এবং উক্ত গোস্বামিপাদগণের প্রত্যেকের লিখিত গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয় ও সিদ্ধান্তাদি সরল বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ভক্তের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ভগবৎ কৃপায় এই পুস্তকখানি মুদ্রিত হইলে উহা বৈষ্ণব জগতের একটি অমূল্য সম্পদ বলিয়া প্রত্যেকের নিকট সমাদৃত হইবে—আমি এইরূপ আশা করি—। ইতি—

১৭৭নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১৫ই আষাঢ়, ১৩৬৭ সাল।

স্বাঃ—**শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**
(এম, এ, ; বি, এল, কলিকাতা পৌরসভার ভূতপূর্ব্ব মেয়র ও হিন্দুমহাসভার সভাপতি)।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী আমার বহুদিনের পরিচিত। ইনি ভারতের প্রায় সমস্ত বৈষ্ণবতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবনে একনিষ্ঠ ভাবে ভজন করিতেছেন। ইনি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া আট গোস্বামীর জীবনী লিখিয়া মুদ্রণের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। গোস্বামী পাদগণের প্রত্যেকের লিখিত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সরল বাংলা ভাষায় অনুবাদও ইহার সহিত যোগ করিয়া সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ প্রত্যেক ভক্তের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তিগণ তাহার এই কার্য্যের বিশেষ আনুকূল্য করিলে বৈষ্ণব-জগতের উপকার করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিবেন।

৯৫।এ, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা স্বাঃ—**শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর**

২২।৩।৬৭ বাংলা। (কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ, কবিরত্ন, দর্শনশাস্ত্রী আয়ুর্ব্বেদতীর্থ, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য)।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনবাসী, শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী মহাশয় লিখিত শ্রীশ্রীষ্ট গোস্বামীর জাবনীর কিয়দংশ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে অতি নিপুনতার সহিত এই জীবনা সংগ্রহ করিয়াছেন। হা বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে, আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রার কামনা করি। ইতি—

শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী,

১২১বি, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫ ৮।৭।৬০ ইংরেজী।

স্বাঃ—**শ্রীরাসগৌর ঘোষাল**
[M. Sc., M. B., D. T. M. (Cal)
D. T. M. (Liverpool)]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জয়! সপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী কী জয়!

পরমানন্দের বিষয় এই যে, আমাদের কনিষ্ঠ গুরু ভ্রাতা শ্রীগিরীন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী জী নামান্তর—শ্রীগোবর্দ্ধন দাসজী শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব কৃপায় কলিযুগ-

পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদপরিকর শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি প্রধান অষ্টগোস্বামিপাদগণের অমূল্য জীবনচরিত তথা তাঁহাদের প্রচার্য্য সুসিদ্ধান্তসমূহ এবং তাহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর বিবরণাদি অতিপ্রাঞ্জল বঙ্গলা ভাষায় রচনা করিয়া একাধারে দার্শনিক, তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বিশ্লেষণদ্বারা সর্ব-সাধারণ জনগণের পক্ষেও শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে অবগত হইবার সরল এবং সহজ উপায় উদ্‌ঘাটন করিয়া সকলেরই কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই অমূল্য গ্রন্থের সংগ্রহ কৌশলদর্শনে সুপণ্ডিত, বিজ্ঞ, বৈষ্ণব-মহাত্মাগণ বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিয়া শ্রীমান্ ভায়াকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন ; দেখিয়া প্রার্থনা করিতেছি যেন, এই সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি শীঘ্রই গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ তথা সকল বৈষ্ণবের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

ইমলিতলা, শ্রীবৃন্দাবন। স্বাঃ—শ্রীসখীচরণ রায় (ভক্তিবিজয়)
২৮শে বৈশাখ, ১৩৬৭ বাংলা।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী অনুকম্পায় আমার অগ্রজোপম ভজনানন্দী ত্যাগী বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দাস বাবাজিমহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীব্রজ-ধাম ও শ্রীগোস্বামিগণ"—গ্রন্থ মুদ্রণকালে সংশোধনকল্পে অবলোকনের সুযোগ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। এ গ্রন্থে একাধারে—শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীগোস্বামিগণের সুবিমল পূত চরিত্রের আস্বাদন, অপরতঃ—তাঁহাদের প্রদর্শিত সুসিদ্ধান্তাবলি সম্বলিত গ্রন্থরাজির পরিচিতি যথাস্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। হংসসদৃশ পরম ভাগবতগণ তাহা আস্বাদন করিবেন।

শ্রীগোস্বামিগণের প্রদর্শিত ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম ও ভক্তি—গ্রন্থকার নিজের জীবনে আচরণ করতঃ প্রচার করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইহা প্রচারিত হইয়া নিখিল জনগণের মঙ্গল বিধায়ক হউক্—ইহাই শ্রীবৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা। ইতি—

কলিকাতা স্বাঃ শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী।
৫ই মাঘ, ১৩৬৭ বাংলা ভাগবতশাস্ত্রী

আশীর্ব্বাদক, অনুমোদক ও আনুকূল্যকারিগণের পরিচয়।

পরমকরুণ কলিযুগপাবনাবতার সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরহরির অহৈতুকী কৃপায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন। আমার মত মহামূর্খ, অতিপাপী, নিরন্তর অপরাধপঙ্কে পতিত নগণ্য জীবাধম এই মহান্ গ্রন্থের কোন প্রকার সেবা পাইবারই যোগ্য নহে—ইহা অতি সত্য কথা। না জানি কোন জন্মের কোন সুকৃতিফলে মূল সঙ্কর্ষণাবতার যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীল বলদেব প্রভু ও শ্রীগৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, তাঁহারই আবেশাবতার পরমপাবন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণিগণমধ্যে সুশোভিত **শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের** কৃপালব্ধ শ্রীগৌড়ধামপ্রাপ্ত কোনও বৈষ্ণব মহাত্মাত্রয়, শ্রীক্ষেত্রধাম-প্রাপ্ত কোনও বৈষ্ণবমহাত্মা ও শ্রীব্রজধামপ্রাপ্ত কোনও বৈষ্ণবমহাত্মা আমার ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশনে উৎসাহিত করিয়া শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক যাবতীয় উপদেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই হতভাগার অদৃষ্টদোষে তাঁহারা সকলেই পর পর অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাই অদ্য শ্রীগৌড়মণ্ডলে সপার্ষদ শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথের পদাঙ্কপূতস্থান পতি-পাবনী তরলতরঙ্গিণী শ্রীশ্রীগঙ্গামাতার সুশীতল শ্রীচরণকমলে অবস্থানকালে সেই পতিতোদ্ধারণ বৈষ্ণব-মহাত্মাগণের ও শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীল নরো-ত্তমানুচর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব শ্রীকরকমলে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইলেন। এই গ্রন্থের হেয়াংশের জন্য কৃপাময় বৈষ্ণব-পাঠকগণ এই অপরাধীকে সংশোধন করিতে প্রার্থনা। "বৈষ্ণব-ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি'। দিয়া-পদছায়া শোধহে আমারে তোমার চরণ ধরি॥"

উক্ত বৈষ্ণব-মহাত্মাগণের নাম গ্রন্থে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া তাহা হইতে বিরত থাকিলাম। মূলতঃ তাঁহাদের কৃপাশক্তি সঞ্চারেই এই মহান্ গ্রন্থের যাবতীয় উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছেন। তাঁহারা এ-দীনের হৃদয়ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া সর্বদা রক্ষা করুন, এইমাত্র প্রার্থনা। "সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে

মো'র নমস্কার। ইথে কিছু অপরাধ না হউক আমার॥ মুই অতি হতভাগা দীন অকিঞ্চন। সবে মিলি মোর মাথে ধরহ চরণ॥"

শ্রীঅদ্বৈতবংশজ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধামোহন গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবনধাম। শ্রীনিত্যানন্দবংশজ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী, এম-এ, সাহিত্যরত্ন, শ্রীগৌড়মণ্ডল। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত যদুগোপাল গোস্বামী, শ্রীধাম নবদ্বীপ—অপ্রকটের পূর্বে শ্রীরূপ, শ্রীজীব গোস্বামী প্রবন্ধ দেখিয়া দিয়াছিলেন। নিষ্কিঞ্চন ও প্রাচীন বৈষ্ণব পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল বিনোদবিহারী গোস্বামী (পঞ্চতীর্থ) শ্রীধাম বৃন্দাবন। নিরপেক্ষ ও শ্রীগৌরৈকগতি পরমবৈষ্ণব শ্রীযুত কৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীগোবর্দ্ধনতটনিবাসী, নির্মলচরিত্র, বালব্রহ্মচারী, ভজনৈকনিষ্ঠ প্রাচীনবৈষ্ণব পণ্ডিত প্রবর শ্রীল অদ্বৈত দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীব্রজমণ্ডল। ভারত বিখ্যাত তথা বিশ্ববিশ্রুত সনাতন ধর্মের মহাতেজস্বী বক্তা ধুরন্ধরাগ্রণী শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ রণ ও শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবাভিলাষী নির্মল চরিত্র স্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিহৃদয় ব মহারাজ—শ্রীধাম বৃন্দাবন। শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় (বাল ব্রহ্মচারী) প্রচ্য-নব্যন্যায়াচার্য্য, বিদ্যারত্ন, ন্যায়বৈশেষিক, শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা, তর্ক-তর্ক-তর্ক, বৈষ্ণব-দর্শনতীর্থ, বি-এ, শ্রীবৃন্দাবন—শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রবন্ধ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ভজনৈকনিষ্ঠ, বিদ্বান্ ও পরমবৈষ্ণব পঃ শ্রীমৎ কিশোরী দাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীবৃন্দাবন। নিষ্কিঞ্চন ভজনকনিষ্ঠ পঃ শ্রীমৎ দীনশরণদাসজী মহারাজ (বি-এ) শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড। বৈরাগ্যৈকনিষ্ঠ ভজন পরায়ণ পঃ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাসজী—ব্যাকরণ-ভক্তিতীর্থ-ভাগবত-বেদান্ত-শাস্ত্রী—শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীযুত নৃসিংহ বল্লভ গোস্বামী বেদান্ত-শাস্ত্রী—শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রবন্ধ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুতরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিতীর্থ; শ্রীবৃন্দাবন—শ্রীলোকনাথ, শ্রীভূগর্ভ, শ্রীদাস গোস্বামী প্রবন্ধ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুত রাসবিহারী গোস্বামী এম-এ, বেদান্ততীর্থ-ন্যায়াচার্য্য মহাশয়, শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীযুত আচার্য্য শ্রীমৎ দামোদর লাল গোস্বামী শাস্ত্রী, শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-

চার্য্য-মার্তণ্ড পণ্ডিত শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী, শ্রীবৃন্দাবন। মহাতেজস্বী বাগ্মীপ্রবর ডঃ শ্রীযুত মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী এম-এ, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট, শ্রীগৌড়মণ্ডল। স্বনামধন্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিদ্বদ্‌বরেণ্য প্রাচীন বৈষ্ণব-মহাত্মা শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ এম-এ, ডি-লিট্, পরবিদ্যাচার্য্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবত-ভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তভাস্কর, (Ex-principal)—শ্রীগৌড়মণ্ডল। অপ্রকটের ঠিক্ পূর্ব সময়ে শ্রীবৃন্দাবন ধামে (University) সমস্ত গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে মহাত্মা তিনি—দৈষ্ণৈক-ভূষণ মণ্ডিত ৺শ্রীহরিদাস দাস নামানন্দ (Ex. D. P .I —Assam)। পরমভাগবত মহাকবি পঃ শ্রীবনমালী দাস শাস্ত্রীজী (ঘটিকাশতক শ্রীবৃন্দাবন। পঃ শ্রীরামদাস শাস্ত্রীজী (চারসম্প্রদায়) শ্রীবৃন্দাবন। পঃ শ্রীম পরমেশ্বর দাসজী (সম্পাদক, শ্রীব্রজমণ্ডল, মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়) শ্রীরাধাকুণ্ড সরল দীন মূর্ত্তি মহান্ত শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ দাসজী—(বি-এ, বি-টি) শ্রীরাধাকুণ্ড নিষ্কিঞ্চন ব্রতৈকনিষ্ঠ [মৌনী বাবা] পরম ভাগবত পঃ শ্রীমৎ কৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ (বি-এস্-সি) শ্রীনন্দগ্রাম। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘো— কলিকাতা। পণ্ডিত শ্রীযুত বিজন বিহারী গোস্বামী বৈষ্ণব-দর্শন-তীর্থ—রম শ্রদ্ধার সহিত এই গ্রন্থের মুদ্রণকালে ভ্রমসংশোধনাদি কার্য্য করিয়া যথাযথ ভবে শ্রীমন্মহাপ্রভুজীর নির্মল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সেবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া সারাজীবন প্রাণভরিয়া সেবা করিতে থাকুন ; সর্পাকর শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণে এইমাত্র প্রার্থনা—শ্রীগৌড়মণ্ডল (কলিকাতা)।

মুদ্রণ বিষয়ে মাঝে মাঝে বিঘ্ন হইলেও মুদ্রণালয় কর্তৃপক্ষগণ র্বদা সাবধানতার সহিত কার্য সম্পাদনের যত্ন করিয়াছেন। প্রভু তাঁহাদের সর্বপ্রকারে মঙ্গল বিধান করুন—এইমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীযুত শিবপ্রসাদ মুখার্জি—পাণিহাটী, ২৪ পরগণা। ডাঃ শ্রীযুত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী M. B., F. R. C. S, [Eng]—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীঅদ্বৈত হরিসভার সভ্যবৃন্দ—কলিকাতা। পঃ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় শাস্ত্রীজী—

শ্রীপাটবাড়ী, কলিকাতা। প্রাচীন ও বৃদ্ধ মহাত্মা শ্রীগৌরৈকনিষ্ঠ শ্রীহরি বাবাজী মহারাজ সন্ন্যাসী—শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীমতী ক্ষান্তিলতা দেবী, ভাগবত-ভারতী —কলিকাতা)। ডাঃ শ্রীমান্ প্রতাপ চন্দ্র সরকার বি, এস-সি, এম-বি, চেঙ্গাইল —হাওড়া। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখার্জি—উত্তরপাড়া (শ্রীবৃন্দাবন) বঙ্গদেশ। শ্রীমান্ শচীন্দ্র নাথ সরকার এম-এ, অধ্যাপক শ্রীরামপুর কলেজ, কলিকাতা। ডাঃ শ্রীমান্ কৃষ্ণরঞ্জন সরকার বি, এস্, সি, এম্, বি, (District Medical officer—Darjeeling)। শ্রীযুক্ত করুণা কিঙ্কর হাজরা (I. C. S., Secretary) বঙ্গদেশ। সঙ্গীতাচার্য্য পরমনিষ্কিঞ্চন বাবা শ্রী আর, ডি, পার্বতীকর (বীণামহারাজ, B.S.C) শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ান্তর্গত বৈষ্ণব, বদরীকাশ্রম—হিমালয়। মহান্ত শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ গোস্বামী—গম্ভীরা, শ্রীপুরীধাম। পঃ শ্রীগোপাল দাস কাব্যতীর্থ, বিদ্যারত্ন—শ্রীবৃন্দাবন। পঃ শ্রীকৃষ্ণ দাসজী বাবাজী মহারাজ, কুসুমসরোবর, ব্রজমণ্ডল। বৈষ্ণবাচার্য্য পঃ শ্রীমৎ রাধাচরণ দাসজী মহারাজ (শ্রীব্রজ-শ্রীক্ষেত্র-শ্রীগৌড়মণ্ডল—শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় সম্প্রদায়)। বিদ্বন্মণি মহান্ত আচার্য্য শ্রীমৎ সঙ্কর্ষণ দাসজী মহারাজ, শ্রীরামানন্দী সম্প্রদায়—রামবাগ, শ্রীবৃন্দাবন। পরমশান্ত ভজনৈকনিষ্ঠ শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবাভিলাষী পঃ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীজী (বি-এ) শ্রীবৃন্দাবন। ভজনচতুর সন্ন্যাসী শ্রীব্রজধামৈকনিষ্ঠ স্বামী শ্রীপ্রেমানন্দজী (বি-এ) শ্রীবৃন্দাবন। পরম নিষ্কিঞ্চন অবধূত মৌনী বাবা (জটাধারী) শ্রীবৃন্দাবন। মহান্ত শ্রীমৎ দীনবন্ধু দাসজী, নাসিক, রাজস্থান। স্বামী শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—কলিকাতা (Vice-Preident, All India Radio)। স্বামী শ্রীমৎ চিন্ময়ানন্দজী—বি-এ, (শ্রীগৌর মহারজ) অমৃতবাজার পত্রিকা, কলিকাতা। মহান্ত আচার্য্য শ্রীমৎ ধনঞ্জয় দাসজী মহারজ, (পরমবিদ্বান্-নিম্বার্ক-সম্প্রদায়) শ্রীবৃন্দাবন। ষড়দর্শনাচার্য্য প্রবীণ পণ্ডিত প্রবর শ্রীমৎ চক্রপাণিজী মহারাজ (শ্রী-সম্প্রদায়) শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বিমল শ্রীনাম-প্রেমধর্ম্মের প্রচার-প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিশ্রুত

গৌড়ীয়-মিশনের মূল মঠ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ বর্ত্তমান পীঠাচার্য্য শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মের নির্ভীক প্রচারক—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ—নদীয়া।

" " " " ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ (বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত বৈষ্ণবাচার্য্যরত্ন) শ্রীধাম নবদ্বীপ

" " " " ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামি-মহারাজ শ্রীব্রজ-ক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডল

" " " " ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ "

" " " " ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ "

" " " " ভক্তি প্রমোদ পুরী " "

" " " " ভক্তি সৌরভ ভক্তিসার " " পরমপণ্ডিত ও নিষ্কিঞ্চন, শ্রীবৃন্দাবন।

" " " " ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী " " " (মহাতেজস্বী বাগ্মী)—বঙ্গদেশে।

" " " " ভক্তি বিচার যাযাবর " " "

শ্রীযুত সুন্দর লাল দত্ত (ভোলানাথ পেপার হাউস), কলিকাতা। পঃ শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ গোস্বামী, ভাগবত-শাস্ত্রীজী, শ্রীগৌড়মণ্ডল। অধ্যাপক পঃ শ্রীমৎ রাধারমণ দাসজী, ব্যাকরণতীর্থ, ন্যায়াচার্য্য (সংস্কৃত কলেজ), শ্রীপুরীধাম—(উড়িষ্যা)। শ্রীযুত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ এ্যাড্‌ভোকেট (পাটনা হাইকোর্ট)। শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর গোস্বামী, শ্রীমদনমোহন মন্দির, শ্রীবৃন্দাবন, উত্তর প্রদেশ।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীল ভক্তি সুধীর যাচক মহারাজ—শ্রীবৃন্দাবন।

" " " " ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ—শ্রীগৌড়ধাম।

" " " " ভক্তিকুমুদ সন্ত " —বঙ্গদেশ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমবিদ্বান্ পঃ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল উড়ুলোমী মহারাজ (কলিকাতা)

পরম পণ্ডিত ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ রাঘব চৈতন্যদাসজী (অষ্টভাষাবিদ্) শ্রীবৃন্দাবন ধাম।

ভজনৈকনিষ্ঠ পরহিতকারী বৈষ্ণব পঃ শ্রীমৎ পুরুষোত্তম দাস ব্রহ্মচারীজী—বৃন্দাবন
শ্রেষ্ঠ্যার্য শ্রীযুত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়—শ্রীবৃন্দাবন (দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।
ভজনৈকনিষ্ঠ—শ্রীযুত অমূল্যকুমার সরকার (রিটায়ার্ড ইঞ্জিনীয়ার) শ্রীবৃন্দাবন।
ব্রহ্মণ্যধর্ম্মৈকনিষ্ঠ—শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি (ভূতপূর্ব মেয়র, কলিকাতা)।
" " রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি (ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট)।
" পঃ " মোহিনীমোহন শাস্ত্রী জ্যোতিষাচার্য্য—কলিকাতা।
" পরম পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রীজী মহোদয় M. A., P. R. S., D. Litt. (Principal Sanskrit College—Cal.)
" " দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম-এ (Oriental Research Institute, Vrindaban Mathura)
" " রাসগৌর ঘোষাল (M. Sc. M. B. D. T. M. (Cal) D. T. M. (Liverpool) Calcutta,
" " ডাঃ শ্রীযুত পঞ্চানন চাটার্জি—এম-বি, (cal) এফ, আর, সি, এস, (এডিন) ভূতপূর্ব প্রধান অস্ত্র চিকিৎসক মেডিক্যাল কলেজ—কলিকাতা।
পূর্ববঙ্গ 'সন্তোষ' সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজকুমার Mr. S. Sinha M. Sc. (cal), Ph. D. (Graz) Head of the Department of Psychology, Calcutta University.
" শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার ভট্টাচার্য্য I. C. S., District Magistrate, Mathura—(U.P.)
" শ্রীযুক্ত হরিপদ গাঙ্গুলী—(B. Sc. এম-এ, বি-এল) পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি—বঙ্গদেশ।
" " রামপ্রসাদ গৌতম (সভাপতি শ্রীব্রজমণ্ডল শ্রীব্রজবাসী সমিতি) শ্রীবৃন্দাবন।

ব্রহ্মণ্যধর্ম্মৈকনিষ্ঠ পঃ শ্রীযুক্ত মগন লাল শর্মাজী (নগর পালিকা) শ্রীবৃন্দাবন।

কুমার শ্রীল বিমল চন্দ্র সিংহ বাহাদুর (রাজস্বমন্ত্রী বঙ্গদেশ)।

" " বৃন্দাবন চন্দ্র " " (এম-এ, বি-এল) কলিকাতা।

" " জগদীশ চন্দ্র " " বেলগাছিয়া, কলিকাতা।

" " শরদিন্দু নারায়ণ রায় (এম-এ, প্রাজ্ঞ) কলিকাতা।

" " রোহিণীন্দ্র লালা মিত্র (এ্যাটর্নি কলিকাতা) শ্রীবৃন্দাবন।

" " শচীনন্দন সিং বাহাদুর (মুঙ্গের) বিহার।

" " পুলিন বিহারী রায়—(ভাগ্যকুল) কলিকাতা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী—ডাঃ শ্রীবিধান চন্দ্র রায় (বঙ্গদেশ) কলিকাতা।

" শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী (শিক্ষামন্ত্রী) বঙ্গদেশ।

" " তরুণ কান্তি ঘোষ (খাদ্যসরবরাহ-মন্ত্রী) বঙ্গদেশ।

" " রজনীকান্ত প্রামাণিক (উপমন্ত্রী) বঙ্গদেশ।

" " বিমলানন্দ তর্কতীর্থ (আয়ুর্বেদাচার্য্য, এম-এল-এ, সাধারণ সম্পাদক পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস পার্লেমেণ্টারী) কলিকাতা।

" " উপেন্দ্র নাথ বর্মন (এম, পি) জলপাইগুড়ি, বঙ্গদেশ।

পূজ্য " কামিনী কুমার ঘোষ (প্রাচীন বৈষ্ণব মহাত্মা) শ্রীবৃন্দাবন।

" আউধ বিহারী কপূর (Principal, Jnanpore College, District—Gaya.)

শ্রদ্ধেয় " কেশব চন্দ্র বসু (বর্ত্তমান মেয়র) এ্যাটর্নি, কলিকাতা।

" " আশুতোষ মল্লিক—(ডেপুটি স্পীকার)—বঙ্গদেশ।

" " নন্দলাল বিদ্যাসাগর (বি-এ) প্রবীণ পণ্ডিত, গৌড়ীয় মিশন।

স্বধামগত শ্রীযুত ভববন্ধচ্ছিদ্ দাস ভক্তি সৌরভ (বি-এ, বি-এল) সহ-সম্পাদক —গৌড়ীয় মিশন, কলিকাতা।

পূজনীয় " লোচনানন্দ ঠাকুর, প্রবীণ বৈষ্ণব ও আয়ুর্বেদাচার্য্য, কলিঃ।

শ্রীযুক্ত ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী (এম-এ, পি, এইচ, ডি) সম্পাদক সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ—কলিকাতা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরালাল পাল মহাশয়, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

চিত্রপট মুদ্রণ সম্বন্ধে—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ধর B.A. F.R.G.S. (London) (Imperial Art Cottage) কলিকাতা-৬ (নিরুপাধিক সেবা)।

ডাঃ শ্রীযুত সন্তোষ কুমার দাস (হোমিওপ্যাথিক) কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত অশোক কুমার সরকার (শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস ; সম্পাদক, আনন্দবাজার ও Hindusthan Standard) কলিকাতা।

" নিতাই দাস রায় (M.A., B.L. Prof. Law College—Calcutta)—ব্যারিষ্টার, কলিকাতা।

ডঃ সচ্চিদানন্দ দাস " "

" প্রমথ নাথ রায়—জমিদার,—১৪০এ, দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিঃ।

" বলাই চান্দ শীল—(শ্রীহরিভক্তি প্রদায়িনী সভা) কলিঃ।

" কালীমোহন সাহা—(মেথলি পাড়া টি কোং) "

" ব্রজেন্দ্র কুমার সাহা—পিতা } "

" বীরেন্দ্র কুমার সাহা—পুত্র } "

উক্ত পিতা-পুত্র উভয়েই শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর জীউ ও শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহন দেবের প্রিয় সেবক। ইঁহারা শ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে থাকিয়া নির্বিঘ্নে এই গ্রন্থ প্রকাশন জন্য সর্বদা আমাকে পরমোৎসাহ দান করিয়াছেন। কিন্তু প্রাণে বড়ই দুঃখ যে, এই সদ্‌বংশ জাত একমাত্র কুমার—"**শ্রীমান্ দীপক**" অসময়ে জগতের নানারূপ অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিজধামে পরমানন্দে বিরাজ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন জন্য তিনি সুখী ; কিন্তু তাঁহার এ জগতের স্বজনবর্গ বিরহ-কাতরে বিমুহ্যমান। আমার ভাগ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তাই বলি, হে সুদূরের বন্ধো ! তোমার স্মৃতিচিহ্নকে জগত হইতে মুছিতে পারিলে না। যে হৃদয় দেবতা সকল জীবের চিরদিনের বন্ধু তাঁহারই অসীম ও অসমোর্দ্ধ

কৃপায় এই মহান্ গ্রন্থাকারে তোমার অক্ষয় স্মৃতি পৃথিবীর বক্ষে—সাধুসমাজে চিরদিনের জন্য থাকিয়া গেল। **"দীপক স্মৃতি"**। ২৯।১এ, ক্যানাল্‌ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৪।

শ্রীগোপাল টিন্ ফ্যাক্টরীর মালিকগণ—রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও শ্রীগোস্বামিগণের আবির্ভাবের সমসাময়িক

শ্রীনদীয়া-নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী*

১। শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম। ২। শ্রীবিষ্ণুদাস বাচস্পতি। ৩। শ্রীরঘুনাথ শিরোমণি। ৪। শ্রীহরিদাস ন্যায়ালঙ্কার। ৫। শ্রীজানকীনাথ তর্কচূড়ামণি। ৬। শ্রীমথুরানাথ তর্কবাগীশ। ৭। শ্রীরামভদ্র সার্বভৌম। ৮। শ্রীভবানন্দ সিদ্ধান্ত-বাগীশ। ৯। শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি। ১০। শ্রীরুদ্ররাম তর্কবাগীশ। ১১। দ্বিতীয় শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম। ১২। শ্রীদুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ। ১৩। শ্রীহরিরাম তর্ক-বাগীশ। ১৪। শ্রীকাশীনাথ বিদ্যানিবাস। ১৫। শ্রীরুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি। ১৬। শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন (J. A. S. B. Vol. VI. New Series No. 7, 1910)। ১৭। শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার। ১৮। শ্রীরামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ। ১৯। শ্রীগদাধর ভট্টাচার্য্য। ২০। শ্রীগোবিন্দ ন্যায়বাগীশ। ২১। শ্রীরঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার। ২২। শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার। ২৩। শ্রীজয়রাম ন্যায়পঞ্চানন। ২৪। শ্রীজয়রাম তর্কালঙ্কার। ২৫। শ্রীশিবরাম বাচস্পতি। ২৬। শ্রীরঘুনন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য। ২৭। শ্রীরামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার। ২৮। শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম। ২৯। শ্রীচন্দ্রশেখর বাচস্পতি। ৩০। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার। ৩১। শ্রীপূর্ণানন্দগিরি পরম-হংস। ৩২। শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশ। ৩৩। শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য। ৩৪। শ্রীমাধবানন্দ সহস্রাক্ষ।

---

* শ্রীকান্তিচন্দ্র রাঢ়ী কর্তৃক সঙ্কলিত 'নবদ্বীপ-মহিমা' গ্রন্থের ছায়া।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
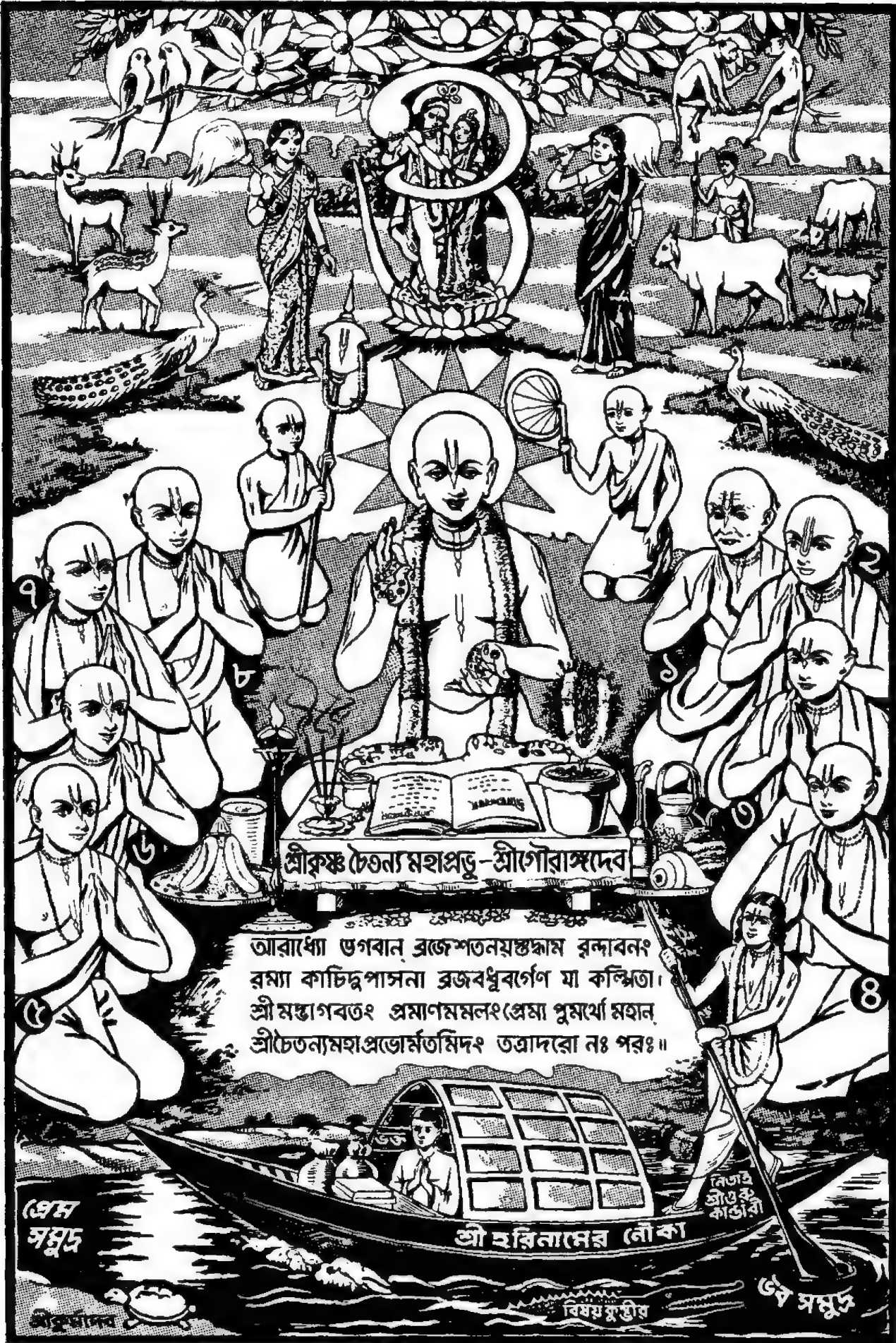
১—শ্রীলোকনাথ গোস্বামী। ২—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী। ৩—শ্রীসনাতন গোস্বামী। ৪—শ্রীরূপ গোস্বামী। ৫—শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী। ৬—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। ৭—শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী। ৮—শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিজ্ঞপ্তি

যাবতীয় ধর্ম্মের মূল একমাত্র শ্রীভগবান্, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন-ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন। গীতা ৪।৭-৮ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—'হে ভারত, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক আবির্ভূত হই। সাধুদিগের রক্ষার জন্য ও দুষ্কর্মকারীদের (দুষ্টকর্ম) বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।' শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১১।৭ শ্লোকে শ্রীনারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদে শ্রীনারদ বলিতেছেন—'হে রাজন্, সর্ববেদময় শ্রীভগবান্ হরিই ধর্মের মূল। যাঁহার অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয়। তিনিই ভগবত্তত্ত্ববিদ্‌গণের বিধান-মূলক স্মৃতি অর্থাৎ একমাত্র বিধি।' শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৭।২৭ শ্লোকের 'ভাবার্থ-দীপিকা' টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ বলিতেছেন—'তাপক্লিষ্ট হইয়া বহুবিধ তপস্যাই করুন, ভৃগুপাতেরই অনুষ্ঠান করুন্, বহু বহু তীর্থ বিচরণই করুন্, বেদ-সমূহ অধ্যয়নই করুন্, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন্, বহুতর্কই করুন্, শ্রীহরিস্মরণ বিনা কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না।' সেই শ্রীহরি কিরূপ? তাহা শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২ লহঃ—১০৮ শ্লোকে বলিতেছেন—'শ্রীকৃষ্ণনাম' চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, 'নাম-নামীতে ভেদ নাই।' সমগ্র ঈশ্বর (শ্রীহরি) তত্ত্ব মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই যে সর্বাদি অর্থাৎ অনাদিরও আদি। তাহা ব্রঃ সং ৫।১ শ্লোকে বলিতেছেন—'সৎ, চিৎ, ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর (পরম+ঈশ্বর—অর্থাৎ সকল ঈশ্বর তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরতত্ত্ব যিনি)। তিনি অনাদির ও আদি, সর্বকারণের কারণ।' শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৮ শ্লোকে—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"—বাক্যেও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ২।১০৮ শ্লোকের দুর্গম-সঙ্গমনী টীকায় বলিতেছেন—"একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূর্তম্।"—সচ্চিদানন্দ-রসময় (আদি পদে বিভিন্নরসের বিষয়-বিগ্রহ) তত্ত্ব এক অদ্বয়বস্তু। সেই অদ্বয়তত্ত্বই 'বিগ্রহ' ও 'নাম' এই দুইরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৩০—১৩৫ পয়ারে—'কৃষ্ণনাম,' 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুইত সমান॥ 'নাম,' 'বিগ্রহ,' 'স্বরূপ'—তিন একরূপ। তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দরূপ'॥ দেহ-দেহীর, 'নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ'। জীবের ধর্ম, নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'॥ অতএব কৃষ্ণের 'নাম,' 'দেহ', 'বিলাস'। প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥ "কৃষ্ণনাম," 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা'-বৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম, সব—"চিদানন্দ॥" 'কেবলমাত্র মূঢ় ব্যক্তিগণ মানুষ তনু মনে করিয়া আদর করিতে পারে না'—গীঃ ৯।১১। সেই শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ গুণবিশিষ্ট তাহা বলিতেছেন—"অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টি—প্রধান। এক একগুণ শুনি' জুড়ায় ভক্তকাণ॥"—চৈঃ চঃ মঃ ১৩।৬৫ পয়ার। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু দঃ বিঃ বিভাব লহরীতে ১১—২৫ শ্লোকে বলিতেছেন,—অনন্তগুণবিশিষ্ট শ্রীভগবানের পঞ্চাশটী গুণ সামান্যাকারে মানবে আছে; তৎসহ আর পাঁচটী যোগে পঞ্চান্নটী গুণ দেবতাগণে আছে; তৎসহ আর পাঁচটী গুণ যোগে ৬০টী গুণ শ্রীনারায়ণে আছে; তৎসহ আর ৪টী গুণ সংযোগে ৬৪টী গুণ শ্রীকৃষ্ণে বর্ত্তমান। সেই চারিটী গুণ এই—(১) সর্বলোকের চমৎকারকারিণী লীলা-কল্লোল সমুদ্র, ; (২) শৃঙ্গাররসের অতুল্য প্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠজনগণ ; (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী-মুরলী-সুমধুর তান ; (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, এবং যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে *। শ্রীধর স্বামী ৬৪ কলার যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন। কোন ভক্ত গাইয়াছেন—"যেই নাম, সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥"

---

* "লীলা প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥"—ভঃ রঃ সিঃ ২।১।৪১।

শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকে ১ম শ্লোকে বলিতেছেন,—"নিখিল বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্রূপ রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পদকমলের শেষ সীমা নিরন্তর নীরাজিত হইতেছে। হে হরিনাম, তুমি মুক্ত কুলের দ্বারা (বিষয়ভোগবাসনামুক্তগণের দ্বারা) নিরন্তর উপাসিত হইতেছ। অতএব হে শ্রীহরিনাম! আমি সর্বতোভাবে তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি। 'কলিযুগের ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন। এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।' —চৈঃ ভাঃ। সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি নিজ শ্রীমুখে শিক্ষাষ্টকে শ্রীনামের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপ বহু বহু শাস্ত্রে শ্রীভগবানের নামের মহিমা বর্ণিত আছেন। যুগান্তরে নামান্তর মাত্র—**সত্যযুগে**—'নারায়ণঃ পরাবেদাঃ নারায়ণঃ পরাক্ষরাঃ। নারায়ণঃ পরামুক্তিঃ নারায়ণঃ পরাগতিঃ॥' **ত্রেতাযুগে**—'রাম-নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥' **দ্বাপরযুগে**—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥' **কলিযুগে**—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥' প্রতিযুগের আরাধনার ক্রমও এইরূপ শাস্ত্র বর্ণন করিয়াছেন,—সত্যে—ধ্যানমাত্র-দ্বারা; ত্রেতায়—যজ্ঞের দ্বারা; দ্বাপরে—পরিচর্য্যা দ্বারা; কলিযুগে—**শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞদ্বারা**। নম্ ধাতুর উত্তরে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'নাম' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। নম্ ধাতুর অর্থ নমিত করা অর্থাৎ শ্রীভগবানকে অবতরণ করান, আর নাম গ্রহণ কারিকে শরণাগত করান। 'কলিযুগের **ধর্ম্ম** হয় **নাম** সংকীর্ত্তন। এতদর্থে **অবতীর্ণ** শ্রীশচীনন্দন॥' ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যখন কর্ত্তৃবাচ্যে হয়, তখন শ্রীভগবান্ স্বয়ং, আর যখন করণবাচ্যে হয় তখন কোন বস্তুর স্বভাব। 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরম-নির্ম্মৎসরাণাং সতাং।'—ভাঃ ১।১।২ দ্রষ্টব্য। 'নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার। কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর॥' —চৈঃ ভাঃ। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—"তুহুঁ দয়া সাগর তারয়িতে প্রাণী। নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি॥ সকল শকতি দেই নামে

তোঁহারা। গ্রহণে না রাখলি কাল বিচারা॥ শ্রীনাম চিন্তামণি তোঁহার সমানা। বিশ্বে বিলাওলি করুণা নিধানা॥ তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা। অতিশয় মন্দ নাথ, ভাগ হামারা॥ নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর। ভকতিবিনোদ চিত্ত দুঃখে বিভোর॥" সেই মধুমাখা সুধাময় শ্রীহরি নাম—চিরদুঃখী জগদ্বাসীকে দান করিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-রসবিগ্রহ—শ্রীগৌররূপধারী শ্রীহরি। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত তনু—'**গোরা**'। গোবিন্দ নাম হইতে '**গো**' শব্দ, আর রাধা নাম হইতে '**রা**' শব্দ লইয়া '**গোরা**' নাম হইয়াছে। যখন সেই গোরা শ্রীরাধার ভাবে তখন, হা কৃষ্ণ! বলিয়া আর যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে তখন, হা রাধে! বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি কাঁদিবেন কাহার জন্য! যাহার জন্য কাঁদেন, তিনি নিজেই ত' সেই তত্ত্ব। কাজেই খুঁজিয়া আর কাহাকে পাইবেন? এ কাঁদা কেবল জগৎ শিক্ষার জন্যই।—শ্রীভগবান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জগতকে একাধারে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ ও শ্রীকৃষ্ণ-অনুরাগের মহিমা জ্ঞাপন করিয়াছেন*। এই গ্রন্থে "বেদগুহ্য শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম" প্রবন্ধের "কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে প্রমাণ" প্রসঙ্গে "শ্রীঅনন্ত সংহিতা" গ্রন্থে বর্ণিত **শ্রীগৌরহরি** নামের মূল কারণ দ্রষ্টব্য। এই প্রমাণানুযায়ী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বপ্রথম ও আদি নামই—**শ্রীগৌরহরি** জানা যায়।

ভক্তচাতকের পিপাসাতুর করুণ-ক্রন্দন-দুঃখ নিবারণ করিতে পারেন—নবঘনশ্যাম মেঘের বারিবিন্দু। তাই, শ্রাবণ-ভাদ্রমাসের ঘনবর্ষাকেও পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রেমভক্তি-রসের বাদল জগতে আনয়ন করিলেন,—**রসময় শ্রীগৌরহরি**। শ্রীবাসুঘোষ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"যদি গৌর না হইত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা জগতে জানাত কে॥" শ্রুতি বলিতেছেন,—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি॥"

---

* অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"—পদ্যাবলী

তৈঃ ২।৭।—সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ-লাভ করেন। কে-ইবা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা প্রদর্শন করিত, যদি সেই পরমতত্ত্ব আনন্দস্বরূপ না হইতেন; তিনি সকলকে আনন্দ দান করেন।

কলিহত জীবের নিদারুণ দুর্দ্দশা দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ সদাশিব মহাদেবাবতার শ্রীল অদ্বৈত প্রভু অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,—'এই লোকলোচনের সম্মুখে শ্রীহরিকে যদি প্রকট করিতে না পারি, তবে আমার '**অদ্বৈত**' নাম ধারণ বৃথা এবং আমি তপস্যা করিতে করিতেই প্রাণ ত্যাগ করিব।' পরমপ্রিয় ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীসীতানাথ অদ্বৈতচন্দ্রের তপস্যা প্রভাব ও করুণ-ক্রন্দন ধ্বনিতে যখন গোলোক ব্রজধাম-বিহারী শ্রীগোবিন্দের সিংহাসন বিচলিত হইয়াছিল; তখন শ্রীহরি জ্ঞাপন করিলেন—"আরুহ্য হৃদিব্যকরুণাভিদ রম্য যানম্। সদ্ভক্তসৈন্যগণৈঃ সহরঙ্গভূমিঃ॥ স্বাখ্যান-কীর্ত্তন-শরোৎকর-বর্ষণেন, জেষ্যামি সর্ব্বজীব-পীড়ক-পাপশত্রূন্॥" (গৌঃ বিরুদ)। 'আমার হৃদয় হইতে উত্থিত করুণাই আমার দিব্য যান (বাহন)। সেই করুণাকে বাহন করিয়া এবং আমার সৈন্য নিত্যপরিকরগণসহ কলিরাজের তাণ্ডব-রঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইব। নিজনাম-রূপগুণ-লীলাকীর্ত্তন-স্বরূপ ঘনবর্ষণকারীশব্দব্রহ্ম-স্বরূপ বাণ (শর) দ্বারা সর্ব্বজীবের পীড়ক পাপ শত্রুকে জয় করিব।' সেই নিত্য পরিকর সৈন্যগণের,—শ্রীগোস্বামিপাদগণের জীবনবৃত্তান্তই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ। তাঁহারা আবৃত প্রেম-মহাসমুদ্রের অনুসন্ধান দান করিয়া জীবকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপ্রভু জীবে দয়া করি। সপার্ষদ স্বীয়ধাম সহ অবতরি॥ অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান। শিখান শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥ দৈন্য আত্ম নিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ। অবশ্য রক্ষিবেন কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন॥ ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার। ভক্তি প্রতিকূল ভাব বর্জ্জন অঙ্গীকার॥ ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার। তাঁহার প্রার্থনা শুনেন শ্রীনন্দকুমার॥" —(ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ)। "সুবর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা দেদীপ্যমান শ্রীশচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন। তিনি

যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন—করুণাপূর্বক বা করুণাসহ।"—বিঃ মাঃ ১ম অঃ ২য় শ্লোকে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ।

এইপ্রকার শ্রীহরিনামভজন-সংকীর্ত্তনরূপ অভিনব উপাসনা, আরাধনা, ভজন-সম্পত্তি চিরদুঃখী জগদ্বাসীকে দান করিবার জন্য অনাদিসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকৃপারূপ শ্রীগুরুপরম্পরা উপদেশক্রমে 'ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়'-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। আম্নায়পারম্পর্য্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদাদি মহা-মহিমগণের আরাধ্য, শ্রীশ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুচরবর্য্য ১০৮ শ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আমার উদ্ধারক, গতিদায়করূপে শ্রীনাম-মহিমা জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের সাক্ষাৎ কৃপাই আমার এই নশ্বর শরীর সম্বন্ধীয় বংশের উদ্ধারক। এই ক্ষুদ্রতম গ্রন্থে যদি কিছু উত্তম বিষয় থাকে, তবে তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা। আর যাহা অধম বিষয় আছে, তাহা এই দীনহীন অযোগ্য দাসানুদাসের জানিয়া অদোষদর্শী সহৃদয় পাঠক-বৈষ্ণবগণ নিজনিজগুণে ক্ষমা করিতে প্রার্থনা। শ্রীগোস্বামিপাদ-গণের সম্বন্ধে কোন কথাই লিখিবার যোগ্যতা আমার সত্য সত্যই নাই। 'আপনি অযোগ্য জানি' মনে পাঁউ ক্ষোভ। তথাপি তোমার গুণে উপজয়ে লোভ॥'—এই মহাজন বাণী স্মরণ করিয়া যতটুকু সংগ্রহ সাধন-চেষ্টা করিবার সুযোগ হইয়াছে এবং তাহাতে যে সকল গম্ভীর ও মধুর বিষয় সমূহ দর্শনের সুযোগ হইয়াছে, তাহা হয়ত' আমার মত মূর্খ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাবিমুখ পাপপরায়ণ ক্ষুদ্র জীবাধমের পক্ষে কোটীজন্মেও সম্ভব হইত না।

সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ সকল ও কড়চাত্রয়, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলী ও সজ্জন-তোষণী পত্রিকা, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গ্রন্থাবলী ও গৌড়ীয় পত্রিকা (মুখ্যতঃ), শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন গ্রন্থাবলী, শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ-গ্রন্থাবলী, শ্রীযুত

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, মহাত্মা শিশিরকুমার ও শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুত রাম-নারায়ণ বিদ্যারত্ন, শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামি-সংস্করণ গোস্বামিগ্রন্থ সমূহ, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু (বিশ্বকোষ); শ্রীমৎ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সংস্করণ গ্রন্থ, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়গণ-কৃত গ্রন্থাদি তথা বসুমতি পত্রিকা, সপ্তগোস্বামী গ্রন্থ এবং পৃথক্ পৃথক ভাবে অসম্পূর্ণাবস্থায় কোন কোন গোস্বামিপাদের জীবনী ও সর্ব্বোপরি গৌড়ীয়-গোস্বামি-আচার্য্য-বৈষ্ণব-গণের গ্রন্থাবলীই এই গ্রন্থের মূলাধার। বিভিন্ন গ্রন্থাগার হইতেও অনেক সহায়তা পাওয়া গিয়াছে; তাঁহাদের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে অনেক মহাজনের নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। সকলের শ্রীচরণে করযোড়ে প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থ মুদ্রণকালে মুদ্রাকর-প্রমাদ থাকা একটা স্বাভাবিক কথা; প্রমাদ না থাকাটাই অস্বাভাবিক। কাজেই এ সম্বন্ধে সারগ্রাহিগণ ক্ষমা করিতে প্রার্থনা।

সর্বশেষ-নিবেদন,—

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের গুণ কে বর্ণিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের করুণা-মূর্ত্তি বিদিত সংসারে॥
অহৈতুকী কৃপা যদি হয় কা'রো প্রতি॥ অনায়াসে পায় সেই শ্রীকৃষ্ণ পদে মতি॥
'বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। মো' হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥'
এই বাক্যে আশা ধরি' ব্যাকুল পরাণে। প্রণিপাত করি' সদা বৈষ্ণব-চরণে॥
'আমিত' দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব না চিনি। মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥'
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্-তিনই সমান্। বিষয়-আশ্রয়-ভেদ (মাত্র), শাস্ত্র প্রমাণ॥
তিনের কৃপায় তিন মিলে শ্রুতি বলে। এ তিনের দাস্য মিলে বহু ভাগ্য ফলে॥
'কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু। কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তার একবিন্দু॥'
'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' এই কথা ভুলি' মোর হৈল সর্বনাশ॥
হায় হায়! কোথা যাব কি করিব আমি। জনমে জনমে গতি রাধা, অন্তর্যামী॥
পিতৃকুল মাতৃকুল উভয়ই সমান। ঠাকুর নরোত্তম কৃপা তাহাতে প্রধান॥

নরোত্তম কৃপামূর্ত্তি গুরু গুণনিধি। অভাগার গতিদাতা মিলাইলা বিধি॥
অযোগ্য অধম জানি মনে পাই ত্রাস। প্রভু কৃপা হবে জানি হৃদয়ে উল্লাস॥
অপার করুণাসিন্ধু পতিত পাবন। কাতরে কাঁদিয়া ডাকে দাস গোবর্দ্ধন॥

"তোমার বৈষ্ণব, বৈভব অপার (তোমার)
আমারে করুন দয়া।
তবে তোমা প্রতি, হ'বে মোর মতি (গতি)
পাব তব পদছায়া॥"

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

[১] শ্রীশ্রীগৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণের আবির্ভাব, তিরোভাব তিথি সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতামত দেখা যায়। তন্মধ্যে যাহা অনেকের অনুমোদিত তাহাই এই গ্রন্থে দেওয়া হইল। যদি ইহার অতিরিক্ত কাহারও অনুসন্ধান জাগে তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বৎ ১৫৪২, শকাব্দা ১৪০৭, বঙ্গাব্দ ৮৯২, * ফসলী ৮৯৩, বগড়ী ৮৯৩, মগী ৮৪৮, ত্রিপুরাব্দ ৮৯৫, হিজরী ৮৯১, ১৩ই সফর; খৃষ্টাব্দ ১৪৮৬, জুলিয়ান্ কেলেণ্ডার মতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার এবং গ্রেগ্রিয়ান্ কেলেণ্ডার মতে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণ সন্ধ্যাকাল। কোনমতে ১৪০৭ শক [১লা ফাল্গুন শুক্রবার, পূর্ণিমা তিথি।] সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা ১৪৩১ শক ২৯ মাঘ সংক্রান্তি দিন শনিবার ও অপ্রকটলীলা ১৪৫৫ শক ধরিয়া অন্বেষণ করিলে হয়ত' তাঁহারা কতকটা সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন—ইহাই আমার ধারণা।

[২] শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি শ্রীগৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণের **প্রকৃত চিত্রপট** (Photo) ভারতবর্ষের নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া যায় নাই। এইজন্য মনে হয়, এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের গ্রন্থ ব্যতিরেকে তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। তাঁহাদের অপ্রাকৃত তনু (শরীর) উপাসক

* শ্রীনবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত ফনীভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক গণিত শ্রীচৈতন্য-জাতক মতে—বঙ্গাব্দ ৮৯২, ২৩শে ফাল্গুন।

সম্প্রদায় ভাবনাময়-নেত্রে সর্বদা দর্শন করেন। তাঁহাদের ভাবের আনুকূল্য হইতে পারে, এই আশায় ও পরম করুণাময় বৈষ্ণবগণের সদিচ্ছায় শ্রীশ্রীব্রজের স্মৃতি-উদ্দীপক শ্রীশ্রীললিতা-বিশাখা সখীসহ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীগৌড়ের স্মৃতি-উদ্দীপক শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি অষ্ট-গোস্বামিবৃন্দ পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ মিলিত তনু—শ্রীগৌরহরির চিত্রপট এই সঙ্গে দেওয়া হইল। কৃপাময় বৈষ্ণবগণ—**"শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তাঁ'র হয় ব্রজভূমে বসে॥"** (—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়।) এই উপদেশ এই দীনহীন গ্রন্থ-কারকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিতে করযোড়ে প্রার্থনা।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন, আপনি শ্রীহরি॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন, ছার।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার॥"

শ্রৌতাম্নায় শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা ক্রমে প্রণাম ও সম্প্রদায় রহস্য

শ্রীভাগবত পরম্পরা বা শ্রৌত পরম্পরা *

(সিদ্ধ পরম্পরা সর্বসাধারণে অপ্রকাশ্য)

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্। শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥ অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্। শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়-ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥ পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ। ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥ তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্‌গুরূন্।

---

* "আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তাঃ বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ॥"—মহাজন কারিকা।
ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥—মুণ্ডক ১।১।১

দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ॥ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥ মহাপ্রভু-স্বরূপ-শ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ। রূপসনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামি-প্রবরৌ প্রভূ ॥ শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপপ্রিয়ো মহামতিঃ। তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজ-শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রভুর্মতঃ ॥ তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীল সেবাপরো নরোত্তমঃ। তদনুগত-ভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ ॥ তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্যভূষণম্। বিদ্যা-ভূষণপাদ শ্রীবলদেব সদাশ্রয়ঃ ॥ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা। শ্রীমায়া-পুরধামস্ত নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ॥ শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ। শ্রীভক্তি-বিনোদো দেব স্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ ॥ তদভিন্নসুহৃদ্‌বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ। শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্॥ মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ। বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্ত-পদ্মবিকাশকঃ ॥ দেবোঽসৌ পরমোহংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে। প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ ॥ হরিপ্রিয় জনৈর্গম্য ওঁবিষ্ণুপাদ পূর্ব্বকঃ। **শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয়ঃ** ॥ সর্ব্বেতে গৌরবংশ্যাশ্চ-পরমহংস-বিগ্রহাঃ। বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্ট-গ্রহাগ্রহাঃ ॥

প্রাচীন আম্নায় শ্রৌতপরম্পরাক্রমে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিকৃত-পদ্যে, শ্রীল কবিকর্ণপুরকৃত 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়', শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তীকৃত—'শ্রীভক্তিরত্নাকরে', মহাকবি শ্রীল জয়দেব বংশজ শ্রীরামরায় গোস্বামী মহোদয়ের "বেদান্ত-দর্শন-ব্রহ্মসূত্র" গ্রন্থে ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদকৃত-গ্রন্থে এই প্রকার আম্নায়-ভাগবতপরম্পরা লিখিত আছে। (গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ও সাধক-কণ্ঠমালা গ্রন্থের পরম্পরাও এই)। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পরিবারের ভক্তমালটীকাকার প্রিয়াদাসজীর শ্রীগুরুদেব শ্রীমনোহর দাসজীকৃতা ব্রজভাষায় **"সম্প্রদায় বোধিনী"** নামক গ্রন্থে ও শ্রীহরিরাম ব্যাসকৃত 'নবরত্ন' গ্রন্থাদিতেও এই পরম্পরা আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব পর্য্যন্ত পূর্ব্ব আম্নায়-পরম্পরা সকলেরই একরূপ। কেবল-মাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কমল হইতে যে সকল পৃথক্ পৃথক্ ধারা প্রবাহিত হইয়াছেন ; সেই সকল ধারায় আম্নায়পরম্পরা তদনুযায়ী প্রবাহিত হইয়া জগতকে পবিত্র করিতেছেন।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
দ্গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৯০ শ্লোকে শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ।

সিদ্ধ প্রণালীর পরিচয়*

এই প্রণালী অবলম্বনে মধুর রসের ভজন প্রয়াসীগণ নিত্যসিদ্ধ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত আর যাহা গূঢ় রহস্য আছে, তাহা সেই—"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ" নিজ নিজ শ্রীগুরুদেব হইতে অবগত হইয়া থাকেন। ইহাকে সিদ্ধপ্রণালী বলে। আর সম্প্রদায় সম্বন্ধে 'আম্নায়-ভাগবত-পরম্পরা' অবশ্য স্বীকার্য্য।

দিক্	নাম	বর্ণ	বস্ত্র	বয়স	সেবা
	শ্রীনন্দনন্দন	ইন্দ্রনীলমণি	পীত	১৫।৯।৭	সেব্য
	শ্রীমতী রাধিকা	গলিত কাঞ্চন	মেঘবৎ	১৪।২।১৫	”
উত্তর	—শ্রীললিতা	গোরোচনা	ময়ূরপিঞ্ছ	১৪।৩।১২	তাম্বুল
ঈশান	—শ্রীবিশাখা	তড়িৎ	তারাবলী	১৪।২।১৫	বস্ত্রাদি
পূর্ব্ব	—শ্রীচিত্রা	কাশ্মীর	কাঁচবর্ণ	১৪।১।১৯	চিত্র

* এই সিদ্ধ পরম্পরা সর্বসাধারণে অপ্রকাশ্য, তাহা বৈষ্ণব মাত্রেরই নিজ ভজনীয় বস্তু। এতৎসহ শ্রীসিদ্ধপরম্পরার একটি পরিচয় মাত্র দেওয়া হইল। সিদ্ধদেহে মঞ্জরীর আনুগত্যে ভজন (সেবা) করিতে ইচ্ছা হইলে এই পরম্পরায় নিত্যসিদ্ধ শ্রীগুরুদেব হইতে তাহা গ্রহণ করাই শাস্ত্রবিধি,—এই ভজন কেবল পরম পবিত্র মধুর রসের জন্যই।

† শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেওয়া প্রেম-সম্পদের অধিকার প্রার্থীর সম্বন্ধে এই প্রণালী অবশ্য গ্রহণীয়। ইহা ছাড়া শ্রৌতাম্নায়-পরম্পরা, ভাগবত-পরম্পরা, সম্প্রদায়-পরম্পরা, যাঁহার মূলে সর্ব্বোপাস্যতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই উপাস্যরূপে বর্ত্তমান আছেন। তাহা উপেক্ষা করিলে মহাজনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভক্তিমার্গ হইতে পতিত হইতে হয়। অতএব 'শ্রৌত-পরম্পরা'ও স্বীকার্য্য।

দিক্	নাম	বর্ণ	বস্ত্র	বয়স	সেবা
অগ্নি—	শ্রীইন্দুলেখা	হরিতাল	দাড়িম্বপুষ্প	১৪।২।১২	অমৃতাসন
দক্ষিণ—	শ্রীচম্পকলতা	ফুল্লচম্পক	চাষপক্ষী	১৪।২।১৪	চামর
নৈঋত—	শ্রীরঙ্গদেবী	পদ্মকিঞ্জল্ক	জবাপুষ্প	১৪।২।৮	চন্দন
পশ্চিম—	শ্রীতুঙ্গবিদ্যা	কাশ্মীর	পাণ্ডুবর্ণ	১৪।২।২০	গানবাদ্য
বায়ু—	শ্রীসুদেবী	পদ্মকিঞ্জল্ক	জবাপুষ্প	১৪।২।৮	জল

মঞ্জরী নির্ণয়

দিক্	নাম	বর্ণ	বস্ত্র	বয়স	সেবা
উত্তর—	শ্রীরূপমঞ্জরী	গোরচনা	শিখিপিঞ্ছ	১৩।৬।০	তাম্বুল
ঈশান—	শ্রীমঞ্জুলালীমঞ্জরী	তপ্তহেম	কিংশুক পুষ্প	১৩।৬।৭	বস্ত্র
পূর্ব্ব—	রসমঞ্জরী	ফুল্লচম্পক	হংসপক্ষী	১৩।০।০	চিত্র
অগ্নি—	রতিমঞ্জরী	বিদ্যুৎ	তারাবলী	১৩।২।০	চরণ
দক্ষিণ—	গুণমঞ্জরী	তড়িৎ	জবাপুষ্প	১৩।১।২৭	জল
নৈঋত—	বিলাসমঞ্জরী	স্বর্ণকেতকী	ভ্রমরবর্ণ	১৩।০।২৬	অঞ্জনসিন্দূর
পশ্চিম—	লবঙ্গমঞ্জরী	বিদ্যুৎ	তারাবলী	১৩।৬।১	মালা
বায়ু—	কস্তুরীমঞ্জরী	হেমবর্ণ	কাঁচবর্ণ	১৩।০।০	চন্দন

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সকল রসের উপাসনার কথাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশাদির মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু মধুর রস বা শৃঙ্গার রসের উপাসনাকেই সর্ব্বোত্তম নির্ণয় করিয়াছেন। কেননা শ্রীশ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সম্বন্ধীয় সকল সিদ্ধান্তই সর্ব্বোন্নত উজ্জ্বল-রসাত্মক। যে কারণে, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজসুন্দরিগণের অকৈতব প্রেমের নিকট পরাজিত হইয়া স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন—"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজা" ... [শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩২।২২ শ্লোক]। আবার এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রাকৃত ভাষায় শ্রীরাধারাণীর উক্তির অনুসরণে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের ও শ্রীগৌর-হরির **উক্তি** বলিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বর্ণন করিয়াছেন—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, সেই প্রেম নৃলোকে না হয়। যদি হয় তা'র যোগ, কভু না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হৈলে জীবনে না রয়॥" কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুজী ইহাও বলিয়াছেন—"**চারিভাব-ভক্তি** দিয়া নাচাইমু ভুবন। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সংকীর্ত্তন ॥" **দাস, সখা, পিত্রাদি, প্রেয়সীর গণ**। রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥ "**পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃ পিতৃবন্মিত্র-বদ্ধরিং**। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥" যাঁহারা উদ্যমের সহিত পতি, পুত্র, সুহৃদ্ ভ্রাতা, পিতা এবং মিত্রের ন্যায় হরিকে সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। আবার শ্রীল সনাতন পাদের প্রতি শ্রীগৌর-হরির উপদেশ,—

"এইমত করে যেবা রাগানুগাভক্তি। কৃষ্ণের চরণে তা'র উপজয়ে প্রীতি॥
প্রেমাঙ্কুরে রতিভাব, হয় দুইনাম। যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্॥
যাহা হৈতে পাই এই কৃষ্ণ-প্রেমধন। এইত' কহিল অভিধেয় বিবরণ॥"

তাহা হইলে এক্ষণে আমরা—**দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর** এই চারি প্রকার মুখ্য রসেই শ্রীগৌড়ীয়গণের উপাসনার কথা পাইলাম। এই চারি-প্রকার রসেরই অষ্টকালীন লীলা স্মরণের বিধানও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া **শান্ত** রসের সেবকও শ্রীকৃষ্ণ-সেবানিষ্ঠ। তাঁহাদেরও কোন প্রকার অন্যাভিলাষ নাই—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সেবাসুখ ছাড়া।

কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য আমি সর্ব্বদা উদর-পূরণ আর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত থাকিয়া; পাপাচরণে, অপরাধপঙ্কে পতিত থাকিয়া, প্রাকৃত জড়রসে উন্মত্ত থাকিয়া নিজেকে অপ্রাকৃত চিন্ময়রসের **রসিক-চূড়ামণি** বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে পরিচয় দিতে লজ্জাও বোধ করি না। শ্রীমায়াদেবীর কি নটচাতুরতা!

অনাদিসিদ্ধ প্রাচীন ও আদি আম্নায় শ্রৌতপরম্পরায় [শ্রী] ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবগণ অন্য সম্প্রদায়ের নিকট নিজ সাম্প্রদায়িক-পরিচয় প্রদান-কালে নিম্নলিখিতরূপে পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুজীর দীক্ষামন্ত্র

গ্রহণ ও সন্ন্যাস গ্রহণ-লীলাও সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধের সম্মান দান মাত্র জানিতে হইবে ; কিন্তু তাহাও অবশ্য প্রয়োজনীয়।

(শ্রী) ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ধামছত্রাদি*

ধর্ম্মশালা—অবন্তিকাপুরী। **শাখা**—নিজ নিজ (যেমন—শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দ ইত্যাদি)। **ধাম**—বদরিকাশ্রম। **গোত্র**—অচ্যুত। **সুখবিলাস**—নৈমিষারণ্য। **বর্ণ**—শুক্ল। **ক্ষেত্র**—অঙ্গপাত। **আহার**—শ্রীহরিনাম। **পরিক্রমা**—লৌহগড়। **ঋষি**—পরমহংস। **দেবী**—মঙ্গলা (বিমলা)। **ভিক্ষা**—নিষ্কাম। **তীর্থ**—অলকানন্দা (তথা—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, কাবেরী, সিন্ধু, গোদাবরী)। **দেবতা**—নারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণ)। **ইষ্ট**—সাবিত্রী (গায়ত্রী)। **পার্ষদ**—নন্দ। **উপাস্য**—ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম)। **বেদ**—অথর্ব্বাদি (সাম, ঋক্, যজু, অথর্ব মতান্তরে)। **গায়ত্রী**—বিষ্ণু। **সম্প্রদায়**—ব্রহ্ম। **মন্ত্র**—বিষ্ণুহংস (শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র)। **মুক্তি**—সালোক্য (ভক্তিই-মুক্তি)। **দ্বার**—মুখ। **কৃষ্ণগামী** (গাদী)—উড়ুপী। **আচার্য্য**—আম্নায় পরম্পরায় শ্রীমধ্ব (ত্রিকাল)। **আখড়া**—বলভদ্রী।

একটি শুভ সংবাদ

[অনাদির আদি সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বোপাস্যতত্ত্ব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইতে জগতে প্রকটিত "শ্রৌত-আম্নায়-ভাগবত-পরম্পরা" অস্বীকারকারী ভ্রমাত্মক আম্নায়-বিরোধিগণের **আম্নায়** স্বীকারের প্রমাণ।]

---

* অন্তর্বর্ত্তী বিচারে বা সিদ্ধান্তে—উপাস্য, উপাসনা, উপাসক, ধাম, ভাব ইত্যাদি বিষয়ে—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ তদ্ধামবৃন্দাবনং, রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমাপুমর্থো মহান্, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥" —এই মতই গৌড়ীয়গণের সুপ্রসিদ্ধ।

১। **শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ** (এম, এ, ·Ex Principal) মহাশয় তাঁহার "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন" নামক পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবেই দেখাইয়াছেন। আমার ধারণা, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাপর ইতিহাস ও সিদ্ধান্ত এই বৃহদাকার গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছেন ; কিন্তু "শ্রৌত-আম্নায়-ভাগবত-পরম্পরা" সম্বন্ধে অস্বীকারোক্তি যে **তাঁহার ভ্রম**, তাহা তাঁহারই প্রকাশিত **শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত** গ্রন্থের 'গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা' ও চৈঃ চঃ গ্রন্থেরই ভুমিকা হইতে দেখান হইতেছে।

(ক) **শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত** তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৬৫, বঙ্গাব্দ ১৩৫৭ প্রকাশিত। মধ্য ২২।৬১ পয়ার (১০৭২, ৭৩ পৃঃ) **শ্রীগুরুপাদাশ্রয়** (আদৌ শ্রীভক্তিমার্গে প্রবেশ দ্বার) সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা—"শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বৈষ্ণব-গুরুর লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে ঃ—'গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ। বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥১।৪১॥ যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হয়েন ; তদ্ভিন্ন অন্যব্যক্তি অবৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত।' **দ্বিতীয়তঃ**—বৈষ্ণব হইলে দেখিতে হইবে, তিনি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব কিনা। কলিতে চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভক্তিশাস্ত্র সম্মত ; শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্মসম্প্রদায় (বা মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়), রুদ্র সম্প্রদায় (বা বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়) এবং সনক সম্প্রদায় (বা নিম্বার্ক সম্প্রদায়)। 'অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥—পাদ্মে।' **গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় গুরু-পরম্পরাক্রমে মধ্বাচার্য্য (বা ব্রহ্ম) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত** ; কিন্তু বৈদান্তিক মতে মাধ্ব-সম্প্রদায় হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য আছে। গুরু-পরম্পরাক্রমে ইহা মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সাধ্য-সাধন ব্যাপারে ইহাকে পৃথক্ একটি সম্প্রদায় রূপে মনে করা যায়। যাহা হউক, **ভক্তিমার্গে ভজনেচ্ছু ব্যক্তিকে উল্লিখিত সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কোনও এক সম্প্রদায়ভুক্ত গুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে ; নচেৎ**

তাহার দীক্ষা নিষ্ফল হইবে, ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের অভিপ্রায়। "সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥"—ভক্তমালধৃত পাদ্ম-বচন। ইহার হেতু এই যে, উল্লিখিত সম্প্রদায়সমূহ ব্যতীত অপর কোনও সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইলে জীবের স্বরূপানুবন্ধী সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের বিকাশ সম্ভব হইবে না। শ্রীভগবানের সহিত জীবের সেব্য-সেবকত্ব-ভাবই সাম্প্রদায়িত্বের মূল-ভিত্তি।"

(খ) **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা**—তৃতীয় সংস্করণ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৬২, বঙ্গাব্দ ১৩৫৫ প্রকাশিত। **'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'** প্রবন্ধের ৬৯ পৃঃ শেষ ছত্রে—"শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার প্রমেয় রত্নাবলীর এবং শ্রীগোবিন্দভাষ্যের প্রারম্ভে স্বীয় গুরুপ্রণালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, **লৌকিক-লীলায়**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরমগুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীও শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের শিষ্যানুশিষ্য পর্য্যায়ভুক্ত।"

২। **শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ**-কৃত ১৯৩৯ ইং সনের প্রকাশিত "বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব" নামক সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিতেই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে "(শ্রী)ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ে"রই অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব এ সম্বন্ধে যাঁহারা প্রয়োজন বোধ করিবেন, তাঁহারা ঐ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণই বেশ ভালভাবে অধ্যয়ন করিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন যে,—"(শ্রী) ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের রহস্য কি। শ্রীবিদ্যাবিনোদ মহাশয় পরে এই শ্রৌত-আম্নায়-ভাগবত-পরম্পরার বিরোধী হইয়াছেন, তাহাও তাঁহার 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ' 'শ্রীরূপের রস প্রস্থানের ভূমিকা' ও 'গৌড়ীয়ার তিনঠাকুর' ইত্যাদি গ্রন্থে সুস্পষ্ট করিয়াছেন। শ্রৌতাম্নায়-ভাগবত-পরম্পরার মূলেও **সর্ব্বারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ** আছেন ; ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

"বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব"—প্রকাশক শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ. বি-এল। পুরাণাপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা। ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ সাল। ৪৮।১ ভগবৎশাহ শঙ্খনিধি রোড, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা—মঞ্জুষা-প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।

"গ্রন্থকারের নিবেদন"—প্রবন্ধের /০ আনা হইতে ।০ আনা পৃষ্ঠার মধ্যে ⁄১০ আনা পৃষ্ঠার শেষে—"আধুনিক আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের কতিপয় পণ্ডিতম্মন্ত ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-আম্নায় ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যে সকল অভিসন্ধিযুক্ত প্রয়াস করিয়াছেন, এই গ্রন্থের **অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে** তাহা বহু শাস্ত্র যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে।"

উক্ত গ্রন্থের—**১৯০—৩০০ পৃঃ** সপ্তবিংশ অধ্যায়ে (শ্রীমধ্বের সিদ্ধান্ত), অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে (শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়), উনত্রিংশ অধ্যায়ে (শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের উপদেশ) ও পরিশিষ্ট—শ্রীমদ্ দ্বাদশস্তোত্রম্—১—৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

ঐ গ্রন্থের—**২৪২ পৃঃ**—যে সকল লোক—"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ" ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত **"পাষণ্ডমত-প্রচারক"**। (তত্ত্বসন্দর্ভ ১০ম সংখ্যা দ্রঃ)।"

২৪৩ পৃঃ—"যাঁহারা এই প্রণালীকে (শ্রী) ব্রহ্ম-মাধ্ব-প্রণালীকে) অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি ?"

২৪৭ পৃঃ—"শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে সাত্বত চতুঃ সম্প্রদায়ের অন্যতম (শ্রী)"ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়" স্বীকার করিবেন বলিয়াই সর্ব জগদ্গুরু হইয়াও শ্রীঈশ্বর পুরীকে 'দীক্ষা-গুরু-রূপে' বরণ করিবার লীলা এবং সর্ব্বত্র সকল **সময়ে শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের প্রতি গুরুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন**ঃ—'সংসার **সমুদ্র হইতে** উদ্ধার আমারে। এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে।'—চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৫৪।"

চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৯৮—১২৮ হইতেও জানা যায় যে,—"শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের নিকট 'দশাক্ষর-মন্ত্র' গ্রহণ লীলার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ করেন এবং মায়াবাদের প্রতিযোগী 'তত্ত্ববাদ' এবং **তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য যে**

প্রেম, তাহাই প্রচারার্থ (শ্রী)'মধ্ব-সম্প্রদায়' স্বীকার করিয়াছেন।"

২৪৯ পৃঃ—"কারণ, তাহা না হইলে **শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুই** বা কেন (শ্রী)মধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীকে গুরু স্বীকার করিবার লীলা প্রদর্শন করিবেন ? আবার সেইরূপ ভ্রম **শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুরই** বা কেন হইবে ? তিনিই বা কেন (শ্রী)মধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি তীর্থ বা শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিবেন ?"

২৭২ পৃঃ—"শ্রীদ্বারকাপতি ও শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে সূত্রভাষ্য ৩।২।১১ এবং কবিকুলতিলক শ্রীত্রিবিক্রমাচার্য্যের "সুমধ্ববিজয়-মহাকাব্য" দ্রষ্টব্য।"

"কে তাঁ'রে জানিতে পারে যদি না জানায়।
জানিতে যে আশা হয় তাঁহারি কৃপায়॥
প্রেমের মূরতি প্রভু প্রেমে যেবা সেবে।
সম্প্রদায়-বাধা সেথা কভু নাহি হ'বে॥
জীবের শোধন লাগি প্রভুর বিধান।
আচার্য্য রূপেতে প্রভু জীবে দেন জ্ঞান॥"—গ্রন্থকার।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ"—ভাঃ ১১।১৭।২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শিক্ষাগুরুদেব ও দীক্ষাগুরুদেব

যেমন, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপাদের একমাত্র সাক্ষাৎ দীক্ষাশিষ্য ; কিন্তু শ্রীভাগবত-পরম্পরা মধ্যে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপাদের নাম নাই। এজন্য সিদ্ধ-পরম্পরায় তাঁহাদের গুরু-শিষ্য নিত্য সম্বন্ধের কোন প্রকার বিঘ্ন হইতে পারে না। তেমনই শ্রৌত-আম্নায়-পরম্পরায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের শিষ্য বলিলেও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের* বা

* শ্রীজীবপাদও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিক্ষাগুরুদেব ছিলেন। তিনিই 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি দিয়াছেন।

তাঁহার দীক্ষা শ্রীগুরুদেব শ্রীল লোকনাথপাদের কোন খর্ব্বতা হয় না। "দীক্ষা গুরুদেব ও শিক্ষাগুরুদেব সম্বন্ধে"—শ্রীজীবপ্রভুর ভক্তিসন্দর্ভে ২০২ সংখ্যা—"প্রীতিলক্ষণভক্তীচ্ছূনাং তু রুচিপ্রধান এব মার্গঃ শ্রেয়ান্, নাজাতরুচীনামিব বিচার-প্রধানঃ।" "তদেতদুভয়স্মিন্নপি তত্তদ্ভজন-বিধিশিক্ষাগুরুঃ প্রাক্তনঃ শ্রবণ-গুরুরেব ভবতি।···মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব, নিষেৎস্যমানত্বাদ্বহূনাম্। ২০৬ সংখ্যা—শ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি। শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি জ্ঞেয়ম্। ২০৮ সংখ্যা—তত্র শ্রবণগুরু-সংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ। অনুগ্রহঃ মন্ত্রদীক্ষা(গুরু)রূপঃ।"

শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি—শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪-৪৫।

—দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে—"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥" চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৯২-৯৩। শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে—শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১।৪৭—"শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥" ঐ ৫৮—"জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥" শাস্ত্র বর্ণন করিয়াছেন—যাঁহার শ্রীমুখে তত্ত্বকথার অর্দ্ধাক্ষরও শ্রবণ করা হয় তিনিও শিক্ষা গুরু। এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে—অবধূতের চব্বিশ গুরুর পরিচয় পাওয়া যায়।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।২২।

শ্রীজীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে—৭ম শ্লোকে মঙ্গলাচরণে—

'অনন্তর মন্ত্রগুরু ও ভাগবতার্থপ্রদ শিক্ষা গুরুবর্গকে নমস্কার করিয়া ভাগবত-সন্দর্ভকে গ্রন্থনপূর্ব্বক লিখিবার নিমিত্ত বাঞ্ছা করিতেছি।'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীব্রজধাম (পরিচয় ও পরিক্রমা) এই গ্রন্থের—**প্রথমখণ্ড**—পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছেন।

সূচীপত্র—দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়	পত্রাঙ্ক	মোট পত্রাঙ্ক

সূচীপত্র—তৃতীয় খণ্ড

বিষয় পত্রাঙ্ক মধ্যে

মানচিত্র ও চিত্রসূচী

বরাহপুরাণে—

নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ড পরিসংস্থিতং, পূর্ণব্রহ্ম সুখৈশ্চৈব নিত্যমানন্দমব্যয়ম্। বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশে, স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত—১০।২১।৫ শ্লোক।

মঙ্গলাচরণ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার ॥—চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৫।

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে—
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্বপ্রিয়ানাম্ ॥

অদ্বৈত-প্রকটীকৃতো নরহরি প্রেষ্ঠঃ স্বরূপ-প্রিয়ো
নিত্যানন্দ-সখঃ সনাতন-গতিঃ শ্রীরূপ-হৃৎকেতনঃ।
লক্ষ্মী-প্রাণপতির্গদাধর-রসোল্লাসী জগন্নাথভূঃ
সাঙ্গোপাঙ্গ-সপার্ষদঃ স দয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ ॥

"জয় রূপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ ॥"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণধন ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ ॥
সর্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না হউক আমার ॥

স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব,—লোকনাথ।
ই হা সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
আর কিসে পূরিবেক সাধ ॥"—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়।
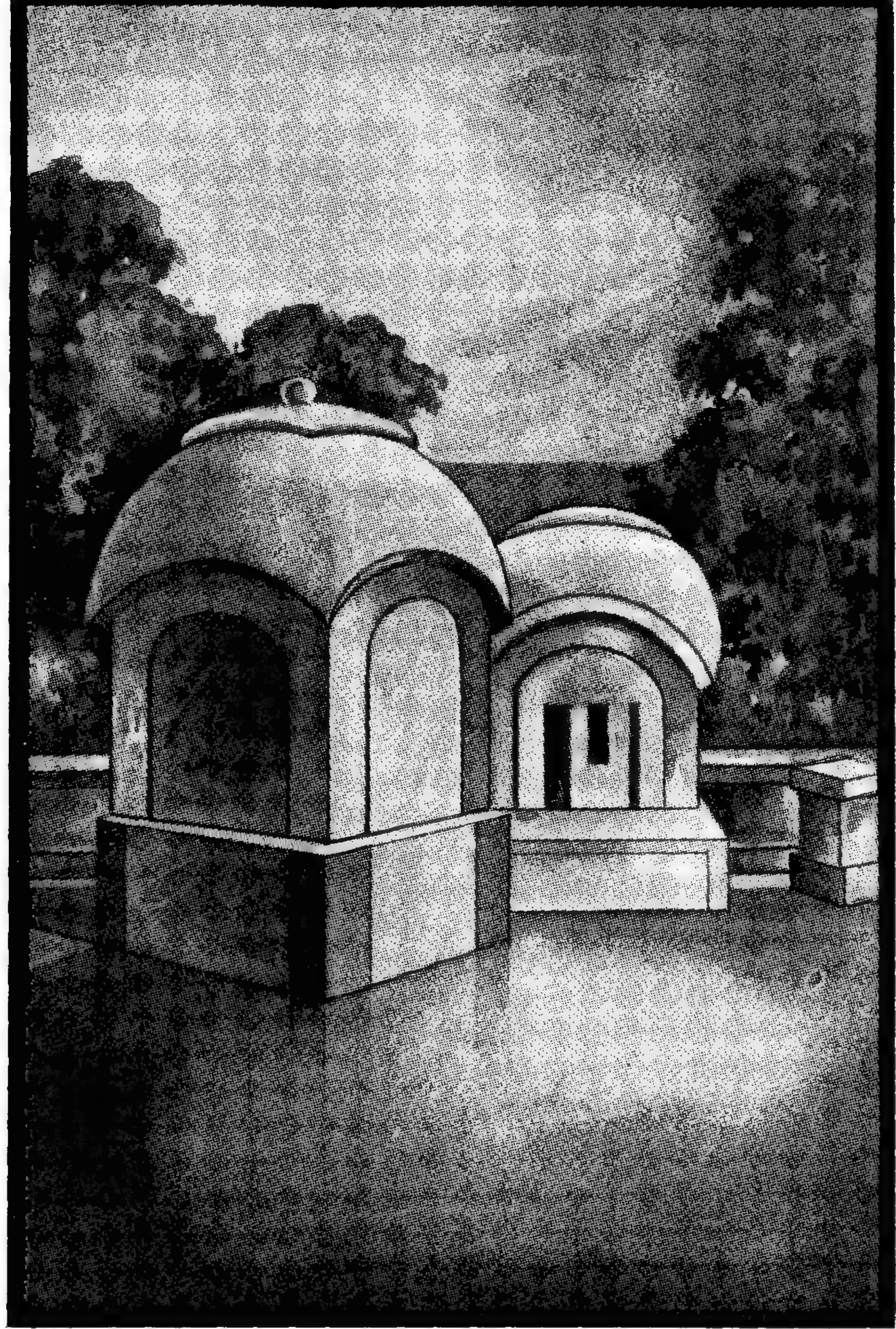
শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোকুলানন্দে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর
শ্রীসমাধি-মন্দির। পার্শ্বে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ও
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের পুষ্প-সমাধি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামী

(শ্রীব্রজের শ্রীমঞ্জুলালী সখী—গৌর গঃ দীঃ)

শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈক-সেবাসম্পৎ-সমন্বিতং।
পদ্মনাভাত্মজং শ্রীমল্লোঁকনাথ-প্রভুং ভজে॥

কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আনীত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের অন্যতম **শ্রীহর্ষ** ভরদ্বাজ গোত্রীয় ছিলেন। এই শ্রীহর্ষের বংশধরই **শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি প্রভু***। শ্রীহর্ষ হইতে একাদশ পুরুষ শ্রীউৎসাহ ও গরুড় মুখুটি। শ্রীহর্ষ—শ্রীগর্ভ—শ্রীনিবাস—শ্রীমেধাতিথি—শ্রীআবর—শ্রীত্রিবিক্রম—শ্রীকাঁক—শ্রীবাঁধু—শ্রীপ্রাণেশ্বর—শ্রীমাধবাচার্য্য—শ্রীকোলাহল—শ্রীউৎসাহ ও শ্রীগরুড়; এই শ্রীউৎসাহা মুখুটির বংশানুক্রমে শ্রীপরমানন্দ বা শ্রীপদ্মনাভ (চক্রবর্ত্তী) ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের ঔরসে ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীসীতাদেবীর গর্ভে ১৪০৫ শকে ১৪৮৩ খৃঃ যশোর জেলার তালখড়ি গ্রামে শ্রীলোকনাথ প্রভু আবির্ভূত হন। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে প্রায় দুই বৎসরের বয়সে বড় ছিলেন।

---

* তালখড়ি ভট্টাচার্য্য বংশের বিবরণীর জন্য শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত "ব্রাহ্মণ-বংশ বৃত্তান্ত"—১১৩-১৪ পৃঃ; লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত "সম্বন্ধ নির্ণয়"—২৭১ পৃঃ; "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"—ব্রাহ্মণ কাণ্ড—১৪৫-৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। (সপ্তগোস্বামী)।

বংশ-লতিকা
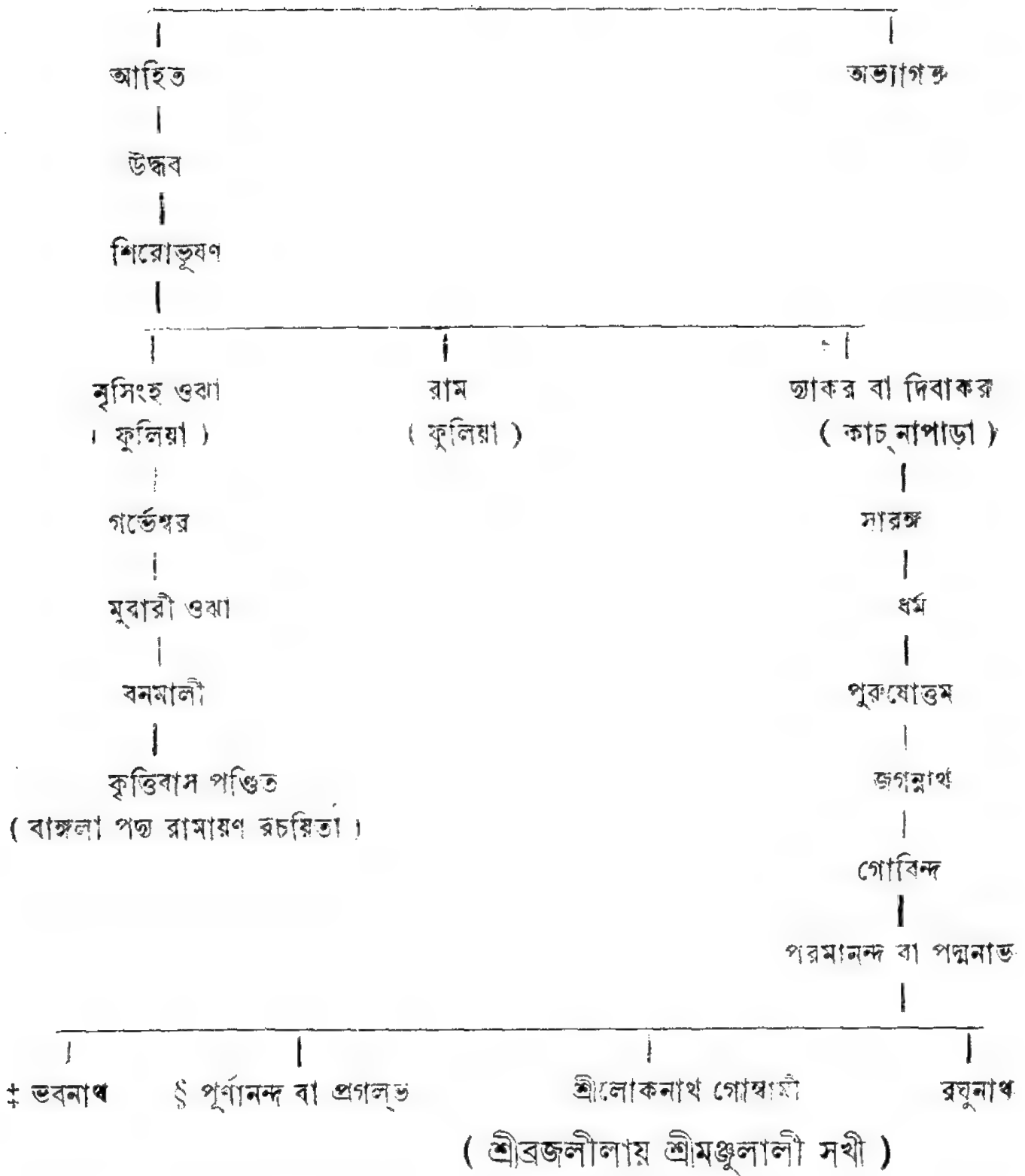
শ্রীভবনাথ ও শ্রীপ্রগল্‌ভ বা পূর্ণানন্দের বংশ বিস্তারও প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ করা হইল। শ্রীরঘুনাথের পরবর্ত্তী কোন বংশ পরিচয় পাওয়া যায় নাই।
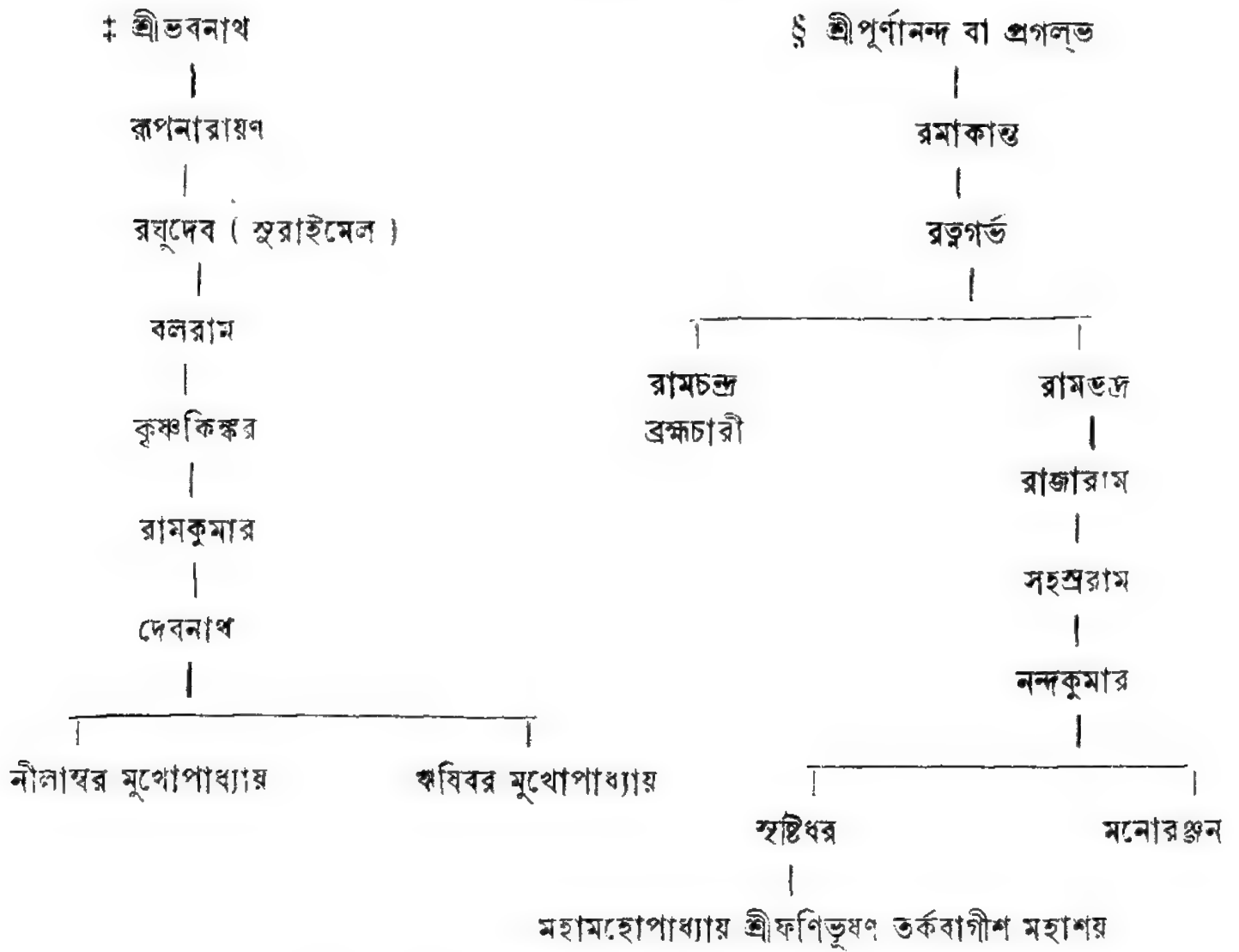
যশোর দেশেতে তালখৈড়া গ্রামে স্থিতি।
মাতা—সীতা, পিতা—পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী ॥—ভঃ রঃ ১।২৯৬

তালখড়ি গ্রামে আসিবার পূর্ব্বে শ্রীদিবাকর মুখুটি মহাশয়ের সময় হইতে ইঁহাদের বংশধরগণ কিছুকাল কাঁচ্‌নাপাড়ায় বাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে যশোহর ষ্টেশন হইতে মোটরে সোনাখালি হইয়া খেজুরা, তথা হইতে পদব্রজে ও বর্ষাকালে নৌকাপথে তালখড়ি গ্রামে যাওয়া যায়। ইঁহাদের বংশের উপাধি—মুখুটি, চক্রবর্ত্তী, ওঝা, ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি পাওয়া যায়। পরে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি প্রভুর পর হইতে শ্রীভবনাথ ও শ্রীপ্রগল্‌ভের বংশধরগণ কেহ কেহ গোস্বামী শব্দ নিজেদের নামের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী নৈষ্ঠিক ভজনানন্দী ব্রহ্মচারী অবস্থায় গৃহত্যাগ করেন, সেইজন্য তাঁহার কোন বংশধর নাই। **শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তম দাস মহাশয়**

তাঁহার একমাত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম শিষ্যবর ছিলেন। তাঁহার শিষ্য, প্রশিষ্যের সংখ্যা বর্ত্তমানে বঙ্গবাসী, মণিপুরী ও উড়িষ্যাবাসীদের মধ্যে বহু সংখ্যক দৃষ্ট হয়। এই প্রবন্ধের স্থানান্তরে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি প্রভুর শ্রীগুরুপরম্পরা ও শিষ্য-পরম্পরা এবং এই নগণ্য গ্রন্থকারের ভ্রাতা-বংশপরম্পরা লিপিবদ্ধ হইল। "ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম দাস" গ্রন্থে সিদ্ধ শ্রীগুরুপরম্পরা ও আচার্য্য-পরম্পরা লিখিত হইবেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী অতীব শৈশবকাল হইতেই সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস গ্রহণলীলাব আসন্ন সময়ে ১৪৩১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে প্রায় ২৬ বৎসর বয়সকালে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লালসায় তৎসমীপে উপনীত হন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর চলিতেছিল। কারণ শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আর সন্ন্যাস গ্রহণের কাল ২৪ বৎসর বয়সকালে ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে। "চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। তা'র শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥"—চৈঃ চঃ ২।১।১১। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি প্রভুর আবির্ভাব ১৪০৫ শকে, ১৪৮৩ খৃঃ আর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত শ্রীনবদ্বীপে মিলিত হন – ১৪৩১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে। ইহা হইতে নির্ণয় করা যায় যে, তখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর। মাঝে পৌষ মাস মাত্র ছিল, মাঘ মাসে ত' প্রভু সন্ন্যাসই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইতে নিশ্চয় করা যায় যে, শ্রীগৌর-বিশ্বম্ভর মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ লীলার আসন্ন কালেই পূর্ণ অনুরাগময়ী উৎকণ্ঠাদশায় শ্রীলোকনাথ শেষ মিলিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত – শ্রীভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ হইতে এইরূপ পাওয়া যায় — ১।২৯৮-৩২৩

পদ্মনাভ প্রভু অদ্বৈতের প্রিয় অতি। লোকনাথ হেন বৃদ্ধ বিপ্রের সন্ততি ॥
লোকনাথ গৃহে সদা রহয়ে উদাস। সর্ব্ব ত্যাগি' নবদ্বীপে আইলা প্রভু পাশ ॥
প্রভু গৌরচন্দ্র অতি অনুগ্রহ কৈল। বৃন্দাবনে যাইতে ত্বরায় আজ্ঞা দিল ॥
ঐছে আজ্ঞা হৈল ইথে আছে প্রয়োজন। প্রভু করিবেন শীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহণ ॥

সন্ন্যাসী হইয়া প্রভু যাইবেন বৃন্দাবনে। এই হেতু আগে পাঠাইতে ইচ্ছা মনে॥
লোকনাথ বুঝিলেন এ সব আভাস। অতি অল্প দিনে প্রভু করিবেন সন্ন্যাস॥
শ্রীচাঁচর চিকুর কেশের হইবে অদর্শন। ইথে প্রাণ কিরূপে ধরিবে প্রিয়গণ॥
ঐছে বহু চিন্তা মাত্রে ব্যাকুল হৈল। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভু পদে প্রণমিল॥
অন্তর্যামী প্রভু লোকনাথে আলিঙ্গিয়া। করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া॥
লোকনাথ প্রভু পদে আত্ম সমর্পিল। প্রভুগণে প্রণমিয়া গমন করিল॥
দুঃখী হৈয়া কৈল বহু তীর্থ পর্য্যটন। কত দিন পরেতে গেলেন বৃন্দাবন॥
এথা ভক্তাধীন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া। নীলাচল চন্দ্রে দেখে নীলাচল গিয়া॥
তথা হৈতে গেলা প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণে। তাহা শুনি লোকনাথ চলিলা দক্ষিণে॥
দক্ষিণ হইয়া প্রভু আইলা বৃন্দাবন। লোকনাথ শুনি ব্রজে করিলা গমন॥
প্রভু বৃন্দাবন হৈয়া প্রয়াগে চলিলা। লোকনাথ ব্রজে আসি' ব্যাকুল হইলা॥
প্রভাতে প্রয়াগ যাত্রা করিব এ মনে। স্বপ্নে প্রভু প্রবোধি' রাখিলা বৃন্দাবনে॥*
লোকনাথ প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল। অজ্ঞাত রূপেতে ব্রজবনে বাস কৈল॥
কতদিন পরে রূপ-সনাতন সনে। হইল মিলন কি আনন্দ বৃন্দাবনে॥
শ্রীগোপাল ভট্ট আদি প্রভুগণ যত। সবা সহ যৈছে স্নেহ কে কহিবে কত॥
ভুগর্ভেতে স্নেহ যৈছে জগতে প্রচার। লোকনাথ সহ দেহ ভিন্ন মাত্র তাঁর॥
প্রভু লোকনাথ সর্ব্বপ্রকারে প্রবীণ। শ্রীমদ্ গোবিন্দাদি-সেবা কৈল কতদিন॥
প্রেমেতে বিহ্বল সদা বৈরাগ্যের সীমা। ভুবনে প্রচার যাঁর অদ্ভুত মহিমা॥
হরিভক্তিবিলাসে গোসাঞি সনাতন। মঙ্গলাচরণে কৈল যে নাম গ্রহণ॥
তথাহি— কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্ত। শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ **সলোকনাথঃ**॥
শ্রীবৈষ্ণবতোষণী গ্রন্থের প্রথমেতে। যে নাম গ্রহণ কৈল মঙ্গল নিমিত্তে॥

---

* তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি। বৃন্দাবন হৈতে কোথা না যাইহ তুমি॥ প্রয়াগ হইতে আমি যাব নীলাচল। শুনিতে পাইবে মোর বৃত্তান্ত সকল॥

—নরোত্তম বিঃ ১৬ পৃঃ

তথাহি—

শ্রীবৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎকাশীশ্বরং **লোকনাথম্** শ্রীকৃষ্ণদাসকম্॥

বিদ্যাশিক্ষা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত দুইবার সঙ্গলাভ*

প্রথম হইতেই শ্রীলোকনাথ প্রতিভা-সম্পন্ন বালক ছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীপদ্মনাভের নিকট প্রথম বিদ্যা অভ্যাস করেন। শ্রীপদ্মনাভ শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈতচন্দ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়া পরে নিজেই বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর বিদ্যালয়ের নাম ছিল, "অদ্বৈত সভা"। বিদ্যাশিক্ষার পর প্রতিদিন কীর্ত্তন হইত। সকল ছাত্রই কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। "অদ্বৈত-প্রকাশ" গ্রন্থে পাওয়া যায়,—"ভক্তিযুক্ত পদ্মনাভ ভাগবত-রসগানে সদা উন্মত্ত ছিলেন।" "দিবা-নিশি সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত অতিশয়। দেখি সে নেত্রের ধারা কেবা ধৈর্য্য হয়॥"—নরোত্তম বিলাস। শ্রীপদ্মনাভের পত্নী শ্রীসীতা দেবীও পরম বৈষ্ণবী ছিলেন,—"যৈছে পদ্মনাভ তৈছে তাঁর পত্নী সীতা। পরম বৈষ্ণবী যেঁহো অতি পতিব্রতা॥"—নরোত্তম বিঃ ১ম। শ্রীল লোকনাথ পিতৃদেবের বিদ্যালয়ে ব্যাকরণাদি সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর বিদ্যালয়ে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন এবং দীক্ষা মন্ত্র লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। "লোকনাথ কহে মোর পিতার সম্মত। শ্রীমদ্ভাগবত পড়োঁ কৃষ্ণ-লীলামৃত॥"—অদ্বৈত প্রকাশ ১২শ। শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর সভায় বিদ্যাভ্যাস করিতেন—শ্রীসরস্বতী-পতি (শ্রীমন্মহাপ্রভুজী) শ্রীগৌরাঙ্গ নিমাই পণ্ডিত; শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী ইত্যাদি বিদ্যার্থিগণ। এই সময়ে শ্রীল

* বিদ্যাশিক্ষা কালে শ্রীঅদ্বৈত সভায় প্রথমবার, পূর্ববঙ্গ বিজয় কালে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার হয়। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে তৃতীয়বার শেষ দেখা।

লোকনাথ গোস্বামি প্রভু, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। "শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গের গুণে অতি চমৎকার। লোকনাথের হৈল ভাগবতে অধিকার ॥" শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতি শ্রীলোকনাথের অদ্ভুত প্রেম দেখিয়া শ্রীল অদ্বৈত প্রভু শ্রীলোকনাথকে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে সমর্পণ করিলেন— "এত কহি প্রিয় শিষ্যে গৌরে সমর্পিলা। শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথে আত্মসাথ কৈলা ॥"* তদবধি লোকনাথ শ্রীগৌরাঙ্গচরণে চিরবিক্রীত হইলেন এবং সকল বিদ্যার পতি শ্রীগৌরহরি যাঁহার সতীর্থ, তাঁহার আর কি অভাব থাকে! "এমন পণ্ডিত সম নাহি সেই দেশে।"—প্রেমবিলাস। "শ্রীলোকনাথের ভক্তি পথে মহা আর্ত্তি। সর্বাঙ্গ সুন্দর যেন করুণার মূর্ত্তি ॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন পূর্ববঙ্গ বিজয়ে যান, তখন শ্রীল লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং যখন শ্রীনবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন তখন শ্রীলোকনাথকে গৃহে পাঠাইয়া আসেন। এইরূপভাবে ক্রমান্বয়ে শ্রীলোকনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউর প্রেমে তন্ময় হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের আশঙ্কা করিয়া ঠিক সন্ন্যাস গ্রহণের আসন্ন কালে মিলিত হইয়া নিজেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চিরতরে জগতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই তৃতীয় মিলন।

তালখড়ি গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বারাঙ্গনা নদীর ধার দিয়া পূর্ববঙ্গে যাইবার কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যাশিক্ষাকালে মিলনের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীলোকনাথের অনুসন্ধান করেন। অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে এইরূপ পাওয়া যায়—"পদ্মনাভ তাঁরে সৎকার কৈলা বিধিমত। মহাপ্রভু তথি বাস কৈলা দিনকত ॥" রাত্রে মহাসভা কৈলা মিলি বিজ্ঞজন। চতুর্দ্দিকে দীপ জ্বলে যৈছে মণিগণ ॥

---

* শ্রীগৌরাঙ্গদেব পঞ্চম বর্ষে বিদ্যারম্ভ করিয়া প্রথমে পঃ শ্রীগঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্যের নিকট চারি বর্ষকাল ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার, দুই বৎসরকাল বিষ্ণুমিশ্রের নিকট স্মৃতি ও জ্যোতিষ, দুই বর্ষকাল সুদর্শন পণ্ডিতের নিকট ষড়দর্শন, দুইবর্ষ কাল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নের পর শ্রীল অদ্বৈত সভায় বেদপাঠ করেন। তখন শ্রীলোকনাথের বয়স ১৯ বৎসর। শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স ১৭ বৎসর।—অদ্বৈত প্রকাশ, ১২শ।

পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর অতি ভাগ্যোদয়। যাঁর ঘরে শ্রীচৈতন্যের হইল বিজয়॥" তথা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউ ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর দিয়া এগারসিন্দুর গ্রামে যান এবং পরে ভেটাদিয়া গ্রামে শ্রীলক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর গৃহে কয়েকদিন ভিক্ষা নির্ব্বাহ করেন।* এই লক্ষ্মীনাথের ভ্রাতাই শ্রীপুরুষোত্তম। তাঁহারই সন্ন্যাস নাম,—শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী।

"সন্ন্যাস আশ্রমের নাম স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অতি মর্ম্মীভক্ত রসের সাগর॥"

১৪৩১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত যে তৃতীয়বার সাক্ষাৎ হয়, তাহাই প্রভুর প্রকটলীলাকালে শ্রীলোকনাথের সহিত শেষ দেখা। পিতা-মাতা অদর্শন হৈলে কতদিনে। মনের বৃত্তান্ত জানাইলা বন্ধুগণে॥ বিষম সংসার সুখ ত্যাজি মল প্রায়। প্রভু সন্দর্শনে যাত্রা কৈলা নদীয়ায়॥—নরোত্তম বিলাস।

শ্রীলোকনাথ শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণে উপস্থিত হইলে অশেষ-বিশেষ-রূপে কৃপা করতঃ শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করিতে আদেশ করেন। শ্রীলোকনাথ, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শিষ্য **শ্রীভূগর্ভ** গোস্বামিকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে রাজমহল, তাজপুর, পূর্ণিয়া, অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌ হইয়া শ্রীব্রজে উপনীত হন। শ্রীগৌরভক্তগণ মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শ্রীসুবুদ্ধি (রাজা) রায়† তৎপরে এই দুই

---

* "যেই লক্ষ্মীনাথ ভক্ত পণ্ডিত প্রধান। দিন চারি তার ঘরে প্রভুর বিশ্রাম॥ লক্ষ্মীনাথে বর দিয়া প্রভু গৌর-হরি। কিছু দিনে শ্রীহট্টেতে আসিলেন চলি॥—প্রেমঃ বিঃ ২৪শ।

† হিন্দু রাজত্বকালে এই শ্রীসুবুদ্ধি রায় গৌড়ের রাজা ছিলেন। পাঠান বাদশাহ হোসেন খাঁ তখন ইঁহার ভৃত্য ছিল। ভৃত্য হোসেন, রাজা সুবুদ্ধি রায়ের বহু অর্থ আত্মসাৎ করায় রাজা তাহার পৃষ্ঠে চাবুক মারিবার আদেশ দেন। বেগমের পরামর্শে হোসেন খাঁ তখন গুরুতর ষড়যন্ত্র করিয়া রাজা সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে উদ্যত হয় ও পদচ্যুত করিয়া বলপূর্বক যবনের জল খাওয়ায়। এই জন্য হিন্দু সমাজ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীহরিনাম ও শ্রীব্রজবাস করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও শেষজীবন পর্য্যন্ত ব্রজেই ছিলেন।—অমিয়নিঃ ৫ঃ

গোস্বামিই ব্রজে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীলোকনাথ সংসার আশ্রম ত্যাগ করিলেও বেশাদি পরিবর্ত্তন করেন নাই—

যজ্ঞোপবীত স্কন্ধে কিবা রূপবান্।
কিবা ব্রহ্মচারী-রূপ মদন-সমান ॥—প্রেম বিঃ

শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে (১।২৯৮—৩২৩) যাহা ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতেও শ্রীগৌরহরির প্রকটলীলাকালে সন্ন্যাস গ্রহণের আসন্ন সময়ে শেষবার প্রিয় শ্রীলোকনাথের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। কারণ, শ্রীলোকনাথকে শ্রীব্রজে পাঠাইয়া প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ নীলাচল ধাম হইয়া দক্ষিণ ভারতের তীর্থ ভ্রমণে গমন করেন; তাহা শুনিয়া সাক্ষাদ্দর্শনের জন্য শ্রীলোকনাথও দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করেন। সেই দেশে গিয়া শ্রবণ করিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে শ্রীব্রজধামে শুভবিজয় করিয়াছেন। লোকনাথ তথা হইতে উৎকণ্ঠিত ভাবে শ্রীব্রজে আগমন করেন। শ্রীব্রজে আসিয়া শুনিলেন, প্রভু শ্রীব্রজযাত্রা শেষ করিয়া প্রয়াগে গমন করিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকগণ এখন চিন্তা করুন যে, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ লীলাকারী বিরহবিধুর শ্রীগৌরহরির সাক্ষাতের জন্য শ্রীল লোকনাথের হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক অবস্থা কি হইতে পারে! যাহা হউক, এই অবস্থায় ব্যাকুলহৃদয়ে উন্মত্তবৎ শ্রীল লোকনাথ, মহাপ্রভুর সহিত মিলনের আশায় রাত্রি প্রভাতে প্রয়াগক্ষেত্রে যাত্রার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়াছেন। আর ঠিক্ সেই রাত্রিতেই প্রভু স্বপ্নে কৃপা আদেশ করিলেন,—"শ্রীবৃন্দাবনেই অবস্থান করিয়া ভজন করিতে।" ভক্তের হৃদয় ভগবান্ জানেন। সেই স্বপ্নাদেশই সাক্ষাৎ আদেশ মানিয়া শ্রীলোকনাথকে শেষজীবন পর্য্যন্ত শ্রীব্রজেই অবস্থান করিতে হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকটলীলাকালের মধ্যে এই একবারই শ্রীব্রজে আগমন করেন। কাজেই শ্রীনবদ্বীপধামে সন্ন্যাস গ্রহণের ঠিক্ পূর্ব্বে শ্রীগৌর-বিশ্বম্ভরদেবের সহিত শ্রীলোকনাথের যে সময় তৃতীয় মিলন, উহাই প্রকটলীলা-কালে শেষ মিলনও প্রমাণিত হয়।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি প্রভুর বৈরাগ্যের কাহিনী অপরূপ। যখন শ্রীল

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করিবার সংকল্প লইয়া শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি প্রভুর নিকট আশীর্ব্বাদ, অনুমতি ও উপকরণাদি প্রার্থনা করেন, সেই সময় শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি প্রভু অতি দৈন্যবশতঃ ঐ গ্রন্থে তাঁহার বিষয় বর্ণন করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করেন। এই জন্য তাঁহার চরিত সম্বন্ধে অধিক কিছু উপকরণ পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীরূপের গণ ও সঙ্গী বলিয়া পরিচয় দান করিয়াছেন এবং শ্রীরূপের সঙ্গে শ্রীমথুরায় শ্রীবল্লভ ভট্টের পুত্র বিঠ্ঠলনাথজীর গৃহে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শ্রীগোপাল দর্শনের কথামাত্র বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল লোকনাথ প্রভু শ্রীমন্মহা-প্রভুর স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীব্রজধামের নানা লীলাস্থলী দর্শন করিতেন এবং বিরহবিধুর চিত্তে সর্ব্বদা বিপ্রলম্ভময় ভজনে নিমগ্ন থাকিতেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি প্রভু সর্ব্ববিষয়ে প্রবীণ, অপ্রাকৃত বৈরাগ্যমূর্ত্তি ও শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের প্রেমে বিহ্বল নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী মহাপুরুষ। শ্রীশ্রীরূপ সনাতনাদি-গোস্বামিগণের শ্রীব্রজে আগমনের পূর্ব্ব হইতেই শ্রীল লোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ শ্রীব্রজে বাস করিয়া অভিন্নাত্মা রূপে ভজন করিতেন। "তনু মন এক ইথে কিছু ভিন্ন নয়। পরম অদ্ভুত এই দোহার প্রণয়॥ তেঁহ প্রেমময় মহাপণ্ডিত গম্ভীর। লোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন শরীর॥ নরোত্তমবিঃ। পরে শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীগোপাল ভট্টাদি গোস্বামিগণ শ্রীলোকনাথ প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণকথা-রসসমুদ্রে পরমানন্দে কালাতিপাত করিতেন। শ্রীব্রজধাম আবিষ্কারের পুনরায় এই প্রথম সূচনা।*

শ্রীলোকনাথ শ্রীব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-অনুসন্ধান লীলা প্রকট করিয়া ছত্রবনের নিকট **উমরাও** নামক গ্রামে শ্রীকিশোরীকুণ্ড শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর একটি প্রিয় স্থানে একান্তে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের

---

* শ্রীবৃন্দাবন-মাহাত্ম্য—হিন্দি—শ্রীব্রজভূমিকে তীর্থ, স্থান ক্ষেত্র ইত্যাদি ৪০০ বর্ষ পুর্ব মেং লুপ্ত হো গয়েথে (খালী জঙ্গল থা) জিন্‌কে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুজীকে অনুশাসন আজ্ঞানুসার পণ্ডিত লোকনাথ গোস্বামী, সনাতন, রূপ, জীব ঔর গোপাল ভট্টআদি মহাত্মাওঁনে প্রকট কিয়ে থে।

ভাবসেবা করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে ব্যাকুলিত হইলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত তনু শ্রীগৌরহরি ছদ্মবেশে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ সমর্পণ করেন এবং শ্রীবিগ্রহযুগলের নাম—**"শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ"** রাখিয়া অন্তর্হিত হন। এইরূপ শ্রীবিগ্রহ কে কোথা হইতে আনিলেন—এই চিন্তায় ব্যাকুল হইলে, শ্রীবিগ্রহ তাঁহাকে জানাইলেন যে, 'শ্রীকিশোরীকুণ্ডেই বাস করেন। তাঁহার উৎকণ্ঠা আকুলতা দেখিয়া নিজেই নিজেকে প্রকট করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত।' এই কথা জানিবামাত্র শ্রীলোকনাথের নেত্রযুগল প্রেমাশ্রুবন্যায় প্লাবিত হইল এবং তিনি শীঘ্রই রন্ধনাদি করিয়া শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের ভোগ-রাগ সমাপন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীব্রজবনপুষ্পশয্যায় শয়ন করাইয়া বন্যপল্লব দ্বারা ব্যজন ও প্রাণারাম, নয়নমনোরঞ্জন, ত্রিভুবন-মোহনমূর্ত্তি দর্শন, পাদসম্বাহন সেবাদি করিতে করিতে আত্মসমর্পণ করিলেন। একটি সুন্দর ঝোলা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাই শ্রীশ্রীরাধাবিনোদদেবের শ্রীমন্দির-রূপে তাঁহার গলদেশে সর্ব্বদা ঝুলাইয়া রাখিতেন। শ্রীব্রজবাসিগণের অনেক অনুরোধেও তিনি কোন কুটীরাদি স্বীকার করেন নাই। বৃক্ষতলে অবস্থান করতঃ সর্ব্বদা অপ্রাকৃত ভাবময় ভজনে নিমগ্ন থাকিতেন।

প্রাকৃত জড়বাদিগণ এই সকল অপ্রাকৃত নিগূঢ় ভজনরহস্য কথা স্বীকার করিতে পারেন না জন্য তাঁহাদের সংসার দুঃখেরও শেষ হয় না; কিন্তু শ্রীভগবৎ-কৃপা লেশমাত্র প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান্‌গণ জানেন—"অদ্যাপীহ সেই লীলা করেন গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥" "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাঁহারে। সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥—চৈ-চঃম, ৯।১৯৫

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥—ভাঃ ১০।১৪।২৯
অনুমান-প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বর-তত্ত্ব কেহ নাহি জানে ॥ চৈঃ চঃমঃ ৬।৮২
"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"—ব্রঃ সূঃ ২।১।১১
ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-বিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুর-প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥
—যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্ন ১৫ শ্লোক

হে ভগবন্, তোমার অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্র দ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন ; কিন্তু রাজস ও তামসভাববিশিষ্ট অসুর প্রকৃতি জীব-গণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

প্রাকৃত বিবেকবান্ মানব যেমন অত্যন্ত ক্ষুধাপ্রাপ্ত হইলে খাদ্যদ্রব্যের তীব্র অনুসন্ধান করেন এবং খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্তে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হন ও সুস্বাদু দ্রব্যাদি গ্রহণ দ্বারা উদরপূর্ত্তি হইলে পূর্ণশান্তিলাভ করতঃ শান্তচিত্তে বিশ্রাম সুখানুভব করেন। সেইরূপ অপ্রাকৃত বিবেকবান্ মানব শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমক্ষুধায় অত্যন্ত আতুর হইলে তীব্র অনুরাগে অনুসন্ধান করিতে থাকেন এবং শ্রীগুরুকৃষ্ণ-কৃপারূপ বস্তু হৃদয়ে প্রাপ্ত হইয়া মহা মহা আনন্দ সমুদ্রে হাবুডুবু খেলিতে থাকেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি মহাজন বাক্য লিপিবদ্ধ করা হইল।

" 'কোন ভাগ্যে' 'কোন জীব' সংসার যদি তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥"
" 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন' 'কোন ভাগ্যবানে'।

গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখান আপনে ॥”
“ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে ‘কোন ভাগ্যবান্ জীব’।
‘গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে’ পায় ভক্তিলতাবীজ ॥
মালী হ’য়ে সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন ॥”

এই সকল পয়ার ছন্দের মধ্যে যে, “কোন” “ভাগ্যবান্” “কোন ভাগ্যে” “যদি তরে” “যদি কৃপা করেন” “কোন ভাগ্যবানে” “গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ” ইত্যাদি নিগূঢ় শব্দার্থ ইহা বিশেষ প্রকারে লক্ষ্য করিবার বিষয়। গীতাতেও বলিয়াছেন—“মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥”

বিচার প্রধান ব্যক্তিগণের জন্য শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের দুর্ল্লভত্ব জ্ঞাপনার্থে ও ভাগ্যবান্ জনগণের পক্ষে সুলভত্ব প্রমাণার্থে একটি সাধারণ উদাহরণ লিখিত হইতেছে—যেমন কোন মহাদেশ, দেশ বা রাজ্যের একজন সর্ব্বপ্রধান নিয়ামক অবশ্যই থাকেন; কিন্তু সেই সেই মহাদেশ, দেশ বা রাজ্যের সকল প্রজাগণই প্রায়শঃ নিজ নিজ প্রয়োজন বশতঃ রাজ-সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা সাধন করিয়া থাকেন। কারণ—সাক্ষাদ্দর্শন লাভ হইলে, হয়ত’ প্রাণের কথা নিবেদন করিলে আশা পূরণ হইবে; কিন্তু সকলের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ সাধন সম্ভব হইয়া উঠে না (—ইহারা সাধক)। আবার কেহ কেহ (অধিকাংশ) কোন্ রাজ্যে বাস করেন, তাহার মালিক কে, নিজেদের দুঃখ-দৈন্যের কথা নিবেদন করিবার সুযোগ হইলে হয়ত’ যথাসম্ভব ফলও লাভ হইতে পারে—এবিষয়েও সম্পূর্ণ অজ্ঞান (—ইহারা অজ্ঞানান্ধ, বিষয়ী, বিমুখ, বদ্ধ)। “কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তা’রে দেয় সংসারাদি বহুদুঃখ ॥” আবার কেহ কেহ বাস্তবপক্ষে রাজ্যে বাস করিতেছেন এবং তজ্জনিত যাবতীয় সুযোগসুবিধা লাভ করিতেছেন; কিন্তু অন্তরে তাঁহারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারেন না—(ইহারা নাস্তিক, অপরাধী, নির্ব্বিশেষবাদী)। সাধারণতঃ এই প্রকারের ব্যক্তিগণ

চেষ্টা করিয়া রাজার দর্শন পাইতেছেন না বলিয়া অধৈর্য্য হইতেছেন বা তৎসম্বন্ধে ভুলিয়া আছেন বা স্বীকার করিতে পারেন না বলিয়া রাজার বা নিয়ামকের অস্তিত্ব লোপ প্রমাণ হয় না। কারণ, ভাগ্যক্রমে যাঁহারা অধিকারানুযায়ী মূল নিয়ামকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দ্বারা কিম্বা চাকরী 'সেবা) ইত্যাদি দ্বারা সম্বন্ধ লাভ করিয়াছেন ; তাঁহারা অবশ্যই তজ্জনিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ আনন্দাদি অনুভব করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইতেছেন (—ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ)। সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামি প্রভুর শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ দেবের দর্শনপ্রাপ্তি ও সেবা-সুখসম্পদ লাভের কাহিনীও অলৌকিক প্রমাণ হয়। যে সম্পদ লাভ করিয়া তিনি ভাবাবেশে আনন্দসাগরে হাবুডুবু খাইতেন এবং তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম শিষ্যবর শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তম দাস মহাশয়ের দ্বারা জগৎকে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন।—শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৩২৪-৩৫০

লোকনাথ ব্রজে সদা ভ্রমণ করিয়া। কৃষ্ণলীলাস্থান দেখি আনন্দিত হৈয়া॥
ছত্রবন পার্শ্বে **উমরাও** নামে গ্রাম। তথা শ্রীকিশোরীকুণ্ড শোভা অনুপম॥
সেই স্থানে কতদিন রহেন নির্জ্জনে। করিব বিগ্রহসেবা এই চেষ্টা মনে॥
জানিলেন প্রভু লোকনাথ উৎকন্ঠিত। অন্যরূপে বিগ্রহ লইয়া উপস্থিত॥
রাধাবিনোদ নাম কহি সমর্পিলা। সেইক্ষণে তেঁহ তথা অদর্শন হৈলা॥
লোকনাথ গোসাঞি চিন্তয়ে মনে মনে। কে হেন বিগ্রহ দিয়া গেল কোন্ খানে॥
চিন্তায় ব্যাকুল লোকনাথে নিরখিয়া। শ্রীরাধাবিনোদ তথা কহেন হাসিয়া॥
এই উমরাও গ্রামে বিপিনে বসতি। এই যে কিশোরীকুণ্ড এথা মোর স্থিতি॥
তোমার উৎকণ্ঠা দেখি, ব্যাকুল হৈল। কে মোরে আনিবে, মুঞি আপনি আইল॥
শীঘ্র করি মোরে কিছু করাও ভক্ষণ। শুনি' প্রেমধারা নেত্রে বহে অনুক্ষণ॥
মহাসুখে শীঘ্র পাক করি ভুঞ্জাইল। পুষ্পশয্যা রচিয়া শয়ন করাইল॥
পল্লবে বাতাস করিলেন কতক্ষণ। মনের আনন্দে কৈল পাদ-সম্বাহন॥
তনু-মনঃপ্রাণ প্রভু-পদে সমর্পিলা। সে-রূপ-মাধুর্য্যামৃত-পানে মগ্ন হৈলা॥
শীঘ্র করি এক ঝোলা নির্ম্মাণ করিল। রাধাবিনোদের যেন মন্দির হৈল॥

পরম-অদ্ভুতরূপে ঝোলা হৈল আলা। অনুক্ষণ বক্ষে রাখে যেন কণ্ঠমালা॥
গ্রামবাসী কুটীর করিয়া দিতে চায়। বৃক্ষমূল বিনা লোকনাথের নাহি ভায়॥
পরম বিরক্ত স্ব-নির্ব্বাহ যা'তে হয়। তাহা সে গ্রহণক্রিয়া অন্যে কি বুঝয়॥
কতদিন রহি' কুণ্ডে আইলা বৃন্দাবন। রাখিলা গোস্বামী সবে করিয়া যতন॥*
কতদিন পরম আনন্দে গোঙাইল। তারপর বিচ্ছেদাগ্নি—জ্বালায় ব্যাপিল॥
সনাতন-রূপ আদি হৈলা অদর্শন। তাহাতে যে দশা তাহা না হয় বর্ণন॥
সনাতন-রূপ-গুণে কান্দে দিবারাতি। প্রভুর ইচ্ছায় দেহে জীবনের স্থিতি॥

একমাত্র প্রিয়তম শিষ্যবর শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর

(শ্রীব্রজলীলায়—শ্রীচম্পকমঞ্জরী)

ইনি ধনী রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। রাজসাহী জেলার গোপালপুর পরগণার ইনি অধিপতি ছিলেন। রামপুর বোয়ালিয়ার উত্তর-পশ্চিম ছয়ক্রোশ ব্যবধানে পদ্মানদীর তীরে প্রেমতলি হইতে উত্তর-পূর্বাংশে একক্রোশ ব্যবধানে খেতুরী নামক গ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল। শ্রীল নরোত্তমের মাতার নাম—শ্রীনারায়ণী দেবী। পঞ্চদশ শকশতাব্দের মধ্যভাগে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। কাহারো মতে শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর (১।৪৬৬-৬৮) জানা যায়,—জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম, কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ। শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীল নরোত্তম॥ শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য। **মাঘী-পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম।** অতি সুচরিতা মাতা নাম—নারায়ণী। **কার্ত্তিক পূর্ণিমা দিনে ছাড়িলেন ঘর। শ্রাবণ-**

---

* চীরঘাট রাসস্থলী কদম্বের সারি। তা'র পূর্বপাশে কুঞ্জ পরম মাধুরী॥ তমাল বকুল বট আছে সেই স্থানে। বাস কর সেই স্থানে সুখ পাবে মনে॥ রাসস্থলী বংশীবট নিধুবন স্থান। ধীর সমীরণ মধ্যে করিবে বিশ্রাম॥ যমুনাতে স্নান কর অযাচক ভিক্ষা। ভজন স্মরণ কর, জীবে দেহ শিক্ষা॥—নরোঃ বিঃ ৭

মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে। করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে ॥

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বাল্য হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবে অনুরক্ত হন। কেহ কেহ বলেন—পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র শ্রীসন্তোষ দত্তের উপর রাজ্যাদির ভার অর্পণ করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। প্রেমবিলাসে (৮) বর্ণিত আছে যে, শ্রীমহাপ্রভু কানাইর নাটশালা গ্রামে একদিন কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে হঠাৎ **"নরোত্তম"** নাম করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভাবাবেশে প্রভুর মন অস্থির হইল। শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পদ্মাতীরে **গড়েরহাটে** * আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন—'প্রভু কহে শ্রীপাদ! বুঝি করহ ভাবনা। আপনার গুণ তুমি না জান আপনা॥ নীলাচলে যাইতে যত কান্দিয়াছ তুমি। সেই প্রেমা দিনে দিনে বাঁধিয়াছি আমি॥ সেই প্রেম রাখিব আমি পদ্মাবতী তীরে। **নরোত্তম**-নামে পাত্র দিব আমি তাঁরে॥ প্রেমে জন্ম হবে তাঁর আমা বিদ্যমানে। এখনে রাখিয়া যাব পদ্মাবতীস্থানে॥' তারপর কুতুবপুরে আসিয়া পদ্মাবতীতে—'স্নান করি তটে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভ। হুহুঙ্কার প্রেমভরে হৈল মহাকম্প॥ প্রভু কহে পদ্মাবতী! ধর প্রেম লহ। নরোত্তম নামে পাত্র প্রেম তাঁরে দিহ॥ নিত্যানন্দসহ প্রেম রাখিল তোমাস্থানে। যত্ন করি' ইহা তুমি রাখিবে গোপনে॥ পদ্মাবতী বলে প্রভু করোঁ নিবেদন। কেমনে জানিব কার নাম—**নরোত্তম॥** যাঁহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা। সেই নরোত্তম, প্রেম তাঁরে তুমি দিবা॥ যে স্থানে প্রভু নরোত্তমের জন্য প্রেম রাখিলেন, তাহাই বর্ত্তমানকালেও **প্রেমতলী** নামে কথিত হইতেছে। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে নরোত্তম স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পাইলেন এবং পদ্মাবতীর স্থানে গচ্ছিত প্রেম লইবার জন্য আদেশ লাভ করিলেন।

---

* গড়ের হাট—এইনাম হইতেই গরাণহাট নাম হয় এবং তদানুযায়ী ঠাকুর মহাশয় প্রবর্ত্তিত কর্ত্তন পদাবলীর রাগের নাম হয়—গরাণহাটী।

প্রাতঃকালে একাকী পদ্মাবতী তীরে গেলেন, যখন—'স্নান করিবারে আসি জলে উত্তরিলা। চরণ-পরশে পদ্মাবতী উথলিলা॥' তখন শ্রীচৈতন্যের বাক্য স্মরণ করিয়া পদ্মাবতী শ্রীনরোত্তমকে প্রেম সমর্পণ করিলেন। প্রেম পাইয়া নরোত্তমের বর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। পিতামাতা অনেক সন্তর্পণে নরোত্তমকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-প্রেমমদিরা পানে অতিমত্ত নরোত্তম গেহশৃঙ্খলচ্ছেদন করত শ্রীবৃন্দাবনের পথে ছুটিলেন। অহো! তৎকালীন অবস্থা —"আহারের চেষ্টা নাই সকল দিবসে। ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে॥ পথেতে চলিতে পায়ে হৈল বড় ব্রণ। বৃক্ষতলে পড়ি রহে হৈয়া অচেতন॥ দৈন্যার্ত্তি রোদনে নরোত্তমের দিবানিশি কাটিতে লাগিল। একদিন—'দুগ্ধ-ভাণ্ড লৈয়া এক বিপ্র গৌরবর্ণ। নরোত্তম এই দুগ্ধ করহ ভক্ষণ॥ অহে বাপু নরোত্তম! এই দুগ্ধ খাও। ব্রণ স্বাস্থ্য হবে সুখে পথ চলি যাও॥' দুগ্ধ রাখিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি নিদ্রিত হইলে শ্রীরূপ-সনাতন আসিয়া বক্ষে হস্ত দিয়া তাঁহার সব ক্লেশ দূর করত বলিলেন,— 'শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু আনীত দুগ্ধ পান কর।' দুই ভাই সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। শ্রীনরোত্তম নির্ব্বিঘ্নে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীল লোকনাথ গোস্বামির কৃপা লাভ করেন।—প্রেঃ বিঃ ১১।

ঠাকুর শ্রীল নরোত্তমের প্রতি শ্রীল লোকনাথের কৃপা—*

হেনই সময়ে নরোত্তম তথা গিয়া। গুরুসেবা যথোচিত কৈলা হর্ষ হৈয়া॥
সেবায় প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিল। নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল॥
শ্রীগোপাল ভট্ট আদি যত বিজ্ঞবর। নরোত্তমে জানে সবে প্রাণের সোসর॥
তথা **"ঠাকুর মহাশয়"** নাম হৈল। শ্রীজীবের স্নেহ যত বর্ণিতে নারিল॥

* অনুরাগাবল্লী— "রাত্রিদিন সেই স্থানে অলক্ষিতে যেয়ে।
বাহিয়ে টহল করে সাশ্রু নেত্র হ'য়ে॥
মৃত্তিকা শৌচের তরে সুন্দর মাটি আনে।
ছড়া ঝাটি জল আনে বিবিধ বিধানে॥"

হেনকালে সেই স্থানে নরোত্তম আছে।
ঝাঁটি দিতেছেন,—গোসাঞি দাঁড়াইয়া কাছে ॥
ঝাঁটা বুকে নরোত্তম আছেন সাক্ষাতে।
"কে বটে ? কে বটে ?" বলি লাগিল কহিতে ॥ —প্রেমবিলাসে

যে স্থানে গোসাঞিজীউ যান বহির্দ্দেশে। সেই স্থানে যাই করেন সংস্কার বিশেষে॥ মৃত্তিকা শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে। নিত্য নিত্য এইমত করেন সেবনে॥ ঝাঁটা গাছি পুঁতি রাখে মাটির ভিতরে। বাহির করি' সেবা করে আনন্দ অন্তরে॥ আপনাকে ধন্য মানে, শরীর সফল। প্রভুর চরণ প্রাপ্ত্যে এই মোর বল॥ কহিতে কহিতে কাঁদে ঝাঁটা বুকে দিয়া। পাঁচ সাত ধারা বহে হৃদয় ভাসিয়া॥

শ্রীল নরোত্তম দীনভাবে নিজ পরিচয় দিয়া শ্রীল লোকনাথ গোস্বামির নিকট দীক্ষাদি * কৃপা প্রার্থনা করিলে—শ্রীল লোকনাথ প্রভু বলিলেন,—

"আপনে হৃদয়ে প্রবেশ করিলা তোমার।
তেঁহ জগৎগুরু,—চাহ গুরু করিবার ? ॥
প্রেমরূপে আপনে চৈতন্য ভগবান্।
সেই প্রেম তোমার হৃদয়ে কৈল দান ॥
যে প্রেম লাগিয়া সবে করেন ভজন।
তোমার অন্তরে সেই—বুঝিল কারণ ॥
প্রয়োজন আছে কিবা গুরু করিবার ?
যে সে সাধ্য বস্তু তাহা হৃদয়ে তোমার ॥—প্রেমবিলাসে

---

* শ্রাবণ পূর্ণিমাতে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি প্রভু শ্রীল নরোত্তম (ঠাকুরমহাশয়কে) দাসকে দীক্ষা প্রদান করেন।—শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—(৫৬ পৃঃ)। "নরোত্তমের সর্বাঙ্গ চন্দনে লেপিত, গলায় ফুলের মালা, প্রেমানন্দে বদন প্রফুল্ল এবং উহা দিয়া আনন্দধারা বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে। রাজকুমার বাহিরে আসিয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি মহান্তগণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সকলে তাঁহার রূপ ও তেজ দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।"—শ্রীল নরোত্তম চরিত, ৩৩ পৃঃ।

দীক্ষার পর শ্রীলোকনাথ **শ্রীনরোত্তমকে** যাবতীয় উপাসনা-রীতি বুঝাইয়া দিলেন। ইনি মানস সেবায় দুগ্ধ আবর্ত্তন কালে উচ্ছলিত দুগ্ধ নামাইতে হস্ত দগ্ধ করেন; বাহ্যাবেশেও হস্ত দগ্ধ দেখিয়া লোকনাথ তাঁহাকে বহু কৃপা করিলেন। শ্রীল নরোত্তমের সিদ্ধ দেহের নাম হইল—**চম্পক-মঞ্জরী**। শ্রীজীব প্রভুর শিক্ষাশিষ্য—শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুকে + শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের আদেশে শ্রীগৌড়-উৎকলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আগমন করিতে হয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুরই শক্তি বলিয়া খ্যাত। শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা দেবীর পরিচালনায় ও শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর আচার্য্যত্বে এবং শ্রীল শ্যামানান্দ প্রভু প্রভৃতি সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপস্থিতিতে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ক্ষেতুরীতে—"শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধামোহন ও শ্রীরাধাকান্ত শ্রীবিগ্রহগণ প্রকটিত করিয়া সেবা করিতে থাকেন। কালক্রমে সেই সকল শ্রীবিগ্রহ ভারতের নানা স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ, মুর্শিদাবাদ জেলার বালুচর গাম্ভীলায় ও শ্রীব্রজমোহনজীউ বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযমুনা-পুলিনে—খেজুরবাড়ী নামক ঠাকুর বাড়ীতে সেবিত হইতেছেন। প্রথম শ্রীবিগ্রহগণ নানাস্থানে গিয়াছেন, দ্বিতীয়বারের শ্রীবিগ্রহগণ ভূমিকম্পে খণ্ডিত হওয়ার পর বর্ত্তমানে তৃতীয়বারে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ তথায় বিরাজ করিতেছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় **"স্মরণ-মঙ্গল"** নামক ১১টি শ্লোকের পয়ার দীর্ঘ ত্রিপদী আদি ছন্দে সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোকের শেষে এই দুইটি পংক্তি দেখা যায়। "শ্রীরূপ-মঞ্জরী-পাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে

+ শ্রীনিবাস আচার্য্য মিলিলা সেই ঠাঞি।
তেঁহ যত সুখ পাইল তার অন্ত নাই॥
শ্যামানন্দ সহ তথা হৈল মিলন।
কহিয়ে কিঞ্চিৎ এথা তাঁ'র বিবরণ॥ ভঃ রঃ ৫৫০

কহিল এককালের আখ্যান ॥" ইত্যাদি। তিনি সঙ্গীতদ্বারা বঙ্গদেশে অভিনব প্রকারে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অভীপ্সিত প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া চিরজীবী হইয়াছেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ইঁহার মর্ম্মিসঙ্গী ছিলেন।

সংকীর্ত্তনানন্দজ-মন্দহাস্য-দন্তদ্যুতি-দ্যোতিত-দিঙ্‌মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারা-স্নপিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥

কার্ত্তিক কৃষ্ণা-পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গঙ্গা স্নান করিতে গিয়া শ্রীগঙ্গাদেবীর সহিত দুগ্ধাকারে মিশিয়া যান। যেমন শ্রীগৌরসুন্দর কর্ত্তৃক রক্ষিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম শ্রীগঙ্গাদেবী (পদ্মাবতী) শ্রীনরোত্তমে সমর্পণ করিয়া উন্মত্ত করিয়াছিলেন। তেমনিই সেই প্রেমবতী গঙ্গাগর্ভেই শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রাকৃত কলেবর মিলিত হইয়া অলৌকিক লীলাদ্বারে অপ্রকট হইলেন। এই লীলা যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না—তাঁহারা—মূঢ়।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম দাস মহাশয় শ্রীলোকনাথ গোস্বামি প্রভুর কৃপা ও শ্রীজীবের আদেশানুযায়ী শ্রীগৌড়মণ্ডলান্তর্গত শ্রীপদ্মাবতী নদীর তীরে রাজশাহী জেলার (বঙ্গদেশ) প্রেমতলী-ক্ষেতুরী নামক স্থানে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন। এই স্থানেই তাঁহার রাজধানী। এই স্থানের অতি নিকটে "ভজনটুলি বা ভজনস্থলী" নামক একান্ত স্থানে অবস্থান কালে "প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" 'হাটপত্তন' নামক ভজন পদাবলী গ্রন্থ রচনা করেন। যাঁহার দুই একটি পদ।

"শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভো কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥"

"শ্রীগৌড় মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস ॥"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও অবিবাহিত বিরক্ত ত্যক্তগৃহী হইলেও বেশাদির কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহার সময়ে শ্রীক্ষেতুরীর মহামহোৎসব গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান স্মৃতিদায়ক। "ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম" গ্রন্থে

যথা সম্ভব বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের দেওয়া পদকীর্ত্তনের স্বরলিপির নাম—"গরাণহাটী" নামে প্রসিদ্ধি।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি প্রভুর শ্রীগুরু-পরম্পরা ও শিষ্য-পরম্পরা—(ভাগবত-পরম্পরা ও সিদ্ধ প্রণালী)।

ভাগবত-পরম্পরা —

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণ সেবোন্মুখ
ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি।
নারদ হৈতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাস দাস
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ গতি॥
নৃহরি মাধব বংশে, অক্ষোভ্য-পরমহংসে
শিষ্য বলি অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে॥
তাহা হইতে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়
পরম্পরা জান ভাল মতে॥
জয় ধর্ম্মদাস্যে খ্যাতি শ্রীপুরুষোত্তম যতি
তা' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ সূরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস
তাহা হ'তে মাধবেন্দ্র পুরী॥

সিদ্ধ-পরম্পরা—

মাধবেন্দ্র পুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর
নিত্যানন্দ **শ্রীঅদ্বৈত বিভু**।

শ্রীঅদ্বৈত সীতানাথ, তাঁর শিষ্য **লোকনাথ**
যাঁ'রে আত্মসম কৈলা মহাপ্রভু ॥
লোকনাথ হেন জন, তাঁর শিষ্য **নরোত্তম**
"ঠাকুর মহাশয়" কহে যাঁ'রে।
নরোত্তম কৃপা পাত্র, মুখ্য সাতাশী জন মাত্র
তাঁদের কৃপায় আজ বহুজন তরে ॥
মহারাজ সন্তোষ রায়, সবে যাঁর গুণ গায়
নিষ্কিঞ্চন কৈলা প্রভু যাঁরে।
সমর্পিয়া নিজ জীবন বিদ্যা-বুদ্ধি ধন-জন
সব দিলা হরি গুরু-বৈষ্ণবেরে ॥
পূজারী শ্রীরবি রায়, * মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়
এই বংশে আরও ষোল জন।
শ্রীগুরুরূপে নরোত্তম, তাঁ'দের কৈলা আত্মসম
সেই বংশের কৃপা মাঁগে দীন গোবর্দ্ধন ॥ †

পূজারী শ্রীরবি রায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ও শ্রীবিগ্রহের সেবক ছিলেন।

রবি রায় পূজারী হন, বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বুধুরিতে বাস, তাঁর শাখা প্রিয়তম ॥ (প্রেম বি. ২০)
জয় ভক্তিদাতা **শ্রীপূজারী রবি রায়।**
মহানন্দ পান যেঁহো বৈষ্ণব সেবায় ॥ (নরোত্তম বি. ১২)

---

* রাজ শব্দের অপভ্রংশ রায়=শ্রেষ্ঠ, শিরোমণি।

† শ্রীগিরীন্দ্র কৃষ্ণ রায় বা শ্রীগিরীন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী বা গ্রন্থকার দীনহীন শ্রীগোবর্দ্ধন দাস।

মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়ের পরিচয়,—

শ্রীনরোত্তম শিষ্য নাম **শ্রীবসন্ত**।
বিপ্র কুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত ॥
শ্রীনরোত্তমের গৌড় ব্রজ উৎকলেতে।
গমনাগমন কিছু বর্ণিলেন গীতে ॥ ভঃ রঃ ১।৪১৫-১৬
জয় জয় মহাকবি **শ্রীবসন্ত রায়**।
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য লীলায় ॥—নরো, বি. ১২

রায় বসন্তের হস্তে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রায় বসন্ত নামে এক মহাভাগবত।
বৃন্দাবনে যাবার লাগি চিন্তে অবিরত ॥
আমরা কহিলে তারে যত বিবরণ।
তার দ্বারে পত্রী মোরা দিনু তিন জন ॥ (কর্ণা—৫)

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ভাদ্র সুদি তারিখে লিখিত একখানি পত্র ইঁহার হস্তে দিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যকে প্রেরণ করিয়াছেন।

হেনই সময় বিজ্ঞ **শ্রীবসন্ত রায়**।
পত্র লইয়া আইল তিঁহো আচার্য্য আলয় ॥
ব্রজের সংবাদ জানাইয়া অল্পাক্ষরে।
শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র দিলা আচার্য্যেরে ॥ (ভক্তি, রঃ ১৪।১৬-১৭)

উক্ত পত্রে শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর স্বধাম গমনের কথা এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীবৃন্দাবন দাসের কুশল জিজ্ঞাসা ছিল।

পদকল্পতরু গ্রন্থে শ্রীবসন্ত রায় রচিত ৫১টি ব্রজবুলি পদ সমাহৃত হইয়াছে। ইনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার বালুচর গাম্ভীলার শ্রীগঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্ত্তী সপরিবারে এবং আরও অনেক ব্রাহ্মণ শরীরধারী মানব শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিগণের অন্তর্দ্ধানের পরও শ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীব্রজধামেই সর্বদা বিরহবিধুর হইয়া অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভময়ী অনুরাগ ভরে ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন। সেই সময়েই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি প্রভু শ্রীল নরোত্তমকে শ্রীল লোকনাথের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন এবং নরোত্তমের একান্ত সেবানিষ্ঠা ও অনুরাগ দেখিয়া শ্রীলোকনাথ প্রভু দীক্ষা মন্ত্রাদি ও উপদেশ দ্বারা যথেষ্ট কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। প্রায় এই সময়ে অর্থাৎ ১৪৭৫ শকে শ্রীনারায়ণ ভট্টপাদ শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় শ্রীব্রজভক্তিবিলাস গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে আছে, শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীব্রজে ৩৩৩টী বনের আবিষ্কার করেন! †

১৫১০ শকে বা ১৫৮৮ খৃঃ শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি প্রভুর অন্তর্ধানের পূর্ব্বে শতাধিক বৎসর বয়সে শ্রীব্রজমণ্ডলের খদিরবনে (খয়রা গ্রামে) ভজন করিতে করিতে শ্রীলোকনাথ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। এই স্থানে "শ্রীযুগল-কুণ্ড" নামে একটি সরোবর আছে। তাহারই তীরে শ্রীলোকনাথ প্রভুর ভজনপীঠ-সমাধি ছিল। অবগত হওয়া যায় যে, মূল সমাধি "শ্রীযুগল-কুণ্ড" আত্মসাৎ করিয়াছেন। এখানে প্রতি বৎসর বিরহোৎসব হইয়া থাকে।

শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীব্রজধামে শ্রীল লোকনাথ গোস্বমীর তিরোভাব-তিথি পাঠ-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠান সহকারে প্রতিপালিত হন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সেবিত শ্রীগোকুলানন্দে তাঁহার সমাধিস্থান। এইটিই শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর মূল সমাধি নামে বিখ্যাত। এই স্থানে তাঁহার শ্রীরাধাবিনোদদেব শ্রীবিগ্রহগণও দর্শন হয়। "যে বৈরাগ্য তাঁর তা' কহিতে অন্ত নাই। শ্রীরাধাবিনোদ কৃপা কৈলা এই ঠাঁই॥ ফলমূল শাক-অন্ন যবে যে মিলয়। যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয়॥ বর্ষা-শীতাদিতে এই বৃক্ষতলে বাস। সঙ্গে জীর্ণ কাঁথা অতি জীর্ণ বহির্ব্বাস॥ আপনি হইতা সিক্ত অতি বৃষ্টিনীরে। ঠাকুরে রাখিতা এই বৃক্ষের কোটরে॥ অন্য সময়েতে জীর্ণ ঝোলায়

† "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"—১৭৩ ও ১৮৭ পৃঃ [শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস]।

লইয়া। রাখিতেন বৃক্ষে অতি উল্লাসিত হিয়া॥” ভঃ রঃ ৫ম। এখানে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীচক্রবর্ত্তী পাদের পুষ্প সমাধি আছে। শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর রচিত “শ্রীলোকনাথাষ্টক” নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

যঃ কৃষ্ণচৈতন্যকৃপৈকবিত্ত-
স্তৎপ্রেমহেমাভরণাঢ্যচিত্তঃ।
নিপত্য ভূমৌ সততং নমাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ১

যো লব্ধবৃন্দাবননিত্যবাসঃ
পরিস্ফুরৎকৃষ্ণবিলাসরাসঃ।
স্বাচারচর্য্যাসততাবিরাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ২

সদোল্লসদ্‌ভাগবতানুরক্ত্যা
যঃ কৃষ্ণরাধাশ্রবণাদিভক্ত্যা।
অযাতযামীকৃতসর্ব্বযাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৩

বৃন্দাবনাধীশপদাব্জসেবা-
স্বাদেহনুমজ্জন্তি ন হন্ত কে বা।
যস্তেষপি শ্লাঘ্যতমোহভিরাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৪

যঃ কৃষ্ণলীলারস এব লোকা-
নত্নমুখান্ বীক্ষ্য বিভর্ত্তি শোকান্।
স্বয়ং তদাস্বাদনমাত্রকাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৫

কৃপাবলং যস্য বিবেদ কশ্চি-
ন্নরোত্তমো নাম মহান্ বিপশ্চিৎ।
যস্য প্রথীয়ান্ বিষয়োপরাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৬

রাগানুবর্ত্মনি যৎপ্রসাদা-
দ্বিশন্ত্যবিজ্ঞা অপি নির্বিবাদাঃ।
জনে কৃতাগস্যপি যস্ত্ববাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৭

যদ্দাসদাসানুগদাসদাসা
বয়ং ভবামঃ ফলিতাভিলাষাঃ।
যদীয়তায়াং সহসা বিশাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৮

সোহয়ং শ্রীলোকনাথঃ স্ফুরতু পুরুকৃপারশ্মিভিঃ স্বৈঃ সমুদ্য-
ন্নুদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য যো নঃ প্রচুরতমতমঃ-কূপতো দীপাতিভিঃ।
দৃগ্‌ভিঃ স্বপ্রেমবীথ্যা দিশমদিশদহো যাং শ্রিতা দিব্যলীলা-
রত্নাঢ্যং বিন্দমানা বয়মপি নিভৃতং শ্রীল গোবর্দ্ধনং স্মঃ॥ ৯

————

শ্রীল-লোকনাথ-গোস্বামি প্রভু রচিত—"শ্রীশ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বাম্যষ্টকম্"।

শ্রীল বৃন্দাবনাধীশাস্বরূপং সদ্‌গুণাশ্রয়ম্। পণ্ডিতাখ্যং প্রভুবরং তং বন্দে
রাধিকাভিধম্ ॥১

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভাবকারকং প্রেমবর্দ্ধকম্। মহাভাবস্বরূপকং তং বন্দে
রাধিকাভিধম্ ॥২

যদাস্যপদ্মং সংদৃশ্য শ্রীপ্রভোর্ব্রজভাবনা। শ্রীমদ্‌রাসরসাধারং তং বন্দে
রাধিকাভিধম্ ॥৩

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমসারং বিদ্যানিধি-দয়াস্পদম্। মাধবানন্দনং ধীরং তং বন্দে
রাধিকাভিধম্ ॥৪

শ্রীশচী-হৃদয়ানন্দ-প্রাণসর্ব্বস্ব-সম্পুটম্। শ্রীল প্রেমস্বরূপাখ্যং তং বন্দে
রাধিকাভিধম্ ॥৫

শ্রীনবদ্বীপ-লীলাব্ধৌ শৈশবে চাপলং মহৎ। কৃতং যেন মহাসৌখ্যাত্তং বন্দে
রাধিকাভিধম্ ॥৬

নীলাচল-বিহারি-শ্রীগৌরাঙ্গেণ সমং কৃতম্। প্রেমাম্বুধ-সুধা যেন তং বন্দে
রাধিকাভিধম্ ॥৭

গৌরাঙ্গেণার্পিতং গোপীনাথ-পাদাব্জসেবনে। নীলশৈলে সদাবাসং তং বন্দে
রাধিকাভিধম্ ॥৮

শ্রীরাধাভিধেয়ং গদাধর ইতি খ্যাতং মহীমণ্ডলে। যৎ প্রেমাব্ধিকণালবেন সমলং
মগ্নং জগৎ সর্ব্বদা।

মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্বুজং প্রভুবরং তং লোকনাথস্য মে। কৃষ্ণপ্রেম সুধাশ্রয়াঙ্ঘ্রি
যুগলং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং ভজে ॥৯

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি প্রভুর প্রিয়তম অভিন্নাত্মা সঙ্গী **শ্রীল ভূগর্ভ** গোস্বামি প্রভু এই অষ্টকে উল্লিখিত শ্রীল পণ্ডিত গদাধর গোস্বামিপ্রভুর প্রিয়তম শিষ্যবর ছিলেন।

"শ্রীশ্রীলোকনাথ—সূচক"

(শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত)

গৌর-প্রিয় গুণ-মণি কেবল প্রেমের খনি,
লোকনাথ লোকের পরাণ।
যা'র শিশুকাল হৈতে প্রবল বৈরাগ্য চিতে,
পরম উদার দয়াবান্ ॥
প্রেমরস আস্বাদনে, দিবানিশি নাহি জানে
অন্য কথা না করে শ্রবণ।
মহৈশ্বর্য্য ত্যাগ করি, আইলা নবদ্বীপপুরী,
যথা প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
প্রভু মুখ নিরখিয়া, ধরণীতে লোটাইয়া,
বন্দিলেন চরণ যুগল।
গৌরাঙ্গ আনন্দ মনে হেরি' লোকনাথ পানে
প্রেমভরে করে টলমল ॥
আইস আইস লোকনাথ আজি মোর সুপ্রভাত
এত কহি' শচীর কুমার।
ভুজযুগ প্রসারিয়া আলিঙ্গন কৈল ধাইয়া
বুক বহি পড়ে অশ্রুধার ॥
লোকনাথ করে দৈন্য শুনি' প্রভু শ্রীচৈতন্য
অনুরাগে নিকটে বসাইলা।
প্রেমাবেশে বারে বার পুছে প্রভু সমাচার
লোকনাথ সব নিবেদিলা ॥
পুনঃ প্রভু হর্ষ হৈয়া, প্রিয় লোকনাথে লৈয়া
নিভৃতে কহয়ে ধীরে ধীরে।

মনোদুঃখ পরিহরি' মোর দোষ ক্ষমা করি
যাইতে হইল ব্রজপুরে ॥
সনাতন-রূপ সাথ, ভট্ট যুগ রঘুনাথ
আর মোর যত প্রিয়গণ।
ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে মিলিবে তোমার সনে
পাইবে আনন্দ অনুক্ষণ ॥
আর এক শুন তুমি কথোদিন পরে আমি
করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার।
দেবের দুর্লভ ধন, জীবে করি বিতরণ
নাশিব দারুণ কলিভার ॥
ভক্তগণ লৈয়া সঙ্গে বিহরিব নানা রঙ্গে
সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া।
বৃন্দাবনে থাকি তুমি, সকল শুনিবে, আমি
সমাচার দিব পাঠাইয়া ॥
শুনি সন্ন্যাসের কথা, অন্তরে উঠিল ব্যথা
প্রভুর শ্রীকেশপানে চায়।
কান্দিয়া কান্দিয়া বলে, হায়! প্রভু কি বলিলে
ইহা বলি' ভূমে গড়ি' যায় ॥
অদভুত গৌরগুণ, আপনি অধৈর্য্য পুনঃ,
প্রিয় লোকনাথ হাতে ধরি'।
প্রবোধিয়া কত কত রাধাকৃষ্ণ প্রেমামৃত ॥
পিয়াইল পূর্ণ কৃপা করি ॥
লোকনাথ মনে গণি প্রভুর বচন মানি'
অতিশয় মনে দুঃখী হৈয়া।

প্রভুপদ হৃদে ধরি' চলিলেন ব্রজপুরী,
সভাকার অনুমতি পাঞা ॥
দেখি' লোকনাথ গতি প্রভু সে ব্যাকুল অতি
লোকনাথ পথ হেরি' কান্দে ।
প্রিয় গদাধর আদি যত্ন করে নানা বিধি
তথাপিহ ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥
এথা পথে লোকনাথ শিরে দিয়া দু'টি হাত
কান্দিয়া কহয়ে বারবার ।
গৌরমুখচন্দ্র হাসি বরিষে অমিয়ারাশি
বুঝি না দেখিতে পা'ব আর ॥
সঙ্গে লৈয়া ভক্তগণ বিহরিব অনুক্ষণ
সংকীর্ত্তন-সুখের হিল্লোরে ।
মুঞি অতি অভাগিয়া দেখিতে না পা'ব ইহা
বিধাতা বঞ্চিত কৈল মোরে ॥
এইরূপে আক্ষেপণে দিবানিশি নাহি জানে
কতো দিনে গেলা বৃন্দাবনে ।
যমুনাপুলিন বনে, কুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধনে
দেখি' প্রেমধারা দু-নয়নে ॥
পূর্ব্ববাস মনোহর শ্রীযাবট নন্দীশ্বর,
বৃষভানুপুর অনুপাম ।
আর যত স্থানগণ তাহে ভ্রমে অনুক্ষণ
তরুমূলে বসতি নিয়ম ॥
প্রেমের তরঙ্গ অতি, নাহি কোন স্থানে স্থিতি
কথোদিন পরে বৃন্দাবনে ।

শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র রূপ, সনাতন ভক্তিভূপ
মিলিলেন এসভার সনে ॥
নানাভাব পরকাশে সদা সেবানন্দে ভাসে
শ্রীরাধাবিনোদ প্রাণ যা'র।
গৌরগুণ সংকীর্ত্তনে উদ্ধারে অধম জনে
ত্রিজগতে মহিমা অপার ॥
কহে নরহরি হীন মো বড় বিষয়ী দীন
হেন জন্ম বিফলে গোঙাইলুঁ।
নরোত্তম-প্রাণনাথ, মোরে কর আত্মসাথ,
তুয়া পদে শরণ লইলুঁ ॥

শ্রীশ্রীল ভুগর্ভ গোস্বামি প্রভু

"ভূগর্ভ-ঠক্কুরস্যাসীৎ পূর্ব্বাখ্যা প্রেমমঞ্জরী"—শ্রীল কবিকর্ণপুর
ভূগর্ভ-সঙ্গিনং বন্দে শ্রীভাগবতদাসকম্।
সদা রাধাকৃষ্ণ-লীলাগান-মণ্ডিত-মানসম্ ॥
গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতম্।
সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্ ॥
শ্রীল গোবিন্দ-দেবস্য সেবাসুখবিলাসিনম্।
দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্ ॥—শাখা নির্ণয়

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

শ্রীশ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী

(শ্রীব্রজলীলায়-শ্রীপ্রেমমঞ্জরী বা শ্রীনান্দীমুখী)

শ্রীশ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি প্রভুর আবির্ভাব কাল, স্থান ও বংশাবলী সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও বিশেষ কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হইল না। তাহার একটি কারণ সম্ভবতঃ ইনি নিজে কোন গ্রন্থাদি প্রকাশ দ্বারা আত্মপরিচয় না দিয়া সম্পূর্ণ গোপনভাবে অবস্থান করতঃ নিষ্কিঞ্চন বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা ভজনানন্দে আবেশপ্রাপ্ত থাকায় গ্রন্থাদি প্রকাশের কোন অবসর পান নাই। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিতেন, তবে বড়ই কৃতার্থ হইতাম। যাহা হউক, যতটুকু ভাগ্যে মিলিয়াছে ততটুকুই প্রকাশিত হইলেন। ইঁহার বংশধরগণ এখনও জগতে বিরাজিত আছেন।

শ্রীশ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি প্রভুর আম্নায় সিদ্ধ শ্রীগুরুপরম্পরা ও শিষ্য পরম্পরা—*

শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীনারায়ণ)—ব্রহ্মা—নারদ—ব্যাসদেব - শ্রীমাধ্বাচার্য্য—পদ্মনাভ — নরহরি - মাধব — অক্ষোভ - জয়তীর্থ — জ্ঞানসিন্ধু— দয়ানিধি — বিদ্যানিধি— রাজেন্দ্র—জয়ধর্ম্ম—পুরুষোত্তম—ব্রহ্মণ্য - ব্যাসতীর্থ—লক্ষ্মীপতি—মাধবেন্দ্রপুরী। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরিপাদ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মূল প্রেমতরুরূপে প্রকট হইয়াছিলেন বলিয়া সম্প্রদায়ানুগগণ বলিয়া থাকেন। সেই মাধবেন্দ্রপুরি গোস্বামিপাদের শিষ্য—শ্রীল পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি মহাশয় (সিদ্ধপরম্পরায়—শ্রীব্রজের শ্রীবৃষভানুরাজ—শ্রীরাধিকা দেবীর পিতৃদেব—গৌঃ গঃ)—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত

---

*শ্রীরাধাকুণ্ডের বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীগৌরাঙ্গদাসজী লিখিত (তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীল বিনোদবিহারী গোস্বামিপ্রভুজীর অনুমতিক্রমে) শ্রীগুরু-পরম্পরা।

গোস্বামিপাদ (শ্রীব্রজের শ্রীরাধারাণীর অবতার—গৌঃ গঃ)—শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-পাদ (শ্রীব্রজের প্রেমমঞ্জরী—গৌঃ গঃ)—শ্রীচৈতন্য গোস্বামী—শ্রীভীমানন্দ গোস্বামী—শ্রীকাশীরাম গোস্বামী—শ্রীমতী স্বর্ণমণি গোস্বামিনী—শ্রীমতী হেমমণি গোস্বামিনী—শ্রীমতী কিরণ মণি গোস্বামিনী—শ্রীমতী চিন্তামণি গোস্বামিনী—শ্রীল দুর্গাদাস গোস্বামী—নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীল বিনোদ বিহারী গোস্বামী (পঞ্চতীর্থ) বর্ত্তমান আছেন †। শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা পাত্র সম্বন্ধে নিজেদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে সিদ্ধ পরম্পরায় পরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র ছিলেন।

শ্রীশ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি প্রভু শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি ঠাকুরের প্রিয় শিষ্যবর ছিলেন। শ্রীব্রজের শ্রীপ্রেমমঞ্জরী (গৌঃ গঃ ১৮৭) শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ইনি ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামী দুইজন শ্রীব্রজে গমন করিয়া লুপ্ততীর্থ সকল উদ্ধার করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন।

গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতম্।
সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্॥
শ্রীল-গোবিন্দদেবস্য সেবাসুখবিলাসিনম্।
দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্॥—শাখানির্ণয়—১৫

লোকনাথ, **ভূগর্ভ,** পণ্ডিত কাশীশ্বর। শ্রীপরমানন্দ, কৃষ্ণদাস দ্বিজবর॥
এ সবার যৈছে প্রেম আচরণ। তাহা একমুখে কিছু না হয় বর্ণন॥
বৃন্দাবনে সদা সনাতন-রূপ সঙ্গে। বিলসয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কথা রঙ্গে॥

—ভঃ রঃ ১।২০২-৪

শ্রীজীব গোস্বামী প্রিয় শ্রীনিবাসে লৈয়া। চলিলেন শ্রীরাধারমণে প্রণমিয়া॥

---

† ইঁহার পুত্রগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত বিজন বিহারী গোস্বামী বি. এ., কাব্য-ব্যাকরণ বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশন বিষয়ে শ্রদ্ধার সহিত মুদ্রাকর সংশোধনাদি কার্য্য করিয়াছেন।

লোকনাথ-ভূগর্ভ গোস্বামি-পাশে গেলা। তথা শ্রীনিবাসের গমন জানাইলা॥
যদ্যপি দোঁহার অতি ব্যাকুল হৃদয়। শ্রীনিবাস আইলা শুনি' হৈল হর্ষোদয়॥
শ্রীনিবাস বন্দিলেন দোঁহার চরণ। দোঁহে অতি বাৎসল্যে কৈল আলিঙ্গন॥
কোল হৈতে ছাড়িতে নারে প্রেমাবেশে। নেত্রজলে সিক্ত করিলেন শ্রীনিবাসে॥
শ্রীরাধাবিনোদ পাদপদ্মে সমর্পিলা। দোঁহে শ্রীনিবাসে অতি অনুগ্রহ কৈলা॥
শ্রীনিবাস রাধাবিনোদ দরশনে। যৈছে প্রেমাবেশ—তা' বর্ণিবে কোনজনে॥

—ভঃ রঃ ৪।৩৫৪—৩৬০

এই সকল উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি প্রভু ও শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি প্রভু উভয়েই তৎকালীন সকল গোস্বামী ও আচার্য্য-বৈষ্ণবগণের মাননীয় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং বয়সেও বড় ছিলেন, ভজনেও প্রবীণ ছিলেন। এই দুইজন নিত্যপরিকর মহাপুরুষই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীব্রজধাম পুনঃ আবিষ্কারের প্রথম সূত্রধার ছিলেন। এই দুইজন মহাপুরুষই মহাবিবিক্ত ভজনানন্দী অভিন্নাত্মা শ্রীগৌরপার্ষদাগ্রগণ্য ছিলেন।

"তনু মন এক ইথে কিছু ভিন্ন নয়।
পরম অদ্ভুত এই দোঁহার প্রণয়॥"—নরোত্তম বিঃ

"তেঁহ প্রেমময় মহাপণ্ডিত গভীর।
লোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন শরীর॥"—বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী-বসুঃ সং

শ্রীগৌরাঙ্গদেব কর্ত্তৃক ইঁহাদের নিত্যসিদ্ধ নামকরণ—

"মঞ্জুলালী নান্দীমুখী হয় মহাপ্রীত।
গৌরাঙ্গ দিলেন সঙ্গ জানি সুনিশ্চিত॥"—প্রেমবিলাস

এই দুই মহাত্মার নিকট শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রভু "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থ প্রণয়নের আজ্ঞা, অনুমতি, আশীর্ব্বাদ প্রার্থী হইলে গ্রন্থে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়া কৃপা আশীর্ব্বাদ করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু দৈন্যভরে এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন মাত্র—

পণ্ডিত গোসাঞির* শিষ্য **ভুগর্ভ** গোস্বাঞি।
গৌর কথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই॥
তাঁর শিষ্য—গোবিন্দ পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য—চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যানন্দ॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁ সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৮।৬৮-৭২)

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য পণ্ডিত শ্রীহরিদাস নিরন্তর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' শ্রবণ করিতেন; কিন্তু শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দলীলা বর্ণনে আবিষ্ট হইয়া গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে সম্ভবতঃ শ্রীগৌরসুন্দরের শেষলীলা অবশিষ্ট রাখিয়া যান। তৎকালীন শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীগৌরভক্তগণের সেই শেষলীলা শ্রবণের অভিলাষ হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীল ভূগর্ভ প্রভুর ও তাঁহার শিষ্যগণের আকাঙ্ক্ষা অধিক হওয়ায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া ধারণা হয়।

যদ্যপি "শ্রীরূপ-সনাতন-ভট্টরঘুনাথ শ্রীজীব-গোপাল ভট্ট-দাস রঘুনাথ"—এই ছয় গোস্বামির নামই বিশেষভাবে প্রচারিত। তথাপি এইমাত্র প্রার্থনা যেন,—শ্রীলোকনাথ-ভূগর্ভ গোস্বামিদ্বয়ের শ্রীচরণে কোন অপরাধ না হয়। বস্তুতঃ বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই দুইজনই অগ্রগণ্য ছিলেন। **বিবিক্তানন্দী** ও গোষ্ঠ্যানন্দী পরিকরগণের ভজনীয় বিষয়বস্তু একই। **ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য-**

* শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী

মাত্র লক্ষ্য হয়। ইহা সাধারণ জীব বা সাধকের বোধগম্য নহে। এই জন্য সাধু সাবধান !! অপরাধ **হইতে সাবধান** থাকা দরকার।

শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি প্রভু শ্রীরূপের সঙ্গী ছিলেন। মথুরায় শ্রীবিঠ্‌ঠলের গৃহে একমাস কাল একসঙ্গে অবস্থান করিয়া শ্রীগোপালদেব দর্শন ও নৃত্যগীত করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন।
শাখা নির্ণয় গ্রন্থে ৩১ সংখ্যায় দৃষ্ট হয়—

ভূগর্ভ-সঙ্গিনং বন্দে শ্রীভাগবত-দাসকম্।
সদা রাধাকৃষ্ণলীলাগান-মণ্ডিত-মানসম্॥

শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১২।৮১—

ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস।
যেই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস॥

শ্রীল কবিকর্ণপুর—

"ভূগর্ভ-ঠক্কুরস্যাসীৎ পূর্ব্বাখ্যা প্রেমমঞ্জরী।"

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় নয়জন গোস্বামি পাদের কৃপা প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

হরি হরি ! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ না ভজিনু তিল আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, **লোকনাথ**।
ইঁহা সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
আর কিসে পূরিবেক সাধ॥

শ্রীনাভাজীকৃত হিন্দি "ভক্তমাল" গ্রন্থের "বার্ত্তিকপ্রকাশে" শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

"গুসাই শ্রীভূগর্ভজী" নে—ধামনিষ্ঠা দৃঢ়তাপূর্ব্বক বৃন্দাবন বাস কিয়া ঔর অতি অনূপ "শ্রীগোবিন্দ" কুঞ্জ (মন্দির) মেং বিরাজমান্ হোকর শ্রীগোবিন্দদেব-জীকে প্রেমকে সুখ লিয়ে; আপ্ সংসার সেং অতি বিরক্ত, ঔর প্রভুরূপ মাধুরীকে অতি হী অনুরক্ত থে; ভক্তভূপোং কে সাথ মেং মিলে হুএ ঔসী মাধুরী কা স্বাদ্ লেতে থে। মানসীসেবা হী কা চিন্তবন আপ্‌কা আহার থা; মনকী বৃত্তিরূপ দৃষ্টি সে গৌরশ্যাম-যুগল-স্বরূপ হী কো নিহারতে রহতে থে॥"

"আপকী অগম্য দশাকো মৈংনে আপ্‌নী বুদ্ধিকে প্রমাণ হী ভর অনুমান কর্‌কে বখান কিয়া হৈ; আপ্‌কে হৃদয় মেং অথাহ প্রেমরংগ ভরা থা; উস্‌কো রসরূপ সন্ত হী জান্‌তে থে॥"

কার্ত্তিক শুক্লা চতুর্দ্দশীতিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ইঁহার বিরহতিথি-পূজা-আরাধনা করিয়া থাকেন। "শ্রীছৈল-বিহারীজী" শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি ইঁহার সেবিত শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে দর্শন হয়।

বর্ত্তমানে বাংলা ১৩৬৭ সাল, ইংরেজী ১৯৬০ সাল। শ্রীবৃন্দাবনধামে কালীয়দহে শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী-পরিবার, গোস্বামী শ্রীল বিনোদবিহারীজী মহারাজ একান্ত শরণাগত হইয়া নিষ্কিঞ্চন ভাবে ভজনে নিমগ্ন আছেন। ইনি অতি প্রাচীন ও ভজনবিজ্ঞ নিরপেক্ষ বৈষ্ণব। বৃন্দাবনে ৬৪ মহান্ত-সমাজ বাড়ীতে শ্রীল ভূগর্ভের পুষ্প সমাজ ও শ্রীরাধাদামোদরে সমাজ দর্শন হয়।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীষড়্‌ গোস্বাম্যষ্টকং

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তন-পরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ১ ॥

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ২ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণনবিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধান্বিতৌ
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দগানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈক-নিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৩ ॥

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতি-শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধি-লহরী কল্লোল-মগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৪ ॥

কূজৎ-কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্ত-বৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৫ ॥

সংখ্যাপূর্ব্বক নামগান নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্ত দীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণ-গুণামৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ *
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৬ ॥

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দতনয়াতীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌসদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরেগু́ণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৭ ॥

হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ।
ঘোষান্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৮ ॥

(শ্রীশ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুবর বিরচিতং)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় গাহিয়াছেন,—

জয় শ্রীরূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। শ্রীজীব-গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন। যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
এই ছয় গোসাঞির যাঁর মুঞি তার দাস। তা' সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
তাঁদের চরণ সেবি' ভক্তসনে বাস। যেন জনমে জনমে হয় (মোর) এই অভিলাষ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ।
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। নাম-সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥

---

* ...গুণস্মৃতে...... ।

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনো জয়তি

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু

(শ্রীব্রজলীলার শ্রীরতিমঞ্জরী বা শ্রীরাগমঞ্জরী—গৌর গঃ *)

"বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সু মন্ধম্‌।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি" ॥

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের অন্তরঙ্গ মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবর ষড়্‌গোস্বামী প্রভুপাদগণের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও পূজ্য—**শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ।**

তাঁহার **আবির্ভাব কাল** সম্বন্ধে বর্ত্তমানে দুইটি মত প্রকাশিত হইয়াছে। একটি হইল "সপ্তগোস্বামী" গ্রন্থে ৬৪ পৃঃ লিখিত—অনুমানিক ১৩৮৬ শক, ১৪৬৫ খৃঃ জ্যৈষ্ঠমাস—বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে। আর একটি হইল শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত "সজ্জনতোষণী"-পত্রিকায় ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় "ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দনির্ণয়"-শীর্ষক প্রবন্ধে এবং শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের স্বধামগত শ্রীমদ্‌ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণে ও শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণঘেরার পণ্ডিত ৺বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ। নিম্নোক্ত বিবরণত্রয় একই প্রকার হওয়ায়, সর্ব্ববাদী সম্মত বলিয়া গ্রহণীয়। নিম্নোক্ত বিবরণ এইরূপ,—

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের **আবির্ভাবকাল**—১৪১০ শকাব্দ, ১৫৪৫ সম্বৎ, ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ ; **গৃহে অবস্থান**—২৭ বৎসর (শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনলাভ

---

* মতান্তরে—শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী—গৌঃ-গঃ দীঃ ১৮১—১৮২। কেহ বলেন—পূর্বলীলায় চতুঃসন।

এবং গৃহ ও রাজমন্ত্রিত্বত্যাগের পূর্ব্বপর্য্যন্ত) ; * **শ্রী ব্রজে স্থিতি**—৪৩ বৎসর ; **প্রকটস্থিতি**—৭০ বৎসর ; **অন্তর্দ্ধান**—১৪৮০ শকাব্দ, ১৬১৫ সম্বৎ, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ। "সপ্তগোস্বামী" গ্রন্থ মতে অন্তর্দ্ধান—১৪৭৬ শকে। শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় "শ্রীরূপ-সনাতন শিক্ষামৃত" গ্রন্থেও ১৪৭৬ শকে শ্রীল সনাতন পাদের অন্তর্দ্ধানের কথা লিখিয়াছেন।

বংশ-পরিচয়

শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীবল্লভ বা অনুপম তিন ভ্রাতার নামই বিশেষ পরিচিত। কিন্তু ইঁহাদের আরও ভ্রাতা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তবে তাঁহাদের সকলের নাম পাওয়া যায় নাই। 'সপ্তগোস্বামী' গ্রন্থের বিবরণে পাওয়া যায়—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পূর্ব্ব নাম—"অমর",

---

* কথিত আছে যে, সুলতান বার্‌বক্‌ শাহের সময় (১৪৬০—১৪৭০ খৃঃ) শ্রীসনাতনের পিতামহ মুকুন্দ গৌড়ে রাজসরকারে প্রবেশ করেন। বার্‌বকের পুত্র ইউসুফ শাহ সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পড়িলে তৎপুত্র ফতে শাহ সিংহাসনে বসেন। বারবক্‌ শাহ রাজ্য ও অন্তঃপুর রক্ষার জন্য আবিসিনিয়া হইতে বহু ক্রীতদাস ও খোজাকে আনিয়া চাকরি দিয়াছিলেন। ইহাদিগকে সাধারণতঃ 'হাব্‌সি' বলে। ইহারা ক্রমশঃ দলবদ্ধ হইয়া রাজধানীতে ষড়যন্ত্র করত ফতে শাহকে হত্যা করে। ক্রমে উহাদের চারিজন ৬।৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া বিনষ্ট হয় এবং শেষ জনের উজির হুসেন শাহ গৌড়ের রাজতক্তে বসেন। ফতে শাহের সময় মুকুন্দ পরলোক গমন করিলে তৎপদে শ্রীসনাতন নিযুক্ত হন। হাব্‌সীদের অত্যাচারকালে তিনি আত্মরক্ষা করিয়া হুসেন শাহের সময় উচ্চ রাজপদে বৃত হন। এই রাজপদের নামই—দবীরখাস (Private Secretary)। দবীরখাস উচ্চপদদ্যোতক শব্দমাত্র, ইহা নাম বা উপাধি নহে।' শ্রীল রূপ-সনাতন দ্বয়ের মধ্যে কাহাকে দবির খাস আর কাহাকে সাকর মল্লিক বলিত ইহা লইয়া অনেকপ্রকার মত দেখা যায়। পাঠকগণ নিজ রুচি অনুযায়ী বিশ্বাস করিয়া লইতে প্রার্থনা। 'বাংলার ইতিহাস' (রাখালবাবু) ২য় খণ্ড, ৯ম, ২৪৪ পৃঃ, গৌড়ের ইতিহাস (রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী) ২য়, ১০৪ পৃঃ এবং Sarkar's Shivaj and His Times P. 464 এবং বিশ্বকোষ অভিধান দ্রষ্টব্য।

আর গৌড়েশ্বর শ্রীহুসেন শাহের দেওয়া নাম—"সাকর মল্লিক" (Chief Secretary) কারণ,—বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ছিলেন। আর শ্রীমন্মহাপ্রভুজীর দেওয়া নাম—"শ্রীসনাতন"। আর সমগ্র গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের দেওয়া নাম—"বড় গোসাঞি" বা "শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ"। "শ্রীল রূপ গোস্বামী" প্রবন্ধে তাঁহার নামের পরিচয় দেওয়া হইল এবং "শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী" প্রবন্ধে শ্রীবল্লভ বা অনুপমের পরিচয় দেওয়া হইল। শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ, শ্রীল বল্লভ বা অনুপম, শ্রীল শ্রীজীব—ইঁহারা একই বংশের ছিলেন বলিয়া বংশ পরিচয় বিষয়টী "শ্রীল সনাতন গোস্বামী" প্রবন্ধেই দেওয়া হইল। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আর দেওয়া হইল না। আরও জানা যায় যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের ভ্রাতুষ্পুত্র "শ্রীরাজেন্দ্র" নামে একজন নির্ম্মল প্রেমানুরাগী পরমভাগবত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি শ্রীব্রজধামে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে মাথুরলীলা শ্রবণ করিয়া এরূপ অধৈর্য্য হইলেন যে, অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা হইতে আনয়ন করিবার জন্য দ্রুতবেগে উন্মত্তের ন্যায় বাহির হন এবং শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রামের দক্ষিণে অল্প দূর যাইয়াই মানবলীলা সম্বরণ করেন। তথায় বর্ত্তমানেও তাঁহার সমাজ জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত আছে। শ্রীসনাতনের বড় ভ্রাতার পুত্র ছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায়। ইনি শ্রীচৈতন্য শাখা।*

তার মধ্যে রূপ-সনাতন বড় শাখা।
অনুপম, জীব, **রাজেন্দ্রাদি** উপশাখা॥ —চৈঃ চঃ আ ১০।৮৫

শ্রীসনাতন গোস্বামীর শাখা-নির্ণয়ে—

তার শাখা শ্রীরূপ গোস্বামী সর্ব্বোপরি।
শ্রীরাজেন্দ্র গোস্বামী, কৃষ্ণাখ্য ব্রহ্মচারী॥
কৃষ্ণমিশ্র গোস্বামী অদ্ভুত ক্রিয়া যার।
গোস্বামী শ্রীভগবন্তদাসাদি প্রচার॥ —ভঃ রঃ ৬।২৭৮-৭৯

---

* শ্রীসনাতন গোস্বামীর বড় ভ্রাতা শ্রীরঘুনন্দনের পুত্র বলিয়াই ধারণা হয়। শ্রীবল্লভের পুত্র—শ্রীজীব পাদ।

বংশ-লতিকা

শ্রীহরিদাস দাসজী কৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত লঘুতোষণীর উপসংহারে আত্ম-বংশ পরিচয়ে শ্রীজীব গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন,

---

* মতান্তরে—শ্রীকান্ত বসু, শ্রীসনাতনের পরবর্ত্তী কালে গৌড় রাজমন্ত্রী শ্রীপুরন্দর বসুর ভ্রাতা। গ্রাম সম্বন্ধে ভগ্নীপতি বলিতেন। ইহারা হইলেন কায়স্থ আর সনাতন হইলেন—ব্রাহ্মণ।

তদনুযায়ী বঙ্গানুবাদ লিখিত হইতেছে,—ইঁহার ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ **সর্ব্বজ্ঞ** কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে পরমপূজ্য ছিলেন বলিয়া 'জগদ্‌গুরু' নামেও অভিহিত হইতেন। তিনি তত্রত্য রাজাও ছিলেন—সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ও অলোক সামান্য গুণরাজিতে বহুদেশ হইতে বিদ্যার্থী আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। সর্ব্বজ্ঞের পুত্র—**অনিরুদ্ধ** যজুর্ব্বেদের সুপণ্ডিত, মহাযশাঃ ও জগৎ-পূজ্যই ছিলেন। ইঁহার দুই মহিষী ও দুই পুত্র—**রূপেশ্বর ও হরিহর**। প্রথমজন শাস্ত্র ও অপরজন শস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। পিতা দুই পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া নিত্যধামে প্রবেশ করিলে হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য দখল করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া সস্ত্রীক পৌরস্ত্য দেশে আগমন করত তত্রত্য মহারাজা শিখরেশ্বরের (মতান্তরে মহারাজ মহেন্দ্র সিংহের) সহিত মিত্রতা করিয়া বসতি করিলেন।* ইঁহারই পুত্র—**পদ্মনাভ** রূপে গুণে, বিদ্যাবুদ্ধিতে ও ধনে মানে প্রসিদ্ধ হইলেন। পদ্মপলাশলোচন শ্রীজগন্নাথ দেবের কৃপাসূত্রে পদ্মনাভ নাম হয়। পদ্মনাভ ভাগীরথী প্রান্তে নবহট্ট (নৈহাটী) গ্রামে নূতন বাস স্থাপন করেন। তথায় পণ্ডিত যদুজীবন তর্ক-পঞ্চাননের কন্যা শ্রীমতী রমা দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। পদ্মনাভের আঠারো কন্যা ও পাঁচ পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম—**মুকুন্দ**, তাঁহার পুত্র **কুমারদেব** পরম আচারনিষ্ঠ ছিলেন। নৈহাটীতে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে ইনি বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া বাস করেন। নৈহাটি ও বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের মধ্যে (যশোহরে) ফতেয়াবাদেও এক বাসস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। গৌড়নগরের উত্তর সীমাস্থ মহানন্দা নদীর পূর্ব্বকূলে (মোরগ্রাম বা মুটুক গ্রাম) মাধাইপুরে কাশ্যপকুল জাত শ্রীহরিনারায়ণ বিশারদ মহাশয়ের সুলক্ষণা কন্যা শ্রীমতী রেবতী দেবীর সহিত শ্রীকুমার দেবের বিবাহ হয়।

---

* শ্রীনীলাচলে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ইহাদের পরমার্থসূত্রে মিত্রতা হয়। রাজা, সস্ত্রীক মিত্রের দুঃখানুভব করিয়া এই সময়ে সঙ্গে করিয়া (নিজ) রাজ্যে আনিয়া বসতি দেন।

শ্রীভূবিমঙ্গল নামক ঘটকের মধ্যস্থে ইঁহাদের সম্বন্ধ হয়। কুমারদেবের অনেক পুত্রের মধ্যে তিনজনই প্রসিদ্ধ—**সনাতন, রূপ, অনুপম**। ইঁহাদের পিতার পরলোক হইলে ইঁহারা গৌড় রাজধানীর সন্নিকটে "সাকুর্মা" নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে * ; মাতুলাশ্রয়ে থাকিয়া নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়ক্রম কালে ইঁহারা নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন এবং শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপপাদ গৌড়রাজ হুসেন সাহের মন্ত্রীত্ব বরণ করতঃ শাকর মল্লিক ও দবীর খাস সাজিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। † অনুপমের পুত্রই—**শ্রীজীব পাদ**।

প্রাচীন "গৌড়" ‡ ভূমির পরিচয়

'গৌড়' শব্দ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিৎ ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বহু আলোচনা আছে। কুর্ম ও লিঙ্গ পুরাণের শ্রাবস্তি (অযোধ্যাপ্রদেশে গণ্ডাজেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগরী, বুদ্ধদেবেরসময় এই নগরী উত্তর কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল।) নগরীর নামান্তর গৌড়দেশ, পাণিনি ও বরাহমিহিরের গৌড়পুর, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে গৌড়প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী রাঢ়দেশ, রাজতরঙ্গিনীতে ললিতাদিত্য ও

---

* বঙ্গের ইতিহাস হইতে 'সাকুর্মার' পরিচয় একটু অন্যরূপ দেখা যায়।

† শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ৪৫ -৪৬ পৃঃ।

‡ সরকারী Report হইতে জানা যায়—মুর্শিদাবাদের নিজামত দপ্তরের "কিমাৎখিস্তকার" নামক একটি পৃথক্ বিভাগ ছিল, উহাতে গৌড়ের হর্ম্ম্যগুলি ধ্বংস সাধন করিতে দিয়া প্রতি বৎসর পরবর্ত্তী জমিদারগণের নিকট হইতে অতি অল্প নাম মাত্র মুল্য আদায় করিয়া বাৎসরিক ৮০০০ টাকা শুল্ক আদায় হইত। রামকেলিও গৌড়ের অন্তর্গত। Grant's Fifth Report P 285, J. A. S, B (1874) P. 303 note. ইংরাজ আমলে মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, মালদহ ও রঙ্গপুর প্রভৃতি আধুনিক সহরগুলি প্রায় সম্পূর্ণই গৌড়ের ধ্বংশাবশেষ হইতে গঠিত হইয়াছে।

—Ravenshaw's Gour P. 2.

জয়াদিত্য প্রভৃতি রাজগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট গৌড়দেশ, আর্য্যাবর্ত্তে উল্লিখিত পঞ্চগৌড়, * চণ্ডীমঙ্গলে উক্তপঞ্চগৌড় প্রভৃতি, বল্লালসেনের গৌড়নগরে রাজধানী নির্ম্মাণ ইত্যাদির বিচার করিলে মনে হয় যে, পুরাকালে বঙ্গদেশবাসী বা আর্য্যাবর্ত্তবাসী 'গৌড়ীয়' শব্দে অভিহিত হইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় হইতে কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণানুচরগণই 'গৌড়ীয়' শব্দের বিশেষবাচ্য হইয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে—"এই তিন ঠাকুর' † **'গৌড়ীয়াকে'** করিয়াছেন আত্মসাৎ" বাক্যই তাহার প্রমাণ।

প্রসঙ্গক্রমে গৌড়নগরের পূর্ব ইতিহাস কিছু লিখিত হইতেছে। গৌড়ের উত্তরে পিছলি নামক এক মহানগরী ছিল। এই নগরেই লোকপাল, ধর্ম্মপাল, দেবপাল, মহীপালাদি ত্রয়োদশ পুরুষ পালবংশীয় রাজন্যবর্গের রাজধানী ছিল বলিয়া জানা যায়। এখনও প্রাচীন ভগ্নস্তূপাদি দেখা যায়। ইঁহাদের পর সেন বংশীয় বীরসেন রাজা হইয়া গৌড়ের মধ্যস্থলে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজধানীকে নিরাপদ রাখিবার জন্য বারক্রোশ দীর্ঘ এবং তিনক্রোশ প্রস্থ চতুর্দ্দিকে গড় খনন করেন। গমনাগমণের জন্য দুইটী দ্বার ছিল,—উত্তর দ্বারের নাম—চণ্ডীদ্বার, দক্ষিণ দ্বারের নাম—জহর দ্বার। দ্বার রক্ষয়িত্রী চণ্ডীদেবীর ও জহরবাসিনী দেবীর নামানুযায়ী দুই দিকের গ্রামের নামও চণ্ডীপুর এ জহরপুর হইয়াছিল। এই গ্রামদ্বয়ের নাম এখনও আছে। উপরোক্ত বৃহদাকার গড়ের মধ্যে ১ সুলতানগড়, ২ লোহাগড়, ৩ ফুলবাড়ীরগড় ও ৪ দক্ষলের গড় নামক পর পর আরও চারিটী গড় ছিল। লোহাগড়ের পশ্চিম সীমায় ভূগর্ভ হইতে অতি উচ্চস্থান পর্য্যন্ত প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ ছিল, তাহার সোপানাবলম্বনে ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে বার হস্ত পরিমিত অষ্টধাতুময়ী দশভূজা দূর্গামূর্ত্তি ছিলেন। ইঁহাকে পাতাল-চণ্ডী বলা হইত। এই স্থান সেন রাজগণের ধনাগার ও সৈন্যগণের অবস্থান ঘর

---

* সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

† এই তিন ঠাকুর—শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন।

বলিয়া প্রসিদ্ধি। ইহার পার্শ্বদেশে একটি বৃহৎ জলাশয়ের মধ্য হইতে অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত একটি লৌহশৃঙ্খল আবদ্ধ ছিল। ঐ শিকল টানিয়া কেহ শেষ করিতে পারিত না। ছাড়িয়া দিলেই স্বেচ্ছায় শিকল হড়হড় করিয়া জলের মধ্যে নামিয়া যাইত। মনে হইত যেন জল মধ্য হইতে কেহ টানিয়া লইতেছে। ১২৩৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে একজন ইংরেজ আসিয়া সমগ্র শিকল টানিতে অক্ষম হইয়া কাটিয়া দেয় এবং সেই ব্যক্তি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দক্ষলের গড় নামক ৪র্থ গড়ের লুকাচুরি দ্বার নামে পূর্ব্বদ্বার এবং দক্ষলের দ্বার নামে—উত্তর দ্বার, এই দুইটি দ্বার ছিল। দক্ষল দ্বারে প্রবেশ করিলে রাজান্তঃপুরী-রক্ষিণী গৌড়েশ্বরী দেবীর মন্দির ছিল, তাহার ভগ্নস্তূপ বর্ত্তমান সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামবাসিগণ এখনও মাঝে মাঝে এই স্থানে পূজা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই মন্দিরের পরই অন্তঃপুরের দিকে বাইশগজি নামক পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ প্রাচীর। ইহারই মধ্যে **'ইন্দ্রজিৎ'** নামক অন্তঃপুর মহল। ইহার পূর্ব্বে পুষ্করিণীর মধ্যে হামামঘর নামক স্নান গৃহ ছিল। ইহা ছাড়া আর বারটী চক্ ছিল। প্রতিচকের প্রাঙ্গণে চারিদিকে সিঁড়িসহ পুষ্করিণী ছিল। সেনরাজগণের সময়ে এই পুরীর দক্ষিণপার্শ্বে বিচারালয় ছিল। বিচারালয়ের নাম ছিল—বেঢ়াবাড়ি। যবণগণ দ্বারা অধিকৃত হইলে ইহার নাম বেঢ়ামস্‌জিদ রাখা হয়। এখনও সেই প্রাচীন স্মৃতি জাগরিত হইয়া দর্শকের হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তোলে। মুসল-মান রাজত্বের সময় হুসেনসাহ রাজা হইয়া উক্ত পুরীর লুকাচুরীর দ্বারের নিকট 'কদম রোশুল' নামে দরগা প্রস্তুত করেন, এবং একখানি বাংলা গৃহ নির্ম্মাণ করেন, তাহা স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ ভগ্নাবস্থায় সাক্ষ্য দান করিতেছে।

শ্রীশ্রীল রূপ-সনাতনের রাজকার্য্যের সূচনা

এই সময় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের পরিবর্ত্তে রাজগণ মন্দিরা স্তম্ভ (যে স্তম্ভের উপরে উঠিয়া দেখিলে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়) নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর হইতে

বহুদূর পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেন। গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের পিরুসাহ নামক একজন রাজমিস্ত্রি ছিল, তাহার উপরই মন্দিরা স্তম্ভ নির্ম্মাণের আদেশ হয়। পিরু বহু যত্নসহ এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে ; কিন্তু অতি সুন্দর ও খুব উচ্চ হইলে ও তখনও শিরাবরণ হয় নাই। উপরে উঠিবার জন্য শঙ্খ-গর্ভস্থ মণ্ডলাকারে নীলপাথরের সোপানাবলীগ্রথিত হইয়াছে। ইতি মধ্যে হুসেন সাহ একদিন এই মন্দিরাস্তম্ভ পর্য্যবেক্ষণের জন্য উপস্থিত হন এবং দেখেন তিনি যেরূপ আশা করিয়াছিলেন. তাহার চেয়েও উত্তম কার্য্য হইয়াছে। আনন্দভরে পিরুমিস্ত্রিকে ডাকিয়া তাহা জানাইলেন। পিরু বলিল—জাঁহাপনা আমি ইহার চেয়ে আরও অধিক সুন্দর কার্য্য জানি। পিরুর এই কথা শ্রবণ করিয়া হুসেনসাহ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল—হারাম্‌জাদ্ নিমক্ হারাম্, যদি তুই আর উত্তম কাজ জানিস্ তবে কেন সেইরূপ করিলি না ; আমার কি অভাব আছে ? আমার কার্য্যে তুই অবহেলা করিয়াছিস্, অতএব তোর এখনই প্রাণদণ্ড। ওহে পাঠান ভৃত্য সরফরাজ খাঁ ! পিরুকে এখনই এই উচ্চস্থান হইতে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা কর। পিরুর উত্তম কার্য্যের পুরস্কার মিলিলে পিরু প্রার্থনা করিল—হুজুর ! মৃত্যুর পূর্বে একটি প্রার্থনা—অন্ততঃ আমার নাম দিয়া এই স্তম্ভের নাম রাখা হউক। পাৎসাহ এই আবেদনানুযায়ী ‘পিরুসা মন্দিরা’ নাম রাখিলেন। নরনাথের আদেশ অনুযায়ী পাঠান ভৃত্যটী পিরুকে তাহার নিজ হস্তে তৈয়ারী স্তম্ভের উপর হইতে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করিলে, পিরুর অস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

এই ঘটনার পর আর একদিন হিঙ্গা পিয়াদানামে একজন পদাতিককে সঙ্গে লইয়া হুসেনসাহ ঐ স্তম্ভ দেখিতে গিয়াছেন এবং শিরাবরণ হয় নাই জন্য অতি তন্ময় অবস্থায় হিঙ্গীকে বলিলেন যে, তুই শীঘ্র মোরগ্রাম মাধাইপুর গমন কর। কি কার্য্যের জন্য যাইতে হইবে ইহা বলিবার সন্ধিক্ষণে পাতসাহেবের মুরসীদ্ আসিয়া পিছন হইতে ডাকিলে, হুসেন সাহা তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। হিঙ্গাকে আর কার্য্যের কথা বলা হইল না ; কিন্তু পুনঃ

পুনঃ তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিতে থাকিলে, সে ভয়ে ভীত হইয়া খোদাকে স্মরণ করিতে করিতে অগত্যা মাধাইপুরে গমন করিল এবং অতি কাতর ভাবে-চিন্তা করিতে থাকিল যে—আজ আমারও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ অন্তর্মনা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে হিঙ্গা পিয়াদা যেখানে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন অবস্থান করিতে-ছিলেন সেইস্থানে ঘোরাফেরা করিতেছিল। শ্রীল সনাতনপাদ ভ্রাম্যমান একটি মানবকে দেখিয়া শ্রীরূপকে বলিলেন, ভাই! দেখত' এই মানবটী কি চায়। অগ্রজের আজ্ঞায় শ্রীরূপ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে সকল দুঃখের কথা বলিল। শ্রীরূপপাদ তাহা শ্রীসনাতনপাদকে নিবেদন করিলে, লোকটীকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমার সহিত যখন রাজার কথা হয় তখন তিনি কোথায় ছিলেন এবং কি অবস্থায় তুমি আসিয়াছ? হিঙ্গা সকল কথা বলিলে তাঁহারা নির্ণয় করিলেন যে,—অবশ্যই রাজমিস্ত্রি লইবার জন্য পাঠাইয়া থাকিবে। অতএব পদাতিক তুমি এই গ্রাম হইতে ভাল ভাল রাজমিস্ত্রি লইয়া যাও। সেই আদেশানুযায়ী রাজমিস্ত্রি লইয়া হিঙ্গা পাতশাহের নিকট উপস্থিত হইলে, হুসেন-সাহ হিঙ্গার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া পুরস্কার দিতে প্রস্তুত হইলেন। হিঙ্গা বলিল যে—শ্রীরূপ-সনাতন পাদদ্বয় (অমর ও সন্তোষ ভ্রাতৃদ্বয়) আজ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। মুর্‌সীদের সঙ্গেও হুসেন সাহের এই ভ্রাতৃদ্বয়ের অসমোর্দ্ধ গুণাবলী ও প্রভাবের কথা হইবার কালে হিঙ্গা মাধাইপুরে গিয়াছিল। রাজা এই ভ্রাতৃ-দ্বয়ের সর্ব্বজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দভরে কোতুয়াল কেশব ছত্রীকে মাধাইপুরে শিবিকাসহ পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে অতি যত্ন আদরের সহিত লইয়া আসিলেন এবং রূপে-গুণে-বিদ্যায়-আরাধনায় সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোত্তম জানিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যভার গ্রহণের অভিমত প্রকাশ করিলেন। তখন রাজাজ্ঞা না মানিলে অনেক প্রকার অসুবিধা হইবে এই আশঙ্কায় অগত্যা রাজ্যভার গ্রহণে ভ্রাতৃগণ স্বীকৃত হইলেন। তখন হুসেন সাহ তাঁহাদিগকে 'সাকর-মল্লিক' 'দবিরখাস' ইত্যাদি নামে ভূষিত করিয়া নিজ রাজধানীতেই সুরম্য বাসস্থানাদি যানবাহনাদি, সেবকাদি ভোগ বিলাসের জন্য নিজ তুল্য সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্যের

উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহাদের বাসস্থানের গ্রামের নাম ছিল,—হিন্দুরাজত্বের কালে—'নবগ্রাম'। তখন হইতে সাকর মল্লিকের নামানুযায়ী নাম হইল—সাকরমল্লিকপুর। এই নামানুসারেই—সাকরমার কাঠাল নাম হয়। এইগ্রাম এখন নির্জ্জন জঙ্গলে পরিপূর্ণ আছে। সাকরমার অপভ্রংশ শব্দ হইল—সাকুর্মা। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল রূপ-সনাতনের প্রথম মিলনের পূর্ব্বাবস্থা। নিকটে পিরোজপুরের নিষ্কর মালিকদার মিঞা সাহেবের আরবি ভাষায় লিখিত দলিলের শিরোদেশে পাতশাহের পাঞ্জা স্বর্ণমসীদ্বারা দেবাক্ষরে এইরূপ লিখিত আছে—"শ্রীল শ্রীযুক্ত গো ব্রাহ্মণ প্রতিপালক সনাতন দবিরখাস।" কিন্তু কদমরোশুল নামক দরগার নিষ্কর ভূমির দলিলে কেবল—'শ্রীসনাতন দবিরখাস' লিখিত আছে। মহতিপুর নিবাসী প্রাচীনগণের নিকট জানা যায় যে—পূর্বহস্তাক্ষরটী শ্রীরূপপাদের আর 'শ্রীসনাতন দবিরখাস' হস্তাক্ষর শ্রীসনাতনপাদের। শ্রীল সনাতনপাদের বাড়ীর নাম—বড়বাড়ী আর শ্রীল রূপপাদের বাড়ীর নাম গির্দ্দাবাড়ী হইয়াছিল। বাড়ীর পার্শ্বেই 'সনাতন-সাগর' ও 'রূপ-সাগর' নামে তাঁহাদের সময়ের দুইটী বৃহৎ জলাশয় বর্তমান আছে।—বঙ্গের ইতিহাস অবলম্বনে ও সাক্ষাৎ অনুসন্ধানে এইরূপ মিলিয়াছে।

রামকেলী

[প্রাচীন গৌড় রাজধানী মালদহ জেলার সহর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দূরে "রামকেলী" গ্রামে শ্রীল সনাতন-রূপ গোস্বামি প্রভুগণের কীর্ত্তি ও স্মৃতিচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। তথায় শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভুর বৈঠকস্থান তমালবৃক্ষের নীচে (শ্রীযুত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয় দ্বারা—গৌড়ীয় মঠ) সুরক্ষিত হইয়াছেন। কথিত হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সদলবলে যখন তথায় শুভবিজয় করিয়া শ্রীসনাতন-রূপ গোস্বামী প্রভুকে কৃপা করিয়াছিলেন, তখন

ঐস্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন।* শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন-কৃপা সঙ্গ-লাভের পর হইতেই যখন বিষয় ত্যাগ করিতে দৃঢ় সংকল্প হন, তখন বাদশাহ বুঝিতে পারিয়া তৎস্থানেই শ্রীব্রজধাম (শ্রীবৃন্দাবন) তৈয়ার করিয়া দিবেন বলিয়া শ্রীরাধা-শ্যামকুণ্ড তথা সখীগণের নামীয় কুণ্ড সকল খনন করেন। এখনও একটি প্রকাণ্ড সরোবরের নাম—"রূপসাগর" বলিয়া কথিত হয়। ঐ সাগর শ্রীল রূপ গোস্বামীর ইচ্ছায় খনন হয়। চতুর্দ্দিকে সুন্দর বান্ধানো ঘাট ও বাগান। জলও অদ্যাপি অতি সুনির্ম্মল। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীমন্মহা-প্রভুর আগমনোৎসব তিথি পালনোদ্দেশ্যে খুবই সমারোহের সহিত কয়েক দিন ধরিয়া মেলা বসিয়া থাকে। † মালদহের প্রভাবশালী ধনাঢ্য জমিদার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রযত্নে সেখানে সুন্দর মন্দির, বাড়ী ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিয়মানুযায়ী পাঠ কীর্ত্তন সেবা-পূজাদি ধর্ম্মানুশীলন হয় এবং শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন শ্রীবিগ্রহের সেবা বর্ত্তমান আছেন। প্রাচীন গৌড়-বাদশাহের রাজধানীর স্মৃতিচিহ্ন ও সোনা-মসজিদ্, (প্রাচীর মধ্যে) ঘোড়দৌড় মাঠ, আদিনা (পাণ্ডবগণের আগমন ও কিছুকাল বাসের স্থান) অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।] মালদহের আম ও রেশমী বস্ত্র সুপ্রসিদ্ধ।

বাং ১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের "ভারতবর্ষ" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুত হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, লিখিত "রূপ-সনাতন গোস্বামী" শীর্ষক প্রবন্ধে জানা যায় যে,—গৌড়ের অন্তর্গত 'রামকেলি গ্রাম' ছিল—শ্রীশ্রীল

* ঐছে চলি' আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম॥—চৈঃ চঃ ম ১।১৫৬
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা তীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ সমাজ—তার 'রামকেলি' নাম॥
কোতোয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে।
এক ন্যাসী আসিয়াছে "রামকেলি গ্রামে"॥—চৈঃ ভা অ ১।৫,২৪

† জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রমণে আগমনোৎসব, পরদিন শেষ উৎসব। এই উৎসবের পূর্ণ করতঃ আষাঢ় দ্বিতীয়া দিবসে কানাই-নাটশালা হইয়া শ্রীপ্রভু নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

রূপ-সনাতনের কার্য্যস্থল সম্বন্ধীয় বাসস্থান। কারণ, গৌড়বাদশাহের রাজধানী ও রামকেলি গ্রাম পাশাপাশি বর্ত্তমান। নিজেদের পৈত্রিক বাড়ী ছিল, (যশোহর? বরিশাল জেলার অন্তর্গত)—ফতেয়াবাদে। শ্রীরূপ-সনাতনের পিতা কুমারদেব বিবাহ করেন, গৌড়ের অন্তঃপাতী মাধাইপুরে।* বিবাহের পর তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়া থাকেন। পরে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার (?) অন্তর্গত মাড়গ্রামে† বসতি স্থাপন করেন। সনাতন ও রূপ দীর্ঘকাল এই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। মাড়গ্রাম গৌড়ের দক্ষিণে অবস্থিত। বিষয়-কর্ম্মত্যাগের পরেও রূপ-সনাতন এই মাড়গ্রামে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীরূপ ধনসম্পত্তি লইয়া সম্ভবতঃ এই মাড়গ্রামেই আসিয়াছিলেন। মাড়গ্রামে তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরঘুনন্দন বাস করিতেন। শ্রীরূপ তাঁহাদের ধনসম্পত্তির অর্দ্ধেক পরিমাণ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মধ্যে বিতরণ করিলেন এবং এক চতুর্থাংশ পরিমাণ স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে দিলেন, তাঁহাদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত। বাঁকী এক চতুর্থাংশ বিশ্বস্ত মুদির ঘরে ভবিষ্যৎ কোন প্রয়োজনের জন্য রাখিয়াছিলেন।

বংশ-পরিচয়ের মূল বিবরণ

শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপপ্রভু অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ আপনাদিগকে 'নীচ-বংশজাত', 'নীচ-জাতি', 'নীচ-সঙ্গী' প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ‡। স্থূলবুদ্ধি পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ জগদ্‌গুরুগণের এই দৈন্যলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে

---

* —মাধাইপুর (মহৎপুর)—বর্দ্ধমান জেলা। নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলীর মধ্যবর্ত্তী গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রাম। পরবর্ত্তী নূতন মন্দিরে শ্রীনিতাই-গৌর সেবা আছেন।

† —মাড়গ্রাম—মানকরের নিকট (বর্দ্ধমান)। ভক্তিগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামীর জন্মস্থান। ১১৯৩ সালে ইহার জন্ম।

‡ সনাতন কহে,—"নীচ বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত,—আমার কুলধর্ম্ম॥ চৈঃ চঃ অঃ ৪।২৮

নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কাজ
তোমার আগেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥ —চৈঃ চঃ মঃ ১।১৮৯

না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যেরূপ 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে, তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবৎপার্ষদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুকেও নীচকুলোদ্ভুত বা নীচজাতি মনে করিয়া অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু যদি কৃপা করিয়া স্বলেখনীর মধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব-গুরুবর্গের ও বংশের প্রকৃত পরিচয় প্রদান না করিতেন, তবে জীব এই অপরাধ-পঙ্কেই নিমজ্জিত থাকিত। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের স্বকৃত 'লঘুতোষণী'-টীকার উপসংহারে স্বীয় বংশ-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

যথা—পূর্ব্বাপরবংশ-পরিচয়

রেজে রাজসভাসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমিপতিঃ।†
উদ্যচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিণী
জিহ্বাকল্পলতাত্রয়মধুকরী‡ ভূয়ো নরীনৃত্যতে।
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ-জগদ্গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ॥

পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপতুলামারোহতো রোহিণী-
কান্তস্পর্দ্ধিযশোভরঃ সুরপতেস্তুল্যপ্রভাবোঽভবৎ।
সর্ব্বক্ষ্মাপতিপূজিতোঽখিলযজুর্ব্বেদৈকবিশ্রামভূ-
র্লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্মিবান্॥

---

† কর্ণাট—দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত রামনদ হইতে সেরিঙ্গপটম্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড। মতান্তরে বিজয়নগর রাজ্যই কর্ণাট। (Imperial Gazetteer of India IV)।

‡ পঠান্তর—জিহ্বাকল্পলতাত্রয়ী, কল্পলতাময়ী—সর্বসম্বা, বঃ সাঃ পঃ সং।

মহিষ্যোর্ভূপস্য প্রথিতযশসস্তস্য তনয়ৌ
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বরহরিহরাখ্যৌ গুণনিধী।
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতরভাবং বহুবিধে
জগামান্যঃ শস্ত্রে নিজ-নিজ-গুণপ্রেরিততয়া ॥

বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপুপুরপ্রস্থিতিদিনে
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বর-হরিহরাভ্যাং কিল দদৌ।
নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদার্যাণাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ ॥

শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভির্নির্ধূতরাজ্যঃ ক্রমা-
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দয়িতয়া* পৌরস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃ সুখং সংবসন্
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্ গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্ ॥

যজুর্বেবদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্বেবাপনিষদাং
রসজ্ঞায়াং যস্য স্ফুটমঘটয়ত্তাণ্ডবকলাম্।
জগন্নাথপ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
ন যাতঃ কেষাং বা স কিল নৃপরূপেশ্বরসুতঃ ॥

বিহায় গুণশেখরঃ† শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
স্ফুরৎসুরতরঙ্গিণীতটনিবাসপর্যুৎসুকঃ।‡

* পৌরস্ত—প্রাচ্য, পূর্বদেশ, (পুরস্ + ত্যণ্)।

† শিখরভূমি—বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ। গৌঃ বৈঃ তীর্থ ১০৫।

‡ সুরতরঙ্গিণীতট—শ্রীগঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান।

তততো* দনুজমর্দ্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা-
দুবাস নবহট্টকে † স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী॥
মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজতস্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমভবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ।
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
ধীরঃ শ্রীল-মুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী॥

---

* দনুজমর্দ্দন—গৌড়দেশের রাজা। ইনি শ্রীরূপ-সনাতনের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীপদ্মনাভকে শিখর দেশ হইতে আনাইয়া সৎকার পূর্ব্বক নৈহাটিতে স্থাপন করিয়াছিলেন।

† নবহট্ট, নৈহাটী বা নৈটী (শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাটের মধ্যে যে নৈহাটী তাহা নহে।)—ই, আই, রেলওয়ে সালার ষ্টেশনের নিকট গঙ্গার অপর পারে কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম। এই গ্রামটি কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে। এইস্থানে স্বাধীন হিন্দু রাজা 'দনুজমর্দ্দনে'র রাজ্য ছিল। এইস্থানে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সংস্কৃত শাস্ত্রাদির শিক্ষাগুরু বঙ্গের অদ্বিতীয় পৌরাণিক শ্রীসর্ব্বানন্দ সিদ্ধান্ত বাচস্পতি থাকিতেন।

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রণীত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', রাজন্যকাণ্ডের প্রথম খণ্ডে লিখিত আছে,—দনুজমর্দ্দন রাজা মহেন্দ্রদেবের পুত্র। ইনি ১৩৩৬ শক হইতে পাণ্ডুনগরে রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৩ বৎসর মাত্র পাণ্ডুনগরে আধিপত্য করিয়া ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে ঐস্থান ছাড়িতে বাধ্য হন এবং ঐ বর্ষেই চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়া তিনি এখানকার কায়স্থ সমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। দ্বিজ বাচস্পতির 'বঙ্গজ কুলজী সারসংগ্রহে' লিখিত আছে, "দনুজমর্দ্দন রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি। সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি॥ দেব পদ্ধতিতে হোম মহিমা অপার। সমাজ করিতে রাজা হৈলা চিন্তাপর॥"

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কশ্চিদ্দ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনির্ব্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চ্চিতম্ ;
আদিঃ শ্রীল-সনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ
শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়বলিতো নির্ব্বিদ্য যে রাজ্যতঃ।
আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহরপ্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ে ॥

যঃ সর্ব্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরামমাসেদিবান্
গঙ্গায়াং দ্রুতমগ্রজৌ পুনরমূ বৃন্দাবনং সঙ্গতৌ।

শ্রীরূপ সনাতনের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীপদ্মনাভ এইস্থানে বাস করিয়া শ্রীজগন্নাথ প্রতিষ্ঠা করেন ও রথযাত্রা করিতেন। শ্রীল সনাতন প্রভুর পিতাঠাকুর শ্রীকুমার-দেব জ্ঞাতিবিরোধ হেতু নৈহাটী ত্যাগ করিয়া বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন।

এই স্থানে 'নৈ' নামে এক রাজা ছিলেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর তাঁহারই কর্ম্মচারী ছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীশঙ্করভট্টের শ্রীপাট। এখানে শ্রীনিতাই-গৌর সেবা আছেন।

দক্ষিণখণ্ড গ্রামের গোস্বামিবংশীয়দের নিকট শ্রীপদ্মনাভ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ইঁহারাই শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভুদের কুলগুরু। শ্রীল সনাতন প্রভু প্রেমভোগ (পম্‌ভাগ) গ্রামে উহাদিগকে বিস্তর ব্রহ্মোত্তর ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। কাটোয়ার অন্তর্গত দক্ষিণখণ্ডে ঐ গুরু বংশের শ্রীনৃসিংহানন্দ গোস্বামী ঠাকুর মহাশয় আদ্যাপি ঐস্থানে শতাধিক বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। শ্রীকুমার দেবের প্রাচীন মঠবাড়ীর ইষ্টকচিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

যাভ্যাং মাথুরগুপ্ততীর্থনিবহো ব্যক্তীকৃতো ভক্তির-
প্যুচ্চৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনগতা সর্ব্বত্র সম্বর্দ্ধিতা ॥
যন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেম-মহার্ণবোর্ম্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি।
দৃষ্টান্ত-প্রকর-প্রভাভরমতীত্যৈবানয়োর্ভ্রাজতো-
স্তুল্যস্তত্ত্বপদং মতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ ॥
গোপালবালকব্যাজাদ্‌যয়োঃ সাক্ষাদ্বভূব হ।
সাক্ষাচ্ছ্রীযুতগোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া ॥
তয়োরনুজস্যষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা ॥
স্তবাশ্চোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
বিদগ্ধললিতাগ্রাখ্যমাধবং নাটকদ্বয়ম্।
ভাণিকা-দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ ॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ ॥
তথাগ্রজকৃতেষগ্র্যং শ্রীল-ভাগবতামৃতম্।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী ॥
লীলাস্তবষ্টিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।
যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া ॥
অবুদ্ধ্যা বুদ্ধ্যা বা যদিহ ময়কালেখি সহসা
তথা যদ্বাচ্ছেদি দ্বয়মপি সহেরন্ পরমমী।

অহো কিম্বা যদ্‌যন্মনসি মম বিস্ফোরিতমভূ-
দমীভিস্তন্মাত্রং যদি বলমলং শঙ্কিতকুলৈঃ ॥*

অনুবাদ—কর্ণাটদেশাধিপতি শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার প্রচুরোৎকৃষ্ট-শব্দবিন্যাসময়ী, অমৃত-নিঃস্যন্দিনী, বেদত্রয়রূপকল্পলতার মধুকরীতুল্যা জিহ্বা নিরন্তর নৃত্য করিত। তিনি রাজমণ্ডলীর পূজ্যপাত্র ও ভরদ্বাজ-গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কশ্যপোপম সেই নৃপতির এক পরম শ্রীসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যশোরাশি চন্দ্রকে স্পর্দ্ধা করিত। তাঁহার প্রভাব ছিল ইন্দ্রের ন্যায়। সমস্ত রাজবৃন্দ তাঁহাকে পূজা করিতেন। তিনি সমগ্র যজুর্ব্বেদের অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থল অর্থাৎ উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি পৃথিবীতে 'শ্রীঅনিরুদ্ধদেব'-নামে বিখ্যাত ছিলেন। সেই প্রথিতযশা নৃপতির মহিষীদ্বয় হইতে 'রূপেশ্বর' ও 'হরিহর' নামে দুইটি গুণনিধি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজ নিজ স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে প্রথমটি বহুবিধ শাস্ত্র এবং অপরটি শস্ত্রবিদ্যায় প্রবল প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিদিনে পিতা (অনিরুদ্ধদেব) নিজরাজ্য বিভাগ করিয়া সেই রূপেশ্বর ও হরিহরকে যথাযোগ্যরূপে প্রদান করিলেন। পিতার স্বধাম-প্রাপ্তির পর কনিষ্ঠ হরিহর পূজ্য ব্যক্তিগণের ভূষণস্বরূপ স্বীয় অগ্রজ

---

* সর্ব, সং ; বঃ সাঃ পঃ সং—শ্রীজীবকৃত এই গ্রন্থ বিবরণ ১৫০৪ শকে লিখিত হইয়াছিল। বৃহৎবৈষ্ণবতোষণী ১৪৭৬ শকে, লঘুতোষণী ১৫০৪ শকে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৪৬৩ শকে। "রামাঙ্গ-শক্রগণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতে-নায়ং। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ॥" রাম=৩, অঙ্গ=৬, শক্র= ১৪ অর্থাৎ= ১৪৬৩ শকে।

১৪৫৬ শকে শ্রীগৌরহরির অন্তর্দ্ধানের পর ভক্তিরসামৃত ও উজ্জ্বল বিরচিত হয়। তোষণীর টীকা ১৪৭৬ শকে বিরচিত হয়। সম্ভবতঃ শ্রীল সনাতনের তোষণী-টীকাই শেষ গ্রন্থ।

রূপেশ্বরকে স্বরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। শ্রীরূপেশ্বরদেব এই প্রকারে শত্রুকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া ভার্য্যার সহিত অষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া পৌরস্ত্যদেশে গমন করিলেন। সেইখানে শ্রীরূপেশ্বরদেব সখা শিখরেশ্বরের রাজ্যে সুখে বাস করিয়া ধন্য হইলেন এবং 'শ্রীপদ্মনাভ'-নামে এক গুণসাগর পুত্র উৎপাদন করিলেন। যাঁহার জিহ্বায় অঙ্গসহিত যজুর্ব্বেদ ও সকল উপনিষদের বিস্তৃতিশাস্ত্র স্পষ্টরূপে নৃত্যবিলাস করিত, সেই জগন্নাথ-প্রেমে বিগলিত ও উৎফুল্লহৃদয় রাজা শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র শ্রীপদ্মনাভদেবের কথা কাহার না কর্ণপথে প্রবেশ করিয়াছে? সেই গুণশেখর যশস্বী শ্রীপদ্মনাভদেব শিখরদেশবাসস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া শোভাময়ী জাহ্নবীতটে বাস করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রাজা দনুজমর্দ্দনকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া ক্রমে নবহট্টে বাস করিয়াছিলেন। সেই নবহট্টে থাকিয়া তিনি যাগ-যজ্ঞোৎসবাদি দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীবিগ্রহ পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচজন পুত্র জন্মিয়াছিলেন। পুত্রগণের মধ্যে পুরুষোত্তম ছিলেন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তৎপরে জগন্নাথ ছিলেন দ্বিতীয়। নারায়ণ ছিলেন ধীরস্বভাবের। তদনন্তর উত্তমগুণযুক্ত শ্রীযুক্ত মুরারি জন্মিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ যশস্বী শ্রীযুক্ত মুকুন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবহট্টে শ্রীমুকুন্দদেবের 'শ্রীমান্ কুমারদেব'-নামক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। সদ্বংশজাত সেই কুমারদেব বিদ্রোহাচরণবশতঃ বঙ্গদেশস্থ * আবাসস্থানে গমন করিলেন।

---

* বঙ্গদেশ—ঐতরেয় আরণ্যক (২।১।১), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।১৮), অথর্ব সংহিতা (৫।২২।১৪) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে (১০) অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ প্রভৃতি উল্লিখিত। মহাভারত আদিপর্ব (১০৪) বিষ্ণুপুরাণ (৪।১৮) ও গরুড় পুরাণ (১৪৪) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পঞ্চ প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অঙ্গ—বর্ত্তমান ভাগলপুর প্রদেশ, বঙ্গ—বঙ্গদেশ, (পূর্ববঙ্গ বা সমতট), কলিঙ্গ—যাজপুর অঞ্চল, সুহ্ম——বর্ত্তমান রাঢ়দেশ এবং পুণ্ড্র—মালদহ, গৌড়দেশ ইত্যাদি।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙ্গের সময়ে বঙ্গদেশ সাতটি বিভাগে বিভক্ত ছিল—

কুমারদেবের পুত্রগণের মধ্যে তিনটি পরমপূজ্য বৈষ্ণবগণের প্রিয়তম হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিজকুলকে ইহলোকে ও পরলোকে বিশেষরূপে সর্ব্বজনপূজিত করিয়াছিলেন। 'শ্রীল সনাতন' ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁহার অনুজের নাম 'শ্রীরূপ'। আবার তাঁহার (শ্রীরূপের) অনুজের নাম 'শ্রীমদ্ বল্লভ'। ইঁহারা তিনজন বৈরাগ্যহেতু রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন এবং তৎপর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হইতে অতিশয় কৃপা লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-নাম্নী ভক্তিলক্ষ্মীকে লাভ করিবার নিমিত্ত ভক্তিসাম্রাজ্যের উপাসনা করিয়াছিলেন। যিনি ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ, তিনি ছিলেন আমার পিতা ; কিন্তু তিনি গঙ্গাতীরে শ্রীরামচন্দ্রের ধাম লাভ করেন। তৎপরে সেই অগ্রজদ্বয় দ্রুত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তাঁহারা মথুরা মণ্ডলের গুপ্ততীর্থসমূহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদিগ কর্ত্তৃকই শ্রীকৃষ্ণভক্তিও সর্ব্বত্র বিশেষভাবে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। 'শ্রীল রঘুনাথদাস'-নামক মহাজন তাঁহাদের মিত্র বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেম-মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-রাশিতে সঞ্চরণ করত ক্রীড়া করিতেন। যাবতীয় উপমার প্রভারাশিকে ম্লান করিয়া শোভাযুক্ত যে শ্রীরূপ-সনাতন, ত্রিভুবনে সজ্জনশ্রেষ্ঠগণ সবিস্ময়ে শ্রীরঘুনাথকে তাঁহাদের তুল্য তত্ত্ব বলিয়া পূজা করিতেন। সাক্ষাৎ শ্রীযুক্ত গোপাল গোপবালকচ্ছলে ক্ষীরপ্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে অনুজ অর্থাৎ শ্রীল রূপগোস্বামিকর্ত্তৃক লিখিত গ্রন্থরাজির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ ; যথা,—'শ্রীহংসদূতকাব্য', শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশ', 'ছন্দোঽষ্টাদশক'। তদ্ব্যতীত তাঁহার 'স্তবমালা', 'গোবিন্দবিরুদাবলী', 'প্রেমেন্দুসাগরা'দি বহু সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। ঐ সকল ব্যতীত 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধ-

---

(১) কমলাঙ্ক—ত্রিপুরা, কুমিল্লা, কামরূপ ও আসাম। (২) চম্পা—বর্ত্তমান ভাগলপুর। (৩) তাম্রলিপ্ত—বঙ্গদেশের দক্ষিণ পশ্চিম সাগর তীরবর্ত্তী (তমলুক)। (৪) শ্রীক্ষেত্র—বর্ত্তমান শ্রীহট্ট। (৫) সমতট—পূর্ব্ববঙ্গ। (৬) পুণ্ড্র—বঙ্গের উত্তর বিভাগ। (৭) কর্ণসুবর্ণ—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রাঙ্গামাটি, মতান্তরে—পশ্চিমবাঙ্গলা।

মাধব'-নামে নাটকদ্বয় 'দানকেলি'-নাটিকা, 'রসামৃতযুগল', 'মথুরামহিমা', 'নাটক-চন্দ্রিকা' ও 'সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃত' প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থ। তদ্রূপ অগ্রজ শ্রীসনাতন-লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'শ্রীভাগবতামৃত', তৎপরে 'দিক্ প্রদর্শিনী'-টীকার সহিত হরিভক্তিবিলাস, তৎপরে লীলাস্তব, অনন্তর এই দশমটিপ্পনী 'বৈষ্ণবতোষণী' তদাজ্ঞায় (আমি) ক্ষুদ্রজীব হইলেও মৎকর্ত্তৃক সংক্ষিপ্তীকৃত হইল। আমি সত্বরতার সহিত এই গ্রন্থে বুদ্ধিপূর্ব্বক বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক যাহা লিখিয়াছি এবং তাঁহাদের ব্যাখ্যা যেখানে যেখানে পরিত্যাগ করিয়াছি, শ্রীল সনাতনপ্রভু তত্তুভয়ই বিশেষভাবে মার্জ্জনা করিবেন। অহো! তিনি আমার চিত্তে যেরূপ প্রেরণাদান করিয়াছেন, যদি আমি তাহাই মাত্র লিখিয়া থাকি এবং কেবলমাত্র তাহাই যদি আমার ভরসা হয়, তবে ভীত-জনগণকে ভয় করিবার আমার প্রয়োজন নাই।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—
১।৫৪০—৫৬৮, ৫৭৮—৫৭৯, ৭৮৭—৭৯৪, ৮০৬—৮০৮।

শ্রীজীবের উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষের পরিচয়

শ্রীজীব গোস্বামী সপ্তপুরুষ প্রচার। প্রথম হৈতে নাম কহি তাঁ সবার॥
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু নাম বিপ্ররাজ। মহাপূজ্য যজুর্ব্বেদী গোত্র ভরদ্বাজ॥
সর্ব্ববেদে অধ্যাপক মহাপরাক্রম। কর্ণাটদেশের রাজা নাহি যাঁর সম॥
সর্ব্বমহীপতি সদা পূজয়ে যাঁহারে। বৈছে লক্ষ্মীবন্ত তাহা কে কহিতে পারে॥
তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধদেব ইন্দ্রসম। চন্দ্রেও করয়ে স্পর্দ্ধা যশঃ সর্ব্বোত্তম॥
মহীপতি-পূজিত বেদজ্ঞ লক্ষ্মীবান্। পৃথিবীতে বিখ্যাত মহিষীদ্বয় তান॥
রূপেশ্বর, হরিহর নামে পুত্রদ্বয়। বহুগুণ সর্ব্বত্র বিদিত অতিশয়॥
শাস্ত্রে বিচক্ষণ জ্যেষ্ঠপুত্র রূপেশ্বর। শস্ত্রে মহাপ্রবীণ কনিষ্ঠ হরিহর॥
বিবাহ করিয়া দোঁহে দিয়া রাজ্যভার। শ্রীকৃষ্ণের ধামপ্রাপ্তি হৈল পিতার॥
কতদিন পরে লোক সজ্ঘট্ট করিয়া। লইল জ্যেষ্ঠের রাজ্য কনিষ্ঠ হইয়া॥

রাজ্য গেলে রূপেশ্বর পত্নীর সহিতে। অষ্ট অশ্বে যুক্ত আইলা পৌলস্ত্য দেশেতে ॥
শ্রীশিখরেশ্বর-সখ্য তাতে সুখ পাই। রূপেশ্বর দেব বাস করিল তথাই ॥
শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নাম। পরমসুন্দর সর্ব্বগুণে অনুপম ॥
অঙ্গসহ চতুর্ব্বেদাদিক অধ্যয়নে। পরম অপূর্ব্ব যশঃ বিদিত ভুবনে ॥
কি অপূর্ব্ব পদ্মনাভদেবের চরিত। শ্রীজগন্নাথের প্রেমে সদা উল্লসিত ॥
পদ্মনাভ নৃপ সে শিখর-ভূমি হৈতে। আইলেন গঙ্গাতীরে বাস-স্পৃহা চিতে ॥
নবহট্ট-গ্রামে বাস কৈল মহাশয়। নৈহাটি নাম যার সর্ব্বলোকে কয় ॥
তথা পদ্মনাভদেব মহাহর্ষ চিতে। শ্রীপুরুষোত্তম-মূর্ত্তি পূজয়ে যত্নেতে ॥
করি যজ্ঞে উৎসব পরমানন্দ হৈল। অষ্টাদশ কন্যা পঞ্চপুত্র জন্মাইল ॥
শ্রীপুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ। মুরারি, মুকুন্দ এই পুত্র পঞ্চজন ॥
পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ, সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দ। সর্ব্বাংশে প্রবীণ, সর্ব্বোত্তম গুণবৃন্দ ॥
শ্রীমুকুন্দদেবের নন্দন শ্রীকুমার। বিপ্রকুল-প্রদীপ, পরম শুদ্ধাচার ॥
সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া নিভৃতে করয়। কদাচার জন-স্পর্শে অতি ভীত হয় ॥
যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন। করে প্রায়শ্চিত্ত, অন্ন না করে গ্রহণ ॥
জ্ঞাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হৈল মনে। ছাড়িলেন নবহট্টগ্রাম সেইক্ষণে ॥
নিজগণসহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা। 'বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ'* গ্রামেতে বাস কৈলা ॥

---

* বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ—পূর্বকালে পাবনা, ঢাকা জিলার দক্ষিণাংশ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। বাক্‌লা বহুদিন পূর্ব্বেই নদীগর্ভে গিয়াছে। 'দিক্‌বিজয় প্রকাশ বিবৃতি' নামক গ্রন্থানুসারে ইহার পুর্ব সীমা মধুমতী, পশ্চিমে ইচ্ছামতী নদী, দক্ষিণে বাদাভূমি এবং উত্তরে কুশদ্বীপই ইহার সীমা। আক্‌বরের সময়ে বাক্‌লা একটি স্বতন্ত্র সরকার ছিল—ইসমাইলপুর, শ্রীরামপুর, শাহজাদ্‌পুর ও ইদিলপুর এই চারি মহালে বিভক্ত ছিল।

দনুজমর্দ্দন বংশীয় রাজাদের বাস ছিল। এই স্থানে শ্রীসনাতন প্রভুর পিতৃদেব নৈহাটি গ্রাম হইতে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানেই শ্রীসনাতন প্রভু (অমর, ১৩৮৬ শকে) শ্রীরূপপ্রভু (সন্তোষ, ১৩৯২ শকে) ও শ্রীঅনুপম (বল্লভ, ১৩৯৫ শকে) জন্মগ্রহণ করেন।—গৌঃ বৈঃ তীঃ ৭১ পৃঃ। শ্রীল চন্দ্রশেখর আচার্যের এই দ্বীপে বাস ছিল। তিনি শ্রীশ্রীনর্ত্তকগোপাল সেবা প্রকাশ করেন।

যশোরে ফতেয়াবাদ* নামে গ্রাম হয়। গতায়াতহেতু তথা করিল আলয়॥
কুমারদেবের হৈল অনেক সন্তান। তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ॥
সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ এই ত্রয়। স্বগোত্র অন্যত্র যে অর্চ্চিত অতিশয়॥
সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ ভক্তভূপ। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সনাতন অনুজ শ্রীরূপ॥
সবার অনুজ শ্রীবল্লভ প্রেমময়। শ্রীজীব গোস্বামী হন তাঁহার তনয়॥
সনাতন-রূপ বিলসয়ে বৃন্দাবনে। দুহুঁ মনোবৃত্তি কৃষ্ণ বিনা কেবা জানে॥
সনাতন-রূপে মহা অনুগ্রহ কৈলা। গোপাল বালকছলে সাক্ষাৎ হইলা॥
দিলেন অপূর্ব্ব ক্ষীর কহিতে কি আর। সনাতন রূপের সুখের নাহিক পার॥
হেন সনাতন রূপ প্রভুর আজ্ঞাতে। বর্ণিল যতেক তাহা ব্যাপিল জগতে॥
শ্রীরূপ শ্রীহংসদূত আদি গ্রন্থ কৈলা। সনাতন ভাগবতামৃতাদি বর্ণিলা॥
শ্রীবৈষ্ণবতোষণী করিয়া সনাতন। শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন॥
আজ্ঞা পাঞা জীব লঘুতোষণী করিলা। যৈছে করিলেন তাহা তথাই লিখিলা॥
চৌদ্দশত সপ্ত ছয়ে সম্পূর্ণ বৃহৎ। পনরশত চারি শকে লঘু সম সত॥
সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ চতুষ্টয়। টীকাসহ ভাগবতামৃত খণ্ডদ্বয়॥
হরিভক্তিবিলাস টীকা দিক্‌প্রদর্শনী। বৈষ্ণবতোষণী নাম দশম টিপ্পনী॥
লীলাস্তব দশমচরিত যাহে কয়। সনাতন গোস্বামীর এই চতুষ্টয়॥

বৈষ্ণবতোষণীর শেষে—"জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ ।

---

* ফতেহাবাদ—বর্ত্তমান ফরিদপুরের পুরাতন নাম—ফতেহাবাদ। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের-মতে বিস্তৃত ফতেহাবাদ সরকার পূর্বকোণে সন্‌দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া খালিফাতাবাদ, ইউসুফপুর, রসুলপুর অর্থাৎ খুলনা-যশোহরের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ-কুলতিলক শ্রীকুমার-দেব বর্ত্তমান চেঙ্গুটিয়া পরগণার অন্তর্গত প্রেমভাগ গ্রামে বাস করিতেন। চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশন হইতে 'পমভাগ' এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। প্রেমভাগ শব্দের অপভ্রংশই পম্‌ভাগ হইয়াছে।

—যশোহর-খুলনার ইতিহাস—৩৫২ পৃঃ।

তৎ পুত্রেষু মহিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণ প্রেষ্ঠা স্ত্রয়ো জজ্ঞিরে ॥ আদি শ্রীল সনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ। শ্রীমদ্‌বল্লভ নামধেয়বলিতঃ ॥*

শ্রীসনাতনের বাল্যকাল

শ্রীজীবপ্রভু 'লঘুতোষণীর' উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

"যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে।
স্বপ্নদৃষ্টাদেব বিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ॥
মমজ্জুঃ শ্রীভগবতঃ প্রেমামৃত-মহাম্বুধৌ।
তেষামেব হি লেখোঽয়ং শ্রীসনাতন-নামিনাম্ ॥

এই শ্লোকের পদ্যানুবাদ, শ্রীভক্তিরত্নাকরে—১।৫৩১—৩৬

শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুত চরিত। শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁ'র অতিশয় প্রীত ॥
প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর। শ্রীমদ্ভাগবত দেই আনন্দ অন্তর ॥
স্বপ্নভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা। প্রাতে সেই বিপ্র শ্রীমদ্ভাগবত দিলা ॥
পাইয়া শ্রীভাগবত মহাহর্ষচিতে। মগ্ন হৈলা প্রভু প্রেমামৃত সমুদ্রেতে ॥
শ্রীমদ্ভাগবত অর্থ যৈছে আস্বাদিল। তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল ॥
শ্রীসনাতনের পূর্ব্ব কহি সংক্ষেপেতে। শ্রীজীব গোস্বামী বিস্তারিলা তোষণীতে ॥

---

* কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল বল্লভের (অনুপমের) বিবাহ হইয়াছিল জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীল রূপ সনাতনেরও বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া তাহা অনুমান হয়; কিন্তু কোন প্রমাণ নাই। যেমন,— বৈষ্ণবপুত্র শ্রীল শ্রীজীবদ্বারা শ্রীল বল্লভের বিবাহের প্রমাণ হয়। শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ, শ্রীল জীব গোস্বামিত্রয় একই বংশের জন্য তাঁহাদের বংশ পরিচয় 'শ্রীল সনাতন গোস্বামি'-নামক এই প্রবন্ধেই দেওয়া হইল। সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ প্রয়োজনবোধে সময়ানুযায়ী এই প্রবন্ধ দেখিয়াই বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে সন্তুষ্ট থাকিতে প্রার্থনা। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রবন্ধে পৃথক্ ভাবে তাঁহাদের বংশপরিচয় দেওয়া হইল না।

*বিদ্যালাভ ও দীক্ষালাভপ্রসঙ্গ

শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'বৈষ্ণবতোষণী' টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

"ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণম্॥
বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্।
[1]**রামভদ্রং** তথা[2] বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্॥†

আমি বিদ্যাবাচস্পতি, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি গুরুবর্গকে এবং গৌড়দেশ বিভূষণ বিদ্যাভূষণপাদকে বন্দনা করিতেছি। আমি রসপ্রিয় শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ও বাক্‌চতুর অধ্যাপক শ্রীরামভদ্রকে বন্দনা করি।

১ শ্রীরামভদ্রের পরিচয় ও "ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়"-সম্প্রদায়-পরম্পরা

কবিকুলতিলক শ্রীজয়দেব গোস্বামীর উপাস্য শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব—শ্রীশ্রী-রাধামাধব। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের উপাস্যও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। গোপালতাপনী

---

* সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শাসনকর্ত্তা সৈয়দ বংশীয় ফকরুদ্দিনের নিকট শ্রীরূপ-সনাতন পারসীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ফকরুদ্দিন কাস্পিয়ান্ হ্রদ তীরস্থ "আমূল" নগর হইতে সপ্তগ্রামে আসেন। সেখানে তাঁহার নামীয় মস্‌জিদ্ আছে। উহাতে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায়, মসজিদ্‌টী তাঁহার পুত্র সৈয়দ জালালউদ্দিন হোসেন কর্ত্তৃক ৯৩৩ হিজরীতে (১৫২৯ খৃঃ) সুলতান নসরৎ শাহের সময় নির্ম্মিত হয়। এই মসজিদ্ সরকারী পূর্ত্ত বিভাগ হইতে সংরক্ষিত। মাসিক বসুমতি—১৩৩২ ভাদ্র।

† শ্রীল রূপের 'শ্রীপদ্যাবলী'তে শ্রীবাণীবিলাস-কৃত একটি পদ্য (৩১৫নং পদ্য) দেখিতে পাওয়া যায়। ২ 'শ্রীবাণীবিলাস'—শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুর কথিত অধ্যাপকবর্গের একজন হওয়া অসম্ভব নহে। রামভদ্রং—ইঁহার অপর নাম শ্রীরামময়। ইনি কবিকুলতিলক শ্রীশ্রীজয়দেব গোস্বামী প্রভু বংশজ এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ মন্ত্রদীক্ষা শিষ্য। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীচন্দ্র গোপাল রায়ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ মন্ত্রদীক্ষা শিষ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম—রাম ভদ্র।

উপনিষদোক্ত মন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্ষরীয় শ্রীগোপালমন্ত্রের দ্বারা লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মা-শ্রীগোবিন্দের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র "ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে"র উপাসনাও এই মন্ত্ররাজ শ্রীগোপালমন্ত্র সংযোগেই হইয়া আসিতেছে। উপাস্য উপাসনা বিচারেই সম্প্রদায় স্বীকারের প্রথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। 'সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ' বাক্যানুযায়ী সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্রে উপাসনায় কোন ফল হয় না। কে সিদ্ধিলাভ করিবেন, না করিবেন সে কথা পৃথক্। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" বাক্যানুযায়ী পূর্বাপর সকল মহাজনই পূর্ব-পূর্ব মহাজনগণের আনুগত্যে ভজন করিয়াছেন ও শিষ্যপরম্পরায় উপদেশ জগতে রাখিয়াছেন। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুজীর শ্রীনাম-প্রেম-প্রদানের বৈশিষ্ট্যাধিক্য থাকিলেও তিনি ভাগবত-পরম্পরায় সম্প্রদায় স্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তা নিজ আচরণের সহিত দেখাইয়াছেন। তাঁহার অনুগ সাম্প্রদায়ি-গণ সেই নিরপরাধ পন্থাই আশ্রয় করিয়া ভজন করেন। শ্রীজয়দেব গোস্বামী বংশজ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য শ্রীরামভদ্র গোস্বামী, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীচন্দ্র গোপাল গোস্বামী ; শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামী, শ্রীল কবিকর্ণপুর, শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর, **বৈষ্ণবসম্রাট্** শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদ যে আম্নায় স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি সেই আম্নায় শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীহরিরাম ব্যাসদেবের রচিত "নবরত্ন" গ্রন্থে তিনি নিজেকে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী পাদের প্রশিষ্য বলিয়া ও 'ব্রহ্ম-মাধ্ব'-আম্নায় পরম্পরা স্বীকার করিয়াছেন। ইনি বুঁন্দেলখণ্ডের ওঁড়ছাগ্রামে ১৫৬৭ সম্বতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার লিখিত আম্নায়-পরম্পরা দেখিলে আর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী পাদের পূর্বাপর শ্রীগুরু-পরম্পরা সম্বন্ধে সংশয় থাকা উচিত নহে। তাহা হইলে অপরাধ হইতেও রক্ষা পাওয়া যাইবে।

"ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে"র আম্নায়-ভাগবত-পরম্পরা অস্বীকার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামীকৃত গ্রন্থে, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদকৃত "অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ" গ্রন্থে, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় কৃত "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন" গ্রন্থে যে উক্তি পাওয়া যায় ; তাহাতে সম্প্রদায়ের অত্যন্ত অহিতকর অনর্থ-

রাশি আনয়ন করিয়াছে। এই প্রকার গুরুতর অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূর্বে প্রভু শ্রীল অদ্বৈত বংশজ শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ পরমপণ্ডিতাগ্রগণ্য-বৈষ্ণব-সন্ন্যাস বেশ-গ্রহণকারী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামী মহারাজের (সন্ন্যাস নাম— ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শ্রীল পরমানন্দ পুরী মহারাজ) সুযোগ্য সন্ন্যাসীশিষ্য পণ্ডিতবর শ্রীল গৌর-গোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামিজী মহারাজ কর্তৃক যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মীমাংসা-পত্র প্রচার হইয়াছিল, তাহা শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদ কৃত "গোবিন্দ-ভাষ্য" (চার-সম্প্রদায় হইতে প্রকাশিত হিন্দি সংস্করণের) শেষ পৃষ্ঠায় ও সর্বজন-মান্য বিদ্দ্বরেণ্য নিষ্কিঞ্চনবর শ্রীল হরিদাস দাসজী কৃত "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে'র ৩য় পরিচ্ছেদ ১১৩ পৃঃ মুদ্রিত হইয়াছেন। শ্রৌত-পরম্পরাক্রমে সমগ্র শ্রীপ্রভুসন্তান, শ্রীগোস্বামিসন্তান, শ্রীআচার্য্যসন্তান, ত্যক্তগৃহী ও গৃহী বৈষ্ণবগণ একবাক্যে শ্রীভাগবত-পরম্পরা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিপাদকৃত গ্রন্থে, গোস্বামী শ্রীল দামোদর লাল বড় দর্শনাচার্য্য মহারাজের গ্রন্থে, শ্রীল শ্রীবনমালী লাল গোস্বামী মহারাজের গ্রন্থে, বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল মধুসূদন গোস্বামি-মহারাজের গ্রন্থে, শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্য্যমার্ত্তণ্ড শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থে এবং তদনুগ জগদ্বরেণ্য মহাতেজস্বী বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজকৃত গ্রন্থে, শ্রীগৌরৈকগতি বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের গ্রন্থে একই প্রকার ভাগবত-পরম্পরা দেখা যায়। তাঁহাদের অনুগগণও সেই পথেরই কৃপাপ্রার্থী। ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম দাস মহাশয় বলিয়াছেন,—"মহাজনের যেই পথ, তা'তে হ'ব অনুগত, পূর্বাপর করিয়া বিচার।"

শ্রীল রামভদ্র গোস্বামী ও শ্রীল চন্দ্রগোপাল গোস্বামী লিখিত বিবরণ নিম্নে দেখুন,—

শ্রীরামভদ্র নামক যে মহাজনের বচন প্রমাণ প্রদান করিব; প্রথমতঃ তাঁহার পরিচয় শ্রবণ করুন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ এবং প্রধান মন্ত্রশিষ্য **শ্রীল রামরায়** গোস্বামী কবিকুলতিলক শ্রীজয়দেব গোস্বামি-বংশজ। এই বিষয়ে

প্রমাণ—শ্রীরামরায় সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় বেদান্তদর্শন-‘ব্রহ্মসূত্রের’ **শ্রীগৌর-বিনোদিনী** নামক যে বৃত্তি (ভাষ্য) লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থের অন্তিম পুষ্পিকায় লিখিয়াছেন—“নিখিল মহীমণ্ডল দেদীপ্যমান কীর্ত্তি শ্রীপ্রভু জয়দেব গোস্বামি-সন্তান শ্রীমদ্ রামরায় প্রভুচরণ প্রণীতা, বেদান্ত দর্শনে ‘শ্রীগৌরবিনোদিনী’ বৃত্তি সমাপ্তা।”

গৌর-বিনোদিনী টীকা সমাপ্তি কাল—

শাকে ষট্ সপ্ততিমনৌ কার্ত্তিকে পূর্ণিমা-দিনে।
বংশীবট তটে বৃত্তি র্বৃন্দারণ্যে সুপূরিতা॥

এই গ্রন্থের টীকায় শ্রীরামরায় গোস্বামি-মহারাজের অনুজ ভ্রাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য শ্রীচন্দ্রগোপাল গোস্বামি-মহারাজ লিখিতেছেন যে, “শাকে ষড়িতি স্বকৃত শ্রীগৌরবিনোদিনী বৃত্তি সমাপ্তি সময় নির্ণয়ং করোতি।” ‘অঙ্কানাং বামতো গতিঃ। ইতি শাকে শালিবাহনীয়ে, মনবশ্চ চতুর্দ্দশ সংখ্যকাঃ, স্বতঃ সপ্তসংখ্যকাঃ পুনশ্চ ষড়িতি মিলিত্বা (১৪৭৬) শাকে শ্রীবৃন্দাবন-ধাম্নি শ্রীবংশীবট-তটে, শ্রীযমুনা-সন্নিধৌ শ্রীগৌরবিনোদিনী সমাপিতেতি।’ শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউর প্রকটলীলা সংগোপন—১৪৫৫ শকে। তৎপরেও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু প্রকট ছিলেন। ইহাতে মনে হয়, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এই বৃত্তি ও ভাষ্য দেখিয়াছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদও সারার্থদর্শিনীর টীকায় তাঁহার বন্দনা পূর্ব্বক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা—

শ্রীমদ্ শ্রীগদাধর! নমো নৃহরে! নমস্তে
শ্রীরামরায়! নম এব নমঃ স্বরূপ।
শ্রীরূপ! সানুগ! নমোঽস্তু নমোঽস্তু তুভ্যং
শ্রীমৎ সনাতন! নমোঽস্তু নমোঽস্তু॥

শ্রীরামরায় কৃত কাব্যে ইহাও লিখিত আছে যে, সাক্ষাৎ শ্রীমন্ শ্রীমহাপ্রভু ইঁহাকে ‘**রামভদ্র**’ এই নামও প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবতোষণীতে এই নামের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

বন্দে শ্রীপরমানন্দ ভটাচার্য্য রসালয়ম্ ।
রামভদ্রং * তথা বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্ ॥

পদ্যেঽস্মিন্ বহুগ্রন্থকর্ত্তৃত্বেন বাণীবিলাসং, তথা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুভিঃ দীক্ষাবসরে সমাদিষ্টো "যদুপদেশং বিতীর্য্য জীব সমুদায়ং হরি সম্মুখং কুরু" শ্রীরামরায়স্য তথা করণে উপদেশকমিতি স্বার্থং বিশেষণম্ । শ্রীরামরায় গোস্বামী স্বয়ং নিজেকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গৌরবিনোদিনী বৃত্তির শেষে লিখিয়াছেন যে,—

নিত্যানন্দপদারবিন্দ মকরন্দামন্দমন্দাকিনী-
মগ্নানামনুবাদলগ্ন হৃদয়স্তচ্ছিষ্য এবাভবৎ ।
নির্বাদোপনিষদ্ বিবাদ ককুদদ্বৈতার্থমন্দোঽপ্যয়ং
দ্বৈতাদ্বৈতমচিন্ত্যতত্ত্বমখিলং শ্রীরামরায়োঽকরোৎ ॥

পূর্ব্বোক্ত পরিচয়-বিশিষ্ট শ্রীল রামরায় গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং স্বকৃত গৌরবিনোদিনী বৃত্তিতে 'মাধ্ব-সম্প্রদায়ে'র সহিত 'গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে'র **নিত্য-সম্বন্ধ** স্থাপন করিয়া লিখিতেছেন যে,—

সাংখ্য-ন্যায়-বৈশেষিক-মীমাংসা-বেদান্ত-পাতঞ্জলাদি-ষড়্দর্শনানি ত্রিকালদর্শিভির্মহর্ষিভির্বিরচিতানি । তত্র উত্তর-মীমাংসাত্মকে, বেদান্ত দর্শনে **'অস্মদাচার্য্যাঃ শ্রীমদানন্দতীর্থ-স্বামিনঃ'** শ্রীব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে স্ফুটং দ্বৈতাখ্যানং চক্রিরে । সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণলব্ধ নিত্যানন্দদীক্ষা প্রসাদোঽয়ংজনোঽচিন্ত্যভেদাভেদাভিধং ব্যাখ্যানং বিদধাতি ।

এই গ্রন্থে নমস্কারাত্মক মঙ্গলাচরণে তিনি শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের বন্দনাও করিয়াছেন, যথা—

কুঞ্জে শ্রীনন্দিনীরূপো জগদুদ্ধারকঃ ।
শ্রীমদানন্দতীর্থাখ্যো মধ্বাচার্য্যঃ স মে গতিঃ ॥

---

* রামভদ্র ও রামরায় একই ব্যক্তি। ইঁহার বংশধর শ্রীযমুনাবল্লভ গোস্বামী বৃন্দাবনে বর্ত্তমান আছেন।

শ্রীরামরায় গোস্বামি-মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দ **প্রভুর** মন্ত্রশিষ্য শ্রীচন্দ্রগোপাল গোস্বামি-মহারাজ 'শ্রীগৌরবিনোদিনী বৃত্তির উপরে "শ্রীরাধামাধব" নামক ভাষ্য লিখিয়াছেন। ইনিও পূর্বোক্ত নমস্কারাত্মক শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখি-তেছেন যে,—"পূর্বং শ্রীমদাচার্য্য-গুরুপরম্পরা যোজনায় **স্ব-সম্প্রদায় প্রসিদ্ধা-চার্য্যং শ্রীরামরায় গোস্বামিপ্রভুঃ** প্রাগ্ লিখিত শ্লোকাভ্যাং স্মরতি।"

প্রথম বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শ্রীল চন্দ্রগোপাল গোস্বামি-মহারাজ বলিতেছেন যে —

অদ্বৈতং প্রতিপাদয়ন্তি চ বিশিষ্টাদ্বৈতমেবাপরে
ব্রহ্মৈকং দ্বিতয়ং ননেতি, সগুণং সত্বাদিশুক্লাদিভিঃ।
দ্বৈতাদ্বৈতমচিন্ত্যলক্ষ্মণবৃতং **যৎ সেবকৈঃ** স্বীকৃতং
মধ্বাচার্য্যমহং নমামি জগতামানন্দতীর্থং মুদা॥

আরও শ্রীল রামরায় গোস্বামি-মহারাজ নিজকৃত গৌরবিনোদিনী বৃত্তি অধ্যয়নে অধিকারী নির্ণয় সম্বন্ধে এই বৃত্তির শেষে এই প্রকার লিখিয়াছেন যে,—

রাধা-মাধব পাদপঙ্কজপরৈঃ গৌরাঙ্গ-সেবাধরৈঃ
লীলা নিত্যবিহার সেবন করৈঃ কৃষ্ণসুধাশীকরৈঃ।
শ্রীমন্ মধ্ব-মহানুভাবস্তুকরৈরানন্দতীর্থাধ্বরৈঃ
শ্রীনিত্যানুচরৈঃ প্রসন্নমনসা সেব্যা স্ববৃত্তির্মুদা॥—অস্যার্থঃ

শ্রীচন্দ্রগোপাল গোস্বামিকৃত শ্রীরাধামাধবভাষ্যে যথা – স্ব-প্রণীত-বৃত্তি-সেবনে অধিকারি-বর্ণনং প্রস্তূয়তে, শ্রীরাধামাধবচরণারবিন্দ-মধুকরৈঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবায়িতৈ নিত্যনিকুঞ্জ রসাস্বাদসক্তৈঃ শ্রীরাধাসুধাবিন্দুলব্ধ্যৈঃ **শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য শ্রীমদা-নন্দতীর্থ মার্গানুযায়িভি স্তথা চ শ্রীসংকর্ষণাবতার শ্রীনিত্যানন্দ-মহাপ্রভুচরণানুচরৈঃ** আনন্দেনেয়ং শ্রীগৌরবিনোদিনী বৃত্তিঃ সেব্যেতি ভাবঃ। শ্রীচন্দ্রগোপাল গোস্বামি-লিখিত শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-পরম্পরা,—

শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ পূর্ব্বং ততো ব্রহ্মাঽথ বেদবিৎ।
শ্রীনারদস্ততো ব্যাসো **মধ্বাচার্য্য** স্ততঃ পুনঃ॥

তস্য শ্রীপদ্মনাভস্তচ্ছিষ্যোঽক্ষোভ্য মুনিঃ স্মৃতঃ।
জয়তীর্থস্ততো জ্ঞানসিন্ধুশ্চাথ দয়ানিধিঃ॥
বিদ্যানিধিস্ততো রাজেন্দ্রস্ততো জয়ধর্ম্মধীঃ॥
পুরুষোত্তম এবাস্য ততো ব্রহ্মণ্যদেবতা॥
ব্যাসতীর্থস্ততো লক্ষ্মীপতিস্তস্য চ মাধবঃ।
মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্যাস্ত্রয় এব চ সম্মতাঃ।
নিত্যানন্দোঽদ্বৈতচন্দ্রঃ শ্রীঈশ্বরপুরী তথা।
শ্রীমদীশ্বরপাদানাং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুঃ॥
নিত্যানন্দপ্রভোঃ শিষ্যো রামরায়ঃ সতাং গতিঃ।
তস্য বৈ রাধিকানাথো মৎস্থতঃ সাম্প্রতং বনে॥
মদ্ ভ্রাতা যস্তৃতীয়োঽস্তি রামচন্দ্রঃ পরাঙ্কণঃ।
আবয়ো স্তাতপাদানাং দীক্ষা বর্ব্ববর্ত্তি পূর্ব্বতঃ॥ ইতি

শ্রীমৎ সারস্বত দ্বিজকুলশ্লাঘ্য নিখিল-শাস্ত্রপারাবারীণ কবিবর শ্রীজয়দেব গোস্বামি-বংশজ শ্রীমন্ মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য সার্বভৌম সপ্তমপীঠাধিষ্ঠিত শ্রীরাধা-মাধব-নিকুঞ্জ-সেবাধিকারি শ্রীচিত্রাসহচর্য্যবতারি শ্রীপ্রভু চন্দ্রগোপাল গোস্বামি-প্রণীতং শ্রীরাধামাধব-ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

ইতি চ পুষ্পিকা ব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয় নিত্য সম্বন্ধদ্যোতিকা—তদানীন্তনীয়া তৈরেব লিখিতা, ন তু আধুনিকৈরিতিবিজ্ঞেয়ম্। অধিকন্তু এই গ্রন্থ যাঁহার আদেশে ছাপান হইয়াছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এই গ্রন্থের টাইটেল্ পেজে এই প্রকার লিখিত আছে যে,—

গ্রন্থোঽয়ং শ্রীধাম বৃন্দাবন বাস্তব্য শ্রী১০৮ রামকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজাজ্ঞয়া শ্রীজগন্নাথ পুরীস্থ শ্রীরাধাকান্ত মঠাধীশ শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামিভিঃ কলিকাতাস্থ বিদ্যাভূষণ শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মদেব শাস্ত্রিদ্বারা প্রকাশ্যং নীতঃ। নিবেদক,—শ্রীকৃপাসিন্ধুদাস, দাউজিবাগীচা, শ্রীবৃন্দাবন।

এই 'ভাগবত-পরম্পরা-আম্নায়' বিরোধী মত খণ্ডনের জন্য শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ, শ্রীগৌড়মণ্ডলস্থ, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলস্থ তথা সমগ্র ভারতীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ প্রাচীন প্রমাণাদিসহ এক পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছেন। মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবাধম এই স্থানেই সকলের শ্রীচরণে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া করযোড়ে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছে।

ইদানীং একপ্রকার কলহপ্রিয় লোক "শ্রীল রূপ-সনাতন-গোস্বামি-প্রভুর দীক্ষা হয় নাই" বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছেন। তাঁহাদের অজ্ঞতা দূরী-করণের জন্য **প্রার্থনা** এই যে,—প্রায় সুদীর্ঘ ৫০০ শত বৎসর মধ্যে কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরহরির নিত্যপার্ষদ শ্রীল রূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের নাম ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া বিশাল ধ্বনিতে সুধী-পণ্ডিত-সাধু-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব তথা বিভিন্ন রাজদরবারে ও জনসাধারণের নিকটে জয়ডঙ্কায় বিঘোষিত হইতেছেন। কোন সময়েই 'দীক্ষা হয় নাই'—এই দুঃসাহসিক প্রশ্ন কাহারও দ্বারা লিখিতভাবে বা শব্দবিন্যাসাকারে (বাক্যাকারে) উচ্চারিতও হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ কারণ,—উপাস্যতত্ত্ব শ্রীভগবানের নিত্যপরিকর সম্বন্ধে এই প্রকার কটাক্ষযুক্ত ভাষার প্রয়োগে ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধের সৃষ্টি হয় এবং ঐ প্রকার কঠিন অপরাধিগণের দ্বারা সনাতন-ধর্ম্মসমাজের কলঙ্ক ধ্বনিত হয়। বস্তুতঃ সনাতন-বস্তু তাহাতে **খর্ব্বিত** হয় না, **গর্ব্বিতই** হয়। আর মহৎ নিন্দাকারীর কি দুর্গতি হইয়া থাকে, তাহা সুচতুর, শাস্ত্রজ্ঞ, সুবিজ্ঞ ও সরল পাঠকগণ অবশ্যই চিন্তা করিবেন। ইহার প্রমাণ শাস্ত্রে বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান আছে।

শ্রীল কবিকর্ণপুর লিখিত "শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়" শ্রীল সনাতন গোস্বামীজীর এইরূপ শ্রীব্রজপরিকরত্বের পরিচয় দিয়াছেন,—

যা রূপমঞ্জরী-প্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী।
সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ॥
সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ **সনাতনঃ**।
তমেব প্রাবিশৎ কার্য্যান্মুনিরত্নঃ **সনাতনঃ**॥—(গৌঃ গঃ ১৮১—১৮২ শ্লোক)।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ব্রজলীলার রতিমঞ্জরী, নাম ভেদে লবঙ্গমঞ্জরী। আর শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ছিলেন—ব্রজলীলার শ্রীরূপমঞ্জরী (গৌঃ গঃ দীঃ)। আধ্যক্ষিক জড়বাদী তার্কিক মহোদয়গণ যদি সৌভাগ্যক্রমে কখনও উপরোক্ত নিত্যসিদ্ধ পরিকরত্বের কথা জানিতে পারিয়া স্বীকার করেন তবে আর "দীক্ষা হয় নাই"—এই কথা চিন্তা করিবারও উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইবে; বলাত' দূরের কথা। কারণ,—নিত্যপরিকরগণ সর্ব্বদা ভগবল্লীলা-সঙ্গিনী জন্য শ্রীব্রজ-পরিকর শ্রীগোপিনীগণের দীক্ষার কোন প্রয়োজন হয় নাই; দীক্ষাদির অনুষ্ঠানও হয় নাই। অজ্ঞানান্ধ জীবগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্যই সিদ্ধগণও মন্ত্র দীক্ষাদি গ্রহণের অভিনয় করিয়া ভীত জনগণকে সুপ্রশস্থ ভক্তিপথ দেখাইয়া আশ্বস্ত করিয়াছেন, সান্ত্বনা দিয়াছেন। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কূর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব কোবিদৈঃ॥
—(হঃ ভঃ বিঃ ২।৭ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুযামলবাক্য)।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃনাম্॥
—(হঃ ভঃ বিঃ ২।৭ সংখ্যাধৃত তত্ত্বসাগর বচন)।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—শ্রীগুরু চরণপদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম, বন্দো মুঞি সাবধান মতে। **যাঁহার প্রসাদে** ভাই, **এ ভব তরিয়া যাই, কৃষ্ণপ্রাপ্তি** হয় যাঁহা হৈতে॥ শ্রীগুরুমুখপদ্মবাক্য, হৃদি করি মহা-ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা। শ্রীগুরু চরণে রতি, সেই সে **উত্তমা গতি,** যে প্রসাদে পূরে **সর্ব্ব আশা॥ চক্ষুদান** দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, **দিব্যজ্ঞান** হৃদি প্রকাশিত। **প্রেমভক্তি** যাঁহা হৈতে, **অবিদ্যা বিনাশ** যাতে,

বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥ শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, **অধমজনার** বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন। হা হা প্রভো কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, এবে (তুয়া) যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥ (নরোত্তম লইল শরণ)।

উপরোক্ত শ্লোক ও পদ সমূহ হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে—সংসারাবদ্ধ জীব, শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি-লাভরূপ কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় করুণাসিন্ধু "কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতামতিঃ" শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন বা দীক্ষারূপ দিব্যজ্ঞান লাভের আশা করেন। তাহা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামির ভাষায় বেশোপজীবিগণের ধর্ম্ম-ব্যবসায় মাত্র নহে। তাহা নিত্য সনাতন আনন্দময় পথের অনুসন্ধান দানরূপ দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান। প্রেমভক্তি লাভের পূর্ব্বাবস্থার কথা। আর যাঁহারা জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফলে "প্রেমভক্তিরস-সমুদ্র"-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা-বিলাসের চিরসঙ্গিনী হইয়াছেন ; তাঁহাদের দীক্ষারূপ অনুষ্ঠানের কার্য্যত' বহু-বহু জন্ম পূর্ব্বেই হইয়াছে। এই জন্য এবার এ কার্য্যটী তাঁহাদের নিকট অতি ক্ষুদ্র বা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া কোন অনুষ্ঠানেরও প্রমাণ নাই বা ব্যবস্থা নাই। কারণ, যাঁহার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দীক্ষাদি অনুষ্ঠান হইবার বিধি আছে, সকল বিধির অতীত যিনি, তাঁহাকে ত' প্রাপ্তি হইয়াছেই। আবার নিম্নশ্রেণীতে যাইবার বা পূর্ব্ব করণীয় অনুষ্ঠান পরে করিবার কোন অর্থই হয় না। আদেশও নাই।

যদি জড়বাদী, তার্কিক, ধূর্ত্ত, পণ্ডিত-অভিমানী মৃতমাংসাহারী শৃগালগণ উপরোক্ত কথাগুলি নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রহণ করিতে না পারেন ; তবে ভক্তলীলাভিনয়কারী প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীগৌরহরির নিত্যসিদ্ধপরিকর পরম-দয়ালু শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামি-প্রভুগণের লোকশিক্ষার্থে শাস্ত্রীয় শিষ্টাচার পালন করিবার জন্য যথাযথ দীক্ষাদি গ্রহণের উদ্ধৃত প্রমাণাদি দেখিয়া তাঁহাদের মৎসরতা-রূপ ভীষণতম প্রজ্বলিত অগ্নিতে শান্তিবারি দান করিয়া নিজেকে ও জগৎকে কঠিনতম অপরাধ হইতে মুক্ত রাখিতে প্রার্থনা।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকৃত—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা—১৯শ পরিচ্ছেদে, ২—৪ পয়ার দ্রষ্টব্য।

শ্রীরূপ-সনাতন রামকেলি গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে ॥
দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥
'কৃষ্ণমন্ত্রে' করাইল দুই 'পুরশ্চরণ'।
'অচিরাতে' পাইবারে 'শ্রীচৈতন্য-চরণ' ॥

পুরশ্চরণ*

পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে পুরশ্চরণ কি এবং ইহাতে কি প্রকারেই বা সত্বরে ইষ্টবস্তু লাভ হয়, তাহাও বলা যাইতেছে। মন্ত্রশুদ্ধির জন্য পুরস্ক্রিয়াকে পুরশ্চরণ বলে। মন্ত্র-জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, ব্রাহ্মণ-ভোজন, পুরশ্চরণে এই পঞ্চাঙ্গ সাধনার প্রয়োজন। স্নিগ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সর্ব্বপ্রাণি-হিতে রত ব্রাহ্মণ দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। যোগিনীহৃদয়তন্ত্রে লিখিত আছে, পুণ্যক্ষেত্রে, নদী-তীরে, পর্ব্বতমস্তকে বা পর্ব্বতগুহায়, বনে, উদ্যানে, বিল্বমূলে, তুলসীকাননে, দেবতা-আয়তনে, সমুদ্রতটে পুরশ্চরণ প্রশস্ত। অবশেষে লিখিত হইয়াছে—"অথবা নিবসেৎ তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি।" ভক্তজনস্থানে ও গুরুসন্নিধানে পুরশ্চরণ হইতে পারে। পুরশ্চরণে ভক্ষ্যদ্রব্যেরও বিধান আছে। সঙ্কল্পপূর্ব্বক জপ অর্চ্চনাদির বিধান তন্ত্রাদিতে দ্রষ্টব্য। মলিনবস্ত্রে জপ ফলপ্রদ হয় না। আলস্য, জৃম্ভণ (হাইতোলা), নিদ্রা, হাঁচি দেওয়া, থুতু ফেলা, ভীতভীতভাবে থাকা, ক্রোধ করা, নীচাঙ্গ স্পর্শ করা জপকালে ত্যাগ করিবে। জপকালে মন্ত্রোচ্চারণে বিলম্ব বা দ্রুততা উভয়ই নিষিদ্ধ। দেবতা, গুরু এবং মন্ত্র এক করিয়া একমন হইয়া প্রাতঃ-কাল হইতে দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জপ করিবে।

জপেদেকমনাঃ প্রাতঃকালং মধ্যং দিনাবধি।
যৎ সংখ্যয়া সমারব্ধং তৎকর্ত্তব্যং দিনে দিনে ॥

---

* শ্রীহরিভক্তিবিলাস—১৭শ বিলাস সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য।

জপের একটা সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেক দিন জপ করিতে হইবে। মূল সংখ্যা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা জপ করিতে হইবে।

"ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যমাসমাপ্তং সদা জপেৎ।"

মুণ্ডমালাতন্ত্রে ও কুলার্ণবতন্ত্রে ইহা লিখিত আছে, জপের নিষ্ঠা দ্বাদশটী, তাহাও প্রতিপাল্য যথা,—

ভূশয্যা ব্রহ্মচারিত্বং মৌনমাচার্য্যসেবিতা।
নিত্যপূজা নিত্যদানং দেবতাস্তুতিকীর্ত্তনম্॥
নিত্যং ত্রিসবনং স্নানং ক্ষৌরকর্ম্মবিবর্জ্জনম্।
নৈমিত্তিকার্চ্চনঞ্চৈব বিশ্বাসো গুরুদেবয়োঃ॥
জপনিষ্ঠা দ্বাদশৈতে ধর্ম্মাঃ স্যুর্ম্মন্ত্রসিদ্ধিদাঃ॥

এইরূপ বহুবিধি নিয়ম পুরশ্চরণে প্রয়োজন, হোমাদিও করিতে হয়।

উপরোক্ত পয়ার হইতে অবগত হওয়া যায় যে,—রামকেলি গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বপ্রথম দর্শন লাভ হইবার ঠিক্ পরেই শ্রীল রূপ-সনাতন গোস্বামিদ্বয় কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ করিবার জন্য দুইজন ব্রাহ্মণ বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের কোন প্রসঙ্গ নাই। পুরশ্চরণ কার্য্যটী দীক্ষাগ্রহণের পরেই, দীক্ষা মন্ত্রোক্ত-দেবতা সাক্ষাৎকারের জন্যই (শ্রীহরিভক্তিবিলাস-১৭শ বিঃ সম্পূর্ণ) শাস্ত্রবিধি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। "নিষ্কামানামনেনৈব সাক্ষাৎকারো ভবিষ্যতি—হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১১।" তাহা হইলে শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিদ্বয়ের দীক্ষা কোথায় হইল, ইহা অনুসন্ধানীয় হইতে পারে। এই প্রশ্নের অতি স্বাভাবিক উত্তর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার লেখনীতেই ব্যক্ত করিয়াছেন— "ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্" শ্লোকে। "সনাতনের শ্রীগুরু বিদ্যাবাচস্পতি। মধ্যে মধ্যে রামকেলি-গ্রামে তাঁর স্থিতি॥ সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিলা যাঁর ঠাঞি। যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নাই॥ সনাতনকৃত শ্রীদশমটিপ্পনীতে। লিখিলা গুরুর নাম মঙ্গল নিমিত্তে॥"—ভঃ রঃ ১।৫৯৮—৬০০।

বৈষ্ণবশাস্ত্র বা ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নকারী, অধ্যয়ন আরম্ভের পূর্ব্বে বিষ্ণুমন্ত্রে

দীক্ষাদি গ্রহণের শিষ্টাচার প্রথা অদ্যাপিও সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে নির্ব্বিবাদে প্রচলিত আছে। ইহাতেও প্রমাণ হয় যে, শ্রীল সনাতন, শ্রীগুরুদেব শ্রীল বিদ্যাবাচস্পতির নিকটেই বৈষ্ণবী দীক্ষালাভ করিয়া তাঁহার নিকট ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, গৌড়দেশবিভূষণ বিদ্যাভূষণপাদ, রসপ্রিয় শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য এবং বাক্‌চতুর অধ্যাপক ১ শ্রীরামভদ্রজীর ও শ্রীবাণীবিলাসের নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সকল অধ্যাপক-শ্রীগুরু পণ্ডিত শিরোমণি শ্রীশ্রীল বিদ্যাবাচস্পতি হইলেন—শ্রীমহেশ্বর বিশারদের পুত্র এবং সুপ্রসিদ্ধ ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীশ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতৃদেব। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণকাণ্ডে ১ম ভাগে ধৃত কুলপঞ্জিকার মতে ইঁহার একনাম—শ্রীরত্নাকর বাচস্পতি।* ইনি শ্রীব্রজের সুমধুরা (গৌঃ গঃ—১৭০)। শ্রীমহেশ্বর বিশারদের অপর নাম—শ্রীনরহরি বিশারদ (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২৯৫ পৃঃ)। ইঁহাদের আদি বাসস্থান নবদ্বীপে—বিদ্যানগরে, যেখানে তৎকালে বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র স্থান ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যানগরে ইঁহাদের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই স্মৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষ হইতে বর্ত্তমানে সংস্কৃত-বিদ্যাদি চর্চ্চার সুব্যবস্থা করিতেছেন। পরে শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় নবদ্বীপ হইতে উঠিয়া কুমার হট্টে শ্রীপাট করেন।

ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউ কাহাকেও দীক্ষা দিয়াছেন—ইঁহার যথাযথ প্রমাণ নাই। কারণ, দীক্ষাদান কার্য্যটি শ্রীগুরুদেবরূপী আশ্রয়জাতীয় ভগবানের। প্রণতঃ শিষ্যকে দীক্ষা দেন—শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির জন্য। আর সেই ভগবানই যদি

---

১ রামভদ্র—কবিকুল তিলক শ্রীজয়দেব বংশীয় ও শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য। অপর নাম—শ্রীরামরায় গোস্বামী।

* ভট্টাচার্য্য-বিশারদো নরহরিঃ খ্যাতো নবদ্বীপকে, জ্যায়ান্ সর্বগুণান্বিতো বিজয়তে লোকান্তরস্থো হসৌ। জাতৌ শ্রীল বিশারদস্য তনয়ৌ শ্রীবাসুদেবাহ্বয় শ্রীরত্নাকর নামকৌ গুণনিধী সার্বভৌমো মহান্॥ —গৌঃ বৈঃ জীবন—৯৯ পৃঃ

দীক্ষা দিবেন, তবে শিষ্য আর পাইবে কাহাকে ! দীক্ষার পূর্ব্বেই ত' ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলেন !! ত্রেতাযুগের ভগবান্—শ্রীরামচন্দ্রজী, দ্বাপর যুগের ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজী, কলিযুগের ভগবান্—শ্রীগৌরচন্দ্রজী—ইঁহাদের কেহই দীক্ষাদি কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা কাহাকেও শিষ্য করিবার প্রমাণ নাই। বরং ইঁহারা নরলীলা-অভিনয়কারী পরমব্রহ্ম সনাতনবস্তু হইয়াও জীবশিক্ষার জন্য নিজেরা শ্রীগুরু-বরণের প্রয়োজনীয়তা আচরণ করিয়াছেন। আলিঙ্গনের দ্বারা, শক্তিসঞ্চারের দ্বারা, কৃপাদ্বারা, উপদেশাদি দ্বারা নিজস্বরূপকে জানাইয়া প্রেমদান করিয়াছেন। এই সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগের উপাসনার সমন্বয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরহরি ষড়্-ভুজ মূর্ত্তিতে সমস্ত অভিমানীগণের জটিল বিবাদের মীমাংসা করিয়াছেন। আর তৈর্থিক বিপ্রকে অষ্টভুজমূর্ত্তিও দর্শন করাইয়াছেন। আর জ্যোতিষীকে সকল অবতারাবলী দর্শন করাইয়া একেবারেই হতভম্ব করিয়াছেন। শ্রীমুরারীকে শ্রীরামরূপ দেখাইয়াছেন। মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। রায় রামানন্দকে রসরাজ-মহাভাব রূপ দেখাইয়াছেন। আরও অনেককেই অনেকরূপ দর্শন করাইয়াছেন।

হাঁ—এখনও "সনাতন-রূপের দীক্ষা হয় নাই" কথার সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় নাই। তবে তাঁহাদের শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া গেল যে—"কৃষ্ণমন্ত্রে" পুরশ্চরণ হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই শ্রীগুরুকরণ হইয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইল যে,—যে মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়, সেই মন্ত্র-দেবতার সাক্ষাৎকারই তদ্দ্বারা লাভ হয়। শৈবগণের—শিবমন্ত্রে, শাক্তগণের—শক্তিমন্ত্রে, শ্রীরামনন্দীবৈষ্ণবগণের—শ্রীরাম-মন্ত্রে ইত্যাদি যাঁহার সে উপাস্য দেবতা—তাঁহার পুরশ্চরণমন্ত্রও সেই অনুকূল। শ্রীরূপ-সনাতন-পাদদ্বয় পুরশ্চরণ করাইলেন **"অচিরাতে পাইবারে শ্রীচৈতন্য-চরণ"**—শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে পুরশ্চরণ। কারণ, প্রথম সাক্ষাৎকারেই ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—"অন্তঃকৃষ্ণবহির্গৌর" বলিয়া জানিতে পারিয়া-ছিলেন। কিন্তু "জানা" আর "পাওয়া" এক কথা নহে। জানিতে ত' পারা গেল, এখন সম্পূর্ণ পাওয়া যায় কি করিয়া। তাই, **শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের** পুরশ্চরণ ;

অন্যমন্ত্রের নহে। এইরূপে দীক্ষাও পুরশ্চরণ হইবার পর তাঁহারা তাঁহাদের অনুরাগের নিত্যবস্তু লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার বিন্দুকণা লাভ করিয়া জগৎ আজ "রসো-বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" শ্রুতিবাক্যানুযায়ী আবৃত রস-তত্ত্বের অনুসন্ধান পাইয়া ধন্যাতিধন্য হইতেছেন এবং পরেও হইবেন। "কৃষ্ণমন্ত্রে" পুরশ্চরণ করাইয়াছিলেন, এই জন্য প্রমাণিত হইতেছে যে,—দীক্ষাও 'কৃষ্ণমন্ত্রে'ই হইয়াছিল। যে মন্ত্রে দীক্ষা হয়, সেই মন্ত্রেরই পুরশ্চরণ শাস্ত্রবিধি। শ্রীল সনাতন-রূপ গোস্বামিপাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠার্য্য ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন বলিয়া তাঁহারা উপযুক্ত সময়ে নৈষ্ঠিক সদাচার সম্পন্ন পিতৃদেব শ্রীকুমারদেবের কৃপায় অবশ্যই ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞে ব্রহ্মগায়ত্রীও লাভ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর 'কৃষ্ণমন্ত্র' দ্বারা বৈষ্ণবী দীক্ষা হইয়াছিল। ইহাও প্রমাণ হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুই যে—'শ্রীকৃষ্ণ' তাহাও সনাতন গোস্বামী রামকেলি গ্রামে প্রথম দর্শন কালেই জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ, শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চায় জানা যায়—তৃতীয় প্রক্রম ১৮শ সর্গঃ ১০—১১ সংখ্যা শ্লোক—

"রাজপাত্রাদিরূপাঞ্চ প্রাপয্য নিজসন্নিধিম্।
শক্তিসঞ্চারণং কৃত্বা কুরু **'কৃষ্ণ'** যথাসুখম্॥
তদ্বাক্যামৃতমেবং হি পীত্বা প্রাহ হসন্ প্রভুঃ।
ভবন্মনোরথং কৃষ্ণঃ সদা পূর্ণং করিষ্যতি॥"

শ্রীব্রজপরিকর শ্রীরতিমঞ্জরী বা লবঙ্গমঞ্জরী—শ্রীল সনাতন নামক গৌড়-পরিকরত্বের দেহধারী, তাঁহার বিরহবিধূর অনুরাগের মহাজন ভাবনিধি প্রেমাবতার শ্রীগৌরহরিকে আজ সম্মুখে পাইয়া উল্লিখিত প্রথম "কৃষ্ণ" নাম ধরিয়া নিবেদন করিতেছেন। আর শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেকে গোপন রাখিবার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণ তোমার মনোরথ পূরণ করুন, বলিয়া দ্বিতীয় 'কৃষ্ণ' নামের উচ্চারণ করিয়াছেন।

রাজকার্য্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত প্রথম-দর্শন

দীক্ষা ও সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়নের পর যখন ২২।২৩ বৎসর মাত্র বয়স তখনই শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিদ্বয়ের সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ সুখ্যাতির কথা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহা শুনিয়াই গৌড়দেশাধিপতি অশেষ-বিশেষ চেষ্টা করিয়া ঐ ভ্রাতৃদ্বয়কে আনিয়া রাজ্যভার দিয়াছিলেন। 'সনাতন-রূপ মহামন্ত্রী সর্ব্বাংশেতে। শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে॥ গৌড়ের রাজা যবন অনেক অধিকার। **সনাতন-রূপে আনি দিল রাজ্যভার॥ ম্লেচ্ছভয়ে বিষয় করিল অঙ্গীকার।** এ-দুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হইল তাঁর॥' ভঃ রঃ ১।৫৮১—৫৮৩। এই প্রবন্ধের ৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ইহা হইতে জানা যায়,—শ্রীল সনাতন গোস্বামী বাল্যকাল হইতেই জন্মগত সংস্কারানুযায়ী যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ স্বপ্নযোগে বিপ্রদ্বারে পাইয়াছিলেন ; ব্রজলীলার পরিকরত্বহেতু পূর্ব্বলীলার সংযোগ প্রাপ্ত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়ই তাঁহার জীবনের মূল কেন্দ্র ছিল ; কিন্তু যবন রাজার অযথা অত্যাচারের ভয়ে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিষয় কার্য্য বাহ্যতঃ মাত্র স্বীকার করিতে হইল। অন্তরে অন্বেষণ ছিল, সর্ব্বদা সেই শ্রীকৃষ্ণের সুখময়ী দর্শন-লালসা ও সেবা-প্রাপ্তি। তাই মাঝে মাঝে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট দৈন্যপত্রী দ্বারা নিজ প্রাণের আকুল-ব্যাকুলতা বিজ্ঞাপন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও কোনসময় একটি শ্লোকে তাঁহাকে আশ্বাস দান করিয়াছিলেন, তাহা এই—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

তাৎপর্য্য এই,—পরপুরুষানুরক্তা রমণী যেরূপ গৃহকর্ম্ম সমূহে অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়াও সর্ব্বদা অন্তঃকরণে কান্তের স্মরণের দ্বারা নবনব সঙ্গরস আস্বাদন করে, তদ্রূপ রাগমার্গীয় ভক্ত বাহ্যে বিষয়ীর ন্যায় লোকব্যবহার প্রদর্শন করিয়াও অন্তরে অনুক্ষণ নিজ ইষ্টবস্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-স্মৃতিতে সংলগ্ন থাকেন।

এইরূপে মাঝে মাঝে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্বাসবাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাম-কেলি গ্রামে তাঁহারা বাস করিতেন। পদাবলী গ্রন্থের উপাখ্যানে জানা যায়,—শ্রীসনাতনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা সম্বন্ধে উপদেশ করিতে আসিয়া শ্রীসনাতনের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে তত্ত্বকথা শ্রবণ করিলেন, তাহাতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। বাহ্যতঃ বিষয় কার্য্যজনিত দুঃখ মাত্র।

গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস। ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥ ইন্দ্রসম সনাতন-রূপের সভাতে। আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানাদেশ হৈতে॥ গায়ক বাদক-নর্ত্তকাদি কবিগণ। সর্ব্বদেশী সকলে নিযুক্ত সর্ব্বক্ষণ॥ নিরন্তর করেন অনেক অর্থব্যয়। কোনরূপে কারু অসন্মান নাহি হয়॥ সদা সর্ব্বশাস্ত্রে চর্চ্চা করে দুইজন। অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন॥ ন্যায়-সূত্র ব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়। সনাতন-রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়॥ ঐছে সবে সর্ব্বপ্রকারেতে দৃঢ় হঞা। সনাতন-রূপ গুণ গায় সুখ পাঞা॥ সর্ব্বত্র ব্যাপিল এ দোঁহার গুণগণ। কর্ণাট দেশাদি হৈতে আইল বিপ্রগণ॥ সনাতন-রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে। বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে॥ ভট্টগোষ্ঠি বাসে "ভট্টবাটী" নামে গ্রাম। সকলে শাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বমতে অনুপম॥ রামকেলি গ্রামে সে-সকল বিপ্র লৈয়া। ব্যবহার কার্য্য সব সাধে হর্ষ হৈয়া॥ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়গণে রূপ-সনাতন। যেরূপ আদরের, তাহা না হয় বর্ণন॥ নবদ্বীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত। কহিতে না পারি তা' সবারে ভক্তি কত॥"—ভঃ রঃ ১।৫৮৫—৯৭।

(শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী) শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা—৩য় প্রক্রম ১৮শ সর্গ ১-১৬ শ্লোকের অনুবাদে এইরূপ পাওয়া যায়,—(অমৃতবাজার সংস্করণ)।

"শ্লোকছন্দে হৈল পুঁথি 'গৌরাঙ্গচরিত'। দামোদর-সংবাদ মুরারি মুখোদিত।"

অনন্তর ভক্তবর্গে বেষ্টিত হইয়া শ্রীগৌরহরি রামকেলি গ্রামে গমন করিলেন এবং সনাতন লোকমুখে সংবাদ পাইয়া প্রভুপাদকে দেখিতে তথায় গমন করিলেন। তিনি নিজ অনুজ রূপের সহিত প্রভুকে দর্শন করিয়া দশনে তৃণ ধারণপূর্বক

প্রীতমনে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রভুকে বলিলেন—'আমার ন্যায় পাপাত্মা বা অপরাধী আর কেহই নাই। হে পুরুষোত্তম! আমার দোষ ক্ষমা কর। এই কথা বলিয়া পরিহার করিতেও আমার লজ্জা হয়—আর কি বলিব?' মহাপ্রভু তাঁহার মস্তকে স্বীয় শ্রীচরণ অর্পণ পূর্বক বলিলেন—'তুমি সত্য সত্যই বৃন্দাবন-নিবাসী, ইহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই; তোমার সহিত সুখে মথুরায় যাইতে ইচ্ছা করি। লুপ্ত তীর্থ সমূহের ও বৃন্দাবনের প্রকট করিতে পারিবে, এই সব কার্য্য আমার কৃপাতেই সুসম্পন্ন হইবে। ঐ মথুরা সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিনী ও প্রেমভক্তি প্রদায়িনী।' প্রভুর কথা শ্রবণে সানুজ মহাবুদ্ধি শ্রীসনাতন বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণের উপবন রমনীয় শুভ বৃন্দাবন। সে স্থানে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ সদাকাল লীলা বিনোদই করেন। উহা মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক—যোগিগণ, এমন কি, দেবসিদ্ধাদিরও অগম্য। ঐ নির্জন বৃন্দাবনে বহুজন-সমভিব্যাহারে গমন করিলে কি সুখ হইবে হে? তোমার কৃপারূপ শস্ত্রাঘাতে আমার রাজ-পাত্রাদিরূপ দৃঢ় শৃঙ্খল ছেদন করিয়া নিজ সান্নিধ্যে আনয়ন করিয়া যদি শক্তি সঞ্চারণ কর, তবে **হে কৃষ্ণ**! তোমার সুখমত যাহা যাহা করিতে হয়, করিতে পারি।" প্রভু তাঁহার মুখের এই বাক্যামৃত পান করিয়া হাস্যসহকারে বলিলেন—'কৃষ্ণ তোমার মনোরথ নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন।'—মুরারীগুপ্তের কড়চা ১৩শ সর্গ।

এইরূপে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে একান্ত শরণাগত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়। পতিত পাবন জয়, জয় মহাশয়॥ নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, করি নীচ কাজ। তোমার অগ্রেতে, প্রভু, কহিতে বাসি লাজ॥ মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন। পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম! পতিতপাবন-হেতু তোমার অবতার। আমা বই জগতে পতিত নাহি আর॥ জগাই-মাধাই, দুই করিলে উদ্ধার। তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥ ব্রাহ্মণ-জাতি তা'রা, নবদ্বীপে ঘর। নীচ সেবা নাহি করে, নহে নীচের কূর্পর॥ সবে এক দোষ তা'র, হয় পাপাচার। পাপরাশি দহে নামাভাসেই তোমার॥ তোমার নাম লঞা তোমার

করিল নিন্দন। সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ।। জগাই-মাধাই হৈতে কোটী কোটী গুণ। অধম পতিত পাপী আমি দুইজন।। ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম। গো--ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম।। মোর কর্ম্ম, মোর হাতে গলায় বান্ধিঞা। কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া।। আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে। পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে॥ আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ বল। 'পতিত পাবন' নাম তবে সে সফল॥ সত্য এক বাত কহোঁ, শুন দয়াময়। মো-বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥ মোরে দয়া করি' কর স্ব-দয়া সফল। অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল॥ ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ। যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয় স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ॥ আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাও ক্ষোভ। তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥ বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে। তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে॥—"ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ, কদাহমৈকান্তিকনিত্য-কিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্॥— চৈঃ চঃ মঃ ১।১৮৮-২০৬। শুনি' মহাপ্রভু কহে শুন রূপ দবীরখাস। "তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥ আজি হৈতে দুহার নাম রূপ, সনাতন। দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥ দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বারবার। সেই পত্রীতে জানি তোমার ব্যবহার॥ তোমার হৃদয় ইচ্ছা জানি পত্রদ্বারে। শিক্ষাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তোমারে॥

গৌড়-নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা দুঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন॥

এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে, 'কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে॥'

ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিও মনে॥

জন্মে জন্মে তুমি দুই-কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥”

—চৈঃ চঃ মঃ ১।২০৭—২১৫

এইরূপভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপ (দবিরখাস) শ্রীসনাতন (শাকর মল্লিক) গোস্বামিদ্বয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার হইবার পর সেই রাত্রি শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে অবস্থান করতঃ পরদিন প্রাতঃকালে তথা হইতে কানাই নাটশালা গ্রামে * আগমন করিলেন এবং সেই রাত্রিতে তথায় শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা করিলেন,—(৮৮ পৃঃ কানাইনাটশালা)।

প্রাচীন রামকেলি গ্রামের পরিচয়

রামকেলি—মালদহ জেলায়। মালদহ ষ্টেশনে নামিয়া মহানন্দা নদী পার হইয়া সহর হইতে পাকা রাস্তা ধরিয়া কয়েক মাইল দূরে প্রাচীন গৌড়ের নিকট। রামকেলিতীর্থ পিয়াসবাড়ী ডাকবাংলার পশ্চিম দিয়া যাইতে হয়। ইহা গৌড়ের রাজধানী। সুলতান বারবক সাহের সময়ে (১৪৬৮-৭৪ খৃঃ) শ্রীল সনাতন প্রভুর পিতামহ শ্রীমুকুন্দদেব রাজসরকারের উচ্চকর্ম্মচারী ছিলেন। বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে তাঁহার পুত্র কুমারদেবের পরলোক গমন হইলে তিনি প্রৌত্র শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতিকে রাজধানীর নিকটে উক্ত রামকেলিতে তাঁহার বাসস্থানে লইয়া আসেন। এই স্থানে শ্রীবল্লভ বা অনুপম প্রভুর পুত্র শ্রীজীব প্রভুর জন্ম হয়। শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বপুরুষ শ্রীনৃসিংহ ওঝাও এস্থানে বাস করিতেন। রামকেলির উত্তরভাগে সনাতন দীঘি, উহার পশ্চিমধারে শ্রীল সনাতন প্রভুর আবাস বাটী ছিল। এক্ষণে তাহাকে **বড়বাড়ী** বলে। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে রামকেলিকে কৃষ্ণকেলি বলিয়াছেন।

---

* ‘কানাই নাটশালা’—রাজমহলের নিকট স্বনাম প্রসিদ্ধ স্থান। উষাহরণের সমগ্র কৃষ্ণচরিত্র চিত্রিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অনেক বিজ্ঞলোকের অনুমান সেন বংশীয় বৈষ্ণব-রাজাদিগের সময়ে এই চিত্র হয়।

হোসেন সার সোনা মসজিদের উত্তর দিকে শ্রীরূপকৃত রূপসাগরের ইষ্টক-রচিত সোপানাবলি এখনও আছে। উহার পূর্ব্ব দিকে গির্দ্দাবাড়ী নামে শ্রীরূপের আবাস ছিল। ঐ রূপসাগরের পশ্চিমদিকে শ্রীবল্লভ প্রভুর বাড়ী ছিল। বর্ত্তমানে তাহাকে **'খরখরি'** বলে।

রামকেলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আগমন করিয়া যে স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেইস্থানে এখনও সেই তমাল বৃক্ষ ও কেলিকদম্ব বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। বৃক্ষতলের উপরে উচ্চ বেদীতে প্রভুর শ্রীচরণযুক্ত একখানি প্রস্তর আছে। উহার পার্শ্বে একটি মন্দিরে শ্রীনিতাই-গৌর ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি আছেন।

শ্রীল সনাতনকে শেখ হবু নামক যে কারাধ্যক্ষ কারামুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার আবাসবাটির ভগ্নাবশেষ গৌড়ের একাংশে ইলিংসহর গ্রামে আছে।

হোসেন সার হিন্দু কর্ম্মচারী

১। কেশব (ছত্রী) বসু খাঁ—গৌড়ের কোতয়াল বা নগরপাল।

২। গোপীনাথ বসু (পুরন্দর খাঁ)—উজির। মতান্তরে (৩—৫)।

৩। শ্রীল সনাতন প্রভু (দবির খাস)—প্রাইভেট সেক্রেটারী।

৪। শ্রীল রূপ প্রভু (সাকর মল্লিক)—রাজস্ববিভাগের কর্ত্তা।

৫। শ্রীবল্লভ মল্লিক (শ্রীঅনুপম)—টাঁকশালের অধ্যক্ষ।

৬। *শ্রীমুকুন্দ কবিরাজ—রাজ চিকিৎসক। সনাতনকে দেখিতে যান।

গৌড়ে হিন্দু কীর্ত্তির চিহ্নাদি

দেওয়ানী আদালতের উত্তরে বাজার, ইহার উত্তরে খুটুক্ষেপার আশ্রম।

১। পিয়াসবাড়ী দীঘি একমাইল বেষ্টনযুক্ত। ডাকবাংলার ৮ মাইলের নিকট।

২। ছোট সাগর দীঘি—হিন্দুযুগের খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে, ইহার নিকট ধনপতি সদাগর ও চাঁদ সদাগরের বাড়ী ছিল।

---

* শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বড় ভ্রাতা। "ভাগ্যবন্ত নারায়ণ দাসের নন্দন। মুকুন্দ, মাধব, নরহরি তিনজন ॥"—ভঃ রঃ ১১।

৩। পিয়াসবাড়ীর উত্তর-পশ্চিমে কিছু দূরে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে **ফুলবাড়ী** নামক স্থানে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ। ইহা বল্লাল সেন কৃত।

৪। এই দুর্গের ৪ মাইল দূরে উত্তর দিকে বল্লাল-বাড়ী নামক স্থানে ইংলিস-বাজারের নিকট হিন্দুরাজত্বকালের রাজপ্রাসাদের স্তূপ আছে। এইস্থানে **বড় সাগর দীঘি**। সাদুল্লাপুরের গঙ্গাস্নানের প্রাচীন ঘাট ও বল্লাল-বাড়ীর স্তূপ আছে। কাহারও মতে এই দীঘি বল্লাল সেন কৃত এবং কাহারও মতে উহা লক্ষ্মণ সেন ১১২৬ খৃঃ খনন করেন। উহা এক মাইল দীর্ঘ ও অর্দ্ধ মাইল প্রস্থ। সাদুল্লাপুরের পিতল-কাঁসার বাসনাদি প্রসিদ্ধ।

৫। সাগর দীঘির এক মাইল পশ্চিমে সাদুল্লাপুরের প্রাচীন গঙ্গাস্নানের ঘাট। ঘাটের উপরে বাজারের কাছে বৃহৎ বটবৃক্ষ। তাহার অদূরে একটি **শিবমন্দির।** মুসলমান যুগে কোন হিন্দু গৌড়ের মধ্যে কেবলমাত্র এই শিবলিঙ্গ পূজা ভিন্ন আর কোন স্থানে পূজা ও ধর্ম-কর্ম করিতে পারিত না। মুসলমানগণের এই আদেশ ছিল।

৬। লোটন মসজিদ হইতে একক্রোশ দূরে বল্লালদীঘির কাছে মহদিপুরের খালের উপরে যে প্রাচীন সাঁকো আছে, তাহার প্রান্তভাগে ২টী শিলায় সংস্কৃত অক্ষরে কতকগুলি ছত্র লিখিত আছে। উহা পাঠ করা কষ্টকর।

৭। বড় সাগর দীঘির আধ মাইল দূরে উত্তর পশ্চিমে **কমলবাড়ী** নামক স্থানে গৌড়ের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। এই স্থান **'দ্বারবাসিনী'** নামে খ্যাত।

৮। পিয়াসবাড়ীর ডাকবাংলা ছাড়াইয়া কিঞ্চিৎ দূরে দক্ষিণ দিকে গৌড়ের রামকেলি পল্লী। এই স্থানে বাঁধারাস্তার দক্ষিণ দিকে **শ্যামকুণ্ড** ও উহার উত্তরে **রাধাকুণ্ড** নামক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীদ্বয়। রাধাকুণ্ডের পূর্বদিকে **সুরভীকুণ্ড** ও সরকারী রাস্তার দক্ষিণে **রঙ্গদেবী কুণ্ড,** তাহার দক্ষিণ-পূর্বে **ইন্দুরেখা কুণ্ড**।

৯। **কেলিকদম্বতলা**—ভূমি হইতে তিন হাত উচ্চ বেদী। বেদীর

মধ্যস্থলে প্রাচীন তমাল বৃক্ষ ও উহার দুইপাশে কেলিকদম্ব বৃক্ষ। এই স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

১০। বেদীর নিকটেই শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত **শ্রীমদনমোহন-মন্দির**। রাজকার্য্যকালেই শ্রীসনাতন অত্যন্ত বিষয় বিরক্ত হইয়া শ্রীরূপের পরামর্শানুসারে শ্রীমদনমোহন শ্রীবিগ্রহ ও সখিগণের নামানুযায়ী কুণ্ড সকল খনন করাইয়াছিলেন। ইহা বাদশাহের ইচ্ছানুযায়ী হইয়াছিল। তাঁহাদের পারমার্থিক শান্তির জন্য। শ্রীজীব গোস্বামী এই বিগ্রহ সেবা করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ।

১১। উক্তবেদী ছাড়াইয়া দক্ষিণ দিকে যাইতে দক্ষিণে **'ললিতাকুণ্ড,'** পরে **বিশাখাকুণ্ড**। ইহার দক্ষিণে কিয়দ্দূরে **রূপসাগর দীঘি**। ইহার ঘাটের বাম পার্শ্বে প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—**সন** ১২৮৬ ; ৩২ জ্যৈষ্ঠ।

১২। উক্ত দীঘির পূর্বদিকে গেরদা নামক স্থানে শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর বাটী ছিল।

১৩। রামকেলিতে শ্রীসনাতন গোস্বামি-কৃত **সনাতনসাগর** নামে একটি জলাশয় আছে।

১৪। ভাগীরথীর প্রাচীন খাতের পূর্বাংশে বাইশ গজি দেওয়াল ও দুর্গমধ্যে **হাবলীবাস রাজপ্রাসাদ**। এক্ষণে ঐ স্থান ব্যাঘ্র ও বন্য শূকর ইত্যাদি বন্যজন্তুর আবাস ভূমি। এই রাজপ্রাসাদের বাহিরে উত্তর পূর্বদিকে হোসেন সার ও তৎপুত্র নসরৎ সার কবর ছিল। উহাকে **বাঙ্গালী কোট** বলে। বর্ত্তমানে হোসেন সার কবরের চিহ্ন মাত্র নাই।

১৫। কদম রসুলের বাটীর উঠানের উত্তর দিকে একটি গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদের গর্ভগৃহে মধ্যস্থানের বেদীতে কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ কষ্টিপাথরের নির্মিত যুগল পদচিহ্ন আছে। উহার পরিমাণ—১১ **ইঞ্চি দীর্ঘ** ও ৫½ ইঞ্চি **প্রস্থ**, ৪½ ইঞ্চি স্থূল। মুসলমানগণ ইহাকে **মহম্মদের পদচিহ্ন** বলিয়া পূজা করে এবং হিন্দু-গণ **শ্রীগৌরাঙ্গের** পদচিহ্ন বলিয়া পূজা করেন। ঐ মসজিদের মধ্যের দ্বারের

ললাটে কষ্টি পাথরের ফলকে লিখিত আছে,—এই মসজিদ নসরৎ সাহ (হোসেন্ সার পুত্র) ৯৩৭ হিজরীতে (১৫৫০ খৃঃ) নির্মাণ করে।

গৌড়ে বাইশগজি প্রাচীরের বাহিরে **চিকা মসজিদ** নামক স্থান। উহাই **শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বন্দিশালা**।

১৬। লোহাগড়া নামক স্থানে সুড়ঙ্গের মধ্যে **পাতালচণ্ডী দেবী** আছেন। বর্ত্তমানে বিগ্রহ নাই। সুড়ঙ্গের চিহ্ন আছে। এই স্থান মহারাজপুর হইতে একমাইল পশ্চিম দিকে।

১৭। বড় সাগরদীঘির উত্তর পাড়ে অশ্বত্থ বৃক্ষের কাণ্ডের মধ্যে ১টি ৭।৮ হাত দীর্ঘ প্রস্তর প্রবিষ্ট আছে, উহার দুই দিকে চন্দ্র ও সূর্য্য খোদিত। এই স্থানকে '**হরির ধাম**' বলে।

১৮। এই হরির ধামের পশ্চিমে ১ মাইল দূরে চণ্ডীপুরের পারে **দ্বার-বাসিনী** দুর্গাদেবী আছেন। অশ্বত্থবৃক্ষতলে কয়েকটি শিলাখণ্ডের মধ্যে একটি শিলাচক্র **দুর্গাদেবী**। এখানে বৈশাখ মাসের শনি-মঙ্গলবারে হিন্দু-মুসলমানে পূজা করেন।

১৯। রামনগর কাছারী বাড়ী হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে **জহরাবাসিনী** দেবীর স্থান আছে। ইহা একটি মৃণ্ময় স্ত্রী-মুণ্ড। দেবীর গৃহ মহানন্দা নদীর পশ্চিম পাড়ে।

২০। ইংলিশ-বাজারের উত্তর দিকের প্রান্তভাগে মনস্কামনা রোড। এই রোড হইতে গয়েশপুর রোড বাহির হইয়াছে। সামান্য দূরে **গয়েশপুর**। এই গয়েশপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেশবছত্রীর গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এস্থানে বীরভদ্র প্রভুর মধ্যম পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণের গাদি আছে। এই গয়েশপুর গ্রামের আমবাগানে শ্রীল বীরভদ্র প্রভু, কেশবছত্রীর পুত্র দুর্লভছত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইস্থানের নিকটেই মনস্কামনা শিবের মন্দির।

২১। ঐ শিব মন্দির ছাড়াইয়া কিছুদূরে রাজমহল রোডে—বল্লাল বাড়ী ও

বল্লাল গড়। ইহা সেন রাজাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। বল্লালের রাজত্বকাল—১১৬৯ খৃঃ।

২২। পিরোজপুরের মিঞা সাহেবের আরবি দলিলে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত আছে—"**গো-ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক শ্রীল শ্রীযুক্ত সনাতন দবির-খাস**" এবং কদম রসুল দরগার দলিলে নাগরী অক্ষরে সনাতন প্রভুর সাক্ষর আছে—"**শ্রীসনাতন দবিরখাস**।" (৪৯ পৃঃ রামকেলী দ্রষ্টব্য)।

কানাই-নাটশালা

প্রাতে চলি আইলা কানাইর নাটশালা। দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা ॥
সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন। সঙ্গে সঙ্ঘট্ট ভাল নহে কৈল সনাতন ॥
"দুই ভাই—ভক্তরাজ, কৃষ্ণকৃপা পাত্র। ব্যবহারে—রাজমন্ত্রী, হয় রাজপাত্র ॥
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম প্রবীণ। তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥
তাঁর দৈন্য দেখি 'শুনি' পাষাণ বিদরে। আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিলুঁ দোঁহারে ॥
'উত্তম হঞা হীন করি' মানহ আপনারে। অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে' ॥
এত কহি' আমি যবে বিদায় তাঁ'রে দিল। গমনকালে—সনাতন 'প্রহেলী' কহিল ॥
'যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ, কোটী। বৃন্দাবন যাইবার এই নহে পরিপাটী ॥'
তবু আমি শুনিলুঁ মাত্র, না কৈলুঁ অবধান।
প্রাতে চলি' আইলাঙ 'কানাইনাটশালা' গ্রাম ॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল। সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল ॥
ভালমত কহিল,—মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি' কহিবে মোরে—'এই এক ঢঙ্গে' ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৬১-৬৯

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলিতে শ্রীরূপ-সনাতনদ্বয়কে কৃপা করিয়া কানাই-**নাটশালা** গ্রামে অবস্থান করতঃ শ্রীসনাতনগোস্বামির প্রহেলীর মর্ম্ম চিন্তা

করিলেন এবং বহুলোক সহ শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা ঠিক হইবে না, বিচার স্থির করিয়া দক্ষিণ দেশাভিমুখে পুনর্যাত্রা করিলেন।

শ্রীসনাতনের বিষয় ত্যাগের চেষ্টা

এদিকে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিবার পর হইতেই "বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥" এই মানসিক চিন্তায় উৎকন্ঠিত হইয়া বিষয় ত্যাগের উপায়সমূহ উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। 'অচিরাতে শ্রীচৈতন্য চরণ পাইবার আশায় শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ জন্য ব্যবস্থা করিলেন।' (দীক্ষা প্রসঙ্গ দেখুন)। শ্রীরূপ নৌকাতে ভরিয়া তথাকার বাসস্থান হইতে ফতোয়াবাদের স্বগৃহে বহুধন লইয়া আসিলেন। সেই ধনের অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে, এক চতুর্থাংশ স্বজনবর্গকে, এক চতুর্থাংশ ভাবী বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য বিশস্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন এবং গৌড়ে রামকেলিতে শ্রীসনাতনের নিকট দশ হাজার মুদ্রা রাখিয়া আসিলেন। তাহা শ্রীসনাতন কোন এক মুদির ঘরে গচ্ছিত রাখিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করিতেন। এইরূপে কিছুদিন মধ্যেই শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহা-প্রভুর অন্বেষণ জন্য দুই চর নিযুক্ত করিলেন। এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর রামকেলি হইতে কানাইনাটশালা হইয়া শ্রীপুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তথা হইতে বহুজন সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরিকরগণের একান্ত অনুরোধে ও প্রার্থনায় একমাত্র শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া নির্জ্জনে বনপথে শ্রীবৃন্দাবনে শীঘ্রই গমন করিলেন। শ্রীরূপের সেই দুই দূত আসিয়া শ্রীরূপকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার কথা নিবেদন করিল। তৃষ্ণাতুর চাতকের ন্যায় শ্রীরূপ এই সংবাদ শ্রবণ মাত্রই স্বগৃহ হইতে রামকেলিতে শ্রীসনাতনের নিকট এইরূপে এক পত্র লিখিলেন,—"আমি ও অনুপম শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে চলিলাম; তুমি যে-কোনরূপে বন্ধন দশা হইতে মুক্ত

হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিও। রামকেলিতে মুদির নিকট যে দশ সহস্র মুদ্রা আছে, তদ্দ্বারা শীঘ্র বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যে-কোন রূপেই হউক, শ্রীবৃন্দাবনে শীঘ্রই চলিয়া আসিবে।"* কথিত হয় যে, শ্রীল রূপ গোস্বামী সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া প্রয়াগক্ষেত্রে (এলাহাবাদে) শিক্ষালাভ করেন। সেজন্য শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নিজেদিগকে **"শ্রীরূপানুগ-বৈষ্ণব"**ও বলিয়া থাকেন এবং প্রয়াগক্ষেত্রের শ্রীগঙ্গাতীরের সেই দশাশ্বমেধ-ঘাট নামক স্থানটি অদ্যাপিও "শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থলী" বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত। নিকটে শ্রীবেণীমাধবজীউর শ্রীমন্দির বর্ত্তমান আছেন। এক সঙ্গেই তিন ভ্রাতার রাজকার্য্য পরিত্যাগ করা হয়ত' ঠিক্ হইবে না মনে করিয়া শ্রীসনাতন রাজকার্য্যরূপ বন্ধনের একেবারেই ছেদন জন্য পরেও কিছুদিন রামকেলিতে অবস্থান করিতেছিলেন।

চিরতরে **রাজকার্য্য ত্যাগের উপায়** চিন্তা করিতে করিতে শ্রীল সনাতন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া রামকেলিতে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময় শ্রীল রূপের পত্রী পাইলেন। তিনি বিচার করিলেন—'রাজা যে তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি করেন, ইহাই তাঁহার বন্ধনের কারণ। অতএব যে-কোন রকমেই হউক রাজার অপ্রীতি-

---

* ইঁহাদের 'জীবনচরিত' নামক গ্রন্থে শ্রীরূপের পত্রীসম্বন্ধে এইরূপ পাওয়া যায়,—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনকে লিখিতেছেন,—"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী। রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কৌশলা॥
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং। নসদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

প্রবাদ, শ্রীরূপ সংক্ষেপে "যরী—রলা, ইরং—নয়" লিখিয়াছিলেন।

সংক্ষেপে আর আটটি অক্ষরের দ্বারা সঙ্কেতবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন, তাহা এই—

"শু, হি, রা, সূ, য, পা, কু, কং।"

শু—শুম্ভ নামক দৈত্যের কথা; হি—হিরণ্যকশিপুর কথা;

রা—রাবণের কথা; সূ—সূর্য্যবংশের কথা;

য—যদুবংশের কথা; পা—পাণ্ডবগণের কথা;

কু—কুরু কুলের কথা; ক—কংসের কথা; অতি নিগূঢ় তত্ত্বের সহিত স্মরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করেন।

ভাজন হইলেই রাজা অবশ্যই রাজকার্য্য হইতে অব্যাহতি দিবেন।' তাই অসুস্থ-তার ছলে রাজকার্য্য অবহেলা করিয়া নিজের বাসায় বসিয়া অনেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতনের রাজকার্য্যে এইরূপ উদাসীনতা দেখিয়া কতিপয় কায়স্থ তাঁহার পদ পাইবার লোভে রাজকার্য্যে খুব উত্তম দেখাইতে লাগিলেন। কথিত হয় যে, শ্রীসনাতন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিলে তাঁহার অধীন কর্ম্মচারী প্রসিদ্ধ পুরন্দর খাঁন* ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন শ্রীসনাতন রাজদরবারে উপস্থিত না হওয়ায় বাদশাহ একজন রাজবৈদ্যকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। বৈদ্য আসিয়া বলিলেন, তাঁহার শরীরে কোন অসুখ হয় নাই। তখন বাদশাহ নিজেই একজন সঙ্গী লইয়া হঠাৎ শ্রীসনাতনের নিকট গেলেন। বাদশাহকে দেখিয়া শ্রীসনাতন সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার যথাযথ সম্মান করিয়া আসনে বসাইলেন। বাদশাহ বলিলেন,—আমার সকল কার্য্যই তোমাদিগকে লইয়া, তোমার ছোট ভ্রাতাও উদাসীন হইয়াছে, আর তুমিও এরূপভাবে বসিয়া থাকিলে আমার সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার মনে কি আছে বল ? সনাতন বলিলেন যে,—আমার দ্বারা আপনার আর কোন কার্য্যই হইবে না। অন্য লোকের ব্যবস্থা করুন। এই উক্তি শুনিয়া বাদশাহ মায়ামিশ্রিত ক্রোধভাব প্রকাশ করতঃ বলিলেন—এঁ্যা, আমি, তোমার বড় ভাই। † আমি দেশ-বিদেশে যুদ্ধ করিয়া, লুটিয়া বেড়াই ; মৃগয়া ইত্যাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকি। আমা দ্বারা রাজকার্য্য সমাধান সম্ভব নহে ; আর তুমিও রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে রাজ্য কিরূপে চলিবে ? ইহা শুনিয়া শ্রীসনাতন রহস্য করিয়া বলিলেন,—আপনি গৌড়েশ্বর—স্বতন্ত্র পুরুষ দণ্ডমুণ্ড বিধানের কর্ত্তা। যিনি যে দোষ করিয়াছেন, তাঁহাকে তদুচিত ফল প্রদান করুন। ইহার রহস্য এইরূপ

---

* মতান্তরে—পুরন্দর বসু। ইনি খুবই অত্যাচারী ও প্রজা উৎপীড়ক ছিলেন।

† এইস্থানে "বড় ভাই"—অর্থে শ্রীরঘুনন্দনের কথাও হইতে পারে। কারণ, তিনিও খুব তেজস্বী ছিলেন এবং নিজ বলবিক্রমের দ্বারা অনেকস্থান দখল-ভোগ করিতেন। রাজাকে কর বা খাজনাদি কিছুই দিতেন না। শ্রীসনাতনের বড় ভ্রাতা বা রাজেন্দ্রের পিতা।

যে, রাজা তুমি যে প্রাণী হিংসাদি অত্যাচার কর, তাহার ফল তুমি ভোগ কর ; আর আমার রাজকার্য্যের উদাসীনতার জন্য আমাকে ঐ কার্য্য হইতে চিরতরে অব্যাহতি দাও। সনাতনের এইপ্রকার উত্তর শুনিয়া গৌড়েশ্বর বাদশাহ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সনাতন পাছে পলায়ন করেন এইজন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। বাদশাহ উড়িষ্যাভিমুখে অভিযান কালে শ্রীসনাতনকে বলিলেন—"তুমি আমার সঙ্গে উড়িষ্যায় চল।" শ্রীসনাতন বলিলেন—"আপনার বিষ্ণুবিরোধ কার্য্যে আমার সহযোগিতা থাকিতে পারে না।" * ইহা শুনিয়া বাদশাহ শ্রীসনাতনকে কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখিয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বে বিষয় বন্ধনের ছেদন চিন্তাকারী উদাসীন শ্রীসনাতন এখন রাজবন্দী অবস্থায় শ্রীরূপের দেওয়া সেই পত্রীর মর্ম্ম অনুযায়ী কারারক্ষককে † চাটুবাক্যে বলিলেন—"তুমি একজন জীবন্ত পীর—মহাভাগ্যবান্ ; তোমার কোরাণ-শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। যদি আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত কর, তাহা হইলে খোদা তোমাকে সংসার হইতে মুক্ত করিবেন। আমি পূর্ব্বে তোমার বহু উপকার করিয়াছি ; তুমি এখন প্রত্যুপকার কর ! আমি তোমাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিব। ইহাতে তোমার ধর্ম্ম ও অর্থ দুই-ই লাভ হইবে। কারারক্ষক বলিল—"আপনাকে ছাড়িয়া দিতে আমার আপত্তি নাই ; কিন্তু বাদশাহকে ভয় করি।" শ্রীসনাতন বলিলেন—"তোমার কোনই ভয় নাই। বাদশাহ দক্ষিণ দেশে অভিযান করিয়াছেন। যদি তিনি ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে বলিও—'সাকরমল্লিক বাহ্যকৃত্য সম্পাদনের জন্য গঙ্গাতীরে গমন করিয়াছিল, নিকটে গঙ্গা দেখিয়া সে ঝম্পপ্রদান করে। আমি তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম,

---

* তিঁহ কহে তুমি যাবে দেবতা দুঃখ দিতে। মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গেত' যাইতে ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য

† কারারক্ষক—সেখ হবু। এই সময় শ্রীসনাতনের সেবক শ্রীঈশান শ্রীসনাতনের কারামুক্তির জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ; এবং সনাতনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। সনাতনের আদেশে পরে ফিরিয়া আসিতে হয়।

কিন্তু সে পায়ের লৌহবেড়ি সহিত জলে ডুবিয়া কোথায় গেল, কিছুই সন্ধান পাইলাম না। তোমার কিছু ভয় নাই ; আমি এই দেশ ছাড়িয়া একেবারে মক্কায় চলিয়া যাইব।" শ্রীসনাতনের এত প্রকার আবেদনেও কারারক্ষকের চিত্ত সন্তুষ্ট হইল না দেখিয়া সম্মুখে সাতহাজার মুদ্রা রাশি করিয়া রাখিলেন। রাশিকৃত মুদ্রার লোভে রক্ষক শ্রীসনাতনের পায়ের লৌহবেড়ী কাটিয়া দিয়া তাঁহাকে রাত্রে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন। "কৃষ্ণ তোমার হঁও যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তাঁরে করেন পার॥" যাঁহার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণানুরাগরূপ প্রেমের বন্ধন হয়, তাঁহার বাহ্যিক সকল প্রকার বন্ধনই এইভাবে কাটিয়া যায়। শ্রীসনাতনের একমাত্র লক্ষ্য হইল—শ্রীচৈতন্য-চরণ পাইবার আশা ও উৎকণ্ঠা। উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে ভৃত্য শ্রীঈশানকে সঙ্গে লইয়া দিবারাত্র অবিরাম চলিতে চলিতে 'পাতড়া' পর্ব্বতে * আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দস্যুদলের এক নেতা তথাকার ভূম্যধিকারীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, পাহাড় পার করিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভৌমিক সেই দস্যুনেতার একজন গণৎকার ছিল। কাহার নিকট কি ধন আছে, তাহা সে বলিয়া দিত। জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিল—এই পথিকদের নিকট আটটি স্বর্ণ মোহর আছে। ইহা জানিয়া দস্যু দলপতি শ্রীসনাতনকে খুবই আদর আপ্যায়ন করিয়া বলিল রাত্রিতে আমার লোক দিয়া পর্বত পার করিয়া দিব। এক্ষণে আপনি রন্ধনের সামগ্রী গ্রহণ করতঃ ভোজনাদি কার্য্য সমাপন করুন। দুইদিন উপবাসের পর শ্রীসনাতন রন্ধনাদি করিয়া ভোজন করিলেন ; এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই ভূঞা এত সন্মান আদর করিতেছে কেন ? আমার সঙ্গে'ত কোন ধনরত্ন নাই। তবে কি ঈশানের নিকট কিছু থাকিবে ? ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঈশান বলিল

---

* রাজমহলের পাহাড় শ্রেণী বিহার ও গৌড়-রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করে। উহার মধ্যে তেলিয়াগড়ি ও শক্রীগলি নামক গিরিপথ। ইহাকেই গড়িদ্বার বলে। পশ্চিম দিক হইতে গৌড়রাজ্যে কোন শত্রুসেনা আসিলে তাহাদিগকে এই গড় পার হইতে হয়। এইজন্য গড়িদ্বার গৌড়সেনাদ্বারা রক্ষিত থাকিত। গড়িপা বা গুরপা ষ্টেশনের নিকট। (গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইন)।

—ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য আমার নিকট সাতটি মোহর আছে। শ্রীসনাতন ঈশানকে খুবই ভৎ র্সনা করিয়া বলিলেন—হায়! হায়! তুমি এই 'কালযম' কেন সঙ্গে আনিয়াছ? এই বলিয়া মুদ্রাগুলি লইয়া দস্যুদলপতির নিকট দিয়া বলিলেন—এইগুলি আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে পর্বত পার করিয়া দিন্। দস্যুদলপতি বলিল—"আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছি যে, আপনার সেবকের নিকট আটটি মোহর আছে; ভাল হইল—আমি আপনাদের হত্যাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। আমি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনার মত সাধুর কোন দ্রব্যই আমি রাখিব না। পুণ্যের জন্য নির্বিঘ্নে পর্বত পার করিয়া দিব।" শ্রীসনাতন বলিলেন—এই মোহর আপনি গ্রহণ না করিলে অন্য কেহ আমাকে জীবনে মারিয়া ইহা লইবে। এই জন্য আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া আমাকে জীবনে রক্ষা করুন। ভূঞা তখন তাহা গ্রহণ করিয়া চারি জন 'পাইক' দ্বারা রাত্রিতেই বন পথে পর্বত পার করিয়া দিলেন। পর্ব্বত পার হইয়া ঈশানকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে—আরও একটি মুদ্রা ঈশানের নিকট আছে। তখন ঈশানকে ঐ মুদ্রা সহিত দেশে ফিরাইয়া দিয়া একাকী হস্তে করঙ্গ ও অঙ্গে ছিন্ন কন্থার সহিত নির্ভয়ে চলিতে চলিতে গঙ্গা ও গণ্ডকী নদীর সঙ্গমস্থল পাটনার নিকট হাজিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। .এই স্থানেই বর্ত্তমানেও ভারত প্রসিদ্ধ শ্রীহরিহরছত্রের মেলা প্রতিবৎসরই হয়। যেখানে হাতী, ঘোড়া, ময়ূর, ময়না ইত্যাদি পশু-পাখী; এমন কি—নানাপ্রকারের বন্যজীব-জন্তুও ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে স্ত্রী-পুরুষ মানব জাতীরও বেচাকেনা হইত (ক্রীত দাসদাসী কেনা বেচা হইত)।

এই স্থানে সেই সময় শ্রীসনাতনের ভগিনীপতি শ্রীকান্ত * অবস্থান করিয়া বাদশাহ হুসেন শাহের অশ্ব ক্রয় করিতেন। শ্রীকান্ত উচ্চস্থান হইতে শ্রীসনাতনকে দেখিতে পাইয়া রাত্রিতে তাঁহার নিকট আসিয়া সকল কথা অবগত হইলেন। তথায় দুই একদিন অবস্থান করিয়া মলিন বসন পরিত্যাগ ও ক্ষৌরাদি করিয়া

---

* মতান্তরে—বৈদ্যজাতি শ্রীকান্ত সেন—গ্রাম সম্বন্ধে শ্রীসনাতনের ভগ্নীপতি হইতেন।

ভদ্রবেশ ধারণের জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীসনাতন বলিলেন—"আমি এক-মুহূর্ত্তও এখানে থাকিব না, আমাকে শীঘ্রই গঙ্গা পার করিয়া দাও; এখনই চলিয়া যাইব।" শ্রীকান্ত অনেক চেষ্টা করিয়া একটি ভোটকম্বল প্রদান করিলেন ও গঙ্গা পার করিয়া দিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত দ্বিতীয়বার মিলন

শ্রীসনাতন কয়েকদিনের মধ্যেই বারানসী আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন হইয়াছে, জানিয়া পরমানন্দিত হইলেন। শ্রীগৌরহরি তখন কাশীতে পুঁথিলেখক (বৈদ্য) শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীসনাতন দ্বারে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। * অন্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীচন্দ্রশেখরকে বলিলেন,—"দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছে; তাহাকে ডাকিয়া আন।" শ্রীসনাতনের অঙ্গে কোন বৈষ্ণববেশ বা চিহ্ন না থাকায় শ্রীচন্দ্রশেখর ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন—"দ্বারে কোন বৈষ্ণব নাই, একজন দরবেশ তথায় বসিয়া আছে।" পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে সেই দরদেশ বেশধারী শ্রীসনাতনকে শ্রীচন্দ্রশেখর ডাকিয়া আনিলেন। শ্রীসনাতনকে অঙ্গনে দেখিবা মাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া আলিঙ্গন দান করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। শ্রীসনাতনও প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইয়া গদগদ্বাক্যে অতি দৈন্যের সহিত বলিলেন,—"আমাকে স্পর্শ করিবেন না; আমি অত্যন্ত নীচ।" শ্রীসনাতনের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ মিলনের অবস্থা ও উভয়ের প্রেমক্রন্দন দেখিয়া শ্রীচন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সস্নেহে নিজসমীপে আসন প্রদান করিয়া স্বহস্তে শ্রীসনাতনের অঙ্গ মার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীসনাতন অত্যন্ত দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুও দৈন্যভরে বলিতে লাগিলেন,—

* প্রভু ১৪৩৭ শক, ১৫১৫ খৃঃ শেষে কাশীধামে শুভবিজয় করেন, আর শ্রীসনাতন ফাল্গুণের প্রথমে তথায় আসেন।

"...তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে। ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥ তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ। সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল,—এই শাস্ত্রের নিরূপণ॥ * * * শুন সনাতন। কৃষ্ণ—বড় দয়াময়; পতিতপাবন॥ মহারৈরব হৈতে তোমায় করিলা উদ্ধার। কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥" (—চৈঃ চঃ মঃ ২০।৫৬, ৬০, ৬২)। শ্রীসনাতন বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণকে জানি না। আমার উদ্ধারের হেতু একমাত্র আপনার কৃপা।" তখন প্রভুর প্রশ্নানুযায়ী শ্রীসনাতন বন্ধন মোচনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত প্রভুকে বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও প্রয়াগ ক্ষেত্রে শ্রীরূপ ও অনুপমের সহিত মিলন এবং তাঁহাদের শ্রীবৃন্দাবনে গমনের কথা শ্রীসনাতনকে বলিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীসনাতন, শ্রীতপন মিশ্র ও শ্রীচন্দ্রশেখরের সহিত মিলিলেন। তপন মিশ্র শ্রীসনাতনকে তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরকে ডাকিয়া শ্রীসনাতনের দরবেশ বেশ দূর করাইয়া ক্ষৌর করাইবার আদেশ দিলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর তদনুযায়ী কার্য্য করিলেন এবং গঙ্গাস্নান করাইয়া পরিধানের জন্য একখানি নূতন বস্ত্র আনিলেন। নূতন বস্ত্র দেখিয়া শ্রীসনাতন বলিলেন,—"যদি আমাকে বস্ত্র দেওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে তোমার পরিধানের একখানা পুরাতন বস্ত্র প্রদান কর।" তখন মিশ্র একখানি নিজব্যবহৃত পুরাতন বস্ত্র দিলেন। সনাতন তাহা দ্বারা দুইখণ্ড বহির্বাস ও ডোর-কৌপীন প্রস্তুত করিলেন এবং তাহা ধারণ করিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীতপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে, পরে শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয় এক ব্রাহ্মণের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের সাক্ষাৎকার করাইলেন। সেই বিপ্র যতদিন শ্রীসনাতন কাশীতে অবস্থান করিবেন, ততদিন তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। শ্রীসনাতন সেইরূপ স্থূল ভিক্ষায় অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। শ্রীসনাতনের এইরূপ যুক্তবৈরাগ্য দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার আনন্দ হইল। কিন্তু সনাতনের গাত্রের ভোট কম্বলের প্রতি প্রভু

পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে শ্রীসনাতন উহা শীঘ্রই পরিত্যাগের উপায় চিন্তা করিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া এক গৌড়ীয়াকে একখানি ছেঁড়া কন্থা রৌদ্রে শুখাইতে দেখিলেন এবং অতি বিনীতভাবে বলিলেন—ভাই! তুমি আমার এই ভোট কম্বলটী লইয়া তোমার কন্থাটি আমাকে দিয়া উপকার কর। গৌড়ীয়া এই কথা প্রথমে রহস্য মনে করিলে, শ্রীসনাতন তাহা যে রহস্য নহে, সত্য কথা তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তখন তাঁহার ভোটকম্বল গ্রহণ করিয়া কন্থাখানি শ্রীসনাতনকে প্রদান করিলেন। শ্রীসনাতন সেই কন্থা ধারণপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার ভোটকম্বল * কোথায়"? শ্রীসনাতন সমস্ত কথা নিবেদন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

"সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ?
রোগ খণ্ডি' সদ্‌বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস॥"—চৈঃ চঃ মঃ ২০।৯০—৯২

শ্রীসনাতন বলিলেন,—"যিনি আমার কুবিষয়-ভোগ খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছায় ও কৃপায় আমার শেষ বিষয় রোগ দূরীভূত হইল।" শ্রীসনাতনের এইরূপ আদর্শে সাধকজগতের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে,—সাধক নিজে চেষ্টা করিয়া বা সাধন করিয়া সংসার বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না, অনর্থ হইতে উদ্ধার

* কেহ কেহ বলেন, প্রয়াগ হইতে মথুরা যাইবার পথে শ্রীযমুনাতীরে 'ইটাওয়া' নামক স্থানে একটি মন্দিরে একখানি কম্বলের পূজা হইতেছে; ঐ কম্বলখানি কোন দরিদ্রকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু দান করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানীয় পূজারিগণ বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীসনাতন গোস্বামী গৌড়ীয়াকে যে কম্বল দিয়া কন্থা লইয়াছিলেন, সেই গৌড়ীয়া পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসনাতনের বিবরণ জানিতে পারিয়া উক্ত কম্বল নিজে ব্যবহার না করিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত পূজা করিতেন। অনভিজ্ঞগণ সনাতনকেই শ্রীমহাপ্রভু মনে করিয়া উক্ত কম্বলখানি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত বলিয়া ধারণা করেন। —'সজ্জনতোষনী' ৪র্থ বর্ষ "ইটাওয়া যমুনা" শীর্ষক প্রবন্ধ।

লাভ করিতে পারে না যতক্ষণ শ্রীভগবান্ বা মহতের কৃপা দৃষ্টি না পড়ে। "মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্য্যে সিদ্ধি নয়। কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥" *

শ্রীসনাতন-শিক্ষা

প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল। তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল॥ পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল। তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তাঁর উত্তর দিল॥ ইঁহা প্রভুর শক্ত্যে † প্রশ্ন করে সনাতন। আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব নিরূপণ॥

---

* কাশীর মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাসী (পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী নাম গ্রহণ করেন) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রভাবের কথা শ্রবণ করিয়া প্রথমে ঈর্ষাবশতঃ কোন ব্যক্তির মারফত নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিয়া মহাপ্রভুকে ব্যঙ্গ করেন। তাহা বলভদ্রের হাতে পড়ে।

"শাল্যন্নং সঘৃতং দধিপয়োযুতং যে ভুঞ্জ্যতেমানবাঃ।
তেষামিন্দ্রিয় নিগ্রহো যদি ভবেৎ বিন্দ্যাপ্লবেৎ সাগরং॥"

এই শ্লোকের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য জানান,—

"সিংহো বলী দ্বিরদঃ শূকর-মাংস-ভোগী।
সম্বৎসরেণ কুরুতে রতিং বারমেকং॥
পারাবতঃ খলু শিল কণামাত্র ভোগী।
কামী ভবেদনুদিনং বদ কোঽস্য হেতুঃ॥"

শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যের লিখিত এই উত্তর পাইয়া শ্রীপ্রকাশানন্দের মস্তকঘূর্ণন আরম্ভ হয়। শ্রীমন্-মহাপ্রভু তাহা পরে অবগত হইয়াছিলেন। ইহাই শ্রীপ্রকাশানন্দের উদ্ধারের প্রথম সূচনা হইয়াছিল। ইহাকেই মহৎ কৃপা বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন।

† তত্ত্ব জিজ্ঞাসার অধিকারী যিনি হইবেন, তাঁহার সাধনচতুষ্টয় থাকা অবশ্য প্রয়োজন। যথা— ১। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক,—ব্রহ্ম [বৃহ + ম্ন্ প্রত্যয় = ব্রহ্ম। বৃহ = বৃদ্ধি। ব্রহ্ম = যিনি নিরতিশয় মহান্।] নিত্য, তদ্ভিন্ন যাবতীয় অনিত্য এইরূপ বিবেচনা। ২। ইহামুত্রফলভোগবিরাগ— ইহলোক ও পরলোকে ফল কামনা না করা। ৩। ষট্সম্পত্তি = (ক) শম (অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ),

"কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ॥"

—সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপা পূর্ব্বক শ্রীপাদ সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, ভক্তিরস ইত্যাদি বিষয়ক তত্ত্ব উপদেশ করিলেন।

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া। দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা॥ নীচজাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম। কুবিষয় কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥ আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি। গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত, তাহি সত্য মানি॥ কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার। আপন কৃপাতে কহ 'কর্ত্তব্য আমার'॥ **কে আমি,** কেনে মোরে জারে **তাপত্রয়**। ইহা নাহি জানি আমি কেমনে **হিত** হয়?॥ সাধ্য সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি। কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥ প্রভু কহে—কৃষ্ণ কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়। সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয়॥ কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি—জান তত্ত্বভাব। জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে—সাধুর স্বভাব॥

"অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।

—ভাগবত ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য যাঁহাদের মতি অতিশয় আগ্রহশীল, তাঁহাদের অভিলষিত সকল বিষয়ই অবিলম্বে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে। ক্রমে সব শুন তত্ত্ব, কহিয়ে তোমাতে॥ **জীবের স্বরূপ হয়, কৃষ্ণের নিত্য দাস**। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ॥ 'কৃষ্ণ' ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি বহু দুঃখ॥ —চৈঃ চঃ মঃ ২০শ পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত পয়ার প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে কাশীতে (বেনারসে) গঙ্গাতীরে দশাশ্বমেধঘাটে দুইমাস কাল যে সকল শিক্ষা উপদেশ করিয়া সকল

(খ) দম (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), (গ) উপরতি (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শাদি বিষয়ে চিত্তের অনাসক্তি), (ঘ) তিতিক্ষা (শিতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতা), (ঙ) সমাধান (ব্রহ্মে চিত্তাভিনিবেশ), (চ) শ্রদ্ধা (শ্রীগুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস)। ৪। মুমুক্ষুত্ব=মোক্ষের জন্য ইচ্ছা।

জীবের শ্রীকৃষ্ণচরণকমল প্রাপ্তির উপায় (সম্বন্ধ, অভিধেয়, সাধন, প্রয়োজন) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাই **"শ্রীসনাতন-শিক্ষা"** * নামে সর্ব্বজগতে সুবিদিত আছেন। কাশীতে শ্রীবিন্দুমাধব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈঠক বর্ত্তমান আছেন।

"সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ মায়ামুগ্ধ জীবের নাই স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥ শাস্ত্র-গুরু-আত্মা রূপে আপনা জানান। 'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান ॥ বেদশাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি—প্রাপ্যের 'সাধন' ॥ অভিধেয় নাম—ভক্তি,—প্রেম প্রয়োজন। পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥ কৃষ্ণ মাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ। কৃষ্ণ সেবা করে আর কৃষ্ণরস-আস্বাদন ॥" —চৈঃ চঃ মঃ ২০শ পরিচ্ছেদ।

সম্বন্ধ - শ্রীকৃষ্ণ ; অভিধেয় – শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি, সেবা ; প্রয়োজন—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম। আর অনাদি বহির্ম্মুখ জীব ইহা লাভ করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহার নাম—সাধন ভক্তি।

সাধন করিতে করিতে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ করিয়া 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।' শ্রুতির উদ্দিষ্ট বস্তুর সাক্ষাৎ সেবাসুখ অনুভবানন্দে নিমগ্ন হন, তাঁহারা—"সাধন-সিদ্ধ" নামে অভিহিত। আর যাঁহাদের কোন সময়ই সাধনের প্রয়োজন হয় না, নিত্যকাল নানাবিধ রসসেবা-সুখানন্দ-স্বরূপ-মাধুর্য্যের নবনব তরঙ্গ রঙ্গ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন তাঁহারা—"নিত্যসিদ্ধ বা নিত্যপরিকর" নামে অভিহিত। তাঁহারা না হইলে সচ্চিদানন্দ, পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের কোন কার্য্যই হয় না—ঠুঁটোরাম হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, কান্দিতে হয়, আকুল-ব্যাকুল হইতে হয়, শ্রীকৃষ্ণকেও পাগল হইতে হয়। কিন্তু আনন্দ উপভোগ বিষয়ে সাধারণ জীব বা সাধকের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সেরূপ কোন অপেক্ষা নাই। নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ স্বরূপশক্তি।

---

* শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০—২৫ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কোন ভাগ্যবান্ জীব যখন সাধন আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা কোনপথে সাধন করিলে নিত্যসম্পদ লাভ করিয়া চিরসুখী হইতে পারিবেন তজ্জন্য একজন দরিদ্র ও সর্ব্বজ্ঞের উদাহরণ দিয়াছেন। দরিদ্র—মায়াবদ্ধ জীব; সর্ব্বজ্ঞ—নিত্য সিদ্ধপার্ষদ শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব, দীন শরণাগত শিষ্যকে বলিতেছেন—"হে বৎস! তোমার পিতৃধন বহু আছে; তাহা লাভ করিলে তোমার দারিদ্র্য নাশ এবং সুখের উদয় একসঙ্গে হইবে। ফলকামিগণ দক্ষিণা লইয়া কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করে জন্য ঐদিক্ দক্ষিণদিক্, ভোগবাসনারূপ ভীমরুলের দংশনে কষ্ট পায়। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ আকাঙ্খা করে জন্য কাল সর্প (ব্রহ্মলয়) গ্রাস করে। উহা উত্তর দিক্। যোগিগণ অষ্টসিদ্ধি লাভের আশায় অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনায় লুব্ধ হইয়া আত্মধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া যায়; উহা পশ্চিম দিক্। পূর্ব্বদিকই—ভক্তি পথ, তাহাতে আত্মধর্ম্ম জাগ্রত হইয়া প্রেম সূর্য্যের উদয়ে জীবের চির অন্ধকার দূর করে। চিরশান্তি, পরমানন্দ দান করে।

সম্বন্ধ * তত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥"—ব্রঃ সঃ

শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। তিনি বিভু-সচ্চিদানন্দ, সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বাদি, কিশোরশেখর, চিদানন্দ ও ব্রজেন্দ্র নন্দন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি গোলোকধামে নিত্যবিরাজমান্। তিনিই সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বরতত্ত্ব।

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

—ভাঃ ১।২।১১

* সম্বন্ধ=সম্—বনধ্+অল্ ণ।

—যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব-বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥ (ঋক্ ১।২২।২০)

—আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক লাভে চক্ষুঃ যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ বর্জ্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরমপদ, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন।

"অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্। —শ্বেঃ উঃ ৩।১৯

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ, বেদৈঃ সাঙ্গপদ-ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ। ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো, যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ —ভাঃ ১২।১৩।১

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুং। শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকর-বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং 'ব্রহ্ম'* গোপালবেশং॥

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ

---

* ব্রহ্ম = শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম তত্ত্ব, ধর্ম্মরক্ষাহেতু গোপালবেশ ধারণ করেন।

কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ ন আনন্দো স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।
—শ্রুতি

—সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রস স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। কে-ই বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা প্রদর্শন করিত, যদি সেই পরমতত্ত্ব আনন্দ-স্বরূপ না হইতেন। তিনি সকলকে আনন্দ দান করেন। (অতএব নিত্যানন্দ, আত্মানন্দ, প্রেমানন্দ, সেবানন্দ লাভের জন্যই জীবন ধারণ ও সাধন-ভজন)।

অবতারী ও অবতার

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপ—১। স্বয়ং রূপ ; ২। তদেকাত্ম রূপ ; ৩। আবেশ রূপ।

১। **স্বয়ং রূপ** দ্বিবিধ—(১) **শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন,** তাঁহার গোপবেশ ও গোপ অভিমান ; তিনি "লীলা-পুরুষোত্তম" নামেও অভিহিত।

(২) স্বয়ং প্রকাশ, স্বয়ং প্রকাশও দ্বিবিধ—(ক) **প্রাভব**—একই বপুর বহুরূপ, যেমন—রাসে ও মহিষী বিবাহে। (খ) **বৈভব**—(অ) শ্রীবলদেব—তাঁহার ভাবাবেশ, আকার, বর্ণ ও নাম ভিন্ন হইলেও সবই শ্রীকৃষ্ণের সমান। (আ) দ্বিভুজ দেবকীনন্দন ; (ই) চতুর্ভুজ দেবকী নন্দন।

২। **তদেকাত্ম রূপ**—ভাবাবেশ ও আকৃতি ভিন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত একাত্মরূপ। তাঁহার দ্বিবিধ রূপ,—(ক) **বিলাস** ও (খ) **স্বাংশ**। বিলাস দ্বিবিধ—**প্রাভব, বৈভব**। প্রাভব—চারিটী, আদি চতুর্ব্যূহ (ক) বাসুদেব—চতুর্ভুজ, ক্ষত্রিয় বেশ, ক্ষত্রিয় অভিমান, পুরে নিত্যাধিষ্ঠান ; (খ) সঙ্কর্ষণ ; (গ) প্রদ্যুম্ন ; (ঘ) অনিরুদ্ধ। বৈভব—২৪টী মূর্ত্তি—(ক) প্রাভব-বিলাস-প্রকটিত দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ (বৈকুণ্ঠে নিত্যাধিষ্ঠান) বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই ৪ জন। (খ) ইহাদের প্রত্যেকের তিন

তিন মূর্ত্তি (বিলাস পূর্ত্তি হেতু) প্রকাশ বিগ্রহ—১২ জন। ১ কেশব, ২ নারায়ণ, ৩ মাধব, ৪ গোবিন্দ, ৫ বিষ্ণু, ৬ মধুসূদন, ৭ ত্রিবিক্রম, ৮ বামন, ৯ শ্রীধর, ১০ হৃষীকেশ, ১১ পদ্মনাভ, ১২ দামোদর—ইঁহারা বৈষ্ণবমতে ১২ মাসের নাম বা দ্বাদশ-তিলকের নাম। মূল চারিজনের আবার দুই দুই বিলাস-মূর্ত্তি—১ পুরুষোত্তম, ২ অচ্যুত, ৩ নৃসিংহ, ৪ জনার্দ্দন, ৫ হরি, ৬ কৃষ্ণ, ৭ অধোক্ষজ, ৮ উপেন্দ্র। মোট ৪+১২+৮=২৪।

(খ) **স্বাংশ**—তাঁহাদের ষড়্‌বিধরূপ; যথা—

১। পুরুষাবতার, ২। গুণাবতার, ৩। লীলাবতার, ৪। যুগাবতার, ৫। মন্বন্তরাবতার, ৬। শক্ত্যাবেশাবতার।

পুরুষাবতার—১ কারণোদকশায়ী, ২ গর্ভোদকশায়ী, ৩ ক্ষীরোদকশায়ী।

গুণাবতার—১ বিষ্ণু, ২ ব্রহ্মা, ৩ শিব।

লীলাবতার—১ মৎস, ২ কূর্ম্ম, ৩ বরাহ, ৪ রাম, ৫ নৃসিংহ, ৬ বামন, ৭ পৃথু, ৮ পরশুরাম, ৯ ব্যাস, ১০ নারদ, ১১ চতুঃসন, ১২ যজ্ঞ, ১৩ নরনারায়ণ, ১৪ কপিল, ১৫ দত্তাত্রেয়, ১৬ হয়গ্রীব, ১৭ হংস, ১৮ পৃশ্নিগর্ভ, ১৯ ঋষভ, ২০ ধন্বন্তরী, ২১ মোহিনী, ২২ বলভদ্র, ২৩ কৃষ্ণ, ২৪ বুদ্ধ, ২৫ কল্কি।

যুগাবতার—১ শুক্ল (হরি); ২ রক্ত (হয়গ্রীব); ৩ কৃষ্ণ (শ্যাম); ৪ পীতবর্ণ (কৃষ্ণ)।

শক্ত্যাবেশাবতার—১ চতুঃসন, ২ নারদ, ৩ ব্রহ্মা, ৪ পৃথু, ৫ শেষ, ৬ অনন্ত, ৭ পরশুরাম, ৮ ব্যাস।

মন্বন্তরাবতার—১ যজ্ঞ, ২ বিভু, ৩ সত্যসেন, ৪ হরি, ৫ বৈকুণ্ঠ, ৬ অজিত, ৭ বামন, ৮ সার্ব্বভৌম, ৯ ঋষভ, ১০ বিশ্বক্‌সেন, ১১ ধর্ম্মসেতু, ১২ সুধামা, ১৩ যোগেশ্বর, ১৪ বৃহদ্ভানু।

আবেশ রূপ—দ্বিবিধ; যথা—১। ভগবদাবেশ (কপিল ও ঋষভদেব)। ২। শক্ত্যাবেশ (নারদ, ব্যাস, পৃথু, ব্রহ্মা ও সনকাদি)।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

স্বয়ংরূপ—যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, যাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অপরের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যকে অপেক্ষা করে না, যিনি স্বয়ং ভগবান্, সেই শ্রীকৃষ্ণই 'স্বয়ংরূপ' পরতত্ত্ব।

তদেকাত্মরূপ—যে রূপ স্বয়ংরূপ হইতে ভিন্ন নহেন, যাঁহাকে স্বয়ংরূপেরই কায়ব্যূহ বলা যাইতে পারে, অথচ যাঁহাতে আকারাদি-গত কিঞ্চিৎ ভেদ আছে, তাদৃশ রূপকে 'তদেকাত্মরূপ' বলে।

আবেশরূপ—যাঁহাতে একটিমাত্র শক্তির সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই 'আবেশ' বলে। যেমন—নারদে 'ভক্তি'-শক্তি, পৃথুতে 'পালন'-শক্তি, চতুঃসনে 'জ্ঞান'-শক্তি ইত্যাদি। মহত্তম জীবেই এইরূপ আবেশ হইয়া থাকে। ভগবদাবিষ্ট জীবের আপনাকে "শ্রীভগবান্" বলিয়া অভিমান হয়। কপিলদেব ও ঋষভদেব আপনাদিগকে 'শ্রীভগবান্' বলিয়া অভিমান করিতেন। আর ভগবচ্ছক্ত্যাবিষ্ট জীবের আপনাকে 'ভগবদ্দাস' বলিয়া অভিমান হয়। ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাস আপনাদিগকে 'ভগবদ্দাস'—অভিমান করেন।

প্রকাশ—"একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারে ত' ভেদ নাহি, একই স্বরূপ॥ মহিষী-বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥"—চৈঃ চঃ আঃ ১।৬৯—৭০। একই স্বয়ংরূপ যখন যুগপৎ অনেক স্থানে প্রকটিত হন; এবং ঐ প্রকটিত মূর্ত্তি সকল যদি গুণ-লীলাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারেই মূলরূপেরই সমান হন, তবে ঐ সকল মূর্ত্তিকেই মূলরূপের 'প্রকাশ মূর্ত্তি' বলা হয়।

বিলাস—"একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তা'র নাম॥"—চৈঃ চঃ আঃ ১।৭৬। যিনি প্রায় মূলরূপের তুল্য শক্তি-ধর, কিন্তু আকৃতিতে, বর্ণে ও নামে ভেদমাত্র, তাঁহাকে 'বিলাস' বলে। যেমন ব্রজে শ্রীবলরাম ও বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ।

স্বাংশ—যাঁহাতে বিলাস হইতে ন্যূন-শক্তি প্রকাশিত, তাঁহাকে 'স্বাংশ' বলে। যেমন—মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার সমূহ।

প্রাভব ও বৈভব

প্রাভবে প্রভুত্ব এবং বৈভবে বিভুত্ব বর্ত্তমান। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশমূর্ত্তি সকল স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই। তাঁহাদের নাম, রূপ, গুণ, লীলা শ্রীকৃষ্ণ হইতে কোন অংশে ভিন্ন নহে; কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ—ব্রজে শ্রীবলরাম, তিনিই মূল সঙ্কর্ষণ। তিনি নামে, আকৃতিতে ও বর্ণে ভিন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভেদ তত্ত্ব। তাঁহা হইতেই আদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই প্রাভব বিলাস চতুষ্টয় ভাবভেদে দ্বারকায়, মথুরায় দ্বিভুজমূর্ত্তিতে এবং পরব্যোমে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণরূপে প্রকটিত। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ প্রকাশ-মূর্ত্তির কথাও অবগত হওয়া যায়। ঐ সকল প্রকাশ মূর্ত্তিতে আকারগত ভেদও প্রত্যক্ষ হয়, যেমন—দেবকীনন্দনে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি। এস্থলে আকারগত ভেদ সত্ত্বেও স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়া থাকে। দেবকীনন্দনে দ্বিভুজ-মূর্ত্তিও এইরূপ জানিতে হইবে।

অবতারসকল প্রধানতঃ ত্রিবিধ—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতার তিনটী, গুণাবতার তিনটী ও লীলাবতার ২৫টী। যুগাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার, মন্বন্তরাবতারগণের পরিচয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

পুরুষাবতার—১। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। কারণরূপা প্রকৃতির অন্তর্যামী এবং মহতত্ত্বের স্রষ্টা। ইনি পরব্যোমনাথ বাসুদেবের দ্বিতীয়ব্যূহ মহাসঙ্কর্ষণের অংশ। মহাবিষ্ণু যে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, সেই অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের দাসতত্ত্বরূপ 'শেষ'—নামক অবতার বিশেষ। ইনি চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠ গোলোকাদি—তদ্রূপ বৈভবের প্রকটকারী এবং মায়া শক্তিদ্বারা চতুর্দ্দশ—ভুবনাত্মক দেবীধামের সৃষ্টিকর্ত্তা। ২। **গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু।** সূক্ষ্ম-

সমষ্টি-বিরাটের অন্তর্যামী। ব্রহ্মার স্থষ্টিকর্ত্তা। ইনি বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের তৃতীয়ব্যূহ প্রদ্যুম্নের অংশ। ৩। **ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণু**। স্থূল ও ব্যষ্টি-বিরাটের অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। ইনি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বাসুদেবের চতুর্থব্যূহ অনিরুদ্ধের অংশ।

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে মহাসঙ্কর্ষণের আবির্ভাব। মহাবিষ্ণু কারণার্ণব-শায়ীর গর্ভোদকশায়ীরূপে এবং ক্ষীরোদকশায়িরূপে বিষ্ণুর আবির্ভাবই চরিষ্ণু-ধর্মের উদাহরণ। সুতরাং মহাবিষ্ণুই ঈশ্বর এবং বিষ্ণুদ্বয় ও অন্যান্য সকলেই তাঁহার অধীন আধিকারিক তত্ত্ববিশেষ। মহাদীপ শ্রীগোবিন্দের বিলাস-মূর্ত্তি হইতে কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষাবতারগণ এবং শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহাদি স্বাংশ অবতার সকল পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তিগত বা দশাগত দীপ-স্বরূপ শ্রীগোবিন্দের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট। বস্তুধর্ম্মে শ্রীগোবিন্দের সহিত অভিন্ন হইলেও ইঁহাদের লীলাগত বৈচিত্র্য আছে।

গুণাবতার—বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব। ১। বিষ্ণুস্বরূপ ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষা-বতার সত্ত্বগুণদ্বারা পালন করেন বলিয়া তিনি বিষ্ণু। গোবিন্দ যে স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই স্বরূপ ; শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপতা উভয়েই আছে। বিষ্ণু গোবিন্দের সহিত সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট। তিনি মায়াতীত, গুণাতীত, পরমেশ ও মায়াধীশ। ২। ব্রহ্মা-স্বরূপ গর্ভোদকশায়ীর নাভিকমল হইতে আবির্ভূত, রজোগুণ দ্বারা স্থষ্টিকর্ত্তা—ব্রহ্মা। ইনি রজোগুণোদিত স্বাংশপ্রভাব বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। ব্রহ্মা দুই প্রকার—(ক) কোনও কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলে সেই জীব ব্রহ্মা হইয়া স্থষ্টিকার্য্য বিধান করেন। এইরূপ ব্রহ্মাতে ঈশ্বরের শক্তি সঞ্চারিত হয় বলিয়া তাঁহাকে 'আবেশাবতার' বলা হয়। আবেশাবতার ব্রহ্মাতে রজো-গুণের যোগহেতু বিষ্ণুর সহিত সাম্য স্বীকৃত হয় না। (খ) যে কল্পে তাদৃশ জীব না থাকায় বিষ্ণু স্বয়ংই ব্রহ্মা হন, সেই কল্পে ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন দর্শন করিতে হয়। ইন্দ্রাদি সমস্ত আধিকারিক দেবতা সম্বন্ধেও এই নিয়ম। সুতরাং আধিকারিক দেবতাসকল কখনও বিষ্ণু স্বয়ং, কখনও বা তাদৃশ পুণ্যকারী জীব

সকল। তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন। ব্রহ্মাতে জীবের পঞ্চাশৎ গুণ অধিক ভাবে এবং তদতিরিক্ত আরও পাঁচটী গুণ আংশিকরূপে বর্ত্তমান আছে। পাতাল হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবনে সমষ্টি-বিরাটরূপ প্রাকৃত বস্তু সকলই ব্রহ্মার স্থূল দেহ। উহাকেই ব্রহ্মা বলা হয়। ঐ স্থূলদেহের মধ্যে যিনি সূক্ষ্ম-জীবরূপ হিরণ্যগর্ভ, তাঁহাকেও ব্রহ্মা বলা হয়। * তাঁহার অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী পুরুষাবতার—মহাবিষ্ণু। ৩। শিবস্বরূপ—শম্ভু, মায়ার তমোগুণোদিত স্বাংশ প্রভাব বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। শ্রীশম্ভু শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ আর একজন ঈশ্বর নহেন। শ্রীশম্ভুর ঈশ্বরতা শ্রীগোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। শ্রীশম্ভু বিষ্ণুর সহিত ভেদাভেদ-তত্ত্ব। মায়া সঙ্গে বিকার লাভ করায়—ভেদ এবং চিদ্বিলাসের আশ্রয় জাতীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব হওয়ায় বিকার রহিত হইয়া স্বয়ং বিষ্ণুর সহিত—অভেদ। বিষ্ণুরূপ দুগ্ধে মায়ারূপ অম্ল সংযোগ হইলে বিকার প্রাপ্ত হওয়ায় দধিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় ; পুনরায় দধি হইতে দুগ্ধ হওয়া সম্ভব হয় না। তেমনই গুণাবতার-শ্রীশিব কখনই স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বর কখনই বিকার প্রাপ্ত হন না। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি শাস্ত্র বচনের তাৎপর্য্য এই যে, শম্ভু স্বীয় কালশক্তিদ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া তমোগুণ-সাহায্যে সংহার কার্য্য সমাধা করেন। রুদ্র একাদশ সংখ্যক। †

> "ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
> পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ আকার॥"—চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩১৭

জীবে সাধারণতঃ ৫০টী গুণ আছে ; দেবতাগণে ৫৫টী ; শ্রীনারায়ণে ৬০টী আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে ৬৪টী গুণ আছে। যে চারিটী গুণ শ্রীকৃষ্ণে অধিক আছে, তাহা অন্য কাহাতেই সম্ভব নহে, তাহা এই—

---

* ব্রহ্মা দুই প্রকার (ক) হিরণ্যগর্ভ (খ) বৈরাজ।

† অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, বৈরত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী, অপরাজিত। ভারতে একান্নপীঠে একান্ন নাম এবং শাস্ত্রে শিব-সহস্র নাম জানা যায়।

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধ-রূপশ্রী-বিস্মাপিত-চরাচরঃ ॥
লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥

—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ২।১।৪১-৪৩

এই শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ ধাম—(১) গোলোকাখ্য শ্রীগোকুল. (২) শ্রীমথুরা (৩) শ্রীদ্বারকা। তিনি দ্বিভুজ, চিরকিশোর, মুরলীধর বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়বিগ্রহ এবং তদাশ্রিত শক্তিবর্গ—আশ্রয় বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের রূপে, গুণে, মাধুর্য্যে সকলে আকৃষ্ট; কিন্তু তিনি কাহারও প্রতি আকৃষ্ট নহেন। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র প্রেমসুখবিলাসিমাত্র। তিনি অখিল রসামৃতসিন্ধু। তাঁহার কোন অভাব নাই, যাহার জন্য অন্যের অপেক্ষা করিতে হইবে। তিনিই সকলের সকল অভাব, আশা পূরণ করিয়া প্রেমানন্দ দান করিতে সমর্থ। তিনি সচ্চিদানন্দঘন প্রেমময় মহান্ পুরুষোত্তম অনন্ত শ্রীবিভূষিত রত্নাকর শ্রীবিগ্রহ।*

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যেও যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে অবতার তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিমত্তা সুযুক্তিদ্বারা বিচার করিয়াছেন। (Meditation on Christian Dogma By Right Rev. James Bellord D. D. 3rd Edition Vol. I. Page 228). বঙ্গানুবাদ—

যদি এই প্রকার বিস্ময়জনক রহস্য আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে ইহার বাস্তবতা একটি অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই বোধ

---

* "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণু কর, নব নটকিশোরবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥"

হইত। স্বয়ং ভগবান্ কি করিয়া ঐরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন ? দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ একই ব্যক্তিতে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে ? মনুষ্যের চিন্তা শক্তি যত উর্দ্ধেই আরোহণ করুক না কেন, তাহা দ্বারা ইহার মীমাংসা করিতে পারিবে না। ভগবানের স্বরূপ এবং মনুষ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা যতই জ্ঞান লাভ করিব, একই বস্তুতে এই দুই ভাবের সমাবেশের সম্ভাবনা ততই সুদূর বলিয়া আমাদের নিকট মনে হইবে। বাস্তবিকই আমাদের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে যে, ইহা কিরূপে সম্ভবে ? ইহার একটি মাত্র উত্তর আছে, যাহা আমরা (লুক্ ১ম অ, ৩৪, ৩৭) [তদ্‌ধামস্থ] দূতের বাণী হইতে অবগত হই ; তাহা এই 'ভগবানের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে।' সর্ব্বশক্তিমানের কার্য্যাবলী আমাদের বুদ্ধির সীমাদ্বারা আবদ্ধ নহে। আমরা অনুমোদন করিলে অথবা আমরা প্রত্যক্ষ করিলে তাঁহার কোন কার্য্য সম্ভব হইতে পারিবে, তাহা না হইলে হইবে না ;—এইরূপ নহে। তিনি অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত শক্তির আধার, তাঁহার করুণা অসীম এবং তিনি সকল মঙ্গলের নিদান। তিনি অচিন্ত্য হইয়াও করুণাবশতঃই চিন্তনীয় বস্তু। সুতরাং তাঁহার পক্ষে আমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার এইরূপ আবির্ভাব বা পরিচয় অসম্ভব নহে।

অবতার-তত্ত্বের ক্রম-বিকাশ

অবতার-তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে দশটী লীলাবতারের চিদ্‌বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা" গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে নিম্নলিখিতরূপে পাওয়া যায়।

"সারগ্রাহিগণ বলেন,— শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাংশী। তাঁহার শক্তি ব্যতীত কাহারও প্রকাশ নাই, অতএব তিনি সর্ব্বরূপী। সমস্ত ভগবদাবির্ভাবই তাঁহা হইতে ; অতএব তিনি সর্ব্ব অবতার-বীজ। শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান, তাঁহা অপেক্ষা

আর পরতত্ত্ব নাই। সেই কৃষ্ণ অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন ও করুণাময়। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া যে-সকল জীব মায়াবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের মঙ্গল সাধনে তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রকারে যত্নবান্। মায়াবদ্ধ জীব যে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাপ্ত-ভাব স্বীকার করত নিজ অচিন্ত্য-শক্তির দ্বারা তাহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। জীব যখন মৎস্যাবস্থাপ্রাপ্ত, ভগবান্ তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য নির্দ্দণ্ড, নির্দ্দণ্ডতা ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবস্থা হইলে কূর্ম্মাবতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ অবতার হন। নরপশু ভাবরূপে জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্রমানবরূপে বামনাবতার। মানবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় শ্রীরামচন্দ্র। মানবের সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। জীবের ক্রমোন্নতি হৃদয়ে যে-সকল ভগবদ্ভাবের উদয় কালে কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সে-সকলই অবতার; সে সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্য্যসকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। ঋষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত ঐতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যে যে সময়ে একটি একটি অবস্থান্তর লক্ষণ রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতরা কালকে চব্বিশ-ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ অষ্টাদশ ভাগ করিয়া তৎসংখ্যক অবতার নিরূপণ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্; অতএব অচিন্ত্যশক্তিক্রমে মায়িক দেহ ধারণ করত সময়ে সময়ে অবতার হইতে পারেন। অতএব অবতার সকলকে ঐতিহাসিক সত্য বলা যায়। সারগ্রাহী বৈষ্ণবমতে ইহা নিতান্ত অযুক্ত। চিৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মায়া-রমণ অর্থাৎ মায়িক শরীর গ্রহণ ও তদ্দ্বারা মায়িক কার্য্য সম্পাদন নিতান্ত অসম্ভব, যে হেতু ইহা তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ ও হেয়। তবে চিৎকণ-স্বরূপ জীবের তত্ত্ববিজ্ঞান বিভাগে তাঁহার আবির্ভাব ও লীলা সাধুদিগের ও কৃষ্ণের সম্মত। যেরূপ ছায়ার সহিত সূর্য্যের সম্ভোগ হয় না, তদ্রূপ মায়ার

সহিত কৃষ্ণের সম্ভোগ নাই। সাক্ষাৎ মায়ার সহিত সম্ভোগ দূরে থাকুক, মায়াশ্রিত জীবের পক্ষেও কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার অত্যন্ত দুর্ল্লভ। কেবল কৃষ্ণকৃপা-বশতঃই সমাধিযোগে ভগবৎ সাক্ষাৎকার জীবের পক্ষে সুলভ হইয়াছে। নির্ম্মল কৃষ্ণ চরিত্র ব্যাসাদি সারগ্রাহিজনগণের সমাধিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। জড়াশ্রিত মানব চরিত্রের ন্যায় উহা ঐতিহাসিক নয় অর্থাৎ কোন দেশে বা কালে পরিচ্ছেদ্য-রূপে লক্ষিত হয় নাই। অথবা নরচরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা সংযোগপূর্ব্বক উহা কল্পিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের বীজস্বরূপ মূলতত্ত্ব, তিনি জীবশক্তিগত পরমাত্মরূপে জীবাত্মার সহিত নিয়ত ক্রীড়া করেন। জীবাত্মা কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় পরমাত্মা তত্তদ্ভাবগত হইয়া জীবের বিজ্ঞান বিভাগে লীলা করেন; কিন্তু যে পর্যন্ত চিদ্বিলাস-রতি জীবের হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াবির্ভাব হয় না। অতএব অন্য সকল অবতার পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হন; কিন্তু **শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঐ পরমপুরুষেরও বীজস্বরূপ**।"

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ —ভাগঃ ১।৩।২৮
"এতে প্রোক্তা অবতারা **মূলরূপীকৃষ্ণঃ স্বয়মেব**।"

—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত ভাঃ তাৎপর্য্য ১।৩।২৮

অভিধেয়*-তত্ত্ব

এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধ তত্ত্বসমূহের কথা কীর্ত্তন করিয়া—চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ বলিতেছেন,—**যুগধর্ম্ম**। "যুগাবতার এবে শুন, সনাতন। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি যুগের গণন ॥ শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত-ক্রমে চারিবর্ণ। চারিবর্ণ ধরি' কৃষ্ণ

* অভিধেয়=অভি—ধা+য ণ। অভিধীয়তে অনেন ইতি অভিধেয়ম্; যদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, জানা যায়, তাহাই অভিধেয়।

করেন যুগধর্ম্ম ॥ সত্য যুগে ধ্যান কর্ম্ম করায় '**শুক্ল**'-মূর্ত্তি ধরি'। কর্দ্দমকে বর দিলা যিঁহো কৃপা করি' ॥ কৃষ্ণ 'ধ্যান' করে লোক জ্ঞান-অধিকারী। ত্রেতার ধর্ম্ম 'যজ্ঞ' করায় 'রক্ত' বর্ণ ধরি' ॥ 'কৃষ্ণপদার্চ্চন' হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম। 'কৃষ্ণ' বর্ণ করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন-কর্ম্ম। 'নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥'—ভাঃ ১১।৫।২৮। এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন। 'কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন'—কলিযুগের ধর্ম্ম ॥ 'পীতবর্ণ ধরি' তবে কৈলা প্রবর্ত্তন। প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন। প্রেমে গায়, নাচে লোকে, করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়। কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥ "ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥"—বিঃ পুঃ ৬।২।১৭। চারি যুগাবতারে এইত' গণন। শুনি' ভঙ্গি করি' তাঁরে পুছে সনাতন ॥ রাজমন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি। প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ-মতি ॥ 'অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ, নীচাচার। **কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার**? ॥ প্রভু কহে—"অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি। কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রদ্বারা মানি ॥ সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য-শাস্ত্র—'প্রমাণ'। আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা 'জ্ঞান' ॥ অবতার নাহি কহে 'আমি অবতার'—মুনি সব জানি' করে লক্ষণ বিচার ॥ 'স্বরূপ'লক্ষণ আর 'তটস্থ-লক্ষণ'। এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ ॥ আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ,—স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥ ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে। 'পরমেশ্বর' নিরূপিল এই দুই লক্ষণে ॥ 'জন্মাদ্যস্য......'**সত্যং**' '**পরং**' ধীমহি' ॥ ভাঃ ১ম স্কঃ। ১ম অধ্যায়। ১ম শ্লোক। এই শ্লোকে 'পরং'-শব্দে 'কৃষ্ণ'-নিরূপণ। 'সত্যং'-শব্দে কহে তাঁর **স্বরূপলক্ষণ**। বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল। অর্থাভিজ্ঞতা-স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥ এই সব কার্য্য—তাঁর **তটস্থ লক্ষণ**। অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥ অবতার-কালে হয় জগতের গোচর। এই

দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর ॥ সনাতন কহে,—'যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ। পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন ॥ কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়। সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥' প্রভু কহে,—চতুরালি ছাড় সনাতন। শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥ পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ। অসংখ্য সংখ্যা তাঁর, না হয় গণন ॥"

চারি যুগের সম্বন্ধতত্ত্ব প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ অভিধেয়তত্ত্ব বর্ণন-মুখে বলিলেন,—"হে সনাতন! শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রে **"কৃষ্ণভক্তি-অভিধেয়"** বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমান্—অভেদতত্ত্ব। যে শক্তি কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সেবায় নিযুক্ত, সেই স্বরূপশক্তি—মায়াশক্তি হইতে পৃথক্। স্বরূপশক্তি ও স্বরূপশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নভাবে অবস্থিত। স্বাংশ-অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের স্ব-স্বরূপত্ব সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বিলাস—চতুর্ব্যূহ ও অবতারগণ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বা শক্তিমত্তত্ত্ব; আর জীব—বিভিন্নাংশ বা শক্তিতত্ত্ব। সেই জীব দুই প্রকার—(১) নিত্যমুক্ত (২) নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীবগণ সর্ব্বদা মায়ামুক্ত; শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ধামে শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবোন্মুখ থাকিয়া 'শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ'-নামে পরিচিত। একমাত্র প্রেমভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণসেবা-সুখই তাঁহাদের জীবন। আর শ্রীকৃষ্ণসুখবাসনা ভুলিয়া নিজসুখবাসনা যাঁহাদের হয় তাঁহারা—নিত্যবদ্ধ। এই মায়াবদ্ধ জীব নানারূপ স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের আবরণে কখনও স্বর্গে কখনও নরকে এবং ত্রিতাপ-জ্বালায় (আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক) জর্জ্জরিত হইতে হইতে যখন সাধু-শাস্ত্রোপদেশ রূপ কৃপারজ্জু আশ্রয় পায়, তখনই মায়ার দণ্ড হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণসেবোন্মুখ হইতে পারে। "মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ।" "কৃষ্ণ তোমার হঁউ যদি বলে একবার। মায়াজাল হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার ॥"

যে প্রকার সাধু সঙ্গ হয়, সেই প্রকার গতি হয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; ভক্তের কথাও বলা হইয়াছে। ভক্তির অনুশীলনকারিগণই ভক্ত। ভক্তি আবার অনেক প্রকার, যেমন—কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা,

কেবলা। ভক্তির অনুপাতে ভক্ত, ভক্ততর, ভক্ততম। ভক্তি যাঁহারা আচরণ করেন, তাঁহারাই ভক্ত অর্থাৎ আত্মধর্ম্মানুশীলনকারী। ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত ভক্ত, ফলাকাঙ্ক্ষা সহিত ভক্ত। যাঁহার যেরূপ সাধন, তাঁহার সেইরূপ প্রাপ্তি। এই-ভাবেও প্রকৃতবস্তু প্রাপ্ত হইতে অনেক জন্ম দরকার হয়।

শাস্ত্রে ত্রিবিধ অধিকার বর্ণিত হইয়াছে—কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম। এই ভক্তগণ আবার ঐ তিন তিন * রকমের আছেন। তাহার মধ্যে 'বৈধীভক্তি', 'রাগানুগা' ও 'রাগাত্মিকা ভক্তি' সম্বন্ধতত্ত্বের সহিত প্রেমের তারতম্যানুযায়ী শাস্ত্র অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন ; যেমন—অম্বরীষাদি ভক্ত হইতে প্রহ্লাদের শ্রেষ্ঠতা ; প্রহ্লাদ হইতে পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতা ; পাণ্ডবগণ হইতে যাদবগণের শ্রেষ্ঠতা ; যাদবগণ হইতে উদ্ধবের শ্রেষ্ঠতা ; উদ্ধব ও লক্ষ্মীদেবী হইতেও শ্রীব্রজদেবিগণের শ্রেষ্ঠতা ; শ্রীব্রজদেবিগণ মধ্যে আবার শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রেষ্ঠতা।

'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি'। —শ্রুতি, সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রস স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। কে-ই বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা প্রদর্শন করিত, যদি সেই পরমতত্ত্ব আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন।

এই রসতত্ত্ব মুখ্য—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পাঁচ এবং গৌণ —হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়—এই সাত লইয়া মোট বার প্রকার **অভিধেয় তত্ত্ব** মধ্যে বর্ণন হইয়াছে। প্রতিটি রসের সঙ্গে অপর রসের অল্প-বিস্তর কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে।

---

* কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ মধ্যম-কনিষ্ঠ, উত্তম-কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ-মধ্যম, মধ্যম-মধ্যম, উত্তম-মধ্যম। উত্তম-কনিষ্ঠ, উত্তম-মধ্যম, উত্তম-উত্তম।—শ্রীভক্তিসন্দর্ভ।

সাধন ভক্তি

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—হে সনাতন! এখন সাধন ভক্তির লক্ষণসমূহ শ্রবণ কর। এই সাধন ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-মহাধন লাভ হয়। সাধ্য ভাব-ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকটিত—**সাধিত** হয়, তখন তাহার নাম 'সাধন ভক্তি'। অনুকূলভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ 'সাধন-ভক্তির' স্বরূপ-লক্ষণ। অন্যাভিলাষ ত্যাগ ও জ্ঞানকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ছেদনের দ্বারা সেই স্বরূপলক্ষণ প্রেমধন লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম—নিত্যসিদ্ধ বস্তু। কেবলমাত্র শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত চিত্তে তাহার উদয় সম্ভব। অতএব শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ক্রিয়াই প্রধানতঃ সাধন ভক্তি ; তাহা দুই প্রকার—(১) বৈধী (২) রাগানুগা। যাঁহাদের হৃদয়ে স্বাভাবিক রাগের উদয় হয় নাই, তাঁহাদের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজন প্রবৃত্তি হয়, তাহাই 'বৈধী ভক্তি।' বিষ্ণুই সর্ব্বদা স্মরণীয়, কখনই তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে হইবে না—এই দুইটী উপদেশকে কেন্দ্র করিয়াই শাস্ত্র বিধি ও নিষেধ দিয়াছেন। অসংখ্য বৈধীভক্তির মধ্যে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি।—(১) শ্রীগুরুপাদাশ্রয় (২) দীক্ষা অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষা, (৩) শ্রীগুরু সেবা, (৪) সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা ও জিজ্ঞাসা, (৫) সাধু-দিগের পথানুগমন, (৬) শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির জন্য নিজের ভোগ ত্যাগ, (৭) শ্রীকৃষ্ণ-তীর্থে বাস, (৮) যাহামাত্র পাইলে জীবন-নির্ব্বাহ হয়, সেই পরিমাণে প্রতিগ্রহ, (৯) একাদশীর উপবাস এবং (১০) ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্র-বৈষ্ণবের যথাযথ সম্মান—এই দশটি অঙ্গই ভজনের প্রারম্ভরূপ। (১১) সেবাপরাধ ও নামাপরাধকে দূরে বর্জ্জন, (১২) অবৈষ্ণবসঙ্গ ত্যাগ, (১৩) বহু শিষ্য না করা, (১৪) বহু গ্রন্থের, চতুঃষষ্টি কলা অভ্যাস এবং ব্যাখ্যাবাদ ত্যাগ, (১৫) হানিতে ও লাভে সমবুদ্ধি, (১৬) শোকাদির বশ না হওয়া, (১৭) অন্য দেবতা বা শাস্ত্রের অবজ্ঞা না করা, (১৮) বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দা না শুনা, (১৯) গ্রাম্যবার্ত্তা অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের ইন্দ্রিয় তর্পণমূলক গৃহবার্ত্তা না শুনা, (২০) প্রাণিমাত্রের মনে উদ্বেগ না জন্মান,—এই দশটি নিষেধ-লক্ষণ-অঙ্গ ব্যতিরেকভাবে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

এই কুড়িটি অঙ্গই ভজনমন্দিরের প্রবেশ দ্বার-স্বরূপ। তন্মধ্যে 'শ্রীগুরুপাদাশ্রয়', 'দীক্ষা' ও 'শ্রীগুরুসেবা'—এই তিনটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পূজন, (৫) বন্দন, (৬) পরিচর্য্যা, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য, (৯) আত্মনিবেদন, (১০) শ্রীবিগ্রহের অগ্রে নৃত্য, (১১) গীত, (১২) বিজ্ঞপ্তি, (১৩) দণ্ডবৎ প্রণাম, (১৪) অভ্যুত্থান অর্থাৎ ভগবান্ বা ভক্ত আসিতেছেন দেখিয়া দাঁড়ান, (১৫) অনুব্রজ্যা অর্থাৎ ভগবান্ বা ভক্ত যাত্রা করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া, (১৬) তীর্থে বা ভগবদ্ গৃহে গমন, (১৭) পরিক্রমা, (১৮) স্তবপাঠ, (১৯) জপ, (২০) সংকীর্ত্তন, (২১) ভগবৎ-প্রসাদী ধূপ ও মাল্যের গন্ধ গ্রহণ, (২২) মহাপ্রসাদ সেবন, (২৩) আরাত্রিক মহোৎসব দর্শন, (২৪) শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন (২৫) নিজ-প্রিয়বস্তু ভগবান্‌কে অর্পণ, (২৬) ধ্যান, (২৭) তদীয় সেবন অর্থাৎ—(ক) তুলসী প্রভৃতির সেবন, (২৮-খ) বৈষ্ণব-সেবন, (২৯-গ) মথুরায় বাস এবং (৩০ঘ) ভাগবতের আস্বাদন, (৩১) শ্রীকৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা, (৩২) তাঁহার কৃপা-প্রতীক্ষা, (৩৩) ভক্তগণের সহিত জন্মদিনাদির মহোৎসব, (৩৪) সর্ব্বপ্রকার শরণাপত্তি, (৩৫) কার্ত্তিকাদি ব্রত—এই পঁয়ত্রিশটী অঙ্গে আর চারিটী অঙ্গ যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ (১) দেহে বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ, (২) হরিনামাক্ষর ধারণ, (৩) নির্ম্মাল্য ধারণ, (৪) শ্রীচরণামৃত পান ;—এই চারিটী অর্চ্চনাদির অঙ্গের অন্তর্গত। এই চারিটী যোগে ৩৯টী অঙ্গ হয়। তাহাতে (১) সাধুসঙ্গ, (২) নামকীর্ত্তন, (৩) ভাগবত-শ্রবণ, (৪) মথুরাবাস, (৫) শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে শ্রীমূর্ত্তি সেবা। উনচল্লিশের [illegible]ঙ্গে এই পাঁচ যোগ হইলে ৪৪ অঙ্গ হয় এবং পূর্ব্বোক্ত ২০ একযো[illegible]৬৪ চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি যাজন শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কতকগুলি একেবারে পৃথক্, আর কতকগুলি মিশ্রভাবাপন্ন। চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শেষোক্ত পাঁচ প্রকারকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নিষ্ঠা সহকারে যে কোন এক অঙ্গ যাজন হইলেও প্রেমের উদয় হয়। আবার নব বিধা ভক্তির মধ্যে ১ শ্রবণে—পরীক্ষিৎ, ২ কীর্ত্তনে—শ্রীশুকদেব, ৩ স্মরণে—প্রহ্লাদ, ৪

পাদসেবনে—লক্ষ্মীদেবী, ৫ অর্চ্চনে—পৃথু মহারাজ, ৬ বন্দনে—অক্রূর, ৭ দাস্যে—হনুমান্, ৮ সখ্যে—অর্জ্জুন, ৯ আত্মনিবেদনে—বলি মহারাজ কৃষ্ণ পাদপদ্মলাভ করিয়াছেন। অম্বরীষাদি ভক্তগণ বহু বহু অঙ্গ-যাজন করিয়াছেন।*

একান্ত শরণাগত ভক্ত দেব-ঋষি-পিত্রাদির ঋণে ঋণী নহেন। তিনি বিধি-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন; নিষিদ্ধ পাপাচারে তাহার মন কখনও ধাবিত হয় না।। অজ্ঞানে দৈবাৎ যদি সাধকের কোন পাপ উদয় হয় তবে পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ কৃপাতেই তাঁহার সম্পূর্ণ পাপ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে সেই পাপ শোধন করিয়া থাকেন। জ্ঞান ও বৈরাগ্য কখনও আত্মধর্ম্ম ভক্তির অঙ্গ নহে; তাহাদিগকে ভক্তির অনুগামী পুত্রদ্বয় বলা যাইতে পারে; ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা শ্রেয়োলাভ হয় না। শুদ্ধভক্তে আনুষঙ্গিক ভাবেই অহিংসাদি গুণ বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োজন † তত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভু এক্ষণে প্রয়োজনতত্ত্ব মধ্যে রাগানুগা-ভক্তির বিষয় শ্রীসনাতনকে বলিতেছেন,—

"বৈধীভক্তি-সাধনের কহিলুঁ বিবরণ। রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ শুন, সনাতন॥ রাগাত্মিকাভক্তি—মুখ্যা ব্রজবাসীজনে। তার অনুগত ভক্তির 'রগানুগা'-নামে"। চৈঃ চঃ মঃ ২২। ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগাত্মিকা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও আবিষ্টতা তটস্থ-লক্ষণ। সেই রাগময়ী ভক্তির কথা শুনিয়া সুদুর্ল্লভ ভাগ্যবান্ ব্যক্তির তাহা অনুসরণ করিবার লোভ জন্মে। শ্রীব্রজবাসিগণের ভাবাদি মাধুর্য্য শ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে, তাহাই রাগানুগাভক্তির

---

* "এক অঙ্গ সাধে কেহো সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৬

† প্রয়োজন=প্র—যুজ+অনট্ ভা।

অধিকার প্রদান করিয়া থাকে ; বস্তুতঃ শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তির কারণ নহে। বস্তুতস্তু লোভ-প্রবর্ত্তিতং ····(রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা—১২ শ্লোক, প্রাণগো°গো°সং ৭৩ পৃঃ)।—বস্তুতঃ লোভ হেতু প্রবৃত্ত হইয়া বিধিমার্গাবলম্বনে সেবাকেই রাগমার্গ বলে এবং বিধি অর্থাৎ শাস্ত্র শাসনদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া বিধিমার্গানুসারে সেবা বিধিমার্গ নামে অভিহিত। বিধি বিনা শ্রীকৃষ্ণের সেবা কিন্তু নারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি" প্রমাণ হেতু উৎপাতের জন্যই হইয়া থাকে। রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধক-শরীরে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাখ্য ভক্তির আশ্রয় করিয়া ও সিদ্ধস্বরূপে নিত্য সেবনোপযোগী মানসদেহে তদনুরাগী ব্রজজনের আনুগত্যে সেবা করিয়া থাকেন। "নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া। নিরন্তর কৃষ্ণ ভজে অন্তর্মনা হৈয়া ॥" যদি শরীরের দ্বারা শ্রীব্রজবাস অসম্ভব হয় তবে,—"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি' মানি। তাহে তোমার পদদ্বয়, করাও যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥" এই মহাজন বাক্যানুসারে মানসদেহে শ্রীব্রজবাস ও সেবা করিতে হয়।

হে সনাতন ! এখন তোমাকে প্রয়োজনতত্ত্ব সাধ্যপ্রেম-ভক্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্থায়িভাব বা রতি প্রেমের তরল বা অঙ্কুরাবস্থা ; গাঢ় বা পরিপক্ক অবস্থার নামই '**প্রেম**'। তাহার ক্রমানুযায়ী এইরূপ হইয়া থাকে—প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজন ক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি এই পর্য্যন্ত সাধনভক্তি। তারপর ক্রমশঃ ভাবভক্তি ও পঞ্চম পুরুষার্থ **প্রেমভক্তি** উদিত হইয়া থাকে। যে সাধকের ভাবভক্তির বা প্রেমের অঙ্কুর উদিত হইয়াছে, তাঁহার এই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় ; যথা—(১) 'ক্ষান্তি' অর্থাৎ ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তে অক্ষোভতা, (২) 'অব্যর্থ-কালত্ব' অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন, (৩) 'বিরক্তি' অর্থাৎ জড়ে উদাসীন, (৪) 'মানশূন্যতা' অর্থাৎ দীন-হীনতা, (৫) 'আশাবন্ধ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি বিষয়ে দৃঢ় আশা, (৬) 'সমুৎকণ্ঠা' অর্থাৎ অভীষ্টলাভের জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা, (৭) সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনামগানে

স্বাভাবিকী রুচি, (৮) শ্রীকৃষ্ণগুণ বর্ণনে আসক্তি, ৯) শ্রীকৃষ্ণ বসতিস্থলে প্রীতি। প্রেমভক্তি আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণন করিয়া এখন প্রেমভক্তির কথা বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমিকের বাক্য, অনুষ্ঠান ও মুদ্রা বহু বহু ধুরন্ধর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণেরও অগম্য। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে জাতানুরাগ বশতঃ কখনও উন্মত্তের ন্যায় হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও নৃত্যগীতাদিসহ বিভোর হইয়া থাকেন। কোন প্রকারই লোকাপেক্ষা নাই। সেই প্রেমের গাঢ়ত্বের তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। প্রেম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া—স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন ইক্ষুদণ্ড হইতে—রস, রস—গুড়, গুড়—চিনি, চিনি হইতে সিতামিছরী, সিতামিছরী—শুদ্ধ মিছরী ইত্যাদির ক্রমিক তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিকার ভেদে রতি পাঁচ প্রকার—(১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য, (৫) মধুর। এই পঞ্চরসেই শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন। **অপ্রাকৃত** রতিকেই 'স্থায়িভাব' বলে। সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটি মিলিত হইলেই রসোদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিতে স্থায়িভাবে ঐ সকল সামগ্রী সংযুক্ত হইলে "কৃষ্ণভক্তিরস" হয়। স্থায়িভাবই রসোদ্দীপন কার্য্যে মূলাধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটী সামগ্রী সংযোজিত হয়। স্থায়িভাবই রসের 'মূল'। বিভাবই রসের 'হেতু'; অনুভাবই রসের 'কার্য্য'; সাত্ত্বিকভাবও রসের কার্য্যবিশেষ এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব-সকলই রসের 'সহায়'; বিভাব দুই প্রকারে বিভক্ত—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। আলম্বন দুই প্রকার—'বিষয়' ও 'আশ্রয়'। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরসে ভক্তই 'আশ্রয়', কৃষ্ণই 'বিষয়' এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণগণই উদ্দীপন।

অনুভাব ত্রয়োদশ প্রকার—১ নৃত্য, ২ বিলুঠিত, ৩ গীত, ৪ ক্রোশন, ৫ তনু-মোটন, ৬ হুঙ্কার, ৭ জৃম্ভন, ৮ শ্বাসবৃদ্ধি, ৯ লোকাপেক্ষা-ত্যাগ, ১০ লালাস্রাব, ১১ অট্টহাস, ১২ উদ্ঘূর্ণা, ১৩ হিক্কা। একইকালে সমস্ত লক্ষণ উদিত হয় না, রসের কার্য্য যেরূপ হইতে থাকে, সেইরূপ কোন কোন লক্ষণ সময় সময় উদিত হয়।

সাত্ত্বিকবিকার আট প্রকার—১ স্তম্ভ, ২ স্বেদ, ৩ রোমাঞ্চ ৪ স্বরভঙ্গ, ৫ বেপথু, ৬ বৈবর্ণ্য, ৭ অশ্রু, ৮ প্রলয়।

ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব তেত্রিশ প্রকার ; যথা—১ নির্ব্বেদ, ২ বিষাদ, ৩ দৈন্য, ৪ গ্লানি, ৫ শ্রম, ৬ মদ, ৭ গর্ব্ব, ৮ শঙ্কা, ৯ ত্রাস, ১০ আবেগ, ১১ উন্মাদ, ১২ অপস্মার, ১৩ ব্যাধি, ১৪ মোহ, ১৫ মৃত্যু, ১৬ আলস্য, ১৭ জাড্য, ১৮ ব্রীড়া, ১৯ অবহিত্থা, ২০ স্মৃতি, ২১ বিতর্ক, ২২ চিন্তা, ২৩ মতি, ২৪ ধৃতি, ২৫ হর্ষ, ২৬ ঔৎসুক্য, ২৭ ঔগ্র্য, ২৮ অমর্ষ, ২৯ অসূয়া, ৩০ চাপল্য, ৩১ নিদ্রা, ৩২ সুপ্তি, ৩৩ প্রবোধ।

'ভাব'রূপ অলঙ্কার বিশ প্রকার ; যথা—(ক) অঙ্গজ—১ ভাব, ২ হাব, ৩ হেলা ; খ) অযত্নজ—৪ শোভা, ৫ কান্তি, ৬ দীপ্তি, ৭ মাধুর্য্য, ৮ প্রগল্‌ভতা, ৯ ঔদার্য্য, ১০ ধৈর্য্য ; (গ) স্বভাবজ—১১ লীলা, ১২ বিলাস, ১৩ বিচ্ছিত্তি, ১৪ বিভ্রম, ১৫ কিলকিঞ্চিত, ১৬ মোট্টায়তি, ১৭ কুট্টমিত, ১৮ বিব্বোক, ১৯ ললিত, ২০ বিকৃতি।

শান্তরসে 'রতি' বৃদ্ধি পাইয়া 'প্রেম' পর্য্যন্ত সীমা লাভ করে। দাস্যরসে 'দাস্যরতি' স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধিলাভ করে। সখ্যরসে 'সখ্যরতি' স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বাৎসল্যরসে 'বাৎসল্য-রতি' স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত উন্নত হয়। বিশেষত্ব এই যে, সখ্যরসাশ্রিত হইয়াও শ্রীসুবল প্রভৃতির সখ্যরতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ অনুরাগ ও ভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান হয়। মধুর রসে 'মধুররতি' স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রূঢ় ও অধিরূঢ়-মহাভাব কেবলমাত্র মধুর রসেই বর্ত্তমান। দ্বারকায় 'রূঢ়' এবং গোকুলেই কেবল 'অধিরূঢ়'-ভাব দৃষ্ট হয়। অধিরূঢ় মহাভাব দ্বিবিধ—(১) সম্ভোগে মাদন, (২) বিরহে মোহন। মাদন ও মোহনে নানা প্রকার ভাব বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়। বিপ্রলম্ভে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থা দৃষ্ট হয়। সম্ভোগ—সংখ্যাতীত। বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—(১) পূর্ব্বরাগ, (২) প্রবাস, (৩) মান ও (৪) প্রেমবৈচিত্ত্য। তন্মধ্যে

প্রথম তিনটী শ্রীরাধিকাদি গোপীগণে প্রকাশিত। চতুর্থটী শ্রীদ্বারকায় মহিষীগণে প্রসিদ্ধ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই—নায়কশিরোমণি এবং শ্রীরাধা—নায়িকা শিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণে অসংখ্য গুণরাশি মধ্যে ৬৪টী সদ্‌গুণ প্রধান। শ্রীরাধার যে ২৫টী গুণ আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করে। এই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরস একমাত্র অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তগণই আস্বাদন করিতে অধিকারী। অভক্ত-গণ কোন প্রকারেই অধিকারী নহে। মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীমতী রাধিকার প্রেমই উন্নত উজ্জ্বল। এই প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় যখন একীভূত হন, তখনই অচিন্ত্য তত্ত্বরূপে শ্রীগৌরহরি (শ্রীগৌরী = শ্রীরাধা, শ্রীহরি = শ্রীকৃষ্ণ) আবির্ভূত হন।* যথা—শ্রীজীবপাদ—"শক্তিশক্তিমতোরভেদ-ভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ।" মাথুর বিরহিনী শ্রীমতী রাধারাণী দূতীকে বলিতেছেন,—"পহিলেহি ভাব নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥ **ন সো রমণ, ন হাম রমণী। তুঁহু দোহা পেখল মরম জানি॥** রে সখি! না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন। তুঁহু দোহা মিলনে মধ্যত **পঞ্চবাণ**॥"†

আচার্য্যপদে স্থাপন

এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনতত্ত্বের কথা শ্রবণ করাইয়া বলিলেন—সনাতন! তোমার ভ্রাতা শ্রীরূপকে আমি পূর্ব্বে প্রয়াগ দশাশ্বমেধঘাটে শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীকৃষ্ণরসের কথা বলিয়াছি। তোমার উপর আমি চারিটী কার্য্যের ভার প্রদান করিতেছি, তা' মধ্যে প্রথমটী—জগতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তস্থাপন, দ্বিতীয়টী—শ্রীমথুরামণ্ডলে লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ও স্থান নিরূপণ, তৃতীয়টী—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রকটন, চতুর্থ—বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্ত্তন ও প্রচার। যুক্ত বৈরাগ্য জীবের কাম্য ও

---

* "শ্রীগৌরহরি"—নাম, শ্রীঅনন্ত সংহিতা দ্রষ্টব্য।

† পঞ্চবাণ = দ্রবণ, ক্ষোভন, আকর্ষণ, বশীকরণ, স্রাবণ।

সাধ্য, ফল্গু বৈরাগ্য সর্বথা পরিত্যজ্য। জগৎকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্যবহার করিলে যুক্ত বৈরাগ্য হয়। জগৎকে মায়াময় মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার উপকরণকেও অনিত্য মায়াময়-জ্ঞানে পরিহার করিলে তাহা শুষ্ক বৈরাগ্য হয়।

শ্রীসনাতন পুনরায় প্রশ্ন করিয়া মৌষললীলা, কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান, কেশাবতার, মহিষীহরণ প্রভৃতির প্রকৃত তাৎপর্য্য ও শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্তসমূহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিলেন এবং অতিশয় দৈন্যভরে নিবেদন করিলেন—হে প্রভো! ব্রহ্মাদিরও অগম্য বিষয় আমাকে শ্রবণ করাইলে; যদি আমাদ্বারা আপনার অভিলাষ পূরণ হয় তবে, শ্রীচরণকমল মস্তকে ধারণ করিয়া শক্তি দান করুন। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরহরি তখন শ্রীসনাতনের মস্তকে হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—**"তোমার এই সকল সিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তি লাভ করুক।"**

পুনরায় শ্রীসনাতনের প্রার্থনানুযায়ী "আত্মারামশ্চ"-শ্লোকের একষষ্টিপ্রকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাধু-সঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন; এবং বৈষ্ণব স্মৃতি-সঙ্কলনের সূত্র দিগ্‌দর্শন করিয়া বলিলেন—"তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে সেই বিষয়ে ঠিক্ ঠিক্ স্ফূর্ত্তি করাইবেন।" এই হইল 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'গ্রন্থের প্রথম সূত্রপাত। সাত্বত পুরাণ স্মৃতিগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন জন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে সকল সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ,—চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩২৪—৩৩৯।

সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপদাশ্রয়, শ্রীগুরুর লক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, উভয়ের পরীক্ষা, সেব্য-নিরূপণ, সর্ব্বমন্ত্র-বিচারণ, মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্রসিদ্ধ্যাদি, শোধন, দীক্ষা, প্রাতঃ-স্মৃতি, প্রাতঃকৃত্য, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাবন্দন, তান্ত্রিকী সন্ধ্যা, গুরুসেবা, উর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ, চক্রাদি (মুদ্রা-) ধারণ, গোপীচন্দনধারণ, কৃষ্ণার্পিত-মাল্যধারণ, তুলসী-আহরণ, বস্ত্রসংস্কার, পীঠসংস্কার, গৃহসংস্কার, কৃষ্ণপ্রবোধন, পঞ্চোপচার, ষোড়শোপচার, পঞ্চাশোপচার, দশোপচার, চতুঃষষ্টি-উপচার, পঞ্চকাল, পূজা-আরাত্রিক নীরাজানাদি, শ্রীকৃষ্ণের ভোজন, শ্রীকৃষ্ণের শয়ন, শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ, শ্রীশালগ্রামলক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন, শ্রীনামমহিমা,

নামাপরাধবর্জ্জন, বৈষ্ণবলক্ষণ, সেবাপরাধখণ্ডন, শঙ্খ-জল গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি লক্ষণ, জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দনা, পুরশ্চরণ বিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন, অনিবেদিত দ্রব্যত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি-বর্জ্জন, সাধুলক্ষণ সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, অসৎসঙ্গত্যাগ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, দিনকৃত্য পক্ষকৃত্য, মাসকৃত্য, একাদশী প্রভৃতির বিবরণ জন্মাষ্টমীপালনবিধিবিচার, শ্রীএকাদশী, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীবামনদ্বাদশী, শ্রীরামনবমী, শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রত, বিদ্ধাতিথি পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধাতিথির আরাধন, অকরণে দোষ ও পালনে ভক্তিলাভ, শ্রীমূর্ত্তির প্রাকট্য ও শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা, সামান্য সদাচার ও বৈষ্ণবসদাচার, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচার, স্মার্ত্ত-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দচিত্তে শ্রীসনাতন বলিলেন—"আপনি ঈশ্বর : আপনি যাহা করাইবেন, তাহাই সিদ্ধ হইবে।"

এইরূপে—দুইমাস কাল প্রভুর শ্রীকাশীধামে অবস্থান হইল।

সব কাশীবাসী করে নাম সংকীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে, নাচে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসীপুরী প্রভু করিলা নিস্তার ॥—চৈঃ চঃ মঃ ২৫

তথা হইতে শ্রীগৌরসুন্দর একে একে সকল ভক্তকে বিদায় দান করিয়া স্বয়ং একাকী ঝারিখণ্ড-পথে শ্রীনীলাচলে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং শ্রীল সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের নিকট গমনার্থ আজ্ঞা করিলেন। সেই সময়ই পরমকরুণ শ্রীগৌরহরি দীনবন্ধু, কাঙ্গালের ঠাকুর অতি দয়ার্দ্রচিত্তে করুণার্দ্র স্বরে শ্রীসনাতনকে বলিলেন—

"কাঁথা – করঙ্গিয়া মোর, কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তাঁদের করিহ পালন ॥"—চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৭৬

সেই প্রভুর কৃপাদেশস্বরূপ স্রোত প্রবাহ অদ্যাপিও চলিতেছে ; কিন্তু দয়াময় প্রভুর কথা বিস্মরণ হইয়া যাইতেছে, ইহার অধিক মহান্ পরিতাপের কথা আর কি হইতে পারে ?

এদিকে শ্রীসনাতন রাজপথে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন ; আর শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম শ্রীসনাতনের অন্বেষণে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীপ্রয়াগে আগমন করিলেন। কিন্তু উভয়ের রাস্তা পৃথক্ হওয়ায় কাহারও সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইল না। শ্রীল সনাতন শ্রীব্রজে আগমন করিলে পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরিত শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে দেখা হইল ; কিন্তু পূর্ব্ব-আশ্রমের স্মৃতির প্রতি উদাসীন হইয়া শ্রীল সনাতন মহাবিরক্ত অবস্থায় শ্রীব্রজবনের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে অহর্নিশ যাপন করিতে লাগিলেন।

"শ্রীমথুরা-মহাত্ম্য" শাস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া লুপ্ততীর্থ-সমূহ নির্ণয় করিতে থাকিলেন।

মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রমেন বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে, প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রি দিনে ॥
মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈলা বনেতে ভ্রমিয়া ॥ —চৈঃ চঃ মঃ ২৫।২০৭-৮

শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম কাশীতে আসিয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীতপন মিশ্রের নিকট শ্রীশ্রীসনাতন শিক্ষা ও কাশীর মায়বাদী সন্ন্যাসিগণের উদ্ধারের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। শ্রীরূপ একপক্ষকাল কাশীতে অবস্থান করত শ্রীঅনুপম সহ শ্রীগৌড়দেশ হইয়া শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন এবং তথায় দোলযাত্রা পর্য্যন্ত অবস্থান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার আদেশ ও শ্রীল সনাতনকে শ্রীনীলাচলে প্রেরণার্থ আজ্ঞা করিলেন।

শ্রীনীলাচলে শ্রীল সনাতন

শ্রীরূপ নীলাচল হইতে যখন গৌড়ে আগমন করিলেন, তখন শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঝারিখণ্ড-বনপথে একাকী উৎকট বৈরাগ্য করিতে করিতে

শ্রীপুরীধামে আসিয়া পৌঁছিলেন। অনাহার, অনিয়মে শরীরে খোস-পাঁচড়া হইল, তাহা কণ্ডূয়ন কালে রস বাহির হইত দেখিয়া অত্যন্ত নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্প করিলেন,—"নির্ব্বেদ হইল পথে, করেন বিচার। নীচজাতি, দেহ মোর —অত্যন্ত অসার॥ জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইমু। প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিমু॥ মন্দির নিকটে শুনি' তাঁর বাসা স্থিতি। মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি॥ জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য অনুরোধে। তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হ'বে অপরাধে॥ তা'তে যদি এই দেহ ভাল স্থানে দিয়ে। দুঃখ শান্তি হয়, আর সদ্‌গতি পাইয়ে॥ জগন্নাথ রথ-যাত্রায় হইবেন বাহির। তাঁ'র রথ চাকায় ছাড়িমু এই শরীর॥ মহাপ্রভুর আগে আর দেখি' জগন্নাথ। রথে দেহ ছাড়িমু,—এই পরম-পুরুষার্থ॥" চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬—১২

এই সঙ্কল্প লইয়া শ্রীল সনাতন শ্রীনীলাচলে আসিয়া ঠাকুর শ্রীল হরিদাসের ভজন স্থান খুঁজিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন, এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শন জন্য খুবই ব্যাকুল হইলেন, ঠাকুর শ্রীল হরিদাস বলিলেন—প্রভু শীঘ্রই আগমন করিবেন। ইতিমধ্যে শ্রীজগন্নাথের উপলভোগ দর্শন করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীহরিদাস কুটিরে আগমন করিয়া শ্রীসনাতনকে দেখিয়া আনন্দচিত্তে আলিঙ্গন দান জন্য অগ্রসর হইলে শ্রীসনাতন অতি দৈন্যভরে বলিলেন,—"মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, পড়োঁ তোমার পায়। একে নীচজাতি অধম, আর কণ্ডূরসা গায়।"—চৈঃ চঃ অঃ ৪।২০

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলপূর্ব্বক অন্তরঙ্গ পার্ষদবর শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন দান করিলেন এবং সকল ভক্তের সঙ্গে পরিচয় করাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে ব্রজবাসিগণের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শ্রীরূপের গৌড়ে গমন ও শ্রীঅনুপমের ৺গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা জানাইলেন। শ্রীসনাতন অতি দৈন্যভরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপমের বাল্যকাল হইতেই শ্রীরামনিষ্ঠার কথা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া উভয়ের জন্য শ্রীগোবিন্দের দ্বারা শ্রীমহাপ্রসাদ প্রেরণ করিলেন। শ্রীল সনাতন অতি

দৈন্য ভরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিতেন না। শ্রীমন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতিদিন শ্রীল হরিদাস ও শ্রীল সনাতনের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীকৃষ্ণকথা আলোচনা করিতেন। একদিন অন্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনের পূর্ব্ব সঙ্কল্পের কথা অতি ভঙ্গীর সহিত বলিতে লাগিলেন।

"সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে। কোটি-দেহ ক্ষণেকে ত ছাড়িতে পারিয়ে॥ দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে। কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের কোন উপায় নাহি, '**ভক্তি**' বিনে॥ দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম। তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥ 'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়'। প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥ দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম—পাতক কারণ। সাধক না পায় তা'তে কৃষ্ণের চরণ॥ প্রেমীভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে। প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পায় মরিতে॥ গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন। তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥ কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন। অচিরাৎ পা'বে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন॥ নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য। সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন, ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥ দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্। কুলীন্, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥ ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। '**কৃষ্ণপ্রেম**', '**কৃষ্ণ**' দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় **প্রেমধন॥**"—চৈঃ চঃ অঃ ৪।৫৫-৭১।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্যামীরূপে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীসনাতন একেবারে অত্যাশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং দেহত্যাগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সর্ব্বজ্ঞ, কৃপালু তুমি—ঈশ্বর স্বতন্ত্র। যৈছে নাচাও তৈছে নাচি,—যেমন কাষ্ঠযন্ত্র॥ নীচ, অধম, পামর মুঞি, পামর-স্বভাব। মোরে জিয়াইলে তোমার কিবা হ'বে লাভ?॥—চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭৪—৭৫

এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"তোমার দেহ—মোর নিজধন। তুমি মোরে কৈরাছ আত্মসমর্পণ॥ পরের

দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে ? ধর্ম্মাধর্ম্ম—বিচার কিবা না পার করিতে ?॥ তোমার শরীর মোর প্রধান 'সাধন'। এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥ ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার। বৈষ্ণবের কৃত্য, আর বৈষ্ণব আচার॥ কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমসেবাপ্রবর্ত্তন। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ॥ নিজ প্রিয়স্থান মোর—শ্রীমথুরা-বৃন্দাবন। তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥ মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে। তাঁহা 'ধর্ম্ম' শিখাইতে নাহি নিজ বলে॥ এত সব কর্ম্ম আমি যে-দেহে করিমু। তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিমু ?॥"—চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭৬-৮৩

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমতঃ "শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত" রচনা করাইয়া ভক্ত, ভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ; দ্বিতীয়তঃ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' সংগ্রহ করাইয়া বৈষ্ণবের কৃত্য ও আচারাদি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তৃতীয়তঃ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর অদ্ভুত অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহের সেবা এবং আদর্শ ভজনানন্দময় চরিত্রদ্বারা (মানসে) শ্রীব্রজ-ভজন প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন ; চতুর্থতঃ কুণ্ডাদি লুপ্ত তীর্থসমূহের উদ্ধার এবং তাঁহার বৈরাগ্যযুগ্‌ ভক্তির সময় আদর্শ-বৈষ্ণব জীবনের দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুসরণীয় বিরক্ত জীবন-যাপন শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অনুতাপের বিষয় যে, কাল প্রভাবে আজ যেই পতিতপাবন গোস্বামিগণের পরিচয়ে পরিচিত হইবার লালসা মাত্রই চিহ্ন-স্মৃতি রহিয়াছে। কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ বিপরীত গতির স্রোতের আঘাতে সরল ধর্ম্মানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে অসহনীয় মর্ম্ম-বেদনা উপস্থিত করিয়াছে। ধর্ম্মব্যবসায় হিসাবেই **সনাতন ধর্ম্মকে** কলঙ্কিত করিবার প্রয়াসই প্রবলতমরূপে দেখা দিয়াছে। ইহার জন্য মানববিচারে সমাজের নেতৃত্ব করিবার উদ্ভট আকাঙ্ক্ষা যাঁহাদের অধিক, তাঁহারাই—শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ ও শ্রীগোস্বামিপাদগণ সহ সপরিকর শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণে কি দায়ী নহেন ?

শ্রীমথুরা-বৃন্দাবন—শ্রীগৌরসুন্দরের অতি প্রিয়ভূমি ; শ্রীসনাতনকে সেই

ভূমিতে অবস্থান করাইয়া মহাপ্রভু তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ প্রচার করিবার বাসনা করেন। শ্রীসনাতন তখন স্তুতি করিলেন—"কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়। আপনে না জানে, পুতলী কিবা গায়॥ যা'রে যৈছে নাচাও, সে তৈছে করে নর্ত্তনে। কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহ নাহি জানে॥"

—শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৮৫-৮৬

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের দেহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু চলিয়া গেলে শ্রীহরিদাস শ্রীসনাতনের সৌভাগ্যের কথা স্বাভাবিক দৈন্যের সহিত বলিলেন,—

"আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারত-ভূমিতে জন্মি' এই দেহ ব্যর্থ হৈল॥"—চৈঃ চঃ অঃ ৪।৯৮।

শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের এই দৈন্যোক্তি শুনিয়া তখন শ্রীল সনাতন বলিলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর গণে আপনি শ্রেষ্ঠ, মহাভাগ্যবান্। শুদ্ধ-নাম-কীর্ত্তন প্রচারের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার, তাহাই তাঁহার নিজকার্য্য। আপনি প্রত্যহ অপতিতভাবে তিন লক্ষ শুদ্ধ শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া আচার মুখে প্রভুর মনোভীষ্ট শ্রীনাম মহিমা প্রচার করিতেছেন।

"আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার। প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥ 'আচার', 'প্রচার'—নামের করহ দুই কার্য্য। তুমি—সর্ব্ব-গুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥"—চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০২-১০৩

ক্রমে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় হইলে গৌড়দেশ হইতে বৈষ্ণব-ভক্তগণ আগমন করিলেন। রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত নৃত্য-কীর্ত্তন দর্শনে শ্রীসনাতন চমৎকৃত হইলেন। চাতুর্ম্মাস্যকালে গৌড়ীয়া ও উড়িয়া ভক্তগণ একত্র হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলের সহিত শ্রীসনাতনের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

"সদ্গুণে, পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয়—সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন॥" —চৈঃ চঃ অঃ ৪।১১২

শ্রীল পণ্ডিত গদাধরের নিমন্ত্রণ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ গৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীল সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অবস্থান করিলেন। গ্রীষ্মকালে একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীযমেশ্বর শিবের বাগানে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা গ্রহণের অঙ্গীকার করিয়া শ্রীল সনাতনকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ পাইয়া আনন্দের আর সীমা নাই। ঠিক্ মধ্যাহ্নকালে ভীষণ উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া সমুদ্রের কিনারে কিনারে শ্রীসনাতন যমেশ্বর বাগানে গিয়া উপস্থিত; কিন্তু নগ্নপদে যাওয়ায় কোমল পায়ে ফোস্‌কা পড়িয়া গিয়াছে; তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন ও প্রসাদ পাইবেন, এই আনন্দে বিভোর থাকায় শারীরিক ক্লেশের কথা কিছুই মনেও হয় নাই। "বৈষ্ণবের দেখ যত ব্যবহারিক দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দ সুখ॥" যাহা হউক—শ্রীগোবিন্দ শ্রীসনাতনকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ দিলে, মহানন্দ আবেশের সহিত প্রসাদ সম্মান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রাম-স্থানের নিকট শ্রীল সনাতন উপস্থিত হইলে পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসনাতন বলিলেন—সিংহদ্বারের পথে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ সেবাকার্য্য জন্য যাতায়াত করেন, যদি আমার স্পর্শ হয় তবে আমার মহান্ অপরাধ হইবে, এজন্য সমুদ্রপথে আসিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু হায়! হায়! করিয়া বলিলেন—তোমার পদতলে উত্তপ্ত বালুকা স্পর্শে ব্রণ হইয়াছে, তাই চলিতে পারিতেছ না। "যখন ভগবানের সুখের প্রতি ভক্তের এইরূপ অভিনিবেশ হয়, তখন দেহস্মৃতি রহিত হয়; কিন্তু ভক্তের দেহের ক্লেশ ভগবানের অনুভব হয়।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের প্রতি অতীব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—"যদ্যপিও তুমি হও জগৎ পাবন। তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ॥ তথাপি ভক্তস্বভাব—মর্য্যাদা রক্ষণ। মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥ মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস। ইহলোক, পরলোক—দুই হয় নাশ॥ মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন। তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন॥"—চৈঃ চঃ অঃ ৪।১২৯-৩২

এই বলিয়া শ্রীগৌরহরি জোরপূর্ব্বক শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন দান করিয়া

অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শ্রীসনাতন নিজে সঙ্কোচবোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রভুর সুখেচ্ছাই প্রবল জানিয়া নীরব রহিলেন।

পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীসনাতন

এইরূপে একদিন শ্রীল সনাতন পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দের সহিত শ্রীহরিকথা আলাপের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার এই ঘৃণ্য দেহ রথাগ্রে বিসর্জ্জন করিবার জন্য আসিয়াছিলাম; কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় তাহা হইল না। পরন্তু প্রভু পুনঃ পুনঃ আমাকে আলিঙ্গন করায় আমি কঠিনতম অপরাধে পড়িতেছি, এখন কি উপায় করি, তাহা নির্দ্ধারণ করুন। তাহার উত্তরে পণ্ডিত জগদানন্দ বলিলেন—"আপনি শ্রীরথযাত্রা দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করুন।" শ্রীসনাতন এই পরামর্শই উত্তম বিচার করিয়া বলিলেন—সত্যই শ্রীবৃন্দাবন আমার 'প্রভু-দত্ত দেশ,' আমি তথাই যাইব। আপনারা সকলে আমায় কৃপা করুন।

আবার একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থানে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীল সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন. সনাতন পুনঃ পুনঃ দূরে চলিয়া যাইতে থাকিলে শ্রীমন্মহা-প্রভু সজোরে ধরিয়া আনিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তখন শ্রীসনাতন নিরুপায় হইয়া দৈন্য সহকারে বলিতে লাগিলেন,—আমি যে হিতের জন্য এখানে আসি-লাম, এখন তাহার বিপরীত হইল। আমার এই ঘৃণ্য পাপময় অস্পৃশ্য দেহকে আপনি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন দেওয়ায় সেই অপরাধে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি কি উপায় করি। আমায় আজ্ঞা করুণ আমি শ্রীরথযাত্রা দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাই। পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দজিকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও আমাকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইবার উপদেশদানে কৃতার্থ করিয়াছেন। এইকথা শ্রবণমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দকে ভৎ´সনা করিতে লাগিলেন যে—কালিকার পড়ুয়া জগা'র এত গর্ব্ব হইয়াছে যে, তোমার মত বিজ্ঞ, প্রাচীন ব্যক্তিকেও

উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছে ! তুমি ব্যবহারে ও পরমার্থে তাহার গুরুতুল্য, এমন কি আমারও উপদেষ্টার যোগ্য তুমি, আর তোমার সহিত বালব্যবহার !! শ্রীল সনাতন তখন শ্রীজগদানন্দের মহাভাগ্যের কথা বলিতে লাগিলেন— "জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা সুধারস। মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি নিম্ব-নিশিন্দারস" আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান। মোর অভাগ্য, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্" ॥—চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৬৩-৬৪। শ্রীগৌরসুন্দর একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—আমি সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টি। চন্দনে ও পঙ্কে একই প্রকার জ্ঞান। তোমার দেহে তুমি ঘৃণ্য জ্ঞান করিতে পার, কিন্তু তোমার অপ্রাকৃত দেহ আমার অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞানে আমি আলিঙ্গন করিয়া সুখলাভ করি। ভক্তের দেহ, ইন্দ্রিয় সবই অপ্রাকৃত। তাহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। তাহার পর বালকতুল্য শ্রীজগদানন্দ তোমার মত প্রবীণের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করায় তাহাও আমার অসহনীয়। পিতা-মাতা কখনও সন্তানের লাল্যামেধ্যকে ঘৃণ্য বুদ্ধি করেন না। তাঁহাদের মমতাধিক্য হেতু সন্তানের প্রতি ঘৃণা জন্মে না। সেইরূপ তোমার প্রতি আমার মমতা-বুদ্ধি থাকায় তোমার কণ্ডুরসার ক্লেদও আমার নিকট ঘৃণার বস্তু নহে। তখন শ্রীল হরিদাস ও শ্রীল সনাতন বলিলেন,—

"আমা-সব অধমে যে কৈরাছ অঙ্গীকার।
দীন-দয়ালু-গুণ তোমার তাহাতে প্রচার ॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৮২

ভাবনিধি শ্রীগৌরহরি বলিলেন—শ্রীসনাতনের শ্রীঅঙ্গ হইতে অপ্রাকৃত চন্দন, কর্পূর, কস্তুরী ও কুঙ্কুম মিশ্রিত সুগন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ সর্ব্বদা আমি পাই। "দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥" এই বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"সনাতন ! তুমি মনে কষ্ট করিও না। এই বৎসর আমার সহিত অবস্থান কর। পরের বৎসর তোমাকে শ্রীবৃন্দা-

বনে পাঠাইব।” অতঃপর পুনরায় আলিঙ্গন দান করিলেন, তাহাতে শ্রীসনাতনের শ্রীঅঙ্গের সমস্ত ব্যাধি দূর হইয়া সুবর্ণকান্তি প্রকাশিত হইল।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল সনাতন

শ্রীসনাতন, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিত নীলাচলে অবস্থান করিয়া নিরন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণকথার সংলাপ ও দর্শনানন্দে নিমগ্ন থাকিলেন। দোলযাত্রার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। বিদায়-কালে ভক্ত ও ভগবানের হৃদয়ে যে কি বিরহ-দুঃখ উদয় হইল, তাহা কে বর্ণন করিতে পারে? শ্রীমন্মহাপ্রভু যে পথে পূর্ব্বে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্যকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন; তাহা ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে লিখিয়া লইয়া সেই পথেই যাত্রা করিলেন। পথ চলিতে চলিতে প্রভুর লীলাস্থান সমূহ দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইতেন। এইরূপে শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। এই সময় শ্রীরূপও প্রায় এক বৎসর পর শ্রীগৌড়দেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। (শ্রীরূপ গোস্বামী—প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। দুই ভাই ব্রজবাস করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চতুর্ব্বিধ আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। নানা দেশ হইতে নানা শাস্ত্র আনয়ন করিয়া তদ্দৃষ্টে লুপ্ততীর্থ সমূহ উদ্ধার করিলেন।

পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশে সেই সময় শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীল সনাতনের সহিত দুই মাস কাল অবস্থান করিয়া শ্রীব্রজধাম দর্শনাদি করিয়াছিলেন। আসিবার কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া দিলেন—“শ্রীগোপাল দর্শনের জন্য শ্রীগোবর্দ্ধনে চড়িবে না—কারণ, শ্রীগোবর্দ্ধনই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। আর ব্রজে গিয়া চিরকাল অবস্থান করিবে না—কারণ, শ্রীব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক প্রেমের কথা বুঝিতে না পারিলে তাঁহাদের শ্রীচরণে ঘোরতর অপরাধ হইবে। আর আমি শীঘ্রই আসিতেছি, শ্রীসনাতনকে আমার জন্য স্থান করিতে বলিবে।” কিন্তু প্রভু আর আসিলেন না। শ্রীল সনাতন শ্রীব্রজবাসী গৃহে

মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন আর শ্রীল জগদানন্দ দেবালয়ে পাক করিতেন। একদিন শ্রীজগদানন্দ শ্রীসনাতনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সনাতন 'মুকুন্দ সরস্বতী' —নামক এক সন্ন্যাসীর বস্ত্র মস্তকে ধারণ করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে উপস্থিত হইলে ঐ বস্ত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনে করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন এবং ঐ বস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় যখন শ্রীসনাতন অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন,— তখন শ্রীজগদানন্দের ক্রোধ দেখে কে ? ওরে বাপ রে—বাপ ! একেবারে সেই রান্নার হাঁড়ী লইয়া তাড়া আর "এঁ্যা, এঁ্যা, তুমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ হইয়া এইরূপ আচরণ কর।" বলিয়া ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সনাতনের নিমন্ত্রণ খাওয়া ত' মাথায় উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"পণ্ডিতজী ! শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যে তোমার নিষ্কপট প্রেম, তাহাই দর্শনের জন্য আজ আমার এই কার্য্য। বৈদিক সন্ন্যাসিগণের গৈরিক-বসন * নিষ্কিঞ্চনগণের ধারণ করিতে নাই। এই বস্ত্র কোন প্রবাসীকে দিয়া দিতেছি।" তখন পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দজী মহারাজ শান্ত হইলেন।

শ্রীল জগদানন্দ যখন পুনঃ শ্রীনীলাচলাভিমুখে আসিতে ইচ্ছুক হইলেন ; তখন শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য—শ্রীরাসস্থলীর বালু, শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা, শুষ্ক, পক্ক পীলু-ফল, গুঞ্জামালা প্রভৃতি শ্রীব্রজের অপ্রাকৃত দ্রব্যসমূহ অনুরাগ ভরে প্রদান করিলেন ; এবং দ্বাদশাদিত্যটীলাতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থানের বাসস্থান নির্ব্বাচন করিলেন। তাহাও শ্রীজগদানন্দকে বলিয়াছিলেন।

এদিকে শ্রীতপন মিশ্রের শ্রীকাশীধাম প্রাপ্তির পর তাঁহার আত্মজ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট অত্যন্ত উদাসীন হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইলে, প্রভু তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট শ্রীনীলাচলে প্রভুর নিকট

---

* সনাতন গোস্বামির উক্তিতে রক্তবস্ত্র আছে ; কিন্তু রাতুল-বসন অর্থে গৈরিক বসন, যাহা সন্ন্যাসিগণ ধারণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সন্ন্যাস লীলায় সেই রংএর বস্ত্রই পরিধান করিতেন। তাই জগদানন্দের ঐরূপ ধারণা হইয়াছিল। (রক্তবস্ত্র—লাল রংএর বস্ত্র শাক্তগণ ধারণ করেন)।

আট মাস ছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অনুজ শ্রীবল্লভের আত্মজ পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ও আজ্ঞানুযায়ী শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামি-প্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরহ ব্যথিত হৃদয়ে শ্রীপুরুষোত্তম ধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনদ্বয় তাঁহাকে নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় নিজেদের নিকটে রাখিলেন। এইরূপে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি প্রভুও আসিয়া মিলিত হইলেন। * "জয় শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন। যাঁহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ॥ এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস। শ্রীরাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ॥ তাঁদের চরণ সেবি, ভক্ত সনে বাস। যেন জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥ এই ছয় গোঁসাঞি যার, মুঞি তা'র দাস। তা' সবার পদ রেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥"— ইঁহারা একত্রে মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা সংস্থাপন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহা-প্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতে লাগিলেন এবং প্রাচীন শ্রীল লোকনাথ ও শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামিদ্বয়সহ শ্রীব্রজধামে প্রেমের বাজার বসিল ; কিন্তু মহাদুঃখের বিষয়, ১৪৮০ শকাব্দায় (মতান্তরে ১৪৭৬ শক, ১৫৫৪ খৃঃ) আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীল সনাতন গোস্বামির অন্তর্দ্ধানে শ্রীব্রজবাসিগণ বিরহ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এই তিথিকেই "মুড়িয়া পূর্ণিমা" বলে। শ্রীব্রজবাসিগণ সকলেই শ্রীল সনাতন গোস্বামিকে **"বাবা"** বলিয়া ডাকিতেন ও পিতার ন্যায় আদর, সম্মান, সেবা করিতেন। তাই তাঁহারা আজ পিতৃহারা হইয়া মহাদুঃখী হইলেন। তাঁহার নিদর্শনরূপ আজও মুড়িয়া-পূর্ণিমার সময় পিতৃবিয়োগ দুঃখের জন্য মস্তক মুণ্ডণ করিয়া থাকেন এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামির ন্যায় বৈরাগ্য বেশধারণ-কারিগণকে আজও **'বাবা'** বা বাবাজী মহাশয় বলিয়া ডাকেন। সুদীর্ঘ ৫০০ শত বৎসর মধ্যে বর্ত্তমানে বাবাজী মহাশয় ও ব্রজবাসিগণ উভয়ের মধ্যে

---

* পৃথক্ পৃথক্ শ্রীগোস্বামিগণের নামে আট গোস্বামীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অনেক ব্যবহার-বৈষম্য ঘটিয়াছে বলিয়া বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। ইহা বড়ই দুঃখের কথা।

স্পর্শমণি * শ্রীল সনাতন পাদ

একদা শ্রীল সনাতনপাদ শ্রীবৃন্দাবনে মদনটেরে বসিয়া ভজনাবিষ্ট আছেন। এমন সময় কন্যাদায়গ্রস্ত শ্রীজীবন ঠাকুর নামে এক বিপ্র নিরুপায় হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা জন্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি আসিয়াছেন, কাশী হইতে—বাবা শ্রীবিশ্বনাথের আদেশে। বহুক্ষণ অতীত হইলে পর শ্রীল সনাতনপাদ কিছু চক্ষু উন্মীলন করিয়া বিপ্রকে দেখিয়া বিপ্রের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, বিপ্র নিজ দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীল সনাতনপাদ বলিলেন—ভাই! আমার ত' প্রভু ছাড়া আর কিছু নাই; কি দিয়া আপনার দুঃখ বিমোচন করিব, সেবা করিব। আমি যে বড়ই হতভাগা, বড়ই দুঃখী। এই বলিয়া সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন; বিপ্র আর অধিক কিছু না বলিয়া ভক্তি সহকারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কিছু দূরে হতাশ মনে চলিয়া গিয়াছেন। ইতিমধ্যে শ্রীসনাতনপাদ উচ্চৈঃস্বরে বিপ্রকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—আসুন, আসুন, মনে পড়িয়াছে। বিপ্র কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না বটে; কিন্তু ফিরিয়া আসিলেন। তখন শ্রীসনাতনপাদ বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযমুনা তীরে গেলেন এবং দূর হইতে বাম হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—দেখুন ত' ওখানে কি আছে. যাহা আছে লইয়া যান। এই বলিয়াই মূহুর্ত্ত মধ্যে নিজ ভজন স্থানে আসিলেন। বিপ্র ঐ স্থানের বালুকা একটু খোদিয়া দেখেন—অপূর্ব্ব **'নীলকান্তমণি'**। বিপ্র একেবারে স্তম্ভিত হইয়া কি করিবেন স্থির

* শ্রীবামদেব বাগ্‌চি প্রণীত "শ্রীশ্রীবৃন্দাবন রহস্য" ৫৩ পৃঃ। এই মণির কাহিনী লইয়া রবীন্দ্রনাথ "কথা ও কাহিনীতে" অপূর্ব্ব কবিতা লিখিয়াছেন। বাগ্‌চী মহাশয়ের রহস্যে এই গল্পকথা বংশপরম্পরাগত প্রবাদের ভিত্তিতে সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

করিতে পারিতেছেন না। অগত্যা স্থির করিলেন— শ্রীপাদ ত' আমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন। যদি পুনরায় তাঁহার নিকট যাই তবে হয়ত' তাঁহার ভজন বিঘ্ন হইলে উদ্বেগ হইবে এবং আমারও অপরাধ হইবে। অতএব চলিয়া যাওয়াই ভাল। এইরূপে স্পর্শমণি অতি যত্নের সহিত লইয়া পথে যাইতে যাইতে চিন্তা হইল। তাই ত' গোসাঞি বলিলেন,—আমার ত' কিছুই নাই ঠাকুর ছাড়া। আর তাঁহার আদর্শেও সেইরূপ দীনহীন ভাবই প্রকট হইয়াছে। অথচ অতি অনিচ্ছাপূর্বক ক্ষণকালমধ্যে বামহস্তাঙ্গুলিদ্বারা এই রত্ন দেখাইয়া দিয়া নিজস্থানে চলিয়া গেলেন। অহো! কি বৈরাগ্য আর কি ধনেই না ধনী, যাহার জন্য এই অমূল্য মণিকেও অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন। আর আমি কি হতভাগা বঞ্চিত জীব যে—সংসার যাত্রা নির্বাহের দায়ে এই প্রাকৃত মণি লইয়া ঘরে ফিরিতেছি। চিন্তামণি কৃষ্ণের কোন অনুসন্ধান নাই; কিন্তু কি করা যায়, আমি যে সমাজশৃঙ্খলে আবদ্ধ কন্যাদায়গ্রস্ত বিপ্র। যাহা হউক এক্ষণে এই মণিকে আমার সমাজ বন্ধন ছেদনের উপায় মনে করিতেছি। এইভাবে সাত-পাঁচ চিন্তা করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং সমারোহের সহিত কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন ও অবশিষ্ট ধনাদির দ্বারা পরিবারস্থ সকলের সুব্যবস্থা করিয়া সমস্ত বিবরণ আত্মীয় পরিজনকে জ্ঞাপন করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই অতি বৈরাগ্যাবস্থা লাভ করতঃ আকুল-ব্যাকুল চিত্তে রোদন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীল সনাতনপাদের শ্রীচরণে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ দ্বারা আশ্রয় লাভ করিলেন। আর নিবেদন করিলেন - প্রভো! আমায় আর বঞ্চনা করিবেন না। যাহাতে উত্তম গতি লাভ করিতে পারি তাহারই ব্যবস্থা করিতে প্রার্থনা। শ্রীল সনাতনপাদ আশ্বাস দিয়া বলিলেন,— "শ্রীরাধামদনমোহনা-ভিন্ন বিগ্রহরতন শ্রীমন্মহাপ্রভু শরণাগতের পালক, কোন চিন্তা নাই।" পাঠকগণ দেখুন, দেখুন—শ্রীভগবানের পূর্ণ কৃপামূর্ত্তি স্পর্শমণি শ্রীল সনাতনপাদের বিন্দু মাত্র স্পর্শযোগে বিপ্রের কি প্রকার পরিবর্ত্তন! তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সাধু কৃপা বিনা আর না দেখি উপায়।" শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্য্যে সিদ্ধি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।" সাধুকৃপা হইতেই ইহ-পরকালের পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। এই জন্য—"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর।"

আকবর-বাদশাহ

আর একদিন দিল্লীর বাদশাহ আকবর মনে মনে চিন্তা করিতেছেন যে,—পূর্ব্বে গৌড়বাদশাহ হুসেনসাহের মন্ত্রী শ্রীরূপ-সনাতনের অপূর্ব্ব গুণ মহিমা ও অনুপম সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের কথা শুনিয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে শুনিতেছি—তাঁহারা সমস্ত বিষয়কার্য্য হইতে বিরাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে (ফকিরাবাদে) আগমন করিয়া ঈশ্বর উপাসনা ও জগতের মঙ্গলময় কার্য্যে একান্তভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। যে ভাবেই হউক আমার রাজ্যে এমন মঙ্গলময় মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে। তাঁহাদের দর্শন অবশ্যই করিতে হইবে।

আকবর বাদশাহ ছদ্মবেশে শ্রীবৃন্দাবনে মদনটেরে আসিয়াছেন—একাকী, নির্জ্জনে—ইঁহাদের দর্শন লালসায়। শ্রীল সনাতনপাদ ভজনে তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূণ্যাবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। নিকটে শ্রীরূপপাদ সেবায় নিযুক্ত আছেন। বাদশাহ উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছেন—তাঁহাদের 'ভজন তন্ময়তা', আর আশা করিতেছেন—আহা! ইঁহারা যদি একবার কৃপাদৃষ্টি করেন ও আলাপ করেন তবেই ধন্যাতিধন্য হইব। এই ভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হইবার পর শ্রীল রূপপাদ মৃদু মন্দভাবে বলিলেন—'**কোন কৃপামূর্ত্তির** আগমন হইয়াছে।' শ্রীল সনাতন পাদ অর্দ্ধ মুদ্রিত নেত্রে দেখেন, রাজপুরুষ। দেখিয়া আবার চক্ষু পূর্ববৎ মুদ্রিত করিয়া আবেশপ্রাপ্ত হইলেন। বাদশাহ ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীল সনাতনপাদ আস্তে আস্তে বলিলেন—আমি ত' কাঙ্গাল, কি দিয়া আপনার সেবা করিব। বাদশাহ আরও আকুলিত হইয়া চিন্তা করিলেন—হায়! যাঁহাদের এত ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান এবং নিজেরাও

যোগ্যতম মহাপুরুষ রতন, তাঁহারা আজ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কোন মহাধনে ধনী হইয়া নিশ্চল অবস্থায় বসিয়া আছেন। তাঁহারা আজ বলেন—"আমরা কাঙ্গাল।" ঠিক্ ঠিক্ ইঁহাদের যদি কিছু সেবার সুযোগ পাই তবেই আমার এই আগমন ও দর্শন সার্থক। এইরূপ ভাবিয়া বড়ই দৈন্য সহকারে পুনঃ পুনঃ কিছু সেবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে থাকিলেন। বাদশাহের নিতান্ত আগ্রহে শ্রীল সনাতন পাদ কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—"শ্রীযমুনাদেবীর সোপান শ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীমদনমোহনদেবের আশীর্ব্বাদ লাভ করুন।" বাদশাহ উৎফুল্লিত চিত্তে এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীযমুনা মাইর সন্নিধানে গমন করিয়া দেখেন কি—"ঘাটের সোপান পংক্তি দিব্য * পঞ্চ মরকত মণিদ্বারা খচিত হইয়াছে।" দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি, নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কিছুক্ষণ পর বলিতে লাগিলেন—অহো! ভগদ্ভক্তের কি অতুল বৈভব! আর আমি কোথা-কার সামান্য ধনাভিমানী জীব মাত্র। আমার রাজাভিমানরূপ দম্ভকে চূর্ণ করিবার জন্য এই অলৌকিক প্রভাব প্রকাশ। আমার কি এমন আছে; যাহাদ্বারা ইঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে পারি! না—না আমার অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই মহান্ পুরুষরতনের কৃপাশীর্ব্বাদ লাভই একমাত্র কাম্য। এই বলিয়া অতি ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—প্রভো! আমি বুঝিতে পারি নাই। আমার বুদ্ধি জড় বৃত্তিতে আচ্ছন্ন, তাই চিনিতে পারি নাই। আপনারা প্রকৃত মহৎ পুরুষ আমার সর্ব্বাপরাধ ক্ষমাপূর্ব্বক প্রসন্ন হউন—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। শ্রীল সনাতন পাদ ঈষদ্হাস্য করিয়া বাদশাহের প্রতি শুভদৃষ্টি করিলেন। বাদশাহ কৃতকৃতার্থ হইয়া মহাপুরুষের গুণগান করিতে করিতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন—আমরা ধন্য যে,—আমাদের ভাগ্যে দেশে এইরূপ মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে। ইঁহাদের আশীর্ব্বাদে সবই মঙ্গলময় হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই !!

---

* পঞ্চ মরকত মণি—"ভূমিবজ্রমপাং মুক্তাবৈদূর্য্যং লবশো মণিঃ।" হিরক, মুক্তা, পদ্মরাগ, স্বর্ণ, বিদ্রুম—এই পাঁচ।

সাধু সাবধান !!

একদিন সন্ধ্যার প্রক্কালে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ একান্তে বসিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা স্মরণ করিতেছেন। সেইদিন একটি নূতন লীলা প্রকট হইয়াছেন, তাহা এই,—"প্রতিদিনের অনুযায়ী শ্রীমতী রাধারাণী সেইদিনও সখিগণের দ্বারা নিজ অঙ্গে সুন্দর সুন্দর শৃঙ্গার আভরণ আদি গ্রহণ করিয়াছেন।' ইহা ছাড়া তিনি নিজেও অভিলাষানুযায়ী নিজ অঙ্গে মনোহর, অনুপম বেশের রচনা করিয়াছেন। সমগ্র উত্তম কলাবিদ্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া শ্রীরাধা-চরণে শরণাগতা হইয়াছেন। এতাদৃশ নবনব ভূষণে বিভূষিতা হইয়া শ্রীমতী চিন্তা করিতেছেন—তাই ত' কি জন্য, কাহার সুখের জন্য আমার এই প্রকার বেশভূষা ! শ্রীগোবিন্দের এখনও গোচারণ হইতে আসিতে বিলম্ব আছে ; কিন্তু তিনি যখন গোষ্ঠ হইতে আগমন করিবেন, সেই সময় পর্য্যন্ত আমার বেশাদির সজীব উজ্জ্বলতা ত' ঠিক্ থাকিবে না ; কিছু ম্লান হইয়া যাইবে। হায় ! তবে আমার এই বেশ ধারণ বৃথাই। এই বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন আর বলিতেছেন—হায় ! আমি এখন কি উপায় করি ! কেন এই প্রকার বেশ রচনা করিলাম—যদি শ্রীগোবিন্দেরই সুখ না হইল ; তবে আমার বেশেই কি কাজ, জীবনেই বা কি কাজ ? এইরূপ ভাবে শ্রীমতী ক্রমেই খুব **অধীরা** হইয়া পড়িলেন এবং নেত্র মুদ্রিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস কখনও বা ঘনঘন শ্বাস নিক্ষেপ করিতেছেন আর আক্ষেপ করিতেছেন, এই বলিয়া যে,—হায় ! আমার এই বিপদ্কালে আজ আর কেহই নাই। হে শ্রীগোবিন্দ ! এ জীবনে আর বোধ হয় তোমার শ্রীচরণ দর্শন হইল না। ইতিমধ্যে ভক্তবৎসল প্রেমাধীন শ্রীগোবিন্দ পিছন দিকে আসিয়া শ্রীমতীর অনুরাগময়ী অবস্থা দর্শন করিয়া বিভোর হইয়াছেন—এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গের মনোহর ধূলায় ধূসরিত কামদেব প্রতিচ্ছবি সম্মুখস্থ দর্পণে পূর্ণ স্বরূপে প্রতিফলিত হইয়াছেন। লীলাদাসী শ্রীযোগমায়া দেবীর অন্তর্যামী প্রেরণায় ইতিমধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী কিঞ্চিৎ চক্ষু খুলিয়া দেখেন—প্রাণকোটী সর্বস্ব শ্রীগোবিন্দদেব বিমোহিত হইয়া, ছবির ন্যায় তন্ময় হইয়া শ্রীরাধার রূপমাধুরী-রাশি অবলোকন

করিতেছেন। শ্রীরাধার আশা পূরণ হইল কিন্তু এ অবস্থায় তিনি গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীগোবিন্দের যথাযথ সমাদর করিতেও **অসমর্থা**। কারণ, শ্রীগোবিন্দের সুখ তন্ময়তার হয়ত' কোন বিঘ্নও হইতে পারে। এইরূপে উভয়ে উভয়ের প্রতি মধুর প্রেমবন্ধনে প্রগাঢ় আবেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীরাধাই শ্রীগোবিন্দবশীকরণে মন্ত্র স্বরূপা। সখিগণ দেখিতেছেন – আহা! আজ কি অপূর্ব মধুর মিলন সুখ **—শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের**।" অন্তরে সকলেই জয়ধ্বনি দিতেছেন।

শ্রীল সনাতন পাদ এই প্রকার লীলায় তন্ময়তাবশতঃ ধীর গম্ভীর হইলেও কিছু হাস্য রসের প্রকাশ পাইয়াছে। পাঠকগণ! — এমন সময় খঞ্জ শ্রীকৃষ্ণদাস নামক এক বৈষ্ণব প্রতিদিনের ন্যায় সেইদিনও শ্রীল সনাতন পাদের নিকট শ্রীহরিকথা আলোচনার নিমিত্ত আসিয়া দেখেন, শ্রীসনাতন গোসাঞি অন্য মনস্ক হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন—আর তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবোচিত কোন ব্যবহারই করিতেছেন না। খোঁড়া কৃষ্ণদাস ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। একে খোঁড়া, তাহার উপর খোঁড়া মানুষের ক্রোধ একত্র হইয়া যে রাস্তায় যাইতেছেন সেই রাস্তা একেবারে তোলপাড় হইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন—কি হইল (খোঁড়া) বাবা! তখন সক্রোধে তাহার উত্তর দিতেছেন—দেখ তোমরা —বড় গোসাঞির মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি আমাকে দেখিয়া কোনই সমাদর করিলেন না। বরং আমি খোঁড়া দেখিয়া উপহাস জনিত হাস্য করিতেছেন। ভগবান্ আমাকে এইরূপ খোঁড়া করিয়াছেন। আর তাহা দেখিয়া তাঁহার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির কি এরূপ তামাসা করা উচিৎ। ছি, ছি! তিনি আর বড় গোসাঞি নাই। তাঁহাকে আর কে মানিবে! আমি আর কখনই তাঁর মুখ দেখিব না। এমন দম্ভ! বৈষ্ণব দেখিয়া হাসি? এত অপমান? ছি, ছি, ছি! মরাও ভাল। হা রাধে! হা গোবিন্দ!

ইতিমধ্যে শ্রীল সনাতন পাদের লীলাস্মরণে বিঘ্ন হইয়া লীলাসংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তখন ত' প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কারণ, লীলা স্মরণই ত' তাঁহার

একমাত্র প্রাণসর্ব্বস্ব। ক্ষণকাল মধ্যেই সমস্ত গোস্বামিপাদ ও বৈষ্ণবগণের নিকট খবর পড়িয়া গেল যে,—বড় গোসাঞির কি ব্যাধি হইল, তাঁহার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। সকলে আসিয়া মিলিত হইয়া চিন্তা করিতেছেন, হায় হায় করিতেছেন ; কিন্তু উপায় কিছু স্থির করিতে পারিতেছেন না। শ্রীজীবপাদ আসিয়া শুনিলেন —লীলাস্মরণে বিঘ্ন হওয়ায় এইরূপ হইয়াছে। বিঘ্নের কারণ অনুসন্ধান করিতে থাকিলে শ্রীল সনাতনপাদ বলিলেন—বোধ হয় কোনও বৈষ্ণব অপরাধ হইয়াছে। শ্রীজীবপাদ উপায় স্থির করিলেন—আগামীকল্য প্রাতেঃ সমস্ত বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবসেবা করিতে হইবে। অতএব আজ রাত্রিতেই সকলকে নিমন্ত্রণ করা যাউক। তাহা হইলে বিষয়টী ধরা পড়িবে এবং তাহার যথাযথ প্রতিকারও করা যাইবে। সকলে এই সুন্দর বিচারে একমত হইয়া নিমন্ত্রণ দিতে চলিলেন—স্বয়ং শ্রীজীব প্রভু। এইরূপে নিমন্ত্রণ দিতে দিতে যখন সেই খঞ্জ (খোঁড়া) কৃষ্ণদাসের ভজন কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা দেখিয়া কৃষ্ণদাস আরও ক্রোধান্বিত হইয়া পূর্ব্বকথাগুলি সজোরে আবেগের সহিত নিজে নিজেই বলিতে থাকিলেন। ইহা শ্রবণমাত্র শ্রীজীবপাদ শ্রীশ্রীল সনাতনপাদের ব্যাধির কারণ ধরিয়া ফেলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীল সনাতনপাদকে শীঘ্র গিয়া বলিলেন। শ্রীল সনাতন পাদ তখন অন্যান্য গোস্বামিগণসহ শ্রীকৃষ্ণদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—প্রভো ! আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিতেছি। আপনি যাহা মনে করিয়া আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন, বাস্তবিক বিষয় তাহা নহে। আপনি প্রতিদিনের ন্যায় অদ্যও সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন আমার প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন, তখন আমি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের এই প্রকার লীলায় তন্ময় থাকায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিলাম, হয়ত' কিছু হাস্যরসও প্রকট হইয়া থাকিবে। আপনার প্রতি কোন বিদ্রূপ করিবার অভিপ্রায়ে হাসি নাই বা বাহ্যজ্ঞানাবস্থায় আপনার প্রতি বৈষ্ণোবোচিত ব্যবহার না করার কোন কারণই নাই। কারণ, 'বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে, হৃদয়ের বন্ধু জানি।'—ইহাই আমার স্বভাব ধর্ম্ম ; কিন্তু আজ এই শিক্ষা লাভ করিলাম যে যতই ভজনাবেশ হউক না কেন, বৈষ্ণব

সেবায় অন্যমনস্ক হইলে বা বৈষ্ণবকে অনাদর করিয়া ভজনাবেশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা অপরাধে পরিণত হয়। অতএব এই দীন হীন জনের মস্তকে শ্রীচরণ ধূলি দিয়া কৃতার্থ করিতে প্রার্থনা। আমায় রক্ষা করুণ, দয়া করুণ, অপরাধের মার্জ্জনা করুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ বা নিত্য পরিকর শ্রীল সনাতনপাদের এতাদৃশ দৈন্য দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, কেহ বা খঞ্জ কৃষ্ণদাসের চরণে ধরিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস খঞ্জ দেখিতেছেন---তাই ত' আমারই ত' বুঝিবার ভুল। হায়! হায়! ক্রোধবশীভূত হইয়া আমি কি গুরুতর অপরাধই না করিয়া ফেলিয়াছি। এই বলিয়া করযোড়ে দীনভাবে শ্রীল সনাতনপাদের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সকলের হৃদয়ে পুনরায় আনন্দের সঞ্চার হইল। পরদিন খুব ধূমধামের সহিত সমস্ত বৈষ্ণব মিলিয়া মহামহোৎসব করিলেন এবং নিজ নিজ ভজনে মনোযোগ দিলেন। তাই—সাধু সাবধান! শ্রীতুলসী দেবীর সকল পত্রই শ্রীনারায়ণের সেবায় লাগিয়া থাকে জানিয়া—ছোট, বড়, উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ সকল বৈষ্ণবের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান করা কর্ত্তব্য। (নিম্নে দেখুন)।

এই খঞ্জ শ্রীকৃষ্ণদাস সম্পর্কীয় প্রসঙ্গটী শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ সম্বন্ধেও নিম্ন-লিখিতরূপ অবগত হওয়া যায়।—"একদা শ্রীশ্রীবৃষভাণুনন্দিনী পুষ্প চয়নার্থে কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুন্দর সুন্দর সুগন্ধযুক্ত পুষ্পসমূহ চয়ন করিতেছেন। একটি পুষ্পবৃক্ষের ডাল কিছু উচ্চে থাকায় শ্রীমতী অনেক চেষ্টা করিয়াও উক্ত ডাল ধরিতে পারিতেছেন না, অথচ ঐ ডালে অতি সুগন্ধযুক্ত বহু সুন্দর পুষ্প দেখিয়া চয়নাকাঙ্ক্ষাও প্রবলা হইয়াছে। ইতিমধ্যে অলক্ষিতভাবে নটচতুর শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর পশ্চাদ্দিক হইতে তথায় আগমন করিয়া ডালটি একটু নিম্নদিকে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়াছেন। শ্রীমতী রাধারাণী একহস্তে উক্ত ডাল ধরিয়া অপর হস্তে পুষ্প চয়ন করিতেছেন। এই অবসরে কৌতুহলী শ্রীকৃষ্ণ ডালটী ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর তৎক্ষণাৎ ডালটি শ্রীমতীকে সহ উপরে উঠিয়া

পড়িলে শ্রীমতী হায়! হায়! করিয়া ঝোলা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা দর্শন করিয়া শ্রীগোবিন্দ হো হো করিয়া হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিয়াছেন।" বিজ্ঞগণ ইহাকে 'কিলকিঞ্চিত' ভাব বলিয়া থাকেন। এই লীলা দর্শন করিয়া শ্রীল রূপপাদের বাহ্যঙ্গে কিছু মৃদু হাস্য প্রকট হইয়াছিল। এমন সময় খঞ্জ কৃষ্ণদাস আসিয়া অসন্তোষ মনে ফিরিয়া যান এবং তাহাতেই শ্রীরূপপাদের লীলাস্মরণে ব্যবধান পড়িয়া যায়। শ্রীল সনাতনপাদ বৈষ্ণব অপরাধই এই প্রকার লীলা স্মরণের বিঘ্ন বলিয়া জানান এবং শ্রীরূপকে বলেন—তুমি ভজনে নিপুণ কিন্তু ব্যবহারে অনিপুণ। এইরূপ লীলাস্মরণকালে তোমার ভজন কুটীরের দরজা বন্ধ রাখিলে আর অপর কোন লোক তোমার কোন ক্রিয়া মুদ্রাই দেখিতে পাইবে না বা তোমার দরজা বন্ধ দেখিয়া কেহই ভজন বিঘ্নও করিবে না। এ বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার। এই অপরাধ স্খালনের জন্য প্রতিদিন একজন করিয়া বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা হইলে পর, নিমন্ত্রণ দেওয়ার সময় খঞ্জ শ্রীকৃষ্ণদাস অতিদীনভাবে বলেন যে, আমি একজন ঘৃণ্য ব্যক্তি বলিয়া শ্রীরূপপাদ হাস্য করিয়াছেন, আবার নিমন্ত্রণ কি হইবে! তখন অপরাধের বিষয় ধরা পড়ে এবং প্রকৃত বিষয়টী আলোচনা করিয়া সকলেই আনন্দে ভজনে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই 'মালা-নিমন্ত্রণে'র প্রথা প্রবর্ত্তন হয়। তাহা আজ চলিতেছে।

শ্রীল সনাতনের গ্রন্থ

হরিভক্তিবিলাস. আর ভাগবতামৃত। দশম-টিপ্পনী, আর দশম চরিত॥
এইসব গ্রন্থ কৈলা গোসাঞি সনাতন।—শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।৩৫-৩৬

সনাতন—গোস্বামীর গ্রন্থ-চতুচয়। ১ টীকাসহ 'ভাগবতামৃত' খণ্ডদ্বয়॥
২ হরিভক্তিবিলাস টীকা 'দিক্প্রদর্শনী'॥ ৩ 'বৈষ্ণবতোষনী' নাম দশমটিপ্পনী॥
৪ লীলাস্তব দশমচরিত যাহে কয়। সনাতন গোস্বামীর এই চতুষ্টয়॥ —শ্রীভঃ

রঃ, ১।৮০৬—১০*। এতদ্‌ব্যতীত 'লঘুহরিনামামৃত ব্যাকরণ' নামে একখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থও ইঁহারই রচনা বলিয়া প্রকাশ। Dacca University Libraryতে এই গ্রন্থ শ্রীরূপপাদের বলিয়া জানা যায়। ১৪৬৩ শাকে রচিত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে (১।২।৭২, ২০১) হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের নাম দেখা যায় বলিয়া ১৪৬৩ শাকের পূর্ব্বেই হরিভক্তিবিলাস রচিত বলিতে হইবে।

গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সংক্ষেপ পরিচয়

১। **শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত**—প্রথম ও উত্তর এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম—'শ্রীভগবৎ কৃপাভরনির্দ্ধার'-খণ্ড এবং উত্তর খণ্ডের নাম—'গোলক-মাহাত্ম্য নিরূপণ'-খণ্ড। ১ ভৌম, ২ দিব্য, ৩ প্রপঞ্চাতীত, ৪ ভক্ত, ৫ প্রিয়, ৬ প্রিয়তম, ৭ পূর্ণ ভেদে সপ্ত অধ্যায়ে প্রথম খণ্ড এবং ১ বৈরাগ্য, ২ জ্ঞান, ৩ ভজন, ৪ বৈকুণ্ঠ, ৫ প্রেম, ৬ অভীষ্টলাভ, ৭ জগদানন্দ ভেদে সপ্ত অধ্যায়ে উত্তরখণ্ড রচিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয় এই—জয়প্রদান মুখে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোপীবৃন্দ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীমথুরাধাম, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীযমুনা, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীভগবন্নামের মাহাত্ম্য বর্ণন, গ্রন্থ বিবরণ, ভক্তিতত্ত্ববিষয়ক জিজ্ঞাসা, প্রয়াগতীর্থে মুনির সমাজ, প্রয়াগধামস্থ দ্বিজবরের বিষ্ণুভক্তি লাভ, দক্ষিণ দেশীয় রাজার বিষ্ণুভক্তিলাভ, ইন্দ্রের বিষ্ণুভক্তিলাভ, ব্রহ্মলোকবর্ণন, ব্রহ্মার বিষ্ণুভক্তি প্রাপ্তি, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় শম্ভুর মাহাত্ম্য-বর্ণন, শ্রীবৈকুণ্ঠ মহিমা, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীহনুমান্‌, শ্রীপাণ্ডবগণ, যাদবগণ, উদ্ধবাদি ভক্তগণের মহিমা, শ্রীকৃষ্ণের ভৌম বৃন্দাবন যাত্রা।

---

* India Office Catalogue এ (Vol. VII. PP 1422—23 Eggeling কালিদাসের মেঘদূতের উপরে শ্রীসনাতনের 'তাৎপর্য্যদীপিকা' নামক টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। Madras Oriental Mss. Library Catalogue (Vol. IV. Part-I, Sanskrit A, R. No. 3053. a—47) 'গোপালপূজা' নামক পুঁথিও ইঁহার নামাঙ্কিত দেখা যায়।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুনরায় দ্বারকায় আগমন। শ্রীনন্দযশোদা-মাহাত্ম্য, শ্রীগোপী-প্রেম, ভগদ্ভক্তগণের ভক্তি প্রাপ্তিতে তৃপ্তি না হইবার কারণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতী রাধিকার নামোল্লেখ না থাকার কারণ ইত্যাদি। উত্তরখণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি এই—সাধনানুযায়ী ধামপ্রাপ্তি, কামরূপ দেশবাসী ব্রাহ্মণ বালকের প্রতি কামাখ্যা দেবী কর্ত্তৃক উপদেশ, ব্রাহ্মণ বালকের গঙ্গাসাগরে ও কাশীতে গমন, কাশীবাসীর আচারদর্শনে সন্ন্যাসগ্রহণে অভিলাষ, কামাখ্যা দেবী ও শিবের আদেশে সন্ন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ, শ্রীমথুরাভিমুখে গমন, প্রয়াগ-বাসীর আচরণ দর্শন, শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের গোপকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার, ব্রাহ্মণ বালক সমীপে গোপকুমার কর্ত্তৃক নিজের অনুভূত সাধ্য-সাধনাদি তত্ত্ব কথন, গোপকুমারের গঙ্গাতীরে গমন, শ্রীক্ষেত্রে গমন, শ্রীবৃন্দাবনে গমন, স্বর্গে গমন ও বামনদেবের দর্শন, মহর্লোকে গমন, জনলোকে গমন, তপোলোকে গমন, ঋষভদেব-পুত্র পিপ্পলায়ন কর্ত্তৃক সহজ সমাধিযোগে ভগবদ্দর্শনার্থ উপদেশ, গোপকুমারের সত্যলোকে গমন, মুক্তি ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-অভিজ্ঞান, কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সমাধি ও ভক্তির লক্ষণগত পার্থক্য, সত্যলোক হইতে পৃথিবীতে পুনরাগমন, পৃথিব্যাদি লোক-সমূহের বিশেষ বিবরণ, গোপকুমার কর্ত্তৃক হর-পার্ব্বতী দর্শন, শিবলোক ও বৈকুণ্ঠমাহাত্ম্য বর্ণন, নববিধ ভক্তি, সঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, গোপকুমারের ব্রজে আগমন, পুনরায় বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ সহ বৈকুণ্ঠ গমন, দেবর্ষি নারদের সহিত গোপকুমারের সংলাপ, অবতার সমূহের বিবরণ, শ্রীভগবন্মূর্ত্তির অপ্রাকৃতত্ব কথন, ভগবচ্ছক্তি বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং সকলের অংশী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-তত্ত্ব, শ্রীবিগ্রহের মাহাত্ম্য, গোপকুমারের অযোধ্যা গমন, শ্রীদ্বারকা গমন. শ্রীগোলোক বৃন্দাবনাদি নামের তাৎপর্য্য কথন, শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যপূর্ণ ব্রজলীলা বর্ণন, জীবগণের ক্রমোন্নত অবস্থা এবং সাধনক্রমে চরমে গোলোক প্রাপ্তি, প্রেমভক্তিলাভের উপায়, গোপকুমারের শ্রীব্রজে আগমন, শ্রীমদন-গোপালের দর্শনলাভ, শ্রীগোলকধাম দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ, গোপকুমারের

শ্রীগোলোকনাথের দর্শনলাভ ও গোলোক মাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের দিগ্‌দর্শিনী টীকা আছে।

২। **শ্রীহরিভক্তিবিলাস**—শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি—শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি ; কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ও শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুপাদের বলিয়া তাঁহার গ্রন্থতালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই হইতে পারে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল সনাতন গোস্বামিকেই বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য যে সকল সূত্র মূলাকারে উপদেশ করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী শ্রীল সনাতন বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে স্মৃতি সমূহ চয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহারও দিগ্‌দর্শিনী নামে একটি টীকাও করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থের টীকা তিনি না করিলে গ্রন্থের অভিপ্রায়ই অনেকের গ্রহণ করা সুকঠিন হইত। "করিতে বৈষ্ণব-স্মৃতি হৈল ভট্ট মনে। সনাতন গোস্বামী জানিল সেই ক্ষণে॥ গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন। করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন॥" (ভঃ রঃ ১৯৭-৯৮) ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণে এই রূপ পাওয়া যায়—"ভক্তের্বিলসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎ-প্রিয়স্য। গোপাল ভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ॥ অর্থাৎ—শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শ্রীভগবানের (শ্রীচৈতন্যদেবের) প্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের (দাক্ষিণাত্য শ্রীরঙ্গম্ নিবাসী শ্রীল বেঙ্কট ভট্টের ভ্রাতা) শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্ট ভক্তিবিলাস সমূহ চয়ন করিতেছে।" এই সকল প্রমাণ হইতে বিজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, টীকাসহ সংগৃহীত মূল স্মৃতি শ্লোক সমূহ শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুই চয়ন করেন এবং শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ তাহা বৈষ্ণব সমাজের মহান্ সেবার জন্য বিস্তৃতাকারে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কারণ, দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়িগণ (বিশেষতঃ শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ) স্মৃতি শাস্ত্রের আচরণ সম্বন্ধে বিশেষ সুদক্ষ বলিয়া শ্রীল বেঙ্কট ভট্টাত্মজ শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ দ্বারা প্রচারিত হইলে সকল

দেশের সকল বৈষ্ণবই নিঃসন্দেহের সহিত আদর ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিবেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদকৃত 'লঘুহরিভক্তিবিলাস' নামক গ্রন্থ অদ্যাবধি জয়পুরে শ্রীগোবিন্দ-গ্রন্থাগারে এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণজীউর গোস্বামিগণের গৃহে ও বঙ্গদেশে রাজশাহী বারেন্দ্রানুসন্ধান-সমিতিতে বর্ত্তমান আছে। এই গ্রন্থকেও মূলাকার মধ্যে গ্রহণ করিয়া দিগ্‌দর্শিনী টীকাসহ বিস্তৃতাকারের শ্রীগ্রন্থের নামই—"**শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস**"। বিংশতি বিলাসে সম্পূর্ণ। তাহার সংক্ষেপ পরিচয় যথা—১ গৌরব-বিলাস—(গুরু, শিষ্য ও মন্ত্রবিচার); ২ দৈক্ষিক-বিলাস—(দীক্ষা-প্রকরণ); ৩ শৌচীয়-বিলাস—(সদাচার, স্মরণ ও স্নান-সন্ধ্যা ইত্যাদি); ৪ শ্রীবৈষ্ণবালঙ্কার বিলাস—(সংস্কার, তিলক, মুদ্রা, মালা গুরু-পূজাদি); ৫ আধিষ্ঠানিক-বিলাস—(আসন, প্রাণায়াম, ন্যাস, শালগ্রামাদি শ্রীমূর্ত্তির লক্ষণ ও মাহাত্ম্যাদি); ৬ স্নাপনিক বিলাস—(শ্রীমূর্ত্তির আবাহন, স্নপন ও আনুষঙ্গিক কৃত্যাদি); ৭ পৌষ্পিকবিলাস—(পূজাযোগ্য পুষ্প বিবরণ); ৮ প্রাতরর্চ্চা সমাপন বিলাস—(শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, নীরাজন, স্তুতি, নমস্কার, অপরাধ-মার্জ্জনাদি); ৯ মহাপ্রসাদবিলাস—(তুলসী, বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ ও নৈবেদ্য); ১০ সৎসঙ্গম বিলাস—(সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য); ১১ নিত্যকৃত্য বিলাস—(অর্চ্চনা, হরিনাম, নামমাহাত্ম্য, জপ, কীর্ত্তন, নামাপরাধ ও তাহার মোচনাদি, ভক্তিমাহাত্ম্য, শরণাপত্তি); ১২ একাদশী নির্ণয় বিলাস—(একাদশী নির্ণয়); ১৩ বিষ্ণু ব্রতোৎসব বিলাস—(উপবাস বিধি ও মহাদ্বাদশী ব্রত); ১৪ ষাণ্মাসিক বিলাস—(মাসিক কৃত্যাদি); ১৫ দিব্যাবির্ভাব বিলাস—(নির্জ্জলা একাদশী, তপ্তমুদ্রাধারণ, চাতুর্মাস্য, জন্মাষ্টমী, পার্শ্বৈকাদশী, শ্রবণাদ্বাদশী, বিষ্ণুশৃঙ্খল, রামনবমী, বিজয়া দশমী ইত্যাদি); ১৬ শ্রীদামোদরপ্রিয় বিলাস—(কার্ত্তিককৃত্য, দীপদান, গোবর্দ্ধন পূজা, রথযাত্রাদি); ১৭ পৌরশ্চরণিক বিলাস—(পুরশ্চরণ, জপ ও মালাদি) ; ১৮ শ্রীমূর্ত্তি প্রাদুর্ভাব বিলাস—(শ্রীমূর্ত্তি প্রাদুর্ভাব, প্রকারভেদ ইত্যাদি); ১৯ শ্রীমূর্ত্তি

প্রাতিষ্ঠিক বিলাস—(শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও স্নপনাদি কৃত্য); ২০ প্রাসাদিক বিলাস—(শ্রীমন্দির নির্ম্মাণাদি ও একান্তিকৃত্য)।

ভক্তিরসামৃতে (পূ, বি, ২।৭২, ২০১) হরিভক্তিবিলাস হইতে প্রমাণ সংগৃহীত হওয়ায় বলিতে হইবে যে, ইহা তৎপূর্ব্বে অনুমান ১৪৬১ শকে রচিত; কারণ, ভক্তিরসামৃত ১৪৬৩ শকাব্দায় রচিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যে-সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে : বর্ণানুক্রমে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল,—অগস্ত্য-সংহিতা, অগ্নিপুরাণ (নামান্তর—আগ্নেয় ও বহ্নিপুরাণ), অঙ্গিরস, অত্রি, অত্রিস্মৃতি, অথর্ব্ব-পরিশিষ্ট, অথর্ব্ব-বেদ, অন্যে, অন্যত্র, অবন্তীখণ্ড, আগম, অঙ্গিরসপুরাণ, আদিত্য-পুরাণ, আদিপুরাণ, আদিবরাহ, আপস্তম্ব, ইতিহাস সমুচ্চয়, ইতিহাসোত্তম, ঋক্‌পরিশিষ্ট, ঋগ্বেদীয়াশ্বলায়ন-শাখা, কন্ব, কপিলপঞ্চরাত্র, কাত্যায়ন, কাত্যায়ন-সংহিতা, কাত্যায়ন-স্মৃতি, কালিকাপুরাণ, কাশীখণ্ড, কাশ্যপ-পঞ্চরাত্র, কূর্ম্মপুরাণ,—(নামান্তর-কৌর্ম্ম), কৃষ্ণদেবাচার্য্য, কেচিৎ, কৌৎস, ক্রমদীপিকা, ক্বচিৎ, গরুড়পুরাণ,—(নামান্তর গারুড় ও সৌপর্ণ), গার্গ্য, গালব, গৃহ্য-পরিশিষ্ট, গোভিল, গৌতমীয়, গৌতমীয়-তন্ত্র, ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট, জাবালিসংহিতা, জৈমিনি, জৈমিনিসংহিতা, জ্ঞানমালা, তত্ত্বসাগর, তত্ত্বসার, তন্ত্র, তান্ত্রিকাঃ, তাপনীশ্রুতি, তেজোদ্রবিণ. পঞ্চরাত্র, ত্রিকাণ্ডমণ্ডল, ত্রৈলোক্যমোহন-পঞ্চরাত্র, ত্রৈলোক্যসম্মোহন-তন্ত্র, দক্ষ, দক্ষস্মৃতি, দেবল, দেবী, দেবী-পুরাণ, দেবীরহস্য, দেব্যাগম, দ্বারকামাহাত্ম্য, ধ্রুবচরিত, নন্দিপুরাণ, নরসিংহপুরাণ, (নামান্তর—নৃসিংহপুরাণ ও নারসিংহ), নবপ্রশ্ন-পঞ্চরাত্র, নারদ, নারদতন্ত্র, নারদ পঞ্চরাত্র, নারদীয় পঞ্চরাত্র, নারদপুরাণ—(নামান্তর নারদীয়), নারদস্মৃতি, নারদীয়-কল্প, নারায়ণ-ব্যুহস্তব, নিগম, নির্ণয়ামৃত, নৃসিংহ-পরিচর্য্যা-পঞ্চরাত্র, পদ্মনাভীয়, পদ্মপুরাণ, (নামান্তর—পাদ্ম), পরাশর, পরাশর-সংহিতা, পাণ্ডব গীতা, পিতামহ, পুরাণসমুচ্চয়, পুরাণান্তর, পুলস্ত্য, পুলহ, পুষ্কর পুরাণ, পূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি, পৈঠীনসি, প্রতিষ্ঠানেত্র, প্রপঞ্চসার, প্রভাসপুরাণ, প্রহ্লাদ পঞ্চরাত্র,

প্রহ্লাদ-সংহিতা, বহ্বৃচ-পরিশিষ্ট, বৃহৎ-শাতাতপস্মৃতি, বৃহদ্-গৌতমীয়, বৃহদ্-বিষ্ণুপুরাণ, বৃহন্নরসিংহ-পুরাণ—(নামান্তর বৃহন্নারসিংহ), বৃহন্নারদীয়, বৃহস্পতি, বৌধায়ন, বৌধায়ন সংহিতা, বৌধায়নস্মৃতি, ব্রহ্মপুরাণ (নামান্তর ব্রাহ্ম), ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (নামান্তর ব্রহ্মাণ্ড), ভগবদ্ গীতা, ভরদ্বাজস্মৃতি, ভবিষ্যপুরাণ, (নামান্তর ভবিষ্য), ভবিষ্যোত্তর, ভাগবত, ভাগবতাদি তন্ত্র, ভারতবিভাগ, ভোজরাজীয়, মৎস্যপুরাণ (নামান্তর-মৎস্য), মনু, মনুস্মৃতি, মন্ত্র-তন্ত্র প্রকাশ, মন্ত্রদেব প্রকাশিনী, মন্ত্রমুক্তাবলী, মন্ত্রার্ণব, মহাভারত, মহা-সংহিতা, মাধবীয়, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, মার্কণ্ডেয়, মূলাগম, মৃত্যুঞ্জয় সংহিতা, যম, যমস্মৃতি, যাজ্ঞ্যবল্ক্য, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, যামল, যোগবাশিষ্ঠ, যোগসার, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য, রামায়ণ, রামার্চ্চন চন্দ্রিকা, রুদ্র-যামল, লঘুভাগবত, লিঙ্গ-পুরাণ (নামান্তর লৈঙ্গ), লোকাক্ষি, বরাহপুরাণ, (নামান্তর বরাহ ও বারাহী), বর্বায়ণি, বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ-সংহিতা, বামন কল্প, বামন পুরাণ (নামান্তর বামন), বায়ুপুরাণ (নামান্তর বায়ব্য), বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্র, বিশ্বামিত্র-সংহিতা, বিষ্ণু, বিষ্ণুধর্ম্ম, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, বিষ্ণুপুরাণ (নামান্তর বৈষ্ণব), বিষ্ণুযামল, বিষ্ণুরহস্য, বিষ্ণুস্মৃতি, বৃদ্ধমনু, বৃদ্ধ-বশিষ্ঠ, বৃদ্ধশাতাতপ, ব্যেঙ্কটাচার্য্য, বৈদিক, বৈশম্পায়ন-সংহিতা, বৈশ্বানর-সংহিতা, বৈষ্ণবচিন্তামণি, বৈষ্ণবতন্ত্র (নামান্তর বৈষ্ণব), বৈহায়স পঞ্চরাত্র, ব্যাস, ব্যাসস্মৃতি, শঙ্করাচার্য্য, শঙ্খ, শঙ্খ-স্মৃতি, শরৎ প্রদীপ, শাতাতপ, শিবধর্ম্মোত্তর, শিবপুরাণ, শিবরহস্য, শিবাগম (নামান্তর শৈবাগম), শুক্রস্মৃতি, শ্রুতি, ষট্‌ত্রিংশন্মত, সংহিতা, সঙ্গীত শাস্ত্র, সনৎকুমার, সনৎকুমারকল্প, সনৎকুমার তন্ত্র, সনৎকুমার সংহিতা, সম্মোহনতন্ত্র, সম্বর্ত্ত, সম্বর্ত্তক, সারদা, সারদাতিলক, সারদাপুরাণ, সারসংগ্রহ, সিদ্ধার্থ-সংহিতা, সুমন্ত, সুমন্তস্মৃতি, সৌরধর্ম্ম, সৌরধর্ম্মোত্তর, সৌর পুরাণ, স্কন্দপুরাণ (নামান্তর স্কান্দ), স্মার্ত্তাঃ, স্মৃতি, স্মৃত্যন্তর, স্মৃতিমহার্ণব, স্মৃত্যর্থসার, হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র (নামান্তর হয়গ্রীব পঞ্চরাত্র, অশ্বশির পঞ্চরাত্র, হয়শীর্ষ ও হয়শীর্ষীয়), হরিভক্তি-সুধোদয়, হরিবংশ, হারীত, হারীত-স্মৃতি ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ শেষে উনবিংশ বিলাসের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, সাক্ষাদ্ ভাবে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চার করিয়া স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য সূত্রাদি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন,—

শ্রীচৈতন্য-প্রবিষ্টোঽস্মি শরণং সুষ্ঠু যেন হি।
আবিষ্টো যাতি তুষ্টোঽপি প্রতিষ্ঠাং সদভিষ্টুতাম্ ॥

৩। **শ্রীলীলাস্তব**—(দশমচরিত) শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপ্রভু এই 'লীলাস্তব' নামক গ্রন্থরত্নে শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধের প্রথম ৪৫ অধ্যায়ের লীলাসূত্র নামাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণকোটি প্রিয়তম শ্রীমদ্-ভাগবতের শ্লোকসমূহ দ্বারাই এই গ্রন্থখানি সুকৌশলে ও সুরসালভাবে রচনা করিয়াছেন। কোথাও পাঁচ-সাতটি শ্লোকের আশয় একটি শব্দে আবার কোথাও বা একটি শ্লোককেই উপজীব্য করত সাত আটটি শব্দ যোজনা করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের নামমালা গুম্ফন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৭।৪৬ শ্লোকের 'শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা' ইত্যাদি শ্লোকে যে অভীষ্টদেবের শ্রীচরণতলে দণ্ডবৎ প্রণতি করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন—তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীপাদ ৪৩২ শ্লোকে ১০৮ দণ্ডবৎ প্রণামের ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রতি চারি শ্লোকে একটি দণ্ডবৎ অথবা প্রতি প্রকরণে একটি দণ্ডবৎ করাই অভিপ্রেত। বলা বাহুল্য যে শ্রীপাদ স্বয়ংই প্রকরণ রচনা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ প্রকাশের বন্দনা করা হইয়াছে। তৎপরে মহাবিষ্ণু-স্বরূপকে বন্দনা করিয়া চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের ও লীলাবতারাদির বন্দনা করা হইয়াছে। অতঃপর যুগাবতার ও শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থস্বরূপদ্বয়ের (নৃসিংহ ও রামচন্দ্রের) পুনরায় বন্দনা করিয়া শ্রীদশমের প্রথমাধ্যায় হইতে আরম্ভ করত ক্রমশঃ পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ে শ্রীনন্দবিদায় পর্য্যন্ত যাবতীয় লীলাসূত্রাবলি গ্রথিত হইয়াছে। তৎপরে বিভিন্ন-প্রকরণে শ্রীনীলাচল-চন্দ্রের, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের, শ্রীভগবৎ বিভূতি সমূহের এবং ভগবদর্চ্চামূর্ত্তি সমূহের বন্দনাপূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রমুকুটমণি শ্রীমদ্ভাগবতের ভূয়সী স্তুতিমালা সংযোজন

করিয়াছেন। গ্রন্থের উপসংহারে প্রাণস্পর্শী ভাষায় নিজের মহা-দৈন্যসূচক শ্রীকৃষ্ণের করুণা মাহাত্ম্যের বন্দনা করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, অথচ গ্রন্থের বিশালতা দেখিয়া সঙ্কুচিত হন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ সবিশেষ উপযোগী। রচনার আদর্শ—শ্রীমদ্ভাগবতের বন্দনা—৪১২-৪১৬।

সর্বশাস্ত্রাব্ধিপীযূষ সর্ববেদৈকফল।
সর্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য সর্বলোকৈকদৃক্‌প্রদ॥
সর্বভাগবত-প্রাণ শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভো!
কলিধ্বান্তোদিতাদিত্য শ্রীকৃষ্ণ-পরিবর্ত্তিত॥
পরমানন্দ পাঠায় প্রেমবর্ষ্যক্ষরায় তে।
সর্বদা সর্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্তু মে॥
মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন্ মদ্‌গুরো মন্মহাধন।
মন্নিস্তারক মদ্ভাগ্য মদানন্দ নমোঽস্তু তে॥
অসাধু-সাধুতাদায়িন্নতিনীচোচ্চতাকর।
হা ন মুঞ্চ কদাচিন্মাং প্রেম্ণা হৃৎকণ্ঠয়োঃ স্ফুর॥

এই গ্রন্থ বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য বলিলেই চলে। কেহ কেহ বলেন, শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর 'স্তবমালার' অন্তর্গত যে ৪২টি গীত 'গীতাবলী' নামে পরিচিত আছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই শ্রীসনাতনের নাম কোন না কোন আকারে উল্লিখিত থাকায় উহা শ্রীল সনাতন গোস্বামিরই রচিত বলিয়া মনে হয়। তাহাতে নন্দোৎসবাদি চরিত হইতে আরম্ভ করিয়া দশমস্কন্ধোদ্ধৃত বিবিধ শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক গীত আছে। অতএব ইহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-কর্ত্তৃক উল্লিখিত শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ-রচিত 'দশমচরিত' গ্রন্থ বা 'লীলাস্তব' বলা যায়।

৪। **বৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণী টিপ্পনী**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের সুবিস্তৃত টীকার নাম 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী' বা 'বৃহত্তোষণী' ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর টীকার নাম 'বৈষ্ণবতোষণী'। শ্রীজীবের বৈষ্ণবতোষণী বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীরই

সংক্ষেপ। বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী ১৪৭৬ শকাব্দে ও সংক্ষিপ্তা বৈষ্ণবতোষণী ১৫০৪ শকাব্দে সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া শ্রীভক্তিরত্নাকরে (১।৮০৩) লঘুতোষণীর প্রমাণ-শ্লোকে পাওয়া যায়। "শকে ষট্সপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা। সঙ্ক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈকগণিতে তথা॥"—ভঃ রঃ ১। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত-লীলা সমূহের গূঢ় তাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্তসার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ তাঁহার টীকায় (ভাবার্থ দীপিকায়) যে সকল কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নাই, তাহা সুব্যক্ত ও পরিস্ফুট করিবার জন্য এই টিপ্পনী রচিত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণে, যথা—"শ্রীধর স্বামিপাদৈর্যা ব্যঞ্জিতা ন ক্বচিৎ ক্বচিৎ। সেয়ং শ্রীদশমস্কন্ধ-টীকা বৈষ্ণবতোষণী॥" তৎপরবর্ত্তি শ্লোকে (১১ ও ১৫) বলিয়াছেন—"যাহাতে যাহাতে বৈষ্ণবগণ সম্যগ্ভাবে পরিতোষ লাভ করেন, বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অনুসরণে তাহা তাহাও কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। এই বৈষ্ণবতোষণী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদ-কমলগন্ধঘ্রাণে অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণই আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন।" বস্তুতঃ শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় যে যে স্থলে ব্রহ্মবাদ আসিয়া পড়ে, সেই সেই স্থলে শ্রীধরের কথাই ঠিক রাখিয়া ইনি তাহারই ব্যাখ্যান্তর যোজনা করিয়া প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। ১০।২৯।১৮ হইতে ২৭ শ্লোক পর্য্যন্ত যে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের উপেক্ষাভঙ্গিময়ী ও প্রার্থনাভঙ্গিময়ী ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত শ্রীগোস্বামিজীর প্রতি শব্দব্রহ্মমূর্ত্তিমান্ রসরাজ শ্রীগৌরসুন্দরের 'আত্মারাম' শ্লোকের ব্যাখ্যাবসরের সুস্নিগ্ধ কৃপাদৃষ্টি প্রসূতই বলিতে হইবে। ১০।৮৭।১৪—৪১ পর্য্যন্ত শ্রুতিস্তুতির শ্রীধরস্বামিব্যাখ্যাবলম্বনে ব্রহ্ম বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া প্রতি শ্লোকে যে ভগবৎ পক্ষে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাও অতি চমৎকার ও সুরসালই বলিতে হইবে। শ্রীল গোস্বামিপাদের সূক্ষ্ম সমুজ্জ্বল প্রতিভা এই তোষণীর সর্ব্বত্রই বিচ্ছুরিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতি শ্লোক-ব্যাখ্যানে প্রকটিত, তাঁহার প্রেমভক্তির উজ্জ্বলভাব প্রতি কথাতেই উদ্দীপ্ত। দশমস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের সার-সর্ব্বস্ব। এই জন্য শ্রীপাদ অন্যান্য স্কন্ধের টীকা না করিয়া কেবল দশম-স্কন্ধের টীকাতেই মহামূল্যবান্ জীবনের মূল্যবান্ সময় যাপিত

করিয়াছেন। এই টীকায় রসমাধুর্য্যব্যঞ্জকত্ব, ভাবোৎকর্ষ, সুপাণ্ডিত্য ও মৌলিকত্ব প্রভৃতি সর্ব্বথাই অবিসম্বাদিত। তাই মনে হয় যে, সেই বাল্য-কালে স্বপ্নযোগে বিপ্রহস্তে শ্রীমদ্‌ভাগবত দর্শন করিয়া জাগ্রতাবস্থাতে তাহার প্রাপ্তির নিগূঢ় তথ্যরূপে এই—**"বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী" টিপ্পনী গ্রন্থ।**

সংযোজন—মাদ্রাজের Govt. Oriental Mss. Libraryতে পুঁথির তালিকায় (A Triennial Catalogue of Mss., Vol. IV. Part. I. Sanskrit A. R. No. 3053 -a-67) শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভু-কৃত 'শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বাম্যষ্টকে'র একটি পুঁথির বিবরণ আছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভুপাদের নিকট শ্রীকাশীধামে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত' খ্যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ শিক্ষা-শিষ্য শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার রচিত 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' দেখাইয়াছেন যে, আচার্য্য শ্রীশঙ্কর কার্যতঃ 'ভেদাভেদবাদ' স্বীকার করিয়াছেন। *

* **'পরব্রহ্মণোঽভিন্নাঃ সচ্চিদানন্দত্বাদিব্রহ্মসাধর্ম্যবত্ত্বাৎ।** অংশত্বাদিনা ভিন্না অপি, অত্রাপি পূর্বোক্তং রবেরংশব ইত্যাদি দৃষ্টান্তত্রয়ং দ্রষ্টব্যম্। **যথা রব্যাদেঃ সকাশাদংশ্বাদয়ঃ প্রকাশকত্বাদি-তত্তদ্-গুণযোগাদভিন্নাঃ, অংশত্বেন নানাত্বাত্ত্বব্যাপ্য্যা (নানাত্বাদিনাপ্যভিন্না) ভিন্নাশ্চ তথেতি।** অতঃ স নিত্যসিদ্ধো ভেদস্তিষ্ঠেদেব।, এবং সত্যেব 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি।' (শ্রীনৃসিংহ পূর্বতাপনীয়োপনিষৎ ২।৪।১৬, শাঙ্করভাষ্যম্—(অ) ইত্যাদি।

(অ) "অথ কস্মাদুচ্যতে নমামীতি। যস্মাদ্ যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।" (উপনিষৎ) সূত্রের শাঙ্করভাষ্য—"মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা নমন্তীত্যনুষঙ্গঃ" (Asiatic

সচ্চিদানন্দত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের তুল্য ধর্ম্মের বিদ্যমানতায় জীব পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, যদিও জীব পরব্রহ্মের অংশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা ভিন্ন। এখানেও পূর্ব্বকথিত সূর্য্যের কিরণ, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ও সমুদ্রের তরঙ্গ—এই তিনটি উদাহরণ দেখিতে হইবে। যেমন সূর্য্যাদি হইতে তাহার কিরণাদি প্রকাশকত্ব প্রভৃতি সেই সেই গুণের যোগহেতু অভিন্ন, আবার পূর্ণবস্তুর অংশতা হেতু বহুবিধত্ব প্রভৃতির দ্বারা অব্যাপ্য এবং ভিন্নও বটে। অতএব সেই নিত্যসিদ্ধ ভেদ থাকেই। অবস্থানটি এইরূপ হওয়ায় ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদের - "মুক্তগণও স্বেচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করেন।"—এই বাক্য সঙ্গত হয়। আরও, 'হে মহামুনে (শুকদেব)! মুক্ত ও সিদ্ধগণের কোটি কোটি সংখ্যকের মধ্যে একমাত্র নারায়ণনিষ্ঠ, অতএব প্রশান্তচিত্ত একটি জীবও অতীব দুর্ল্লভ।'—(ভাঃ ৬।১৪।৫) ইত্যাদি মহাপুরাণের বাক্যগুলিও সঙ্গতি লাভ করে। নতুবা মুক্তিতে ব্রহ্মে লয়ের দ্বারা একত্ব লাভ করিলে কেই-বা স্বেচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ করিতে পারে? কে-বা ভক্তিদ্বারা নারায়ণনিষ্ঠ হইতে পারে? কারণ, তাহাতে কোনরূপেও জীবের পৃথক্ সত্তার অবশেষ থাকে না। আবার এই বাক্যগুলি জীবন্মুক্ত জীবসম্বন্ধীয় ইহাও বলা যায় না। যেহেতু জীবন্মুক্তগণের আপনা হইতে দেহের অস্তিত্ব থাকায় 'বিগ্রহ ধারণ করিয়া' এই উক্তি এবং 'মুক্তগণের ও সিদ্ধগণের' এই পদদ্বয়ের নির্দ্দেশ সঙ্গত হয় না। পদ্মপুরাণের কার্ত্তিক মাহাত্ম্যের বাক্যে ভগবানে লীন হইলেও নরদেহাশ্রিত

Society of Bengal edition, edited by রামময় তর্করত্ন—অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ, 1871, এবং মহেশ পাল—সংস্করণ ১৮৮৯ "মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং পরিগৃহ্য নমস্তীত্যনুষঙ্গঃ" (আনন্দ প্রেস্-সংস্করণ, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ)।

মহামুনির পুনরায় নারায়ণরূপে প্রাদুর্ভাব এবং বৃহন্নৃসিংহপুরাণে নরসিংহ-চতুর্দ্দশীর ব্রতের বর্ণন প্রসঙ্গে ভগবানে লয়প্রাপ্ত বেশ্যাসমন্বিত বিপ্রের আবার ভার্য্যার সহিত প্রহ্লাদরূপে আবির্ভাব, ইত্যাদি অনেক উপাখ্যান এবং অপরাপর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ অনুসন্ধানযোগ্য। *

যেমন সমুদ্রের এক প্রদেশ হইতে উদ্ভূত তরঙ্গ একাংশে লয় পায়; **ঐ তরঙ্গ জলময়ত্ব প্রভৃতি গুণদ্বারা সমুদ্রের সহিত অভিন্ন হইলেও সমুদ্রের গম্ভীরতা ও রত্নাকরত্ব প্রভৃতি গুণের অভাব-বশতঃ পার্থক্য** লাভ করে, কেবল সমুদ্রে লীন হওয়ায়, পৃথগ্‌রূপে দর্শনের অযোগ্য হওয়ায় ঐক্য প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ তরঙ্গ সমুদ্রের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ কথিত হয়; সেইরূপ নিজের কারণ ব্রহ্মের তেজঃ প্রভৃতি স্থানীয় অংশমধ্যে মুক্তিকালে লীয়মান

---

* "শ্রীশঙ্করাচার্য্য-ভগবৎপাদানাং বচনম্; তথা 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥' (ভাঃ ৬।১৪।৫) ইত্যাদীনি মহাপুরাণাদি বচনানি চ সঙ্গচ্ছন্তে। অন্যথা মুক্ত্যা ব্রহ্মণি লয়েনৈক্যে সতি কো নাম লীলয়া বিগ্রহং করোতু? কো বা ভক্ত্যা নারায়ণপরায়ণো ভবতু? কথমপি পৃথক্‌সত্তাবশেষাভাবাৎ। ন চ বক্তব্যম্—তদ্বচনানি জীবন্মুক্তবিষয়াণীতি। যতো জীবন্মুক্তানাং স্বত এব দেহস্য বিদ্যমানত্বাদ্ বিগ্রহং কৃত্বেত্যুক্তির্ন সঙ্গচ্ছতে। তথা 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্' ইতি পদদ্বয়-নির্দ্দেশোঽপি। অত্র চ পাদ্মকার্ত্তিক মাহাত্ম্যোক্তৌ ভগবতি লয়ং প্রাপ্তস্যাপি নৃদেহস্য মহামুনেঃ পুনর্নারায়ণরূপেণ প্রাদুর্ভাবঃ, তথা বৃহন্নারসিংহপুরাণে নরসিংহ-চতুর্দ্দশীব্রত-প্রসঙ্গে কথিতঃ, ভগবতি লীনস্যাপি বেশ্যাসহিতস্য বিপ্রস্য পুনঃ সভার্য-প্রহ্লাদ-রূপেণাবির্ভাব ইত্যাদ্যনেকোপাখ্যানমন্যচ্চ পরং প্রমাণমনুসন্ধেয়মিত্যেষা দিক্।" —(শ্রীবৃহদ্ ভাগবতামৃতম্ ২।২।১৮৬)।

জীবগণ ব্রহ্মের ঐক্যপ্রাপ্ত, এইরূপ কথিত হয়; কিন্তু জীবগণের স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধতাহেতু অনন্ত সুখঘন ব্রহ্মত্বের প্রাপ্তি বলা হয় না। অতএব **মুক্তিতে ব্রহ্ম ও জীবের পৃথগ্ভাবে দর্শনের অভাবে অভিন্নতা এবং কোন অংশে পরিচ্ছিন্নরূপে অবস্থান হওয়ায় ভিন্নত্বও** উক্ত হয়। অতএব কোনও মুক্ত জীবের শ্রীভগবৎ কৃপাবিশেষে ভক্তিসুখের আস্বাদনার্থ সচ্চিদানন্দ শরীর ধারণ করিবার জন্য পুনরায় পৃথক্সত্তার লাভ সম্ভব হয়, ইহা প্রথমেই নিরূপিত হইয়াছে। এই-রূপেই 'হে প্রভো! ভেদের বিনাশ হইলে আমি আপনার, আপনি আমার নহেন, যেহেতু **তরঙ্গ সমুদ্রেরই, সমুদ্র কদাপি তরঙ্গের নহে**।' ভগবান্ **শ্রীশঙ্করাচার্য্য** চরণের **ভেদাভেদ** বিচার দ্বারা বর্দ্ধিত এই বচন সুষ্ঠুভাবে প্রামাণিক হইতেছে। অবিদ্যাজনিত জীবত্বের ভেদ বিনষ্ট হইলেও 'তোমারই' (তব) এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করায় তদীয়ত্বে পুনরায় ভেদের সিদ্ধি হইতেছে। নতুবা, পরম ঐক্য-বিচারে 'প্রভো! আমি তোমার' এইরূপ উক্তি সঙ্গত হয় না। তাৎপর্য এই—যেমন পরিচ্ছিন্ন নদীপ্রবাহ সমূহ সমুদ্রে মিলিত হইলেও অপরিচ্ছিন্ন ও বিচিত্ররত্নময় সমুদ্রত্ব প্রাপ্তি তাহাদের সম্ভব নহে, কেবল বাহ্যসত্তার লোপহেতুই সমুদ্রতার প্রাপ্তি বুঝায়। *

---

* যথা সমুদ্রস্য প্রদেশাদেকস্মাদেব জায়মানাস্তরঙ্গা একস্মিন্নেব দেশে লীয়-মানা জলময়ত্বাদিনা সমুদ্রাদভিন্না গাম্ভীর্যরত্নাকরত্বাদি-গুণাভাবাদ্ ভিন্নাশ্চ, কেবলং তস্মিল্লঁয়াৎ পৃথক্ত্বেনাদৃশ্যমানা ঐক্যং গতাঃ সমুদ্রস্বরূপং প্রাপ্তা ইত্যুচ্যতে; তথা স্বকারণে ব্রহ্মাংশে তেজ আদিস্থানীয়ে মুক্ত্যা লীয়মানা জীবা ব্রহ্মৈক্যং গতা ইত্যুচ্যতে, ন ত্বপরিচ্ছিন্ন সুখঘনব্রহ্মতাপ্রাপ্তিস্তেষাং স্বভাবেনৈব পরিচ্ছিন্নত্বাৎ। অতো **মুক্তাবপি পৃথগদর্শনাদভিন্নত্বং** কস্মিংশ্চিদ্ভাগে **পরিচ্ছিন্নত্বেন**

শ্রীমদনমোহনদেবের সেবা প্রকাশ

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে,— সম্বন্ধ— **শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ ;** অভিধেয়— **শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ ;** প্রয়োজন— **শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর** শ্রীশ্রীমতী রাধারাণী সহিত ক্রমিক তত্ত্ব নির্ণয়াত্মক মঙ্গলাচরণ দ্বারা জানাইয়াছেন যে,—"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে 'গৌড়দেশবাসী বৈষ্ণবকে বা গৌড়ীয়গণকে) করিয়াছেন আত্মসাথ। এ-তিনের চরণ বন্দো, তিনে মোর নাথ ॥" আঃ ১।১৯ চৈঃ চঃ।

আবার বলিয়াছেন—"বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল। রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ শ্রীরাধা-ললিতাসঙ্গে রাস বিলাস। **মন্মথ-মন্মথরূপে** * যাঁহার প্রকাশ ॥ তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ। পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ স্বমাধুর্যে লোকের মন করে আকর্ষণ। দুই পাশে রাধা-ললিতা করেন সেবন ॥ নিত্যানন্দ দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল। শ্রীরাধা-মদন মোহনে † প্রভু করি' দিল ॥" —চৈঃ চঃ আঃ ৫।২১২—২১৬। শ্রীমন্মহাপ্রভু

জীনত্তয়াবস্থানাদ্ ভিন্নত্বঞ্চ। অতএব কস্যচিন্মুক্তস্য শ্রীভগবৎকৃপাবিশেষেণ ভক্তিসুখায় সচ্চিদানন্দ-শরীরধারণার্থং পুনঃ পৃথক্‌সত্তাবাপ্তিঃ সম্ভবতীত্যাদাবেব নিরূপিতম্। এবং সত্যেব "সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন ন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ ॥" ইতি **শ্রীভগবচ্ছঙ্কর-পাদানাং ভেদাভেদন্যায়োপবৃংহিতবচনং** সম্যগুপপদ্যতে; অবিদ্যাকৃতজীবত্বভেদে বিনষ্টেঽপি তদীয়ত্বেন পুনর্ভেদস্যসিদ্ধেঃ। অন্যথা পরমৈক্যাপত্ত্যা 'নাথ! তবাহম্' ইত্যাদ্যুক্তির্নৈব সঙ্গতা স্যাদিতি দিক্। অত্র চেদং তত্ত্বম্,—যথা হি পরিচ্ছিন্নানাং নদীপ্রবাহাণামপরিচ্ছিন্ন-বিচিত্ররত্নাদিময়-সমুদ্রত্বাপত্তির্ন সম্ভবতি, কেবলং বহিঃসত্তালোপেনৈব সমুদ্রতাবাপ্তিরুচ্যতে।" (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৯৬)।

---

* "সাক্ষান্মন্মথঃ—নানাচতুর্ব্যূহস্থাঃ প্রদ্যুম্নাস্তেষাং মন্মথঃ (৪।৪।১৮—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) 'চক্ষুষশ্চক্ষুঃ' ইতিবন্মন্মথত্ব—প্রকাশক ইত্যর্থঃ"—ক্রমসন্দর্ভ।

† "শ্রীরাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।" গোঃ লীঃ ৮।৩২।

শ্রীল সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রকট করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' ও শ্রীসনাতন তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপালের নাম পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। 'সেবা-প্রাকট্য' ‡ পুঁথিতে লিখিত আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু ১৫৯০ সম্বতে (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) মাঘমাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপন করিয়াছিলেন ও 'শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী' নামক তাঁহার প্রিয় শিষ্যের উপর সেবাভার প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন।

"জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ১।১৫

—আমি পঙ্গু (গতিশক্তিহীন) এবং মন্দবুদ্ধি ; এতাদৃশ আমার একমাত্র গতি যাঁহারা, যাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মই আমার সর্ব্বস্ব, সেই পরমদয়ালু শ্রীরাধা-মদনমোহন জয়যুক্ত হউন।*

শ্রীভক্তিরত্নাকর—২।৪৫৫-৪৭৩ — সনাতন গোস্বামীর অদ্ভুত বিলাস। মধ্যে মধ্যে করেন শ্রীমহাবনে বাস॥ মদনগোপাল তথা বালক সহিতে। যমুনাপুলিনে খেলে দেখয়ে সাক্ষাতে॥ মদনগোপাল সনাতন-প্রেমাধীন। স্বপ্নচ্ছলে সনাতন কহে একদিন॥ সনাতন তোমার কুটীর মোরে ভায়। মহাবন হইতে আমি আসিব এথায়॥ এত কহি, প্রভু হইলেন অদর্শন। প্রেমাবেশে বিহ্বল হৈলা সনাতন॥ প্রভুর ভঙ্গিমা জানে ভালমতে। মদনগোপাল আইলা রজনী প্রভাতে॥ সনাতন মনে হৈল আনন্দ প্রচুর। পত্র কুটীরেতে

---

‡—শ্রীবৃন্দাবনে রাধারমণ জীউর ৺বনমালীলাল গোস্বামীর গ্রন্থাগার।

* পঙ্গু—শ্রীমদনমোহনজীর প্রেমে এমন অবস্থা হইয়াছে যে, অন্য আর কোথায়ও গতি বিধির ক্ষমতা একেবারেই রহিত। মন্দমতি—কর্ম্মি-জ্ঞানী, যোগিগণের অন্যাভিলাষিগণের মতি স্থিরতাহীন ; চঞ্চল। ঐ পথে মতি না থাকায় আমার মতি,—মন্দ (ধীর, শান্ত)।

সেবা করেন প্রভুর ॥ মহারাজকুমার শ্রীমদনমোহন। তিহঁ শুষ্ক রুটী + ভুঞ্জে—দুঃখী সনাতন ॥ সনাতন মনঃ জানি মদনগোপাল। নিজ সেবাবৃদ্ধি ইচ্ছা হইল তৎকাল ॥ হেনকালে মুলতানদেশীয় একজন। অতিশয় ধনাঢ্য সর্ব্বাংশে বিচক্ষণ ॥ কপূর ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস (মতান্তরে রামদাস)। নৌকা হৈতে নামি আইলা গোস্বামীর পাশ ॥ গোস্বামীর চরণে পড়িল লোটাইয়া। কৈল কত দৈন্য নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ সনাতন তারে বহু অনুগ্রহ কৈলা। শ্রীমদনমোহনচরণে সমর্পিলা ॥ সেইদিন মন্দিরের আরম্ভ করিল ॥ নানা-রত্নভূষণে ভূষিত করাইল ॥ পরিধেয় বস্ত্রাদি সে বিবিধ প্রকার। রাখাইলা যত্ন করি পৃথক্ ভাণ্ডার ॥ ভোগের সামগ্রী নানাপ্রকার করিলা। ভুঞ্জিবেন প্রভু, ইথে মহাহর্ষ হৈলা ॥ মদনগোপালে দেখি' কেবা ধৈর্য্য ধরে। ব্রজবাসিগণ ভাসে সুখের সাগরে ॥ সঙ্ক্ষেপে কহিল এ প্রসঙ্গে রসায়ন। মদমমোহন সনাতনের জীবন ॥" ব্রজের স্থাপিত—"চারি দেব, দুই নাথ, দুই গোপাল বাখান। ব্রজনাভ প্রকটিত এই আটমূর্ত্তি জান ॥" * (ব্রজ ইতিহাস)

+ শুষ্করুটি—শ্রীসনাতন শ্রীব্রজবাসির দ্বারে দ্বারে মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া চানা (ছোলা), আটা ইত্যাদি আনিতেন। সেই আটা জলে ভিজাইয়া গোল গোল ঢেলা করিয়া তাহা আগুনে পুড়াইয়া শ্রীঠাকুরকে ভোগ দিতেন। এই ভোগসামগ্রীর নাম তদ্দেশে 'আঙাকড়ি' বলে। সেই আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য অদ্যাপিও ঐ 'আঙাকড়ি' ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে।

* শ্রীহরদেব, শ্রীবলদেব, শ্রীকেশবদেব, শ্রীগোবিন্দদেব—এই চারি দেব। শ্রীনাথ, শ্রীগোপীনাথ—এই দুই নাথ। শ্রীসাক্ষীগোপাল, শ্রীমদনগোপাল—এই দুই গোপাল। শ্রীশ্রীমদনগো পাল দেব—শ্রীশ্রীবজ্রনাভের দ্বারা প্রকঠিত বলিয়াই বৈষ্ণবগণের অভিমত। শ্রীহরদেব ও শ্রীবলদেব শ্রীবৃন্দাবনের বনভাগে। কেশবদেব মথুরায় (আদি কেশব)। শ্রীগোবিন্দদেব—শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি কৃপা করিয়া প্রকট হন (শ্রীরূপ গোস্বামী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। শ্রীনাথ,—শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রতি কৃপা করিয়া প্রকট হন, তিনি এক্ষণে শ্রীনাথ দ্বারে সেবা গ্রহণ করেতেছেন। বর্ত্তমানে পুনরায় পুছড়ীতে (শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিরাজের পুচ্ছদেশে) সেবা গ্রহণ করিবেন বলিয়া তাঁহার জন্য নূতন মন্দির প্রকটিত হইয়াছেন। তথায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমধুপণ্ডিতের সেবিত শ্রীগোপীনাথ। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের গণ শ্রীল
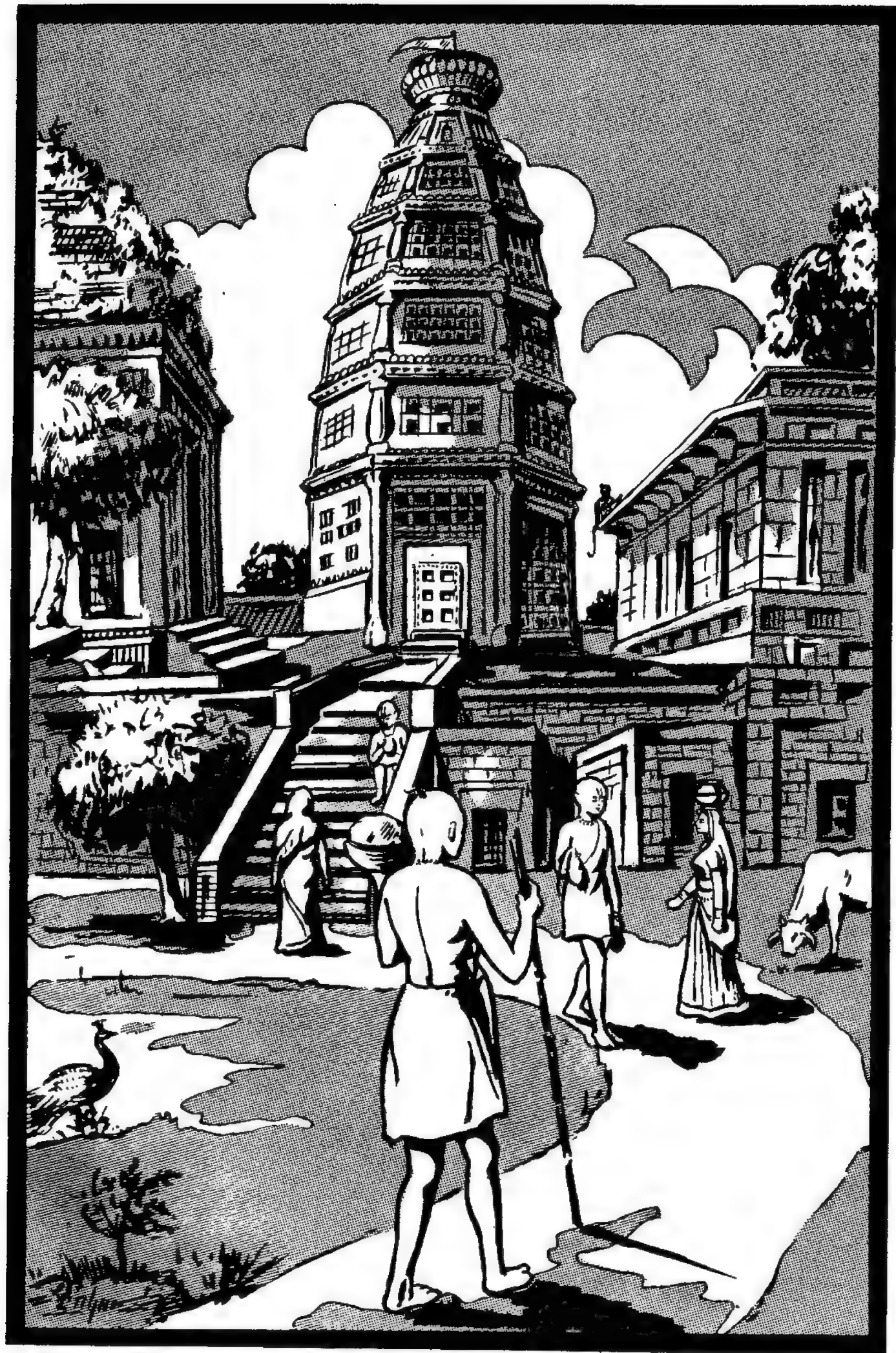
শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন জীউর পুরাতন শ্রীমন্দিরের দৃশ্য ।   শ্রীধাম-বৃন্দাবন, মথুরা।

শ্রীমদনমোহনদেবের ইতিহাস—(সপ্তগোস্বামী)

সত্যযুগে মহারাজ শ্রীঅম্বরীষ এই শ্রীমদনগোপাল দেবের সেবা করিতেন। ক্রমান্বয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ও লঙ্কাধিপতি রাবণের হস্তগত হয়। লঙ্কাবিজয়ের পর শ্রীরামচন্দ্রপ্রভু শ্রীজানকী দেবীকে দেন। শ্রীশত্রুঘ্ন লবণাসুরকে ধ্বংস করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রাকালে এইমূর্ত্তি সঙ্গে করিয়া মথুরায় আসেন। শ্রীবিগ্রহ সেই স্থানেই থাকিয়া যায়। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া আদিত্যটীলার ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া মথুরার চৌবেদের হস্তে দিয়া বঙ্গে চলিয়া আসেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তথা হইতে প্রাপ্ত হন।

এ সম্বন্ধে শ্রীব্রজধামবাসিগণের প্রবাদ এই যে,—শ্রীমদনমোহনজীউ শ্রীমথুরায় শ্রীদামোদর চৌবে মতান্তরে শ্রীপরশুরাম চৌবে (চতুর্ব্বেদী) নামক চৌবে ব্রাহ্মণদের গৃহে ব্রাহ্মণ বালকদের সহিত খেলা করিতেন। শ্রীল সনাতন শ্রীবৃন্দাবন হইতে দৈনিক মাধুকরী ভিক্ষার জন্য মথুরায় যাইতেন। একদিন দেখেন নিজপ্রভু শ্রীমদনমোহন আনন্দভরে খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন। প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়া সেই আবেশে তন্ময় হইয়া শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবনে নিজ ভজন কুটীরে আসিলেন এবং রাত্রিতে স্বপ্নে প্রভু বলিতেছেন—"সনাতন! তুমি চিন্তা করিও না, আমি শীঘ্রই তোমার নিকট চিরদিনের জন্য আসিব। আমি যাঁহাদের বাড়ীতে খেলা করি, আগামীকল্য হইতে তাঁহাদের বাড়ীতে খুব ব্যারাম দেখা দিবে; এবং আমি তোমাকেই সেই ব্যাধির বৈদ্যরাজ বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বপ্ন দিব। তাঁহারা তোমার নিকট আসিলে তুমি যাহা দিবে এবং যাহা বলিবে, তাঁহাদের তাহাতেই বিশ্বাস হইবে ও সকলের ব্যাধি নিরাময় হইবে। তারপর

পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য শ্রীল রূপসনাতনের ভক্তিশাস্ত্রশিক্ষাগুরু। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে বংশীবটে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমধুপণ্ডিতকে সেই সেবা সমর্পন করেন। (সাধন দীপিকা ও ভঃ রঃ ২।৪৭৫—৭৬ দ্রঃ)। শ্রীসাক্ষীগোপাল—উড়িষ্যাবাসী ছোটবিপ্র ও বড়বিপ্রের সাক্ষী দেওয়ার জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে পদব্রজে উড়িষ্যায় সাক্ষীগোপাল সত্যবাদী গ্রামে গিয়া বিরাজ করিতেছেন।

তাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়া তোমাকে যখন কিছু প্রণামী দিতে আসিবেন, তখন প্রণামীর পরিবর্ত্তে তুমি বলিবে—আপনাদের একটি বালক আমাকে দেন, আমি তাঁহার সেবা প্রাণ ভরিয়া করিব এবং সময় মত আপনাদের গৃহে যাইবে। তাহাতে তাহারা খুবই সন্তুষ্ট হইয়া কোন্ বালক নির্ণয় করিতে বলিলে—যাঁহার বদনকমলের সম্মুখে ভ্রমর পুনঃ পুনঃ গুঞ্জন করিতেছে দেখিবে, সেই আমাকে চাহিয়া লইবে। পুনরায় পরীক্ষার জন্য তাঁহারা যখন তোমার চক্ষু বস্ত্রদ্বারা বিশেষভাবে বন্ধন করিয়া দিয়া বহু সংখ্যক ব্রজবালক মধ্য হইতে বাছিয়া লইতে বলিবেন—তখনও এই প্রকার অনুমান করিবে এবং আমি স্বয়ং তোমার নিকট অগ্রসর হইয়া তোমার ক্রোড়ে উঠিব। আর অন্য কোন বালকই আসিবে না। এইরূপ হইলে আর কোন প্রকার কথাই কাহারও বলিবার থাকিবে না। পরে তোমার নিকট আসিলে যাহা হইবার ক্রমান্বয়ে হইবে। এ সকল কথা তুমিই মনে রাখিবে, আর কাহাকেও বলিবে না।" রাত্রি প্রভাত হইলে শ্রীল সনাতন সেই কথামত শীঘ্রই সেইস্থানে গিয়া নিজ প্রাণ-সর্ব্বস্ব প্রভুর নয়ন কমলে দৃষ্টিপাত করা মাত্রই যেন বুঝিতে পারিলেন যে, রাত্রির স্বপ্নযোগের সমস্ত কথাই সত্য এবং চক্রধারী শ্রীশ্রীমদনমোহন এইরূপ ভঙ্গী করিয়া শ্রীল সনাতনের নিকট আসিয়া প্রেম-সেবা গ্রহণ করিতে থাকিলেন। শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও সেবা এবং করৌলিতে শ্রীমদনমোহনজী যাইবার প্রসঙ্গ—"শ্রীশ্রীব্রজধাম" (পরিচয় ও পরিক্রমা ১ম খণ্ডে) দ্রষ্টব্য।

শ্রীযমুনা হইতে প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ আদিত্য টীলার * উপর শ্রীমন্দির;

---

* আদিত্যটীলা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযমুনাগর্ভে কালীয়দমন লীলা করিবার পর যখন শ্রীযমুনা হইতে উপরে আসেন তখন তাঁহার শীত নিবারণ জন্য শ্রীসূর্য্যদেব দ্বাদশ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে তাপ দান করেন এবং সেই তাপে শ্রীকৃষ্ণের শীত নিবারণ হইবার পর শ্রীঅঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া শ্রীযমুনায় পতিত হয়। এই জন্য এই টীলার নাম আদিত্যটীলা ও ঘাটের নাম প্রস্কন্দন (ঘাম) তীর্থ। এই আদিত্যটীলার পাদদেশেই শ্রীমদনগোপালের ঘাট লুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনবাসী পণ্ডিত শ্রীমৎ কিশোরী দাস বাবাজী মহাশয়ের সেবাচেষ্টায় বর্ত্তমানে সেই ঘাটের

তাহার উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট হইবে। উত্তরদিকের নাট্যমন্দিরের দ্বারে 'সম্বৎ ১৬৮৪ বর্ষ শ্রাবণ' (বা ১৬২৭ খৃঃ) লিখিত আছে। পুরাতন মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে অপেক্ষাকৃত নিম্ন-ভূমিতে একটি লাল পাথরের ছোট কুঠরী ঘর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের ভজন কুটীর বলিয়া দর্শন হয়। নিকটেই শ্রীল সনাতনপাদের সমাধি ও কূপ বর্ত্তমান আছে। তাহার পার্শ্বেই নূতন শ্রীমন্দিরে প্রতিনিধি শ্রীবিগ্রহগণ অবস্থান করিয়া সেবা-স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন। কথিত হয় যে,—শ্রীমদনমোহনজীউ বঙ্গদেশীয় শ্রীনন্দকুমার বসু মহাশয়কে স্বপ্নাদেশ করিয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে বর্ত্তমান নূতন শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় প্রতিনিধি শ্রীবিগ্রহরূপে স্ব স্ব মন্দিরে অবস্থান করতঃ সেবা গ্রহণ করিতেছেন এবং জগদ্বাসীকে দর্শন দান করিয়া উদ্ধার করিতেছেন।

শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরের বিবরণ—(সপ্তগোস্বামী ১১২-১১৫ পৃঃ) রামদাস মতান্তরে কৃষ্ণদাস কপূর প্রথমতঃ আদিত্যটীলার উপর একটি চত্বর প্রাচীরে বেষ্টিত করেন ও উহার দক্ষিণদিকে একটি বৃহৎ তোরণ। মন্দির পথে চত্বর মধ্যে প্রবেশ করিলে সম্মুখে নাটমন্দির (৫৭´+২০´), তাহার পশ্চিম গায়ে জগমোহন (২০´×২০´) এবং উহার পশ্চিম গাত্রে সংলগ্ন মূল মন্দির দেখা যায়। নাট-মন্দিরের উচ্চতা ২২´ ফুট, মন্দিরের উচ্চতা ইহার দ্বিগুণ। নাটমন্দিরের ছাদ এখন নাই। জগমোহনের চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দির-গাত্রে যে কারুকার্য্য-যুক্ত প্রস্তর ফলক ছিল, তাহা এখন নাই। বৃক্ষ-মূলের শূলাঘাত-জীর্ণ প্রাচীন মন্দির এক্ষণে অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। আদিত্যটীলার উপর যেখানে রাম-দাস কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হয় সেই স্থানের নাম—জবাটবী। যে সূর্য্য মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আদিত্যটিলা নামে পরিচিত হয়, তাহারই সংলগ্ন জবা পুষ্পোদ্যান 'জবাটবী' হইয়াছিল। এই রামদাস সপরিবারে শ্রীল সনাতনপাদের শিষ্যত্ব

প্রকাশ ও তদুপরি শ্রীশ্রীরাধামাধবের 'বিলাস নিকেতন' প্রকাশিত হইতেছেন। ইহা শাস্ত্রবর্ণিত একটি প্রাচীন লীলাস্থান।

গ্রহণ করিয়া নিজ বাসস্থান মুলতান নগরীতে অন্য একটি শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করেন। সে মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান। মুলতান (পাঞ্জাব দেশে) দেশীয় অনেক লোককে এই রামদাস কপূর শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করান।

শ্রীরামদাসের মন্দিরের দক্ষিণ গায়ে আর একটি শিখরধারী সুন্দর প্রাচীন মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছেন। উহার সমস্ত গাত্রে প্রস্তরফলকে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত। বঙ্গজ-কায়স্থকুলতিলক বঙ্গাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত স্বনামধন্য রাজা বসন্ত রায়ের পিতা বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রাজা গুণানন্দ (গুহ মজুমদার) এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ঐ মন্দিরের পূর্ব গাত্রে দ্বারের উপরে একটি প্রাচীন শিলা লিপি আছে, তাহা এই,—

"হর ইব গুহবংশ্যো যৎপিতা রামচন্দ্রো
গুণিমণিরিব পুত্রো যস্য রাজা বসন্তঃ।
সকৃত-সুকৃতিরাশিঃ শ্রীগুণানন্দ নামা
ব্যধিত বিধিবদেতন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ।।"

অর্থাৎ গুহবংশীয় শিবতুল্য রামচন্দ্র যাঁহার পিতা এবং গুণিগণ শিরোমণি রাজা বসন্ত যাঁহার পুত্র, সেই সুকৃতিশালী শ্রীগুণানন্দ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই মন্দির যথাবিধি নির্ম্মাণ করিয়া দেন।—এই লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং উপরিভাগে বাংলা ও নিম্নে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। শ্লোকটি খোদিত নহে,—তোলা অক্ষরে উৎকীর্ণ। একে প্রাচীন রীতিতে লিখিত, তাহাতে অনেক অক্ষর স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাওয়ায় লিপিটি অপাঠ্য ও দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। ১৮৭৩ খৃঃ মহামতি গ্রাউস সাহেব (F. S. Growse M. A.) তাঁহার মথুরার ইতিহাস রচনাকালে সর্বপ্রথম এই শ্লোকটির পাঠোদ্ধার করেন। কিন্তু "গুহবংশ্যো" স্থানে তিনি "গুরুবংশ্যো" এবং "রাজাবসন্তঃ" স্থানে "রাধাকান্ত" এইরূপ পাঠ করেন। সম্ভবতঃ অক্ষর সমূহের অঙ্গহানি হওয়ায় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র ও বসন্ত রায়ের পিতা শ্রীগুণানন্দের পরিচয় তাঁহাদের তিন পুরুষের বৈষ্ণব পরিচয় হইতে বিশ্বাসযোগ্য। সে সময় এইরূপ সুস্পষ্ট বৈষ্ণব পরিচয়ের আর কোন গুণানন্দ ছিলেন কিনা তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। শিলালিপিতে উক্ত গুহবংশ্য রামচন্দ্র পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া প্রথমতঃ সপ্তগ্রামে ও পরে গৌড়ে রাজসরকারে কর্মচারী হন। তাঁহার তিন পুত্র— ভবানন্দ, গুণানন্দ. শিবানন্দ – ঐ সরকারে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করেন। ভবানন্দের পুত্র রাজা বিক্রমাদিত্য ও গুণানন্দের পুত্র রাজা বসন্ত রায় যশোহর রাজ্য পত্তন করেন। এই বিক্রমাদিত্যের পুত্রই— প্রতাপাদিত্য। বঙ্গের সুলেমান কররাণীর রাজত্বকালে (১৫৬৩—৭২ খৃঃ) গুণানন্দ শ্রীবৃন্দাবনবাসী হন এবং আজীবন তথায় বাস করেন। আনুমানিক ১৫৭০ খৃঃ প্রাক্কালে গুণানন্দ স্বীয় পুত্র বসন্ত রায়ের উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। (মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩৩ বৈশাখ); এবং "গুণানন্দের মন্দির" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ও "বৃন্দাবন কথা" —৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। (পুলিন বিহারী দত্ত)। এই ইতিহাস বর্ত্তমানেও সাক্ষ্য দিতেছেন।

পূর্বোক্ত কৃষ্ণদাসের মতান্তরে রামদাসের মন্দির জীর্ণ হইবার পূর্ব হইতেই শ্রীমদনগোপাল এই মন্দিরে সেবিত হইতেন। উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানা দুইটি শ্রীরাধাবিগ্রহ গঠন করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। স্বপ্নাদেশে তাঁহাদের ছোটটি শ্রীরাধারূপে শ্রীমদনগোপালের বামে এবং বড়টি ললিতারূপে দক্ষিণে স্থাপিত হইয়াছিলেন। তখন হইতে শ্রীমদনগোপালের নাম হয়—শ্রীমদনমোহন (ভঃ রঃ ৬ষ্ঠ তরঙ্গ) এবং শ্রীযুগল বিগ্রহের নাম হয়—শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীউ। রাজা গুণানন্দের প্রাচীন মন্দিরে এক্ষণে ত্যক্তগৃহী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ দ্বারা শ্রীশ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ বিগ্রহের সেবাপূজা চলিতেছেন এবং রামদাসের প্রথম মন্দিরে ত্যাগী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অবস্থান করিয়া ভজন করেন। শ্রীল সনাতন ও কবিরাজ গোস্বামীর সময় শ্রীমদন-গোপাল নামই ছিল। শ্রীসনাতনের বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে এবং

চৈতন্যচরিতামৃতের উপসংহারে "মদনগোপাল" নামই আছে। রাজা গুণানন্দের বংশ-পরম্পরায় সকলে পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এই বংশীয় একমাত্র প্রতাপাদিত্যই বহু পরে শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন জীউর বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীযুক্ত আনন্দ কিশোর গোস্বামী মহোদয় হইতে প্রাপ্ত শ্রীযুত বীরেশ্বর কিশোর গোস্বামী দ্বারা প্রকাশিত পারস্য ভাষার অনুসরণে হিন্দী ভাষায় রচিত 'পর্দেমেংসীন্' নামক গ্রন্থে ও সম্বৎ ১৯৮৭ মাঘ শুক্লা নবমী, ইং ১৯৩২—১২ মার্চ্চ তারিখে সঙ্কলন কর্ত্তা—পূর্ণসিংহ ব্যাস ঠাকুর এবং পণ্ডিতরামনিবাস শর্ম্মা দ্বারা শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীব্রজেন্দ্র প্রেসে মুদ্রিত—'শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়কা সচিত্র ইতিহাস' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত ক্রমানুযায়ী শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীউর সেবাইত গোস্বামিগণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের সংশোধক—শ্রীনীলাম্বর প্রসাদ মুখার্জ্জি—প্রধান কর্ম্মচারী, মন্দির শ্রীমদনমোহন – শ্রীবৃন্দাবন।

মুসলমান্ রাজত্বকালে দিল্লীর রাজসিংহাসনে লোদীবংশের পর খৃষ্টাব্দ ১৫২৩ মোগল সম্রাট্ বাবরের রাজত্ব কালে কৃষ্ণদাস কপূর মতান্তরে রামদাস কপূর দ্বারা প্রথম মন্দির নির্ম্মিত হয়। তৎপরে খৃঃ ১৬৫৮—১৭০৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ঔরঙ্গজেব রাজত্ব করে, ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব হিন্দু মন্দিরাদি ধ্বংস করিবার আদেশ জারী করে। এই সময় শ্রীমদনমোহন জীউ জয়পুর রাজ্যের করৌলীতে চলিয়া যান এবং কথিত আছে (উড়িষ্যার) রাজা শ্রীগুণানন্দকে স্বপ্ন দান করিয়া ১ম মন্দিরের পার্শ্বের দ্বিতীয় মন্দিরে প্রতিনিধি বিগ্রহরূপে অবস্থান করেন। তৎপরে বর্ত্তমান নূতন মন্দিরের পার্শ্বেই ১৭০৭ খৃঃ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের পর তৃতীয় মন্দির নির্ম্মিত হয়; তাহার স্পষ্ট নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মতান্তরে ১৮২৩ খৃঃ পুনরায় ৺নন্দকুমার বসু মহাশয়কে স্বপ্নাদেশ করিয়া এই চতুর্থ মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীরাধা মদনমোহনজীউ বিরাজ করিতেছেন। এই সময়েই—৺নন্দকুমার বসু মহাশয় দ্বারা শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথেরও বর্ত্তমান শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হয়। ১৭১৩ খৃঃ হইতে শ্রীকৃষ্ণচরণ

গোস্বামী সেবা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ইনি তৃতীয় এবং ৪র্থ মন্দিরের সেবা করিয়াছেন। ইঁহার সময়েই বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। করৌলীর শ্রীমদনমোহন মন্দির ও শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীমদনমোহন মন্দিরের সেবাইত সূত্রেও ইহাদের নাম জানা যায়। ইঁহারা বঙ্গদেশ, মুর্শিদাবাদ জেলার গজা গ্রামের ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর প্রথম সেবক*—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তৎপরে—১। শ্রীকৃষ্ণদাস (ব্রহ্মচারী) গোস্বামী—১৫২৩ খৃঃ; ২। শ্রীচন্দ্রদাস গোস্বামী; ৩। শ্রীবংশীদাস গোস্বামী; ৪। শ্রীকিশোরীদাস গোস্বামী; ৫। শ্রীসুবলদাস গোস্বামী খৃষ্টাব্দ—১৭০৩; ৬। শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামী—খৃঃ ১৭১৩; ৭। শ্রীরামকিশোর গোস্বামী খৃঃ ১৭৫৪; ৮।

---

* "সপ্তগোস্বামী"—১৩৩ পৃঃ—১। সনাতন গোস্বামী, ২। শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, ৩। পূজারী গোপালদাস, ৪। চন্দ্র গোস্বামী, ৫। দাস গোস্বামী, ৬। বংশীদাস, ৭। কিশোরীদাস, ৮। সুবলদাস। তৎপর গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ এই সেবার অধিকারী হন। ৯। শ্রীকৃষ্ণচরণ, ১০। শ্রীরামকিশোর, (শ্রীকৃষ্ণচরণের জামাতা), ১১। নৃসিংহকিশোর (রামকিশোরের পুত্র), ১২। হরিকিশোর (নৃসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), ১৩। প্রাণকিশোর, ১৪। দামোদর কিশোর (পৌত্র), ১৫। অটলকিশোর (দামোদরের পিতা), ১৬। মোহনকিশোর (ভ্রাতুষ্পুত্র)।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদন গোপালের সেবা প্রাপ্তির ৩।৪ বৎসর পরে শ্রীব্রজমণ্ডলে নন্দগ্রামে নন্দ, যশোদা, বলভদ্র ও শ্রীকৃষ্ণ এই চারিটি মূর্ত্তি ১৫৯৫ সম্বতে (১৫৩৮ খৃঃ) মাঘী শুক্লা ষষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন। "সেবাপ্রাকট্য" ও "বৃন্দাবন কথা"—৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই নন্দগ্রামের 'পাবন সরোবর' তীরে শ্রীল সনাতন গোস্বামী, আর 'কদমটেরী'তে শ্রীল রূপ গোস্বামী একান্তে ভজনে নিবিষ্ট থাকিতেন। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ পাবন সরোবরস্থ "ভজন কুটীরের" সেবা সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

বাদশাহ আকবর রচিত পদ—(শ্রীব্রজবুলি ভাষায়)।

জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোরা। আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥ খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া। ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া॥ পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া। থির নাহি হোওত আনন্দে মাতুলিয়া॥ ঐছন পহুঁকে যাহু বলিহারি। শাহ আকবর তেরে প্রেম ভিকারী॥—গৌরপদতরঙ্গিনী আকবর শাহ ভণিতায় ৪।২।২৯ সংখ্যক পদ।

শ্রীনৃসিংহ কিশোর গোস্বামী খৃঃ ১৭৯২ ; ৯। শ্রীহরিকিশোর গোস্বামী খৃঃ ১৮২৭ ; ১০। শ্রীপ্রাণ কিশোর গোস্বামী খৃঃ ১৮৪৪ ; ১১। শ্রীদামোদর কিশোর গোস্বামী খৃঃ ১৮৫১ ; ১২। শ্রীঅটল কিশোর গোস্বামী খৃঃ ১৮৬২ ; ১৩। শ্রীমোহন কিশোর গোস্বামী ; ১৪। শ্রীবীরেশ্বর কিশোর গোঃ ; ১৫। শ্রীআনন্দ কিশোর গোস্বামী—খৃষ্টাব্দ ১৯৫৬।

মুসলমান রাজত্বকালে শ্রীমথুরার নাম ছিল—মমিনাবাদ, শ্রীবৃন্দাবনের নাম ছিল—ফকিরাবাদ। আগ্রার নাম ছিল—আকবরাবাদ পরগণা।

শ্রীসনাতনপাদের শিষ্য— ১। স্পর্শমণি গ্রহণকারী শ্রীজীবন ঠাকুর, ২। শ্রীসনাতনপাদের পূর্ব্বাশ্রমের পুরোহিত পুত্র—শ্রীগোপাল মিশ্র। —ভঃ রঃ ৫ম, ২৫২ পৃঃ ; সপ্ত গোঃ ১৩৩ পৃঃ। ৩। উড়িষ্যার ভক্ত কবি প্রসিদ্ধ শ্রীঅচ্যুত দাস—"নিরাকার সারস্বত" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থ শ্রীল সনাতনপাদের বর্ত্তমান কালেই উড়িয়া ভাষায় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। —বিশ্বকোষ, ২১শ, ১৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ৪। শ্রীমদনমোহনজীউর শ্রীমন্দির নির্ম্মাতা—শ্রীরাম দাস কপূর * তাঁহারা সপরিবারে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫। শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (ইঁহার উপর ৺শ্রীমদনমোহন জীউর সেবাভার অর্পণ করিয়াছিলেন)। উপরোক্ত শিষ্যগণের বংশপরম্পরা ও শিষ্য পরম্পরার খোঁজ ঠিকমত পাওয়া যায় না।

শ্রীল সনাতনের বৃদ্ধাবস্থা

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু কখন শ্রীবৃন্দাবনে, কখনও শ্রীগোবর্দ্ধনে, কখনও শ্রীপাবন সরোবরে, কখনও মহাবনে, কখনও শ্রীরাধাকুণ্ডে, কখনও ব্রজের বিভিন্ন বনে বনে অবস্থান করিতেন। তিনি প্রত্যহ নিয়ম করিয়া

* মতান্তরে—শ্রীকৃষ্ণদাস কপূর। কেহ কেহ বলেন—শ্রীরামদাস ও শ্রীকৃষ্ণদাস পিতাপুত্র সম্বন্ধ ছিল ; কিন্তু কাহার পুত্র কে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন। কথিত হয় যে, বৃদ্ধবয়সে যখন প্রত্যহ সাতক্রোশ পরিক্রমা করিতে তিনি অসমর্থতা বোধ করিতে লাগিলেন, সেই সময় স্বয়ং শ্রীগোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ এক অজ্ঞাত ব্রজবাসী বালকরূপে উপস্থিত হইয়া শ্রীল সনাতনকে একটি শ্রীকৃষ্ণ-পদাঙ্কযুক্ত শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই গোবর্দ্ধনের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁহার প্রকট লীলার শেষদিন পর্য্যন্ত সেই শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা পরিক্রমা করিয়াছিলেন। সেই শ্রীচরণ-চিহ্নযুক্ত-শিলা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে প্রতিবৎসর শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথি উপলক্ষে দর্শন হয়।

শ্রীল সনাতন পাদ বিপ্রলম্ভভাবে শ্রীব্রজের বনে বনে কৃষ্ণানুসন্ধান করিতেন। পাবন সরোবরের নির্জ্জন বনে যখন শ্রীসনাতন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসে মগ্ন ছিলেন, তখন গোরক্ষকের বেশে শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধভাণ্ডহস্তে শ্রীল সনাতনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন এবং শ্রীসনাতনের অজ্ঞাতসারে ব্রজবাসীদ্বারা শ্রীনন্দগ্রামে পাবন সরোবরের তীরে শ্রীল সনাতনের জন্য একটি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের অতি সরল মধুর ব্যবহারে সকল শ্রীব্রজগ্রামের ব্রজবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া একান্ত আপ্তজন জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত নিষ্কপট সরল ব্যবহার করিতেন।

শ্রীল সনাতনপাদ রাত্রিদিন শ্রীশ্রীরাধামোহনজীউর আরাধনা লইয়া তন্ময় হইয়া থাকিতেন। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভদাসের একটি পদ হইতে জানা যায়—

"কতদিনে অন্তর্ম্মনা, ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নামগানে সদা থাকে,
অবসর নাহি এক তিলে॥"

এরূপাবস্থায় শ্রীল সনাতনপাদ শেষাবস্থায় নিজের আহারাদির কথাও একেবারে

বিস্মৃত হইয়া থাকিতেন, সেজন্য শ্রীভগবান স্বয়ং গোপবালক মূর্ত্তিতে আসিয়া প্রতিদিন দুগ্ধপান করাইয়া যাইতেন,—ভঃ বঃ ৫ম তরঙ্গ।

"সঙ্গোপনে রহে ভক্ষণের চেষ্টা নাই। কেহ না জানয়ে কে আছয়ে এই ঠাঁই॥
কৃষ্ণ গোপবালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া। দাঁড়াইয়া গোস্বামী সম্মুখে হর্ষ হৈয়া॥
গোরক্ষক বেশ, মাথে উষ্ণীষ শোভয়। দুগ্ধভাণ্ড হাতে করি গোস্বামীরে কয়॥
আছ হ নির্জ্জনে তোমা কেহ নাহি জানে। দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারণে॥
এই দুগ্ধ পান কর আমার কথায়। লইয়া যাইব ভাণ্ড রাখিও এথায়॥
কুটীরে রহিলে মো সভার সুখ হবে। ঐছে রহ, ইথে ব্রজবাসী দুঃখ পাবে॥"

এই সময় শ্রীল সনাতনপাদের চিত্তের অবস্থা এইরূপ ছিল,—

"নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেঽহং নিদেশং ভৃতকো যথা॥"

অর্থাৎ "হে ভগবান্! আমি জীবনও চাহি না, মরণও চাহি না। ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করে, আমিও সেইভাবে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি।"

"শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি" নামক গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসনাতন উভয়কে একসঙ্গে একই শ্লোকে প্রণাম করিয়াছেন,—

"নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দং।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভু র্জয়তি॥"*

বৃদ্ধ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ প্রতিদিন শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দির হইতে মহাদেব শ্রীগোপেশ্বরজীউ দর্শনে আসিতেন। গোস্বামির প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীগোপেশ্বরবাবা শ্রীবনখণ্ডী মহাদেবরূপে প্রকট হন, এবং ইহা স্বপ্নে জানাইয়া দেন।

---

* "সনাতনাত্মা প্রভু" বলিতে নিত্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রী সনাতন গোস্বামীকে বুঝাইতেছে।

শ্রীল রূপ-সনাতন পাদদ্বয়ের নাম

শ্রীল রূপ-সনাতনের পিতামাতার দেওয়া নাম—সন্তোষ ও অমর এইরূপ পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেওয়া নাম—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দেওয়া নাম—শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ (বড় গোসাঞি)। আর গৌড় বাদশাহের দেওয়া নাম—দবিরখাস ও শাকর মল্লিক। শ্রীল রূপ-সনাতনের মুসলমান রাজকার্য্যের উপাধি দবিরখাস ও শাকর মল্লিক হওয়ায় তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মও গ্রহণ করেন নাই বা মুসলমান জাতিও ছিলেন না। এ বিষয়ে অনেক অজ্ঞব্যক্তির ভ্রমজনিত প্রলাপ শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের যে বংশ-পরম্পরা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, ইঁহারা ভারতীয় আর্য্য ব্রাহ্মণদের সর্ব্বপূজ্য ভরদ্বাজ গোত্রীয় কর্ণাট-দেশীয় ব্রাহ্মণরাজ বা ব্রাহ্মণোত্তম ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষগণের মধ্যে কাহারও অহিন্দুজাতির নামের সঙ্গে কোন সংস্পর্শই দেখা যায় না। দবিরখাস ও শাকর মল্লিক দুইটি নামের অর্থ এইরূপ—যিনি ন্যায় বা যুক্তিতে নিপুণ, তিনিই—'দবির'। রাজব্যবহারকোষে 'দবির'—শব্দের এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়—"যুক্তাভিজ্ঞো দবিরঃ স্যাৎ", 'খাস'-শব্দে 'নিজস্ব' বুঝায় অর্থাৎ গৌড়েশ্বরের নিজস্ব বা খাস মন্ত্রী অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন বলিয়া শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর নাম—"দবিরখাস।" আর "মহল্লিক" শব্দের অর্থ—জ্ঞানবৃদ্ধ। 'মহল্লিক' এই দেশীয় শব্দের অপভ্রংশই "মল্লিক"। শ্রীল সনাতনপাদ বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ছিলেন, ইহাও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায় পাওয়া যায়। রাজব্যবহারকোষে—'শুকুর'—শব্দের অর্থ 'যিনি সর্ব্ববিষয়ে নিপুণ'; যথা—'কুশলঃ শুকুরঃ'। 'শুকুর'—শব্দের অপভ্রংশই শাকর। সকল বিষয়ে নিপুণ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন বলিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের নাম ছিল "**শাকর মল্লিক**"।

শ্রীল সনাতনপাদ স্বয়ং 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে'র তৃতীয় শ্লোকের টীকায় শ্রীল রূপপাদের পরিচয় দানকালে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"স্বপ্রিয়ভৃত্যো যো রূপঃ কর্ণাটদেশবিখ্যাত-বিপ্র-কুলাচার্য্য-শ্রীজগদ্‌গুরু-বংশজাত-শ্রীকুমারাত্মজো গৌড়দেশীয়ঃ শ্রীরূপনামা বৈষ্ণববরঃ।"

আরার শ্রীল রূপপাদের লিখিত বলিয়া 'শ্রীসনাতনাষ্টকে' শ্রীল সনাতনের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

'সুদাক্ষিণাত্য-ভূমিদেবভূপবংশ-ভূষণং
মুকুন্দদেব-পৌত্রকং কুমারদেব-নন্দনম্।
সজীব-তাতবল্লভাগ্রজন্মরূপকাগ্রজং
ভজাম্যহং মহাশয়ং কৃপাম্বুধিং সনাতনম্॥"

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর নাম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

'দবিরখাসে'রে প্রভু বলিতে লাগিলা।
এখনে তোমার কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি হৈলা॥
শাকর মল্লিক নাম ঘুচাইয়া তান।
'সনাতন অবধূত' থুইলেন নাম॥
অদ্যাপিহ দুই ভাই—রূপ সনাতন।
চৈতন্যকৃপায় হৈলা বিখ্যাত-ভুবন॥

চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৬৮, ২৭৩-৭৪।

শ্রীল সনাতন-সূচক বা শোচক

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শিষ্য বলিয়া পরিচিত শ্রীরাধাবল্লভ দাস নামক এক পদকর্ত্তা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের যে সূচক রচিত করিয়াছেন, তাহা—

(১)

রূপের বৈরাগ্যকালে, সনাতন বন্দিশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।

শ্রীরূপে করুণা করি' ত্রাণ কৈলা গৌরহরি,
মো-অধমে নহিল স্মরণে ॥
মোর কর্ম্ম-দড়ি ফান্দে, মোর হাতে গলে বান্ধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি' ।
আপনা করুণা-ফাঁসে, দৃঢ় বান্ধি' মোর কেশে,
চরণ-নিকটে লহ তুলি' ॥
পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে যুড়িল ব্যাধ বাণ ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
তুমি, নাথ, মোরে কর ত্রাণ ॥
জগাই-মাধাই হেলে, বাসুদেবে অজামিলে,
অনায়াসে করিলে উদ্ধার ।
করুণা-আভাস করি' সনাতনে পদতরী,
দেহ যেন ঘোষয়ে সংসার ॥
এ-দুঃখ-সমুদ্র-ঘোরে নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনা নাহি অন্য জন ।
হেনকালে অন্য জনে, অলক্ষিতে সনাতনে,
পত্র দিল রূপের লিখন ॥
রূপের লিখন পে'য়ে, মনে আনন্দিত হ'য়ে,
সদা করে গৌরাঙ্গ ধেয়ান ।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস, মনে করে অভিলাষ,
পত্র পে'য়ে করিলা পয়ান ॥

(২)

শ্রীরূপের বড় ভাই, শ্রীসনাতন গোঁসাই,
পাৎসার উজির হৈয়া ছিলা ।

শ্রীরূপের পত্র পে'য়ে, বন্দী হৈতে পলাইয়ে,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা ॥
ছিঁড়া কাঁথা অঙ্গে মলি, হাতে নখ, মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হেলে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করে, এক গুচ্ছ দন্তে ধরে,
পড়িলা চৈতন্য পদতলে ॥
দরবেশ-রূপ দেখি' প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া আইসে ধে'য়ে।
সনাতনে করি' কোলে, কাতরে গোঁসাই বলে,
অধমেরে স্পর্শ কি লাগিয়ে ॥
অস্পৃশ্য পামর, দীন, দুরাচার, বুদ্ধি হীন,
নীচকুলে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর-জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার ॥
প্রভু কহে,—সনাতন, দৈন্য কর কি কারণ,
তব দৈন্যে ফাটে মোর হিয়া।
কৃষ্ণের করুণা আছে, ভাল মন্দ নাহি বাছে,
তোমা' স্পর্শি পবিত্র লাগিয়া ॥
ভোট কম্বল দেখি' গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছিঁড়া এক কান্থা লৈয়া,
প্রভুপাশে পুনরাগমন ॥
আজ্ঞা দিলা রূপ-সনে, দেখা হ'বে বৃন্দাবনে
প্রভু আজ্ঞায় করিলা গমনে।

গৌরাঙ্গ করুণা করি', রাধাকৃষ্ণ-নাম-মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে ॥
ছেঁড়া কাঁথা, নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ গাথা,
পরিধানে ছেঁড়া বহির্ব্বাস।
কভু কান্দে, কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস ॥
অতঃপর সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,
রূপ-সঙ্গে হইল মিলন।
প্রেমে অশ্রু নেত্রে ভরি', সনাতনের গলে ধরি',
কান্দে রূপ গদ্‌গদ্ বচন ॥
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এইরূপে গোঁয়ায় সনাতন।
কতদিনে তাহা ছাড়ি', কুঞ্জে কুঞ্জে রহে পড়ি'
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ ॥
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে, 'রাধাকৃষ্ণ' বলি কাঁদে,
'হা নাথ, হা নাথ' বলি' ডাকে।
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ-সনাতন,
এইরূপে কত দিন থাকে ॥
কত দিন অন্তর্মনা, ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারি দণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
কৃষ্ণনাম গানে থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
অবসর নহে একতিলে ॥
ছাড়ি' ভোগ অভিলাষ, তরুতলে করে বাস,
দুই চারি দিন উপবাস।

কখনও বনের শাক, অলবনে করি' পাক,
মুখে দেয় দুই এক গ্রাস ॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় ধূসর কায়,
কণ্টকেতে বিদ্ধ হয় পাশ ।
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে করে অভিলাষ,
কত দিনে হ'ব তাঁ'র দাস ॥

———

শ্রীমনোহর দাসের রচিত পদ,—

"জয় জয় পহুঁ 'শ্রীল সনাতন' নাম । সকল ভুবন মাহা যছু গুণ গ্রাম ॥
তেজল সকল সুখ-সম্পদ অপার । শ্রীচৈতন্যচরণযুগল করু সার ॥
শ্রীবৃন্দাবন ভূমে করি' বাস । লুপত তীর্থ সব করল প্রকাশ ॥
শ্রীগোবিন্দ সেবা পরচারি' । করল ভাগবত অর্থ বিচারি' ॥
যুগল-ভজন লীলা-গুণ-নাম । করল বিথার গ্রন্থ অনুপম ॥
সতত গৌর প্রেমে গর গর দেহ । ভ্রমই বৃন্দাবনে না পায়ই থেহ ॥
বিপুল পুলক-ভর নয়নহি নীর । 'রাইকানু' বলি' পড়ই অথির ॥
ভাবভূষণ সকল শরীর । অনুখণ বিহরই যমুনাক তীর ॥
যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই । ভাবই মনোহর সোই গোসাঞি ॥"

———

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাতীত পরমহংস কুলচূড়ামণি

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের বেষাদি-প্রসঙ্গ

শ্রীল সনাতনপাদ "দরবেশ হইয়া আমি মক্কায় যাইব" এই বাক্য দ্বারা কারারক্ষকের সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন এবং সেই দরবেশ বেশ ধারণ করিয়াই কাশীধামে পরমভক্ত শ্রীচন্দ্রশেখরের বাড়ীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত

হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী যখন তাঁহার ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন হইয়া শ্রীগঙ্গাস্নানান্তে বস্ত্র পরিধানের সময় উপস্থিত হইল, তখন তাঁহাকে নূতন বস্ত্র দেওয়া হইলে তিনি **অত্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হৃদয়ে** তাহা গ্রহণ করিলেন না। পরে শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপাদের পিতৃদেব পরমভাগবত বৈষ্ণববর শ্রীল তপন মিশ্র মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার ব্যবহৃত পুরাতন একখানা বস্ত্র প্রার্থনা করিয়া লইলেন এবং তাহাই দুই খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া লজ্জা নিবারণ জন্য কৌপীন বহির্ব্বাস আকারে গ্রহণ করিবার কথা জানা যায়।—শ্রীচৈঃ চঃ মঃ, ২০ পরিচ্ছেদ। "মিশ্র, সনাতনে দিল নূতন বসন। বস্ত্র নাহি নিল তিঁহো কৈল নিবেদন॥ মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন। নিজ পরিধান এক দেহ **পুরাতন**॥ তবে মিশ্র পুরাতন এক বস্ত্র দিল। তিঁহো **দুই বহির্ব্বাস কৌপীন** করিল॥" ভোটকম্বলের পরিবর্ত্তে শ্রীল সনাতন গৌড়ীয়ার (গৌড় দেশবাসী বৈষ্ণবের) **কন্থা বা কাঁথা** যাচ্ঞা করিয়া লইবার কথাও এই প্রসঙ্গেই জানা যায়। যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতীব সুখ সাধন হইয়াছিল; যথা— "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্॥"*

আবার এই কাশীধামেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনকে শিক্ষা উপদেশাদি

---

* যদিও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীল তপন মিশ্র মহাশয়ের ছিন্ন বস্ত্র কৌপীন বহির্বাসাকারে ধারণ করিয়াছিলেন—ইহাতে আমাদের মনে করা উচিত হইবে না যে,—এই বেশ শ্রীল তপন মিশ্র মহাশয় শ্রীল সনাতনপাদকে ধারণ করাইয়াছেন। বরং স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুরই ইচ্ছানুযায়ী ধারণ করিয়াছেন—ইহা বিচার করিলে ঠিকই হইবে। কারণ,—কোনও ব্যক্তি নিজহস্ত দ্বারা যে কার্য্য করেন, সেই কার্য্যের কর্ত্তা সেই ব্যক্তিই হইয়া থাকেন, হস্ত কখনও কর্ত্তা হন না। সেইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীহস্তস্বরূপ শ্রীল তপন মিশ্র মহাশয়ের ছিন্ন বস্ত্র শ্রীল সনাতন পাদকে দিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল মিশ্র মহাশয় কৌপীন-বহির্বাস ধারণ করাইবার কর্ত্তা বলা ঠিক হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেই শ্রীল সনাতনপাদকে এই বেশ ধারণ করাইবার মূল কর্ত্তা। শ্রীল সনাতনপাদের বৈরাগ্য উদয়ের মূল কারণও শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেই।

দেওয়ার পর শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রেরণের শেষ মুহূর্ত্তে অতি করুণার্দ্রস্বরে বলিয়াছিলেন,—"কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ। বৃন্দাবনে আইলে তাঁদের করিহ পালন॥"—চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৭৬। শ্রীল রূপ-সনাতনপাদদ্বয়ের আচরণ সম্বন্ধেও এইরূপ জানা যায়,—"অনিকেতন দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ। এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন॥ বিপ্র-গৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী। শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥ **করোঁয়া মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া বহির্ব্বাস।** কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস॥ অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারি দণ্ড শয়নে। নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে॥ কভু রসশাস্ত্র করয়ে লিখন। চৈতন্য কথা শুনে, করে চৈতন্য চিন্তন॥"—চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১২৭—১৩১ পয়ার দ্রষ্টব্য। পরে মক্কা, দরবেশ ইত্যাদি শ্রীল সনাতনপাদের বাক্য ও সাজা দরবেশ বেশের অনুকরণে, তাঁহার নামের দোহাই দিয়া আউল, বাউল, নেড়া, দরবেশ, সাঁই ইত্যাদি অপসম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। ইহারা গৌড়ীয় সম্প্রদায় নামে পরিচিত হইলেও ইহাদের সিদ্ধান্তের সহিত মৌলিক গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের কোনও সামঞ্জস্য নাই। বৃঃ সং শাস্ত্রে বলেন,—"বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতি বিরলচারাঃ কতিপয়ে"। ৬।১৪।৫—শ্রীভাঃ, 'সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা।' সুতরাং সম্প্রদায় মধ্যেও শাস্ত্রের প্রকৃত আদেশ পালনকারী অল্প সংখ্যকই হইয়া থাকেন। যথা—"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"—গীঃ ৭।৩। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই পরিস্থিতি।

এই প্রসঙ্গে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের এবং অবধূত পরমহংস বা ভাগবত পরমহংসের উৎপত্তি ও শাস্ত্রীয় আচরণাদি সম্বন্ধে কিছু প্রাচীন প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। উদ্দেশ্য—তাহা হইলে আমরা সহজেই হয় ত' **শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণের সম্বন্ধে অলৌকিক ধারণা পাইতে পারিব।**

বর্ণধর্ম—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥" গীঃ ৪।১৩। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের বিশেষত্ব সৃষ্টি করিয়াছি। সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে আমি কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে। "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥" ভাঃ ১১।৫।২ শ্লোকে বলিতেছেন—বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সত্ত্বাদিগুণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ভাঃ ১১।১৭।১০, ১২-১৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে উদ্ধবকে কহিলেন,—"হে উদ্ধব! সত্যযুগের প্রারম্ভে মানবদিগের 'হংস'-নামে একটি বর্ণ ছিল। সেই যুগে যে সকল প্রজাবর্গ জন্মগ্রহণ করিত, তাহারা জন্মমাত্রই কৃতকৃত্য হইত, এইজন্য ইহাকে লোকে 'কৃতযুগ' বলিয়া জানে। হে মহাভাগ, ত্রেতা-যুগ আরম্ভ হইলে আমার হৃদয় ও প্রাণ হইতে ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীবিদ্যা উৎপন্ন হয়। তাহার পর আমি হোত্র, আধ্বর্য্যব ও ঔদ্গাত্র—এই তিন যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছিলাম। পরে বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে স্ব-স্ব আচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইল।" মহাভারত শাঃ পর্ব ১৮৮।১০ শ্লোকে ভৃগু কহিলেন—"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥" —ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ সমূহের কোন কার পার্থক্য নাই। পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্মদ্বারা বিভিন্ন বর্ণ-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে ১৭শ অধ্যায়ে কলিযুগে বর্ণধর্ম্মের অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ পাপপরায়ণাঃ। নিজাচারবিহীনাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥"—কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণই স্ব-স্ব আচারবিহীন পাপপরায়ণ হইবে।

আশ্রমধর্ম্ম—"গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম। বক্ষঃস্থলাদ্বনে

বাসঃ **সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥”** ভাঃ ১১।১৭।১৩—শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—আমার জঘনদেশ হইতে গৃহাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য ও বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ উৎপন্ন এবং * **সন্ন্যাস** আমার মস্তকে স্থিত। রাজর্ষি জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বলিলেন,—ভগবন্ সন্ন্যাসাধিকার ও তদ্বিধি আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন্। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন—(জাবালোপনিষৎ ৪।১) “স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাহস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ”—ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবার পর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, বানপ্রস্থাশ্রমে কিছুকাল অবস্থিত হইয়া তৎপরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। যদি ইহার অন্যথা হয় অর্থাৎ যদি কোন লোকের গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বৈরাগ্য উদিত হয়, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন অথবা গৃহস্থ বা বান-প্রস্থাশ্রম হইতেই পরিব্রাজক হইবেন; অর্থাৎ যিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তত্তদাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যদি ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবিচ্যুতি হইয়াও ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগের জন্য উৎকণ্ঠিত হন, তবে তিনি সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করুন আর নাই করুন, সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন শেষ করিয়া বেদোক্ত স্নান করুন আর নাই করুন, অথবা সাগ্নিক হইয়া অগ্নি-নির্বাপিত করুন কিম্বা নিরগ্নিই হউন, যে দিনই সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য আসিবে, সেই দিনেই তিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিবেন। এ সম্বন্ধে—

---

* “উৎপন্নে শঙ্কটে ঘোরে চৌর-ব্যাঘ্রাদিগোচরে। ভবভীতস্য সন্ন্যাসমঙ্গিরা মুনিরব্রবীৎ ॥” ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে—শ্রীল সনাতনপাদ মনুষ্যলীলায় রাজভয়ে ও ভবভয়ে ভীত, সুতরাং তাঁহার পক্ষেও ভগবৎ শরণাগতিমাত্রেই সন্ন্যাস সিদ্ধ হইয়াছিল।

অঙ্গিরাস্মৃতি, মনুস্মৃতি, জাবালশ্রুতিঃ, শ্রীধর স্বামীর ও নির্ণয়সিন্ধু বচন এবং কর্ম্মপুরাণাদিতেও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

চারিবর্ণাশ্রমধর্ম্মের কর্ত্তব্য—(বিঃ পুঃ ৩।৮।৯ ও পদ্মপুঃ পাতালখণ্ড ৫৩ অঃ) "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ-তত্তোষকারণম্॥"—পরমেশ্বর বিষ্ণু, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম আচারযুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন কারণ নাই। "এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ"—ভাঃ ১১।৫।৩ শ্লোক—এই বর্ণাশ্রমিদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। **"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। সকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"**—চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬ পয়ার। * চারিযুগেই এই বর্ণাশ্রমের কথা আছে।

চারিবর্ণের কর্ম্ম-বিভাগ—(গীঃ ১৮।৪১-৪৪ শ্লোকে)—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণই প্রকৃতিবদ্ধ জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। হে পরন্তপ, সেই স্বভাব জনিত গুণ দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল বিভক্ত হইয়াছে। **ব্রহ্ম-স্বভাবজ কর্ম্ম**—শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য। **ক্ষত্র-স্বভাবজ কর্ম্ম**—শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান, লোক নিয়ন্তৃত্ব। **বৈশ্য ও শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম্ম**—কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য এই কয়েকটী বৈশ্যের ; আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মই শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম্ম। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১১।২১-২৪ শ্লোকে)—শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য—এই কয়েকটী ব্রাহ্মণ-লক্ষণ। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজঃ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য—এই কয়েকটী

---

* 'ঈশ্বরারাধনন্ত সর্ব্বেষাং বর্ণানাং আশ্রমানাঞ্চ সাধারণো ধর্ম্মঃ।' 'ধর্ম্মসিদ্ধান্ত' গ্রন্থে মনু ৯, ১০।৪০ ও এইগ্রন্থে—গৌতম, মনু, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, দক্ষ ইত্যাদি বর্ণিত প্রসঙ্গ।

ক্ষত্র-লক্ষণ। দেবতা, গুরু, অচ্যুতভক্তি, ত্রিবর্গ পরিপোষণ, আস্তিক্য অর্থাৎ বেদ বিশ্বাস, উদ্যম ও নৈপুণ্য—এই কয়েকটী বৈশ্য-লক্ষণ। সজ্জনে নতি, শৌচ, নিষ্কপটে অভিভাবক (পিতামাতা, গুরুজন, অন্য তিনবর্ণ, দেশস্থ রাজা, দেশপতি, গো ইত্যাদি) সেবা, (অমন্ত্র যজ্ঞ, অস্তেয়), সত্য, গো বিপ্ররক্ষা এবং পাল্যগণের সেবা—এই কয়েকটী শূদ্র-লক্ষণ। এ সম্বন্ধে শ্রুতিতে 'বজ্রসূচিকোপনিষৎ' প্রমাণও আছে। মহাভারতাদি স্মৃতিতেও আছে। ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৪-৩৫ ও হরিবংশ ১১ অঃ দ্রষ্টব্য। ইহা ছাড়া শ্রীধর স্বামিপাদ, গৌড়ীয় গোস্বামিগণ তথা অন্যান্য আচার্য্যপাদগণের গ্রন্থ এবং পুরাণাদিতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতৎ সামাসিকং ধর্ম্মঃ সর্ব্ববর্ণেঽব্রবীন্মনুঃ॥"

চারি আশ্রমের কর্ত্তব্য বিভাগ

* **ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে**—ইহা মানবের প্রথম আশ্রম। (ভাঃ ১১।১৭।২২—৩৩ শ্লোকে), মানবক আনুপূর্ব্বিক গর্ভাধানাদি সংস্কারক্রমে উপনয়নাখ্য দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হইয়া গুরুকর্ত্তৃক আহূত হইলে গুরুকুলে বাস ও দমগুণ সম্পন্ন হইয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন। (শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন),—হে উদ্ধব, শ্রীগুরুদেবকে মৎস্বরূপ (আমার প্রকাশ-বিগ্রহ) জানিবে, কখনও তাঁহার অবমাননা করিবে না। "গুরুদেব"—সর্ব্বদেবময়, ঔপাধিক-জড়-দেশকালপাত্রাবচ্ছিন্ন বুদ্ধিদ্বারা নিজপ্রাকৃত জাড্যে মৎসর হইয়া তাঁহাকে অসূয়া করিবে না। সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে ভিক্ষালব্ধ বস্তু এবং ভিক্ষা ব্যতীত অপরও যাহা কিছু লব্ধ হয়, ব্রহ্মচারী তাহা সমস্তই শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিবেন, এবং তিনি যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, সংযত হইয়া তাহাই ভোজন করিবেন। গমন, শয়ন, উপবেশন ও বিশ্রামকালে আচার্য্যকে

---

* ব্রহ্মচারী—প্রথমাশ্রমী। (ব্রহ্মন্+চর+ণিন্, কর্ত্তৃবাচ্যে)।

শুশ্রূষা করণানন্তর অনুজ্ঞা-লাভের নিমিত্ত তৎসমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া সর্ব্বদা দীনভাবে তাঁহাকে উপাসনা করিবেন। ব্রহ্মচারী বিদ্যা-সমাপ্তি পর্য্যন্ত এইরূপ আচরণ করিয়া অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারণপূর্ব্বক ভোগ বিবর্জ্জিত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবেন। এইরূপ বৃহদ্‌ব্রতধারী অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণ যদি নিষ্কাম হয়েন, তিনি তীব্র তপস্যা দ্বারা দগ্ধকর্ম্মাশয় হইয়া মদীয় ভক্তরূপে পরিগণিত হয়েন। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা শ্রীভগবান্ সুখী হয়েন।

গৃহস্থের * কর্ত্তব্য সম্বন্ধে—(ভাঃ ১১।১৭।৫২-৫৮) বিদ্বান্ গৃহী ব্যক্তি কুটুম্বী হইয়াও কুটুম্বে আসক্ত হইবেন না। ঈশ্বর নিষ্ঠা বিষয়ে সর্বদা অপ্রমত্ত থাকিবে, এবং দৃষ্টবস্তু যেমন নশ্বর, তদ্রূপ অদৃষ্ট বস্তুকেও নশ্বর জ্ঞান করিবে। পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত সঙ্গম, পান্থশালাস্থিত ব্যক্তি-গণের সঙ্গমতুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়। সেইরূপ মমতাস্পদীভূত পুত্রদারাদিও প্রতি দেহে বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর। এই বিবেচনা করিয়া অনাসক্তভাবে অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিলে মমতা ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি গৃহে আবদ্ধ হয়েন না। ভক্তিমান্ ব্যক্তি গৃহমেধীয় কর্ম্মসমূহ দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিয়া সপুত্রক গৃহে বাস, বনে বাস বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। যে ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত এবং পুত্র ও ধনৈষণায় আতুর এবং স্ত্রৈণ ও অলসমতি, সেই মূঢ় ব্যক্তি 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ জ্ঞানে বদ্ধ হয়। "হায়! আমার বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু-সন্তান-বিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিবে।" এই প্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত অসন্তুষ্ট ও মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিগকে সর্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক অতিতামসী যোনিতে প্রবেশ করে। (ভাঃ ১১।১৮।৪৩) শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ ও সকল প্রাণীর সহিত সৌহৃদ্য এই সমস্ত ধর্ম্ম ও ঋতুরক্ষাকারী (ঋতুবতী স্ব-স্ত্রীতে নিষেককার্য্য) গৃহীর

---

* গৃহ + স্থা + ড, কর্তৃবাচ্যে।

কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার উপাসনা সকল প্রাণীরই কর্ত্তব্য।" (ভাঃ ৪।২২।১০) শ্রীপৃথু মহারাজ সনৎ কুমারাদি ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণকে বলিলেন,—যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবা-যোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবা সম্ভার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই **প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য।**

বানপ্রস্থের * কর্ত্তব্য সম্বন্ধে—(ভাঃ ১১।১৮।২৫),—বানপ্রস্থাশ্রমে নিরন্তর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাই বিধেয়। কারণ, নিবৃত্তমোহ-ব্যক্তি ভিক্ষালব্ধ অন্নদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করে। অবস্থানাদি সম্বন্ধে—(ভাঃ ১১।২৫।২৫ শ্লোক)—বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রাম-বাস রাজসিক, ক্রীড়াদি স্থান তামসিক, কিন্তু আমার নিকেতন নির্গুণ জানিয়া ভজনানুকূল স্থানে বাস কর্ত্তব্য।

† সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে—(পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আঃ ৩১ শ অঃ) তিন প্রকার সন্ন্যাসের কথা উল্লেখ আছে, যথা—কেহ কেহ জ্ঞান-সন্ন্যাসী, কেহ বা বেদ-সন্ন্যাসী, কেহ বা কর্ম্মসন্ন্যাসী। কলিযুগে কর্ম্মসন্ন্যাস নিষিদ্ধ সম্বন্ধে (মলমাসতত্ত্বে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৮৫ অঃ ১৮০ শ্লোক) অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবরদ্বারা সুতোৎপত্তি—কলিকালে কর্ম্মকাণ্ডে এই পাঁচটী নিষিদ্ধ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৩।২৬-২৭ শ্লোকে 'ধীর' বা বিবিৎসা সন্ন্যাস, 'নরোত্তম' বা বিদ্বৎ-সন্ন্যাস সম্বন্ধে এইরূপ আছে,—যিনি বিষয়াদিতে আসক্তি-রহিত ও অভিমানশূন্য হইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-সাধন-স্পৃহা-বিগত দেহকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই 'ধীর' বলিয়া কথিত। যে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বকীয় বিবেক বা পরকীয় উপদেশ বশতঃ বৈরাগ্যবান্ হইয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন, তিনিই 'নরোত্তম' বলিয়া প্রসিদ্ধ। "তাপাদি-দশসংস্কারসম্পন্নো ন্যাসী সম্মতঃ।"

---

* **বানপ্রস্থ—বনপ্রস্থ+ষ্ণ। সং; পু।**

† চতুর্থাশ্রমী, ভিক্ষু। (সম্+নি+অস্+ঘঞ্, ভাববাচ্যে)।

সং দীঃ ৩ পৃঃ, ৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সন্ন্যাস সাধারণতঃ কুটিচক্, বাহুদক, হংস ও পরমহংস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু কাশীধাম, সন্ন্যাসী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, অপারনাথ মঠ, ঢুণ্ডি গণেশ ঠিকানা হইতে সম্বৎ ২০০১ ইং ১৯৪৪ সালের বৈশাখ মাসে স্বামী শ্রীদুর্গাচৈতন্যভারতী মহারাজ দ্বারা প্রকাশিত হিন্দী ভাষায় "সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী" নামক গ্রন্থে প্রমাণসহ বিশ প্রকারের সন্ন্যাসীর উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদ প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ১০ দশজন সন্ন্যাসীর নাম * পাওয়া যায়। মুক্তিকোপনিষৎ ও সাত্বত-সংহিতায় ১০৮ একশত আট সন্ন্যাসীর নাম ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ বলিয়া পাওয়া গিয়াছে। "চতুর্থমায়ুষো ভাগং সন্ন্যাসেন নয়েদ্ বুধঃ", "সন্ন্যাসেন তনুং ত্যজেৎ" — সন্ন্যাসাধিকার ও কর্ত্তব্য।

অন্যান্য আশ্রমের বিধি-নিষেধ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অতীত ও বর্ণাশ্রমিগণেরও পূজ্য **১। পরমহংস বা ২। মহাভাগবত-পরমহংসের পরিচয় সম্বন্ধে**—(ভাঃ ৪।২৯।৪৬) শ্লোকে বলিয়াছেন—যখন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ কোনও জীবাত্মার আত্মসমর্পণ দর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তির দ্বারা সেবিত হইয়া তাহার প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তমতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ভাঃ ১১।১২।৩২ শ্লোকে বলিয়াছেন,—ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা 'ধর্ম্ম' বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণ দোষ বিচারপূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু নামে অভিহিত। পরমহংসোপনিষৎ—১-২ শ্লোকে লিখিয়াছেন,—পরমহংসগণ নিজপুত্র, মিত্র, স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, শিখা, সূত্র, বেদাধ্যয়ন, লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসকল পরিহার পূর্ব্বক, এই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া কেবলমাত্র ব্যবহার-নির্ব্বাহক নিজের শরীর রক্ষা এবং জগজ্জীবের উপকারার্থে কৌপীন, দণ্ড,

---

* "তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ। সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ॥" "সন্ন্যাসী চ দ্বিধৈবাদৌ—ব্রহ্ম-বিষ্ণু-পুরঃসরঃ। ব্রহ্ম সন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞো দশনামা—প্রসিধ্যতি। বৈষ্ণবোভক্তিমান্ন্যাসী সদা বিষ্ণুপরায়নঃ॥"—(সংস্কার-দীপিকা—৪ পৃঃ)।

আচ্ছাদন বস্ত্র গ্রহণ করিবেন ; এই সকলও তাহার মুখ্য গ্রহণীয় বস্তু নহে। শ্রীভগবৎ সেবাসুখ-রসসমুদ্রে অবগাহনই—মুখ্য জীবাতু। পরমহংস দণ্ড, শিখা, যজ্ঞোপবীত, বহির্ব্বাসাদি গ্রহণ না করিয়াও সম্পূর্ণ বাহ্যদৃষ্টিশূন্য হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন। ভাগবত ১১।১৮।২৮ শ্লোক—"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাহনপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥" "এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।* একান্ত হইয়া লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥ শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ। তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥" "বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ। বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥" ভাঃ ১১।১৮।২৯

মহাভাগবত-পরমহংস সম্বন্ধে—"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥" ভাঃ ১১।২।৪০ শ্লোক—প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগে শ্রীভগবৎ-সেবা-ব্রতধারী (অনুরাগ-জাত) সাধুগণ তাঁহাদের একান্তপ্রিয় শ্রীভগবানের নাম সংকীর্ত্তনে জাতানুরাগ ও বিগলিত হৃদয় হইয়া, লোকাপেক্ষা না করিয়া কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও সকরুণ আহ্বান, কখনও গান এবং কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করেন। ইঁহাদের বিশুদ্ধ স্বরূপ সম্বন্ধে—পদ্যাবলী ৬৩ শ্লোক—"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো, নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে, র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো র্দাস-দাসানুদাসঃ॥" আর অন্তর্জগতের অবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষাষ্টক—৮ম শ্লোক—"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥" পদ্যাবলীধৃত—"অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥" আত্মনিষ্ঠা হইতেও শ্রীভগবন্নিষ্ঠার আধিক্যহেতু

---

* সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য……গী ১৮।৬৬ ; তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা॥ মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে—ভাঃ ১১।

দেহাগ্যাসক্তিরহিত ভগবন্নিষ্ঠ পুরুষগণই **"ভাগবত-পরমহংস"** আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন। (গৌঃ বৈঃ অভিঃ)।

এই মহাভাগবত-পরমহংসগণের আচরণ সাধারণ বেদবিধির অগোচর ও অলৌকিক হইলেও ইঁহাদের লক্ষণ সমূহ বেদাদিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সেই হেতু চেতনের উৎকর্ষতার চরম পরিণতি বলিয়া ইঁহাকে বেদবর্ণিতধর্ম্ম বলা হয়। অন্যান্য যুগে শ্রীভগবান্ জগতকে যাহা দান করিয়াছেন, কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগৌরহরি শাস্ত্র নিরূপিত সেই সকল ধর্ম্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তদতিরিক্ত-প্রেম দানের বৈশিষ্ট্যই দেখাইয়াছেন। তাঁহার এক নাম সেইজন্য—**"পুরাণ-পুরুষ"**। "বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥—(চৈঃ চঃ নাটঃ ৬।৩২ ধৃত শ্রীমদ্ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত শ্লোক)। শ্রীভগবান্ ধর্ম্ম ছাড়া নহেন, ধর্ম্ম—শাস্ত্র ছাড়া নহেন। শ্রীভগবান্, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত। বৈধী সাধক, সাধকসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যপরিকর, পার্ষদ এবং রাগানুগা বা রাগাত্মিকাগণের সম্বন্ধে ক্রমিক সিদ্ধান্ত-বিচার শাস্ত্র বর্ণন করিয়াছেন। এইজন্য সব একাকার নহে; শ্রীভগবদ্‌রাজ্যে সবই বৈশিষ্ট্য যুক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতি কার্য্যেই শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং তদতিরিক্ত প্রেমদান করিয়া একাধারে মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম ও লীলাপুরুষোত্তমের মহাসম্পদ্ জগতবাসীকে দান করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারীর বেষাদি—(সৎক্রিয়াসার-দীপিকা) শ্রীগুরুদেব হইতে বা আচার্য্য হইতে প্রাপ্ত ডোর-কৌপীন, উত্তরীয়, মেখ্‌লা, কৃষ্ণসার অজিন, উপবীত, গায়ত্রীমন্ত্র, একদণ্ড, জলপাত্র, ভিক্ষাঝুলি, পাদুকা, ছত্র, (খড়ম, তালপত্রের ছত্র), শীত নিবারণ বস্ত্র গ্রহণ করিবেন। ইঁহারা নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ব্বান্ ভেদে দুই প্রকার। প্রবৃত্তিমার্গীয়গণ উপকুর্ব্বাণ্; তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় সংগৃহস্থ আশ্রমে ধর্ম্মপত্নীর পাণি গ্রহণ করিবেন। উপকুর্ব্বন—(১) সাবিত্র (উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ত্রী অধ্যায়নকারীর ত্রিরাত্রব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য); (২) প্রাজা-পত্য (এই প্রবৃত্তিপর ব্রতের আচরণশীল ব্যক্তির সংবৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য),

(৩) ব্রাহ্ম (বেদগ্রহণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য)। নৈষ্ঠিক—বৃহদ্ব্রত (আমরণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য)। শ্রীভগবদুপাসনাধর্ম্ম সর্বদা মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। (ভাঃ ৩।১২।৪২)। 'স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্য-ভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিবৃত্তিরেব চ ॥'

সৎগৃহস্থের বেষাদি—(মনুস্মৃতি) ত্রিকচ্ছ বসন, (বর্ত্তমানে ভারতের কোন কোন স্থানে ইহার বিপর্য্যয় হইয়াছে) পূর্ণাচ্ছাদন জন্য উত্তরীয়, শীত নিবারণ বস্ত্রাদি, গ্রীষ্ম-বর্ষার জন্য ছত্র-পাদুকাদি। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুযায়ী স্ব-ধর্ম্মযাজন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, শ্রীভগবন্নাম গ্রহণ, শ্রীভগবদ্ প্রসাদ মাত্র দ্বারা জীবন ধারণ, ঋতুবতী স্বধর্ম্মপত্নীতে নিষেককার্য্য দ্বারা উত্তম সন্তান উৎপাদন, ক্রমান্বয়ে নিবৃত্তি পথের প্রতি লক্ষ্য, শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী সৎপথে চলা, শ্রীমূর্ত্তির পূজা, অতিথি, গো, ব্রাহ্মণ, দেব, পিতামাতাদি গুরুজন, সন্তান ভৃত্যাদি পাল্যজনের সেবা। নিজের যাবতীয় কর্ম্ম সম্বন্ধে দিনান্তে প্রভুর চরণে নিবেদন করা। বার্ত্তা (অনিষিদ্ধ কৃষ্যাদি-বৃত্তি), সঞ্চয় (যাজনাদি বৃত্তি), শালীন (অযাচিতবৃত্তি), শিলোঞ্ছ (পতিত কণিকা ভক্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ-বৃত্তি) এই সকল গৃহস্থের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান। (ভাঃ ৩।১২।৪২) শ্রীভগবদুপাসনাধর্ম্ম সর্ব্বদা মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। তৎসঙ্গে সাধুসঙ্গ। (ভাঃ ১১।৫।১১)। সর্ব্বদা জায়া পুত্রাদির পারমার্থিক মঙ্গল কার্য্যে ব্যস্ত থাকা,—ভাঃ ১০।৮।৪।

বানপ্রস্থের বেষাদি—(ভাঃ ৩।১২।৪৩) ভোগপ্রবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ভাব হৃদয়ে উদয় হইলে এবং ৫০ বৎসরের অধিক বয়সকালে ধর্ম্মপত্নীসহ বা একা কোন শ্রীভগদ্ধামে বাস জন্য শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা প্রার্থনা। সাংসারিক সকল কর্ত্তব্যই শেষ করা। বৈখানস (অকৃষ্ট-পচ্যবৃত্তি), বালিখিল্য (যাঁহারা নূতন অন্ন পাইলে পূর্ব্ব সঞ্চিত অন্ন ত্যাগ করেন), ঔড়ুম্বর (প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যে দিক্ সর্ব্ব প্রথমে দেখিতে পান, সেই দিক হইতে আহৃত ফলাদি-ভক্ষণে জীবিকা নির্ব্বাহকারী), ফেনপ (স্বয়ং পতিত ফলাদি দ্বারা জীবন ধারণকারী) এবং লজ্জা ও শীতাদি নিবারণ জন্য আড়ম্বর শূন্য জীর্ণ,

পুরাতন বা সাত্ত্বিক বস্ত্রাদি ধারণ করিবেন মাত্র *। দীনহীন ভাবে শ্রীভগবান্ ও তৎসম্বন্ধীয় সকলের নিকট কৃপা প্রার্থনা। কাহারও সেবাদি গ্রহণ না করা। ইহা বানপ্রস্থাবলম্বিগণের আচরণ। এই অবস্থাতেও শ্রীভগবদুপাসনা সর্বদা মুখ্য হইলেও কিছু বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ আছে ; এইজন্য সম্পূর্ণ নির্গুণ নহে।

সন্ন্যাসের বেষাদি—"সদ্ধর্ম্ম-শাসকো নিত্যং সদাচার-নিয়োজকঃ। সম্প্রদায়ী কৃপাপূর্ণো বিরাগী গুরুরুচ্যতে॥"—পঃ পুঃ পাঃ খঃ ২য়ঃ। "যঃ সমঃ সর্বভূতেষু বিরাগো বীতমৎসরঃ।" নাঃ পঃ রাত্র। (১) কুটিচক্ (স্বীয় আশ্রম কর্মপ্রধান), (২) বহূদক (কর্ম্মের অপ্রাধান্য বিবেচক অর্থাৎ জ্ঞান-প্রধান), (৩) হংস (জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠ), (৪) পরমহংস (নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ প্রাপ্ততত্ত্ব) এই চারি প্রকার সন্ন্যাস সাধারণতঃ বর্ণিত হইয়াছে—(ভাঃ ৩।১২।৪৩)। এই সন্ন্যাস ধর্মও শ্রীগুরুদেব হইতে প্রাপ্ত হইতে হয়। শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ—একদণ্ডধারী এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ—ত্রিদণ্ডধারী † হইবেন। মনু ১২।১০—১১ বাক্‌দণ্ড, মনোদণ্ড, এবং কায়দণ্ড—বুদ্ধিতে নিহিত যাঁহার, তিনিই 'ত্রিদণ্ডী'। মনু—কুল্লুকভট্ট টীকা ১২শ অঃ ১০ শ্লোকে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসের উল্লেখ। মহাভারত 'হংসগীতা' ও উপদেশামৃত ১ শ্লোকে বর্ণিত 'প্রকৃত ত্রিদণ্ডী'। জাবালোপনিষৎ ৬ষ্ঠ খণ্ডে—ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, অলাবু-নির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র, দর্ভনির্ম্মিত মেখলা, আচমনাদি জল শোধনের জন্য গৃহীত প্রাদেশ-পরিমিত শ্বেতবস্ত্র, শিখা, উপবীত ধারণের কথা আছে। কিন্তু পরমহংসাবস্থায় এই

---

* যষ্ঠি বা লাঠি এবং কাষ্ঠাপাদুকাদি ব্যবহার করিতে পারেন। ত্রিকচ্ছবসন—পরিধেয়।

† ত্রিদণ্ড—বেণু (বংশ, বাঁশ), পলাশ ও বিল্ব ইহার যে কোন একটি দণ্ড দ্বারা একত্রে তিনটির সংযোগে দণ্ডধারীর উচ্চতানুযায়ী যাহা প্রস্তুত হয়। এই দণ্ডের পূজা, বস্ত্রদ্বারা আবরণ বিধান ও গ্রহণ বিধান স্মৃতি শাস্ত্রে আছে। মহাভারত আশ্বমধিক পর্ব্ব—"একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী বা শিখমুণ্ডিত এব বা। কাষায়মাত্র-সারোঽপি যতিঃ পূজ্যো যুধিষ্টির॥" এই সন্ন্যাস সত্যযুগে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, আচার্য্য ; ত্রেতায়—বশিষ্ট, পরাশর ; দ্বাপরে—ব্যাস, শুক ; কলিতে—শঙ্করাচার্য্য। কলিতে শঙ্করের পূর্ব্বে—দত্তাত্রেয়, বেদব্যাস, শুকদেবের সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করা হইত।

সকলই 'ভূস্বাহা'—এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তীর্থ জলে নিক্ষেপ করিবার কথা আছে। ভাঃ ১১।২৩।৩৪ শ্লোকে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর কথা আছে। হারীতসংহিতা ৬।২৩ শ্লোকে এবং ভাঃ ১১।১৮।২৮ ও ১০।৮৬।৩ শ্লোকে ও (শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদকৃত ভাবার্থ দীপিকা টীকায়) ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণ সূতসংহিতা—"শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ **ত্রিদণ্ডী** সকমণ্ডলুঃ। স পবিত্রশ্চ **কাষায়ী** গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥" পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শ অঃ—"একবাসা দ্বিবাসাথ শিখী যজ্ঞোপবীতান্। কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডো যাতি তৎপরম্॥" ইহা হইতে জানা গেল—**ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী**—একবস্ত্র বা দ্বিবস্ত্র পরিধায়ী, শিখাযুক্ত, **কাষায়** (গৈরিক বস্ত্র), উপবীত, কমণ্ডলু ধারণ করিবেন এবং গায়ত্রী জপও করিবেন। এ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ—চৈঃ চঃ মঃ ৫।১৪১-১৪৩)—'কমলপুরে আসি, ভার্গী নদী স্নান কৈল। নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল॥ কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে। এথা নিত্যানন্দপ্রভু কৈল দণ্ড ভঙ্গে॥ তিন খণ্ড করি' দণ্ড দিল ভাসাঞা। ভক্ত সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া॥ চৈঃ চঃ মঃ ৩।৭-৯। প্রভু কহে,—"সাধু এই ভিক্ষুক বচন। মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥ পরমাত্ম নিষ্ঠা মাত্র বেষধারণ। মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তারণ॥ সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া। কৃষ্ণনিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া॥" 'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এই ত' কারণে। উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস গ্রহণে॥'—চৈঃ চঃ মঃ ১০ পঃ। ইহাতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলার দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। (শ্রীভগবান্ শ্রীমহাপ্রভু কিন্তু সন্ন্যাসী নহেন, কপট সন্ন্যাস বেষধারী ভাবনিধি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ।) একাধারে শ্রীশ্রীকেশব ভারতীকে কৃপা ও **শাস্ত্রীয় বিধি-মার্গ আচার-প্রচারার্থই** ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ অভিনয়। "সর্ব শিক্ষাগুরু—গৌরচন্দ্র বেদে বলে। কেশব ভারতী স্থানে তাহা কহে ছলে॥ প্রভু কহে, স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন। কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥ বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে। এত

বলি' প্রভু তাঁ'রে কর্ণে মন্ত্র কহে ॥ ছলে প্রভু কৃপা করি' তাঁ'রে শিষ্য কৈল। ভারতীর চিত্তে মহা বিস্ময় জন্মিল ॥"—চৈঃ ভাঃ মঃ। ২৮।১৫৪-১৫৭।*

আবার শ্রীপুরীধামে শ্রীবল্লভাচার্য্য (বল্লভ ভট্ট) পাদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া সন্ন্যাসিগণসহ ভোজনে আনন্দ প্রকাশ, যথা—'মহাপ্রসাদ বল্লভ-ভট্ট বহু আনাইলা। প্রভুসহ **সন্ন্যাসিগণ** ভোজনে বসিলা॥' (চৈঃ চঃ অঃ ৭।৬৭ পয়ার)। "**শঙ্করানন্দ সরস্বতী** † বৃন্দাবন হৈতে আইলা। তেঁহ সেই শিলা-গুঞ্জামালা লঞা গেলা॥ পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধনশিলা। দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি' দিলা॥ দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা। স্মরণের কালে গলে পরেন গুঞ্জামালা॥ গোবর্দ্ধন শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে। কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু লয় শিরে॥ নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর। শিলারে কহেন প্রভু—'কৃষ্ণ কলেবর'॥ এই মত তিন বৎসর শিলামালা ধরিলা। তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিলা॥"—(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২৮৮-২৯৩)। একদশীতত্ত্বে ত্রিস্পৃশৈকাদশী প্রকরণ-ধৃত স্মৃতিবাক্যে—'ত্রিদণ্ডী' সর্ব্ব আশ্রমস্থিত জনগণেরই প্রণম্য। প্রণাম না করিলে উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বিধি লিখিত হইয়াছে। চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৫০-১৫৩ ও ঐ ৩।৭৬, ৩।৫৫-৫৬ দ্রঃ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বড় ভ্রাতা শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া—শ্রীশঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতি দিন গৃহস্থলীলা-ভিনয়কালে সন্ন্যাসীর সেবা করিতেন। চৈঃ ভাঃ। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ অদ্যাপিহ সকাল-সন্ধ্যা বৈষ্ণববন্দনা কালে গিরি, পুরী, ভারতী ইত্যাদি নামধারী সন্ন্যাসিগণের বন্দনা করেন এবং ৬৪ চৌষট্টি মহান্তের ভোগ নিবেদন কালে পঞ্চতত্ত্বের (শ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ-গদাধর-শ্রীবাস)

---

* শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরমপ্রিয় মর্ম্মি সন্ন্যাসী ছিলেন—শ্রীল পরমানন্দ পুরী। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস বেষের অনুসরণে ত্রিদণ্ডসহ সেই বেষ ধারণ করিয়া থাকিতেন। তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ শ্রীপুরীধামে একটি কূপ বর্ত্তমান আছে। তাহার জল খুব সুস্বাদু।

† শঙ্করানন্দ সরস্বতী—দশনামী সন্ন্যাসিগণ মধ্যে একজন সরস্বতী উপাধিধারী সন্ন্যাসী।

পার্শ্বেই পুরী নামধারী ১০ জন ও ভারতী নামধারী ৭ জন সন্ন্যাসীকে গুরুগণের আসনে আহ্বান করেন। তৎসঙ্গে গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণের, ছয় চক্রবর্ত্তীর, অষ্ট কবিরাজের, দ্বাদশ গোপালের এবং ৬৪ মহান্তের ও সকল আশ্রমেরই বৈষ্ণবগণের মাতৃ মূর্ত্তিগণের, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এবং অন্যান্য আচার্য্য, গোস্বামী, মহান্ত ইত্যাদির আসন স্থাপনা করেন।

বিবিৎসা-বৈষ্ণব সন্ন্যাস সম্বন্ধে সংস্কার দীপিকা—২১ পৃঃ—৩৫পৃঃ। "মুণ্ডনং প্রথমং কুর্য্যাত্তীর্থস্নানং দ্বিতীয়কম্। তৃতীয়ং হরিমন্দির-তিলকং ভাল-শোভিতম্। চতুর্থং চন্দনৈর্গাত্রে নামমুদ্রাদিধারণম্। পঞ্চমং **কৌপীন-শুদ্ধিং**[১], ষষ্ঠং[২] প্রাণপ্রতিষ্ঠকম্। সপ্তমং হরিদাসাদি-নামমাত্র-প্রকল্পনম্। অষ্টমং বামকর্ণেঽগ্রে বিষ্ণুমন্ত্রস্য ধারণম্। অষ্টাদশাক্ষরস্যৈব পঞ্চ-পদাদিভেদিনঃ। নবমং চাচ্যুতগোত্রস্বীকারং সর্ব্ব-পূজিতম্। শালগ্রামার্চ্চনং ভক্ত্যা দশমং পরি-কীর্ত্তিতম্। **এতৈর্দশভিঃ সংস্কারৈর্বিষ্ণুসন্ন্যাসী বৈষ্ণবঃ**।

বিঃ। পঞ্চসংস্কারা যথা—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

১। 'ততঃ পঞ্চমঃ সংস্কারঃ—কৌপীনশুদ্ধি। কৌপীনকরণপ্রমাণং যথা—তত্রৈব; "স্তনাৎ স্তনান্তরং প্রস্থং দীর্ঘন্তু কটি-বেষ্টনম্। গ্রন্থ্যর্থং মুষ্টি-যুগলং পট্টযুগবিনির্মিতম্॥ (কৌপীনস্যাধিষ্ঠাতৃ দেবতামাহ—)। ঋক্ পরিশিষ্টে বৈরাগ্য খণ্ডে চ সপরিকরং কৌপীনং নির্দ্দিষ্টং—"কৌপীনং যুগলং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্। শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ॥" বাসো বহির্ব্বাসঃ। শরীরত্রাণেতি—ঝুলি-শিরস্য-বসনমপীতি জ্ঞেয়ম্।

২—ততঃ ষষ্ঠঃ সংস্কারঃ, প্রাণপ্রতিষ্ঠা—"**পালশং বৈণবং বিল্বং ত্রিদণ্ড-মুপজীবয়েৎ** * তেষামেকতরং কিম্বা বেণং বাপি সমাচরেৎ॥ কমণ্ডলুং

* "প্রভু বলে—'যাহে সর্বদেব অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশখান॥'"—চৈঃ ভাঃ অঃ ২।২২৫

তথাহন্যদ্বা তুম্বি-কার্য্যাদি-নির্ম্মিতম্। এতদন্যচ্চ তৎসর্ব্বং বিপত্তৌ চ সমাচরেৎ ॥"

বিদ্বৎ-বৈষ্ণব-সন্ন্যাস সম্বন্ধে সংস্কার দীপিকা—৫ পৃঃ—১২ পৃঃ। এই সমস্ত নিয়ম প্রবর্ত্তনের মূলে বহু শাস্ত্র প্রমাণ আছে। যথা,—"অত্র ব্রাহ্মণমাত্রস্য শরীরত্বেন নির্দ্দেশাৎ গুরুবৈষ্ণবয়োস্ত্যক্ত-বর্ণাশ্রমযোরুদাসীনসন্ন্যাসি-পরমহংসাব-ধূতয়োরাত্ম-স্বরূপত্বেন নির্দ্দেশো মহত্ত্বমর্য্যাদয়া স্বয়ং ভগবতৈব কৃত ইত্যতো গৃহিবৈষ্ণবাদপ্যনয়ো বর্ণচিহ্নধর্ম্মত্যাগেন, সন্ন্যাসগতচিহ্নাদিত্যাগেনাবধূতপরম-হংসস্য চ মহন্মহাত্ম্যং সূচিতম্ ॥" (সংস্কার দীপিকা—৯ শ্লোক), শ্রীমন্নিত্যানন্দেন প্রভুণা স্বয়মেব শ্রীরঘুনাথ-দাসগোস্বামিনে কৌপীনাদিকং দত্তমিতি ॥—ঐ ২২ শ্লোক। * ১—৩ (ক) কুৎসিতং মলিনং বাসো বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ। কষায়-রহিতং বস্ত্রং বহির্ব্বাসাদিকং শুভম্ ॥ (খ) কৌপীনডোরং সূচীবেধযুক্তং **কষায়িতং** তন্মলিনঞ্চ বাসঃ। এতন্ন পূতং মুনিভিঃ প্রণীতং ধৃত্বা ভবেৎ শোভন কাচিকং পরম্ ॥ কৌপীনং ব্রহ্মনির্ম্মিতমনন্তাৎ প্রাপ্তবাংশ্চিবঃ। ততোঽস্মান্নারদঃ প্রাপ্তো মহাযোগী ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ শৌনকাদিঃ ঋষিস্তস্মাত্ততঃ কেশব-ভারতী। তস্মাৎ প্রাপ্তো গৌরচন্দ্রঃ স দদৌ ভক্তশাখিনি ॥—ঐ ৩৭-৩৮ পৃঃ। ঋক্-পরিশিষ্টে বৈরাগ্যখণ্ডে চ সপরিকরং কৌপীনং নির্দ্দিষ্টং—কৌপীনং যুগলং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্, শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ স ব্রজেৎ ॥ বিবিৎসা বৈষ্ণব সন্ন্যাস ও

---

* ১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মঃ ১০।১০৮ শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী সম্বন্ধে এইরূপ—

"সন্ন্যাস করিলা শিখাসূত্র—ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না দিল, নাম হইল স্বরূপ ॥"

২ শ্রীশঙ্করাচার্য্যং প্রতি যথোক্তমুদয়নাচার্য্যেণ—সং দীঃ—১৩ পৃঃ

"কন্থাং বহসি দুর্ব্বুদ্ধে গর্দ্দভৈরপি দুর্ব্বহাম্।
শিখা যজ্ঞোপবীতং তে কস্মাদ্ ভারায়তে বদ ॥"

৩ শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীল গোপাল ভট্টকে স্বীয় ডোর, কৌপীন ও একখানি আসন দিয়া পাঠান। ঐ আসনখানি কৃষ্ণবর্ণের কাঠের পিঁড়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ মন্দিরে পূজিত হইতেছেন—গৌঃ বৈঃ জীঃ ॥ (ক) বিবিৎসা সন্ন্যাস (খ) বিদ্বৎ সন্ন্যাস।

বিদ্বৎ-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের অন্যান্য বিধি-বিধান একইরূপ। কেবলমাত্র বিদ্বৎ-বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ বিবিৎসা-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের মত কাষায়-বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড ধারণ করেন না। নূতন বস্ত্রদ্বারা সন্ন্যাসবেষ বা ভেকাশ্রয় বিধি-সম্বন্ধে,—ভরদ্বাজ সংহিতা—"উপপন্নে ততঃ শিষ্যে কৌপীনং কটিবন্ধনং। নিবেষ্য বস্ত্রে চ **নবে** তস্মৈ তং গ্রাহয়েদ্ গুরুঃ॥" শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য নিকটে শাস্ত্র বিধি অনুযায়ী গায়ত্রী ও উপনয়ন পাইয়া থাকিলে এবং ব্রাহ্মণতনু হইলে উপবীত ধারণ করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামির সম্বন্ধে—"পুরুষোত্তম আচার্য্য নাম তাঁর পূর্ব্বাশ্রমে। নবদ্বীপে ছিলা তিঁহ প্রভুর চরণে॥ প্রভুর সন্ন্যাস দেখি' উন্মত্ত হঞা। সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥ সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম-স্বরূপ দামোদর। প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত, রসের সাগর॥" (প্রেমঃ বিঃ ২০)। "অশেষ-সদ্‌গুণৈর্যুক্তং মহাসৌম্য-কলেবরম্॥ মহা-রসাত্মকং বন্দে শ্রীদামোদর পণ্ডিতম্। শিখাসূত্র-পরিত্যাগাৎ স্বরূপং যং বিদুর্বুধাঃ॥—(শাঃ নিঃ ৩৭)। দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে 'তীর্থ' ও 'আশ্রমাখ্য' সন্ন্যাসির নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণার্থী হইলে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণকে ব্রহ্মচারী আখ্যা প্রদান করেন। যোগপট্ট গ্রহণ করিলে সন্ন্যাসোচিত নাম প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য যোগপট্ট গ্রহণ না করায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী নাম হইতে **"স্বরূপ দামোদর"** নাম প্রাপ্ত হন। ইনি শ্রীব্রজের—শ্রীললিতা সখী (গৌঃ গঃ ১৬০)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বলিয়া পরিচিত। এই সকল শাস্ত্র প্রমাণানুযায়ী দেখা যাইতেছে—কৌপীন-বহির্ব্বাস দ্বারা সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বপ্রথা। এই প্রকারের সন্ন্যাস চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই * পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। মুর্শিদাবাদ জেলা (বঙ্গদেশ), বহরমপুর—রাধারমণযন্ত্রে ১২৯৭ বঙ্গাব্দ ২২শে মাঘ তারিখে মুদ্রিত; শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন দ্বারা প্রকাশিত 'বেষাশ্রয়বিধিঃ' নামক গ্রন্থ ৩৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। শ্রীবৃন্দাবনধাম নিবাসী

---

* রামানুজ, মাধ্ব-গৌড়ীয়, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী। রামানন্দ্যাদি সম্প্রদায়েরও প্রাচীন শাস্ত্রবিধি।

শ্রীশ্রীরাধা-রমণজীউর সেবাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর ৺গোপীলাল গোস্বামী মহোদয় বিরচিত। ইহাতে 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র বক্তা পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজের অবধূত বেষের প্রমাণ, 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'র শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের লক্ষণ সমূহ, 'গীতার' সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণের বিষয়, 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে'র বৈষ্ণব সদাচার পালন, 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে'র সর্বপ্রাণীতে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ ইত্যাদির বিষয় অবগত হওয়া যায়। তাহা ছাড়াও তাঁহাদের স্বরচিত কিছু শ্লোক আছে, তাহার মধ্যে ২।১টি এই—"কৌপীন-ধৃতি-মাত্রেণ বিনা স্বাত্মার্পণং জনঃ। জাত্যশৌচাদিনির্ম্মুক্তঃ কথং সর্ব্বাধিকারবান্॥ `সন্ন্যাসিন ইবাস্যাপি সাধনানুষ্ঠিতি ন´ হি। ত্যজ্যতে বৈ তথাপ্যেনাং সদাচারান্ন সংত্যজেৎ॥" (২৯ পৃঃ—৬৭-৬৮ শ্লোক)। তদতিরিক্ত শ্রীগুরুদেবের নিকট বেষাশ্রিত * হইবার মন্ত্রাদি, কৌপীন, ডোর, বহির্ব্বাস ও উত্তরীয়াদি গ্রহণের নিয়ম এবং বস্ত্রের পরিমাণও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই বেশাদি ধারণকে 'ব্রহ্ম-সম্বন্ধ' ও 'সমাশ্রয়' দুইটি নামও রাখা হইয়াছে। বেষাশ্রয় বা ভেকাশ্রয়ের অর্থ বিজ্ঞগণ বলেন,— সমস্ত জড়বস্তু হইতে উদাসীন হইয়া গোলোকাশ্রয়রূপ নিত্যসিদ্ধস্বরূপে মঞ্জরী দেহ লাভ বা অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ লাভ।

---

* বেষ ও বেশ দুই প্রকারের পাঠই দৃষ্ট হয়। বেশ—সুন্দর; বেষ—পোষাক পরিচ্ছদ। কিন্তু এখানে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধি হওয়ায় ভজন পথের প্রবেশদ্বার অর্থ করা হইয়াছে। বিশ্ ধাতু প্রবেশে—বেশ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত আছে—"গুরু ব্যবসায়িগণের এই পুস্তকখানি বিশেষ আদরের ধন।" 'ব্যবসা' শব্দ ব্যবহার করায় এই বেশাশ্রয়কে হীন দৃষ্টি করা হইয়াছে। অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্বের অনুশীলনকারিগণের ভক্তিময় আচরণ কখনও ব্যবসার জন্য নহে। 'পরমেশ্বরে ভক্তি দ্বারাই নিশ্চয়ই আমি উদ্ধার লাভ করিব' এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—ব্যবসায়াত্মিকা—গী ২।৪১।

'করঙ্গ কৌপীন লইয়া, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া,
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।' —ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা।

সকল প্রকার সন্ন্যাসীর আহার্য্যাদি গ্রহণ সম্বন্ধে—মনু স্মৃতি বাক্য—

বিধূমে সন্নমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
কালেঽপরাহ্নে ভূয়িষ্ঠে নিত্যং ভিক্ষাং যতিশ্চরেৎ ॥

—যখন গৃহস্থের গৃহে পাকের ধূম থাকিবে না, এবং উদূখলে ধান্যাদি অবঘাতের শব্দ থাকিবে না, আর পাকাগ্নি নির্ব্বাণ হইবে ও সকল ব্যক্তির ভোজন শেষ হইবে, তখন অপরাহ্নকালে সন্ন্যাসীর ভিক্ষা করা বিধি।

সন্ন্যাসীগণ চারি বর্ণের নিকটই ভিক্ষা করিবেন কিন্তু গর্হিতান্ন ও গর্হিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করা অত্যন্ত নিষিদ্ধ। যথা—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে আছে—

"ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হান্ বর্জ্জয়ংশ্চরেৎ।"

অবীরা স্ত্রী (পতিপুত্রহীনা), বন্ধকী (অসতী) স্ত্রীর পক্কান্ন এবং গায়ত্রী জপহীন ও বিপথগামি ব্রাহ্মণেরও পক্কান্ন ভোজন শাস্ত্রে নিষেধ আছে। ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীর স্বয়ং পাক নিষেধ।

"আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং পক্বমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে।"—এই বচনানুসারে শূদ্রের পক্কান্ন ভোজন করিলে শূদ্রোচ্ছিষ্টই ভোজন করা হয়।

অত্রি সংহিতায় বলিয়াছেন,—

"ভিক্ষাটনং জপং স্নানং ধ্যানং শৌচং সুরার্চ্চনম্।
কর্ত্তব্যানি ষড়েতানি সর্ব্বথা নৃপদণ্ডবৎ ॥"

সন্ন্যাসিগণের ভিক্ষাটন, জপ, স্নান, ধ্যান, শৌচ, দেবতা-পূজন, এই ছয়টী অবশ্য কর্ত্তব্য।

মঞ্চকং শুক্লবস্ত্রঞ্চ স্ত্রীকথা লৌল্যমেব চ।
দিবা স্বাপঞ্চ যানঞ্চ যতীনাং পতনানি ষট্ ॥
আসনং পাত্রলোভশ্চ সঞ্চয়ঃ শিষ্য-সংগ্রহঃ।
দিবা স্বাপো বৃথা জল্পো যতে র্বন্ধকরাণি ষট্ ॥

খাটে শয়ন, * গৈরিক বস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক শুক্ল বস্ত্র গ্রহণ, স্ত্রীদিগের সম্বন্ধিনী কথা কিম্বা স্ত্রীগণের সঙ্গে কথা চাপলতা, দিবা নিদ্রা, যানাদি ব্যবহার—এই ছয়টী পতনের হেতু এবং আসন সংগ্রহ, পাত্র, লোভ, অর্থ সঞ্চয় কিম্বা ভোজ্য সঞ্চয়, শিষ্য সংগ্রহ ও বৃথা কথালাপ যতিদিগের বন্ধনের হেতু।

বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর পুনঃ প্রচলন †

ইদানীং শ্রীব্রজধামে শ্রীবৃন্দাবন নিবাসী শ্রীশ্রীল অদ্বৈত প্রভু বংশজ প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকা নাথ গোস্বামী মহারাজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীল পরমানন্দ পুরী মহারাজ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিজ্ঞ পণ্ডিতও ছিলেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি 'যতি দর্পন' নামে একখণ্ড গ্রন্থ বাংলা ১৩১৭ সালে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকার, প্রয়োজনীয়তা, সার্থকতা, মঙ্গল দাতৃত্ব বেশাদির বর্ণন, আচরণের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি বহু শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরমহংস-চূড়ামণিগণ মধ্যে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদগণের পরমহংস আচরণোচিত বেশ গ্রহণের সঙ্গে পরবর্ত্তী প্রচলিত গৌড়ীয়-

---

* ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি জাতব্যক্তির সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন ধারণ করিবার অধিকার নাই। সুতরাং তাঁহাদের শুক্ল (সাদা) বসন ধারণ করাই বিধি। এখানে ব্রাহ্মণতনু যতিগণের শুক্ল বস্ত্র ধারণ করা নিষেধ।—'যতিদর্পন'—৩২ পৃঃ। বৈষ্ণবী দীক্ষা হইলে সেই ব্যক্তিতে স্বাভাবিক ব্রাহ্মণতা আসে—হ- ভঃ বিঃ ২।৭ সংখ্যাধৃত তত্ত্বসাগর বচন।

† বেদোক্ত দণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণের প্রাচীন পরম্পরা শ্রীশঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবাচার্য্য সম্প্রদায়-সমূহ সকলের মধ্যেই বিধান দৃষ্ট হয়। প্রয়োজন হইলে যথেষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যাইবে, এ সম্বন্ধে কোন প্রকার কষ্ট-কল্পনার আবশ্যকতা নাই। আশ্রম চতুষ্টয় মধ্যে যদি গৃহস্থ আশ্রমকে স্বীকার করা হয় তবে সন্ন্যাসাশ্রমও স্বীকার করিতে হইবে। সত্যযুগে একটী মাত্র বর্ণ ও একটী মাত্র আশ্রম ছিল। বর্ণাশ্রমের কথা উঠিলে সকল বর্ণাশ্রমের কথাই হওয়া কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণব-সমাজের বেষাশ্রয় বিধির পার্থক্য দেখাইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ ধাম নিবাসী— শ্রীল গৌর গোপাল গোস্বামী প্রভু **অদ্বৈত বংশীয়** বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনিও ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরু-গৌরবানন্দ স্বামী মহারাজ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপস্থিত উভয়েই অপ্রকট হইয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে কেবারী বনে শ্রীল পরমানন্দ পুরী মহারাজের সমাধি বর্ত্তমানে আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান শ্রীমায়াপুর-ধাম তথা শ্রীগৌর-মহিমা প্রচারার্থে সমগ্র বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল বিমলানন্দ সরস্বতী ঠাকুর মহাশয় ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি অতি দীনতা-বশতঃ নিজেকে—'শ্রীবার্ষভানবীদয়িত দাস' বলিয়াও পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পুনঃ প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে এখনও শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী ত্রিদণ্ড গ্রহণের প্রথা বর্ত্তমান আছে। এই সম্প্রদায়ে অধিকারানুযায়ী ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং বেষাশ্রিত – ভাগবত-পরমহংসগণেরও শাস্ত্রীয় পরিচয়াদি আছে। কিন্তু ভাগবত-পরমহংস অতি বিরল। ইঁহারা যোগ্যতানুযায়ী সকল বর্ণাশ্রমীকে শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত করেন।

এক প্রকার ভাগবত-পরমহংস

শ্রীল রূপ-সনাতনাদি ষড় গোস্বামি-পাদগণের পূজিত পরমহংস-চূড়ামণি শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভু ও তাঁহার একমাত্র শিষ্য শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম দাস মহাশয় কোন বেষই নূতন করিয়া গ্রহণ করেন নাই। পিতামাতার দেওয়া— গৃহস্থাশ্রমের বেষই শেষ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে 'শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী' প্রবন্ধ দেখুন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-বৈষ্ণব-আচার্য্য-প্রভু-গোস্বামী-ভক্তগণ মধ্যে অনেকেই গৃহস্থ আশ্রমে ভাগবত-পরমহংস রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরামলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিকরগণ গৃহস্থাশ্রমকে স্বীকার করিয়াছেন। এই আদর্শ গৃহস্থাশ্রম অন্য তিন আশ্রমের জনক-জননী।

মহাভাগবত, অবধূত, পরমহংস, আত্মারাম, প্রাপ্তাত্মতত্ত্ব, অত্যুত্তম, রাজহংস, জীবন্মুক্ত, সিদ্ধ মহাপুরুষ সম্বন্ধে—

কর্ম, বেশ, চিহ্নাদি ধারণ বিধান দ্বারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু যাঁহাদের সম্বন্ধে কোন বিধান নাই, মহিমা মাত্র বর্ণিত হইয়াছে ; এক্ষণে তাঁহাদের সামান্য পরিচয় পাইলে আমরা অবধূত পরমহংসচূড়ামণি শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদের সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিব। ভাগবত পরমহংসগণ—ছিন্ন বা পুরাতন-বস্ত্র ধারণ কিম্বা একেবারে নগ্ন (উলঙ্গ) থাকিতেও পারেন।

"**জীর্ণ-কৌপীনবাসাঃ** স্যান্নগ্নো বা জ্ঞানতৎপরঃ"—পদ্ম পু, স্বর্গ খঃ, ৩১ অঃ যতিধর্ম্ম। 'যস্ত্বাতুরঃ স্যান্মনসা বাচা বা সন্ন্যাসেদ্দ্বিজঃ'। '**চীরাণি কিং** পথি ন সন্তি'। শ্রীমদ্ভাগবত ২।২।৫। 'চীরবাসা নিরাহারো' *—ভা ১।১৫।৪৩, চীরবাসা ব্রত'—ভা ৪।২৮।৪৪।

গাং পর্য্যটন্ মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ
সদাপ্লুতোঽধঃ শয়নোঽবধূতঃ।
অলক্ষিতঃ **স্বৈরবধূত**বেশো
ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি ॥—(ভাঃ ৩।১।১৯ শ্লোক)

শ্রীধরস্বামী টীকা—'কিঞ্চ গাং পর্য্যটন্ হরিতোষণানি ব্রতানি চেরে অচরৎ। মেধ্যা পবিত্রা, বিবিক্তা অসঙ্কীর্ণা বৃত্তির্জীবিকা যস্য, সদাপ্লুতঃ প্রতিতীর্থং স্নাতঃ, অধঃ শয়নং যস্য, অবধূতোঽসংস্কৃতদেহঃ, অবধূতবেশো বল্কলাদিধারী, অতএব স্বৈরলক্ষিতঃ ॥'

"আতুরস্য চ সন্ন্যাসে ন চ বিধি নৈ'ব চ ক্রিয়া। প্রৈষমাত্রং সমুচ্চার্য্য সন্ন্যাসোঽত্র বিধীয়তে ॥" ইহাতে অনুমান করা যায়, শ্রীল সনাতনপাদ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন জন্য অবশ্যই 'প্রৈষ-মন্ত্র' উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

---

* কৌপীনধারী—চিরবাসাঃ (গোক্ক ১৩।৩৮)। চীর—নেক্ড়া, বস্ত্রখণ্ড, গাছের ছাল। চীরধারী—যে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে। চীর+ধৃ+নিন্=কর্ত্তৃবাচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অধ্যায়-শেষে লিখিত হইয়াছে—"ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে **পারমহংস্যাং** সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং" ইত্যাদি।

"তৎপাদমূলমকুতশ্চিদ্‌ভয়-
মুপস্থতানাং **ভাগবত-পরমহংসানাং**"—শ্রীমদ্ভাগবত ৫।৯ অঃ

ভাঃ ৫।১ অঃ ৫ গদ্যং— শ্রীশুক উবাচ—

"বাঢ়মুক্তং ভগবত উত্তমঃশ্লোকস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দ-মকরন্দরস আবেশিত-চেতসো **ভাগবতপরমহংস**-দয়িত-কথাং কিঞ্চিদন্তরায়বিহতাং স্বাং শিবতমাং পদবীং ন প্রায়েন হিন্বন্তি" ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৮।২৭ শ্লোকে—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্‌ভক্তো বাহনপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৭।২১ শ্লোক, বেদস্তুতি—

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্তভনো-শ্চরিত-মহামৃতাব্ধি-পরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে **চরণ সরোজহংস**কুল সঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ॥

—হে ঈশ্বর, জীবকুলকে দুর্ব্বোধ আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্য প্রকট মূর্ত্তি ভবদীয় চরিতরূপ মহামৃত সমুদ্রে যাঁহারা অবগাহন দ্বারা শ্রান্তি দূর করিয়াছেন এবং আপনার পাদপদ্মে **হংসতুল্য** বিচরণশীল ভক্তগণের সঙ্গবশতঃ গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ মহাপুরুষগণ মুক্তিপদও কামনা করেন না।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদকৃত টীকাংশ,—'তদেব ত্বচ্চরিতমহামৃতাব্ধি-তরঙ্গেষু নিমজ্জনোন্মজ্জনপরিশ্রমসুখমেবেতি ভাবঃ। যথা বিষয়লম্পটাঃ পরমসুকুমারাঃ শ্রমলেশাসহনা অপি সাংপ্রযোগিকং পরিশ্রমমেব সর্ব্বসুখাধিকং সুখং মন্যন্তে তথৈব ত্বদ্ভক্তাস্তল্লীলাকথামাধুর্য্যপানোত্থং নর্ত্তন-কীর্ত্তন-ক্রোশন-মিথঃ-পাদতলপ্রপতন-মূর্চ্ছন-প্রবোধন-হাহাকরণ-রোদন-দ্রবণাদি পরিশ্রমমেব পরম-সুখং মানয়ন্তো ব্রহ্মাস্বাদসুখং পশূনাং তৃণচর্ব্বণ-সুখমিব মন্যন্তে।' শ্রীজীবপাদ—**'হংসানাং'**—'ভাগবত-পরমহংসাখ্যানাং'।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৩২—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্
ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্
মাং ভজেত স তু সত্তমঃ।

—আমার আদিষ্ট (শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রে কথিত) স্ব-স্ব ধর্ম্মাদির গুণ ও দোষ বিশেষ জানিয়া সর্ব্বধর্ম্মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক একনিষ্ঠ হইয়া যিনি আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভজন করেন তিনিই **সত্তম**।

শ্রীভাঃ ১১।১৭।১০ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ—**"তত্রাদৌ মদুপাসনা-লক্ষণ এব মুখ্যো ধর্ম্ম আসীৎ, আচারলক্ষণস্তু পশ্চাৎ প্রবৃত্তঃ।"**

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎসন্দর্ভের প্রথমাংশে—"অথ তদেকং তত্ত্বং স্বরূপ-ভূতয়ৈব শক্ত্যা কমপি বিশেষং ধর্ত্তু পরাসামপি শক্তীনাং মূলাশ্রয়রূপং তদনুভবানন্দ-সন্দোহান্তর্ভাবিত-তাদৃশ-ব্রহ্মানন্দানাং ভাগবতপরমহংসানাং তথানুভবৈক-সাধকতম-তদীয়-স্বরূপানন্দ-শক্তিবিশেষাত্মক-ভক্তিভাবিতেষ্বন্তর্বহিরপীন্দ্রিয়েষু পরি-স্ফুরদ্ বা তদ্বদেব বিবিক্ত তাদৃশ শক্তি শক্তিমতাভেদেন প্রতিপাদ্যমানং বা ভগবানিতি শব্দ্যতে।" 'ব্রহ্ম, পরমাত্ম, ভগবানেতি'—শ্লোকের ব্যাখ্যা বৈশিষ্ট্য।

এইরূপ বহুশাস্ত্রেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাতুর উন্মত্তবৎ বিরল-সাধুর কথা বর্ণিত আছে। অবধূত পরমহংস শ্রীল সনাতনপাদ অতি নির্ব্বেদ বশতঃ কখনও শ্রীজগন্নাথের রথচক্রের নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প করিয়াছেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগ-বশতঃ বাহ্যদৃষ্টিশূন্য হইয়া শ্রীল তপন মিশ্রের পুরাতন বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু এইপ্রকার সকল অবস্থা হইতেই রক্ষা করিয়াছেন,—তাঁহার কাজের জন্য, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য। কাজেই, শ্রীল সনাতনপাদ যে আজীবনই পুরাতন বস্ত্রাদিই মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এ সম্বন্ধে—শ্রী চৈঃ চঃ মঃ ২৫ পঃ

মঙ্গলাচরণে,—"বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশী-নিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভু র্নীলাদ্রিমাগমৎ॥"

চক্রবর্ত্তী।—'বৈষ্ণবকৃত্যেতি'। সুসংস্কৃত্য (সুবৈষ্ণববেশং দত্বা চ) সনাতনকে উত্তম রূপে সংস্কার করতঃ। **"বৈষ্ণব বেষাদি প্রদানেন"।*** "সুসংস্কৃত্য শোভনং সংস্কারবন্তং কৃত্বা ইত্যর্থঃ, সন্ন্যাসিনঃ প্রকাশানন্দাদায়ো মুখাঃ শ্রেষ্ঠ যেষাং তান্ কাশ্যাং নিতরাং বস্তুং শীলমেষাং তান্ কাশীবাসিনঃ বৈষ্ণবীকৃত্য সনাতনং সনাতনগোস্বামিনং বৈষ্ণববেষাদি-প্রদানেন সংস্কৃত্য প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যনামা স্বয়ং ভগবান্ নীলাদ্রিমাগতঃ। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫। মঙ্গলাচরণ টীকা)।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদকৃত বেদান্তদর্শন—গোবিন্দ-ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায় ৪র্থ পাদ ৩২—৪৯ সূত্র এবং তাঁহার সূক্ষ্মা টীকা ও অনুবাদ যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিলে সাশ্রমী হইতে নিরাশ্রমীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অবগত হইতে পারা যায়।

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো র্দাস-দাসানুদাসঃ॥"

—পদ্যাবলী ৬৩ শ্লোক

উপরোক্ত শ্লোক হইতে প্রকৃত নিরাশ্রমীর স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়।

ইহাতে সুস্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীসনাতনকে বৈষ্ণববেষাদি

---

* কেহ কেহ সুসংস্কৃত্য শব্দের উদ্দেশ্য বলেন যে,—'যবন বাদশাহের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া মুনি-ঋষিগণের ও পূজ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সম্বন্ধে গী ৪।৮ "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" এই শ্লোকের প্রয়োগই উত্তম হয়। শ্রীল সনাতন-পাদ অতি শিশুকালে স্বপ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হস্তে বিপ্রকে দর্শন করিয়া জাগ্রতাবস্থাতে তাহার প্রাপ্তি। এই লীলা দ্বারা তাহার নিত্যপরিকরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানের কার্য্যকরা—একটা ভান মাত্র বলিতে হইবে।

উত্তমরূপে দান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্ঞাতসারে কেহই শাস্ত্র মর্য্যাদা অবজ্ঞা করিবার সুযোগ পান নাই। তিনি নিজেও অবজ্ঞা করেন নাই। আত্মার চরম উৎকর্ষ প্রেমের অবস্থায় মর্য্যাদা শিথিল হইয়া যায়; ইহাও শাস্ত্রোপদেশ। শিথিল হইলেও শ্রীভগবান এবং মহৎগণ বিশ্বের কল্যাণ জন্য শাস্ত্রমর্য্যাদা স্বীকার করেন—ইহা তাঁহাদের কৃপা। গীতা ৩।২৪—'উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্' ইত্যাদি। শাস্ত্র মর্য্যাদা স্বীকার না করিলেও তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের কোন ক্ষতি নাই এবং লীলারও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু সেরূপ অধিকার অত্যন্ত বিরল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মহৎগণের দোহাই দিয়া আমার মত কামাতুর ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করিবার জন্য যদি একটি দলবদ্ধ হয়; তবে তাহাই প্রভুর চরণে চরম অপরাধের কথা এবং জগতের অত্যন্ত অকল্যাণের কথা। অতএব—**"হে মন! সাধু সাবধান"**। ক্রমপন্থায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া, আদর করিয়া শ্রীভগবানের তোষণ করিতে করিতে তুমিও সেই পরমরসের অনুসন্ধান পাইলে চরম অবস্থা লাভ করিতে পারিবে। অদ্যাবধি এই বিরল আদর্শের প্রমাণ জগতে আছেন। কিছুদিন পূর্ব্বেই শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুগত সিদ্ধ পণ্ডিত বাবা বা পণ্ডিত শ্রীল রামকৃষ্ণদাসবাবা ও শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবধূত পরমহংস মহাভাগবতবর শ্রীলগৌরকিশোর দাস গোস্বামি-মহারাজ প্রকট ছিলেন। 'মহতের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞেও না বুঝয়।' সিদ্ধ শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের চরিত্র অতি অদ্ভুত ছিল। এই প্রকার পরমহংস সম্বন্ধে কাহারও বিচার করিবার অধিকার নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিত্যপরিকর পার্যদাদিগণের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল, পাপী, অপরাধী, অনর্থগ্রস্ত, বিমুখ জগৎকে সুশৃঙ্খল করিয়া বেদের নিগূঢ় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম দান করিয়াছেন এবং এইজন্য অর্থাৎ এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তথা শ্রীলগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ দ্বারা 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' নামক

বৈষ্ণবস্মৃতি-গ্রন্থ জগতবাসীকে দান করিয়াছেন, এবং অধিকারানুযায়ী প্রেমসম্পদও দান করিয়াছেন যথা,—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়ে কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥"—(বিঃ মাঃ ১।২)

শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি প্রাপ্তগণের লক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ কৃত শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকের আচরণ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকৃত পদ্যানুবাদ— শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২০।২২-২৬—

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম ॥ বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুকাঞা মৈলহ, কারে পানী না মাঁগয় ॥ যেই যে মাঁগয়ে, তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে, করে আনের রক্ষণ। উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান্। **জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান** ॥ এইমত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়। শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তাঁ'র প্রেম উপজয় ॥ কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা। 'শুদ্ধভক্তি' কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥ প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে—**'কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ'** ॥"

"কাহারো না করে নিন্দা 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে। অজেয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥ নিন্দায় নাহিক লভ্য সর্বশাস্ত্রে কহে। সভার সম্মান—ভাগবত-ধর্ম্ম হয়ে ॥" চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৩১৩-১৪।

"সেই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্ম-ধ্বজি যা'র ইথে নাহি রতি ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত—৭।৫।৩১—৩২

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং, দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশ তন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৫।১৮।১২

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১।২।৬

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১।১।২

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরানাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূভিস্তৎক্ষণাৎ॥

অবধূত পরমহংসগণ সকল বর্ণাশ্রমীর পূজনীয় বলিয়া শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে বর্ণন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের এবং চারি আশ্রমের মধ্যে ত্যাগী সন্ন্যাসীর আদর, মর্য্যাদা সর্ব্বাগ্রে হইত। ক্রমান্বয়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয় হওয়ায় সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ হইবার জন্য অনধিকার দাবী ও অনধিকারী ত্যাগীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় একটা অস্বাভাবিক উদ্বেগ সৃষ্টি হইয়াছে—এই ধারণায় বর্ত্তমান ভারতীয় রাজপক্ষ একটা বিশেষ চিন্তায় পড়িয়াছেন। প্রকৃত পরমহংস বা ভাগবত-পরমহংস বর্ত্তমান জগতে খুবই দুর্ল্লভ হওয়ায় পৃথিবীর এই অবস্থা হইয়াছে।

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণ-মণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ম্,
রূপস্যাগ্রজ এক এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যাবধূতাকৃতিঃ, *
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥

*...বাহ্যাবধূতাকৃতিঃ।
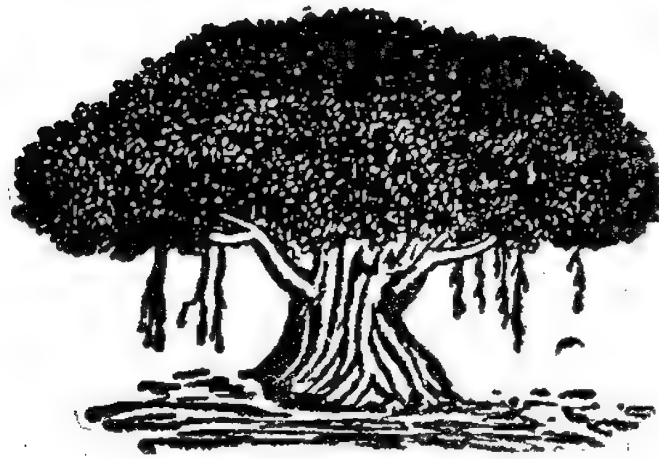
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দো জয়তি

শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামী

(শ্রীব্রজের—শ্রীরূপমঞ্জরী গৌঃ গঃ দীঃ))

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবর

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র মঙ্গলাচরণে এই শ্লোকটি দ্বারা সুসংক্ষেপে শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভুর পরিচয় দিয়াছেন।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং, কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা উনবিংশ পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে এই শ্লোক দ্বারা শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা সঞ্চার সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন।

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥

শ্রীল কবি কর্ণপূর গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' (৯ম অঙ্কে সার্ব্বভৌম বাক্যে) উপরোক্ত শ্লোক লিখিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥

নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুপাদ 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' দিগ্ দর্শিনীর মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন,—

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় স্বনামামৃত-সেবিনে।
যদ্রূপাশ্রয়ণাদ্ যস্য ভেজে ভক্তিময়ং জনঃ॥

—যাঁহার শ্রীরূপের আশ্রয়ে এই অধম জন ভগবদ্ভক্তিযুক্ত হইয়াছে, সেই স্বনামামৃত-সেবী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে নমস্কার।

আবির্ভাব কাল

শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাবের কাল-সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে চারি বৎসরের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'সজ্জনতোষণী'র ২য় বর্ষে (ইং ১৮৮৫, বাং ১২৯২) ২৫ পৃষ্ঠায় "ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দ নির্ণয়"—বিবরণে কোন বৈষ্ণবের দপ্তর অন্বেষণ করিতে করিতে যে-সকল অব্দাবলী প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়,—শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুর **আবির্ভাব—১৪১১ শকাব্দা** (বা ১৫৪৬ সম্বৎ বা **১৪৮৯ খৃষ্টাব্দ**); প্রকটস্থিতি—৭৫ বৎসর; শ্রীব্রজে বাস ৫৩ বৎসর; গৃহে স্থিতি ২২ বৎসর; **অন্তর্দ্ধান**—১৪৮৬ শকাব্দা (বা ১৬২১ সম্বৎ বা **১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ**), শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী। এই বিবরণের সহিত শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতবর শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত বিবরণ ঠিক্ একরূপ। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণঘেরার পণ্ডিত ৺শ্রীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি হইতে যে বিবরণ পাওয়া যায়; তাহাতে আবির্ভাব কাল চারি বৎসর পশ্চাতে নির্দ্দিষ্ট হয়; অর্থাৎ **আবির্ভাব কাল—১৪১৫ শকাব্দা** (বা ১৫৫০ সম্বৎ বা **১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ**), **অপ্রকট**—১৪৯০ শকাব্দা (বা ১৬২৫ সম্বৎ বা **১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ**), **শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী**। গৃহে স্থিতি, শ্রীব্রজবাস ও

প্রকটস্থিতিকালের মধ্যে অন্য কোন পার্থক্য নাই *। শ্রীল রূপপাদের **বংশ-বিবরণ ও বংশ-লতিকা** 'শ্রীল সনাতন গোস্বামী' প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছেন জন্য আর পৃথক্ ভাবে লিখিত হইল না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত প্রথম মিলন

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ও শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ যথাক্রমে—**শাকর মল্লিক** ও **দবির খাস** সাজিয়া গৌড়-বাদশাহের রাজকার্য্যের বিশেষ সহায়ক-রূপে একই সময়ে রামকেলি গ্রামে (বঙ্গদেশে, মালদহ সহর হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দক্ষিণে) অবস্থান করিতেন জন্য যে সময় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয়, সেই সময়ই শ্রীল রূপপাদের সহিতও মিলন হয়। (শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সেই রামকেলি গ্রামে অদ্যাপি তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ—(১) **তমালতলা** নামক একটি উচ্চ বেদীর উপর একটি বিস্তৃত বৃক্ষ ও দুই-পার্শ্বে দুই দুইটি করিয়া একত্রে চারিটী কেলি কদম্ববৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। জন প্রবাদ—এই বৃক্ষের তলদেশে শ্রীমন্মহা-প্রভুর সহিত নিশীথে শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রথম মিলন হয়। (২) **শ্রীশ্রীমদনমোহনদেব**—ইনি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ বলিয়া পরিচিত। (৩) **শ্রীসনাতন কুণ্ড**—ইহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীললিতা বিশাখাদি সখীর নামে অষ্টকুণ্ড প্রদর্শিত হয়। ইহার সন্নিকটে (৪) **শ্রীরূপসাগর**—এই সরোবর শ্রীল রূপ গোস্বামি-পাদের প্রতিষ্ঠিত। (৫) **বারদুয়ারী**—প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বাদশটী দ্বারবিশিষ্ট একটি বিরাট্ দরবার গৃহ। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ক্রেন্ট সাহেবের সময় ইহার গম্বুজগুলি

---

* "কমলা" পত্রিকা—অচ্যুতবাবুর প্রবন্ধ ; প্রেম বিঃ ৫ বিঃ আছে—শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের পথে প্রয়াগে আসিয়া শ্রীসনাতনের অপ্রকট ও মথুরায় আসিয়া "প্রথমেই সনাতন হৈল অপ্রকট। তাহা রহি কতক দিন রঘুনাথ ভট্ট॥ শ্রীরূপ গোসাঞি এবে হইলা অপ্রকট।" শুনিয়া অধৈর্য্য হইলেন।

সোনার পাতের দ্বারা মণ্ডিত ছিল। এই স্থানে দবির খাস (শ্রীল রূপপাদ) কাছারী করিতেন। (৬) **হাওয়াসখানার ঘাট**—এই স্থান হইতেই শ্রীসনাতন (শাকর মল্লিক) কারারক্ষককে ৭০০০ মুদ্রা প্রদান করিয়া কারাগার হইতে মুক্ত হন এবং রাত্রিতে গঙ্গা পার হন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবার ছলে কোলদ্বীপের (কুলিয়া বা বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর) নিকটবর্ত্তী জহ্নুদ্বীপান্তর্গত বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিয়া পাঁচদিন অবস্থান করেন। তথা হইতে কুলিয়া গ্রামে আগমন করেন। কুলিয়া হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন, যখন এইরূপ কথা হইল, তখন শ্রীনৃসিংহানন্দ * **ধ্যানে** শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য কুলিয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত রত্ননির্ম্মিত পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন এবং উহার উপর 'নিবৃন্ত পুষ্প শয্যা' পাতিলেন। যখন গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইল, তখন তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া ধ্যান-ভঙ্গ হইল ; তাহাতে শ্রীনৃসিংহানন্দ বলিলেন,—"এবার প্রভু কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত যাইবেন, শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবেন না।" শ্রীনৃসিংহানন্দের ধ্যানের অনুভবই সত্য হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাশ্চৎ পশ্চাৎ অসংখ্য লোক চলিতে লাগিলেন। প্রভু গৌড়ের নিকট শ্রীগঙ্গাতীরস্থ রামকেলি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ হুসেন সাহ পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐরূপ প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দবিরখাসকে (শ্রীরূপকে) নির্জ্জনে ডাকিয়া হুসেনশাহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দবিরখাস বাদশাহকে বলিলেন,— "যে তোমারে রাজ্য দিল, সে তোমার গোসাঞা। তোমার দেশে, তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়া॥ তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্য সিদ্ধ হয়। ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রই জয়॥ মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন মন।

---

* ইঁহার আদিনাম—'প্রদ্যুম্ন' ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'নৃসিংহানন্দ' নাম দেন। "নৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। প্রভু তাঁর নাম কৈল নৃসিংহানন্দ করি॥" চৈঃ চঃ আঃ ১০।৩৫

তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম ॥ তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান। তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত' প্রমাণ ॥"—চৈঃ চঃ মঃ ১।১৭৬-৭৯

দবিরখাসের এই উক্তি শুনিয়া বাদশাহ বলিলেন,—…"শুন, মোর মনে যেই লয়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহা নাহিক সংশয় ॥"—চৈঃ চঃ মঃ ১।১৮০।

দবিরখাস (শ্রীরূপ) স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অগ্রজ শাকর-মল্লিকের (শ্রীসনাতনের) সহিত যুক্তি করিলেন। উভয়েই রাজবেষ গোপন করিয়া অর্দ্ধরাত্রে প্রথমে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমীপে গমন করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসের আবেদনে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে দর্শন দান করিলে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন অতি দৈন্যভরে স্তব করিলেন। সেই স্তব শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু দবিরখাসকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—…"শুন, দবিরখাস। তুমি দুই ভাই—মোর পুরাতন দাস ॥ আজি হৈতে দুঁহার নাম **'রূপ-সনাতন'**। দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ গৌড়-নিকটে আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন। তোমা দুঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন ॥ এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে। সবে বলে, 'কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে' ॥ ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে। ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ জন্মে জন্মে তুমি দুই—কিঙ্কর আমার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবে উদ্ধার ॥"—চৈঃ চঃ মঃ ১।২০৭-২০৮ ; ২১২—২১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মস্তকে সস্নেহে শ্রীহস্ত প্রদান করিলেন। তখন দুই ভাই প্রভুর শ্রীচরণে মস্তক ধারণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শন ও কৃপালাভের পর ভ্রাতৃদ্বয় বিষয় ত্যাগের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগি-লেন। শ্রীল রূপ নৌকাতে ভরিয়া রামকেলি হইতে মুর্শিদাবাদ জেলার মাড়গ্রামে (কাহারও মতে ফতেয়াবাদে স্বগৃহে * বহু ধন লইয়া আসিলেন। সেই ধনের

---

* "পূর্ব্বে পরিজনে পাঠাইলা সাবহিতে। কত চন্দ্রদ্বীপে কত ফতেহাবাদেতে ॥ শ্রীরূপ বল্লভ সহ নৌকায় চড়িয়া। বহুধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হৈয়া ॥" —ভঃ রঃ ১ম। প্রেমবিলাস ২৩শ ২২৩ পৃঃ শ্রীরূপ-সনাতনের স্ত্রীর প্রসঙ্গ আছে।

অৰ্দ্ধভাগ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে ও এক চতুর্থাংশ কুটুম্ব ভরণার্থ দান করিলেন এবং অবশিষ্ট একচতুর্থাংশ ভাবী বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য বিশ্বস্ত বিপ্রগণের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন এবং গৌড়ে শ্রীসনাতনের নিকট দশ হাজার মুদ্রা প্রদান করিলেন।—চৈঃ চঃ মঃ ১৯শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীপ্রয়াগে দ্বিতীয়বার মিলন

শ্রীগৌরসুন্দরের গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে গমন ও তথা হইতে শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবনে গমনোদ্যোগের কথা শুনিয়া শ্রীরূপ পুরীতে দুইজন দূত পাঠাইলেন। সেই দূতদ্বয় গৌড়দেশে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ শ্রীরূপকে প্রদান করিলে শ্রীরূপ শ্রীসনাতনকে রামকেলিতে একপত্র দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রার কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং শ্রীসনাতনকে যে কোন উপায়ে শীঘ্র বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে চলিয়া আসিবার প্রার্থনা জানাইলেন ও অনুজ শ্রীঅনুপমের সহিত শ্রীরূপপাদও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার কথা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীঅনুপমের সহিত শ্রীরূপ প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থিতির কথা জানিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবিন্দু-মাধব দর্শনে গমন করিতেন, তখন প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ লোক-সঙ্ঘট্ট ধাবিত হইত। এইরূপ জনতা দেখিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম একটু নির্জ্জনে অবস্থান করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য বিপ্রের গৃহে ভিক্ষার্থ আগমন করিলেন, তখন শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের বন্দনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সস্নেহে ভূমি হইতে উঠাইয়া এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে করিতে দুইজনকে আলিঙ্গন করিলেন,—

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১০।৯১—(ইতিহাস সমুচ্চয়-বাক্য)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া সানুজ অপ্রাকৃত কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীরূপ স্ব-কৃত একটি শ্লোকের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করিলেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।৫৩।

শ্রীমুরারী গুপ্তের কড়চা হইতে জানা যায় যে, রামকেলি গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপ-সনাতনের সর্ব্বপ্রথম মিলন সময়ে শ্রীল সনাতনপাদ **'কৃষ্ণ'** বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপকে অবগত হইয়াছিলেন এবং **'কৃষ্ণ'** বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীরূপপাদের শ্রীমুখপদ্ম-বিগলিত এই গৌর-প্রণাম শ্লোকটী সমগ্র শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের নিত্য আরাধ্য শ্রীগৌরপ্রণতি-রূপে প্রকট হইয়াছেন। ইহাতে একাধারে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ, শ্রীপরিকর ও শ্রীলীলাবৈশিষ্ট্য বর্ণিত আছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', তাঁহার শ্রীরূপ—'শ্রীগৌরকান্তি', তাঁহার শ্রীগুণ—'মহাবদান্যতা', তাঁহার শ্রীপরিকর বৈশিষ্ট্য—**'শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপান্তর্গত পার্ষদবৃন্দ'** অর্থাৎ শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রামরায়াদি ও তদনুগত সম্প্রদায়, তাঁহার শ্রীলীলা—"শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমপ্রদান"।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে নিকটে বসাইয়া শ্রীসনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ বলিলেন,—"তিনি এখন রাজবন্দী হইয়া কারাগৃহে আছেন। আপনি যদি উদ্ধার করেন, তবেই তাঁহার মুক্তি হইবে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"সনাতনের বন্ধন মোচন হইয়াছে। সে শীঘ্রই আমার সহিত মিলিত হইবে।" দাক্ষিণাত্য বিপ্র-গৃহেই শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম সেইদিন অবস্থান করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদপাত্র প্রাপ্ত হইলেন। ত্রিবেণীর

উপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসাঘর হইল। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম তাঁহারই সন্নিকটে বাসা করিলেন।

প্রয়াগে শ্রীবল্লভ ভট্ট*(শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ)।

এই সময় পণ্ডিতবর শ্রীবল্লভ ভট্টপাদ আড়াইল গ্রামে বাস করিতেন। ত্রিবেণী-সঙ্গমের নিকট শ্রীযমুনার অপর পারে প্রায় এক মাইল দূরে আড়েলী বা আড়াইল গ্রাম। বর্ত্তমান আড়াইল গ্রাম হইতে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক বা গদী প্রায় এক ক্রোশ দূরে। এই স্থানের নাম—'দেওরখ্'। দেওরখ্ পল্লী বর্ত্তমানে নিজ আড়াইল না হইলেও আড়াইল পরগণার অন্তর্গত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ-

---

* ইনি ত্রৈলঙ্গদেশে 'নিডাডাভলু' রেলষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল অন্তরে 'কাঙ্কড়বাড়' বা 'কাঁকুরপাঢ়ু' নামক গ্রামনিবাসী 'লক্ষ্মণ-দীক্ষিতে'র তনয়। আন্ধ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পাঁচটী বিভাগ আছে,—বেল্ল-নাটী, বেগী-নাটী, মুরকি-নাটী, তেলগু-নাটী ও কাশল-নাটী ; তন্মধ্যে বেল্ল-নাটী আন্ধ্র-ব্রাহ্মণ কুলে ১৪০০ শকাব্দায় শ্রীবল্লভাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন,—বল্লভের জন্ম হইবার পুর্ব্বেই তাঁহার পিতা সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন ; পরে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন করিলে শ্রীবল্লভাচার্য্যকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন।

অন্য মতে,—বিক্রম সংবৎ ১৫৩৫ অর্থাৎ ১৪০০ শকাব্দার চৈত্রীকৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ত্রৈলঙ্গ-দেশীয় বেল্ল-নাটী ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত 'খম্ভং পাটীবারু' উপাধিধারী লক্ষ্মণ-ভট্টদীক্ষিতের পুত্ররূপে বল্লভাচার্য্য 'চম্পকারণ্যে' মতান্তরে,—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত এস্. ই, আর লাইনে রাজিম ষ্টেশনের নিকট চাঁপাঝার-গ্রামে প্রাদুর্ভূত হন। একাদশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়নানন্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে শেষাদ্রিতে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি শ্রবণ ঘটে। ভ্রাতা ও মাতাকে গৃহে রাখিয়া তুঙ্গাভদ্রা-তীরে বিদ্যানগরে গমনপূর্ব্বক বুকরাজের পৌত্র কৃষ্ণদেবের উল্লাস বিধান করেন। অতঃপর তিনবার ষড়্ বর্ষব্যাপী দিগ্বিজয়ে অষ্টাদশবর্ষ যাপন করেন। ত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাশীতে 'মহালক্ষ্মী' নাম্নী স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অধিত্যকায় শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক প্রয়াগের নিকট আড়াইল-গ্রামে অবস্থিতি করেন। ইঁহার দুই পুত্র—গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। শেষ বয়সে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৪৫২ শকাব্দায় তিনি বারাণসীতে পরলোক গমন করেন। বল্লভের 'ষোড়শগ্রন্থ' ব্রহ্মসূত্রের 'অণুভাষ্য' শ্রীমদ্ভাগবতের 'সুবোধিনী'-টীকা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

চৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন বলিয়া এখনও জনশ্রুতি রহিয়াছে। কাশীর প্রসিদ্ধ শ্রীগোপালজীউ মন্দিরের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মুরলীধর লালজী দেওরখ্ গ্রামস্থ শ্রীবল্লভাচার্য্য-বৈঠকের অধিকারী। 'দেওরখ্' শব্দটি 'দেব ঋষি' শব্দের অপ-ভ্রংশ। 'বল্লভী' সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে কথিত আছে যে, শ্রীবল্লভাচার্য্যের সঙ্গলাভের জন্য এইস্থানে দেবতা ও ঋষিগণ অবস্থান করিতেন। এইজন্য ঐ স্থানের নাম 'দেওরখ' হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর অতিমর্ত্ত্য প্রভাব ও ত্রিবেণীর উপর তাঁহার অবস্থানের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টপাদকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণকথালাপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম উচ্ছলিত হইল। কিন্তু শ্রীবল্লভকে বহিরঙ্গ জানিয়া প্রভু নিজভাব সঙ্গোপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সন্নিধানে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম দুই ভাই অবস্থিত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভভট্টের সহিত নিজ প্রিয়তম শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের পরিচয় করাইয়া দিলেন। অমানি-মানদ দুই ভ্রাতাকে যখন শ্রীবল্লভ ভট্ট আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন ভ্রাতৃদ্বয় আপনাদিগের অযোগ্যতা জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও কুলীন পণ্ডিতাভিমানী শ্রীবল্লভ ভট্টকে বহিরঙ্গজ্ঞানে জড় প্রতিষ্ঠা দান করিয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"ইঁহো না স্পর্শিহ, ইঁহো জাতি অতি-হীন !
বৈদিক, যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ !"—চৈঃ চঃ মঃ ১৯।৬৯

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ছলনাময়ী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তরে শ্রীপাদ ভল্লভ ভট্ট বলিলেন,—চৈঃ চঃ মঃ ১৯।৭০—৭২

"দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন। এই দুই 'অধম' নহে, হয় 'সর্ব্বোত্তম'॥ "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"—ভাঃ ৩।৩৩।৭।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরীক্ষায় শ্রীবল্লভ উত্তীর্ণ হইলেন। ইঁহার বৈষ্ণবে মর্ত্ত্য-বুদ্ধিরূপ অপরাধ নাই, ইনি হরিনাম বিশ্বাস করেন—কেবল কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ অভিমানী নহেন। ইঁহার অনেকটা বৈষ্ণবতার উদয় হইয়াছে ; সুতরাং ইঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করা যাইতে পারে। শ্রীবল্লভ ভট্টের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার উদিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ ভট্টের প্রশংসা ও কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিচার গর্হণ করিতে করিতে বলিলেন,—"ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জন মাত্র। যিনি সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তি রূপ দীপ্তাগ্নি দ্বারা যাঁহার দুর্জাতিত্বকল্মষ দগ্ধ হইয়াছে, এরূপ চণ্ডালও পণ্ডিতগণের মাননীয় ; কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন।"—হঃ ভঃ সুধোদয় ৩।১১ – ১২।

শ্রীপাদ বল্লভ ভট্ট সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরকে ত্রিবেণী ঘাট হইতে নৌকাতে আরোহণ করাইলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গী হইলেন—শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীঅনুপম, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণদাস রাজপুত* ও বল্লভ ভট্ট স্বয়ং। শ্রীবল্লভ শ্রীগৌরসুন্দরকে নিজ গৃহে লইয়া আসিয়া স্বহস্তে শ্রীচৈতন্যের পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক সবংশে সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে নূতন কৌপীনবহির্ব্বাস পরিধান করাইলেন এবং গন্ধ-পুষ্প-ধূপ দীপের দ্বারা মহাপ্রভুর 'মহাপূজা' করিলেন।

শ্রীপাদ বল্লভ ভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরকে অতীব যত্নের সহিত নানাবিধ উপকরণে সেবা করিলেন এবং মহাপ্রভুর অবশেষ শ্রীরূপ-প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণদাস রাজপুতকে প্রদান করাইলেন। প্রভুর ভোজনের পর শ্রীবল্লভ ভট্ট, প্রভুকে মুখবাস প্রদান করিয়া শয়ন করাইলেন এবং স্বয়ং প্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন। শ্রীল

---

* শ্রীবৃন্দাবনে ইমলিতলায় ইঁনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। যমূনাপুলিনে অক্রুরস্থানের নিকট ইঁনি থাকিতেন। প্রয়াগ হইতে শ্রীপ্রভু বৃন্দাবনে ফিরাইয়া দেন।

মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য 'শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়'—নামক তির্‌হুট্* দেশবাসী এক মহাভাগবত বৈষ্ণব তথায় উপস্থিত হইলেন। ইঁহার সহিত মহাপ্রভুর অনেক রসালাপ হইল। উপাধ্যায়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে যে সমস্ত কথা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভু যারপরনাই সন্তোষ লাভ করিয়া নিজে পুনরায় পদ্যাবলী ধৃত ৭৩ অঙ্কের শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্লোক—"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥" গদগদ স্বরে বলিতে বলিতে প্রেমাবেশে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তখন উপাধ্যায়ও প্রেমে নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং তাহা দেখিয়া বল্লভ ভট্টের মনে চমৎকার হৈল ও সন্তানের সহ প্রভুর শ্রীচরণে পড়িলেন। এই সমস্ত কথা শুনিয়া গ্রামের সমস্ত লোক প্রভুকে দর্শন করিতে আসিল এবং প্রভুর দর্শনে সকলেই 'কৃষ্ণভক্ত' হইল। ব্রাহ্মণগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলে, বল্লভ ভট্ট তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া ভট্ট প্রয়াগে লইয়া গেলেন। প্রয়াগেও অত্যন্ত লোক ভীড় আশঙ্কায় প্রভু "দশাশ্ব- মেধে" নিভৃতে অবস্থান করিয়া দশ দিন যাবৎ শ্রীল রূপপ্রভুকে শক্তি-সঞ্চার পূর্ব্বক শিক্ষা দান করিলেন।

প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে দশ দিন যাবৎ শ্রীশ্রীরূপশিক্ষা

লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু 'দশাশ্বমেধ' যাঞা।
রূপ-গোসাঞিরে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি' তাহা সব সঞ্চারিলা॥

---

* 'তিরুটিয়া' বা 'তিরহুটিয়া'—বর্ত্তমানকালে সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা—এই চারিটী জিলা তিরহুট্ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত; এই প্রদেশের অধিবাসীকে 'তিরুটিয়া' বলে।

শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া 'প্রবীণ' করিলা॥
শিবানন্দ সেনের পুত্র 'কবিকর্ণপূর'।
'রূপের-মিলন' স্ব-গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥
এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১১৪-১১৮, ১৩৫।

শ্রীচৈঃ চঃ নাঃ ৯।৭০ শ্লোকে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ় বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং **শ্রীরূপং** সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ॥"

—শ্রীরূপ পূর্ব্বেই নিজাভীষ্ট শ্রীগৌরসুন্দরের গুণসমূহের দ্বারা গাঢ়রূপে আসক্ত হইলেও গৃহচর্য্যার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া তাহা হইতে পরিমুক্ত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ অমূর্ত্ত হইয়াও শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিমান্ রসের ন্যায় স্বরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রয়াগে প্রেমালাপ ও গাঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের সহিত শ্রীরূপকে কৃপা করিয়াছিলেন।

শ্রীল শ্রীরূপপ্রভু এই কথা তাঁহার 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থের (পূঃ বিঃ ১।২) মঙ্গলাচরণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥"

—হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণা দ্বারা সামান্য কাঙ্গালরূপ (দৈন্যোক্তি) আমি ভক্তি গ্রন্থ রচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি; সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের শ্রীপদকমল বন্দনা করি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া ক্রমান্বয়ে দশদিন প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে ভক্তিরসের লক্ষণ সমূহ সূত্রাকারে বর্ণন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—'ওহে শ্রীরূপ! ভক্তিরসসিন্ধু পারাপারশূন্য ও গভীর; তোমাকে আস্বাদন করাইবার জন্য উহার বিন্দু মাত্র বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীবসমূহ কর্ম্ম-ফলানুসারে চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। কেশাগ্রের শত ভাগকে বহু শতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাগ হয়, শ্রুতি তাহার সহিত অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মার তুলনা করিয়াছেন,—'এষোঽণুরাত্মা' (মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১৯)। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৩০) শ্রুতিগণের দ্বারা শ্রীভগবানের এইরূপ স্তব বর্ণিত হইয়াছে,—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥

হে নিত্যস্বরূপ! বস্তুতঃই অনন্ত, নিত্য, শরীরধারী জীবসমূহ যদি সর্ব্বগত হইত, তাহা হইলে তোমার শাসনাধীন থাকার নিয়ম থাকিত না। যদি জীবকে অণু, সামান্যতঃ 'নিত্য' বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই তাহারা তোমার অধীন হয়। জীবগণ বহ্নিরূপ তোমা হইতে বিস্ফুলিঙ্গরূপে জাত বলিয়া তুমি তাহাদের অপরিত্যাজ্য কারণ, নিয়ন্তা ও সর্ব্বত্র অন্তর্য্যামিরূপে সমভাবে অবস্থিত। অতএব যাহারা জীব ও তোমাকে এক করিয়া জানে, তাহাদের মত মতবাদে দূষিত।

জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যবদ্ধগণ স্থাবর জঙ্গম ভেদে দুই প্রকার; যাহারা—অচল, যেমন বৃক্ষাদি, তাহারাই 'স্থাবর' জীব; যাহারা—সচল, তাহারাই 'জঙ্গম'। জঙ্গম তিন প্রকার—তির্য্যক্-পক্ষিগণ, জলচর ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি অতি অল্প সংখ্যক। সেই অল্পসংখ্যক মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ ও শবর পরিত্যক্ত হইলে

বেদনিষ্ঠ মনুষ্য অবশিষ্ট থাকে। বেদনিষ্ঠ দুই প্রকার—ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী; ধর্ম্মাচারিগণের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ; কোটি জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে বস্তুতঃ একজন 'মুক্ত'; এ স্থলে যাঁহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত, তাঁহাদিগকেই 'মুক্ত' বলা হয়। সেই সকল মুক্তদিগের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত, তিনিই 'শ্রীকৃষ্ণভক্ত'। কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কোনই কামনা নাই। পূর্ব্বোক্ত মুক্ত পর্য্যন্ত সকলেই ভুক্তি বা মুক্তি কামনার কোন-না-কোন একটির সহিত সংশ্লিষ্ট। ধর্ম্মাচারী ও কর্ম্মনিষ্ঠ—'ভুক্তিকামী' এবং মুক্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানী—'মুক্তিকামী'; তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার যোগফলের সিদ্ধিকামী। যতদিন তাহাদের হৃদয়ে এই তিন প্রকার কামনা থাকে, তত দিন তাহাদিগকে ঐ সকল কামনা শান্তি দান করে না। এজন্য তাহারা সকলেই অশান্ত। সুতরাং একমাত্র নিষ্কাম শ্রীকৃষ্ণভক্তই পরা শান্তি লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৪-৫) শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামি-প্রভুকে বলিতেছেন,—

'প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥'

হে দ্বিজোত্তম! উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক জনই মুমুক্ষু হইয়া থাকেন, সহস্র মুমুক্ষুগণের মধ্যেও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি গৃহাদি অসৎসঙ্গ হইতে মুক্ত হন এবং তাদৃশ ব্যক্তিগণের মধ্যেও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি তত্ত্ব জানিতে পারেন। হে মহামুনে! ঐরূপ কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত সুদুর্ল্লভ।

জীব সমূহ আপন আপন কর্ম্মসূত্রে নানা-যোনিতে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে যাঁহার ভক্তিলাভোপযোগী সুকৃতিরূপ ভাগ্যের উদয় হয়, তিনি শ্রীশ্রীগুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ যে শ্রদ্ধা, তাহা লাভ করেন। সেই

শ্রদ্ধাবীজ প্রাপ্ত হইয়া মালীরূপে নিজ হৃদয় ক্ষেত্রে তাহা রোপণ করেন ; বীজ অঙ্কুরিত হইতে হইতে ভগবৎকথা ও ভক্তকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল সেই ক্ষেত্রে সেচন করেন। ভক্তিলতা উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক অতিক্রম পূর্ব্বক পরব্যোমে উপস্থিত হয়। সেই পরব্যোমে লতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমন করে ও তথায় শ্রীকৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। শ্রীকৃষ্ণচরণারূঢ়া ভক্তি লতাতেই প্রেমফল ফলে। এ-যাবৎ মালী শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসেচন করিতে থাকেন। এই প্রক্রিয়ার সময় জল সেচন ব্যতীত আর একটী বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। তাহা—**বৈষ্ণবাপরাধ**। "যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা *। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা॥ তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ। অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥ কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা॥ 'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'। 'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ॥ সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়॥ স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥ প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন। তবে মূল শাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥ 'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়। লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায়॥ তাঁহা সেই কল্প বৃক্ষের করয়ে সেবন। সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন॥ এই ত পরম ফল 'পরম-পুরুষার্থ'। যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ॥ 'শুদ্ধভক্তি' হৈতে হয়, 'প্রেমা' উৎপন্ন। অতএব শুদ্ধ ভক্তির 'কহিয়ে 'লক্ষণ'॥ অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা, ছাড়ি 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥ এই 'শুদ্ধভক্তি' ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়। পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥ ভুক্তি-মুক্তি আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়। সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ সাধন ভক্তি হৈতে হয় 'রতি'র উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয়॥ প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয়।

* হাতী মাতা—মত্ত হস্তী।

রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ যৈছে ইক্ষুরস-বীজ—গুড়, খণ্ড, সার। শর্করা, সিতা-মিছরি' উত্তম-মিছরি আর॥ এই সব কৃষ্ণভক্তি রসে স্থায়িভাব। স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব, অনুভাব॥ সাত্বিক, ব্যভিচারী ভাবের মিলনে। কৃষ্ণভক্তি-রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥ যৈছে দধি, সিতা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর। মিলনে 'রসালা' হয় অমৃত মধুর॥ ভক্ত ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার। শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর॥ বাৎসল্যরতি, মধুর-রতি,—এ পঞ্চ বিভেদ। রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরসে পঞ্চ ভেদ॥ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য; মধুর-রস নাম। কৃষ্ণভক্তি-রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥ হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়। পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয়॥ পঞ্চরস 'স্থায়ী' ব্যাপি' রহে ভক্ত-মনে। সপ্ত গৌণ 'আগন্তুক' পাইয়ে কারণে॥ শান্তভক্ত নব যোগীন্দ্র, * সনকাদি † আর। দাস্যভাবভক্ত—‡ সর্ব্বত্র সেবক অপার॥ সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন। বাৎসল্য-ভক্ত-মাতা পিতা, যত গুরুজন॥ মধুর রসে ভক্ত মুখ্য –ব্রজে গোপীগণ। মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্য গণন। পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্রা, কেবলা ভেদ আর॥ গোকুলে 'কেবলা' রতি, ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন। পুরীদ্বয়ে, § বৈকুণ্ঠাদ্যে 'ঐশ্বর্য্য' প্রবীণ॥ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি। দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য,—কেবলার রীতি॥ শান্ত-দাস্য-রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহা উদ্দীপন। সখ্যে, বাৎসল্যে, মধুর-রসে সঙ্কোচন॥ বসুদেব-দেবকীরে কৃষ্ণ চরণ বন্দিল। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল॥ কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি' অর্জ্জুনের হৈল ভয়। সখ্য-

---

* নব যোগীন্দ্র—(ভাঃ ৫।৪।১১) কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমশ, করভাজন।

† সনকাদি—সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, সনাতন।

‡ দাস্যভক্ত—গোকুলস্থ রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদি; দ্বারকা পুরীস্থিত দারুকাদি; বৈকুণ্ঠস্থ দাসগণ; হনুমানাদি লীলা দাসগণ।

§ পুরীদ্বয়ে—মথুরা ও দ্বারকায়।

ভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমাপয় করিয়া বিনয়॥ কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈলা পরিহাস। কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি, রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥ কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে। ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ-সম্বন্ধ না মানে॥"—চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৬—২০২।

শান্ত রসে 'সেবা' থাকে না ; দাস্য রসেই সেবা আরম্ভ হয়। দাস্য রসে—শান্তের গুণ ও মমতা ; সখ্য রসে শান্ত, দাস্য রসের গুণ ও বিশ্বাসময় কিছু প্রেম। বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য রসে গৌরব সম্ভ্রম নাই, সুতরাং তিনটী গুণ ; বাৎসল্যে—শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—পালনরূপে পরিণত ও সৌখ্যের অসঙ্কোচ ও অগৌরব গুণ মমতাধিক্যে তাড়ন-ভৎর্সন-ব্যবহার এবং আপনাকে 'পালক' জ্ঞান ও কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান—এই প্রকার চারি রসের গুণে 'বাৎসল্য' রস অমৃত সমান হইয়াছে। শান্তের 'কৃষ্ণ-নিষ্ঠা', দাস্যের 'অতিশয় সেবা', সখ্যের 'অসঙ্কোচ সেবা' ও বাৎসল্যের 'মমতাধিক্যে পালন'—এই সকল ভাবে আবার কান্তা-ভাবগত 'নিজাঙ্গ-দানরূপ সেবা' দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইলে পঞ্চগুণ বিশিষ্ট 'মধুর রস' হয়। তাহাতে সমস্ত ভাবেরই সমাহার আছে। এজন্য তাহাতে আস্বাদাধিক্য ক্রমে অত্যন্ত চমৎকারিত্ব লক্ষিত হয়।

তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—হে শ্রীরূপ! আমি ভক্তিরসের এই দিগ্‌দর্শন মাত্র করিলাম। তুমি হৃদয়ে ইহার বিস্তার ভাবনা করিবে। এ বিষয়ে যতই অনুধাবন করিবে, ততই তোমার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি প্রদান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অজ্ঞ ব্যক্তিও শ্রীভক্তিরসসিন্ধুর শেষ সীমায় উপনীত হইতে পারে।

ইহা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন ও প্রয়াগ হইতে পর দিবস প্রত্যূষে কাশীতে যাত্রা করিলেন। শ্রীল শ্রীরূপ শ্রীগৌরহরির অনুগমন করিবার জন্য আজ্ঞা যাচ্ঞা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া তথা হইতে গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আদেশ করিলেন। শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নৌকায় আরোহণ করিলেন। শ্রীরূপ শ্রীগৌরবিরহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে দাক্ষিণাত্য-

বিপ্র শ্রীরূপকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তৎপরে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম—দুই ভ্রাতা শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন।

প্রথমবার শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপপাদ

শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভু যখন শ্রীমথুরায় আসিলেন, তখন শ্রীধ্রুব ঘাটে শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের * সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। সুবুদ্ধি রায় পূর্ব্বে গৌড়ের অধিকারী ছিলেন। হুসেন শাহ সুবুদ্ধি রায়কে জাতিভ্রষ্ট করিয়া দেওয়ায় তিনি কাশীতে আগমন করেন এবং স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের বিচার গ্রহণ না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ নাম আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। সুবুদ্ধি রায় শ্রীমথুরায় শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ-পূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহা হইতে মাত্র এক পয়সার ছোলা (চানা) চর্ব্বণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন ; বাঁকী পয়সা দ্বারা দুঃখী বৈষ্ণব দেখিলে ভোজন দান করিতেন এবং গৌড় দেশবাসী কেহ তথায় আসিলে তাঁহাকে দধি-অন্ন-ভোজন ও তৈলমর্দ্দন করাইতেন। শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর সহিত শ্রীসুবুদ্ধি-রায়ের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। শ্রীরূপ শ্রীসুবুদ্ধি রায়কে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ বন ভ্রমণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলী-দর্শনে অপ্রাকৃত কবি শিরোমণি শ্রীরূপের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-নাটক-রচনার স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি শ্রীবৃন্দাবনেই নাটকের রচনা আরম্ভ করিলেন ও মঙ্গলাচরণের নান্দী শ্লোক তথায় রচনা করিয়া ফেলিলেন। সেই বার শ্রীরূপ বৃন্দাবনে মাত্র একমাস কাল ছিলেন। শ্রীসনাতনের অন্বেষণে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম—দুই ভ্রাতা গঙ্গাতীর পথে প্রয়াগে আগমন করিলেন। ইতি মধ্যে শ্রীসনাতন রাজপথ দিয়া শ্রীমথুরায় চলিয়া আসিয়াছিলেন জন্য শ্রীরূপ

* বিশেষ পরিচয় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৭৭—২০৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

ও শ্রীঅনুপমের সহিত সাক্ষাৎকার হইল না।† শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম কাশীতে চলিয়া আসিলেন ; তথায় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীতপন-মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎকার হইল এবং মিশ্রের নিকট শ্রীসনাতন-শিক্ষার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন।

কাশীতে দশদিন অবস্থান করিয়া শ্রীরূপ ও অনুপম গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন এবং পথে চলিতে চলিতে শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক নাটকের ঘটনাসমূহ ভাবিতে লাগিলেন। পথেই কড়চার আকারে কিছু কিছু লিখিতে লাগিলেন। এই ভাবে দুই ভ্রাতা গৌড়দেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় **শ্রীঅনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল**। শ্রীঅনুপম শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। শ্রীঅনুপমের অল্প বয়স্ক পুত্র—**শ্রীজীব** তখন শ্রীরূপের কৃপায় পিতৃকার্য্য সমাধান করিয়া বাক্‌লার বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগ করিলেন।

শ্রীনীলাচলে শ্রীরূপপাদ

শ্রীঅনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির পর অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত মনে শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনার্থ নীলাচলে যাত্রা করিলেন। শ্রীঅনুপমের অন্তর্দ্ধানের জন্য গৌড়দেশে কিছুদিন বিলম্ব হওয়ায় প্রভুর দর্শনযাত্রী শ্রীশিবানন্দ সেনাদি গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত শ্রীরূপের পথে আর মিলন হইল না। তাঁহারা পূর্ব্বেই নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ উৎকল দেশের 'সত্য-ভামাপুর' নামক গ্রামে * একরাত্র বিশ্রাম করেন। রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে

† "মাস মাত্র রূপ গোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে। শীঘ্র চলিয়া আইল সনাতনানুসন্ধানে॥ গঙ্গা পথে দুই ভাই, রাজপথে সনাতন। অতএব তাহা সনে না হইল মিলন॥"—চৈঃ চঃ।

* ভুবনেশ্বরের তিনমাইল দূরে পুর্বদিকে ভার্গবীনদীর তীরে, উড়িষ্যা ট্রাঙ্করোড বা জগন্নাথ রোডের পার্শ্বে পুরী জেলার অন্তর্গত বালিরান্তা থানায় অবস্থিত। এখানে শ্রীসত্যভামাদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি বিরাজমানা।

দেখিতে পাইলেন, এক দিব্যরূপা নারী সম্মুখে আসিয়া শ্রীরূপপ্রভুকে কৃপা পূর্ব্বক বলিতেছেন,—"আমার সম্বন্ধে নাটকটি তুমি পৃথক্ রচনা করিও। আমার কৃপাতে ঐ নাটক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে।" স্বপ্ন দর্শন করিয়া শ্রীরূপ বিচার করিলেন,—'পৃথক্ নাটক করিবার জন্য শ্রীসত্যভামাদেবীর আমার প্রতি আজ্ঞা হইয়াছে। আমি ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা একত্র পরিকল্পনা করিয়াছি। শ্রীসত্যভামাদেবীর আজ্ঞানুসারে এখন পৃথক্ পৃথক্ দুই ভাগেই রচনা করিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাহা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরূপ শীঘ্র নীলাচলে আসিলেন এবং শ্রীহরিদাসঠাকুরের বাসস্থানে উপনীত হইলেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শ্রীল রূপের প্রতি প্রচুর স্নেহ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "তুমি যে এ স্থানে আসিবে, ইহা প্রভু পূর্ব্বেই আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।"

শ্রীজগন্নাথদেবের উপলভোগ দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহই শ্রীল হরিদাসের নিকট আগমন করিতেন। সেইদিনও অকস্মাৎ প্রভুর আগমন হইলে শ্রীল শ্রীরূপ সমুপস্থিত প্রভুকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। শ্রীল হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীরূপের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া দুইজনকে একস্থানে লইয়া কুশল প্রশ্ন ও ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। শ্রীরূপকে শ্রীসনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপ বলিলেন, "তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি গঙ্গা পথে আসিয়াছি ও তিনি রাজপথে গিয়াছেন। প্রয়াগে শুনিতে পাইলাম, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন।" প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরূপ শ্রীঅনুপমের * গঙ্গা-প্রাপ্তির বিষয় নিবেদন করিলেন। শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী অন্যান্য বৈষ্ণব ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন। আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তের সহিত শ্রীরূপের পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীরূপ সকল বৈষ্ণব ভক্তের শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন এবং

---

* শ্রীঅনুপমের শ্রীরামনিষ্ঠা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া প্রচুর কৃপা করিয়াছিলেন। শ্রীঅনুপম শ্রীরামভক্ত, এইজন্য তিনি শ্রীবৃন্দাবনে ভজন করিবেন কি কোথায় থাকিবেন শ্রীল রূপপাদ এ বিষয় চিন্তা করিতেন ; কিন্তু শ্রীপ্রভু চিরদিনের জন্য নিজ শ্রীচরণেই স্থান দিলেন।

ভক্তগণ শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে শ্রীরূপের প্রতি কায়মনে কৃপা বর্ষণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—"তোমাদের কৃপায় শ্রীরূপের এমন শক্তি হউক, যেন সে পৃথিবীতে কৃষ্ণরসভক্তি বিস্তার করিতে পারে।" কি গৌড়ীয়, কি উৎকলবাসী —প্রভুর সকল প্রিয়জনের নিকটেই শ্রীরূপ প্রীতিভাজন হইলেন। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ শ্রীল হরিদাসের বাসস্থানে থাকিয়া শ্রীরূপের সহিত সাক্ষাৎকার ও ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন এবং শ্রীমন্দির হইতে যে মহাপ্রসাদ পাইতেন, তাহা দুইজনকে প্রদান করিতেন। অন্য একদিন সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপের বাসায় আসিয়া শ্রীরূপকে বলিলেন,—"কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥"—চৈঃ চঃ অঃ ১।৬৬। "কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥"—যামলবচন। শ্রীযদুকুমার শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীবাসুদেব-তত্ত্ব, অতএব তিনি শ্রীগোপেন্দ্র নন্দন হইতে পৃথক্; তিনিই শ্রীমথুরা ও শ্রীদ্বারকায় লীলা করেন। যিনি শ্রীগোপেন্দ্রনন্দন, তিনি শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথায়ও যান না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীসত্যভামাদেবী ও শ্রীমন্ মহাপ্রভু উভয়েই যে পৃথক্‌ভাবে যথাক্রমে "শ্রীললিতমাধব" ও "শ্রীবিদগ্ধমাধব"—নাটক লিখিতে আদেশ প্রদান করিতেছেন, এই বিচার তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় হইল। সুতরাং পূর্ব্বে একত্র বর্ণিত নাটকদ্বয় এখন পৃথক্ ভাবে পরিকল্পনা ও রচনা করিয়া নান্দী, প্রস্তাব ও বিষয়—সমস্তই পৃথক্ ভাবে ভাবনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব সমাগত হইল। শ্রীল শ্রীরূপ রথাগ্রে বিপ্রলম্ভ ভাবান্বিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য ও শ্রীমুখ কীর্ত্তিত একটি শ্লোক-শ্রবণে তদ্‌ভাবসূচক একটি শ্লোক সেইস্থানেই রচনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সামান্য একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া দিব্যোন্মাদে নৃত্য করিতেন। শ্লোকটি প্রাকৃত কবির রচিত, নিতান্ত হেয় নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধে—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥"—কাব্যপ্রকাশ (১।৪)

যিনি কৌমারকালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই এখন আমার কান্ত হইয়াছেন ; সেই মধু মাসের যামিনীও উপস্থিত ; প্রস্ফুটিত মালতী পুষ্পের গন্ধেও চতুর্দ্দিক আমোদিত রহিয়াছে ; কদম্ব কানন হইতে গন্ধবহ মধুর গন্ধ বিতরণ করিতেছে ; সুরতব্যাপারলীলা কার্য্যে আমি সেই নায়িকাও সমুপস্থিত ; তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসী-তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু উহা এত আদরের সহিত কেন যে উচ্চারণ করিতেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেন না। একমাত্র শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভু সেই শ্লোকের গূঢ়-তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া উহার ভাবদ্যোতক পদাবলী গান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্তোষ বিধান করিতেন।

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুও শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামির ন্যায় শ্রীমন্মহা-প্রভুর অন্তরের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া প্রভুর মনোমত একটি শ্লোক রচনা করিলেন, এবং একটি তালপত্রে উহা লিখিয়া কুটীরের চালায় গু ঁজিয়া রাখিলেন। শ্লোকটী এই—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥"

—শ্রীপদ্যাবলী—৩৮৭

—হে সহচরি! আমার সেই দয়িত কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই রাধা, আবার আমাদের উভয়ের মিলন-সুখও ঘটিয়াছে বটে,

তথাপি বনমধ্যে ক্রীড়াশীল কৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চমস্বরে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দী-পুলিনগত কাননের জন্য আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীল রূপ-সনাতনপাদদ্বয় অতি দৈন্য বশতঃ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গমন করিতেন না। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতিদিন নিয়মিত শ্রীজগন্নাথদেবের উপলভোগ দর্শন করিয়া এবং প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের সহিত শ্রীভাবনিধি গৌরহরির মিলনে যে সুখ উৎপন্ন হইত, সেই সুখ সম্পদ হৃদয়ে ও বাহিরে ধারণ করিয়া স্বয়ং ইঁহাদের সহিত মিলিত হইতেন। উভয়ের মিলন-সম্ভোগ-সুখ একসঙ্গে ইঁহারা ভোগ করিতেন, ঘরে বসিয়া আনন্দে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে দিন যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পাইতেন, সেই দিন তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া পরে নিজ বাসস্থানে গমন করিতেন।

একদিন শ্রীরূপের বাসস্থানে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈবাৎ উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কুটীরের চালের মধ্যে গোঁজা তাল পত্রে লিখিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি" এই শ্লোকটি দেখিতে পাইলেন এবং শ্লোক পাঠ করিয়াই ভাবাবিষ্ট হইলেন। শ্রীরূপ তখন সমুদ্র-স্নানে গিয়াছিলেন। তিনি স্নান করিয়া যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, অমনি প্রেমাবিষ্ট ভাবনিধি শ্রীগৌরহরিকে দর্শন করিয়া শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপকে চাপড় মারিয়া "তুমি আমার হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা গূঢ়কথা কিরূপে জানিতে পারিলে" ইহা বলিয়া শ্রীরূপকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং সেই শ্লোকটী লইয়া অজ্ঞতার ভাণ করিয়া রহস্য পূর্ব্বক শ্রীস্বরূপকে দেখাইয়া শ্রীরূপ কি প্রকারে তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীল স্বরূপদামোদর বলিলেন—"শ্রীরূপ তোমার হৃদয়ের গুহ্যতম কথা জানিতে পারিয়াছে; সুতরাং নিশ্চয়ই তাহার প্রতি তোমার প্রচুর কৃপা রহিয়াছে।" তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি ইহাকে যোগ্য পাত্র জানিয়া শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক প্রয়াগে উপদেশ করিয়াছি। তুমিও ইহাকে রসের বিশেষ তত্ত্বসমূহ অবগত করাইও।" শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—"শ্রীরূপের রচিত এই শ্লোক

দেখিয়াই তাহার প্রতি তোমার কৃপার অনুমান করিয়াছি, যেহেতু ফলের দ্বারাই কারণ জানা যায়।" ন্যায় বচন,—**"ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে"**

চাতুর্ম্মাস্যের অন্তে গৌড়ীয়গণ গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে থাকিয়া গেলেন। একদিন শ্রীরূপ তাঁহার বাসস্থানে বসিয়া নাটক লিখিতেছেন, তখন তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অকস্মাৎ আগমন হইল। শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। দুইজনকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আসন গ্রহণ করিলেন। "কি পুঁথি লিখিতেছ?" বলিয়া শ্রীরূপের নাটকের একটি পাণ্ডুলিপির পত্র হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরূপের মুক্তার পংক্তির ন্যায় অতি সুন্দর হস্তাক্ষর দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া মহাপ্রভু অক্ষরের স্তুতি করিতে লাগিলেন ; এবং সেই পত্রে লিখিত একটি শ্লোক দেখিয়া তাহা পাঠ করিতেই প্রেমে আবিষ্ট হইলেন। "শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি। প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥"

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"—শ্রীবিদগ্ধ মাধব

—**"কৃষ্ণ"** এই বর্ণ দুইটী কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না ;—দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা মুখে নৃত্য করে, তখন বহু বদন প্রাপ্তির জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তিবর্দ্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায় ; যখন চিত্ত প্রাঙ্গণে সঙ্গিনীরূপে উদিত হয় তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে। * এই শ্লোক শ্রবণ

* বিখ্যাত পদকর্ত্তা শ্রীযদুনন্দন দাস এই অপূর্ব্ব শ্লোকটির অতি সুন্দর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

করিয়া নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস অত্যন্ত উল্লাসভরে শ্লোকের অর্থের প্রশংসা করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। *

আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনান্তে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীরায় রামানন্দ ও স্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত শ্রীল রূপের বাসস্থানে আগমন করিলেন ; পথে আসিবার কালে সকলের নিকট শ্রীরূপকৃত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" ও "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকদ্বয়ের প্রশংসা করিতে করিতে শ্রীরূপের গুণ-বর্ণনে পঞ্চমুখ হইলেন। শ্রীরূপের বাসস্থানে উপনীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোকটী পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। সম্ভ্রমবশতঃ শ্রীরূপ লজ্জিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামিপ্রভু সেই শ্লোকটি পাঠ করিলে সকল বৈষ্ণবই চমৎকৃত হইলেন। শ্রীল রামরায় ও শ্রীল সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন যে, একমাত্র তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার অন্তরের এই মর্ম্মকথা প্রকাশ করিবার শক্তি লাভ হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের—"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকটী পাঠ করিবার আদেশ করিলে প্রথমে শ্রীরূপ স্বকৃত শ্লোক পাঠ করিতে লজ্জাবোধ করিলেন। কিন্তু প্রভুর পুনঃপুনঃ আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া শ্লোকটী পাঠ করিলেন। যাবতীয় ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীল রায়-রামানন্দ এই শ্লোক শ্রবণে আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন ; সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"নামমহিমাসূচক অসংখ্য শ্লোক শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ মাধুর্য্যদ্যোতক শ্লোক কোথায়ও শ্রবণ করি নাই।" তখন শ্রীল রামরায় শ্রীল রূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি গ্রন্থ রচনা করিতেছ, যাহার মধ্যে এরূপ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তের খনি নিহিত রহিয়াছে?" তখন শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপ্রভু শ্রীল রামানন্দ রায়ের নিকট শ্রীব্রজলীলাত্মক "বিদগ্ধমাধব-নাটক" ও শ্রীপুরলীলাত্মক "শ্রীললিতমাধব-নাটকে"র পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীল রামরায় শ্রীরূপকে "শ্রীবিদগ্ধ মাধবে"র নান্দী-শ্লোক পাঠ করিতে বলিলে শ্রীরূপ

* "সবে বলে নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার। এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর॥"

শ্রীরায় রামানন্দের অনুরোধকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা রূপেই বিচার করিয়া 'নান্দী'—শ্লোকটী (১।১) পাঠ করিলেন।

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদ-দমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘন-সারৈঃ সুরভিতাম্।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষম-সংসার-সরনী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা-**শিখরিণী**।*

—এই শ্রীহরিলীলা-শিখরিণী সন্তাপোৎপাদক বিষয় সংসার-মার্গ-ভ্রমণ-জনিত তোমার অসতৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন। ইহা চান্দ্রীসুধার মধুরিমা-জনিত মত্ততা দমন করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধাদি আশ্রয়-বিগ্রহগণের প্রণয়-কর্পূরদ্বারা বিশেষ সৌরভ ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীল রামরায় শ্রীরূপকে তাঁহার নাটকের মঙ্গলাচরণে যেই শ্লোকে ইষ্টদেবের বর্ণন হইয়াছে, সেই শ্লোকটী পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রভুর সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীরূপ সঙ্কোচবোধ করিয়া নীরব থাকিলে শ্রীরামরায় বলিলেন,—"বৈষ্ণব সমাজে গ্রন্থের ফল পাঠ করিতে সঙ্কোচ ও লজ্জার কিছুই নাই।" তখন শ্রীরূপ শ্লোকটী (বিদগ্ধমাধব-নাটক – ১।২) পাঠ করিলেন,—

**"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।"**

সুবর্ণকান্তি সমূহদ্বারা দীপ্যমান শ্রীশচীনন্দন শ্রীহরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস জগৎকে পূর্ব্বে কখনও দান করেন নাই, তাহা প্রদান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

---

* শিখরিণী—অত্যুৎকৃষ্ট পানীয়। প্রস্তুত প্রণালী—দধি—৩২ পল, খণ্ড—৮ পল, মরিচ-চূর্ণ—৮ পল, দারুচিনি ও এলাইচ চূর্ণ – ৮ পল, মধু—৪ পল, ঘৃত—৪ পল ; (৮ তোলায় একপল হয়) একত্র ভাণ্ডে রাখিয়া হিমে বাসিত করিলে শিখরিণী হয়।

শ্রীল রায় রামানন্দ 'বিদগ্ধমাধবে'র বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীরূপ অতি দৈন্যভরে প্রত্যেকটি অঙ্গের শ্লোক উদ্ধার করিয়া উত্তর দান করিলেন। শ্রীরামরায় শ্রীরূপের অতিমর্ত্ত্য কবিত্বের প্রশংসা করিয়া দ্বিতীয় নাটকের (শ্রীললিত মাধবের) নান্দী ও স্বাভীষ্ট দেবতার বন্দনা শ্রবণ করিতে চাহিলেন। শ্রীরূপ শ্রীরামরায়ের মাহাত্ম্য ও নিজের ক্ষুদ্রত্ব অতি দৈন্যভরে জ্ঞাপন করিয়া "শ্রীললিত-মাধব-নাটকে"র নান্দী-শ্লোক-পাঠান্তে স্বাভীষ্ট-দেবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা-সূচক শ্লোকটী (১৷২) পাঠ করিলেন।

নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতাদ্বিজ-কুলাধিরাজ-স্থিতিঃ।
স লুঞ্চিত-তমস্ততি র্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃত-জগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥

যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজপ্রণয়রসসুধা বিস্তার করিতেছেন, সেই দ্বিজকুলের অধিরাজরূপে অবস্থিতি অঙ্গীকারকারী, তমঃ সমূহ-দূরকারী, জগন্মানস-বশকারী শচীনন্দনাখ্য চন্দ্র আমার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া অন্তরে উল্লসিত হইলেও লোকশিক্ষা-কল্পে বাহিরে রোষাভাস প্রদর্শন করিয়া শ্রীরূপকে বলিলেন,—চৈঃ চঃ অঃ ১৷১৭৯—

"কাঁহা তোমার কৃষ্ণরসবাক্য-সুধাসিন্ধু।
তা'র মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি-ক্ষারবিন্দু॥"

—ইহার উত্তর শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দিলেন,—

"* * * রূপের কাব্য অমৃতের পূর।
তা'র মধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥" চৈঃ চঃ অঃ ১৷১৮০।

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"তোমার ইহাতে উল্লাস হইতেছে বটে, কিন্তু ইহা শ্রবণ করিতেই নিজের লজ্জা ও লোকের উপহাস বরণ করিতে হইবে।" শ্রীরামরায় বলিলেন,—"লোকও ইহা শুনিয়া সুখীই হইবেন; কারণ, ইহাতে মঙ্গলাচরণে শ্রীরূপ অভীষ্টদেবেরই স্মরণ করিয়াছে, কোন শাস্ত্র বা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ

কার্য্য করে নাই।" একদিন এই নীলাচলেই শ্রীগৌরহরির দ্বিতীয়স্বরূপ ও ভক্তিরস-শাস্ত্রে রসিদ্ধান্ত পরীক্ষকশিরোমণি শ্রীল স্বরূপ-দামোদরপ্রভু বঙ্গদেশীয় গ্রাম্যকবির নান্দীশ্লোক সিদ্ধান্ত বিরোধপূর্ণ কবিত্ব শুনিয়া শ্রীরূপের নাটকদ্বয়ের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যা'র মুখবন্ধে॥"

— চৈঃ চঃ অঃ ৫।১০৭-১০৮।

শ্রীরামরায় 'শ্রীললিতমাধব-নাটকে'র এক একটী করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপ যথাযথ শ্লোকসমূহ উদ্ধার করিয়া উত্তর দান করিলেন। শ্রীল রামরায় উভয় নাটকের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাগ্রে সহস্রমুখে শ্রীরূপের কবিত্বের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন,—

"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি' চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন॥

— চৈঃ চঃ অঃ ১।১৯৩-৯৪।

প্রাচীন কবি-কৃত কাব্য লক্ষণ সম্বন্ধে একটি শ্লোক,—

"কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥"

অপরের হৃদয়লগ্ন হইয়া যদি তাহার মস্তকই চঞ্চল না করিতে পারে, তবে কবির কাব্যে ও ধানুকীর ধনুতে কি প্রয়োজন ?

তখন শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে। কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে॥ মোর মুখে যে

সব রস করিলে প্রচারণে। সেই রস দেখি এই ইঁহার লিখনে॥ ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস। যারে করাও সে করিবে, জগৎ তোমার বশ॥”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য। ১ম।

স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীরূপের কবিত্বের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—“আমার সহিত শ্রীরূপের মিলন হইলে তাহার গুণে আমার চিত্ত অত্যন্ত উল্লসিত হইল। ইহার অলঙ্কার সংযুক্ত কাব্য ও মধুর বর্ণন-প্রণালী অতুলনীয়। এইরূপ কবিত্ব ব্যতীত কখনও অপ্রাকৃত রসের প্রচার হইতে পারে না। তোমরা সকলে কৃপা করিয়া শ্রীরূপকে এইরূপ বর প্রদান কর যেন সে নিরন্তর ব্রজলীলাপ্রেমরস বর্ণন করিতে পারে। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনের ন্যায়ও পৃথিবীতে বিজ্ঞ ব্যক্তি আর কেহ নাই। তুমি যেরূপ সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেছ, ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাতেও সেইরূপ দৈন্য, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা বিরাজিত রহিয়াছে। আমি এই ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করিয়া ইহাদিগকে ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারার্থ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছি।” শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে সস্নেহ-আলিঙ্গন দান করিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দ-হরিদাসাদি ভক্তগণও শ্রীরূপকে আনন্দভরে আলিঙ্গন দান করিলেন। শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর কৃপা ও শ্রীরূপের শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক গুণ-দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইলেন।

স্বয়ং শ্রীসরস্বতী-পতি শ্রীগৌরসুন্দর, অতিমর্ত্ত্য অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত রসকলাবিৎ ‘শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-নাটক’-রচয়িতা—যিনি শ্রীব্রজলীলায় ‘শ্রীবিশাখাদেবী’ বলিয়া খ্যাত, সেই শ্রীল রায়রামানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ ও অপ্রাকৃত-রসসাগর যিনি ব্রজলীলায় ‘শ্রীললিতাদেবী’-নামে খ্যাত, সেই শ্রীল স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর যাবতীয় রসতত্ত্ববিদ্ ভক্তবৃন্দ যে শ্রীরূপের অতিমর্ত্ত্য কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার সহিত কোন প্রাকৃত গ্রাম্য-কবির তুলনাই হইতে পারে না। প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর কবিত্বকে গ্রাম্যকবি কালিদাসের কবিত্বের সহিত সমান, কেহ বা স্বল্প ন্যূন বা অধিক বলিয়া দর্শন ও বর্ণন করে। বস্তুতঃ অপ্রাকৃত কৌস্তভমণির সহিত যেরূপ

প্রাকৃত কাচমণি, এমন কি, কহিনুরেরও তুলনা হইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীরূপের শ্রীপাদপদ্মনখচ্ছটার সহিত কোন গণমতপূজ্য শ্রেষ্ঠ গ্রাম্য-কবির তুলনাই হইতে পারে না।

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়াঃ ॥—(শ্রীভাঃ ১।৫।১০)

যে কবিত্ব বিচিত্র পদালঙ্কৃত হইয়াও অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা ও রতির সহিত অদ্বিতীয় অপ্রাকৃত কামদেবের আরতি করে না, জ্ঞানিগণ সেই কবিত্বকে কাকতীর্থ অর্থাৎ কাকতুল্য কামিগণের রতিস্থান বলিয়াই মনে করে। মানস-রাবণের কোমল-কমলকাননবাসী রাজহংসসমূহ যেরূপ কাকক্রীড়াস্থল বিচিত্র অন্নাদিপূর্ণ উচ্ছিষ্টগর্ত্তে কখনও উল্লসিত হয় না, তদ্রূপ ভাগবত-পরমহংসগণ, শব্দ-বচারাড়ম্বরপূর্ণ হইলেও হরিকথা-রসহীন তথাকথিত কাব্যকে শুষ্কবোধে পরিত্যাগ করেন। প্রাকৃত কবিও সময় সময় অনুকরণপ্রিয় হইয়া গতানুগতিকভাবে মঙ্গলাচরণ প্রভৃতিতে শ্রীহরির নমস্কারাদি করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা অব্যভিচারিণী নহে। কখনও পার্ব্বতী-পরমেশ্বরকে মাতাপিতৃরূপে বন্দনা, আবার কখনও তাঁহাদিগের শৃঙ্গাররস বর্ণন ও কুমার-সম্ভাবাদিও দর্শন করেন। অপ্রাকৃত কবিশিরোমণি শ্রীরূপের কবিত্ব একায়নস্কন্ধী পরমহংসগণের নিত্য আরাধ্য। কারণ, তাহা অব্যভিচারিণী কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারিণী কবিতাময়ী।

সর্বারাধ্যতম শ্রীশ্রীব্রজ-মুকুটমণি শ্রীশ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন-তটনিবাসী পণ্ডিত-প্রবর ভজনৈকনিষ্ঠ বালব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীল অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ প্রদত্ত শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-কৃত কাব্য-মহিমা বর্ণন।

ভক্তরসরূপ রাধাকৃষ্ণ রসরূপ পদরচনা কে রূপ য়্যাতে রূপনাম ভাখিয়ে।
ত্যাগরূপ ভাবরূপ, সেবা সুখ সাজরূপ, রূপহী কী ভাবনা ঔরূপ সুখ চাহিয়ে ॥

কৃপারূপ, ভাবরূপ, রসিকপ্রভাবরূপ, গাতজাতরূপ লখি মন অভিলাখিয়ে।
মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্যজুকে হৃদয়রূপ, শ্রীগুসাইরূপ সদা নৈনলি মে রাখিয়ে॥

পীযূষ-সার-শিশিরানপি চন্দ্রপাদান্
ধীরান্মকরন্দ-মধুরাশ্চ মধোঃ সমীরান্।
বাঞ্ছান্তিকে ভুবি তথামৃত সিন্ধুপুরান্
শ্রীরূপপাদ কবিতা-সুরসং নিপীয় ॥১

পশ্যন্তি কে সুরবলি রমণীয়তাং তাম্
মন্দাকিনী বিকচ কাঞ্চন পদ্মলক্ষ্মীম্।
সম্পূর্ণ শারদ সুধাকর মণ্ডলং বা
শ্রীরূপপাদ কবিতা-সুরসং নিপীয় ।২

কে বা রসালমুকুলে ধ্বনি-ঝঙ্কৃতানি
শৃন্বন্তি কিন্নরবধূ-কলকণ্ঠ-নাদান্।
কুঞ্জেষু মঞ্জুকল-কোকিল-কূজিতং বা
শ্রীরূপপাদ কবিতা-সুরসং নিপীয় ।৩

হৃদয় কন্দরে যার ঝরিয়াছে একবার
শ্রীরূপের কবিতার রসের নির্ঝর।
অমৃতের পারাবার তার কাছে কোন ছার
সুধাংশুর সুধাসার সুমধুর কর
সুধীর বসন্তবায়ু মকরন্দ হর ॥

মানস সরসে যার ফুটিয়াছে একবার
শ্রীরূপের কবিতার ভাব শতদল
তুচ্ছ করে সেইজন প্রফুল্ল নন্দনবন
বিকসিত মন্দাকিনী কনক কমল
শরতের পরিপূর্ণ শশাঙ্ক মণ্ডল ॥

করণ (কর্ণ) কুহরে যার বাজিয়াছে একবার
শ্রীরূপের কবিতার সুমধুর তান
সে নাহি শুনিবে আর মঞ্জুকুঞ্জে কোকিলার
রসাল মকুলমূলে অলির ঝঙ্কার
কিন্নরী কলকণ্ঠ সুধার আধার
যার নেত্র একবার শ্রীরূপের কবিতার
দেখিয়াছে বর্ণাবলী কবিতার হার
সে কেন দেখিবে আর বিশ্ব মাঝে চমৎকার
বিশ্বকর্ম্ম বিরচিত শোভার ভাণ্ডার
সে ত সুন্দরী বর্ণিতারূপে করিবে থুৎকার ॥

শেষ শ্রীব্রজে গমন ও শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট সংস্থাপন

চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়দেশ হইতে আগত ভক্তগণ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীরূপ শ্রীদোল-যাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নীলাচলে অবস্থান করিলেন। তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বহু কৃপা ও শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনগমনার্থ আদেশ * ও শ্রীবৃন্দাবন হইতে একবার শ্রীসনাতনকে নীলাচলে প্রেরণ করিবার উপদেশ করিলেন। শ্রীব্রজে গমন করিয়া ভক্তিরসশাস্ত্র-রচনা, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরের সেবাসংস্থাপন ও অপ্রাকৃত ভক্তিরস প্রচার করিয়া প্রভুর মনোঽভীষ্ট সংস্থাপন করিবার আদেশ দিলেন। শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলে শ্রীরূপ স্বীয় মস্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধারণ ও প্রভুর ভক্তগণের নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণ করিয়া গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা

---

* "ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ। লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ॥ কৃষ্ণসেবা রসভক্তি করিহ প্রচার। আমিও দেখিতে তাহা যাব একবার॥" কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলায় আর শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া হয় নাই।

করিলেন। শ্রীল সনাতন পূর্ব্বেই শ্রীব্রজে আসিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গৌড়ে আগমন করিয়া কুটুম্বগণের মধ্যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলেন এবং গৌড়ে যে অর্থ গচ্ছিত ছিল, তাহা আনাইয়া কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে বন্টন করিয়া দিলেন। ইহাতে শ্রীরূপের গৌড়ে এক বৎসর বিলম্ব হইল। অতঃপর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ—দুই ভ্রাতা শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া মহাপ্রভুর চতুর্ব্বিধ আজ্ঞাসেবা পালন করিলেন।

দুই ভাই মিলি' বৃন্দাবনে বাস কৈলা। প্রভুর যে আজ্ঞা, দুঁহে সব নির্ব্বাহিলা॥
নানাশাস্ত্র আনি' লুপ্ততীর্থ উদ্ধারিলা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা॥
রূপ-গোসাঞি কৈলা 'রসামৃতসিন্ধু' সার। কৃষ্ণভক্তিরসের যাহাঁ পাইয়ে বিস্তার॥
'উজ্জ্বলনীলমণি'-নাম গ্রন্থ আর। রাধাকৃষ্ণ লীলারস তাহাঁ পাইয়ে পার॥
'বিদগ্ধমাধব' 'ললিতমাধব'—নাটক-যুগল; কৃষ্ণলীলারস তাহাঁ পাইয়ে সকল॥
'দানকেলিকৌমুদী' আদি লক্ষগ্রন্থ কৈলা। সেইসব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিলা॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২১৭-১৮, ২২৩-২৬)।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু প্রেমামরতরু শ্রীগৌরসুন্দরের শাখা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শাখার বিস্তৃতি ও কার্য্য এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

মালীর ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল। বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সব আচ্ছাদিল॥
আ-সিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয়। বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥
দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল। প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার। তাহাঁ প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার॥
শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ততীর্থের উদ্ধার। বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তিপূজার প্রচার॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৮৬-৯০)।

শ্রীশ্রীরূপ সনাতন যখন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা কিরূপভাবে অষ্টপ্রহর শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বৈষ্ণববৃন্দ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

অনিকেত* দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ। এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন॥
'বিপ্রগৃহে' স্থূলভিক্ষা, কাহাঁ মাধুকরী। শুষ্করুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি'॥
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্ব্বাস। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারি দণ্ড শয়নে। নাম-সংকীর্ত্তন প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন। চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১২৭-১৩১)।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের এইরূপ অষ্টপ্রহর শ্রীব্রজভজনের আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ব-আদেশানুসারে শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাদেশে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীধাম-বৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন।

শ্রীরূপানুগত্ব

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'মনঃশিক্ষা'য় শ্রীব্রজবাসাভিলাষী সমগ্র শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়কে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন,—

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ॥

(মনঃশিক্ষা—৩)

* কবিত্ব বর্ণনে "অনিকেতন" স্থানে "অনিকেত" হয়, ইহাতে দোষ নাই।

হে মনঃ! তুমি যদি ব্রজভূমিতে প্রতিজন্মে অনুরক্তভাবে বাস করিতে ইচ্ছা কর এবং যদি সেই পরম প্রসিদ্ধ শ্রীব্রজনবযুবযুগলকে পরিচর্য্যা করিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে আমার উপদেশ শ্রবণ কর; এই শ্রীব্রজভূমিতে শ্রীস্বরূপগোস্বামি-প্রভু, নিজগণসহ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু ও তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভুকে সর্ব্বদা প্রেমের সহিত সম্যগ্‌ভাবে স্মরণ কর ও প্রণাম কর।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'স্তবাবলী'র বিভিন্ন স্থানে পুনঃ পুনঃ শ্রীরূপানুগত্যের অসমোর্দ্ধমহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান-সমূহ বিশেষভাবে আলোচ্য,—

শ্রীব্রজবিলাসস্তব—৩৮; বিলাপকুসুমাঞ্জলি—১, ১৪, ৭২; স্বনিয়মদশক—১, ১০; শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলি—৪৪, প্রার্থনামৃত—উপক্রম শ্লোক, ২০; শ্রীমদনগোপালস্তোত্র—২১; শ্রীবিশাখানন্দস্তোত্র—১৩৪; প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশক—৪, ১০, ১১, ১৪; অভীষ্টসূচন—১, ২, ১৩।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'মুক্তাচরিত'গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীগুরু-দেবের নমস্কার-শ্লোকে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার গুরুদেব শ্রীযত্নন্দন আচার্য্য-প্রভুর কৃপায় শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ ও তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতনকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহার 'প্রার্থনা'য় এইরূপই উক্তি করিয়াছেন,—

প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যা'বে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥

শ্রীরূপের দুইজন শ্রেষ্ঠ ভৃত্য—শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু তাঁহার 'শ্রীমাধবমহোৎসব'-মহাকাব্যের নয়টি উল্লাসের মধ্যে প্রত্যেক উল্লাসের উপসংহারে শ্রীরূপকে শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে বন্দনা করিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

শ্রীল রূপ গোস্বামিচরণের প্রতি শ্রীল শ্রীজীব প্রভুর দৈন্যাত্মক স্তবে শ্রীকৃষ্ণদেব ও শ্রীল রূপপাদের মহিমা—

অমিত-ভবদবাব্ধৌ দহ্যমানং চিরান্মাং
কথমপি কলয়িত্বা পূর্ণকারুণ্যমূর্ত্তিঃ।
নিজসহজজনান্তে স্বীচকারেশ্বরো য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে॥ ১ ॥

যে কারুণ্যঘনমূর্ত্তি পরমেশ্বর চিরকাল অসীম সংসারতাপে দহ্যমান আমাকে কোনও প্রকারে উদ্ধার করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং স্বীয় বিশুদ্ধ দাসের শ্রীপাদপদ্মে ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে বা শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার অভীষ্টদেব সেই শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুকে এই শ্রীধাম-বৃন্দাবনে নিরন্তর ভজনা করি। ১ ॥

নিখিল-জন-কুপূয়ং মাং কৃপাপূর্ণচেতা
নিজচরণসরোজ-প্রান্তদেশে প্রণীয়।
নিজ-ভজনপদব্যাবর্ত্তয়দ্ ভূরিশো য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে॥ ২ ॥

যে দয়ার্দ্র চিত্ত নিখিল জনগণের মধ্যে কুৎসিত আমাকে স্বীয় ও স্বীয় ভক্তগণের শ্রীপাদপদ্মের প্রান্তদেশে আনয়ন করিয়া পুনঃ পুনঃ নিজ ভজন-পথে রক্ষা করিয়াছেন; সেই পরম রূপবান্ শ্রীকৃষ্ণ-দেবকে বা শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার অভীষ্টদেব সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুকে এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যকাল সেবা করি ॥২॥

অশুচিমরুচিমন্তং সন্ততং ভক্তিযোগে
বিহিতবিদিতমন্তং জন্তুজাতাধমঞ্চ।
অকৃপণকরুণাভিঃ পাতি মাং পাতিনং য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে॥ ৩ ॥

অপবিত্র, ভক্তিযোগে সর্ব্বদা অরুচিশীল, শাস্ত্রসদাচারাদি জানিয়াও অন্যথাচরণরূপ অপরাধ-পরায়ণ এবং নিখিল-প্রাণিগণের মধ্যে অধম ও পাতকী আমাকে যে করুণাসাগর স্বীয় মহতী করুণা দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষা করেন, সেই মহা-রূপবান্ ক্রীড়াবিনোদী শ্রীকৃষ্ণদেবকে, বা শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহ পূজ্যপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুকে আমি এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যকাল ভজনা করি ॥৩॥

অতিমুনিমতিবৃন্দাং বৃন্দকা-কাননীয়াং
নিজচরিতসুধালীং বন্ধুহৃৎসিন্ধুপালীম্ ।
বিধুরিব বিধুরং মাং তাঞ্চ সম্যঞ্জয়দ্ য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৪ ॥

চন্দ্র যেরূপ সুধারাশিকে প্রকাশ করে, সিন্ধুকে পালন অর্থাৎ সিন্ধুর আনন্দ বর্দ্ধন করে, তদ্রূপ যিনি আমার ন্যায় বিকল জীবকে মুনিগণেরও বুদ্ধির অগম্য, অথচ শ্রীব্রজবাসী বন্ধুগণের হৃদয়রূপ সিন্ধুর আনন্দবৃদ্ধিকর শ্রীবৃন্দাবনীয় নিজ চরিত সুধারাশি সম্যগ্‌রূপে প্রকট করিয়া দেখাইয়াছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবকে, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠবিগ্রহ পূজ্যপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুকে আমি এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য সেবা করি ॥৪॥

স্বপদ-নখরমিন্দুং তাপদগ্ধায় দত্তে
মুকুরমজিত-ভক্ত্যা স্বং পরিষ্কুর্ব্বতে চ ।
অপি কিমপি কমিত্রে যস্তু চিন্তামণিং মে
তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৫ ॥

যিনি তাপত্রয়দগ্ধ আমার হৃদয়ে স্বীয় শ্রীচরণ-নখর-চন্দ্রমা বিতরণ করিয়াছেন, যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তিদানে আমার চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জন করিতেছেন, যিনি কোন তুচ্ছ বস্তু প্রার্থনা করিলেও সাক্ষাৎ চিন্তামণিই দান করেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে, বা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম-স্বরূপ পূজ্যপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুকে আমি নিত্য ভজনা করি ॥৫ ॥

অকৃত মৃতমিবামুং মাং প্রসাদামৃতান্তং
তমথ বলিতবাল্যং পাদপদ্মাবলম্বে ।
তদপি কলিতলৌল্যং স্নেহদৃষ্ট্যাবৃতো য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৬ ॥

যিনি আমার ন্যায় মৃতপ্রায় জীবকেও প্রসাদরূপ অমৃত প্রদানে অমৃত করিয়াছেন, যিনি বালক-সুলভ চাঞ্চল্যবিশিষ্ট বা মূর্খ আমাকেও শ্রীপাদ-পদ্মাবলম্বন দান করিয়াছেন, এবং তাহাতেও পুনরায় মহাচঞ্চল দেখিয়া স্নেহদৃষ্টি দ্বারা আবরণ বা রক্ষা করিয়াছেন, সেই কোটি কোটি মাতৃবাৎসল্য বিজয়ী মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে বা শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহ পূজ্যপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুকে আমি এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য ভজনা করি ॥৬॥

অহমতিশয়তপ্তো যঃ কৃপা-পূরিত-গ্লৌ-
রহমতিমতিশীতঃ পাপ্মনাং পাবকো যঃ ।
অহমসমতমস্বান্ বেদধামা স্বয়ং য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৭ ॥

আমি অত্যন্ত তপ্ত, কিন্তু যিনি কৃপাপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল ; আমি অতিশয় শীতল বা অলস, আর যিনি পাপসমূহের বা আলস্য-রাশির পক্ষে অগ্নিতুল্য অর্থাৎ জাড্যাপহারক ; আমার ন্যায় অজ্ঞানান্ধ আর নাই, কিন্তু যিনি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বেদ—সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে, অথবা শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুকে আমি এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য সেবা করি ॥৭॥

নিজগুণগণদাম্না বিপ্রমুক্তান্নিরুন্ধে
প্রণয়বিনয়জালৈ রুধ্যতে তৈঃ সমন্তাৎ ।
অথ চ বিপথপন্নং ত্রায়তে মদ্বিধং য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৮ ॥

যিনি স্বীয় গুণগণরূপ রজ্জু দ্বারা মুক্ত জীবকুলকে নিরোধ করেন এবং তাঁহাদের প্রণয়-গর্ভ বিনয়-জালে স্বয়ংই আবদ্ধ হন ; অথচ যিনি বিপথে

বিচরণশীল আমার ন্যায় জীবকেও উদ্ধার করেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে বা শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীল রূপ গেস্বোমি-প্রভুকে আমি এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য ভজনা করি ॥৮॥

উভয়-ভুবন-ভব্যং যঃ সদা মে বিধাতা
নিধিবদপি যদীয়ং পাদপদ্মং নিষেব্যম্ ।
অকৃপণ-কৃপয়া স্বপ্রেমদঃ সর্ব্বদা য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৯ ॥

যিনি আমার ইহ পরকালের নিত্য মঙ্গল সর্বদা বিধান করিতেছেন, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম রত্নের ন্যায় আমার পরম সেব্য, যিনি উদার কৃপাদ্বারা সর্বদা নিজ প্রেম ভক্তি বিতরণ করিতেছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে বা শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহ পরম পূজ্যপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামি প্রভুকে আমি এই শ্রীবৃন্দাবনে নিরন্তর ভজনা করি ॥৯॥

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকেই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। "**শ্রীমদস্মদুপজীব্যচরণৈ**রপি ললিতমাধবে তথৈব সমাপিতম্।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ১৭৮ অনুঃ)- অর্থাৎ আমার জীবাতু বা আশ্রয় শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'ললিতমাধব-নাটকে' (শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রকট-লীলাবর্ণন) সেইরূপেই সমাপন করিয়াছেন। "তয়োর্নিত্যবিলাসস্ত্বিত্থং, যথা বর্ণিত**মস্মদুপজীব্যচরণাম্বুজৈঃ**" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ১৮৯ অনুঃ)—অর্থাৎ যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আমার একমাত্র আশ্রয়, সেই শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্যবিলাস এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবের ভৃত্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কোটিকণ্ঠে শ্রীরূপের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে বরণ করিয়াছেন—

(১)

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন-পূজন।

সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম ।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ,
সেই মোর ধরম-করম ॥
অনুকূল হ'বে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে ।
সে রূপ মাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হ'বে নিশিদিনে ॥
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন ।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

(২)

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন । শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার । সবে মিলি' বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা' প্রতি হয় । সে পদ আশ্রয় যা'র, সেই মহাশয় ॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যা'বে । শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥
হেন কি হইবে মোর—নর্ম্মসখীগণে । অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

(৩)

এই নব-দাসী বলি' শ্রীরূপ চাহিবে । হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হ'বে ॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন—দাসী হেথা আয় । সেবার সুসজ্জা-কার্য্য করহ ত্বরায় ॥
আনন্দিত হঞা হিয়া আজ্ঞাবলে । পবিত্র মনেতে কার্য্য করিবে তৎকালে ॥

সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া। সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পূরিয়া ॥
দোঁহার সম্মুখে ল'য়ে দিব শীঘ্রগতি। নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি ॥

(৪)

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা। দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা-পানে চাঞা ॥
সদয়-হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি'। কোথায় পাইলে, রূপ, এই নব-দাসী ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহ-বাক্য শুনি'। মঞ্জুনালী দিল মোরে এই দাসী আনি' ॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল। সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল ॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া। নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া ॥

শ্রীগোবিন্দদেব

শ্রীভক্তিরত্নাকরে (২য় তরঙ্গ, ৪২২-৪৫৩) শ্রীব্রজমণ্ডলবাসী শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামি-কৃত 'সাধনদীপিকা'র শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহসেবা-প্রকাশ-বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীগোবিন্দসেবার অধ্যক্ষ শ্রীল হরিদাস পণ্ডিতের নাম করিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮।৫৪)। 'ভক্তিরত্নাকরে' যে 'সাধনদীপিকা'-গ্রন্থের কথা দৃষ্ট হয়, তাহা শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামি-কৃত। 'সাধনদীপিকা'-গ্রন্থে শ্রীরূপানুগত্যের মহিমা অতি সুন্দরভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

মতাদ্বহিষ্কৃতা যে চ শ্রীরূপস্য কৃপাম্বুধেঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যো রাগাধ্বপান্থিকৈঃ খলু ॥
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজদ্বন্দ্বং বন্দে মুহুর্মুহুঃ।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তন্মতজ্ঞানভাগ ভবেৎ ॥

যে-সকল লোক কৃপানিধি শ্রীরূপের প্রেমরস-তত্ত্ববিষয়ক সিদ্ধান্ত হইতে বহিষ্কৃত, তাহাদের সঙ্গ রাগমার্গের পথিকগণ অবশ্যই করিবেন না। যাঁহার পদযুগলের

প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও শ্রীরূপের সিদ্ধান্তে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, শ্রীরূপের সেই শ্রীপদকমলযুগল আমি বার বার বন্দনা করি।

রূপেতি নাম বদ ভো রসনে ! সদা ত্বং
রূপঞ্চ সংস্মর মনঃ করুণাস্বরূপম্।
রূপং নমস্কুরু শিরঃ সদয়াবলোকং
তস্যাদ্বিতীয়সুতনুং রঘুনাথদাসম্ ॥

হে রসনে ! তুমি সর্ব্বদা 'রূপ' এই নাম কীর্ত্তন কর ; হে মনঃ ! করুণার মূর্ত্তি শ্রীরূপপ্রভুকে তুমি স্মরণ কর ; হে শিরঃ ! তুমি কৃপাদৃষ্টিপূর্ণ শ্রীরূপপ্রভুকে নমস্কার কর। তদ্রূপ শ্রীরূপের অদ্বিতীয় দেহ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুকেও কীর্ত্তন, স্মরণ ও নমস্কার কর।

শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাকট্য সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকর-ধৃত উক্ত 'সাধনদীপিকা' গ্রন্থে এইরূপ বিবরণ আছে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ-পালনার্থ গমন করিলেন, তখন তথায় শ্রীবিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া অন্তরে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। শ্রীরূপ ব্রজের বনে বনে, গ্রামে গ্রামে ও শ্রীব্রজবাসিগণের প্রতিগৃহে তাঁহার অভীষ্টদেবের অনুসন্ধান করিয়া কোথায়ও শ্রীবিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে একদিন শ্রীযমুনার তটে এক বৃক্ষতলে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছিলেন ; এমন সময় একজন পরমসুন্দর ব্রজবাসী আসিয়া স্নেহভরে শ্রীরূপের বিষণ্ণভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ সেই ব্রজবাসিরূপী পুরুষকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত আদেশের কথা নিবেদন করিলেন। সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই ব্রজবাসী শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুকে 'গোমাটিলা' নামক একস্থানে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং সেইস্থান দেখাইয়া বলিলেন যে, প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে ঐস্থানে এক কামধেনু আসিয়া স্বেচ্ছায় দুগ্ধ-বর্ষণ করিয়া যান। উক্ত সুপুরুষ ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শ্রীরূপকে বিধান করিবার জন্য বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীরূপ উক্ত ব্রজবাসীর কথা শ্রবণ করিয়া ও রূপ দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িলেন। কিছুকাল পরে ধৈর্য্যধারণ করিয়া সমস্ত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন এবং ঐ স্থানেই শ্রীযোগপীঠ ও তথায়ই শ্রীগোবিন্দদেব নিহিত রহিয়াছেন, ইহা ব্রজবাসিগণকে জ্ঞাপন করিলেন। বালক-বৃদ্ধ-যুবা—সকল ব্রজবাসীই একত্র মিলিত হইয়া প্রেমবিগলিত-চিত্তে সেইস্থান পরিষ্কার করিলেন এবং শ্রীবলদেবের কৃপায় শ্রীযোগপীঠের মধ্যস্থিত কোটিমন্মথমোহন শ্রীগোবিন্দ-দেবের শ্রীমুখারবিন্দ-দর্শন প্রাপ্ত হইলেন। এই বার্ত্তা শ্রীরূপ পত্রীদ্বারা নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরকে জ্ঞাপন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলবান্ কাশীশ্বরকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট গমন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। * কিন্তু শ্রীকাশীশ্বরের বিরহ-ব্যথিত অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথদেবের পার্শ্বস্থিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ আনিয়া শ্রীকাশীশ্বরকে বলিলেন,—"এই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে আমার সহিত অভেদ জানিবে।" শ্রীবিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু একত্রে ভোজন করিলেন। কাশীশ্বর দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবন লইয়া গেলেন। তিনিই শ্রীগোবিন্দের পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীমন্মহাপ্রভু। পণ্ডিত শ্রীকাশীশ্বর শ্রীব্রজের শ্রীকেলিমঞ্জরী। এতৎপ্রসঙ্গে 'সাধনদীপিকা'র একটী শ্লোকে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

পদকান্ত্যা জিতমদনো মুখকান্ত্যা খণ্ডিতকমলমণিগর্ব্বঃ।
শ্রীরূপাশ্রিতচরণঃ কৃপয়তু ময়ি গৌরগোবিন্দঃ॥

শ্রীপাদপদ্মের কান্তিতে যিনি মদনকে জয় করেন, শ্রীমুখকান্তিতে যিনি কমল ও মণির গর্ব্ব হরণ করেন, শ্রীরূপ যাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ আমাকে কৃপা করুন।

---

* "গোবিন্দ প্রকট মাত্রে শ্রীরূপ গোসাঞি। ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু ঠাঞি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পার্ষদ সহিতে। পত্রী পড়ি আনন্দে না পারে স্থির হৈতে॥"

—ভঃ রঃ ২য় তরঙ্গ।

শ্রীশ্রীরাধারাণীবিগ্রহ

শ্রীভক্তিরত্নাকরে (৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৯২-১১০ সংখ্যা) উদ্ধৃত 'সাধনদীপিকা'র শ্লোক হইতে আর একটী প্রসঙ্গ জানা যায়। শ্রীবৃহদ্ভানু-নামে খ্যাত দাক্ষিণাত্য-বাসী, পরম-বৈষ্ণব এক ব্রাহ্মণ উৎকল-প্রদেশের শ্রীরাধানগর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীমতী রাধারাণী-শ্রীবিগ্রহ উক্ত বৃহদ্ভানুর গৃহে আগত হইয়া তদ্দ্বারা কন্যারূপে বাৎসল্যরসে সেবিতা হন।* শ্রীবৃহদ্ভানুর অপ্রকটের পর লোকমুখে উৎকলরাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ঐ কথা শুনিয়া স্বয়ং শ্রীরাধানগরে আসিয়া সেই দিব্য শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যান। রাজা রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখিতে পান যে, সেই শ্রীরাধিকা-শ্রীমূর্ত্তি অচিরে তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিতেছেন। শ্রীরাধিকা শ্রীজগন্নাথের 'চক্রবেড়'-নামক স্থানে পরমাদরের সহিত প্রতিষ্ঠিতা হইলেন। সাধারণ লোক এই শ্রীমূর্ত্তিকে শ্রীলক্ষ্মী বলিয়াই পূজা করিতেন। রাজকুমার শ্রীপুরুষোত্তম জানার প্রতি স্বপ্নাদেশ প্রদান করিয়া সেই শ্রীমতী-শ্রীমূর্ত্তি বহুলোক সঙ্গে শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় শ্রীগোবিন্দদেবের বামে সংস্থাপিতা হন।

"শ্রীরাধিকা ক্ষেত্র হৈতে বৃন্দাবন গেলা।
গৌড়-উৎকলাদি দেশে সকলে জানিলা॥" (শ্রীভঃ রঃ ৬।১০৭)

শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের আপাতদৃষ্টিতে ভগ্নচূড় বিরাট্ শ্রীমন্দির সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-সম্বন্ধেও বিচিত্র ইতিহাস শ্রুত হয়। শ্রীমথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যে প্রশস্ত রাজপথ গিয়াছে, উহারই পশ্চিমপার্শ্বে **'গোমাটিলা'**-নামক এক উচ্চ স্তূপের উপর

* "কোন এক সময়ে রাধা বৃন্দাবন হৈতে। আইলা উৎকল দেশে ভক্তাধীন মতে॥"
—ভক্তিরত্নাকর

শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির স্থাপিত। কথিত হয়, স্বনামধন্য মানসিংহ রক্তবর্ণ জয়পুরী প্রস্তরে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব মূল মন্দিরের ও উপরের পাঁচটী চূড়া ভগ্ন (?) করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ রাবণ যেরূপ ছায়াসীতাকে হরণ করিয়াই স্বরূপশক্তি শ্রীসীতাদেবীকে কবলিত করিয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিল, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

কিংবদন্তী এই যে, শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরের চূড়ার উপর প্রত্যহ যে প্রোজ্জ্বল আলোক জ্বলিত, তাহা আগ্রার কোন সুদূর প্রাসাদ হইতে দেখিতে পাইয়া বাদশাহ তাঁহার বিলাস-প্রাসাদের উচ্চতা হইতে অন্য-ধর্ম্মীর মন্দিরের চূড়ার উচ্চতা অধিক, ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাদশাহ শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনের মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিতে সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের পূজকগণ ইহা চরমুখে জানিতে পারিয়া অবিলম্বে স্ব-স্ব অভীষ্টদেবকে লইয়া বনপথে পলায়ন করেন। এইরূপভাবে শ্রীগোবিন্দদেব জয়পুরে নীত হইলেন। তথায় এখনও শ্রীগোবিন্দদেবের রাজ-সেবা হইতেছে। শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও যে অসমর্থের ন্যায় লীলা করেন, স্বয়ং শ্রীব্রহ্মা-শিবাদি দেবতার রক্ষাকর্ত্তা হইয়াও যে রক্ষ্য-প্রায়ের ন্যায় অভিনয় করেন, ইহা কেবল ভক্তগণের সেবা-কর্ষণ ও বিমুখ-বিমোহনের একটি অপূর্ব্ব কৌশলরূপ লীলা চমৎকারিতাবিশেষ। সকল ভুবনের পালক হইয়াও বাল্যলীলায় তিনি পাল্য হইয়াছেন। ধনমদান্ধ কুবের পুত্রদ্বয়ের বন্ধন মোচনের জন্য নিজে মাতা কর্ত্তৃক বন্ধন গ্রহণ করিয়াছেন। "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে। সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥" আনুমানিক ১৫৩৬ খৃঃ শ্রীগোবিন্দের প্রথম মন্দির নির্ম্মিত হয়। (সপ্তগোস্বামী—১৭৭ পৃঃ)।

শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকের প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানকে **'গোবিন্দের ঘেরা'** বলে। জগমোহনের দুইপার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। উহার দক্ষিণ দিকের মন্দিরের অভ্যন্তর **'শ্রীযোগপীঠ-নামে'** খ্যাত। এইস্থানেই শ্রীগোবিন্দদেব আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কয়েকটি সোপান

অতিক্রম করিয়া নিম্নে অবতরণ করিলে একটি সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় স্থানে উপনীত হওয়া যায়; সেইস্থানে প্রদীপের দ্বারা পূজারিগণ **শ্রীযোগমায়ার শ্রীমূর্ত্তি** প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের একটি **শ্রীচরণ-চিহ্নও** আছেন। এই ছোট মন্দিরের উত্তর-দিকের ভিত্তিগাত্রে দেবনাগর অক্ষরে নিম্নলিখিত কথাগুলি ক্ষোদিত আছে,—

"সংবৎ ৩৪ শ্রীশকবন্ধ আকবর সাহা রাজশ্রী কর্ম্মকুল শ্রীপৃথ্বীরাজাধিরাজবংশ মহারাজ শ্রীভগবন্ত-দাসসুত শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমানসিংহদেব শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠস্থান মন্দির বনাও শ্রীগোবিন্দদেব কো কাম উপরি শ্রীকল্যাণ দাস আজ্ঞাকারী মাণিকচংদ চোঁপাঙ শিলপ্‌কারি গোবিন্দ দাস দিলবলী কারিগর। দঃ গণেশ দাস বিমবল।" †

অর্থাৎ আকবর বাদশাহের চতুস্ত্রিংশত্তম (৩৪তম) রাজ্যাব্দে মহারাজ পৃথ্বীরাজের বংশীয়, মহারাজ শ্রীভগবান্ দাসের পুত্র, মহারাজ শ্রীমানসিংহদেব শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠ-স্থানে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই নির্ম্মাণ-কার্য্যের প্রধান ব্যক্তি কল্যাণদাস, শিল্পকারী বা ভাস্কর মাণিকচাঁদ চোঁপাঙ এবং দিল্লীবাসী গোবিন্দদাস কারিকর বা রাজমিস্ত্রী ছিলেন। গণেশদাস বিমবল 'দঃ' এইরূপ সঙ্কেতের দ্বারা বোধ হয়, দস্তখতের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মন্দিরে ক্ষোদিত যে তারিখ পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা অনুমিত হয়, শ্রীগোবিন্দদেব-প্রকাশের বহু বৎসর পরে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর সভায় শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামি-প্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীগোবিন্দৈকপ্রাণ শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে, —(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।১৩১)

"নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভুষণ' করি, দিলা॥"

† Growse's "Mathura" P. 145, এবং 'বৃন্দাবন কথা'—৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামি-প্রভুর কোন শিষ্যের পরিচয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নাই বা শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির-নির্ম্মাতারও কোন উল্লেখ নাই।*

শ্রীমানসিংহের মন্দির—যখন আকবর বাদশাহ বঙ্গবিজয়ে মনোযোগ দেন। ইহার প্রায় ২০ বৎসর পরে যখন মহারাজ মানসিংহ পাঁচ হাজারী মন্‌সব্‌দার হইয়া আকবরের নিকট পুত্রবৎ স্নেহ-গৌরবের অধিকারী হন, এবং বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া যাত্রা করেন, (১৫৯০ খৃঃ) তাঁহারই প্রাক্কালে তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের জন্য একটি অপূর্ব্ব মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। সে কথা উক্ত মন্দির গাত্রের একটি শিলালিপিতে আছে। তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। মানসিংহ স্বীয় পদোচিত গৌরব ও আন্তরিক ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই বহু ব্যয় সাধ্য বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করেন। অম্বরের* রাজ-বংশীয়েরা চিরদিন পরমবৈষ্ণব ছিলেন; মানসিংহ ঐ সময় পর্য্যন্ত বংশধরানুসারে পরম-বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া পরিচয় আছে। যখন তিনি "গৌড়, বঙ্গ, উৎকল অধিপ" হইয়া আসেন, তখনকার 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে' তাঁহাকে 'বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ' বলিয়া বর্ণন করা আছে। মন্দির রচনা শেষ হইলে শ্রীগোবিন্দদেবের অভিষেক ও বিপুল সেবার ব্যবস্থা করিবার পর মানসিংহ বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব মন্দির জীর্ণ হইবার পর এই মন্দির হয়। বঙ্গ বিজয়ের কালে পথিমধ্যে তিনি কাশীতে আসিয়া রামজীর মন্দির, মান-সরোবর নামক বাপী এবং মানেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল কীর্ত্তি এখনও আছে। কথিত আছে কাশীতে আসিয়া তিনি শ্রীকামদেব ব্রহ্মচারী নামক বাঙ্গালী সাধুর নিকট শক্তি উপাসনা সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করেন এবং পূর্ববঙ্গ

---

* অবলাবালা দাসী কৃত বিদগ্ধমাধব নাটক গ্রন্থের বাংলা পদ্যানুবাদ সংস্করণ '৮০' পৃষ্ঠায়—"উত্তরকালে ১৫৯০ খৃঃ শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর নির্দ্দেশে তদীয় অনুগত জন কর্তৃক শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মিত হয়।" শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* আমের, রাজস্থানে জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী—এখনো পুরাতন মহল আছে। বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির, কালীমন্দির ও গালবমুনির তপোভূমি আছে।

বিজয়ের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিক্রমপুর হইতে মহাবীর কেদার রায়ের শিলাদেবী নামক দুর্গা-মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া যান। সেই দেবী এখনও অম্বরে সল্লাদেবী নামে বাঙ্গালী পুরোহিত কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন।—(নিখিল নাথ রায়ের 'প্রতাপাদিত্য' ৪৯৫-৫১২ পৃঃ, যশোহর খুলনার ইতিহাস ২য় খণ্ড, ৩৫৮-৩৬১ পৃঃ)।

মানসিংহ যখন শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরের গঠন কার্য্যে উদ্যোগী হন, তাহার পূর্ব্ব হইতে বাদশাহ আকবর জয়পুরী লাল পাথর দিয়া আগ্রার বিশাল দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। এই লাল বর্ণের পাথর তখন আর কাহারও পাইবার অধিকার ছিল না। মানসিংহের অনুরোধে ধর্ম্মনিরপেক্ষ বাদশাহ আকবর একমাত্র তাঁহাকেই শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের জন্য বিনামূল্যে এই পাথর দেন। তখনকার সুলভ মজুরীর দিনেও শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের ব্যয় তের লক্ষ টাকা পড়িয়াছিল বলিয়া "ভক্ত-কল্পদ্রুম' প্রভৃতি হিন্দী গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। রক্ত-পাষাণে নির্ম্মিত এই বিরাট মন্দির মোগল আমলের ভারতীয় হিন্দুস্থাপত্যের একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য সমালোচকগণই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "**এমন মনোহর মন্দির উত্তর ভারতে আর নাই**।"

আকবর বাদশাহের বৃন্দাবন দর্শনের সময় সম্ভবতঃ ১৫৭০ খৃঃ; গ্রাউস্ সাহেবের ও তাহাই মত—Mathura P. 123. কারণ,—সেই সময়ের পূর্ব্বেই শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। **শ্রীজীব গোস্বামী** তখন শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার-পাত্ররাজপ্রবর। গোস্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া বাদশাহ কিছু সেবা প্রার্থনা করিলে, অনেক অনুরোধের পর শ্রীজীবপাদ গ্রন্থ লিখিবার জন্য কিছু তুলট কাগজের প্রয়োজন বলিয়া আদেশ করেন। বাদশাহ সেই কৃপাদেশ পালন করিয়াছিলেন। এই সময় আগ্রায় (আকবরাবাদ পরগণায়) রাজধানী ছিল। বাদশাহ মাড়বার জয় করিয়া চিতোর দুর্গ অধিকার করেন (১৫৬৮ খৃঃ), আজমীড়ে অবস্থান করিয়া সমগ্র মেবার রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য দেন। শিক্রীতে তাঁহার প্রথম পুত্র সেলিমের জন্ম হয়।

এই জন্য শিক্রীতেও রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। **আকবর বাদশাহের** মত সর্ব ধর্মে সমদর্শী মহানুভব নৃপতি আর কখনও মোগলতক্তে বসিবার ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৮৭৩ খৃঃ মহামতি গ্রাউস্ সাহেবের চেষ্টায় এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার হয়। জয়পুরের মহারাজা এই সময় কালেক্টার গ্রাউস্ সাহেবকে অর্থাদির দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত (২য় তরঙ্গ, ৪৪৯-৪৫৩) 'সাধনদীপিকা'-গ্রন্থের বর্ণনানুসারে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে কৃপাসিন্ধু শ্রীরূপ শ্রীব্রহ্মকুণ্ডের তটের সম্মুখে শ্রীবৃন্দাদেবীকেও প্রকট করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে, শ্রীগোবিন্দঘেরার উত্তরদিকে যে ছোট মন্দিরটী আছে, তথায় শ্রীবৃন্দাদেবী অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তিনি বর্ত্তমানে কাম্যবনে বিজয় করিয়াছেন।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পূঃ বিঃ ২।১১১) শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীগোবিন্দ-দেবের দর্শনে কিরূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহা একটি শ্লোকে জানাইয়াছেন ;—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥

হে সখে! যদি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে, তবে কেশীঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, ত্রিবক্রতাশালী, বাম অঞ্চলে নেত্রকটাক্ষ-বিশিষ্ট, অধরপঙ্কজ-কিশলয়ে বিরাজিত বংশী ও ময়ূরপুচ্ছদ্বারা উৎকৃষ্ট শোভান্বিত শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে অন্যত্র বিরাগ উপস্থিত হইবে।

শ্রীরূপের **শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীর** টীকার প্রারম্ভে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু ইঁহার রচনার কারণ-সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা বলিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের কোন কবির পঠিত দেববিরুদাবলীর পদ ও অর্থ লালিত্য-শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে নিজকণ্ঠ হইতে মালিকা প্রদান করেন।

'সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব দেববিরুদাবলী-শ্রবণে কিরূপে প্রসন্ন হইলেন'—এইরূপ সন্দিহান অবস্থায় একদিন শ্রীল রূপপ্রভু শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি এইরূপ লক্ষণযুক্ত আমার বিরুদাবলী রচনা কর।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভূ তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র প্রারম্ভেই শ্রীবৃন্দাবনের তিন জন অধিদেবতার প্রণামের মধ্যে অধিদেবাধিদেব শ্রীগোবিন্দের প্রণাম এইভাবে করিয়াছেন,—(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১।১৬)

"দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥"

জ্যোতির্ম্ময়-শোভাবিশিষ্ট শ্রীবৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রিয়সখীগণ সেবা করিতেছেন; আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি।

মহাযোগপীঠে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবার অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীহরিদাস ও তাঁহার শ্রীগুরুপরম্পরা এবং শ্রীগোবিন্দের অন্যান্য সেবক ও শ্রীগোবিন্দ-পূজকগণের নাম শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু অন্যত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন ;—

বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ-সদন। মহাযোগপীঠ তাহাঁ, রত্নসিংহাসন॥
তা'তে বসি' আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন। 'শ্রীগোবিন্দদেব'-নাম সাক্ষাৎ মদন॥
রাজসেবা হয় তাহাঁ বিচিত্র প্রকার। দিব্য সামগ্রী, দিব্য বস্ত্র-অলঙ্কার॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ। সহস্র-বদনে সেবা না যায় বর্ণন॥
সেবার অধ্যক্ষ – শ্রীপণ্ডিত হরিদাস। তাঁ'র যশঃগুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য—**গোবিন্দ গোসাঞি**।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁ'র সম নাঞি॥
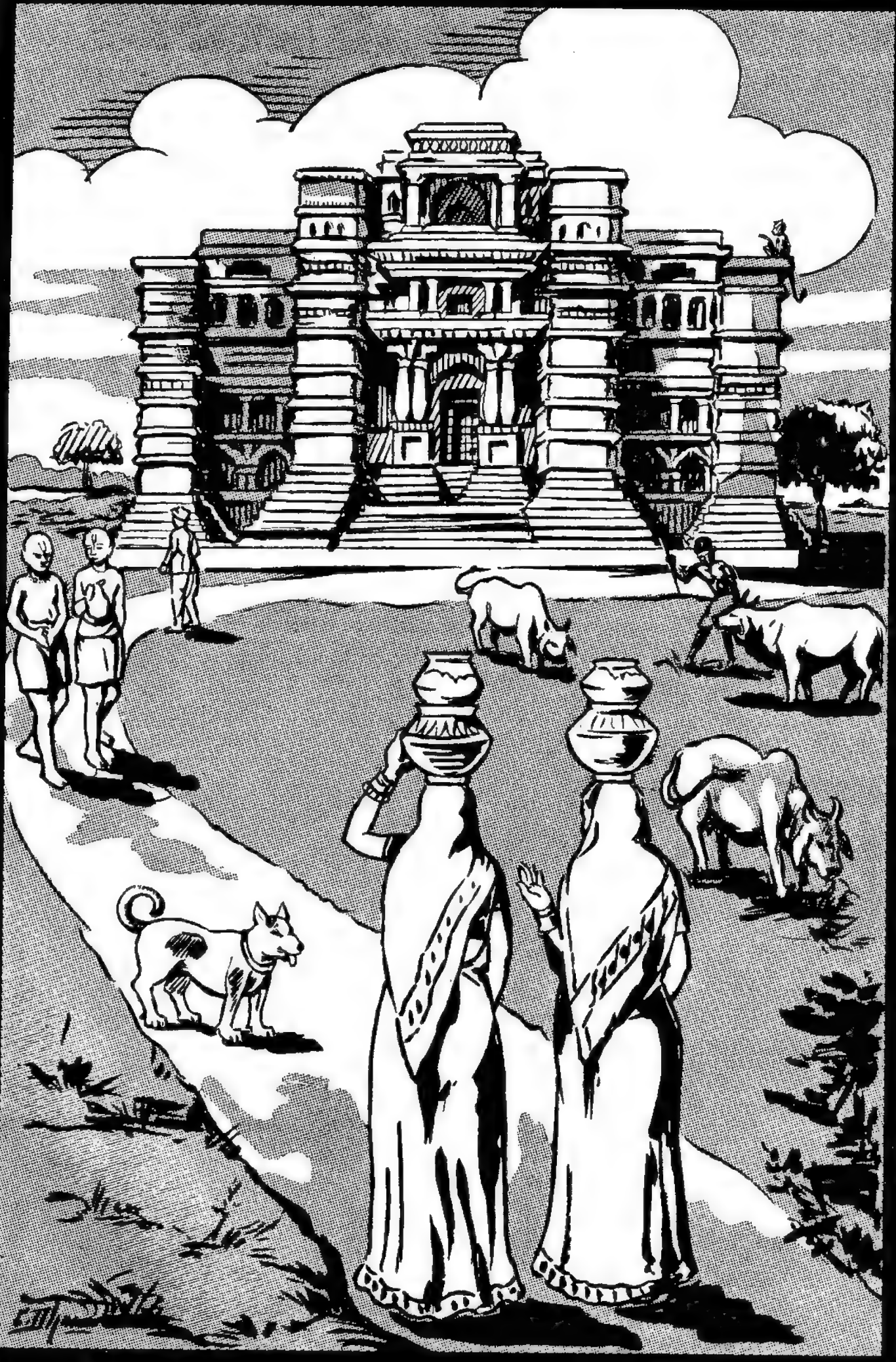
শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ জীউর পুরাতন শ্রীমন্দিরের দৃশ্য। শ্রীধাম-বৃন্দাবন, মথুরা।

পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁ'র মুখে অন্য নাই॥
তাঁ'র শিষ্য—**গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস**।

—(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮।৫০-৫৪, ৬৬, ৬৮-৬৯)

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য্য, তাঁহার শিষ্য (১) শ্রীহরিদাস পণ্ডিত ; 'বলবান্' শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য (২) শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য (৩) শ্রীচৈতন্যদাস প্রভৃতি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর সময় শ্রীগোবিন্দদেবের একনিষ্ঠ প্রিয় সেবক ছিলেন। শ্রীগোবিন্দদেব জীউর শ্রীমন্দির সম্বন্ধে মহামতি গ্রাউস্ সাহেবের অভিমত :—

"(The temple of Govinda Deva) is not only the finest of this particular series, but is the most impressive religious edifice that Hindu art has ever produced, at least in Upper India." Growse's Mathura P. 123. শ্রীমন্দিরের **বিশেষত্ব**—এইরূপ ধারণা হয়, মন্দিরটির বাহ্যাকার একটি গ্রীক্ ক্রুশের (Cross) মত, গাঁথুনি হিন্দু-স্থাপত্যানুযায়ী এবং শীর্ষদেশীয় গুম্বজগুলি মোগল আমলের শিল্প নিদর্শন। গ্রীক্, হিন্দু ও মুসলমানদিগের ত্রিবিধ স্থাপত্যের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় তাহা এই মন্দিরে দৃষ্ট হয়। তাহাতে কলাবিদ্গণ অনুমান করেন,—

আকবরের রাজদরবারে যে সকল জেসুইট পাদ্রী ছিলেন। তাহারাই প্রথমে বিলাতী গীর্জ্জার অনুকরণে এই মন্দিরের ভিত্তিবিন্যাসের নক্সা করিয়াছেন, হিন্দু-স্থপতিগণ তাহারই উপর নির্ভর করিয়া চিরাচরিত প্রথায় মন্দির গঠন করেন, এবং তুর্কীস্থানের রাজমিস্ত্রিগণের অনুকরণে উহার উপরিভাগের গুম্বজ রচিত হয়। পূর্ববর্ত্তীকালে হিন্দু স্থপতিগণ খাজুরা, কণার্ক, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীভুবনেশ্বর, শ্রীরামেশ্বর এবং দক্ষিণ ভারতের বহু হিন্দু মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহারা জগতের বহু দেশের সহিত স্থাপত্য বিষয়ে গবেষণা করিয়া নিজের দেশে কলা-

বিদ্যার পূর্ণ নিদর্শন রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের আদর্শ আমাদের ভারতের মহাগৌরব রক্ষা করিতেছে।

শ্রীরূপের অন্ত্যলীলা

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ-বিচারে কখনই তাঁহার উপর আরোহণ করিতেন না। বৃদ্ধকালে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনে গমন করিতে অসমর্থতার লীলা প্রকাশ করিলে, অথচ শ্রীগোপালের সৌন্দর্য্য-দর্শনের জন্য তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে শ্রীগোপাল তাঁহার নিজজন শ্রীরূপপ্রভুকে দর্শন প্রদান করিবার জন্য ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে স্বয়ংই শ্রীমথুরানগরীতে শ্রীবল্লভাচার্য্যের আত্মজ শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের ভবনে আসিয়া তথায় একমাসকাল তাঁহার সেবা গ্রহণ করিলেন। সেই সময় শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার গণসহ শ্রীগোপালদেবের দর্শন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপের নিজগণের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

"তবে রূপ গোসাঞি সব নিজগণ লঞা। এক মাস দরশন কৈলা মথুরায় রহিয়া॥
সঙ্গে গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ। রঘুনাথ-ভট্টগোসাঞি, আর লোকনাথ॥
ভূগর্ভ-গোসাঞি, আর শ্রীজীব-গোসাঞি।
শ্রীযাদব-আচার্য্য, আর গোবিন্দ-গোসাঞি॥
শ্রীউদ্ধব দাস, আর মাধব, দুইজন। শ্রীগোপাল-দাস, আর দাস-নারায়ণ॥
'গোবিন্দ' ভক্ত, আর বাণী-কৃষ্ণদাস। পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু-হরিদাস॥
এই সব মুখ্যভক্ত লঞা নিজসঙ্গে। শ্রীগোপাল দরশন কৈলা বহুরঙ্গে॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৮।৪৮-৫৩)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অপ্রকট-লীলাবিষ্কার করিলে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌর-

বিরহবিধুর হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে-সকল লীলা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনমুখে স্মরণ করিতেন, তাহা 'স্তবমালা'র শ্রীচৈতন্যাষ্টকে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর বিরহ-ব্যথিত হইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'স্তবাবলী'র 'প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশক'-নামক স্তবে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

অপূর্ব্বপ্রেমাব্ধেঃ পরিমলপয়ঃফেননিবহৈঃ
সদা যো জীবাতুর্যমিহ কৃপয়াসিঞ্চদতুলম্।
ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদ-বিপদ্দাব-বলিতো
নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম্॥
শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে॥

আমার জীবাতু শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু অপূর্ব্ব প্রেম-সমুদ্রের পরিমল-জলের ফেনসমূহের দ্বারা সর্ব্বদা আমাকে যে-প্রকারে সিক্ত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এখন আমি দুর্দ্দৈববশতঃ প্রতিপদে বিপদ্‌রূপ দাবানলের কবলে পড়িয়া আশ্রয়শূন্য হইয়াছি, অতএব এখন আমি শ্রীরূপ-প্রভু ব্যতীত আর কাহারই বা আশ্রয় গ্রহণ করিব?

আমার জীবন-স্বরূপ শ্রীরূপের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছে।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'লঘুতোষণী'র উপসংহারে শ্রীরূপের রচিত গ্রন্থাবলীর যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই,—

তয়োরনুজস্যষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা॥

স্তবস্তোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাখ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।
বিদগ্ধ-ললিতাদ্যাখ্য-মাধবং নাটকদ্বয়ম্।
ভাণিকা দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ॥

তাঁহাদের মধ্যে অনুজ অর্থাৎ শ্রীল রূপগোস্বামি-কর্তৃক লিখিত গ্রন্থরাজির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রসিদ্ধ; যথা—'শ্রীহংসদূতকাব্য', 'শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশ', 'ছন্দোঽষ্টাদশক',। তাঁহার 'স্তবমালা', 'গোবিন্দবিরুদাবলী', 'প্রেমেন্দুসাগরা'দি বহু সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে; 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব'-নামে নাটকদ্বয়, দানকেলিভাণিকা, রসামৃতযুগল, মথুরা-মহিমা, নাটকচন্দ্রিকা ও সংক্ষিপ্ত-ভাগবতামৃত প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থ।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে (১।৭৯৬-৭৯৯) শ্রীলঘুতোষণীর এই সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তৎপরে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী মহাশয়ের রচিত গ্রন্থ হইতে তালিকা উদ্ধার করিয়া লঘুতোষণীতে অনুক্ত শ্রীরূপের আরও চারিটি গ্রন্থ, যথা—(১) 'শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি', (২) 'শ্রীবৃহদ্‌গণোদ্দেশদীপিকা', (৩) 'শ্রীলঘুগণোদ্দেশদীপিকা' ও (৪) 'প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা'র নাম প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারি-সম্বন্ধে শ্রীরাধাদামোদরালয়স্থ গুরু পরম্পরা দ্রষ্টব্য।

তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশঃ **কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধিঃ॥**
বৃহল্লঘুতয়া খ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াণাঞ্চ স্তবমালা মনোহরা॥
বিদগ্ধমাধবঃ খ্যাতস্তথা ললিতমাধবঃ।
দানলীলাকৌমুদী চ তথা ভক্তিরসামৃতম্॥

উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ **প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা**।
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা॥
সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ।

তাঁহাদের মধ্যে অনুজ শ্রীরূপের প্রণীত গ্রন্থাবলীর কতিপয় বিশিষ্ট নাম, যথা—(১) শ্রীহংসদূতকাব্য, (২) শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশ, (৩) শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথির বিধি (৪) শ্রীবৃহদ্‌গণোদ্দেশদীপিকা, (৫) শ্রীলঘুগণোদ্দেশদীপিকা, (৬) শ্রীকৃষ্ণ ও তৎ-প্রিয়গণের মনোহরা-স্তবমালা, (৭) প্রসিদ্ধ শ্রীবিদগ্ধমাধব, (৮) শ্রীললিতমাধব, (৯) দানলীলাকৌমুদী, (১০) শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (১১) শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, (১২) প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, (১৩) শ্রীমথুরামহিমা, (১৪) পদ্যাবলী, (১৫) নাটক-চন্দ্রিকা ও (১৬) লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থ।

শ্রীভক্তিরত্নাকরের প্রথম তরঙ্গে উক্ত লঘুতোষণীর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীরূপের গ্রন্থাবলীর বিষয় বর্ণন করিয়াছেন,—

শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল। লীলাসহ সিদ্ধান্তের সীমা প্রকাশিল॥
(১) কাব্য-হংসদূত আর (২) উদ্ধবসন্দেশ। (৩) কৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি বিধান অশেষ॥
গণোদ্দেশদীপিকা (৪) বৃহৎ-(৫) লঘুদ্বয়। (৬) স্তবমালা (৭) বিদগ্ধমাধব রসময়॥
(৮) ললিতমাধব বিপ্রলম্ভের অবধি। (৯) দানলীলাকৌমুদী আনন্দ-মহোদধি॥
'দানকেলিকৌমুদী' বিদিত এই নাম। (১০) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এই অনুপম॥
(১১) শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থ রসপূর। (১২) প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা-গ্রন্থ সুমধুর॥
(১৩) মথুরামহিমা, (১৪) পদ্যাবলী এ বিদিত। (১৫) নাটকচন্দ্রিকা (১৬) লঘুভাগবতামৃত
বৈষ্ণব-ইচ্ছায় **একাদশ শ্লোক** কৈল। কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল॥
অষ্টকাললীলা তা'তে অতি রসায়ন। ভাগ্যবন্ত জন সে করয়ে আস্বাদন॥
সংক্ষেপে করিল আর **বিরুদলক্ষণ**। গ্রন্থের গণনা-মধ্যে না কৈল গণন॥

গোবিন্দবিরুদাবলী * লক্ষণ তাহার। দোঁহে এক এহেতু লক্ষণে এ প্রচার॥
—(শ্রীভঃ রঃ ১।৮১১-২১)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দুই স্থানে শ্রীরূপের গ্রন্থসমূহের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি এইরূপ লক্ষ গ্রন্থ (শ্লোক বা এক পরিমাণ শব্দ-সংখ্যা) রচনা করিয়াছেন। প্রধান প্রধান গ্রন্থমাত্র বর্ণিত হইল,—

প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন। **লক্ষ গ্রন্থে** কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন॥
রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব। উজ্জ্বলনীলমণি, আর ললিতমাধব॥
দানকেলিকৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী। অষ্টাদশ-লীলাছন্দ, আর পদ্যাবলী॥
গোবিন্দ-বিরুদাবলী, তাহার লক্ষণ। মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক-বর্ণন॥
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন। সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন॥
—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।৩৭-৪১)

রূপ-গোসাঞি কৈলা 'রসামৃতসিন্ধু' সার। কৃষ্ণভক্তিরসের যাহাঁ পাইয়ে বিস্তার॥
'উজ্জ্বলনীলমণি'-নাম গ্রন্থ আর। রাধাকৃষ্ণলীলারস তাহাঁ পাইয়ে পার॥
'বিদগ্ধমাধব' 'ললিতমাধব',—নাটকযুগল। কৃষ্ণলীলারস তাহাঁ পাইয়ে সকল॥
'দানকেলিকৌমুদী, আদি **লক্ষগ্রন্থ** কৈলা। সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিলা॥
—(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২২৩-২৬)

১। † **শ্রীহংসদূত**—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর লঘুতোষণীর উপসংহারে শ্রীল শ্রীরূপপ্রভুকৃত গ্রন্থ-তালিকার সর্ব্বপ্রথমেই 'শ্রীহংসদূত' কাব্যের নামোল্লেখ আছে।

---

* স্তবমালার অন্তর্গত।

† মহাকবি কালিদাসকৃত—মেঘদূত, পদাঙ্কদূত (শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম) কাকদূত, পাদপদূত, মনোদুত (বিষ্ণুদাস কবি), পবনদুত (ধোয়ী কবি), পবনদূত কাব্য (বাদি চন্দ্র), উদ্ধবদূত (মাধবকবীন্দ্র) ও কোকিলদূত প্রভৃতি। কখন কখনও দূতকাব্যকে সন্দেশ-কাব্যও বলা হয়—যথা, কোকিল সন্দেশ, চকোর সন্দেশ, মেঘ সন্দেশ, হংস সন্দেশ (বেদান্তাচার্য্য), কোক সন্দেশ (বিষ্ণু ত্রাতা) এবং উদ্ধব সন্দেশ প্রভৃতি।

শ্রীহংসদূত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীল শ্রীরূপের মিলন-লীলার পূর্ব্বে রচিত খণ্ডকাব্য-বিশেষ (মহাকাব্যের একদেশানুসারী ক্ষুদ্রকাব্য) বলিয়া বিবেচিত হয়। এই গ্রন্থের কয়েকটি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি দৃষ্ট হয়; দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত ইহার কয়েকটি সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহের ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৮৮ খৃঃ, ৪৪১ হইতে ৫০৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'হংসদূতে'র সংস্করণে, ১৪২টি শ্লোক আছে, কিন্তু বসুমতী কার্য্যালয় হইতে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত 'হংসদূতে'র সংস্করণে ১০১টি শ্লোক আছে। বস্তুতঃ সপ্তদশাক্ষর শিখরিণীচ্ছন্দে ১৪২টি শ্লোকেই 'হংসদূত'-কাব্য রচিত। বসুমতীর ভ্রমপূর্ণ সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য নহে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' (দঃ৪লঃ।৪৭ ; পঃ২লঃ।৭০ ; উঃ৪লঃ।৭) ও 'শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি'তে (সখী প্রঃ ৫৫ ; ব্যভিচারী ১৫, ৬২, ৮১, ৯৪ ; স্থায়িভাব ৬ ; প্রবাস ৬৪, ৬৫ ; মুখ্যসম্ভোগ ১৩ ; গৌণসম্ভোগ ৪) শ্রীহংসদূত হইতে দৃষ্টান্ত-শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীহংসদূত-কাব্যের মঙ্গলাচরণে শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ও উপান্ত-শ্লোকদ্বয়ে যথাক্রমে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর গুণমহিমা বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার জয়ঘোষণা ও অখিল-জগতের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় মধুর রসময় লীলাবলীযুক্ত কাব্য শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে আনন্দ-বিস্তার করুক, ইহাই কাব্য-রচনার ফলরূপে প্রার্থনা করা হইয়াছে। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি এই,—

দুকূলং বিভ্রাণো দলিত-হরিতাল-দ্যুতিহরং
জবাপুষ্প-শ্রেণীরুচি-রুচিরপাদাম্বুজতলঃ।
তমালশ্যামাঙ্গো দরহসিতলীলাঞ্চিতমুখঃ
পরানন্দাভোগঃ স্ফুরতু হৃদি মে কোঽপি পুরুষঃ॥

উজ্জ্বল পীতাম্বরধারী, জবাকুসুমদলের কান্তির ন্যায় মনোজ্ঞ শ্রীচরণতলবিশিষ্ট, মৃদুমন্দহাস্যদ্বারা বিলসিত, পরিপূর্ণ আনন্দঘনমূর্ত্তি, তমালশ্যামলত্বিট্ শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।

গ্রন্থের উপসংহারে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর কীর্ত্তি ও জয়সূচক শ্লোকটি এই,—

প্রপন্নঃ প্রেমাণং ভগবতি সদা ভাগবতভাক্
পরাচীনো জন্মাবধি ভবরসাদ্ ভক্তিমধুরঃ।
চিরং কোঽপি শ্রীমান্ জয়তি বিদিতঃ **শাকরতয়া**
ধূরীণো বীরানামধিধরণি বৈয়াসকিরিব ॥

শ্রীভগবানে একান্ত প্রেমবান্, সর্ব্বক্ষণ শ্রীভাগবতশাস্ত্রের ভজনাকারী, আজন্ম জড়বিষয়রসের প্রতি পরাঙ্মুখ, ভক্তিদ্বারা মধুর-স্বভাবসম্পন্ন, 'শাকর মল্লিক' এই উপাধিদ্বারা বিখ্যাত, শ্রীশুকদেবের ন্যায় জ্ঞানভক্তি-বৈরাগ্যশীল মহাপুরুষগণেরও মুকুটমণি, অনির্ব্বচনীয় অনন্ত-গুণে গুণী কোনও শ্রীযুক্ত পুরুষ ধরণীতে সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন।

সর্ব্বশেষ শ্লোকটি এই,—

রসানামাধারৈরপরিচিতদোষঃ সহৃদয়ৈ-
র্মুরারাতি-ক্রীড়ানিবিড়ঘটনারূপসহিতঃ।
প্রবন্ধোঽয়ং বন্ধোরখিলজগতাং তস্য সরসাং
প্রভোরন্তঃ সান্দ্রাং প্রমদলহরীং পল্লবয়তু ॥

সহৃদয় অপ্রাকৃত রসিকগণের এই গ্রন্থে কোন অজ্ঞাত-দোষ (রসভাবালঙ্কারাদির বিচ্যুতি-লক্ষণ-সংযুক্ত দোষ) অনুভূত হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় রসময় লীলাবিষয়ক শ্লোকের দ্বারা গুম্ফিত এই প্রবন্ধ অখিল জগতের বন্ধু ও সেই রসকেলিকলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে গাঢ় ও সরস আনন্দতরঙ্গ বিস্তার করুক।

এই কাব্যের বিষয়বস্তু—শ্রীমথুরা-গত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ-দশা-দর্শনে ব্যথিতা শ্রীললিতাদেবীর যমুনাবিহারী কোনও হংসকে দূত করিয়া শ্রীমতীর দশা জ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নের জন্য আবেদন।

শ্রীগোপীর হৃদয়ানন্দ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের অনুরোধে শ্রীনন্দভবন

হইতে শ্রীমথুরায় গমন করিলে শ্রীরাধা অত্যন্ত বিরহকাতরা হন। বিরহে উৎক্ষিপ্তা হইয়া একদিন শ্রীরাধা সখীগণের সহিত বিরহানল নির্ব্বাপণ করিবার জন্য সুশীতল শ্রীযমুনার তীরে গমন করিয়া পূর্ব্বপরিচিত কুঞ্জভবনাদি-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিতে অধিকতর উদ্দীপ্তা হন ও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। সখীগণ শ্রীমতীর এই দশা দেখিয়া নানা উপায়ে শ্রীমতীর প্রাণমাত্র রক্ষা করেন। শ্রীললিতাদেবী যমুনাতীরের দিকে আগমনোন্মুখ একটি শুভ্র হংসকে দেখিতে পাইয়া অসহায়া তাঁহাদিগের একমাত্র সহায়করূপে বিবেচনা করিয়া হংসকে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণসভার দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। এই হংসকে সম্বোধন করিয়া শ্রীললিতা প্রিয়তমা শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণবিরহে যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা মথুরায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করিবার জন্য হংসকে অনুরোধ করেন ও সেই প্রসঙ্গেই শ্রীমথুরায় গমনকালে হংস শ্রীকৃষ্ণলীলায় উদ্ভাসিত কোন্ কোন্ স্থান দর্শন করিয়া যাইবেন, তাহাও অত্যন্ত বিরহাসক্তির সহিত বর্ণন করেন। বস্ত্রহরণ-ঘাটের কদম্ববৃক্ষ-রাজ, রাসস্থলী, শ্রীগোবর্দ্ধন, অরিষ্টাসুরের মস্তক, ভাণ্ডীর-বৃক্ষ, ব্রহ্মার স্তবস্থান, কালিয়হ্রদ, শ্রীবৃন্দাদেবী, কেকাধ্বনি-মুখরিত বনসমূহ এবং যাদবগণের রাজধানী মথুরানগরীর শোভা ও ঐশ্বর্য্য বর্ণন করেন। প্রসঙ্গক্রমে মথুরানাগরীগণের শ্রীকৃষ্ণদর্শনে উল্লাস ও বিহ্বলতা, তথায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর প্রভৃতি বর্ণন করিয়া শ্রীললিতাদেবী শ্রীকৃষ্ণ তথায় কিরূপভাবে সেবিত হন, তৎপ্রসঙ্গ এবং শ্রীচরণকমল হইতে শ্রীমুখারবিন্দ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপশোভা বর্ণন করেন। মথুরায় যখন কোকিলের মধুর কূজন শ্রুত বা মল্লিকাকুসুমের বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবনস্মৃতির উদ্দীপনা হইতে পারে, বিচার করিয়া সেই অনুকূল অবসরেই ব্রজললনাগণের কথা শ্রীকৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন করিবার জন্য হংসকে উপদেশ দিয়া দিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনস্মৃতির উদ্দীপনা করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন-বাসকালে যে সমস্ত বস্তু প্রিয়, আকাঙ্ক্ষিত ও কৌতুকের বিষয় ছিল, সেইসকল বস্তুর কথাও স্মরণ করাইয়া দিতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজধানী মথুরানগরীতে গমন করিয়া

তত্রত্য অধিবাসিগণের নানাপ্রকার সেবায় মুগ্ধ হইয়া বনের সহজসম্পত্তি ও বনবাসিনিগণের প্রতি সহানুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছেন প্রভৃতি বিষয় ও শ্রীরাধার উৎকট বিরহবেদনাময় অবস্থার কথা হংসকে বলিয়া দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ত্রিবক্রা কুব্জার সৌভাগ্য এবং শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণদর্শন-কামনায় পার্ব্বতীর ও শিবের আরাধনা, কখনও কখনও অধিরূঢ়-মহাভাবে আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান প্রভৃতি ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণকে জানাইবার জন্য হংসের নিকট বর্ণন করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত শ্রীউদ্ধব শ্রীরাধিকাদি-গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য যে পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীরাধিকার বিরহ-দুঃখ উপশান্ত হওয়া দূরে থাকুক, কোটিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; বৃহস্পতি-শিষ্য সেই শ্রীউদ্ধব মন্ত্রিত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন ও যমের ভগ্নী শ্রীযমুনাও ভ্রাতার ন্যায় নির্দ্দয়া হইয়াছেন; সুতরাং ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট গোপীগণের দুঃখের কথা নিশ্চয়ই জ্ঞাপন করিবেন না। একমাত্র শুভ্র (অকুটিল) হংসকেই দূতরূপে প্রেরণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। শ্রীললিতাদেবী অত্যন্ত আর্ত্তান্তঃকরণে শ্রীরাধার সমস্ত অবস্থা বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবনে আগমনের জন্য হংসের নিকট অনেক প্রকার ঘটনা বলিয়া দিলেন। দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় শ্রীমতী যেরূপ বিলাপ করেন, তাহা সমস্তই হংসের নিকট সবিস্তারে বর্ণন করিয়া শ্রীললিতাদেবী হংসকে তাঁহাদের 'দরদী' দূত করিবার চেষ্টা করিলেন। কবে আবার শ্রীললিতা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে মিলিত দর্শন করিয়া তাঁহাদের নানাবিধ সেবায় অভিষিক্ত হইবেন, তজ্জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা-দ্যোতক অনেক কথা হংসের নিকট বলিলেন। তৎপরে শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণের 'বনমালা', 'মকর-কুণ্ডল', 'কৌস্তুভমণি' ও 'শঙ্খ'—ইঁহাদিগকেও সম্বোধন করিয়া শ্রীললিতাদেবী শ্রীরাধার বিরহব্যথার কাহিনী বলিয়া তাঁহাদিগের সৌভাগ্যের প্রতি শ্লাঘাব্যঞ্জক ও তাঁহাদিগের সহানুভূতি-আকর্ষক বাক্যসমূহ হংসের নিকট বলিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট মৎস্য-কূর্ম্মাদি শ্রীভগবানের দশাবতারের লীলা ক্রমানুসারে বর্ণনব্যাজে হংসকে শ্রীব্রজ-

গোপীগণের প্রণয়ক্রোধ জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় রসময় লীলাবিষয়ক শ্লোকমালায় গ্রথিত এই প্রবন্ধ অখিলভুবন-বন্ধু নায়ক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে নিবিড় ও রসাল আনন্দ-তরঙ্গ বিস্তার করুক—এই প্রার্থনাতেই গ্রন্থের উপসংহার হইয়াছে। 'হংসদূতে'র ১২৮ হইতে ১৩৭ সংখ্যক ১০টি শ্লোকে অতীব নৈপুণ্যের সহিত শ্রীরূপগোস্বমিপ্রভু শ্রীললিতাদেবীর মুখে দশাবতার কথাবর্ণনব্যাজে শ্রীনন্দনন্দনের সর্ব্বাবতারিত্ব, সর্ব্বাশ্রয়ত্ব ও শ্লেষে প্রণয়ক্রোধ ব্যক্ত করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শনের সারকথা ও শ্রীব্রজভজনের গূঢ় রহস্য প্রকট করিয়াছেন। যেমন— শ্রীহংস, মিশ্রিত ক্ষীর ও নীর হইতে সারবস্তু দুগ্ধগ্রহণ-বিষয়ে নিপুণ। সুতরাং হংস নিশ্চয়ই ব্রজললনাগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া মথুরায় গমনপূর্ব্বক দৌত্যকার্য্য করিবেন,—শ্রীললিতাদেবীর এই আবেদনবাক্যে কাব্যের বর্ণন সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীহংসদূতের মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নমস্ক্রিয়া নাই এবং উপসংহারে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর জয়সূচক যে শ্লোকটী দৃষ্ট হয়, তাহাতেও শ্রীসনাতন 'সাকর মল্লিক'-নামে অভিহিত হওয়ায়, এই গ্রন্থ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মিলনলীলার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ "বিদিতঃ সাকরতয়া" এই পাঠের মধ্যে কিঞ্চিৎ ছল উঠাইয়া থাকেন। তাঁহারা অনুমান করিয়া বলেন যে, সম্ভবতঃ 'বিদিতঃ সাকরতয়া' পদদ্বয় 'বিদিতঃ সৎকবিতয়া' পদদ্বয়ের রূপান্তর। বস্তুতঃ 'বিদিতঃ সাকরতয়া' * এই পাঠ-সংযুক্ত অনেক হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কয়েকটি মুদ্রিত সংস্করণেও "বিদিতঃ সাকরতয়া" পাঠই দৃষ্ট হয়। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর এই শ্লোকটি আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের বহু কল্পিত মতবাদকে নিরাস করিয়াছে। যাহারা মনে করে, সাকর-মল্লিক পূর্ব্বে বিষয়াসক্ত ব্যক্তি

---

* কেহ কেহ বলেন,—দবিরখাস—[ফাঃ) দবীর (=মুন্সী, secretary) — ই (আঃ) খাস (=নিজস্ব, Private)) = খাসমুন্সী, Private Secretary; তদ্রূপ 'সাকরমলিক' শব্দের অর্থ—Chief Secretary.

ছিলেন, পরে ঘটনাক্রমে তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয় বা দবিরখাস ও সাকর মল্লিক উভয়েই ম্লেচ্ছসঙ্গে থাকিয়া ম্লেচ্ছাচারী বা জাতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাদের অপরাধপূর্ণ মতবাদ যে সর্ব্বাংশে স্বকপোলকল্পিত, তাহা শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর ঐ শ্লোকই প্রমাণিত করে। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহে'র (১ম খণ্ড) অন্তর্গত 'হংসদূতে'র টীকায় 'সাকরতয়া' অর্থে 'সদ্বংশীয়তয়া' দৃষ্ট হয়।

শ্রীহংসদূতকাব্যটী পাঠ করিলে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়কে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ বলিয়া বিচার অধিকতর সুদৃঢ় হয়। শ্রীল সনাতন যে জন্মাবধি জড়রস-বিমুখ ও অনুক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের ভজনকারী, শ্রীকৃষ্ণে একান্ত শরণাগত প্রেমবান্ এবং ভাগবতপরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামীর ন্যায় জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্য-বীরগণের শিখামণি ছিলেন, তাহা শ্রীরূপের বাক্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। 'বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগরসের পুষ্টি হয় না'—এই ন্যায় ও শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অতিমর্ত্ত্যা অধিরূঢ়-মহাভাবময়ী সর্ব্বোত্তমা প্রীতির অবস্থা— যাহা শ্রীরাধাভাবকান্তি-বিভাবিত শ্রীশচীনন্দনে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বাহে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়লীলা প্রকট করিবার পূর্ব্বেই শ্রীগৌরহরি শ্রীরূপের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়া তদ্রচিত উক্ত খণ্ডকাব্যের মধ্যে প্রকট করাইয়াছিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ নিজজন ব্যতীত কোন প্রাকৃত কবি, যতই রস-শাস্ত্রাদিতে দক্ষ ও নিপুণ হউন না কেন, কখনই এইরূপ অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের সিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ করিতে পারেন না। কালিদাসাদি প্রাকৃত কবিগণের কাব্যে এইরূপ আদর্শ প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনসেবাই সখীর একমাত্র অভীষ্টসেবা, স্ব-স্ব সম্ভোগেচ্ছা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমার লক্ষণ নহে, আশ্রয়-বিগ্রহের পক্ষপাতিত্ব, আশ্রয়-শিরোমণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রেষ্ঠত্ব, পৌরলীলা হইতে শ্রীব্রজলীলার উৎকর্ষ ও অধিক চমৎকারিত্ব এবং বিপ্রলম্ভভাবে ভজনই যে শ্রীকৃষ্ণভজনের গূঢ় রহস্য, তাহা শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলনলীলার পূর্ব্বেই

লিখিত শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর শ্রীহংসদূতে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই গ্রন্থ মহদপরাধ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।*

২। **শ্রীউদ্ধবসন্দেশ**—শ্রীহংসদূতে যেরূপ নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধার পক্ষে তাঁহার প্রধানা সখী ললিতাদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট মথুরায় যমুনা-সলিল-বিহারী হংসকে দূত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীউদ্ধবসন্দেশে নায়ক-শিরোমণি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমথুরা হইতে শ্রীবৃহস্পতিশিষ্য শ্রীউদ্ধবকে দূত করিয়া বিরহবিধুরা গোপীগণের সান্ত্বনার্থ ব্রজে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এজন্য এই গ্রন্থ "**শ্রীউদ্ধবদূত**" নামেও বিদিত; অথবা শ্রীউদ্ধবের দ্বারা বাহিত শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ বা সংবাদ বলিয়া ইহার নাম—"শ্রীউদ্ধবসন্দেশ" হইয়াছে।

শ্রীঅক্রূরের মুখে কংসের অহঙ্কারদৃপ্ত বাক্য-শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীব্রজ হইতে শ্রীমথুরায় গমনপূর্ব্বক তথায় কিছুকাল অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বিরহ-ব্যাকুলা ব্রজগোপীগণ ও শ্রীনন্দ-যশোদাদি ব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজপ্রেষ্ঠ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিয়া নিজসংবাদ জ্ঞাপন করেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের নামকরণ ও বিষয়বস্তু নির্ণীত হইয়াছে,—

তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ॥

---

* শ্রীহংসদূতের গোপাল চক্রবর্ত্তিকৃতা ও আনন্দের পুত্র মধুমিশ্র বা পুরুষোত্তম-রচিতা দুইটি টীকার সন্ধান পাওয়া যায়। মাদ্রাজের Govt. Oriental Mss. Libraryর Triennial Catalogueএ (Vol. IV., Part I, Sanskrit A., R. No. 2991) শেষোক্ত টীকার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শেষোক্ত টীকার পুষ্পিকা এইরূপ—"ইতি শ্রীমধুমিশ্রবিরচিতা শ্রীরূপ-সনাতনকৃতস্য হংসদূতস্য টীকা সমাপ্তা।" জয়পুরের শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের পুঁথিশালার বঙ্গাক্ষরে লিখিত "হংসদূত-কাব্য টীকার একটী পুঁথি আছে। শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের পুঁথিশালায় সটীক শ্রীহংসদূত ও সটীক শ্রীউদ্ধবসন্দেশের দুইটি পুঁথি আছে।

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎ**সন্দেশৈ**র্বিমোচয় ॥
(শ্রীভাঃ ১০।৪৬।২-৩)

শরণাগত জনগণের সন্তাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদা নির্জ্জনে নিজহস্তে অনন্যচিত্ত প্রিয়ভক্ত শ্রীউদ্ধবের হস্তধারণ-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"হে সৌম্য, উদ্ধব ! তুমি ব্রজে গমন কর এবং পিতামাতার প্রীতিবিধান ও মদীয় বার্ত্তাদ্বারা ব্রজললনাগণের আমার জন্য যে বিরহব্যথা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বিমোচন কর।"*

এই গ্রন্থের সূচনা-শ্লোকটী এই,—

সান্দ্রীভূতৈর্নববিটপিনাং পুষ্পিতানাং বিতানৈঃ
লক্ষ্মীবত্তাং দধতি মথুরা-পত্তনে দত্তনেত্রঃ।
কৃষ্ণঃ ক্রীড়াভবনবড়ভীমূর্দ্ধ্নি বিদ্যোতমানো
দধ্যৌ সদ্যস্তরলহৃদয়ো গোকুলারণ্য-মৈত্রীম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াভবনের সর্ব্বোপরিভাগে আরোহণ করিয়া পুষ্পিত নবতরুসমূহের বিস্তারের দ্বারা সৌন্দর্য্যশালিনী শ্রীমথুরা-নগরীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার ব্রজস্মৃতির উদয় হইল, তিনি বিহ্বলচিত্তে শ্রীবৃন্দাবনের প্রীতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষেপসার এই,—শ্রীব্রজসুন্দরিগণের প্রগাঢ় প্রীতির কথা-স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিহ্বলতা, শ্রীউদ্ধবকেই একমাত্র অন্তরঙ্গ বান্ধবগণের মধ্যে প্রধান ও দৌত্যকার্য্যে উপযুক্ত-জ্ঞানে শ্রীব্রজে বিরহবিধুর ব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনাদানার্থ প্রেরণের সঙ্কল্প, অক্রূরের মুখে কংসের অহঙ্কারপূর্ণ বাক্য-শ্রবণ-হেতু ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় আগমনের কারণ নির্দ্দেশ, শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, শ্রীরাধা ও শ্রীললিতাদি সখীবৃন্দের

* সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ' (১০।৩৯।৩৫) এই শ্লোকেও জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে পুনঃ পুনঃ দূত প্রেরণ করিয়াছেন।

কেবল শ্রীকৃষ্ণের মৌখিক যুক্তিপূর্ণ আশ্বাসবাক্যেই অতিকষ্টে বিরহবিধুর জীবন-ভার-বহন, বিরহসর্প দষ্টা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশরূপ মন্ত্রদ্বারা পুনর্জীবিত করিবার জন্য শ্রীউদ্ধবকে উপদেশ, শ্রীব্রজবনই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম স্থান, শ্রীব্রজবনের স্থাবর-বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবিরহে জর্জ্জরিত ; গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের ক্লেশাভাসের স্মৃতিতেই যেরূপ ব্যথিত হন, আপনাদের সুমেরুতুল্য ক্লেশেও তাদৃশ দুঃখানুভব করেন না ; কোন্ পথে কি কি লীলাস্থান দর্শন করিতে করিতে শ্রীব্রজে যাইতে হইবে, তাহা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীউদ্ধবকে জ্ঞাপন ; শ্রীব্রজ-মণ্ডলের বিভিন্নস্থানের পরিচয়দানকালে শ্রীকৃষ্ণের তত্তৎস্থানে বিভিন্ন লীলা ও তৎস্মরণে প্রেমবিহ্বলতা, শ্রীউদ্ধবের রথ শ্রীনন্দীশ্বর-পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইলে শ্রীরাধার সখিগণ শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি অনুমান করিবেন ইত্যাদি বিষয় শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বর্ণন, ব্রজের তরুগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপন, ধেনুগণকে কুশল-জিজ্ঞাসা, বৃদ্ধা মাতৃস্বরূপা ধেনুমণ্ডলীর পদে প্রণতি-জ্ঞাপন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ হইয়া প্রিয়সখীগণকে আলিঙ্গন, শ্রীনন্দ-যশোদাকে প্রণাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-সচিবরূপে গোপাঙ্গনাগণের নিকট শ্রীউদ্ধবকে পরিচয়প্রদানার্থ উপদেশ, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ধন্যা, শ্যামলা, পদ্মা, ললিতা, ভদ্রা, শৈব্যা প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণকে সান্ত্বনাপ্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত কৃশীভূতা সহচরীবৃন্দ-পরিবেষ্টিতা ব্রজাঙ্গনা-শিরোমণি শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের বৈজয়ন্তীমালা প্রদান-পূর্ব্বক চৈতন্য-সম্পাদন-জন্য উপদেশ।

গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোকদ্বয় এইরূপ,—

গোষ্ঠক্রীড়োল্লসিতমনসো নির্ব্যলীকানুরাগাৎ
কুর্ব্বাণস্য প্রথিত-মথুরামণ্ডলে তাণ্ডবানি।
ভূয়ো **রূপাশ্রয়পদ**-সরোজন্মনঃ স্বামিনোঽয়ং
তস্যোদ্দামং বহতু হৃদয়ানন্দপূরং প্রবন্ধঃ ॥

অকপট অনুরাগহেতু যাঁহার চিত্ত গোষ্ঠবিহারে সমুল্লসিত, প্রসিদ্ধ শ্রীমথুরা-মণ্ডলে যিনি তাণ্ডব-নৃত্যপরায়ণ, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম **শ্রীরূপের আশ্রয়**, সেই

প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের এই 'শ্রীউদ্ধব-সন্দেশ'-নামক প্রবন্ধ পুনঃপুনঃ (সর্ব্বভক্তগণের) হৃদয়ে আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত করুক।

শ্রীদামাদ্যৈঃ শিশুসহচরৈর্বাল্যখেলামকার্ষীদ্
গোপালীভিঃ সহ যুবতিভিঃ রাসকেলিং চকার।
দুষ্টান্ দৈত্যানপি বহুতরান্ হেলয়া যো জঘান
স শ্রীকৃষ্ণস্তরুণকরুণস্তারয়েদ্বো ভবাব্ধিম্॥

যিনি শ্রীদামাদি বালবন্ধুগণের সহিত শৈশবে ক্রীড়া করিতেন, যিনি তরুণী শ্রীগোপাঙ্গনার সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, যিনি বহুসংখ্যক দুষ্ট দৈত্যগণকে অবলীলাক্রমে হনন করিয়াছিলেন, সেই করুণাময় কিশোরবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে ভবসাগর হইতে ত্রাণ করুন।

'শ্রীউদ্ধবসন্দেশ' কোন্ সময়ে রচিত, তৎসম্বন্ধে উপসংহারে কোন শ্লোক গ্রথিত নাই। উপক্রম-উপসংহার-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ ও বন্দনা আছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের কোন নামোল্লেখ বা নমস্ক্রিয়া নাই। উপান্ত-শ্লোকের পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীরূপ তাঁহার নাম ও 'স্বামী' শব্দদ্বারা নিজপ্রভু শ্রীল সনাতন বা শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিলে উপান্তশ্লোকে 'শ্রীরূপ'-নামটি থাকা সম্ভবপর নহে। গ্রন্থ সপ্তদশাক্ষর মন্দাক্রান্তা-ছন্দে ১৩১টী শ্লোকে রচিত। ইহা Haeberlin-সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহে' ও জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহে' (৩য় ভাগ, কলিকাতা, ১৮৮৮ খৃঃ, ২১৫-২৭৫ পৃঃ) দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (উঃ ৫ লঃ।৭) ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে (নায়িকাভেদ প্রঃ ১৮, ২৯; দূতীভেদ ৩৯; সখী প্রঃ ১৪, উদ্দীপন প্রঃ ৪৯, ৫১; ব্যভিচারী ৫, ৪৩, ৪৬, ৫৯; স্থায়িভাব ৫৩; মান ৪৩; প্রবাস ৬১, ৬২; মুখ্যসম্ভোগ ১৩; গৌণ-সম্ভোগ ১৭) শ্রীউদ্ধবসন্দেশ হইতে দৃষ্টান্ত শ্লোকসমূহ উদ্ধার করিয়াছেন।

৩। **শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি-মহোৎসব-বিধি**—শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীলঘুতোষণীর উপসংহারে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধিঃ' নামে যাহা অভিহিত করিয়াছেন, তাহাই 'শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি-মহোৎসববিধি' বা 'শ্রীকৃষ্ণাভিষেক' নামে দৃষ্ট হয়। শ্রীবৃন্দাবন-ধামে ইহার হস্তলিখিত পুঁথি আছে ও ৺শ্রীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারেও একটি প্রাচীন পুঁথি আছে। * গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকটি এই,—

নত্বা বৃন্দাটবীনাথৌ **প্রভুণাং বিনিদেশতঃ**।
লিখ্যতে শাস্ত্রলোকাভ্যাং **কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধিঃ** ॥

ইহাতে শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণের নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণের সহিত 'প্রভূণাং' পদের দ্বারা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর বিশেষ আজ্ঞানুসারে রচিত বলিয়া গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার বিবিধগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ও 'পদ্যাবলী'তে (২৩৩ নং পদ্য—'শ্রীমৎপ্রভুণাম্ ; কয়েকটী পুঁথি ও টীকাতে 'শ্রীমৎসনাতন-গোস্বামিপাদানাম্') শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে 'প্রভুপাদ', 'প্রভু', শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজ' প্রভৃতি শব্দের বহুবচন করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসের ১৩৩ সংখ্যা হইতে ২৪০ সংখ্যা পর্য্যন্ত শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতবিধি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে ; তথাপি শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপপ্রভুকে 'শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি মহোৎসববিধি' প্রণয়ন করিবার বিশেষ নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন কেন ?—কেহ কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন। হয় ত' শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতের বিস্তৃতবিধি সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু একটি সংক্ষিপ্তবিধি রচনা করিয়া-ছিলেন, অথবা শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচিত হইবার পর শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথির মহা-ভিষেক-প্রকরণটি বিশেষভাবে বর্ণন করিবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়া

---

* Aufrecht এর Leipzig Catalogue (No, 621) 'শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিবিধি'র ২২ পত্রাত্মক একটি পুঁথির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

থাকিবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতের প্রকরণে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে,—

(১) শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতের নিত্যতা, (২) উৎপত্তি, (৩) ভগবৎপ্রীণন, (৪) অকরণে প্রত্যবায়, (ক) ভোজনে প্রত্যবায়, (খ) উপবাসপূর্ব্বক পূজাবিশেষ মহোৎসবাদি ব্রতত্যাগে প্রত্যবায়, (৫) জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্য, (৬) জন্মাষ্টমী-ব্রতনির্ণয় (ক) রোহিনীযুক্তা জন্মাষ্টমী, (খ) অর্দ্ধরাত্রি-জন্মাষ্টমী, (গ) সপ্তমীবিদ্ধজন্মাষ্টমী-ব্রতনিষেধ, (ঘ) তাহার কারণ, (৭) জন্মাষ্টমীপারণফল-নির্ণয়, (৮) জন্মাষ্টমী-ব্রতবিধি, (৯) বিশেষ বিধি, (১০) অষ্টমীর প্রভাতকালে সঙ্কল্পমন্ত্র, (১১) সূতিকা-গৃহ-নির্ম্মাণবিধি, (১২) পূজার উপক্রম, (১৩) পূজার মন্ত্র, (ক) স্নানমন্ত্র, (খ) বস্ত্রদানমন্ত্র, (গ) ধূপদানমন্ত্র, (ঘ) নৈবেদ্যদানমন্ত্র, (ঙ) চন্দ্রার্ঘ্যদানমন্ত্র, (চ) সঙ্কল্পমন্ত্র, (ছ) দেবকীপূজামন্ত্র, (জ) শ্রীকৃষ্ণ-পূজামন্ত্র, (ঝ) অর্ঘ্যদানমন্ত্র, (ঞ) চন্দ্রার্ঘ্যদানমন্ত্র, (ট) সঙ্কল্প, (ঠ) শ্রীদেবকীধ্যান, (ড) উক্ত চন্দ্রার্ঘ্য-দানের মন্ত্র, (ঢ) উক্ত কৃষ্ণার্ঘ্যদানের মন্ত্র, (ণ) উক্ত স্নানমন্ত্র, (ত) পাদ্যাদি-দীপাদি প্রদান-মন্ত্র, (থ) নৈবেদ্যদানমন্ত্র, (দ) উক্ত দ্রব্যাদি প্রদানের মন্ত্র, (ধ) প্রণামমন্ত্র, (ন) প্রার্থনামন্ত্র।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত **শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি-মহোৎসব-বিধি**'তে যে-সকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এতৎসহ সুধী পাঠকগণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত বিষয়সমূহ তুলনা করিয়া দেখিলে উভয় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হইবে।

(১) শ্রীজন্মাষ্টমীর পূর্ব্বদিবস সপ্তমীর পূর্ব্বাহ্নকালে স্নানবেদীপরিষ্ক্রিয়া; (২) মঙ্গলবাদ্যগীতপূর্ব্বক অঙ্গনে খাত খনন ও কোণচতুষ্টয়ে কদলী-স্তম্ভরোপণ, চন্দ্রাতপ ও পতাকারোপণ, মাঙ্গলিক দ্রব্যস্থাপন; (৩) শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-দিন প্রাতে বৈষ্ণববৃন্দের সহিত বাদ্যাদিময় নৃত্যকীর্ত্তন-সহকারে দীপ ও মঙ্গলঘটাদির দ্বারা সুসজ্জিত স্নানবেদীতে ছত্রচামরাদিতে সেবা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন; (৪) স্বস্তিবচন ও প্রার্থনা; (৫) ভূতশুদ্ধি; (৬) ঘটস্থাপন ও

তদ্বিষয়ক মন্ত্র ; (৭) মহাভিষেকবিষয়ে সঙ্কল্প ও প্রার্থনা ; (৮) আসনাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন , (৯) পাদ্যাদি দীপান্তমন্ত্র ; (১০) বিবিধ বিধানে শ্রীবিগ্রহের স্নানক্রিয়া ও তদ্বিষয়ক মন্ত্র ; (১১) বিবিধ বিধানে শ্রীবিগ্রহের অভিষেকবিধি ও তদ্বিষয়ক মন্ত্র ; (১২) যজ্ঞসূত্র নিবেদন , (১৩) তাম্বুলাদি নিবেদন ; (১৪) পুষ্প-মাল্য অষ্টোপচারাদি নিবেদন ; (১৫) মহানীরাজন ; (১৬) আরাত্রিক-মন্ত্র ; (১৭) শ্রীকৃষ্ণস্তব । ইহার পরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

ততঃ স্তবীত গোবিন্দং পৌরাণৈর্বৈদিকৈরপি ।
সূক্তৈর্মন্ত্রৈ রহস্যৈশ্চ স্তবৈঃ স্তোত্রৈশ্চ ভক্তিমান্ ॥
দিবসং গময়ন্নেবং হরিপ্রিয়জনৈঃ সহ ।
ব্রতাদিপূর্ব্বকং কুর্য্যাদ্ **ভবিষ্যোত্তর**-দৃষ্টিতঃ ॥
নিশীথে ভগবজ্জন্মন্যভিষেকাদিমঙ্গলম্ ।
গীতনৃত্যাদিভিশ্চাত্র বিদধ্যাজ্জাগরোৎসবম্ ॥
ততঃ প্রভাতে নিষ্পাদ্য ব্রজেন্দ্রোৎসবমুত্তমম্ ।
ভক্ত্যা মহাপ্রসাদান্নং ভুঞ্জীত সহ বৈষ্ণবৈঃ ॥

অনন্তর বৈদিক ও পৌরাণিক সূক্ত, মন্ত্র, রহস্য, স্তব ও স্তোত্রসমূহের দ্বারা ভক্তিমান্ ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দকে স্তব করিবেন । এইভাবে শ্রীহরিপ্রিয়জনগণের সহিত দিবা যাপন করিবেন এবং ভবিষ্যোত্তর-পুরাণের বিধি-অনুসারে ব্রতাদির আচরণ করিবেন । নিশীথে শ্রীভগবানের জন্মোৎসবে মঙ্গল-অভিষেকাদি ও জাগরণোৎসব, গীত নৃত্যাদির দ্বারা সম্পন্ন করিবেন । অনন্তর প্রভাতে উত্তম নন্দোৎসব সম্পন্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত ভক্তিসহকারে মহাপ্রসাদান্ন সম্মান করিবেন ।

শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু জন্মাষ্টমীব্রতের অন্যান্য বিধি ভবিষ্যোত্তর-পুরাণ দেখিয়া পালনের নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং তৎকৃত মহোৎসববিধিতে অভিষেকের বিষয়ই বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন । শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও শ্রীভবিষ্যোত্তরের বাক্য (১৫শ বিঃ, ১৩৩ সংখ্যা) অবলম্বন করিয়াই জন্মাষ্টমীব্রতোৎপত্তি-প্রসঙ্গ

কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীভবিষ্যোত্তরে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতের উৎপত্তি, উহা পালনের বিধি ও তৎফল শ্রবণ করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত-বিধি-প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত শ্রীকৃষ্ণজন্মমহোৎসব-বিধিতে শ্রীহরিভক্তিবিলাস অপেক্ষা অধিক বিস্তৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণাভিষেকের প্রকরণটি প্রয়োগ-মন্ত্রাদির সহিত বর্ণিত হওয়ায় এই গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণাভিষেক'-নামে অধিকতর পরিচিত।

শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু এই গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোকে এজন্যই লিখিয়াছেন,—

ইত্যাদি দৃষ্ট্বা দশমাদ্ব্রজভাবেন সেবিনা।
এষ জন্মতিথিস্নানবিধিঃ কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতঃ॥
য এবং বিধিনা কুর্য্যাত্তস্য সুষ্ঠুফলং শৃণু।
গোবিন্দস্য প্রিয়ো ভূত্বা গাঢ়প্রেমভরান্বিতঃ॥
বৃন্দাবনে সদা তস্য সাক্ষাৎসেবাং সমাচরেৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে লিখিত বিধি দর্শন করিয়া ব্রজভাবে শ্রীকৃষ্ণের এই জন্মতিথিস্নানবিধি কীর্ত্তিত হইল। যিনি এই বিধিদ্বারা জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে পালন করিবেন, তাঁহার (এই বিধিপালনের) ফল শ্রবণ কর। তিনি শ্রীগোবিন্দের প্রিয় ও গাঢ়-প্রেমপূর্ণ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বদা তাঁহার সাক্ষাৎ-সেবার অনুশীলন করিতে পারিবেন।

শ্রীবৃন্দাবনে প্রাপ্ত পুঁথির পুষ্পিকা এইরূপ,—

"ইতি কৃষ্ণজন্মতিথিমহোৎসববিধিঃ সম্পূর্ণতামগমৎ। শ্রীরূপগোস্বামিনা কৃতঃ।"

৪-৫। **শ্রীশ্রীগণোদ্দেশদীপিকা (বৃহৎ ও লঘু)**—ইহা 'শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা'-নামেও উক্ত হইয়া থাকে। *

---

* শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের পুঁথিশালায় 'লঘু-শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা'র একটি পুঁথি আছে।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।"

অর্থাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। শ্রীব্রজবধূগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার প্রণালী প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সেবাপ্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই বিচারে রাগমার্গের ভজনকারিগণ রাগাত্মিক শ্রীকৃষ্ণপরিবারবর্গের অনুগ হইয়া তাঁহাদের সেবাপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া থাকেন। সেই সেবাপ্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারগণের যাবতীয় পরিচয় জানা একান্ত আবশ্যক। আমরা বিশুদ্ধ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যজন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পরিবারগণের সহিতই আমাদের নিত্যসম্বন্ধ। তাঁহাদের পরিচয় না জানিলে আমাদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বে প্রবেশ লাভ হইতে পারে না। ইহা সেবোন্মুখকর্ণে অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ শ্রীগুরু-মুখে সুনির্ম্মল অন্তঃকরণে, অপ্রাকৃত ভাবনাময় হৃদয়ে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও অনুভব করিবার জন্য জাগ্রত হওয়া দরকার হয়।

পূর্ব্বে সাধুগণ অনুরাগভরে শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণের নামাদি সূত্ররূপে কোথাও কোথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহা লোকপরম্পরায় ও শাস্ত্রেই আবদ্ধ ছিল। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাহা শ্রীমথুরাপ্রদেশের লোকপ্রবাদ, বিভিন্নশাস্ত্রগ্রন্থ, পুরাণ, আগম ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত সাধুগণের নিকট শ্রুতবাক্য হইতে সুহৃদ্‌বর্গের সন্তোষবিধান ও রাগের পথকে ক্রমবদ্ধ করিবার জন্য এই গ্রন্থে প্রণালীক্রমে গুম্ফিত করিয়াছেন। ইহাতে বিশেষতঃ আদিপুরাণ (বৃঃ ৩০), গরুড়পুরাণ (বৃঃ ২৬), সম্মোহনতন্ত্র (বৃঃ ২৪৭) প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের প্রমাণের উল্লেখ আছে। এতদ্বিষয়ে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু গ্রন্থারম্ভে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

যে সূত্রিতাঃ সতা রত্যা প্রসিদ্ধাঃ শাস্ত্রলোকয়োঃ।
ব্যাক্রিয়ন্তে পরিবারাস্তে বৃন্দাবননাথয়োঃ॥
মথুরামণ্ডলে লোকে গ্রন্থেষু বিবিধেষু চ।
পুরাণে চাগমাদৌ চ তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু॥

শ্রীকৃষ্ণের পরিবার (শ্রীব্রজবাসী)
(১) পশুপাল
(যদুবংশজাত গোপ)
(২) বিপ্র
(যজন যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মনিরত)
(৩) বর্হিষ্ঠ
(শিল্পোপজীবী কারু)
(১) বৈশ্য
দুগ্ধজীবী ; অনুলোমজাত অর্থাৎ পিতা উচ্চবর্ণ, মাতা হীনবর্ণা)
(২) আভীর
(গোবৎস-মহিষাদিরক্ষক ; শূদ্রজাতীয়)
(৩) গুর্জ্জর
(হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ, আভীর হইতে কিঞ্চিৎ হীন ; ছাগাদি-পশুরক্ষক)
[বৃঃ ৬—১২]
উক্ত পরিবার ৮ প্রকারে বিভক্ত
(১) পূজ্য
(২) ভ্রাতৃভগিনী
(৩) দূতীবর্গ
(৪) দাস
(৫) শিল্পী
(৬) দাসী
(৭) বয়স্য
(৮) প্রেয়সী
[বৃঃ ১৩]
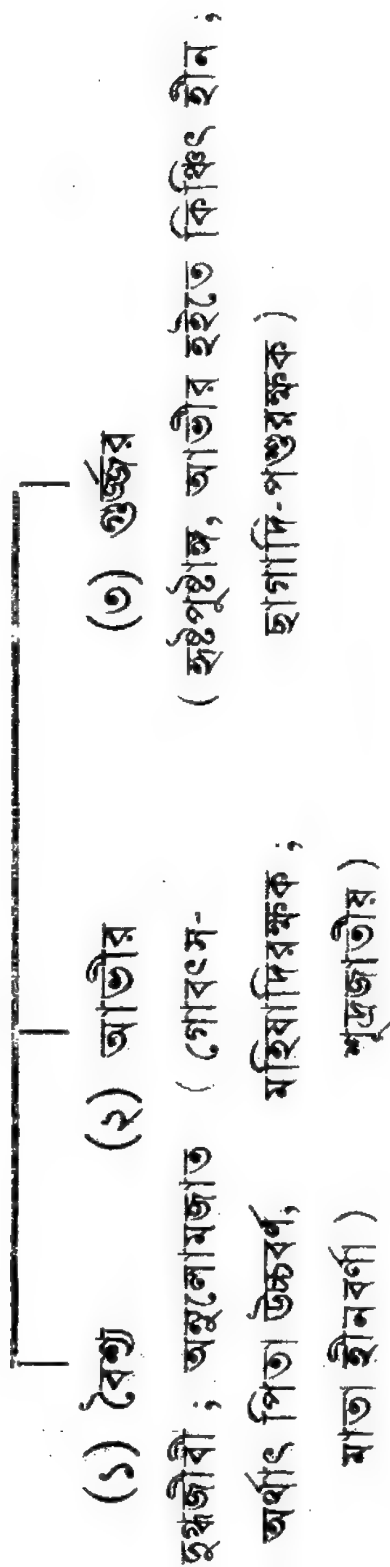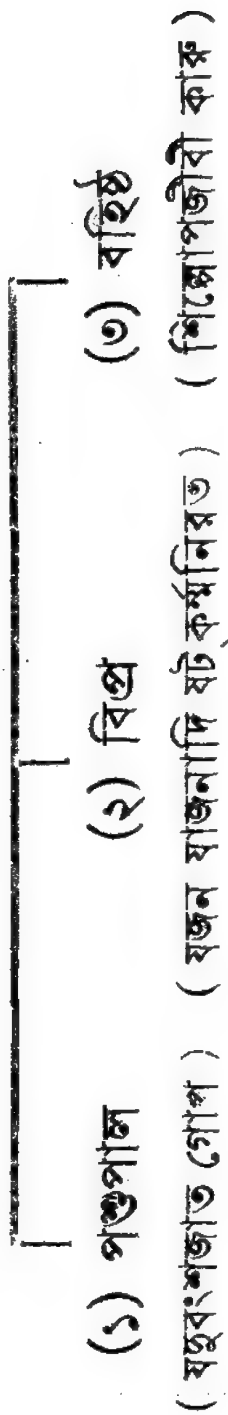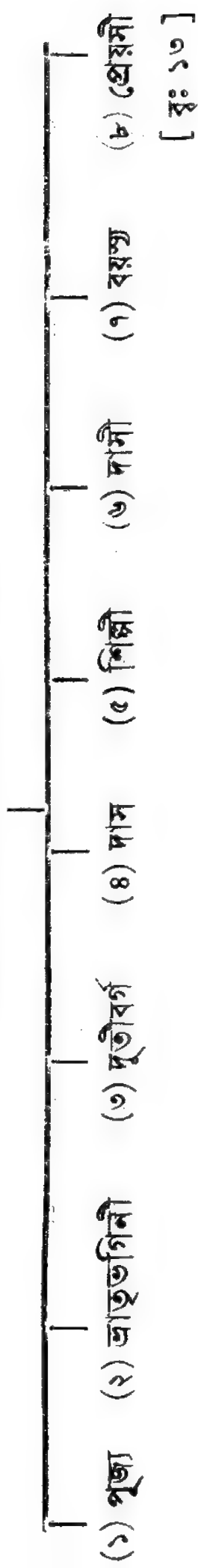
তে সমাসাদ্বিলিখ্যন্তে স্বসুহৃৎপরিতুষ্টয়ে ।
আনুপূর্ব্বীবিধানেন রতিগ্রথিতবর্ত্মনঃ ।

(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা—৩-৫)

শ্রীব্রজবাসিগণই শ্রীকৃষ্ণের পরিবার। সেই পরিবার ও তাঁহাদের শাখা-প্রশাখার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও সেবা-সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

এই গ্রন্থে পরিবারবর্গের পৃথক্ পৃথক্ পরিচয় ও যূথের পরিচয় ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তাঁহাদের পরিজনগণের বসন, ভূষণ, ছত্র, শয্যা, চন্দ্রাতপ, কুঞ্জ, গৃহ, যান, বাহন, অষ্টসখীর চরিত, সন্ধি প্রভৃতি ছয় অঙ্গ, চতুঃষষ্টি বিদ্যা, সখীদিগের বিভিন্ন ভাব, দ্বিতীয় মণ্ডল, তাঁহাদের সমাজ প্রভৃতি বহু বিষয়ের পরিচয় ও বিবরণ এবং সম্মোহনতন্ত্রের মতানুসারে শ্রীরাধার আরও দুইপ্রকার অষ্টসখীর নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও তাঁহাদের পরিকরগণের নাম, পরিচয় ও লীলাদি বর্ণন করিয়া শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা'র বৃহদ্ভাগের উপসংহারে এইরূপ বলিতেছেন,—

ইত্যেতৎ পরিবারাণাং শ্রীবৃন্দাবননাথয়োঃ ।
অসংখ্যানাং গণয়িতুং দিঙ্মাত্রমিহ দর্শিতম্ ॥
তল্পান্নপানতাম্বূল-হিল্লোলস্থাসকাদয়ঃ ।
অন্যেঽপি যে বিশেষাঃ স্যুঃ স্বয়মূহ্যাস্ত তে বুধৈঃ ॥
লুপ্তমাসীৎ কৃপয়া জ্যোতির্ঘটয়েব ভানুমত্যসৌ ।
রূপবিষয়াপি দৃষ্টিঃ সরসান্ শব্দানবৈক্ষিষ্ট ॥

(শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ২৫০-২৫২)

শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পরিকর অসংখ্য। কতিপয় সংখ্যার গণনা করিবার জন্য এই গ্রন্থে দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইল। শয্যা, অন্ন, পান, তাম্বূল, হিল্লোল (দোল ও ঝুলন) প্রভৃতি, তিলকরচনাদি ও অন্যান্য আরও

যে যে বিশেষ লীলা আছে, সেই সেই লীলার পরিকরগণের নাম ভজনকারী পণ্ডিতগণ বিভিন্ন শাস্ত্র ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে অবগত হইবেন। (শ্রীকৃষ্ণগণের) নাম-রূপাদি-বিষয়ক দৃষ্টি (অর্থাৎ জ্ঞান) একান্ত বিলুপ্ত ছিল। [কিন্তু], শ্রীরূপের দৃষ্টি আলোকরাশির ন্যায় শ্রীভগবৎকৃপাদ্বারা আলোকিত হইয়া সরস শব্দ বা নামসকল দর্শন করিল।

শ্রীবৃহদ্গণোদ্দেশদীপিকার মঙ্গলাচরণে এই দুইটি শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

বন্দে গুরুপদদ্বন্দ্বং ভক্তবৃন্দসমন্বিতম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দসহোদিতম্॥
শ্রীনন্দনন্দনং বন্দে রাধিকাচরণদ্বয়ম্।
গোপীজনসমাযুক্তং বৃন্দাবনমনোহরম্॥

ভক্তসমূহ-সহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণযুগল ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে বন্দনা করি। শ্রীব্রজবাসিগণের মনোহরণকারী শ্রীগোপী-জন-পরিবেষ্টিত শ্রীনন্দনন্দন ও শ্রীরাধিকার শ্রীচরণদ্বয়কে বন্দনা করি।

শ্রীবৃহৎকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকার উপসংহারে গ্রন্থের রচনার কাল-নির্ণয়সূচক একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

শাকে দৃগশ্বশক্রে নভসি নভোমণিদিনে ষষ্ঠ্যাম্।
ব্রজপতিসদ্মনি রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাদীপি॥

১৪৭২ শকাব্দে (=১৪৭২+৭৮=**১৫৫০ খৃষ্টাব্দে**), শ্রাবণমাসে, রবিবারে, ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীব্রজপতি শ্রীনন্দমহারাজের গৃহে 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা'-গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকার লঘুভাগে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, মাধুর্য্য ও বয়ঃক্রমাদি, শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যবৃন্দ, সুহৃদ্-গণ, সখাগণ, প্রিয়সখাবৃন্দ, প্রিয়নর্ম্মসখাগণ, শ্রীবলদেব, বিটগণ, চেটগণ (তাম্বুলিক, জলসেবক, বস্ত্রসেবকাদি), চেটীগণ (কুরঙ্গী ভৃঙ্গারী, সুলম্বা ও

অলম্বিকা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা ও পূর্ব্বোক্ত চেটগণের পত্নীগণ), চরগণ, দূতগণ, দূতীগণ, শ্রীপৌর্ণমাসী ও শ্রীবৃন্দার বিবরণ, শ্রীনান্দীমুখী ও সাধারণ ভৃত্যগণ. ধেনুগণ, বলীবর্দ্দ, মৃগ, বানর, কুকুর, রাজহংস, ময়ূর, শুকপক্ষী, পশুপক্ষিগণ ; স্থানবিবরণ,—ঘাট পর্ব্বত, সরোবর, বৃক্ষ ও তীর্থাদির নাম ও পরিচয় ; শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহের নাম, ভূষণসমূহের নাম, প্রেয়সীগণের নাম ও তাঁহাদের যূথ, শ্রীরাধিকার শ্রীকর-চরণচিহ্ন, রূপ-লাবণ্য, শ্রীরাধার পূজনীয় আত্মীয়বর্গ ও সখীগণ, প্রিয়সখী, প্রাণসখী ও নিত্যসখীগণ, শ্রীরাধার মঞ্জরীগণ, শ্রীরাধার উপাস্যদেবতা, সখীদিগের বিশেষ বিবরণ, শ্রীরাধার কিঙ্করীগণ, শ্রীরাধার ধেনুগণ, তাঁহার বৎসতরী (বকুনা), বৃদ্ধা বানরী, হরিণী, চকোরী, হংসী, ময়ূরী, শারিকা, শ্রীরাধার ভূষণসমূহ, বসন, পুষ্পবাটিকা, কুণ্ড, রাগ, নৃত্য ও জন্মতিথিনির্দ্দেশ। গ্রন্থের উপসংহারে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

ইত্যেতৎ পরিবারাণাং শ্রীবৃন্দাবননাথয়োঃ।
অসংখ্যানাং গণয়িতুং দিঙ্মাত্রমিহ দর্শিতম্ ॥

(শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা—২৫০)

শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অসংখ্য পরিকরগণের সংখ্যা-গণনা-বিষয়ে এই গ্রন্থে কেবল দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইল।

কোন কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে বৃহদ্‌গণোদ্দেশদীপিকার শেষ শ্লোকদ্বয় লঘুগণোদ্দেশদীপিকাতেও দৃষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৭২ শকে (=১৫৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে) রচিত হইয়াছে বলিয়া উপান্ত-শ্লোকে দৃষ্ট হয়। যদি 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা' ১৪৭২ শকাব্দে (=১৫৫০ খৃষ্টাব্দে) রচিত হইয়া থাকে, তবে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর ১৫০৪ শকে (=১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীলঘু-তোষণী টীকায় বৃহৎ ও লঘুগণোদ্দেশদীপিকার নাম উদ্ধৃত হয় নাই কেন ?—এই তর্ক উঠাইয়া কেহ কেহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাকে কোন পরবর্ত্তী লেখকের রচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন।

আবার কেহ কেহ শ্রীবৃহৎকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকার মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নাম উক্ত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীরূপ আর কোথায়ও,—এমন কি, তাঁহার 'স্তবমালা'র অন্তর্গত তিনটি 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকে'র মধ্যেও স্পষ্টভাবে শ্রীনিত্যানন্দের নাম উল্লেখ করেন নাই,—এই ছল উঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকাকে অন্য কোন লেখকের রচিত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে।

এ সম্বন্ধে শ্রৌতপ্রণালীতে নিরপেক্ষ আলোচনা করিলে বলা যাইতে পারে, যে, এই দুইটি যুক্তির কোনটিই বিচারসহ হইতে পারে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপের যে গ্রন্থতালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীজীবের 'লঘুতোষণী'র তালিকাধৃত 'শ্রীহংসদূত' ও 'শ্রীউদ্ধবসন্দেশ'-নামক দুইটি গ্রন্থের নাম, বা সেই দুই গ্রন্থ হইতে কোনও প্রমাণ শ্লোক নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপকৃত এই দুইটি গ্রন্থের নাম জানিতেন না, এরূপ হইতে পারে না। কারণ, তিনি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি,—যাহাতে পূর্ব্বোক্ত দুই গ্রন্থের নাম একাধিকবার উল্লিখিত, তাহা হইতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। যদি বলা যায়, ঐ দুইটি গ্রন্থ শ্রীরূপের শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়ের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু উল্লেখ করেন নাই, তবে তাহাও সমীচীন নহে। কারণ, ঐ দুই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির সিদ্ধান্তের অনুরূপ। তাহা না হইলে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুই বা কেন ঐ গ্রন্থদ্বয়ের নামোল্লেখ করিবেন? বিশেষতঃ শ্রীউদ্ধবসন্দেশের উপসংহারে (১৩০ শ্লোকে) 'শ্রীরূপাশ্রয়পদ'-শব্দে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর নাম উল্লিখিত হওয়ায় তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মিলনের পরেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক পরবর্ত্তী গ্রন্থকারই যে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের সকল গ্রন্থের নাম করিবেন, এরূপ কোন তাম্রশাসন নাই। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপকৃত যে গ্রন্থ-চতুষ্টয়ের নাম করেন নাই, তাহা অন্য কোন পরবর্ত্তী লেখক উল্লেখ করিতে পারেন।

শ্রীরূপের গ্রন্থসমূহের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকসমূহে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নাম নাই,—

এই কুতর্কের মূল্যও খুব কম। শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপ্রভু-কৃত 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটকে' শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর নাম নাই, কিন্তু তাঁহারই রচিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর নাম ও তাঁহাদের ব্রজ-পরিকরত্ব-সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথের গ্রন্থাবলীর মঙ্গলাচরণেও স্পষ্টভাবে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নাম দৃষ্ট হয় না। শ্রীরূপের শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন নমস্ক্রিয়া নাই, অথচ ঐ গ্রন্থের পূর্ব্বে রচিত 'শ্রীবিদগ্ধমাধব', 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'শ্রীললিতমাধব' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ বন্দনা আছে। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বর্ণিত বিষয় শ্রীল রূপপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাশক্তিসঞ্চারেই প্রয়াগে সূত্ররূপে পাইয়াছিলেন এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি'র উপক্রমের ২য় শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে অত্যন্ত গূঢ় মধুর রসের কথা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই উজ্জ্বলনীলমণিতে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইতেছে। ইহা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু উক্ত শ্লোকের 'লোচনরোচনী'-টীকাতেও বলিয়াছেন। এইসকল ক্ষেত্রে আধ্যক্ষিক মনীষা প্রবেশ করিতে অসমর্থ। অতএব ঐরূপ কোন ছল উঠাইয়া শ্রীরূপের 'শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নামোল্লেখ আছে বলিয়া তাহা শ্রীরূপের কৃত নহে বলা আধ্যক্ষিক আত্মহত্যা মাত্র।

কেহ কেহ—'২৪৬ সংখ্যক শ্লোকের পর শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীরাধিকার সখীদের নাম সম্মোহন-তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীরূপ অপর কোন গ্রন্থে কোন তন্ত্রের মত উল্লেখ করেন নাই' (?), এইরূপ একটি ছল উঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাকে অন্য কোনও ব্যক্তির রচিত বলিয়া স্থাপন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীলঘুভাগবতামৃতে'র কৃষ্ণামৃতের পূর্ব্বখণ্ডের ২৮৪ সংখ্যায় সম্মোহন-তন্ত্র, ২৫, ১৮৩, ১৯৭ সংখ্যায় সাত্বত-তন্ত্র, ২১৭ সংখ্যায় ভার্গবতন্ত্র, ২৮৪, ২৮৭ সংখ্যায় তন্ত্র, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ২।১।১২৯ সংখ্যায় বৈষ্ণব-তন্ত্র ও ১।১।২০, ১।১।২৩, ১।২।৬৮, ১।২।১৪৩, ১।৩।২

সংখ্যায় 'তন্ত্র' এবং শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণির শ্রীরাধা-প্রকরণের ৪র্থ সংখ্যায় 'তন্ত্র' হইতে নামোল্লেখপূর্ব্বক প্রমাণ বচন উদ্ধার করিয়াছেন।

৬। **স্তবমালা**—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তৎকৃত লঘুতোষণীর উপসংহারে শ্রীরূপগোস্বামিপাদের গ্রন্থাবলীর পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে 'স্তবমালা'-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

* * * ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা॥
স্তবশ্চোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাখ্যশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ॥

ছন্দোঽষ্টাদশক, উৎকলিকাবল্লী, গোবিন্দবিরুদাবলী প্রেমেন্দুসাগর (প্রভৃতি) শ্রীকৃষ্ণস্তবের অন্তর্গত বহু সুবিখ্যাত স্তব।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৩৯)—"আর বহু স্তবাবলী" বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীজীবপ্রভু-দ্বারা সংগৃহীত ও শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'স্তবমালা'। গ্রন্থ-প্রারম্ভে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু ;নিজাভীষ্টদেব শ্রীরূপগোস্বামিকৃত স্তবসমূহকে মালিকার আকারে গ্রথিত করিবার কথা জ্ঞাপন করিয়া লিখিয়াছেন,—

শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন **জীবেন সমগৃহ্যত**॥
পূর্ব্বং চৈতন্যদেবস্য কৃষ্ণদেবস্য তৎপরম্।
শ্রীরাধায়াস্ততঃ কৃষ্ণরাধয়োর্লিখ্যতে স্তবঃ॥
বিরুদাবলী ততো নানাচ্ছন্দোভিঃ কেলিসংহতিঃ।
ততশ্চিত্রকবিত্বানি ততো গীতাবলী, ততঃ॥
ললিতা-যমুনা-বৃষ্ণিপুরী-শ্রীহরিভূভৃতাম্।
বৃন্দাটবী-কৃষ্ণনাম্নোঃ ক্রমেণ স্তবপদ্ধতিঃ॥

'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-কর্ত্তা, আমার ঈশ্বর, শ্রীরূপ গোস্বামি-কর্ত্তৃক রচিত স্তবমালা, ক্ষুদ্র জীব-কর্ত্তৃক (শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু) সংগৃহীত হইল। প্রথমে

শ্রীচৈতন্যদেবের, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণদেবের তৎপরে শ্রীরাধিকার, তৎপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের স্তব, তৎপরে বিরুদাবলী ও নানাবিধচ্ছন্দে নন্দোৎসব হইতে কংসবধ পর্য্যন্ত লীলাসমূহ, তৎপরে চক্রবন্ধাদি চিত্রকাব্য, তৎপরে গীতাবলী, তৎপরে ক্রমে ক্রমে শ্রীললিতা, শ্রীযমুনা, শ্রীমথুরাপুরী, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীকৃষ্ণনামের স্তবপদ্ধতি লিখিত হইতেছে।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'স্তবমালা'-গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত নিম্নলিখিত স্তবসমূহ গুম্ফিত করিয়াছেন,—

(১—৩) **প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রীচৈতন্যাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা — প্রত্যেকটিতে ৮ + ১ (ফলশ্রুতি) = ৯, ছন্দঃ—যথাক্রমে শিখরিণী, শিখরিণী ও পৃথ্বী]; (৪) (শ্রীকৃষ্ণের) **মহানন্দাখ্য স্তোত্র** [স্তবমালার নির্ণয়সাগর সংস্করণে (ইং ১৯০৩) 'আনন্দাখ্য স্তোত্র'। শ্লোক-সংখ্যা—৭, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; (৫) (শ্রীকৃষ্ণের) **লীলামৃতনামদশক** [শ্লোক সংখ্যা—৬, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; (৬) **প্রেমেন্দুসাগরাখ্য শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টোত্তরশত** [শ্লোক-সংখ্যা—৪৫, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; (৭) **শ্রীকেশবাষ্টক** (শ্লোক-সংখ্যা ৮ + ১ (ফলশ্রুতি) = ৯, ছন্দঃ—পৃথ্বী]; **(৮-৯) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—প্রত্যেকটিতে ৮ + ১ (ফলশ্রুতি) = ৯, ছন্দঃ যথাক্রমে—স্বাগতা ও মালিনী]; (১০) **শ্রীমুকুন্দাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮ + ১ (ফলশ্রুতি) = ৯, ছন্দঃ—মালিনী]; (১১) **শ্রীব্রজনব-যুবরাজাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮ + ১ (ফলশ্রুতি) = ৯, ছন্দঃ—মালিনী]; **(১২) প্রণাম-প্রণয়াখ্য স্তব** [শ্লোক-সংখ্যা—১৪, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; **(১৩) শ্রীহরিকুসুমস্তবক** [শ্লোক-সংখ্যা—১১, ছন্দঃ—কুসুমস্তবকদণ্ডক (১-১০) ও আর্য্যা (১১)]; (১৪) **গাথাচ্ছন্দঃস্তব** (নির্ণয়সাগর সংস্করণ) [শ্লোক-সংখ্যা—১, ছন্দঃ—পঞ্চপাদাত্মক-তোটক-নির্ম্মিত গাথা]; **(১৫) ত্রিভঙ্গী-পঞ্চক** [নির্ণয়সাগর সংস্করণে—ত্রিভঙ্গীচ্ছন্দঃস্তব। শ্লোক-সংখ্যা—৫, ছন্দঃ—ত্রিভঙ্গী-মাত্রাবৃত্ত]; **(১৬-১৭)** শরণাগতি-লক ও আশাবন্ধসূচক **শ্লোকদ্বয়**

(নামবিহীন) [ছন্দঃ যথাক্রমে—মালিনী ও মন্দাক্রান্তা]; (১৮) **শ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী** [শ্লোক-সংখ্যা—৩০ ; ছন্দঃ—মালিনী (১, ২, ২৯, ৩০), চিত্র (৩, ৪), জলধরমালা (৫, ৬), রঙ্গিণী (৭, ৮) তূণক (৯, ১০), পজ্ঝটিকা (১১-১৪, ২৫-২৮), ভুজঙ্গপ্রয়াত (১৫-১৬), স্রগ্বিণী (১৭-১৮), জলোদ্ধত-গতি (১৯-২০), শালিনী (২১-২২) ও ত্বরিতগতি (২৩ ২৪)]; (১৯) শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-ধ্যানাত্মক **একটি শ্লোক** (নামবিহীন) [ছন্দঃ—শার্দূলবিক্রীড়িত]; (২০) **আনন্দচন্দ্রিকাখ্য শ্রীরাধাদশনামস্তোত্র** [শ্লোক-সংখ্যা—২ + ২ (ফলশ্রুতি) = ৪, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ]; (২১) **শ্রীপ্রেমেন্দুসুধাসত্রাখ্য শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীনামাষ্টোত্তর-শত-স্তোত্র** [শ্লোক-সংখ্যা—৪২, ছন্দঃ অনুষ্টুভ]; (২২) **শ্রীরাধাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮ + ১ (ফলশ্রুতি) = ৯, ছন্দঃ—মালিনী]; (২৩) **প্রার্থনাপদ্ধতি** [শ্লোক-সংখ্যা—৭ ; ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; (২৪) **চাটুপুষ্পাঞ্জলি** [শ্লোক-সংখ্যা—২৪, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্ ; (২৫) **শ্রীগান্ধর্বাসংপ্রার্থনাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮ + ১ (ফলশ্রুতি) = ৯ ; ছন্দঃ বসন্ততিলক]; (২৬) **শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামযুগাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৩ ; ছন্দঃ—অনুষ্টুভ]; (২৭) **শ্রীব্রজনবীন-যুবদ্বন্দ্বাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮ + ১ (ফলশ্রুতি) = ৯ ; ছন্দঃ—পৃথ্বী (১-৯)]; (২৮) উক্ত অষ্টকার্থের অনুযায়ী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-ধ্যানাত্মক **একটি শ্লোক** [নির্ণয়সাগর সংস্করণে 'শ্রীব্রজনবীনযুবদ্বন্দ্বাষ্টকে'র অন্তর্গত ও বহরমপুর সংস্করণে উক্ত অষ্টকের বহির্ভূত। ছন্দঃ—মন্দাক্রান্তা]; (২৯) **কার্পণ্য-পঞ্জিকাস্তোত্র** [শ্লোক-সংখ্যা—৪৫ ; ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; (৩০) **উৎকলিকা-বল্লরী** [শ্লোক-সংখ্যা—৭০, ছন্দঃ—উপজাতি (১), শিখরিণী (২, ৩, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৬৪), মালিনী (৪, ৩০, ৩৬-৩৮, ৪৭, ৫০, ৫২, ৫৩, ৬০), সুন্দরী (৫, ৬), বসন্ততিলক (১৩, ১৪, ২৮, ৩৪), দ্রুতবিলম্বিত (২৪), হরিণী (২৫,৫৯), শার্দূলবিক্রীড়িত (২৭, ৪৩, ৪৪, ৬৬, ৬৭), পৃথ্বী (৩৩, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৬২, ৬৩, ৬৫), মন্দাক্রান্তা (৪০, ৪১, ৪২, ৪৯, ৬১), অনুষ্টুভ্ (৭০), পুষ্পিতাগ্রা (৮,

১২, ২১, ৩২, ৩৯), **মত্তময়ূর** (৬৯), রথোদ্ধতা (৯, ১৫, ১৬, ৫৫, ৫৬), রুচিরা (৩১), সুন্দরী বা বিয়োগিনী (১৯, ২০, ২২, ২৬, ৩৫, ৬৮), স্বাগতা (১০, ১১, ১৭, ১৮, ২৩, ২৯)। (৭)], (৩১-৩২) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্তলীলা-বর্ণনাত্মক **শ্লোকদ্বয়** [ছন্দঃ—শার্দূলবিক্রীড়িত (১), স্রগ্ধরা (২),] ; (৩৩) **শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী** [২৮টি বড় বিরুদ+২৯টি ছোট বিরুদ+৬৭টি পদ্য=১২৪ ; অনুষ্টুভ্ (১, ৬৫, ৬৬, ৬৭), আর্য্যা (৮, ১৫, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২৫, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৮, ৫৯, ৬১), উপজাতি (৩৫, ৩৯, ৪২, ৫১), দ্রুতবিলম্বিত (১৪), পৃথ্বী (৫, ১৩, ১৯, ৩৬, ৫৬), প্রহর্ষিণী (১১, ৪৭, ৫৫), মালভারিণী (৭), মালিনী (৩, ৬, ৯, ১০, ২৮, ৪৫, ৫৭), রথোদ্ধতা (২৪), শার্দূলবিক্রীড়িত (১২, ২২, ২৬, ৩০, ৩১, ৩৭, ৫২, ৫৩, ৬০), সুন্দরী বা বিয়োগিনী (১৬, ২৩, ২৭, ৪৬, ৬২), স্রগ্ধরা (২, ৫৪),) ; বিরুদ-চ্ছন্দঃ—নানাবিধ] ; (৩৪) **অষ্টাদশচ্ছন্দঃ বা ছন্দোঽষ্টাদশক** [মঙ্গলাচারণ-শ্লোক ৪টি। (ক) **নন্দোৎসবাদিচরিত** ('গুচ্ছক' নামক ছন্দঃ) ; (খ) **শকটতৃণাবর্ত্তভঙ্গাদি** (বহরমপুর সংস্করণে 'শকটারিষ্টদৈত্যবধ', 'তৃণাবর্ত্ত-বধ', 'নামকরণসংস্কার', 'মৃদ্ভক্ষণলীলা' ও 'দধিহরণ' এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। 'কোরক' বা 'অখিল' নামক ছন্দঃ) ; (গ) **যমলার্জ্জুনভঞ্জন** ('অনুকূল' বা 'আভীর' নামক ছন্দঃ) ; (ঘ) **বৃন্দাবন-গো-বৎস-চারনাদি-লীলা** (নির্ণয়-সাগর সংস্করণে—'বৃন্দাবনে বৎস-চারণাদি'। 'প্রফুল্লকুসুমালী' ছন্দঃ) ; (ঙ) **বৎসহরণাদিচরিত** (নির্ণয়সাগর সংস্করণে 'বৎসচারণাদিচরিত'। ছন্দঃ—অশোকপুষ্পমঞ্জরী-দণ্ডক) ; (চ) **তালবনচরিত** ('কলগীত' বা 'মধুভার-নামক ছন্দঃ) ; (ছ) **কালিয়াদমন** (ছন্দঃ—অনঙ্গশেখর-দণ্ডক) ; (জ) **ভাণ্ডীর-ক্রীড়নাদি** (দ্বিপদিকা-চ্ছন্দঃ) ; (ঝ) **বর্ষাশরদ্বিহারচরিত** (হারিহরিণ-চ্ছন্দঃ) ; (ঞ) **বস্ত্রহরণ** (ইন্দিরাচ্ছন্দঃ) ; (ট) **যজ্ঞপত্নী-প্রসাদ** (ছন্দঃ—মত্তমাতঙ্গলীলাকর-দণ্ডক) ; (ঠ) **শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণ** (মুগ্ধসৌরভ বা চর্চরী-চ্ছন্দঃ) ; (ড) **শ্রীনন্দাপহরণ** (সংফুল্লচ্ছন্দঃ) ; (ঢ) **রাসক্রীড়া** (ললিত-

ভৃঙ্গচ্ছন্দঃ); **(ণ) সুদর্শনাদিমোচন** (বহরমপুর সংস্করণে 'শঙ্খচূড়বধ' নামে আর একটি ভাগে বিভক্ত। কান্তিডম্বরচ্ছন্দঃ); **(ত) শ্রীগোপিকাগীত** ('মুখদেব' বা 'করহাস্বী' ছন্দঃ); **(থ) অরিষ্টবধাদি** (গুচ্ছকভেদচ্ছন্দঃ); **(দ) রঙ্গস্থলক্রীড়া** (ভৃঙ্গার বা সারঙ্গচ্ছন্দঃ)। ছন্দোঽষ্টাদশকের অন্যান্য ছন্দঃ ও নির্ণয়সাগর সংস্করণের পদ্য-সংখ্যা :—আর্য্যা (১, ২, ৫, ৬, ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ৩২, ৩৪, ৪০), মালিনী (৩, ৩৭, ৪৩), শার্দূলবিক্রীড়িত (৪, ১৫, ২২, ২৭, ৩১), পৃথ্বী (৭, ৯, ২১, ২৬, ৩০, ৪৪), রথোদ্ধতা (৮, ১৬, ৩৩), শিখরিণী (১০, ১১, ৪১), মন্দাক্রান্তা (১২, ১৭, ২৫), উপজাতি (১৪), মালভারিণী (২৪, ৩৬, ৩৯), বসন্ততিলক (২৮), শালিনী (২৯, ৩৮), স্রগ্ধরা (৩৫, ৪২), মোট—১৮টি ছন্দে রচিত ১৮টি স্তব + ৪৪টি পদ্য]; **(৩৫) শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণ** (টীকার পুষ্পিকা) [বহরমপুর-সংস্করণে 'বিশেষতঃ কাশ্চিৎ' ও নির্ণয়সাগর-সংস্করণে 'লীলান্তরবর্ণনম্'। শ্লোকসংখ্যা—২৮ ; ছন্দঃ—পৃথ্বী (১) ভুজঙ্গপ্রয়াত (২-২৭), স্রগ্ধরা (২৮)]; **(৩৬) পুনর্বস্ত্রহরণ** (নির্ণয়সাগর-সংস্করণ) [শ্লোক-সংখ্যা—৩ ; ছন্দঃ—আর্য্যা (১), কুসুমস্তবকদণ্ডক, শার্দূলবিক্রীড়িত (২)]; **(৩৭) শ্রীরাসক্রীড়া** [নির্ণয়সাগর-সংস্করণে 'পুনা রাসক্রীড়াবর্ণনম্'। শ্লোক-সংখ্যা—১৭ ; ছন্দঃ—পজ্ঝটিকা]; **(৩৮) স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা** [স্তব-শেষে বহরমপুর সংস্করণে 'ইতি বিলাসমঞ্জরী'। শ্লোকসংখ্যা—৩০ ; ছন্দঃ—দোধক (১, ২, ৫, ৬), মত্তা (৩, ৪), স্রগ্বিণী (৭, ৮, ১১, ১২), ভ্রমরবিলসিত (৯, ১০), জলোদ্ধতগতি (১৩, ১৪), ভুজঙ্গপ্রয়াত (১৫, ১৬), তোটক (১৭, ১৮), আর্য্যা (১৯, ২০), পজ্ঝটিকা (২১, ২২), স্বাগতা (২৩, ২৪), রথোদ্ধতা (২৫, ২৬), লোলা (২৭, ২৮), মালিনী (২৯, ৩০)]; **(৩৯) খণ্ডিতা** (বহরমপুর সংস্করণ) [নির্ণয়সাগর-সংস্করণে ভুলক্রমে 'ললিতোক্ত-তোটকাষ্টকে'র অন্তর্গত। শ্লোক-সংখ্যা—১২, ছন্দঃ—ভুজঙ্গপ্রয়াত (১-১২)]; (৪০) **শ্রীললিতোক্ত-তোটকাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮ ; ছন্দ—তোটক]; (৪১) **চিত্রকবিত্বানি** [শ্লোক-সংখ্যা—১২ ; চিত্রকবিত্ব—দ্ব্যক্ষরচিত্র (১, ২, ৩,), একাক্ষরচিত্র (৪),

চক্রবন্ধ (৫), সর্পবন্ধ (৬), পদ্মবন্ধ (৭) প্রতিলোম্যানুলোম্যসম (৮), গোমূত্রিকাবন্ধ (৯), মুরজবন্ধ (১০), সর্ব্বতোভদ্র (১১), বৃহৎপদ্মবন্ধ (১২) ; ছন্দঃ—অনুষ্টুভ (১-৪, ৭-১১), শার্দূলবিক্রিড়িত (৫), স্রগ্ধরা (৬, ১১)] ; (৪২) **শ্রীগীতাবলী** [মোট ৪২টি গীত+১০টি অনুষ্টুভ্ বা শ্লোক। গীতাবলীর সমস্ত গীতগুলিই গাথাচ্ছন্দে রচিত। বিষয়—নন্দোৎসবাদি (গীত সংখ্যা—১, ২), বসন্তপঞ্চমী (৩), দোলোৎসব (৪-১৬), রাস (১৭-৪২), রাসের অন্তর্গতরূপে—অষ্টনায়িকালক্ষণ ও তদুদাহরণ। নির্ণয়সাগর সংস্করণে ভুলক্রমে 'গীতাবলী'র অন্তর্গত 'রাস' 'পুনা রাসলীলাবর্ণনম্' নামে পৃথক্ করা হইয়াছে।] (৪৩) **শ্রীললিতাষ্টক** [নির্ণয়সাগর সংস্করণে 'শ্রীললিতাপ্রণামস্তোত্র'। শ্লোক-সংখ্যা'—৮+১ (ফলশ্রুতি) = ৯ ; ছন্দঃ—বসন্ততিলক (১-৯)] ; (৪৪) **শ্রীযমুনাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮+১ (ফলশ্রুতি) = ৯ , ছন্দঃ—তূণক (১-৯)] ; (৪৫) **শ্রীমথুরাষ্টকস্তব** [শ্লোক সংখ্যা—৪ ; ছন্দঃ—স্রগ্ধরা (১, ২), শার্দূলবিক্রীড়িত (৩, ৪)] ; (৪৬) **প্রথম শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮+১ (ফলশ্রুতি) = ৯ ; ছন্দঃ—মত্তময়ূর (১-৯)] ; (৪৭) **দ্বিতীয় শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮+১ (ফলশ্রুতি) = ৯ ; ছন্দঃ—মন্দাক্রান্তা (১-৯)] ; (৪৮) **শ্রীবৃন্দাবনাষ্টক*** (শ্লোক-সংখ্যা—৮+১) ফলশ্রুতি) = ৯ ; ছন্দঃ—পৃথ্বী (১-৯)] ; (৪৯) **শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮ ; ছন্দঃ—মালভারিণী (১) প্রমিতাক্ষরা (২), শিখরিণী (৩), উপজাতি (৪), মালিনী (৫), শার্দূলবিক্রীড়িত (৬), রথোদ্ধতা (৭), আর্য্যা (৮)]।

---

* শ্রীবৃন্দাবনাষ্টক—এক দিবস বংশীবটে যমুনাতটে শ্রীল রূপপাদ বসিয়া শ্রীবৃন্দাবনের শোভা বর্ণন করিতে করিতে এই অষ্টক লিখিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীল সনাতনপাদ পরিক্রমাকালে শ্রীল রূপকে দেখিয়া তথায় গমন করেন এবং এই অষ্টক দর্শন করিয়া অতীব উৎফুল্লিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত স্তবমালায়, মথুরাষ্টক-স্তবে—

অদ্যাবন্তি পতদ্‌গ্রহং কুরু করে মায়ে শনৈর্বীজয়-
চ্ছত্রং কাঞ্চি গৃহাণ কাশিপুরতঃ পাদূযুগং ধারয়।
নাযোধ্যে ভজ সংভ্রমং স্তুতিকথাং নোদগারয় দ্বারকে
দেবীয়ং ভবতীষু হন্ত মথুরা দৃষ্টিপ্রসাদং দধে ॥৪॥

—হে অবন্তি! তুমি অদ্য চর্ব্বিত তাম্বূল ক্ষেপণে পাত্র (পিক্‌দান) হস্তে গ্রহণ কর, হে মায়াপুরি! তুমি চামর ব্যঞ্জন কর, হে কাঞ্চি! তুমি ছত্র গ্রহণ কর, হে কাশি! তুমি অগ্রে পাদুকাদ্বয় ধারণ কর, হে অযোধ্যে তুমি আর ভীত হইও না, হে দ্বারকে! তুমি অদ্য স্তুতিবাক্য প্রকাশ করিও না, যে-হেতু কিঙ্করীস্বরূপ তোমাদিগের প্রতি প্রসন্না হইয়া এই মথুরা অদ্য মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের রাজমহিষী হইয়াছেন ॥৪॥

স্তবমালার অন্তর্গত **'উৎকলিকাবল্লরী'** স্তবের শেষে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু ইহার রচনার তারিখ দিয়াছেন,—

চন্দ্রাশ্বভুবনে শাকে পৌষে গোকুলবাসিনা।
ইয়মুৎকলিকাপূর্ব্বা বল্লরী নির্ম্মিতা ময়া ॥

১৪৭১ শকাব্দের পৌষ-মাসে (= ১৪৭১ + ৭৮ = ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে) গোকুলে অবস্থান করিয়া আমি এই 'উৎকলিকাবল্লরী' রচনা করিলাম।

'শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী'র রচনা-সম্পর্কে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর উক্তি ২৫৫ পৃষ্ঠায় নিম্নের চতুর্থ ছত্র হইতে দ্রষ্টব্য।

শ্রীল রূপ প্রভু-কৃত 'সামান্য-বিরুদাবলী-লক্ষণে' শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী হইতে বহু বিরুদ উদাহরণ-স্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ছন্দোঽষ্টাদশক বা অষ্টাদশলীলাচ্ছন্দঃ—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীলঘুতোষণীর উপসংহারে 'ছন্দোঽষ্টাদশকে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৩৯) শ্রীরূপের গ্রন্থ-তালিকা প্রদান-কালে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

দানকেলিকৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ-লীলাচ্ছন্দ, আর পদ্যাবলী॥

'স্তবমালা'-গ্রন্থের 'শ্রীনন্দোৎসবাদিচরিত' নামক শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনাত্মক স্তবের দ্বিতীয় শ্লোকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—

নন্দোৎসবাদয়স্তাঃ কংসবধান্তা হরের্মহালীলাঃ।
ছন্দোভির্ললিতাঙ্গৈ**রষ্টাদশভি**র্নিরূপ্যন্তে॥

শ্রীনন্দোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ পর্য্যন্ত শ্রীহরির মহালীলাসমূহ সুললিত অষ্টাদশচ্ছন্দে নিরূপিত হইতেছে।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'অষ্টাদশচ্ছন্দঃ' বলিতে সম্ভবতঃ 'শ্রীনন্দোৎসবাদিচরিত' হইতে 'রঙ্গস্থলক্রীড়া' বা 'কংসবধ' পর্য্যন্ত ১৮টি স্তবকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীরূপপ্রভু-কৃত অন্যান্য স্তবের সহিত 'অষ্টাদশচ্ছন্দঃ'-নামে পরিচিত ১৮টি স্তবও শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু 'স্তবমালা'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু 'রঙ্গস্থলক্রীড়া'-স্তবের টীকার শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

যদ্বিদ্যাভূষণোঽয়ং হরিচরিতভৃতাং **ভাষ্যমষ্টাদশানাং**
দিব্যদ্ব্যঙ্গ্যং ব্যতানীৎ ফণিপতিগুণিনাং **ছন্দসাং** সপ্রমাণম্।
তেনাস্মিন্ কৃষ্ণদেবঃ স্বকৃতরুচিধরো **রূপদেবশ্চ** ভূয়াৎ
সদ্বর্গশ্চাপি তীব্রশ্রমগুণনপটুস্তুষ্টিমানেব সদ্যঃ॥

যেহেতু এই বিদ্যাভূষণ শ্রীহরিলীলাপূর্ণ, অনন্তগুণবিশিষ্ট অষ্টাদশচ্ছন্দের (অর্থাৎ ছন্দোনামক কবিতাসমূহের) তাৎপর্য্য-সমন্বিত প্রমাণ-সহিত সুভক্তিপর

ভাষ্য রচনা করিয়াছে, সে-কারণে [তাহার] প্রচুর শ্রম-অবধারণে নিপুণ, নিজ লীলায় রুচিবিশিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নিজ রচনায় রুচিবিশিষ্ট প্রভু শ্রীরূপ এবং স্বপ্রণোদিত রুচিবিশিষ্ট সজ্জনগণও ইহার প্রতি সত্তই সন্তুষ্ট হউক।

পুষ্পিকাঃ—ইতি কংসবধান্তাঃ শ্রীকৃষ্ণলীলাঃ সমাপ্তাঃ।

ইত্যষ্টাদশ ছন্দাংসি ব্যাখ্যাতানি।

শ্রীজীবপ্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতশেষে'র ৪র্থ প্রকাশে ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু তাঁহার 'সাহিত্য-কৌমুদী'র নবম পরিচ্ছেদে স্তবমালার অন্তর্গত **চিত্রকবিত্ব**-সমূহ লক্ষণসহ উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীগীতাবলীর সকল গীতগুলির শেষে ভণিতার আকারে 'সনাতন' শব্দ দেখিয়া উহা শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুর রচনা মনে করার কোন কারণ নাই; কারণ, 'গীতাবলী'র টীকার শেষে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ইহাকে শ্রীরূপের রচনা বলিয়াছেন,—

গাথাশ্চত্বারিংশদেকাধিকা যা
ব্যাচষ্ট **শ্রীরূপদিষ্টাঃ** প্রযত্নাৎ।
তস্মিন্ বিদ্যাভূষণে সাধুবর্য্যাঃ
ভাববিজ্ঞাঃ কারুণ্যং কিং ন কুর্য্যুঃ॥

শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু ৪১টি গাথার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মুদ্রিত সংস্করণ-দুইটিতে ৪২টি গাথা বা গীত দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীপদ্যাবলীতে শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী হইতে ৫৯, ৬০ ও ৬১ সংখ্যক পদ্য, ছন্দোঽষ্টাদশকের অন্তর্গত শ্রীবৃন্দাবন-গো-বৎস-চারণাদি-লীলা হইতে ১০৫ সংখ্যক পদ্য এবং শ্রীমথুরা-অষ্টক হইতে ১২২ সংখ্যক পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীর কলিকা-সমূহের সূচী

(১ক) সলক্ষণ চণ্ডবৃত্তের 'নখ'-ভেদ ঃ—

অচ্যুত (৭), উৎপল (৯), কন্দল (১৪, ১৮), কাশ, (৫০), গুণরতি (১৩),

তিলক (১৭), তুরঙ্গ (১১, ২৮), পল্লবিত (৩০), পুরুষোত্তম (৪৬), মাতঙ্গখেলিত (১০, ১৫), বর্দ্ধিত (১), বীরভদ্র (৩), সমগ্র (৫)।

(১খ) সলক্ষণ চণ্ডবৃত্তের 'বিশিখ'-ভেদ :—

অরুণাম্ভোজ বা অরুণাম্ভোরুহ (২৭), ইন্দীবর (২৫), কহ্লার বা ফুল্লাম্বুজ (২৯), কুন্দ (৩২, ৩৫), চম্পক (৩১), পঙ্কেরুহ (১৯), পাণ্ডুৎপল (২৩), ফুল্লাম্বুজ বা কহ্লার (২৯), বকুলভাস্থর (৩৭), বকুলমঙ্গল (৩৯), বঞ্জুল (২২, ৩৩), সিতরঞ্জ (২১)।

(২) দ্বিগাদিগণবৃত্তকলিকা বা মঞ্জরী :—

কুসুম বা ন-কলিকা (৪৫, ৫৭), কোরক বা দ্বিগাদিকলিকা (৪১), গুচ্ছ বা রাদিকলিকা (৪৩)।

(৩) ত্রিভঙ্গীবৃত্তকলিকা :—

দণ্ডক-ত্রিভঙ্গী (৪৭), বিদগ্ধত্রিভঙ্গী (৪৪, ৪৯, ৫৫)।

[(৪) মধ্যকলিকা :—

ইহার কোন উদাহরণ শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীতে নাই।]

(৫) মিশ্রকলিকা :—

মিশ্রকলিকা (৫১), সাপ্তবিভক্তিকী মিশ্রকলিকা (৫২)।

(৬) গদ্যকলিকা :—

অক্ষরময়ী (৫৪), সর্ব্বলঘ্বী (৫৬)।

স্তবমালার অন্তর্গত গীতাবলীর রাগ :—

আশাবরী—২, ৫, ১০, ১২, ২৭; কর্ণাট—১৯, ২০, ৩৬; কল্যাণ—২৬, কেদার—২১; গৌড়ী—১১, ২২, ২৮, ৩২; ধনাশ্রী—৬ (মায়ূরভেদ), ৯, ১৫, ১৭, ১৮, ২৪, ২৫, ৪১, ৪২; ভৈরব—১, ১৩, ১৪, ৩০, ৩৫; মল্লার—২৩, ৩৩, ৩৭; রামকেলি—২৯; ললিত—৩১; বসন্ত—৩, ৪, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪০; সৌরাষ্ট্রী—৭, ৮, ১৬।

গীতাবলীর ৩৬ ও ৩৭ সংখ্যক গীতে মাত্র একতালী তালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। "জয়পুরের শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের পুঁথিশালায় 'স্তবমালা' ও 'গোবিন্দবিরুদাবলী'র বঙ্গাক্ষরে লিখিত দুইটি পুঁথি আছে। 'স্তবমালার' পুঁথির শেষে উহার লিপিকাল এইরূপ আছে,—'শাকে খ-নব-শরেন্দৌ (১৫৯০ শকাব্দ, ১৬৬৮ খৃঃ) সমজনি লিখনং স্তবাবল্যাঃ পূর্ণম্। গুরুং সুগৌরং দ্বিভুজং বরদং করুণেক্ষণং ব্রজরামাগুণৈর্যু তং বন্দে পতিতপাবনম্॥' শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পুঁথিশালায় সটীকা স্তবমালার তিনটী পুঁথি আছে।"

৭। **'শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক'** *—ইহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীব্রজলীলাবিষয়ক সপ্তাঙ্ক নাটকগ্রন্থ। পরবর্ত্তিকালে 'শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি'তে অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকার যে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ ও অপ্রাকৃত সম্ভোগ-রসের বিভিন্ন লক্ষণসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার অভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার দ্বারা তাহা উক্ত নাটকে বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে শ্রীবিদগ্ধমাধব হইতে উদাহরণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে,—রাধা প্রঃ ১১, ১৯, ২২ ; নায়িকাভেদ প্রঃ ২০ ; দূতীভেদ প্রঃ ৪, সখী প্রঃ, ১২, ৪৩, ৪৫, ৫০ ; উদ্দীপন প্রঃ ১৬, ৪৫, ৪৬ ; অনুভাব প্রঃ ৬৫, ৬৬, ৭০ ; উদ্ভাস্বর প্রঃ ৮১, ৮৬ ; সাত্ত্বিক প্রঃ ২৮ ; ব্যভিচারী প্রঃ ৫, ৭, ২১, ২৯, ৩১, ৪৩, ৫০, ৫৯, ৬৫, ৬৮, ৮৩, ৮৬, ১০২ ; স্থায়িভাব প্রঃ ৩, ৪, ৯১ ; পূর্ব্বরাগ প্রঃ ৬, ১৩, ১৪, ১৮, ২০, ২১ ; মান প্রঃ ৩৭, ৪৯ ; প্রেমবৈচিত্ত্য প্রঃ ৫৯ ; গৌণসম্ভোগ প্রঃ ১৫, ১৭।

স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধামাধব-মিলিততনু শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীল রামানন্দরায় এবং শ্রীল স্বরূপদামোদরাদি শ্রীগৌরনিজজনগণ এই নাটক শ্রবণ করিয়া শ্রীরূপের কবিত্বের অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সপ্তাঙ্ক নাটকের অঙ্কসমূহ যথাক্রমে

---

* শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পুঁথিশালায় ১৫৭৯ শকাব্দে (=১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ) বঙ্গাক্ষরে লিখিত ৬৬ পত্রাত্মক শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটকের একটি পুঁথি আছে। জয়পুরের শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের পুঁথিশালায় সটীক শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকের একটি পুঁথি আছে।

নিম্নলিখিত নামে উক্ত হইয়াছে,—(১) বেণুনাদ-বিলাস, (২) মন্মথলেখক, (৩) শ্রীরাধাসঙ্গ, (৪) বেণুহরণ, (৫) শ্রীরাধাপ্রসাদ, (৬) শরদ্‌বিহার ও (৭) গৌরীতীর্থবিহার।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ড-তীরবর্ত্তী ভক্তাবতার ভগবান্ শ্রীগোপীশ্বর শিবের স্বপ্নাদেশে এই নাটক রচনা করিয়াছেন। ইহা সূত্রধারের বাক্য হইতে জানা যায়,—

'অদ্যাহং স্বপ্নান্তরে সমাদিষ্টোঽস্মি ভক্তাবতারেণ ভগবতা **শ্রীশঙ্করদেবেন**।'
—ইহার টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—"শ্রীশঙ্করদেবেনেতি—ব্রহ্মকুণ্ডতীরবর্ত্তিনা গোপীশ্বর-নাম্না।"—(১ অঃ ৪ সং)। এই নাটকের নান্দী ও মঙ্গলাচরণের ইষ্টদেব-বর্ণন-শ্লোক এই প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগেই আলোচিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীকেশিতীর্থে নানাদিগ্‌দেশীয় রসিকসম্প্রদায়ের সমক্ষে এই নাটক শ্রীগোপীশ্বর শিবের আদেশে অভিনীত হয় বলিয়া নাটকের প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ শ্রীরূপের নিম্নলিখিত বাক্যটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নানারূপ কুতর্ক উপস্থিত করে ;—

"তদিদানীমেতস্য ভক্তবৃন্দস্য মুকুন্দবিশ্লেষোদ্দীপনেন বহির্ভবন্তঃ প্রাণাঃ কামপি তস্যৈব কেলিসুধাকল্লোলিনীমুল্লাসয়তা পরিরক্ষণীয়া ভবতা ; মৎকৃপৈব তে সামগ্রীং সমগ্রয়িষ্যতীতি।"—(১ অঃ ৭)

এখন এই ভক্তগণের শ্রীমুকুন্দের বিরহের উদ্দীপনহেতু প্রাণ বহির্গতপ্রায় ; (অতএব) শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃততরঙ্গিণী প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের প্রাণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে আমার (শ্রীগোপীশ্বরের) কৃপাই গ্রন্থসামগ্রী-সংগ্রহে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করিবে।

এস্থলে যে 'মুকুন্দবিশ্লেষে'র কথা দেখা যায়, তাহা শ্রীরূপানুগ গৌরভক্তগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীরূপানুগগণ সর্ব্বদা বিপ্রলম্ভরসে বিভাবিত। এজন্যই ভক্তগণের শ্রীমুকুন্দবিশ্লেষোদ্দীপনার কথা লিখিত হইয়াছে। অথবা গোস্বামি-গণের মধ্যে কেহ কেহ গ্রন্থ রচনা করিবার বহুকাল পরে তাহা সংশোধিত

করেন ; যেমন 'শ্রীমাধবমহোৎসব', প্রভৃতি সংশোধনের কথা শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর পত্রীমধ্যে (শ্রীভক্তিরত্নাকর ১৪।১৯) দৃষ্ট হয়। "শ্রীরসামৃতসিন্ধু-শ্রীমাধবমহোৎসবোত্তরচম্পূ-হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্তে'। শ্রীজীব ১৫১৪ শকাব্দে (=১৫৯২ খৃষ্টাব্দে) উত্তরচম্পূ রচনা শেষ করেন। তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৭৭ শকাব্দে (=১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে) 'শ্রীমাধবমহোৎসবে'র রচনা কাল দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ শ্রীমাধবমহোৎসব ও উত্তর-চম্পূর সমাপ্তির ব্যবধানকাল (= ১৫৯২ খৃঃ—১৫৫৫ খৃঃ) ৩৭ বৎসর। এত দীর্ঘ ব্যবধান পরে শ্রীমাধবমহোৎসব শ্রীজীবপ্রভুদ্বারা সংশোধিত হইয়াছিল ; অতএব সংশোধন-কালেও গ্রন্থকার ঐস্থলে পূর্ব্বোক্ত অংশ সংযোজিত করিতে পারেন।

এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তির কাল, যাহা গ্রন্থের উপসংহারে পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া কোন কোন আধ্যক্ষিক ব্যক্তি বিচার করেন যে, যদি গ্রন্থে লিখিত কালই সত্য হয়, তবে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের বৎসরেই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। অথচ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নাটকের ৫ম অঙ্ক পর্য্যন্ত কোন কোন শ্লোক স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বর্ণনা কিরূপে ঐতিহাসিক সত্য হয়? এইস্থানে বক্তব্য এই যে, অনেক সময় গ্রন্থের অধিকাংশ ভাগ এককালে রচিত হইবার পর বিশেষ কারণবশতঃ সুদীর্ঘকালের পরেও অবশিষ্টাংশ রচিত হইয়া গ্রন্থসমাপ্তি হয়। ইহা বহু অতিমর্ত্ত্য বৈষ্ণব-মহাজনের ও লেখকের ব্যবহারে দৃষ্ট হয়। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালেই 'শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকে'র অধিকাংশ ভাগ রচিত হইয়াছিল এবং তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রায় রামানন্দাদি ভক্তগণসহ স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশীয় কবির প্রতি শ্রীল স্বরূপদামোদরের বাক্য হইতেও এই আভাসই পাওয়া যায়। তিনিও "রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে **আরম্ভে**" (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১০৮), এই বাক্যের দ্বারা গ্রন্থের আরম্ভের কথাই বলিয়াছেন।

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলাবিষ্কারের বৎসরেই গ্রন্থের অবশিষ্টাংশের রচনা ও সংশোধনাদি সম্পূর্ণ করিয়া পরিশেষে গ্রন্থপরিসমাপ্তির কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ বৃহদ্‌গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর আরম্ভ করিয়া সেই বৎসরেই সমাপ্ত করা সম্ভব নহে।

"শ্রীস্বরূপের রঘু"র শ্রীমুখে শ্রুত ঘটনা—শ্রীরূপের একান্ত ভৃত্য শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাকে আধুনিক আধ্যক্ষিক ভিন্নতন্ত্রের ব্যক্তি-গণের কল্পনাবিলাসের উপর বিশ্বাস করিয়া 'কবি-কল্পনা' বলা যায় না। নিম্নে শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণের নাম প্রদত্ত হইল।

পাত্রগণ—

শ্রীনন্দমহারাজ—শ্রীব্রজরাজ, শ্রীকৃষ্ণ—নায়ক, শ্রীবলরাম—শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ, শ্রীদামা —শ্রীকৃষ্ণসখা, শ্রীসুবল—ঐ, শ্রীমধুমঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য ও বিদূষক, অভিমন্যু —জটিলার পুত্র, সূত্রধার—শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু, পারিপার্শ্বিক—শ্রীরূপের শিষ্য।

পাত্রীগণ—

শ্রীযশোদা—শ্রীব্রজেশ্বরী, শ্রীরাধিকা—নায়িকা, শ্রীললিতা—শ্রীরাধিকার সখী, শ্রীবিশাখা—ঐ, শ্রীবৃন্দা—দূতী, শ্রীপৌর্ণমাসী—শ্রীসান্দীপনি-মুনির জননী ও শ্রীনারদের শিষ্যা, নান্দীমুখী—শ্রীমধুমঙ্গলের ভগিনী, জটিলা—অভিমন্যুর মাতা, মুখরা—শ্রীরাধিকার মাতামহী, শ্রীযশোদার ধাত্রী, সারঙ্গী—শ্রীরাধিকার সখী, করালা—প্রাচীনা গোপী, করালিকা—ঐ, শ্রীচন্দ্রাবলী—যূথেশ্বরী, পদ্মা—শ্রীচন্দ্রাবলীর সখী, শৈব্যা—ঐ।

শ্রীবিদগ্ধমাধবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। জটিলাপুত্র অভিমন্যু বা কংসের গোমণ্ডলাধ্যক্ষ গোবর্দ্ধনাদিকে বঞ্চনা করিয়া যূথেশ্বরী

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ও শ্রীচন্দ্রাবলীর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রীতিবিধান এবং যোগমায়া-দ্বারা মিথ্যাবিবাহকে সত্য বলিয়া প্রতীতি শ্রীপৌর্ণমাসীর মুখে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"তদ্বঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম্। নিত্যপ্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য।" (শ্রীবিদগ্ধমাধব—১।২৪-২৫)।

শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটকের উপসংহারে তিনটি শ্লোকে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু সজ্জনগণকে এই নাটক অনুশীলনের জন্য আকর্ষণ ও স্বদৈন্য-জ্ঞাপন করিয়া গ্রন্থ-রচনা-সমাপ্তির স্থান ও কাল জানাইয়াছেন,—

রাধাবিলাসবীতাঙ্কং চতুঃষষ্টিকলাধরম্।
বিদগ্ধমাধবং নাম শীলয়ন্তু বিচক্ষণাঃ॥
নন্দসিন্ধুরবাণেন্দু-সংখ্যে সংবৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং **গোকুলে** কৃতম্॥
শান্তশ্রিয়ঃ পরমভাগবতাঃ সমন্তাদ্
বৈগুণ্যপুঞ্জমপি সদ্গুণতাং নয়ন্তি।
দোষাবলীমপরিতাপিতয়া মৃদূনি
জ্যোতীংষি বিষ্ণুপদভাঞ্জি বিভূষয়ন্তি॥

বিচক্ষণ সজ্জনবৃন্দ শ্রীরাধার বিলাস ও বিচ্ছেদে চিহ্নিত চতুঃষষ্টিকলাযুক্ত শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকের অনুশীলন করুন।

১৫৮৯ সংবৎ গত হইলে শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক শ্রীগোকুলে সমাপ্ত হয় (১৫৮৯ সং—১৩৫ = ১৪৫৪ শক = ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ)। * শ্রীমন্মহাপ্রভূর অপ্রকটলীলার পূর্ব্ব বৎসরে এই গ্রন্থ সমাপ্তি হয়।

আকাশস্থিত স্বল্পালোক-প্রকাশকারী নক্ষত্রগণ যেরূপ রাত্রিকে ভূষিত করে, সেইরূপ শান্তমূর্ত্তি পরমভাগবতগণ দোষসমূহকেও সর্ব্বতোভাবে সদ্গুণত্ব প্রাপ্ত করান।

---

* মতান্তরে—আনুমানিক ১৪৩৮ শকে শ্রীবৃন্দাবনে আরব্ধ হয় এবং ১৪৫৫ শকে গোকুলে শেষ হয়। অবলাবালা দাসীকৃত বাংলা পদ্যানুবাদ সংস্করণ, বাংলা ১৩৬২ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর **'রসকদম্ব'**-নামে শ্রীবিদগ্ধমাধবের এক সুললিত পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করিয়াছেন।

৮। **শ্রীললিতমাধব-নাটক**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলাবিষয়ক দশাঙ্ক নাটক। যদিও ১ম হইতে ৪র্থ অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনীয় মাধুর্য্যময়ী লীলার অবতারণা আছে, তথাপি ৫ম অঙ্ক হইতে ১০ম অঙ্ক পর্য্যন্ত শ্রীদ্বারকালীলা মিশ্রিভভাবে সন্নিবিষ্ট থাকায় এই নাটক শ্রীদ্বারকালীলা-বিষয়ক বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। এই নাটকের নাম 'শ্রীললিতমাধব' হইবার কারণ শ্রীল রূপ-গোস্বামি প্রভু উপসংহারে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

নাটকে সমুচিতামপীশ্বরঃ স্বৈরমপ্রকটয়ন্নুদাত্ততাম্।
অত্র মন্মথমনোহরো হরি-র্লীলয়া **ললিতভাব**মাযযৌ॥

এই নাটকে কামদেবের মনোহরণকারী পরমেশ্বর শ্রীহরি নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাবশতঃ উদাত্ত-নায়কতা প্রকট করিয়া লীলাদ্বারা ললিতভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই নাটকের ১০টি বিভিন্ন অঙ্ক যথাক্রমে নিম্নলিখিত নামে পরিচিত—[১] সায়মুৎসব, ২] শঙ্খচূড়-বধ, [৩] উন্মত্তরাধিক, [৪] রাধাভিসার, [৫] চন্দ্রাবলী-লাভ, [৬] ললিতোপলব্ধি, [৭] নববৃন্দাবন-সঙ্গম, [৮] নববৃন্দাবন-বিহার, [৯] চিত্রদর্শন ও [১০] পূর্ণ-মনোরথ।

'শ্রীললিতমাধব-নাটক'ও 'শ্রীবিদগ্ধমাধবে'র ন্যায় শ্রীব্রহ্মকুণ্ডতীর-সমীপস্থ শ্রীগোপীশ্বর শিবের স্বপ্নাদেশেই রচিত হইয়াছে। 'দীপমালিকা-মহোৎসবে' শ্রীগোবর্দ্ধনের আরাধনার্থ শ্রীরাধাকুণ্ডের তটবর্ত্তী শ্রীমাধবীমাধবমন্দিরের পূর্ব্বদিকে সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলীকে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু ঐ নাটক শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদিগের সন্তোষ-বিধান করিয়াছেন বলিয়া সূত্রধাররূপে নাটকের প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছেন,—

"সন্ততং বৃন্দাটবীনিকুঞ্জবেদিনিবাসদীক্ষারসজ্ঞস্য স্ফুরদুদ্দণ্ডপুণ্ডরীক-মণ্ডলী-মণ্ডিতব্রহ্মকুণ্ডতীরোপান্তস্থলী-মহাভৌমিকস্য ভগবতো **গোপীশ্বরতয়া** প্রসিদ্ধস্য চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ স্বপ্নাবির্ভূতমাদেশমাসাদ্য দীপাবলীকৌতুকারম্ভে গোবর্দ্ধনারাধনায়

রাধাকুণ্ডরোধসি মাধবী-মাধবমন্দিরস্য পূর্ব্বতঃ সঙ্গতানি বৈষ্ণববৃন্দানি স্বপ্রবন্ধেন ললিতমাধবনাম্না নাটকেনাহমুপস্থাতুং পর্য্যুৎসুকোঽস্মি।"—(১।৩)

এই গ্রন্থের ১ম শ্লোকে 'শ্রীমুকুন্দের কীর্ত্তিচন্দ্রের দ্বারা বৈষ্ণববৃন্দের আনন্দ-বিধান হউক-'—এইভাবে বৈষ্ণবগণের প্রীতিকামনা, ২য় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-নমস্কার, ৩য় অনুচ্ছেদের গদ্যে শ্রীগোপীশ্বর শিবের আদেশে নাটক-রচনার বিষয়-নির্দ্দেশ, ৪র্থ শ্লোকে 'শ্রীশচীসুত আমার কল্যাণ বিধান করুন'—এইভাবে শ্রীগৌরকৃপা-প্রার্থনা, ৬ষ্ঠ শ্লোকে গুণবতী বৈষ্ণব-সভার প্রশংসা ও দৈন্যবশতঃ নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন ও ৭ম শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর বন্দনা দৃষ্ট হয়।

বক্তুং পারমহংস্যপদ্ধতিমিহ ব্যক্তিং গতানাং হি যঃ
সিদ্ধানাং ভুবনে বভূব **সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ** পুরা।
সাঙ্গং ভক্তিরসং রহস্যমধুনা ভক্তেষু সঞ্চারয়ন্
একঃ সোঽবততার **বিশ্বগুরবে** পূর্ণায় তস্মৈ নমঃ॥

(শ্রীললিতমাধব—১।৭)

যিনি পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে পরমহংসদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ করিবার জন্য চতুঃসনের মধ্যে তৃতীয় 'শ্রীসনাতন'-নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তিনিই বৈষ্ণববৃন্দের হৃদয়ে সাঙ্গ ভক্তিরহস্য সঞ্চার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি সেই পূর্ণস্বরূপ জগদ্‌গুরুকে নমস্কার করি।

এই পদ্যে শ্রীরূপ শ্রীল সনাতনপ্রভুকে "শ্রীচতুঃসনের অবতার শ্রীসনাতন" ও "বিশ্বগুরু" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

১ম অঙ্কে শ্রীগার্গী ও শ্রীপৌর্ণমাসীর কথোপকথনের মধ্যে একটি বিশেষ রহস্য শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু প্রকট করিয়াছেন।

"মায়াবিবর্ত্তোঽয়ম্। ন চেদ্বিরিঞ্চৈর্বরামৃতেন সম্বন্ধৈর্বিন্ধ্যনগস্য তপঃপ্রসূনৈ-র্গুম্ফিতাং মাধবহৃন্মেদুরতাকারিমাধুরি-মকরন্দাং রাধিকাবৈজয়ন্তীং কথং পৃথগ্‌জনঃ পাণৌ কুর্ব্বীত॥" (শ্রীললিতমাধব—১।২৫)

অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ-প্রায় ব্যাপার কেবল মায়ার বিবর্ত্তমাত্র।

তাহা না হইলে শ্রীব্রহ্মার বরামৃতের দ্বারা সমৃদ্ধ বিন্ধ্যাচলের তপস্যা-কুসুমে গুম্ফিতা শ্রীমাধবহৃদয়-স্নিগ্ধকরী মাধুরীমকরন্দ-স্বরূপা শ্রীরাধারূপা বৈজয়ন্তীকে কিরূপে নীচ ব্যক্তি হস্তে গ্রহণ করিতে পারে ?

শ্রীব্রহ্মার বরে বিন্ধ্যাচলের দুইটি ত্রিভুনবিখ্যাতা কন্যা হইয়াছিলেন। এই দুই কন্যাই মাধুর্য্যশালিনী অষ্টমহাশক্তির (শ্রীরাধা, শ্রীচন্দ্রাবলী, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, শ্রীপদ্মা, শ্রীশৈব্যা, শ্রীশ্যামলা ও শ্রীভদ্রা) মধ্যে নিখিলগুণগ্রামের শ্রীমন্দির বলিয়া অতিশয় প্রসিদ্ধা ও যূথেশ্বরীরূপে বিখ্যাতা। ব্রহ্মার প্রার্থনায় শ্রীযোগমায়া শ্রীচন্দ্রভানু ও শ্রীবৃষভানুর পত্নীদ্বয়ের গর্ভ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক বিন্ধ্যগিরির পত্নীর গর্ভে ঐ দুই বালিকাকে স্থাপন করিয়াছেন। পুত্রহারিণী পূতনা সেই বৃষভানু-নন্দিনীকে বিন্ধ্যের নিকট হইতে গোকুলে আনয়ন করিয়াছেন। বিন্ধ্যাচলের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিদর্ভগামিনী নদীপ্রবাহে পতিতা হইয়াছিলেন। বিদর্ভাধিপতি রাজা ভীষ্মক তাঁহাকে লাভ করেন। গোবর্দ্ধনাদি গোপগণের সহিত শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহাদি-প্রায় ব্যাপার মায়ার দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়। "পতিম্মন্যানাং বল্লবানাং মমতামাত্রাবশেষা কুমারীষু দারতা যদেষাং প্রেক্ষণমপি তাভিরতি-দুর্ঘটম্। —(শ্রীললিতামাধব—১।৪৪)

পতিম্মন্য গোপকুমারীগণের যে ভার্য্যাত্ব প্রতীতি, তাহা কেবল মমতামাত্রেই পর্য্যবসিত, যেহেতু সেই সকল কুমারীর দর্শনও গোবর্দ্ধনাদি গোপের পক্ষে অতিশয় দুর্ঘট।

পঞ্চম অঙ্কে শ্রীনারদের মুখে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু পুরললনা ও ব্রজললনা-সম্বন্ধে একটি রহস্য সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিয়াছেন,—(শ্রীললিতমাধব, ৫।৫ অনু:)

"নন্বেতাঃ পুরব্রজরমণ্যঃ সমানতত্ত্বা অপি বিগ্রহাদিভিন্না এব, মধ্যে তু মায়য়া পরমভিন্নাঃ কৃতাঃ, সম্প্রতি ব্রজ এব তা ব্রজরমণ্যঃ প্রেমমূর্চ্ছিতা বর্ত্তন্তে, কিন্তু যোগমায়য়ৈব বিপ্রয়োগেঽপি প্রিয়সঙ্গসুখ-সঙ্গমনায় তত্রৈবাচ্ছাদ্য পুররমণীষু চাভেদাভিমানেনাবেশিতা দীর্ঘস্বপ্না ইব সম্যগনুভাবয়াংবভূবিরে। কুরুক্ষেত্র-

যাত্রয়োর্ ত্তবক্ষ্যমাণ-চরিত্রাস্তাঃ খল্বষ্টোত্তরৈকশত-ষোড়শ-সহস্রৈকতস্তস্মাদন্যা এব। তদলং তদ্রহস্যোদ্ঘাটনেন ॥”

শ্রীললিতমাধব-নাটকের রচনার কাল ও স্থান-সম্বন্ধে নাটকের উপান্ত-শ্লোকে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

নন্দেষুবেদেন্দুমিতে শকাব্দে
শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাম্।
দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য
সমাপয়ং **ভদ্রবনে** প্রবন্ধম্ ॥

১৪৫৯ শকাব্দে (১৪৫৯ + ৭৮ = ১৫৩৭ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবারে শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া ভদ্রবনে এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিলাম।

শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুরের ‘রসকদম্ব’-নামক শ্রীবিদগ্ধমাধবের বাংলা পদ্যানুবাদের অনুকরণে শ্রীললিতমাধবের ‘প্রেমকদম্ব’- নামক একটি বাংলা পদ্যানুবাদ দৃষ্ট হয়। শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর শ্রীললিতমাধবের কোন পদ্যানুবাদ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিতমাধব নাটকদ্বয়, শ্রীদানকেলীকৌমুদী অথবা শ্রীরূপের রসামৃতসিন্ধু বা উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্রসমূহ মানবজাতির মনীষা দূরে থাকুক, লোকোত্তর পুরুষগণেরও আধ্যক্ষিক বিচারের অতীত-বস্তু। কাম-ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত মানব কেবল পাণ্ডিত্য বা আধ্যক্ষিকতাদ্বারা ঐসকল অপ্রাকৃত-শাস্ত্রসিন্ধুর তটদেশও স্পর্শ করিতে পারে না। এজন্যই বহু পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিতমাধব-নাটকের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। “কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি’ কৃষ্ণ কভু না যান কাহাঁতে ॥” (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১।৬৬),—শ্রীরূপের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত এই বাক্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই বিমূঢ়মতি হইয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় লিখিত সুমীমাংসা

শ্রীমদ্ গৌড়ীয়-রসাচার্য্য শ্রীমদ্‌রূপ গোস্বামী শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটক ও শ্রীললিতমাধব নাটক—দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শকাব্দা ১৪৫৪ শ্রীগোকুলে বসিয়া মহাত্মা সনাতনানুজ 'বিদগ্ধমাধব' গ্রন্থ * রচনা করেন। আবার ১৪৫৯ শকাব্দায় শ্রীভদ্রবনে জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবারে 'শ্রীললিত-মাধব গ্রন্থ' † সমাপ্ত করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে যে আখ্যায়িকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার প্রথম বৎসরেই শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন। যথা, অন্ত্যলীলার অনুবাদে – "প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয়-মিলন। তা'র মধ্যে দুই নাটকের বিধান শ্রবণ॥" ১৪৩৮ শকাব্দায় অন্ত্যলীলা আরম্ভ হয়। সেই বৎসরেই শ্রীরূপ গোস্বামী নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন; যথা, অন্ত্যপ্রথমে—"এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন। কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে হৈল মন॥ বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিলা। মঙ্গলাচরণ নান্দী-শ্লোক তথাই লিখিলা॥ পথে চলি' আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে। কড়চা করিয়া কিছু লাগিল লিখিতে॥

* * * *

উড়িয়া দেশে সত্যভামাপুর-নামে গ্রাম। এক রাত্রে সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম॥ রাত্রে স্বপ্নে দেখে,—এক দিব্যরূপা নারী। সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা রূপা

---

* নন্দসিন্ধুরবাণেন্দুসংখ্যে সংবৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্॥

নন্দ = ৯, সিন্ধুর (হস্তী) = ৮, বাণ = ৫, ইন্দু = ১, অঙ্কের বামাগতিতে ১৫৮৯ সম্বৎ হয়। ১৪৫৪ শক, ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ।

† নন্দেষুবেদেন্দুমিতে শকাব্দে, শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাম্।
দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য, সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধম্॥

নন্দ = ৯, ইষু = ৫, বেদ = ৪, ইন্দু = ১, বামাগতিতে ১৪৫৯ শক (১৫৩৭ খৃঃ) হয়।

করি' ॥ "আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন। আমার কৃপাতে নাটক হ'বে বিলক্ষণ ॥" 'স্বপ্ন দেখি' রূপ-গোসাঞি করিল বিচার। সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার ॥ ব্রজপুর-লীলা একত্র কৈরাছি ঘটনা। দুইভাগ করি' এবে করিমু রচনা ॥

*   *   *   *

আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা। সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ **"কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাহাঁতে ॥"** এত কহি' মহাপ্রভু **মধ্যাহ্নে চলিলা। রূপ-গোসাঞি মনে কিছু** বিস্ময় হইলা ॥ **"জানিল পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু' আজ্ঞা হৈল। পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল ॥** পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা। 'দুইভাগ করি' এবে করিমু ঘটনা ॥"
—(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ১ম পঃ ৩৪, ৩৬, ৪০-৪৪, ৬৫-৬৬, ৬৮-৭০)।

একদিবস শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ লইয়া শ্রীরূপের গ্রন্থদ্বয় আলোচনা করেন। তাহাতে ললিত-মাধবের দ্বিতীয়াঙ্ক পর্য্যন্ত বিচারিত হইয়াছিল। বিদগ্ধমাধব তখন একপ্রকার সমাপ্ত হইয়াছিল। ললিত-মাধবের চতুর্থাঙ্ক হইতেও দুই একটি শ্লোক পঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, ১৪৩৮ শকাব্দায়ই বিদগ্ধ-মাধব ও ললিতমাধবের ব্রজলীলাংশ বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু বিদগ্ধমাধবগ্রন্থের শেষে লেখা আছে যে, ঐ গ্রন্থ ১৪৫৪ শকাব্দায় সম্পূর্ণ হয়। তাহার ৫ বৎসর পরে ললিতমাধব সমাপ্ত হয়। তখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রায় ৪ বৎসর অপ্রকট হইয়াছেন। এই গ্রন্থদ্বয়-বিচারে শ্রীরূপ-গোস্বামীর প্রায় বিংশতি বৎসর বিগত হয়।

এই দুইখানি নাটকগ্রন্থ শ্রীমদ্রূপগোস্বামীর পারমার্থিক বিভাবনা-শক্তির অপূর্ব্ব ফল। বিদগ্ধ-মাধবের সর্ব্বত্রই পারকীয় পরমরসের পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম উজ্জ্বলরসের ইহাতেই বিশ্রাম। গোলক-লীলাই যে শ্রীব্রজলীলা তাহা ইহাতে প্রদীপ্তরূপে প্রকাশিত আছে। নিত্যলীলাতে যাহা যাহা আবশ্যক, সেই

সমুদয় বিদগ্ধমাধবে প্রচুররূপে আছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য পারকীয় রসের অপূর্ব্ব-রূপ অবস্থান এই গ্রন্থে লক্ষিত হয়। যাঁহারা সেই সর্ব্বোচ্চরসে রসিক, তাঁহাদের এই নাটক পাঠে পরম সুখোদয় হয়। ঐ রসিকগণ দুই প্রকার, অর্থাৎ একাঙ্গ-আস্বাদক ও সর্ব্বাঙ্গ-আস্বাদক। একাঙ্গ-আস্বাদকেরা প্রায়ই কেবল বিদগ্ধ-মাধবের বিশেষ আদর করিয়া ললিত-মাধবকে দণ্ডবৎ প্রণামরূপ সম্ভ্রম করিয়া থাকেন। সর্ব্বাঙ্গ-আস্বাদকগণ উভয়গ্রন্থের তাৎপর্য্য বোধ করিয়া উভয়গ্রন্থে সমান সুখলাভ করেন। যে পর্য্যন্ত উভয়গ্রন্থের তাৎপর্য্য বোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত ললিত-মাধবকে আদর হয় না।

ভক্ত সী * * দাস ললিত-মাধব পাঠ করিয়া শ্রীমতী রাধিকার জল প্রবেশ-বার্ত্তায় ও পরে সত্যভামারূপে কৃষ্ণের সহিত বিবাহ সুখ না পাইয়া শ্রীরূপগোস্বামীর নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাববিরোধ দৃষ্টে খেদান্বিত হন।

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি॥

ভক্ত সী * * র চিত্তে যে সংশয় ও দুঃখ হইয়াছে, তন্নিবৃত্তির জন্য আমরা উভয় গ্রন্থের ভাল করিয়া আলোচনা করতঃ এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, উভয় গ্রন্থেরই একই সিদ্ধান্ত ও তাৎপর্য্য। শ্রীরূপের হৃদয় উভয় গ্রন্থেই তুল্যরূপে পারকীয় পরমরসে সিক্ত। বিদগ্ধমাধবে ঐ রসের অন্বয়রূপে আলোচনা, আবার ললিতমাধবে ঐ রসের ব্যতিরেকভাবে আলোচনা। যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের অপার অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসে স্নিগ্ধ তাঁহাদের উভয় গ্রন্থেই অখণ্ড রসপ্রাপ্তি হয়। ব্রজে যেরূপ সম্ভোগরস বৃদ্ধির জন্য বিপ্রলম্ভের উদয় এবং রাধার একান্ত প্রেম উজ্জ্বল করিবার জন্য চন্দ্রাবলীর প্রতিপক্ষতা, সেইরূপ দ্বারকায় ভাবভেদে নববৃন্দাবনে উদাত্ত নায়কের লালিত্য উদয়ের দ্বারা নূতন প্রকারের সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ অঙ্কিত করিয়াছেন। যেরূপেই হউক, স্বকীয় রসে সমর্থারতি নাই, কেবল সমঞ্জসা

রতির উত্থাপনা হইতে পারে, তাহাই এই নববৃন্দাবন-লীলায় প্রকাশ করিয়া ব্রজের নিত্য পারকীয় রসের প্রশংসা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ললিত-মাধবের দশমাঙ্কে নিম্নলিখিত পদগুলিতে শ্রীমতীর প্রার্থনাবাক্য কেবল ব্রজের পারকীয় রসের নিত্যতা সিদ্ধি করে।

সখ্যস্তা মিলিতা নিসর্গমধুর-প্রেমাভিরামীকৃতা
যামীয়ং সমগংস্ত সংস্তববতী শ্বশ্রূস্ত গোষ্ঠেশ্বরী।
বৃন্দারণ্য-নিকুঞ্জধাম্নি ভবতা সঙ্গোঽপ্যয়ং রঙ্গবান্
সংবৃত্তঃ কিমতঃ পরং প্রিয়তরং কর্ত্তব্যমত্রাস্তি মে॥

তথাপীদমস্ত—

চিরাদাশামাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়ো
বিদধ্যুর্মে বাসং মধুরিম-গভীরে মধুপুরে।
দধানঃ কৈশোরে বয়সি সখিতাং গোকুলপতে!
প্রপদ্যেথাস্তেষাং পরিচয়মবশ্যং নয়নয়োঃ॥

কিঞ্চ—

যা তে লীলাপদ-পরিমলোদ্গারি-বন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি-বেণু-বিহারম্॥

শ্রীকৃষ্ণও তাহাতে তথাস্ত বলিয়াছেন।

শ্রীবিদগ্ধমাধবের সপ্তমাঙ্কেও এইভাবে পৌর্ণমাসী দেবী প্রার্থনা করিয়াছেন,—

প্রথয়ন্ গুণবৃন্দমাধুরীমধিবৃন্দাবন-কুঞ্জ-কন্দরম্।
সহ রাধিকয়া ভবান্ সদা শুভমভ্যস্যতু কেলি-বিভ্রমম্॥

শ্রীমদ্রূপগোস্বামীর সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই নিত্য। শ্রীব্রজ-লীলা, মাথুর-লীলা ও দ্বারকা-লীলা সমস্তই নিত্য। প্রকট ও অপ্রকটভেদে লীলা দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুরূপ লীলাশক্তি লীলাকে প্রকট ও অপ্রকটভেদে

দ্বিবিধ করিয়া প্রকাশ করেন। যে লীলা প্রপঞ্চগোচর, তাহাই প্রকট। যাহা প্রপঞ্চ গোচর নয়, তাহাই—অপ্রকট। অপ্রকট-লীলায় ব্রজলীলা, মাথুর-লীলা ও দ্বারকা-লীলা আছে। ব্রজ ও মাথুর-লীলার অন্যতম নাম গোলোক-লীলা। দ্বারকা-লীলাকে বৈকুণ্ঠের শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বলিয়াছেন। যেরূপ অপ্রকট-লীলায় আছে, সেইরূপ প্রকট-লীলায়ও প্রকাশ পায়। যথা লঘুভাগবতামৃতে,—

তত্রাপি গোকুলে তস্য মাধুরী সর্ব্বতোঽধিকা॥

(শ্রীলঘু ভাঃ, পূর্ব্বখণ্ড ২৭৪)

তত্রৈব-

ধামস্য দ্বিবিধং প্রোক্তং মাথুরং দ্বার্ব্বতী তথা।
মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহুর্গোকুলং পুরমেব চ॥
যত্তু গোলোকনাম স্যাৎ তচ্চ গোকুলবৈভবম্॥

(শ্রীলঘু ভাঃ, পূর্ব্বখণ্ড ২৭৭)

অতএব ব্রজলীলাই প্রকট ও অপ্রকট অবস্থায় সর্ব্বোত্তম। প্রকট অবস্থায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোঽমুনা
তত্রাপ্যজনি বিস্ফূর্ত্তিঃ প্রাদুর্ভাবোপমা হরেঃ।
ত্রিমাস্যাঃ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ॥

(শ্রীলঘু ভাঃ, পূঃ খঃ ২৬৯)

লীলাভেদে দ্বারকা-গমনাদিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেবত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে,—

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্॥ – (শ্রীলঘু ভাঃ, পূঃ খঃ ২৬৮)

সেই লীলা ব্রজবাসীদের সম্বন্ধে স্বপ্নবৎ প্রকাশ পায়, যথা,—

ব্রজে বিহরমাণেঽস্মিন্ প্রাদুর্ভূয় হরৌ তদা।
ভবেৎ তস্য পুরে যাত্রা স্বপ্নবদ্ ব্রজবাসিনাম্॥—(ঐ—২৭০)

তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজ-পরিকরে দ্বারকাদৃষ্টি স্বপ্নবৎ ক্ষণিক। কৃষ্ণ যখন যে লীলা করেন, ব্রজবাসিগণ তাহাতেও ক্ষণিক সুখলাভ করিবার জন্য দ্বারকাদিতে গমন করেন। বৃষভানুপুত্রী ও তৎসহচরীগণের সেইরূপ কৃষ্ণবিরহে দ্বারকালীলা-সংযোগ কোন কোন পুরাণে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সেই ইঙ্গিত অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীরূপগোস্বামী ললিত-মাধব রচনা করিয়াছেন। দ্বারকায় স্বকীয় ভাবের রসাস্বাদন কৃষ্ণের পক্ষে নায়ক-ভেদ-প্রদর্শনমাত্র। সেরূপ নায়কত্ব দেখাইয়া কৃষ্ণ ব্রজলীলার মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান্ হইলেও সমর্থা রতির অভাবে তদবস্থায় নাগর-নাগরী উভয়ের ব্রজসুখ বাসনা হয়; যথা, শ্রীললিতমাধবে শ্রীরাধিকা,—

(স্মিতং কৃত্বা) বহিরঙ্গ-জনালক্ষ্যতয়া শ্রীগোকুলমপি স্ব-স্বরূপৈরলঙ্করবামেতি।—(শ্রীললিত-মাধব, ১০ম অঙ্ক ৩৭)

কৃষ্ণ বলিলেন, প্রিয়ে! তাহাই করি। একানংশা দেবী বলিয়াছেন,—

সখি রাধে! মাত্র সংশয়ং কৃথাঃ, যতো ভবত্যঃ শ্রীমদ্‌গোকুলে তত্রৈব বর্ত্তন্তে কিন্তু ময়ৈব কালক্ষেপার্থমন্যথা প্রপঞ্চিতম্। তদেতন্মনস্যনুভূয়তাং কৃষ্ণোঽপ্যেষ তত্র গত এব প্রতীয়তাম্॥

—(শ্রীললিতমাধব ১০ম অঙ্ক ৩৭)

তাৎপর্য্য এই যে, দ্বারকা-সঙ্গম স্বপ্নবৎ শ্রীযোগমায়া কর্ত্তৃক প্রত্যায়িত। স্বকীয় মধুরভাব শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নিত্য পারকীয় পুষ্টির জন্য শ্রীযোগমায়ার খেলামাত্র। (যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি।)

শ্রীবিদগ্ধমাধবের প্রথমাঙ্কে শ্রীপৌর্ণমাসী বলিয়াছেন যে, শ্রীগোপিকাদের বিবাহ বস্তুতঃ মিথ্যা, শ্রীযোগমায়া তাহা সত্যের ন্যায় প্রতীত করাইয়াছেন। সুতরাং গোপীদিগের অন্যের সহিত বা কৃষ্ণের সহিত বিবাহ সমস্তই মায়া-প্রত্যায়িত, সত্য নয়। শ্রীরাধা ও তৎকায়ব্যূহ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের পারকীয় নিত্যসখী। অনাদিকাল হইতেই রসের পুষ্টির জন্য নিত্য পারকীয় ভাবের অভিমান থাকায় গোলোকে ও ভৌমব্রজে তাঁহাদের স্বকীয় স্বভাব হয় নাই।

দ্বারকা ও বৈকুণ্ঠে বাসুদেবের সহিত তাঁহাদের লীলা কেবল স্বকীয়ভাবে, তাহাও স্বাপ্নিকবৎ তাঁহাদের একটি রঙ্গ-বিশেষ।

ব্রজলীলা—নিত্যা। নন্দনন্দন কৃষ্ণ কখনই ব্রজ ত্যাগ করিয়া কোথায়ও যান না। শ্রীমতী পরাশক্তি রাধিকাও স্বয়ংরূপে ব্রজ ত্যাগ করিয়া কোথায়ও যান না। তাঁহাদের প্রকাশ বিশেষ বাসুদেবের লীলানুমোদনের জন্য রুক্মিণ্যাদিরূপে প্রতীয়মান হ'ন, এই মাত্র। অতএব শ্রীমতীর জলপ্রবেশাদিলীলা কৃষ্ণবিরহে মৃতি ইত্যাদির ন্যায় স্বপ্নবৎ একটি দশা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বিকার-মধ্যে এই সকল লীলাও পরমানন্দের হেতু হইয়া থাকে।

আনন্দ-কুঞ্জ-সদনে নবখণ্ড-ধাম্নি
শ্রীরূপ-নাটক-ফলানি নিরূপয়ন্তি।
রাধা-পদাব্জরত-দুঃখনিবারণায়
মাঘেঽসিতাষ্টমদিনে হরিদাসদাসাঃ ॥

শ্রীললিতমাধবের পাত্রগণ

শ্রীনন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, শ্রীমধুমঙ্গল, শ্রীউদ্ধব, শ্রীনারদ, শ্রীগরুড়, শ্রীমাধব, সুনন্দ, অভিমন্যু, শ্রীভীষ্মক, শঙ্খচূড়, নৃপতিদ্বয়, সূত্রধার, শ্রীবিশ্বকর্ম্মা, শরৎ ও সুপর্ণ।

পাত্রীগণ

শ্রীরাধা, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, শ্রীবৃন্দা, শ্রীরোহিণী, শ্রীপৌর্ণমাসী, শ্রীকুন্দলতা, শ্রীযশোদা, শ্রীমাধবী, শ্রীনববৃন্দা, শ্রীচন্দ্রাবলী, শ্রীপদ্মা, শ্রীনান্দীমুখী, শ্রীসুকণ্ঠী, শ্রীতুলসী, শ্রীমালতী, শ্রীপিঙ্গলা, বিন্ধ্যবাসিনী বা একানংশা, কঞ্চুকী, ভার্গবী, জটিলা, শ্রীগার্গী, নটী, বৃদ্ধা, মুখরা, ধাত্রী, বকুলা ও ভারুণ্ডা।*

* শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পুঁথিশালায় ললিতমাধব-নাটকের একটি পুঁথি আছে।

৯। **শ্রীদানকেলিকৌমুদী**—উপরূপকভেদের অন্তর্গত 'ভাণিকা'-নামক শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-রচিত একাঙ্ক নাটক। বিশ্বনাথ-কবিরাজ-কৃত 'সাহিত্য-দর্পণে' (৬, ৩০৮-৩১৩) 'ভাণিকা'র লক্ষণ এইরূপ আছে,—

ভাণিকা শ্লক্ষ্ণনেপথ্যা মুখনির্ব্বহণান্বিতা।
কৈশিকীভারতীবৃত্তিযুক্তৈকাঙ্কবিনির্ম্মিতা॥
উদাত্তনায়িকা মঞ্জুপুরুষাত্রাঙ্গসপ্তকম্।
উপান্যাসোঽথ বিন্যাসো বিরোধঃ সাধ্বসং তথা॥
সমর্পণং নিবৃত্তিশ্চ সংহার ইতি সপ্তমঃ।

'ভাণিকা'নামক উপরূপকে বসনাদিবেশের সূক্ষ্মতা থাকিবে। উহাতে 'মুখ' ও 'নির্ব্বহণ'-সন্ধি, কৈশিকী ও ভারতীবৃত্তি, একটিমাত্র অঙ্ক, উৎকৃষ্ট নায়িকা, উত্তম নায়ক ও সাতটি অঙ্গ থাকিবে। এই সাতটি অঙ্গের নাম—উপন্যাস, বিন্যাস, বিরোধ, সাধ্বস, সমর্পণ, নিবৃত্তি ও সংহার।

শারদাতনয়-কৃত 'ভাবপ্রকাশন'-নামক নাট্যশাস্ত্র-গ্রন্থে প্রদত্ত লক্ষণের সহিত শ্রীদানকেলিকৌমুদীর অধিকতর সাদৃশ্য আছে। শেষোক্ত গ্রন্থের মতে ভাণিকার বিষয়বস্তু হইবে—শ্রীহরির চরিত ; ইহাতে শৃঙ্গাররস অঙ্গী, নৃত্য ও সঙ্গীত অঙ্গ হইবে এবং চতুর পরিহাস-বাক্য থাকিবে।

শ্রীদানকেলিকৌমুদীর ১ম শ্লোকে 'শ্রীরাধার দৃষ্টি বৈষ্ণবগণের কল্যাণবিধান করুন', ২য় শ্লোকে 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ জয়যুক্ত হউক'—এইরূপ উক্তি আছে। ৪র্থ অনুচ্ছেদ হইতে ৭ম অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত সূত্রধার নন্দীশ্বরপর্ব্বতের উপত্যকায় মনোজ্ঞভাবশালী বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রেমবিবশতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৮ম অনুচ্ছেদে শ্রীনন্দনন্দনের প্রেমকলহ আত্মারামগণকেও ব্রহ্মানন্দ হইতে আকর্ষণ করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ প্রেমানন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ তিরস্কৃত'—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ১০ম অনুচ্ছেদে সূত্রধার নিজাভীষ্টদেবতার অনুসরণপূর্ব্বক ভাণিকার মঙ্গলাচরণের অবতারণা করিয়াছেন।

মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি এই,—

নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দম্।
নিজরূপোৎসবদায়ী **সনাতনাত্মা** প্রভু র্জয়তি ॥

—(শ্রীদানকেলিকৌমুদী—১১)

যাঁহার শ্রীনামদ্বারা রসজ্ঞ ভক্তগণ আকৃষ্ট হন, যিনি নিজচরিতদ্বারা শ্রীনন্দ-মহারাজের অথবা সাধুবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, যিনি স্বীয় সৌন্দর্য্যদ্বারা (ভক্তগণের) (আনন্দ) উৎসব বিধান করেন, যাঁহার শ্রীবিগ্রহ নিত্য—সনাতন, সেই প্রভু (শ্রীকৃষ্ণ) জয়যুক্ত হউন।

[পক্ষে] যাঁহার জিহ্বা শ্রীনামদ্বারা আকৃষ্ট, যাঁহার চরিত্র সজ্জনগণের আনন্দ বিধান করে, যিনি শ্রীরূপের (আনন্দ-) উৎসব-বিধাতা এবং যিনি 'সনাতন'-নামক বিগ্রহধারী (অর্থাৎ 'শ্রীসনাতন'-নামে প্রসিদ্ধ) সেই (মদীয়) প্রভু জয়যুক্ত হউন।

শ্রীবসুদেব নিজপুত্র শ্রীবলরামের ও মিত্রপুত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শান্তি কামনা করিয়া গর্গের জামাতা ভাগুরিকে প্রতিনিধিরূপে বরণপূর্ব্বক বনের মধ্যে এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধা তাঁহার সখীগণ-পরিবৃতা হইয়া গুরু-বর্গের অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের তটবর্ত্তী যজ্ঞমণ্ডপে হৈয়ঙ্গবীন (সদ্য প্রস্তুত ঘৃত) বিক্রয় করিবার জন্য গমন করেন। ইহা পূর্ব্বাহ্নেই শ্রীপৌর্ণমাসী শ্রীনান্দী-মুখীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোবর্দ্ধনে দানঘাটের রক্ষকরূপে শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সহচরীগণের নিকট শুল্ক দাবী করেন। এই ঘটনা লইয়াই ভাণিকা আরম্ভ হয়। অবশেষে পৌর্ণমাসী মধ্যস্থা হইয়া যথাযোগ্য শুল্কদানের ব্যবস্থা করেন। এই গ্রন্থের উপান্তশ্লোকদ্বয়ে (১১৪) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীপৌর্ণমাসীর প্রার্থনা এই,—

সহচরীকুলসঙ্কুলয়া গুণৈরধিকয়া সহ রাধিকয়ানয়া।
ত্বমিহ নর্ম্মসুহৃম্মিলিতঃ সদা ঘটয় মাধব ঘট্টবিলাসিতাম্ ॥

রাধাকুণ্ডতটীকুটীরবসতিস্ত্যক্ত্বান্যকর্ম্মা জনঃ
সেবামেব সমক্ষমত্র যুবয়ো র্যঃ কর্ত্তুমুৎকণ্ঠতে।
বৃন্দারণ্যসমৃদ্ধিদোহদপদক্রীড়াকটাক্ষত্ব্যতে
তর্ষাখ্যস্তরুরস্য মাধব ফলী তূর্ণং বিধেয়স্ত্বয়া॥

হে মাধব! তুমি সহচরীবৃন্দ-পরিবেষ্টিতা গুণপ্রবরা এই শ্রীরাধিকার সহিত নর্ম্মসখাগণের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদা ঘট্টবিলাস কর।

আর একটি প্রার্থনা এই,—শ্রীবৃন্দারণ্যবাসিমাত্রেরই অভীষ্টপূরণবিষয়ে লীলায় (কৃপা-) কটাক্ষপাতকারী হে মাধব! যিনি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাদের (অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) সাক্ষাৎ সেবা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত, তাঁহার (অর্থাৎ সেই শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী শ্রীরঘুনাথদাসের) মনোরথতরুকে ফলবান্ কর।

শেষোক্ত শ্লোকে "রাধাকুণ্ডতটীকুটীরবসতিস্ত্যক্ত্বান্যকর্ম্মা" বাক্যের দ্বারা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু লক্ষিত হইয়াছেন। মূল গ্রন্থের শেষে গ্রন্থের রচনা-বিষয়ে নির্দেশ ও গ্রন্থের নির্ম্মাণকাল-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয়,—

গ্রথিতা সুমনঃসুখদা যস্য নিদেশেন ভাণিকা-স্রগিয়ম্।
তস্য মম প্রিয়সুহৃদঃ কুণ্ডতটীং ক্ষণমলঙ্কুরুতাম্॥

গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমন্বিতে।
নন্দীশ্বরে নিবসতা ভানিকেয়ং বিনির্ম্মিতা॥

যাঁহার আদেশে সজ্জনগণের সুখদ এই ভাণিকারূপ মাল্য গ্রথিত হইল, সেই আমার প্রিয় বান্ধবের শ্রীকুণ্ডতটপ্রদেশ (ইহা) ক্ষণকালের জন্য অলঙ্কৃত করুক। নন্দীশ্বরে বাসকালে মৎকর্ত্তৃক ১৪৭১ শকে এই ভাণিকা রচিত হইল।

বহরমপুরের মুদ্রিত সংস্করণে 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী'র শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর টীকা বলিয়া যাহা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় এইরূপ আছে,—"তস্য প্রিয়সুহৃদঃ শ্রীরাধাকুণ্ডবাসিনঃ শ্রীরঘুনাথদাসস্যেত্যর্থঃ।"

'অঙ্কস্য বামা গতিঃ'—এই নিয়মানুসারে শ্রীদানকেলিকৌমুদীর রচনার

সমাপ্তিকাল ১৪৭১ শক বা ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দ হয়। অঙ্কের বামা গতির নিয়ম ছাড়িয়া দিলে গ্রন্থের রচনাকাল ১৪১৭ শক বা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু দুইটি বিভিন্ন মতে শ্রীল রূপপ্রভুর আবির্ভাব-কাল যথাক্রমে ১৪১১ শক (১৪৮৯ খৃঃ) ও ১৪১৫ শক (১৪৯৩ খৃঃ) হওয়ায় শ্রীদানকেলিকৌমুদীর রচনাকালে শ্রীরূপের বয়ঃক্রম হয় ৬ বৎসর, না হয় ২ বৎসর হইয়া দাঁড়ায়। যদিও ২ বা ৬ বৎসর বয়সে অতিমর্ত্ত্য মহাজন শ্রীরূপের নাটক-রচনা অসম্ভব নহে, [এই প্রসঙ্গে ৭ বৎসর বয়সে শ্রীল কবিকর্ণপূরের আর্য্যা-চ্ছন্দে শ্লোক-রচনার কথা স্মরণীয় (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৬।৭৫)।], তথাপি গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোকের টীকায় ইহা রাধাকুণ্ডতটবাসী শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর নির্দ্দেশানুসারে রচিত বলিয়া উক্ত হওয়ায় গ্রন্থরচনাকাল ১৪১৭ শক ধরিলে শ্রীরূপের ২ বা ৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিপ্রভুর প্রাকট্যের পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার বাহ্যবিচারে সম্ভবপর নহে। কিন্তু গ্রন্থ-সমাপ্তিকাল ১৪৭১ শক (১৫৪৯ খৃঃ) ধরিলে ১৪২৮ শকে (১৫০৬ খৃষ্টাব্দে) আবির্ভূত শ্রীল দাসগোস্বামীর নির্দ্দেশে ভাণিকা-রচনা সম্ভব হয়। ১৪৬৩ শক বা ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীদানকেলিকৌমুদীর কোন কোন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া এই তারিখ অসম্ভব, এরূপ বলা যায় না। হয় ত' শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ভাণিকা-রচনার সম-সময়ে বা কিঞ্চিৎ পরে শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-রচনা আরম্ভ করিয়া সেই সময় পর্য্যন্ত রচিত ভাণিকার কিয়দংশ হইতে কোন কোন শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন এবং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-রচনা শেষ করিয়া পরে ভাণিকার শেষাংশ-রচনা সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীদানকেলি-কৌমুদীর মুদ্রিত সংস্করণে মোট ৪১৪টি অনুচ্ছেদ আছে, কিন্তু শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে ৭, ৫৫, ৭৯ ও সর্ব্বোর্দ্ধে ১১৭ অনুচ্ছেদ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'স্বর' শব্দে 'তিন' সংখ্যাকেও (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই তিনটি স্বর) বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ১৪৩১ শক ধরিলে গ্রন্থরচনাকালে শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর বয়ঃক্রম ৩ বৎসর হয়।

শ্রীদানকেলিকৌমুদীর পাত্রগণ

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমধুমঙ্গল, শ্রীঅর্জ্জুন, শ্রীসুবল, শ্রীউজ্জ্বল, সূত্রধার ও নট।

পাত্রীগণ

শ্রীরাধা, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, শ্রীচম্পকলতা, শ্রীচিত্রা, শ্রীনান্দীমুখী, শ্রীবৃন্দা, শ্রীপৌর্ণমাসী।

১০। **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু**—শ্রীগৌড়ীয়রসসাহিত্য-কল্পতরুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গলিতফল ও ভক্তিরসের বিজ্ঞানশাস্ত্রই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীলরূপ গোস্বামিপ্রভুর হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক এই রসতত্ত্ব জগদ্বাসিকে দান করিয়াছেন। "বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ। সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্॥"—সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেরূপ (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক ভগবত্তত্ত্ব) প্রেরণা করিয়াছিলেন, সেইরূপ রূপগোস্বামীতে সমুৎসুক হইয়া নিজ-শক্তি সঞ্চারণ পূর্ব্বক কালধর্ম্মে লুপ্ত (হইয়াছে যে) বৃন্দাবনের রসকেলিবার্ত্তা (তাহা) বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈঃ চঃ মঃ।১৯।১।

এই গ্রন্থে মোট ২১৪১ শ্লোক আছে, ইহা ১৪৬৩ শকাব্দায় রচিত। এই গ্রন্থের তিনটী টীকা আছে—(১) শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু কৃতা **'দুর্গমসঙ্গমনী'**, (২) শ্রীমন্ মুকুন্দদাস গোস্বামি-কৃতা **'অর্থরত্নাল্পদীপিকা'**, (৩) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃতা—**'ভক্তিসার-প্রদর্শিনী'**। *

এই গ্রন্থে প্রাচীন ভাগবত এবং পঞ্চরাত্র মতের ভক্তিসিদ্ধান্তমধ্যে গৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত যেন বীজরূপে নিহিত আছে, তাহা প্রকাশ লাভ করিয়াছে যেমন,—**ভক্তির লক্ষণ**—গৌড়ীয় ভক্তিরসসিদ্ধান্তাচার্য্যমণি শ্রীল রূপপাদ এই গ্রন্থে বলিয়াছেন—'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতং। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুচ্যতে'। ইহার প্রমাণস্বরূপ পঞ্চরাত্র শ্লোক, 'সর্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং

---

* 'শ্রীশ্রীভক্তিরস-কল্লোলিনী'—নামক সুন্দর পয়ার অনুবাদ আছে।

তৎপরত্বেন নির্ম্মলং। হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।' তাহার পর ভাগবতের (৩।২৯।১৩-১৪) শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—'অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে। সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈক্যমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ॥ ইত্যাদি শ্লোকের বর্ণিত অভিপ্রায়ের সহিত সামঞ্জস্য আছে। **প্রেমের লক্ষণ** ভক্তিরসামৃতে—(১।৪।১) "সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥" ইহার প্রমাণ-স্বরূপে নারদপঞ্চরাত্রে—"অনন্য-মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ॥"

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ সরস ও বিশুদ্ধ ভজনের উপায় প্রদর্শক; ইহার মর্ম্মানুসারে জীবনের কার্য্য নিয়মিত হইলে সাধক আনন্দবৃন্দাবনের মধুময় রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। ইহাতে ভক্তিরূপা উচ্চতমা চিদ্‌বৃত্তির ধর্ম—প্রেমানন্দ-লহরীর ক্রমবর্দ্ধমান আস্বাদন চাতুর্য্য ও মাধুর্য্যতা বিশেষ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। বিষয় বিভাগের নৈপুণ্য, সরস কবিত্ব, সূক্ষ্ম-দার্শনিকত্ব, শ্রেষ্ঠতম সাধন ভজনের উপায়-প্রদর্শকত্বাদি একাধারে দেখিতে ইচ্ছা করিলে এই গ্রন্থানুশীলনই অবশ্য কর্ত্তব্য।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাধন যে অতীব সরস ও পবিত্রতার সুদৃঢ়তম ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, এই গ্রন্থপাঠে তাহাই বিনিশ্চিত হইবে*। সাধনার প্রথমে কি

* হিন্দী ভক্তমাল—(বাঙ্গালীর ভক্তিভাব সম্বন্ধে) যো ভাব ঔর প্রেম উস্ দেশকে রহনে-বালোঁকা শ্রীবৃন্দাবনমে দেখা, লিখা নহী যা শকতা। অব্‌ভী বৃন্দাবনমে আধে বেহী লোক হৈঁ। ভগবৎ-ভজন ঔর কীর্ত্তনমে রহতে হৈঁ॥ আরও শ্রীনাভা দাসজী জানাইয়াছেন,—

কোনও সময় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ পাঠ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহা শ্রবণ করিতে করিতে প্রায় সমগ্র শ্রোতৃবর্গই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীল কবি কর্ণপূর গোস্বামী শ্রীল রূপপাদকে পাখা দ্বারা হাওয়া করিতেছিলেন। কবি কর্ণপূর দেখিতেছেন যে,—প্রভুর পাঠ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সমস্ত শ্রোতা অধীর হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু প্রভু ত' নিশ্চলভাবেই অবস্থান করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন—এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ইতি মধ্যে বাতাস করিতে করিতে হঠাৎ শ্রীকবিকর্ণপূরের দক্ষিণ হস্ত শ্রীল রূপপাদের নাসাগ্রে ক্ষণকালের জন্য

প্রকারে অসংযত চিত্তবৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া বৈধী ভক্তির সাহায্যে শ্রীভগবদ্-চরণে সমাকৃষ্ট করিতে হয়, বৈধীর সুবিধানে কি প্রকারে চিত্ত সুনির্ম্মল হইয়া শ্রীভগবানে রতির উদয় হয় এবং সেই রতিই বা কি প্রকারে রাগানুগায় পরিণত হইয়া সংসার-সুখে বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনকেই একমাত্র সুখকররূপে প্রতিভাত—করায় এই গ্রন্থরত্নে তাহারই বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। রাগানুগা ভক্তি কি প্রকারে ভাবভক্ত্যাদিতে সঞ্চারিত হয়, কি প্রকারে সাধক ব্রজভাব-লাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়; ভাব, অনুভাব, বিভাবাদির স্বরূপ, এই সকল বিষয় সাহিত্যিক রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হইলেও কি প্রকারে আমরা স্বয়ং অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের ভজন-পথে এই সকল রসশাস্ত্রের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রেমানন্দ-সেবারসসুখ-সিন্ধুতে নির্ব্বিঘ্নে অবগাহন করিতে পারি, সেই দিব্য আনন্দময় নিত্যলীলাবিগ্রহ-রতনমণির চরম ও পরম উজ্জ্বল নবনব স্বরূপাদির দর্শনের আশা আমরা এই গ্রন্থসিন্ধুদ্বারেই করিতে পারি। এক কথায় ইঁহাকে শ্রীগৌড়ীয়-রসসাহিত্য-কল্পতরুর সর্বোৎকৃষ্ট 'গলিত ফল' ও প্রেমভক্তিরসের বিজ্ঞানশাস্ত্র বলিতে পারা যায়।

গৌড়ীয় লক্ষণই যে শ্রেষ্ঠ তাহার তুলনা করিলে দেখা যায়,—শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ 'বেদার্থসার-সংগ্রহে' মোক্ষোপায় সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের ৩।৮।৯—'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্, বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥' বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮ম পঃ রায় রামানন্দ-প্রসঙ্গে ইহাকে 'বাহ্য' * বলিয়াছেন।

যাওয়ায় নাসা হইতে যে তীব্র গরম বাতাস বহির্গত হইয়া শ্রীকর্ণপুরের হস্তে লাগিয়াছিল, তাহাতে হস্তে অগ্নিদগ্ধের ন্যায় ফোস্‌কা ব্রণ পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীল রূপপাদ এবং বৈষ্ণব শ্রোতাগণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল কবিকর্ণপুরের অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসের মাহাত্ম্যের প্রতি প্রগাঢ় আবেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

* বাহ্য—বহ ধাতু প্রাপণে। অর্থাৎ যথাযথ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালন দ্বারা শ্রীহরি তোষণ হইলেও তাহা শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ সম্বন্ধে নিতান্ত বাহিরের কথা। বাহ্য—বহনীয়, করণীয়।

ভাগবত, পঞ্চরাত্র, নারদীয়-ভক্তিসূত্র এবং শাণ্ডিল্য-সূত্রের ভক্তিলক্ষণ হইতেও গৌড়ীয়গণের ভক্তিলক্ষণ শ্রেষ্ঠ যথা—নারদীয় ভক্তিসূত্রে—'সা কস্মৈচিৎ পরম-প্রেমরূপা'। 'সা তু কর্ম-জ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।' (৪র্থ অনু) শাণ্ডিল্যসূত্রে—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' নারদসূত্রের 'কস্মৈ' শব্দ এবং শাণ্ডিল্যসূত্রের 'ঈশ্বর' শব্দ হইতে শ্রীল রূপপাদের 'কৃষ্ণ' শব্দ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরস-ব্যঞ্জক। শ্রীপঞ্চরাত্রের 'হৃষীকেশ' শব্দ এবং ভাগবতের 'পুরুষোত্তম' শব্দ হইতে 'কৃষ্ণ' শব্দ উত্তমভাবের ব্যঞ্জক। পঞ্চরাত্রের 'অনন্যমমতা' 'সঙ্গতামমতা' শব্দদ্বয় হইতে প্রেমলক্ষণে 'সম্যক্ মসৃণিত' 'অতিশয়াঙ্কিত' শব্দদ্বয় হৃদয়গ্রাহী। পঞ্চরাত্রের 'সেবন' শব্দে কেবল সেবার কথা আছে, শ্রীরূপপাদ সেই স্থলে 'আনুকূল্য' শব্দটী ব্যবহার করিয়া আরও উত্তমভাব **প্রকাশ** করিয়াছেন। শান্তাদি পঞ্চপ্রকার ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও অবান্তর বিভাগ প্রভৃতির বর্ণনা সম্বন্ধে অলঙ্কার শাস্ত্রের সাহায্যে অতীব সুন্দর করিয়াছেন তাঁহার প্রতিভা সকলকেই বিমুগ্ধ ও বিস্মিত করে। *

গ্রন্থ-বিশ্লেষণ—† অখিল-রসামৃতসিন্ধু **শ্রীকৃষ্ণকে** কেন্দ্র করিয়াই শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশভেদসমূহেও নিখিল অপ্রাকৃত রসের একত্র সমাবেশ হয় না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব এবং শ্রীরাধাই পরম দেবতা। আর শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই গ্রন্থ-রচনায় প্রযোজক-কর্ত্তা। **অধিকারী**—মুক্তি স্পৃহাবর্জিত কর্মজ্ঞান বিচার শূন্য ভক্তগণই এই গ্রন্থ পাঠের অধিকারী। **পূর্ববিভাগ—(প্রথম লহরী)**—অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদিদ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যতাময় শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি। ভক্তি দ্বিধা—শুদ্ধা ও মিশ্রা। শুদ্ধাভক্তি ত্রিবিধা—(১) সাধন-ভক্তি, (২) ভাব-ভক্তি, (৩) প্রেম-ভক্তি। সাধন ভক্তির উদ্‌গমে ইহা ক্লেশঘ্নী ও

---

* 'আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ'—৮৯৩-৮৯৭, ৮৯৮, ৯০৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ (দর্শন-শাখায়) শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিস্তৃত ভাবেই বর্ণন করিয়াছেন। ইঁহাদের ভক্তির বিচারাদি প্রায় একই রূপ।

শুভদা, ভাবভক্তির উদয়ে মোক্ষলঘুতাকৃৎ ও সুদুর্লভা এবং প্রেমভক্তির উদয়ে সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। আর মিশ্রা হইল কর্মমিশ্রা, জ্ঞান-মিশ্রা, যোগতপস্যাদিমিশ্রা। (**দ্বিতীয়লহরী**)—কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ হইলেও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়জ ব্যাপারদ্বারা উহার আবির্ভাব হয় বলিয়া প্রথমাবস্থাকে **সাধন-ভক্তি** বলা হয়। ইহা দ্বিবিধা—(১) বৈধী, (২) রাগানুগা। অধিকারানুযায়ী বৈধী-সাধন ভক্তিও তিন প্রকার—(ক) উত্তম, (খ) মধ্যম, (গ) কনিষ্ঠ। এই সাধন ভক্তির ৬৪ অঙ্গ। **অন্বয়ভাবে** ১০—(১) শ্রীগুরুপাদাশ্রয়, (২) শ্রীকৃষ্ণ-দীক্ষাদিশিক্ষা, (৩) বিশ্বাসসহকারে শ্রীগুরুসেবা, (৪) সাধুমার্গানুগমন, (৫) সদ্ধর্ম-জিজ্ঞাসা, (৬) শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিতে ভোগাদি ত্যাগ, (৭) ভক্তিতীর্থে বাস, (৮) যাবৎ-নির্বাহ প্রতিগ্রহ, (৯) হরিবাসর-সম্মান, (১০) ধাত্রী-অশ্বত্থ-গো-বিপ্র প্রভৃতির সম্মান দান। **ব্যতিরেকভাবে** ১০—(১) বহির্মুখ-সঙ্গত্যাগ, (২) অনধিকারী ব্যক্তি শিষ্যকরণত্যাগ, (৩) ভক্তিগ্রন্থ ব্যতীত অন্য বহু শাস্ত্রাভ্যাস-বর্জন, (৪) বহ্বাড়ম্বর-ত্যাগ, (৫) ব্যবহারে অকার্পণ্য, (৬) শোকাদির অবশীভূততা, (৭) অন্য দেবাদির নিন্দা পরিহার, (৮) অন্য জীবকে উদ্বেগ না দেওয়া, (৯) সেবা ও নামাপরাধ বর্জন, (১০) কৃষ্ণ ও ভক্তগণের নিন্দাবিদ্বেষাদি শ্রবণ না করা। বৈষ্ণব-চিহ্নাদি ধারণ ৬৪টি অঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচটী—সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীবিগ্রহ-সেবা। (এই ৬৪ প্রকার ভক্তির বিবরণ চৈঃ চঃ, শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)। বৈরাগ্য দুই প্রকার—যুক্ত ও ফল্গু। একাঙ্গা ও অনেকাঙ্গা ভেদে ভক্তির দুই ভাবে অনুষ্ঠান প্রথা আছে। সাধনভক্তির অঙ্গসমূহ ৬৪ ভাগে বিভক্ত হইলেও স্বরূপতঃ নয়টি বিভাগ (১) **শ্রবণে**—পরীক্ষিত, (২) **কীর্ত্তনে**—শুকদেব, (৩) **স্মরণে**—প্রহ্লাদ, (৪) **পাদসেবনে**—শ্রীলক্ষ্মীদেবী, (৫) **অর্চনে**—পৃথু, (৬) **বন্দনে**—অক্রূর, (৭) **দাস্যে**—হনুমান, (৮) **সখ্যে**—অর্জ্জুন, (৯) **আত্ম-নিবেদনে**—বলিমহারাজ। অনেকাঙ্গা ভক্তির যাজন—শ্রীল ভরত মহারাজ, শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতিতে

লক্ষিত। সেবাপরাধ—আগমশাস্ত্রে ৩২, আবার—বরাহ-পুরাণাদিমতে—৪০। **নামাপরাধ**—দশটী (১) সাধু-নিন্দা, (২) শিবকে বৈষ্ণবোত্তম না জানিয়া স্বতন্ত্র দেবতাবুদ্ধি, (৩) শ্রীগুরুতে প্রাকৃত মর্ত্ত্য বুদ্ধি, (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা, (৫) নাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদ কল্পনা, (৬) নামে কল্পিত বুদ্ধি, (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) ধর্ম্মব্রতাদির সহিত নামের সাম্য মনন, (৯) অশ্রদ্ধালু, বিমুখকে নামোপদেশ, (১০) নাম মাহাত্ম্য জানিয়াও তাহাতে অনুরাগাভাব। রাগাত্মিকা সাধ্যভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপাভেদে দ্বিবিধা। কামরূপা—শ্রীব্রজ-দেবীগণে, কুব্জাতে কিন্তু কামপ্রায়া।—সম্বন্ধরূপা শ্রীনন্দযশোদাদিতে। রাগানুগা সাধনভক্তিও দ্বিবিধা—(১) কামানুগা, (২) সম্বন্ধানুগা। কামানুগা দ্বিবিধা—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তদ্ভাবেচ্ছাময়ী। সম্বন্ধানুগা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে চতুর্বিধা। (**তৃতীয় লহরীতে**) – ভাবভক্তি তিন প্রকারে আবির্ভূত হয়—(১) সাধনাভিনিবেশজ, (২) শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদজ, (৩) ভক্ত-প্রসাদজ। প্রথমটিতে বৈধ ও রাগানুগ দুই ভেদ। দ্বিতীয়, তিন প্রকারের—বাচিক, দর্শনজ ও হার্দ। ভাবোদয়ের লক্ষণ—(১) ক্ষান্তি, (২) অব্যর্থকালত্ব, (৩) বিরক্তি, (৪) মানশূন্যতা, (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) নামগানে সদারুচি, (৮) কৃষ্ণগুণ বর্ণনে আশক্তি ও (৯) কৃষ্ণতীর্থে প্রীতি। ভোগেচ্ছা বা মোক্ষেচ্ছা থাকিলে বাহ্যিক ভাবের আকৃতি প্রদর্শনেও প্রকৃত রতি হয় না—উহাকে **রত্যাভাস** বলে। উহা প্রতিবিম্ব ও ছায়াভেদে দুই প্রকার। (**চতুর্থ-লহরীতে**) – প্রেমভক্তি দ্বিবিধ – ভাবোত্থ ও শ্রীকৃষ্ণের অতি-প্রসাদোত্থ। প্রথমটির দুই ভেদ—বৈধ ও রাগানুগা এবং দ্বিতীয়টীও মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্ত ও কেবল মাধুর্য্যময় হিসাবে দুই প্রকার। প্রেমোদয়ের **প্রায়িক ক্রম**—(১) শ্রদ্ধা, (২) **সাধুসঙ্গ,** (৩) ভজনক্রিয়া, (৪) অনর্থ-নিবৃত্তি, (৫) নিষ্ঠা, (৬) রুচি, (৭) আসক্তি, (৮) ভাব, (৯) প্রেম।

দক্ষিণ বিভাগ (প্রথম লহরীতে) বিভাব প্রথমতঃ আলম্বন ও উদ্দীপন-রূপে দ্বিবিধ, আলম্বন—বিষয় (শ্রীকৃষ্ণ) ও আশ্রয় (কৃষ্ণভক্ত)। **শ্রীকৃষ্ণের**

গুণ-বৈশিষ্ট্য—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্বসুলক্ষণযুক্ত, (৩) রুচির, (৪) মহাতেজা, (৫) বলীয়ান্ (৬) কিশোর বয়স্ক, (৭) বিবিধ অদ্ভুত ভাষাবিৎ, (৮) সত্যবাক্য, (৯) প্রিয়ম্বদ, (১০) বাবদূক, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্. (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল সুপাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রচক্ষু, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির (২৪) দান্ত, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্. (২৮) সমদর্শন, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ (৩৪) সরল, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগত পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তসুহৃৎ, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্বশুভঙ্কর, (৪২) প্রতাপী. (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) সকলের অনুরাগভাজন, (৪৫) সাধুপক্ষাশ্রিত, (৪৬) নারীগণমনোহারী, (৪৭) সর্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) বরীয়ান্. (৫০) ঐশ্বর্য্যাশালী। এই পঞ্চাশটী গুণ জীবে বিন্দু বিন্দু থাকিলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণরূপেই আছে। ইহার সঙ্গে, আর পাঁচটি গুণ—(১) সদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, (২) সর্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনূতন, (৪) স্বচ্চিদানন্দস্বরূপ, (৫) সর্বসিদ্ধিনিবেবিত। এই ৫৫টী গুণ শিবাদি দেবতায় অংশতঃ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণভাবেই বিরাজমান। ইহার সহিত আর পাঁচটিগুণ—(১) অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, (২) কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ (৩) অবতারাবলীবীজ, (৪) হতশত্রুদের গতিদায়ক, (৫) আত্মারামগণাকর্ষী। এই ৬০টী গুণ শ্রীনারায়ণাদি স্বরূপে বর্ত্তমান। ইহার অতিরিক্ত আরও চারিটীগুণ—(১) সর্বলোক চমৎকারকারী **লীলাকল্লোল** সমুদ্র,—(২) অতুলনীয় শৃঙ্গার-**প্রেমের** শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠগণযুক্ত, (৩) ত্রিজগতের মনোমোহিনী মুরলী গীতকারী ও (৪) অসমোর্দ্ধ রূপ-মাধুর্য্যশালী। এই চৌষট্টী গুণ পরিপূর্ণভাবে একমাত্র পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণেই বর্ত্তমান, অন্য কাহাতেও নহে। আশ্রয়াবলম্বন শ্রীরাধার ২৫টী গুণ –(৪। ১১-১৮ উজ্জ্বলে ও বর্ণিত) (১) মধুরা, (২) নববয়াঃ, (৩) চঞ্চলকটাক্ষা, (৪) উজ্জ্বলস্মিতযুক্তা, (৫) চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা, (৬) সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, (৭) সঙ্গীতপ্রসারাভিজ্ঞা, (৮) রম্যবাক্, (৯) নর্মপণ্ডিতা, (১০) বিনীতা, (১১) করুণাপূর্ণা, (১২) বিদগ্ধা,

(১৩) পাটবান্বিতা, (১৪) লজ্জাশীলা, (১৫) সুমর্য্যাদা, (১৬) ধৈর্য্যশালিনী, (১৭) গাম্ভীর্য্যযুক্তা (১৮) সুবিকাশময়ী, (১৯) মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী, (২০) গোকুল-প্রেমবসতি, (২১) নিখিলজগতে উদ্দীপ্তযশোমণ্ডিতা, (২২) গুরুগণের পরম স্নেহ-পাত্রী, (২৩) সখীপ্রণয়াধীনা, (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা, (২৫) সন্ততাশ্রব-কেশবা। গুণপ্রকটনের তারতম্যে শ্রীহরি ও (১) পূর্ণ, (২) পূর্ণতর, (৩) পূর্ণতম **ত্রিবিধ আখ্যা** প্রাপ্ত হন। লীলাভেদে তিনি (১) ধীরোদাত্ত, (২) ধীরললিত, (৩) ধীরশান্ত, (৪) ধীরোদ্ধত এই চতুর্ভেদবিশিষ্ট হন। শ্রীহরিতে সত্ত্বভেদে অষ্টগুণ—(১) শোভা, (২) বিলাস, (৩) মাধুর্য্য, (৪) মাঙ্গল্য, (৫) স্থৈর্য্য, (৬) তেজঃ, (৭) ললিত, (৮) ঔদার্য্য। **সহায়** মধ্যে কৃষ্ণভক্ত দ্বিবিধ—সাধক ও সিদ্ধ। সিদ্ধগণের দুইভেদ—(১) সম্প্রাপ্তসিদ্ধ, (২) নিত্যসিদ্ধ। প্রথমটি আবার সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধভেদে দুইপ্রকার। **উদ্দীপন** ত্রিবিধ—গুণ, চেষ্টা ও প্রসাধন। গুণও ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। চেষ্টা—রাসাদিলীলা ও অসুরবধাদি। প্রসাধন—বসন, আকল্প ও মণ্ডনাদি। (**দ্বিতীয় লহরীতে**) অনুভাব—চিত্তস্থ ভাবের অববোধক বাহ্যিক ক্রিয়াবিশেষ। নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গীত, ক্রোশন, গাত্র-মোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভা, দীর্ঘনিঃশ্বাস, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কা প্রভৃতি। রক্তোদ্গম অতি বিরল। (**তৃতীয়ে**) সাত্ত্বিকভাবাবলী—(১) স্নিগ্ধা, (২) দিগ্ধা, (৩) রুক্ষা। (১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভেদ, (৫) বেপথু, (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু, (৮) প্রলয়। এই সকল অষ্টসাত্ত্বিক। সত্ত্বমূলক এই ভাবাবলি বৃদ্ধির তারতম্যে ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত হয়। মহাভাবে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকই সূদ্দীপ্ত হয়। চতুর্বিধ সাত্ত্বিকাভাস—(১) রত্যাভাস, (২) সত্ত্বাভাসজ, (৩) নিঃসত্ত্ব, (৪) প্রতীপ। (**চতুর্থে**) ব্যভিচারী—(১) নির্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মৃতি, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃত্যু, (১৬) আলস্য, (১৭) জড়তা, (১৮) ব্রীড়া (১৯) অবহিত্থা, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) নতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া,

(৩০) চাপল্য, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি, (৩৩) বোধ। ভাবাবলীর ৪ দশা, (১) ভাবসন্ধি, (২) ভাবশাবল্য, (৩) ভাবশান্তি, (৪) ভাবোৎপত্তি। (**পঞ্চম**)—স্থায়িভাব—**রস** মুখ্য ও গৌণ দুই প্রকার—মুখ্য পাঁচ প্রকার—(১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য, (৫) মধুর। গৌণ সাত প্রকার—(১) হাস্য, (২) অদ্ভুত, (৩) বীর, (৪) রৌদ্র, (৫) করুণ, (৬) ভয়ানক, (৭) বীভৎস। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব-কদম্ব যথাযথ মিশ্রিত হইয়াও রস হয়।

সপরিকর ভক্তি-বৈশিষ্ট্য

ভক্তি—(১) সাধন, (২) সাধ্য বা রাগাত্মিকা বা প্রেমভক্তি। সাধনভক্তি—(১) বৈধী, (২) রাগানুগা, বৈধীর ক্রম—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, **প্রেম**। রাগানুগার ক্রম—নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, **প্রেম**। এই প্রেম—(১) কামানুগা (মধুররস), (২) সম্বন্ধানুগা। কামানুগা—(১) সম্ভোগেচ্ছাময়ী, (২) তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী এই দুই প্রকার হইতেই—স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব হয়। সম্বন্ধানুগা—বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, শান্ত (সম্বন্ধহীন)। বাৎসল্য—স্নেহবৎ, রাগবৎ, অনুরাগ। সখ্য—স্নেহ, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ভাব (সুবলে)। দাস্য—স্নেহ, রাগ। শান্ত—(সম্বন্ধহীন)—প্রেম মাত্র।

সাধ্য বা রাগাত্মিকা বা প্রেমভক্তি (১) কামাত্মিকা (মধুররস), (২) সম্বন্ধাত্মিকা। কামাত্মিকার ক্রম—সম্ভোগেচ্ছাময়ী বা তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। সম্বন্ধাত্মিকা—বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, শান্ত। বাৎসল্য—স্নেহবৎ, রাগবৎ, অনুরাগ। সখ্য—স্নেহ, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব (সুবলে)। দাস্য—স্নেহ, রাগ। শান্ত—প্রেম মাত্র।

পশ্চিম বিভাগে—প্রথম হইতে পঞ্চম লহরীতে শান্তাদি মুখ্য পঞ্চরসের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই বিভাগের সন্নিবেশ প্রণালী প্রায়ই সমান। নিম্নে

তাহার সাধারণ পরিচয় দেওয়া হইল। (১) **শান্তরস**—স্থায়িভাব—শান্তি; গুণ—শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ-বুদ্ধি; বিষয়ালম্বন—চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি; আশ্রয়ালম্বন—আত্মারাম তাপস; উদ্দীপন—উপনিষৎ-শ্রবণ, নির্জন স্থানে বাস, বিষয়-ক্ষয় কামনা, বিশ্বরূপদর্শনে আদর, জ্ঞানমিশ্র ভক্তগণের সঙ্গ ইত্যাদি; অনুভাব—নাসাগ্রদৃষ্টি, অবধূত চেষ্টা, নিরপেক্ষতা, নির্ম্মমতা, মৌন, নিরহঙ্কার, দ্বেষরাহিত্য, জৃম্ভা ও অঙ্গমোটনাদি; সাত্ত্বিক-বিকার—প্রলয়, (ভূপতন) ব্যতীত স্তম্ভাদি; সঞ্চারিভাব—নির্ব্বেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, ঔৎসুক্য, আবেগ, বিতর্কাদি; মন্তব্য—শান্তরতি সমা ও সান্দ্রাভেদে দুই প্রকার। প্রথমটী অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে এবং দ্বিতীয়টী নির্বিকল্প সমাধিতে।

(২) **দাস্য বা (ক) সম্ভ্রমপ্রীতি**—স্থায়িভাব—দাস্য; গুণ—সেবা; বিষয়ালম্বন—গোকুলে দ্বিভুজ কৃষ্ণ অন্যত্র কখনও দ্বিভুজ কখনও বা চতুর্ভুজ। আশ্রয়ালম্বন—(ক) অধিকৃত ব্রহ্মাশিবাদি (খ) আশ্রিত কালিয়াদি (গ) পার্ষদ উদ্ধবাদি (ঘ) অনুগত লাল্যবর্গ। উদ্দীপন—মুরলী-ধ্বনি, শৃঙ্গ-ধ্বনি, সহস্যাবলোকন গুণ শ্রবণাদি। অনুভাব নির্দ্দিষ্ট স্বকার্য্যকরণ, আজ্ঞা-পালন, কৃষ্ণ-প্রণতজনের প্রতি মৈত্রী, নৃত্যাদি উদ্ভাস্বর, সুহৃদ্‌বর্গের প্রতি আদর, অন্যত্র বিরাগ। সাত্ত্বিক বিকার—স্তম্ভাদি অষ্ট; সঞ্চারিভাব—হর্ষ, গর্ব, ধৃতি, নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চিন্তা প্রভৃতি। মন্তব্য—(ক) আশ্রিত দাস—১—শরণাগত, ২—জ্ঞানিচর, ৩—সেবানিষ্ঠ; (খ) অনুগত দাস—পুরস্থিত সুচন্দ্র, মণ্ডল, স্তম্বাদি এবং ব্রজস্থিত—রক্তক-পত্রকাদি।

দাস্য (খ) গৌরবপ্রীতি—স্থায়িভাব—গৌরবপ্রীতি; গুণ—সেবা; বিষয়ালম্বন—মহাগুরু, মহাকীর্ত্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক ও পালকরূপে শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়ালম্বন—লাল্যবর্গ; উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ও ঈষৎ হাস্যাদি; অনুভাব—নীচাসনে উপবেশন, স্বেচ্ছাচার-ত্যাগ, প্রণাম, মৌনবাহুল্য, সঙ্কোচ, নিজ প্রাণব্যয়েও আজ্ঞাপালন, অধোবদনতা, স্থিরতা, কাসহাসাদি-বর্জন ইত্যাদি;

সাত্ত্বিকবিকার—স্তম্ভাদি অষ্ট ; সঞ্চারিভাব—পূর্ব্ববৎ ; মন্তব্য—(ক) কনিষ্ঠলাল্য সারণ, গদ প্রভৃতি (খ) পুত্রাভিমানী প্রদ্যুম্ন, সাম্ব প্রভৃতি।

(৩) **সখ্যরস** বা প্রেয়োভক্তিরস—স্থায়িভাব—সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভরতি ; গুণ—সম্ভ্রম রাহিত্য ; বিষয়ালম্বন—দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীনন্দনন্দন ; আশ্রয়ালম্বন—কৃষ্ণবয়স্যগণ (ক) পুরস্থ অর্জ্জুনাদি (খ) ব্রজস্থ শ্রীদামাদি ; উদ্দীপন—কৃষ্ণবয়স, রূপ, বেণু, পরিহাস, পরিক্রমাদি ; অনুভাব—বাহুযুদ্ধ, কন্দূকক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া, আসন, দোলা, জল-কেলি, বানরাদি সহ খেলা নৃত্যগীতাদি ; সাত্ত্বিকবিকার—স্তম্ভাদি অষ্ট দাস্য হইতে অধিকতর স্ফুরিত ; সঞ্চারিভাব—দাস্য হইতে অধিকতর ; মন্তব্য—(ক) ব্রজসখাগণ—সুহৃদ, বলভদ্রাদি (খ) সখা—দেবপ্রস্থাদি (গ) প্রিয় সখা—শ্রীদাম ইত্যাদি (ঘ) প্রিয় নর্মসখা—উজ্জ্বল, সুবলাদি।

(৪) **বাৎসল্যরস**—স্থায়িভাব—বাৎসল্য ; গুণ—স্নেহ ; বিষয়ালম্বন—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ; আশ্রয়ালম্বন—শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ শ্রীনন্দ-যশোদা, রোহিণী, মান্য গোপীগণ, দেবকী-বসুদেব, কুন্তী, সান্দীপনি ; উদ্দীপন—কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, চাপল্য, হাস্য প্রভৃতি ; অনুভাব—মস্তকাঘ্রাণ, আশীর্ব্বাদ, আজ্ঞাদান, লালন-পালন, হিতোপদেশদান, চুম্বন, আলিঙ্গন, তিরস্কার প্রভৃতি। সাত্ত্বিকবিকার—স্তম্ভনাদি অষ্ট, দুগ্ধক্ষরণ সহিত নয়টী ; সঞ্চারিভাব—বাৎসল্যোচিত সমস্ত ব্যভিচারী ও তৎসহ অপস্মার।

(৫)—**মধুররস**—স্থায়িভাব—প্রিয়তা ; গুণ—অঙ্গসঙ্গদান ; বিষয়ালম্বন—**নাগর শ্রীকৃষ্ণ** ; আশ্রয়ালম্বন—শ্রীব্রজদেবীগণ, **শ্রীরাধা** ; উদ্দীপন—মুরলী-ধ্বনি প্রভৃতি ; অনুভাব—কটাক্ষাদি, হাস্যাদি ; সাত্ত্বিকবিকার—সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই উদ্দীপ্ত ; সঞ্চারিভাব—আলস্য ও ঔগ্র্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যভিচারী ভাব-সকল।

উত্তর বিভাগে—প্রথম হইতে সপ্তম লহরী পর্য্যন্ত ক্রমশঃ হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস প্রভৃতি গৌণ সপ্ত রসের বিচার বিশ্লেষণাদি

প্রদর্শিত হইয়াছে। অষ্টম লহরীতে রসসমূহের মৈত্রী, বৈর ও স্থিতি-বিষয়ক বিচার করা হইয়াছে। নিম্নে তাহার সংক্ষেপ পরিচয় দেওয়া হইল—

	রসের নাম	মিত্র	শত্রু	তটস্থ	মন্তব্য
১।	শান্ত—	দাস্য, বীভৎস, ধর্মবীর ও অদ্ভুত।	মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক।	মিত্র ও শত্রু ভাবে উদাহৃত রস ব্যতীত অন্যত্র।	×
২।	দাস্য—	বীভৎস, শান্ত, ধর্মবীর ও দানবীর।	মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্র।		
৩।	সখ্য—	মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর।	বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক।		
৪।	বাৎসল্য—	হাস্য, করুণ ও ভয়ভেদক।	মধুর, যুদ্ধবীর, দাস্য ও রৌদ্র।		
৫।	মধুর—	হাস্য ও সখ্য।	বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক।		কেহ কেহ যুদ্ধবীর ও দানবীরকে মিত্র, কেহ বা শত্রু মনে করেন।
৬।	হাস্য—	বীভৎস, মধুর। সখ্য ও বৎসল।	করুণ ও ভয়ানক।		
৭।	অদ্ভুত—	বীর, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর।	রৌদ্র ও বীভৎস।		

রসের নাম	মিত্র	শত্রু	তটস্থ	মন্তব্য
৮। বীর—	অদ্ভুত, হাস্য, দাস্য ও সখ্য।	ভয়ানক ও শান্ত		কোন কোন মতেই মাত্র শান্তকে বিপক্ষ বলে।
৯। করুণ—	রৌদ্র ও বৎসল।	হাস্য, শৃঙ্গার ও অদ্ভুত।		
১০। রৌদ্র—	করুণ ও বীর।	হাস্য, শৃঙ্গার ও ভয়ানক।		
১১। ভয়ানক—	বীভৎস ও করুণ।	বীর, শৃঙ্গার, হাস্য ও রৌদ্র।		
১২। বীভৎস—	শান্ত, হাস্য ও দাস্য।	শৃঙ্গার ও সখ্য।		

রসমিশ্রণ—শ্রীবলদেবাদির সখ্য, বাৎসল্য ও দাস্য তিনটী মিশ্রিত; যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য ও সখ্য; ভীমের সখ্য ও বাৎসল্য; অর্জ্জুনের সখ্য ও দাস্য; নকুল সহদেবের দাস্য ও সখ্য। উদ্ধবের দাস্য ও সখ্য; অক্রূরের ও উগ্র-সেনাদির দাস্য ও বাৎসল্য; অনিরুদ্ধাদির দাস্য ও সখ্য। অঙ্গীরস মুখ্য বা গৌণ হইলেও অন্য রসকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান এবং অঙ্গরস অঙ্গী রসেরই পোষণকারী। মন্তব্য এই যে অঙ্গীরসে অঙ্গরস অধিক আস্বাদের হেতু হইলেই তাহা অঙ্গ হইবে, নচেৎ তাহার মিলনে কোনই ফল হয় না। রসের সহিত বিপরীত রস মিলিলে বিরসতাই আনয়ন করে। এরূপ রসবিরোধই **রসাভাস**। তবে কোনও স্থলে অচিন্ত্য মহাশক্তিযুক্ত মহাপুরুষ শিরোমণিতে বিরুদ্ধরস সমাবেশ আস্বাদন-চমৎকারিতাই সমর্পণ করে। অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধ ভাবসমূহের মিলনে বিরোধ হয়ই না।

নবম লহরীতে—রসাভাস তিন প্রকার (১) উপরস, (২) **অনুরস** (৩)

অপরস। উপরস - স্থায়িবৈরূপ্য, বিভাব-বৈরূপ্য ও অনুভাব-বৈপরীত্যেই সম্ভবপর। অনুরস—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধবর্জ্জিত হইলে হাস্যাদি সপ্ত গৌণরসই অনুরস হয়। অপরস—শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রতিপক্ষ যদি হাস্যাদির বিষয় ও আশ্রয় হয়, তবে অপরস হয়। স্থায়িবিরূপত্বে **শান্তরসাভাস**—শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্ম হইতেও চমৎকারিতায় অধিক না হইলে. দাস্য-রসাভাস—শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে কোনও দাসের অতিধৃষ্টতা প্রকট হইলে, সখ্যরসাভাস—সখাদ্বয়ের মধ্যে একের সখ্য ও অন্যের দাস্যভাব হইলে, **বাৎসল্য রসাভাস**—পুত্রাদির বলাধিক্যবোধে লালনাদি না করিলে, এবং মধুর রসাভাস—নায়ক-নায়িকা মধ্যে একের রতি সম্পাদনে ইচ্ছা. অথচ অন্যের তাহা না থাকিলে। এইরূপ হাস্যাদি গৌণরস সমূহও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধহীন হইয়া উপরস হয়।

১১। **উজ্জ্বলনীলমণি**—শ্রীপাদ রূপ-বিরচিত অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল বা মধুর রসের চিদ্-বিজ্ঞানশাস্ত্র। এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরসামৃতেরই উত্তরাংশ, গোপীভজনের কথা বিশালভাবে পরিপূর্ণ। বিশুদ্ধ প্রেমরসময় শ্রীগোবিন্দের ভজন করিতে হইলে গোপী আনুগত্যে আদর, সোহাগ ও মাধুর্য্যাদি লইয়া তাঁহার নিকট যাইতে হয়। গোপীদের প্রেমানুরাগ বা প্রেমমাধুরী ইহলোকে সুদুর্লভ হইলেও, তাঁহাদের প্রীতির কথা ভাষায় প্রস্ফুটিত না হইলেও প্রপূজ্যচরণ শ্রীরূপপাদ ইহাতে সেই অত্যুজ্জ্বল ব্রজরসের যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন—তাহার বিন্দুমাত্রও এ জগতের কোন সৌভাগ্যবান্ আস্বাদন পাইলে ধন্যাতিধন্য হইবেন। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই,—

"অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ,
বিরহ হৈলে কেহ না জীয়য়॥"—চৈঃ চঃ ম ২।৪৩।

শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য গোপীগণের হৃদয়ে ভীষণ বেগ, প্রগাঢ় প্রবল আকর্ষণ

এই গ্রন্থের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। গোপীগণের হাব-ভাব-হেলাদি, বিলাস-বিচ্ছিত্তি-কিলকিঞ্চিতাদি, উদ্ভাস্বর-আলাপ-বিলাপাদি, স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাদি, নির্ব্বেদ-বিষাদ-দৈন্যাদি, ভাবসন্ধি ভাবশাবল্যাদি, নিমেষা-সহিষ্ণুতা, আসন্নজনতা-হৃদ্‌বিলোড়ন-কল্পক্ষণত্বাদি, অধিরূঢ়-মাদন-মোদন-মোহনাদি, দিব্যোন্মাদ-উদঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদি, বিপ্রলম্ভ-পূর্ব্বরাগ-লালসা-উদ্বেগাদি, প্রেমবৈচিত্ত্য-মান-সম্ভোগ রাস প্রভৃতি বিষয় পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বিস্তারিত ভাবে পরিবেষণ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-লালসায় শ্রীব্রজগোপীগণের হৃদয়ে অনুরাগ-স্রোত কি প্রকারে শত শত উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া উচ্ছলিত হয়—এই গ্রন্থে তাহারই সমুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি বিশদ্‌ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। উন্নতোজ্জ্বলরসগর্ভা প্রেমভক্তির এমন সমুজ্জ্বল ও সুমধুর উপদেশ জগতের আর কোন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু** ও **উজ্জ্বলনীলমণি** গৌড়ীয় বৈষ্ণবরস শাস্ত্রের **বেদ** বলা যায় এবং বেদেরও নিগূঢ় উজ্জ্বল প্রেমের সুমধুর-স্নিগ্ধ-অনুসন্ধান দান করিয়া শ্রীল রূপপ্রভু সকল জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

এই গ্রন্থদ্বয়ের চিদ্‌বৈচিত্র্যময় দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে—শ্রীনবদ্বীপ ধাম, পোড়াঘাট, শ্রীহরিবোল কুটির নিবাসী পরমভাগবত বৈষ্ণববর ৺শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ [শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ, (বেদান্ত শাখায়), প্রঃ কুমিল্লা কলেজ] পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত তুলনামূলক বিচার করিয়া লিখিয়াছেন—"অধুনা পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র শারীর-ক্রিয়াবিজ্ঞানশাস্ত্রের উপরেই অধিক পরিমাণে স্থাপিত। প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শরীর ক্রিয়া-বিজ্ঞান (Physiology) অবলম্বন করত মনস্তত্ত্ব শাস্ত্র (Psychology) লিখিয়াছেন। প্রতীচ্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ যে শ্রেণীর ক্রিয়াকে 'Emotion' নামে অভিহিত করেন—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণিতে সেই বিষয়ে এমন বিশদ, বিস্তৃত ও সূক্ষ্মতার আলোচনা আছে যে, মনস্তত্ত্ববিদ্ পাঠকগণই এই দুই গ্রন্থের পাঠে প্রভূত উপকার পাইয়া থাকেন। কোন্ ভাব দেহে কি প্রকারে

অভিব্যক্ত হয়, দেহের কোন্ স্থান কোন্ ভাবের প্রভাবে কিরূপ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার জন্য কোথায় কি কি চিহ্ন সঞ্চারিত হয়, তৎসকল বিনির্ণয়ের জন্য অধুনা ইংলণ্ডের যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ডাক্তার বেলের একখানি গ্রন্থ অধিকতর সমাদৃত। প্রফেসার বেন্ তাঁহার মনোবিজ্ঞান গ্রন্থে ডাক্তার বেলের গ্রন্থ হইতে দার্শনিক বিচার উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তি-রসামৃতে ও উজ্জ্বলে যেরূপ সুস্পষ্ট লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, ইউরোপীয় পণ্ডিত-গণের লেখা তদনুপাতে কোন অংশেই সমান নহে; কারণ ভাবশাবল্য প্রভৃতিতে বহুভাবের একত্র সমাগমে এবং কিলকিঞ্চিতাদিতে যুগপৎ ভাব-কদম্বের চমৎকারিত্ব ও মহামহাবৈচিত্র্য সহসা যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, ইউরোপের কোনও গ্রন্থেই তাহার আলোচনা হয় নাই। প্রকৃত কথা এই যে, রসব্যাপার যে কি বস্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহার বিশেষ সন্ধান জানিতেন না। রস মানুষের জীবনের (হৃদয়ের) স্বাভাবিক সম্পত্তি। সুতরাং ইউরোপীয় কাব্য-নাটকাদিতে রসের অঙ্গবিশেষের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইলেও ভারতবাসিগণ স্বীয় রচনায় উহার যেরূপ উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন. এই ভূমণ্ডলে আর কোথাও তদ্রূপ প্রকাশিত হইবার ইতিহাস নাই। আবার ভারতবাসিগণের মধ্যে বৈষ্ণব-কবিগণ এই রসের চরমতত্ত্ব জানাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণবদের মধ্যেও গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম-প্রবর্ত্তকগণই এ সম্বন্ধে শীর্ষস্থানীয়। রসদ্বারা রসরাজকে বা 'রসো বৈ সঃ' পদার্থকে কিরূপে ভজন করিতে হয়, বঙ্গবাসী (বাঙ্গলার) বৈষ্ণবাচার্য্যগণই জগতে প্রথমে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থদ্বয় তাহার প্রমাণস্বরূপ। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের ভজন প্রণালীতে বিপ্র-লম্ভেরই সমধিক চমৎকারিত্ব দেখা যায়। বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌরচরিতে যে রস রূপোৎসব লাভ করিয়াছে, তাহাই শ্রীরূপ প্রভু এই গ্রন্থে আলঙ্কারিক বিচার, বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন উদাহরণের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক

বিষয়ের সংজ্ঞা, উদাহরণ এবং বৈচিত্রীস্থলেও পৃথক্ দৃষ্টান্ত বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে এই গ্রন্থে সংগৃহীত ও সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হইয়াছে।"*

এই গ্রন্থে মোট শ্লোক সংখ্যা—১৪৫৩। ইহার দুইটী টীকা আছে—শ্রীল শ্রীজীবপাদকৃত টীকা—'**লোচনরোচনী**' এবং শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদকৃত টীকা—'**আনন্দচন্দ্রিকা**'। দুইখানিতেই পাণ্ডিত্যের ও ব্যাখ্যান-বৈভবের পরম প্রকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দুই টীকার সাহায্যে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ আলোচনা হইলে ব্রজরসের উচ্চতম সাধনার ভাব হৃদ্‌গম্য হইতে পারে। শ্রীমৎ শচীনন্দন বিদ্যানিধি 'উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা' নামে ইহার এক পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।†

গ্রন্থ-বিশ্লেষণ

(১) **নায়কভেদ-প্রকরণে**—উজ্জ্বলরসে নায়কচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণই বিষয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীরামনৃসিংহাদি অবতার বা নারায়ণ এই উজ্জ্বল রসের নায়ক হইতে পারেন না। প্রথমতঃ নায়ক চারি প্রকার—(১) ধীরোদাত্ত, (২) ধীর-ললিত, (৩) ধীরোদ্ধত ও (৪) ধীরশান্ত। ইহারা প্রত্যেকেই পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণভেদে বার প্রকার। ইঁহারাও আবার পতি ও উপপতিভেদে চব্বিশ প্রকার, ইঁহারাও পুনঃ অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্টভেদে ছিয়ানব্বই প্রকার। শ্রীব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণে এই ৯৬ প্রকার নায়কগুণ বিরাজমান।

(২) **সহায়ভেদ-প্রকরণে**—নায়ক-সহায় পাঁচ প্রকার—(১) চেট, (২) বিট, (৩) বিদূষক, (৪) পীঠমর্দ, (৫) প্রিয়নর্মসখা। দূতী দুইপ্রকার—স্বয়ং (বংশী) ; ও আপ্তদূতী (বীরাবৃন্দাদি)।

(৩) **শ্রীহরিপ্রিয়া-প্রকরণে**—প্রথমতঃ নায়িকার দ্বিবিধভেদ (১) স্বকীয়া,

---

* শ্রীল হরিদাস দাস কৃত 'শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য' (১৯৯-২০০ পৃঃ)।

† বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকে (২৫৮ পৃঃ) ঠাকুরদাস বৈষ্ণবকেও ইঁহার মূলের পদ্যানুবাদক বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থ অপ্রকাশিত।

(২) পরকীয়া ; কাত্যায়নী-ব্রতপরা যে সকল গোপকন্যার সহিত গান্ধর্বরীতিতে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহারাই স্বকীয়া। তদ্ব্যতীত ধন্যাদি গোপকন্যা-গণই পরকীয়া। এই অনূঢ়া কন্যাগণ পিতৃপালিতা হইলেও শ্রীহরির বল্লভাই। পরোঢ়া গোপীগণ ত্রিবিধ—সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া। সাধনপরাও আবার দুই প্রকার—যৌথিকী ও অযৌথিকী। যৌথিকীগণ মুনিচরী ও শ্রুতিচরী হিসাবে দ্বিবিধ। নিত্যপ্রিয়াগণ শ্রীরাধা, শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি।
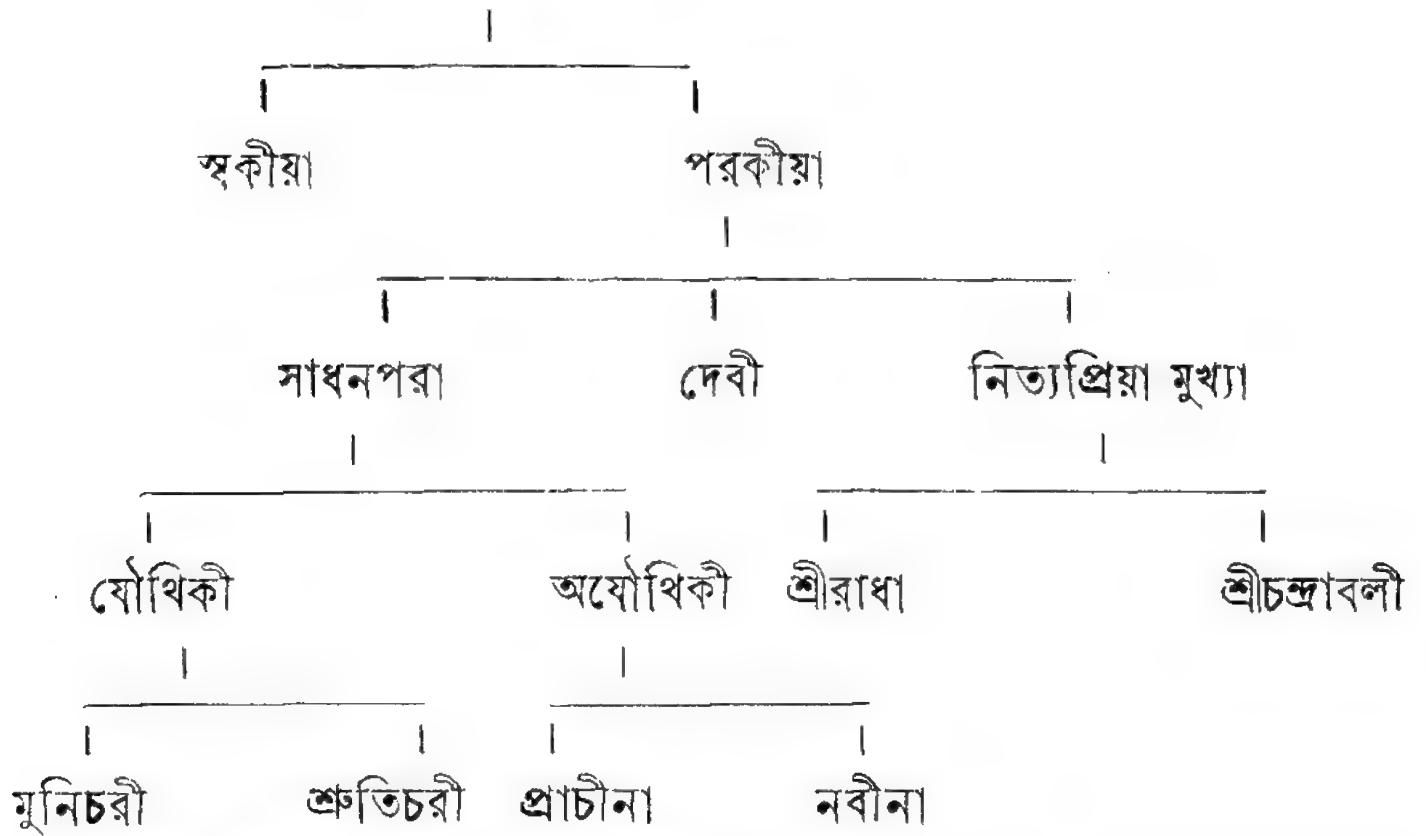
(৪) **শ্রীরাধা-প্রকরণে**—চন্দ্রাবলী হইতেও শ্রীরাধার সর্বোৎকৃষ্টতা প্রতি-পাদিত হইয়াছে, যেহেতু শ্রীরাধা সর্ব্বশক্তি বরীয়সী ও হ্লাদিনীসার-ভাবরূপা। তিনি সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা, ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা এবং দ্বাদশাভরণাশ্রিতা। শ্রীরাধার প্রধান প্রধান ২৫টী গুণ—মধুরা, নববয়াঃ, চলাপাঙ্গী, উজ্জ্বলস্মিতা, চারুসৌভাগ্য-রেখাঢ্যা প্রভৃতি পূর্ব্বে ভক্তিরসামৃতে লিখিত হইয়াছে। ইঁহার সখীগণ পঞ্চবিধ —(১) সখী—কুসুমিকা, বিন্ধ্যা ও ধনিষ্ঠাদি, (২) নিত্যসখী—কস্তূরী ও মণি-মঞ্জরী প্রভৃতি ; (৩) প্রাণসখী—শশিমুখী, বাসন্তী ও লাসিকাদি ; (৪) প্রিয়সখী

—কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা ও মদনালসা প্রভৃতি এবং (৫) পরমপ্রেষ্ঠসখী—ললিতা, বিশাখাদি অষ্ট।

(৫) **নায়িকাভেদ-প্রকরণে**—প্রাকৃত পরোঢ়া রমণীর হেয়ত্ব, কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণ সেবাময়ী গোপীগণের পরোঢ়াত্ব শ্রেষ্ঠ। দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত অন্যত্র গোপীদের প্রেমসঙ্কোচ হয়। স্বকীয়া, পরকীয়া, ও সাধারণী ভেদে তিনপ্রকার নায়িকা রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সাধারণী নায়িকার বহুনায়কনিষ্ঠত্বহেতু রসাভাসপ্রসঙ্গ হয়, আবার কুব্জা সাধারণী হইলেও অন্য নায়কে তাঁহার প্রীতি সঞ্চারিত হয় নাই বলিয়া তাঁহাকে পরকীয়া মধ্যেই গণনা করা হয়। স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকাগণ মুগ্ধা. মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ভেদে ত্রিবিধ। মধ্যা ও প্রগল্‌ভা আবার ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা হইয়া প্রত্যেকের তিন প্রভেদ হয়। মুগ্ধার কোনও ভেদ নাই। স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে ইঁহারা মোট ১৪ প্রকার এবং কন্যা একপ্রকার সহ ১৫ ভেদ হইল। এই পনর নায়িকা আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেকেই আটপ্রকার বিভেদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—(১) অভি-সারিকা, (২) বাসকসজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা, (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও (৮) স্বাধীনভর্ত্তৃকা। সুতরাং নায়িকাগণ ১২০ প্রকার হইলেন, ইঁহারাই আবার ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রেমের তারতম্যবশতঃ উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ভেদ প্রাপ্ত হইয়া ৩৬০ প্রকার হইতেছেন। এক শ্রীরাধাতেই এই ৩৬০ প্রকার নায়িকাগুণ সমাহৃত হইতে পারে।

(৬) **যূথেশ্বরীভেদ-প্রকরণে**—যূথেশ্বরীগণের বিভাগ-বিচার হইয়াছে। প্রথমতঃ সৌভাগ্যাদির আধিক্যে ইঁহাদের অধিকা, সাম্যে সখা এবং লাঘবে লঘুভেদ হইয়া থাকে। আবার ইঁহারা প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী হিসাবে প্রত্যেকে ত্রিবিধ হইয়া থাকেন। অধিকা ও লঘু আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী দুইপ্রকার। সর্ব্বসমেত বারভেদ—(১) আত্যন্তিকাধিকা (শ্রীরাধা), (২) আত্যন্তিক লঘু, (৩) সমলঘু, (৪) অধিকমধ্যা, (৫) সমমধ্যা; (৬) লঘুমধ্যা, (৭) অধিকপ্রখরা, (৮) সমপ্রখরা, (৯) লঘুপ্রখরা, (১০) অধিকমৃদ্বী, (১১) সমমৃদ্বী, (১২) লঘুমৃদ্বী।

(৭) **দূতীভেদ-প্রকরণে**—স্বয়ং-দূতী ও আপ্ত-দূতীভেদে দুই প্রকার। স্বয়ং দূতীর স্বাভিযোগপ্রকাশ তিন প্রকারে প্রকটিত হয়—(১) বাচিক, (২) আঙ্গিক, (৩) চাক্ষুষ। বাচিক শব্দোত্থ অর্থোত্থ ব্যঙ্গহিসাবে দ্বিবিধ—ইহারাও আবার কৃষ্ণবিষয়ক ও পুরঃস্থবিষয়ক হিসাবে দ্বিপ্রকার। কৃষ্ণবিষয়ক হইলে সাক্ষাৎ (গর্ব্ব, আক্ষেপ, যাচ্ঞাদি) ও ব্যপদেশভেদে আবার তাহার দুইভেদ স্বীকার্য্য। আঙ্গিক—অঙ্গুলিস্ফোটন, ছলে বা সম্ভ্রমে অঙ্গাবরণ, চরণে ভূমিলেখন, কর্ণকণ্ডুয়ন, তিলকক্রিয়া, বেশক্রিয়া, ভ্রূধূনন, সখীকে আলিঙ্গন বা তাড়ন, অধর দংশন, হারাদি গ্রন্থন, ভূষণধ্বনি, বাহুমূল-প্রকটন, কৃষ্ণনামলেখন, বৃক্ষে লতার সংযোগ। চাক্ষুষ—নয়নের হাস্য, অর্দ্ধনিমীলন, প্রান্তঘূর্ণন, প্রান্তসঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বাম-নয়নে দৃষ্টিপাত এবং কটাক্ষ প্রভৃতি। আপ্তদূতী—অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা ও পত্রহারিণীরূপে ত্রিবিধা।

(৮) **সখী-প্রকরণে**—প্রেম, সৌভাগ্য ও সাদ্গুণ্যাদিবশতঃ এই সখীগণেও অধিকাভেদত্রয়ে পূর্ববৎ দ্বাদশভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, লঘুপ্রখরা বামা ও দক্ষিণা - এই দুই প্রভেদ প্রাপ্ত হইতেছে। ইঁহাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইঁহারা কখনও দূতীর কার্য্যও করেন। নিত্যনায়িকা (নায়িকাপ্রায়া), দ্বিসমা ও সখীপ্রায়া হিসাবে ইঁহারা ত্রিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হন। দেশকালাদির বৈশিষ্ট্যে কখনও প্রাখর্য্যাদি স্বভাবেরও ব্যত্যয় হইতে পারে। সখীদের গুণাবলি—শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার প্রেমাতিরেক-বর্ণনা ও শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনা, পরস্পরের আসক্তিকারিতা, উভয়ের অভিসার, কৃষ্ণের হস্তে স্বসখীর সমর্পণ, নর্ম, আশ্বাসদান, নেপথ্যরচনা, হৃদয়োদ্ঘাটনে পটুতা, দোষাবরণ, পত্যাদির বঞ্চনা, শিক্ষা, কালে সঙ্গমন, ব্যজনাদিসেবা, উভয়ের তিরস্কার, সন্দেশপ্রেরণ, এবং নায়িকার প্রাণ-সংরক্ষণে প্রযত্নাদি। সখীদের মধ্যে আবার কেহ কেহ সমস্নেহা ও কেহ কেহ অসমস্নেহা। সখীগণ সমস্নেহা হইলেও কিন্তু 'রাধার দাসী আমরা'—এই অভিমান সর্ব্বথা থাকে।

(৯) **হরিবল্লভা-প্রকরণে**—গোপীদের চতুর্ভেদ,—স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ,

তটস্থ ও প্রতিপক্ষ। স্বপক্ষের বৈশিষ্ট্য—পূর্বেই সূচিত হইয়াছে। 'সুহৃৎপক্ষ' ইষ্টসাধক ও অনিষ্টবাধক। বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষকে 'তটস্থ' এবং পরস্পর বিদ্বেষী ইষ্টবাধক ও অনিষ্টসাধক হইলে 'বিপক্ষ' বলা হয়। প্রতিপক্ষ সখীগণের বাক্য ও চেষ্টা ইত্যাদিতে ছদ্ম, ঈর্ষা, চাঞ্চল্য, অসূয়া, মাৎসর্য্য, অমর্ষ, গর্বাদি অভিব্যক্তি হয়। যূথেশ্বরীগণ কিন্তু গাম্ভীর্য্য-মর্য্যাদাদি গুণবশতঃ বিপক্ষকে সাক্ষাৎ ভাবে ঈর্ষা করেন না এবং বিপক্ষ যূথেশ্বরীকে লঘু-প্রখরাগণও সাক্ষাতে ঈর্ষাদি প্রকটিত করিয়া বাক্য-বিন্যাস করেন না। হরিপ্রিয়জনগণের এইরূপ দ্বেষাদি ভাব অনুচিত বলিয়া যাহারা বলে,—তাহারা অরসিক। প্রিয়তমের তুষ্টিবিধান জন্যই উভয়পক্ষে এই বিজাতীয় ভাবটী শৃঙ্গার কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হয় এবং এইজন্যেই বিরহাবসরে বিপক্ষগণেও ইঁহাদের স্নেহই প্রকটিত হয়।

(১০) **উদ্দীপনবিভাব-প্রকরণে**—হরি ও হরিপ্রিয়াগণের গুণ, নাম, চরিত্র, ভূষণ, তৎসম্বন্ধী ও তটস্থ প্রভৃতি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা হইয়াছে। **গুণ**—তিন প্রকার—মানসিক, বাচিক ও কায়িক। মানসগুণ—কৃতজ্ঞতা, ক্ষান্তি ও করুণাদি। বাচিকগুণ—কর্ণরসায়নতাদি। কায়িকগুণ—বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা, মাধুর্য্য ও মার্দবাদি। মধুর রসে বয়স চারি প্রকার—বয়ঃসন্ধি, নব্য, ব্যক্ত ও পূর্ণ। ইঁহাদের বিশেষ সংজ্ঞা ও উদাহরণাদি মূল গ্রন্থেই দ্রষ্টব্য। তৎসম্বন্ধি বস্তু—বংশীরব, শৃঙ্গধ্বনি, গীত, সৌরভ, ভূষণ-শিঞ্জিত, পদাঙ্ক, বিপঞ্চিকা-নিক্কাণ এবং নির্মাল্যাদি, বর্হা, গুঞ্জা, অদ্রিধাতু, লগুড়ী, ধেনুবৃন্দ, বেণু, শৃঙ্গ, গোধূলি, বৃন্দাবন প্রভৃতি; তদাশ্রিত—খগ, ভৃঙ্গ, মৃগ, কুঞ্জ লতাদি, কর্ণিকার, কদম্ব, গোবর্দ্ধন, যমুনা, রাসস্থলী প্রভৃতি। তটস্থ—জ্যোৎস্না, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ,পূর্ণচন্দ্র, বায়ু, খগ।

(১১) **অনুভাব-প্রকরণে**—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক এই ত্রিবিধ অনুভাব। অলঙ্কার ২০টী। অঙ্গজ—ভাব, হাব ও হেলা। অযত্নজ—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য এই সাত। স্বভাবজ—লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত,

ও বিকৃত এই দশ। সংজ্ঞা উদাহরণাদি মূলে দ্রষ্টব্য। উদ্ভাস্বর—নীবিস্রংসন, উত্তরীয়-স্রংসন, ধম্মিল্ল-স্রংসন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা, ঘ্রাণফুল্লতাদি। বাচিক—আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশ ও ব্যপদেশভেদে ১২টী।

(১২) **সাত্ত্বিক-প্রকরণে**—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয়ভেদে অষ্টসাত্ত্বিক। ইহারা আবার ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত ও সূদ্দীপ্ত হইয়া থাকে।

(১৩) **ব্যভিচারি-প্রকরণে**—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য প্রভৃতি তেত্রিশটী; মধুররসে ঔগ্র্য ও আলস্যের অসদ্ভাব। এই রসে ভাবোৎপত্তি, ভাবসন্ধি, ভাব-শাবল্য এবং ভাব-শান্তি—এই চারিটী দশা কথিত হয়।

(১৪) **স্থায়িভাব প্রকরণে**—যথাযথ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবকদম্ব স্থায়িভাব রতির সহিত একত্র মিলিত হইয়া অপ্রাকৃত **'রস'** হয়। এই রসে মধুরা রতিই স্থায়িভাব। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব ইত্যাদি কারণে রতির উদয় হয়। এই কারণগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। মধুরা রতি সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থাভেদে তিন প্রকার। কুব্জাতে সাধারণী, পট্টমহিষীগণে সমঞ্জসা এবং গোপীগণে সমর্থা রতি। নাতিগাঢ়, প্রায়শঃ শ্রীহরির দর্শন-জ এবং সম্ভোগেচ্ছামূলক হইলে রতি 'সাধারণী' আখ্যা লাভ করে। পত্নীত্বাভিমানক, গুণাদি-শ্রবণোত্থ এবং কদাচিৎ ভেদিত-সম্ভোগেচ্ছ সান্দ্ররতিকে 'সমঞ্জসা' বলে। অনির্ব্বাচ্য বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্তা যে রতির সহিত সম্ভোগেচ্ছাটি সর্ব্বথা তাদাত্ম্য প্রাপ্তি করে, তাহাই 'সমর্থা'। ইহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্যই অশেষবিশেষে বর্ত্তমান থাকে। বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোপলের ন্যায় সামর্থ্যারতিই উত্তরোত্তর গাঢ়তা লাভ করত প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবাদিতে পর্য্যবসিত হয়। প্রেমের তিন ভেদ—প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ। স্নেহের দুই বিভাগ—ঘৃতস্নেহ (চন্দ্রাবলীর) ও মধুস্নেহ (শ্রীরাধার)। মানেরও দুই ভেদ—উদাত্ত ও

ললিত ; উদাত্ত দাক্ষিণ্যোদাত্ত ও বাম্যগন্ধোদাত্তভেদে দ্বিবিধ, কৌটিল্য ও নর্মভেদে ললিতমানও দ্বিবিধ। প্রণয়ও মৈত্র ও সৌখ্যভেদে দ্বিবিধ। নীলিমা ও রক্তিমাভেদে রাগ দ্বিবিধ, প্রথমটি নীলী ও শ্যামা এবং দ্বিতীয়টী কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠাভেদে দুই প্রকার। অনুরাগের চারিটী লক্ষণ—পরস্পর বশীভাব, প্রেম-বৈচিত্ত্য, অপ্রাণিতে জন্মলাভের অত্যুৎকট বাসনা এবং বিপ্রলম্ভেও বিস্ফূর্ত্তি। ভাব রূঢ় ও অধিরূঢ়ভেদে দ্বিপ্রকার—রূঢ়ভাবের ছয়টী চিহ্ন—নিমিষের অসহিষ্ণুতা, আসন্নজনতা-হৃদ্‌বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব, তৎসৌখ্যেও আর্ত্তিশঙ্কায় খিন্নতা, মোহাস্তভাবেও সর্ব্ববিস্মরণ এবং ক্ষণকল্পত্ব। অধিরূঢ় ভাবের মোদন ও মাদন দুই ভেদ। যাহাতে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব সকল দৃষ্ট হয় এবং যাহার উদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার প্রেয়সীগণের বিক্ষোভ জন্মায়, তাহার নাম—মোদন। এই মোদনভাব কেবল শ্রীরাধাযূথেই বর্ত্তমান। মোদনই বিরহকালে 'মাদন' (মোহন) হয় ; ইহার অনুভাব ছয়টী—(১) মহিষীগণে আলিঙ্গিত কৃষ্ণেরও মূর্চ্ছাকারিতা, (২) অসহ্য দুঃখ স্বীকারেও প্রিয়তমের সুখকামিতা, (৩) ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভকরতা, (৪) পশুপক্ষিরও রোদন, (৫) মৃত্যুস্বীকারে স্বভূতদ্বারাও তৎসঙ্গ-তৃষ্ণা এবং (৬) দিব্যোন্মাদ। দিব্যোন্মাদ—উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প ভেদে প্রধানতঃ দুই প্রকার। চিত্রজল্পের দশ প্রকার—(১) প্রজল্প, (২) পরিজল্পিত, (৩) বিজল্প, (৪) উজ্জল্প, (৫) সংজল্প, (৬) অবজল্প, (৭) অভিজল্প, (৮) আজল্প, (৯) প্রতিজল্প, (১০) সুজল্প। সাধারণী রতির প্রেম পর্য্যন্তই সীমা, সমঞ্জসার অনুরাগ পর্য্যন্ত কিন্তু ব্রজদেবীদের মহাভাব পর্য্যন্ত সীমা। মাদনাখ্য মহাভাব কেবলমাত্র শ্রীরাধাতেই দৃষ্ট হয়।

(১৫) **শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণে**—উজ্জ্বল রস বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগভেদে দ্বিবিধ। বিপ্রলম্ভও আবার পূর্ববরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস-ভেদে চারি প্রকার। **পূর্ব্বরাগ** বলিতে যুবক-যুবতীর সঙ্গমের পূর্ব্বে দর্শন-শ্রবণাদিজ রতিই বাচ্য। দর্শন—সাক্ষাৎ, চিত্রে ও স্বপ্নে। শ্রবণ—বন্দী, দূতী ও সখী মুখে এবং গীতে। প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগে দশটি দশা, যথা—লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, কৃশতা,

জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। সমঞ্জস পূর্ব্বরাগে—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু এই দশ দশা। সাধারণ পূর্ব্বরাগে—অভিলাষাদি বিলাপান্ত ছয় দশা। পূর্ব্বরাগে কামলেখ ও মাল্যাদি প্রেষণের ব্যবস্থা আছে ; কামলেখ নিরক্ষর ও সাক্ষর দুই প্রকারই হয়। **মান**—সহেতুক ও নির্হেতুক-ভেদে দ্বিবিধ। প্রিয়তম-কৃত বিপক্ষাদির বৈশিষ্ট্যেই ঈর্ষাবশতঃ প্রণয়মুখ্য সহেতুক মান হয়। এই বৈশিষ্ট্য তিন প্রকারে অনুভূতি হয়—(১) প্রিয়-সখী বা শুকের মুখের শ্রবণে, (২) ভোগচিহ্ন, গোত্রস্খলন ও স্বপ্নে অনুমানে এবং (৩) দর্শনে। নির্হেতুক মান অকারণে বা কারণাভাস হইতে সঞ্জাত হয়। নির্হেতুক মান স্বয়ংগ্রাহ (আলিঙ্গন) ও স্মিত প্রভৃতিতে এবং সহেতুক মান—সাম, ভেদ, দান, নতি, উপেক্ষা বা রসান্তরাদি দ্বারা প্রশমিত হয়। মান-প্রশমের চিহ্ন—অশ্রুত্যাগ ও মৃদুমন্দ হাস্যাদি। মানকালে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কিতবেন্দ্র, কঠোর, নিরপত্রপ ইত্যাদি প্রণয়োক্তিতে সম্বোধন করেন। **প্রেমবৈচিত্ত্য**—প্রিয়তমের সন্নিকর্ষে থাকিয়াও প্রণয়োৎকর্ষবশতঃ বিরহবোধে যে আর্ত্তি—তাহাকেই প্রেমবৈচিত্ত্য বলে।

প্রবাস—দূর গমনের নামই প্রবাস—ইহা কিঞ্চিদ্দূরনিষ্ঠ ও সুদূরনিষ্ঠভেদে দ্বিবিধ। প্রাত্যহিক বনগমন প্রথম এবং মাথুর-গমন দ্বিতীয়। ইহাতে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা হয়। প্রকটকালেই মাথুর-বিয়োগ তিন মাসের জন্য সংঘটিত হয় ; এইকালে দূত প্রেরণ ও 'আবির্ভাব' প্রভৃতিতে ব্রজবাসিদের সহিত অপ্রকট প্রকাশে নিত্য বিহার ; তদনন্তর দন্তবক্রাদি বধের পর পুনরায় ব্রজে আগমন, প্রকট বিহার ও লীলা সঙ্গোপন।

'সম্ভোগ'—বলিতে ব্রজনবযুবক-যুবতীর উল্লাসভরে দর্শনালিঙ্গনাদি-সেবাত্মক ভাববিশেষই বাচ্য। ইহা মুখ্য (জাগ্রৎকালীন) ও গৌণ (স্বপ্নে) ভেদে দ্বিবিধ। মুখ্য সম্ভোগ পূর্ব্বরাগাদির পরে ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ,

সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমানৃভেদে চারি প্রকার। সম্ভোগ-বিশেষ—সন্দর্শন, জল্প (পরস্পর গোষ্ঠী ও বিতথোক্তি), স্পর্শ, বর্ত্মরোধ, রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনাজল-কেলি, নৌবিহার, লীলাচৌর্য্য (বংশী, বসন ও পুষ্পাদি চুরি), দান-লীলা, কুঞ্জাদিলীনতা, মধুপান, বধূবেশধারণ, কপট নিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, পটাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখাঙ্কদান, বিম্বাধরসুধাপান, সম্প্রয়োগাদি। সম্প্রয়োগ হইতেও লীলাবিলাসেই অধিকতর সুখচমৎকারিতা বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। উপসংহারে—

গোকুলানন্দ গোবিন্দ! গোষ্ঠেন্দ্রকুলচন্দ্রমঃ! প্রাণেশ! সুন্দরোত্তংশ!
নাগরাণাং শিখামণে!
বৃন্দাবনবিধো! গোষ্ঠযুবরাজ! মনোহর! ইত্যাদ্যা ব্রজদেবীনাং প্রেয়সি
প্রণয়োক্তয়ঃ॥

অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্ব্বিগাহতাম্।
স্পৃষ্টঃ পরং তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো ময়া॥
অয়মুজ্জ্বলনীলমণি র্গহন-মহাঘোষসাগর-প্রভবঃ।
ভজতু তব মকরকুণ্ডলপরিসরসেবৌচিতীং দেব॥

উজ্জ্বলনীলমণি-পরিচয়

রস—গৌণ, মুখ্য, স্থায়িভাব। গৌণ—(১) হাস্য, (২) অদ্ভুত, (৩) বীর, (৪) করুণ, (৫) রৌদ্র, (৬) ভয়ানক, (৭) বীভৎস। মুখ্য—(১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য, (৫) মধুর। স্থায়িভাব—(১) বিভাব, (২) অনুভাব, (৩) সাত্ত্বিক, (৪) ব্যভিচারী। বিভাব—(১) আলম্বন, (২) উদ্দীপন। অনুভাব—(১) অলঙ্কার ২০, (২) উদ্ভাস্বর ৬, (৩) বাচিক ১২। সাত্ত্বিক—স্তম্ভস্বেদাদি অষ্ট প্রকার। ব্যভিচারী—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্যাদি ৩৩ প্রকার। আলম্বন—(১) বিষয় (৯৬ প্রঃ) শ্রীকৃষ্ণ নায়ক, (২) আশ্রয় (৩৬০ প্রঃ)

শ্রীরাধা নায়িকা। **বিষয়—**[১]পূর্ণ (দ্বারকায়), [২]পূর্ণতর (মথুরায়), [৩]পূর্ণতম (বৃন্দাবনে)। ইঁহারা প্রত্যেকে ১ ধীরোদাত্ত, ২ ধীরোদ্ধত, ৩ ধীরললিত, ৪ ধীরশান্ত = ৩ × ৪ = ১২ ইঁহারা প্রত্যেকে ১ পতি, ২ উপপতি = ১২ × ২ = ২৪ = ইঁহারা প্রত্যেকে = ১ অনুকূল, ২ দক্ষিণ, ৩ ধৃষ্ট, ৪ শঠ = ২৪ × ৪ = ৯৬ বিষয়। **আশ্রয়—**১ মুগ্ধা, ২ মধ্যা, ৩ প্রগল্‌ভা ; ইঁহারা প্রত্যেকে ১ ধীরা, ২ অধীরা, ৩ ধীরাধীরা = ৩ × ২ = ৬ + মুগ্ধা ১ = ৭ ইঁহারা প্রত্যেকে (১) স্বকীয়া, (২) পরকীয়া = ৭ × ২ = ১৪ + কন্যা ১ = ১৫ ইঁহারা প্রত্যেকে ১ অভিসারিকা, ২ বাসকসজ্জা, ৩ উৎকণ্ঠিতা, ৪ বিপ্রলব্ধা, ৫ খণ্ডিতা, ৬ কলহান্তরিতা, ৭ স্বাধীন-ভর্তৃকা, ৮ প্রোষিতভর্ত্তৃকা = ১৫ × ৮ = ১২০ ইঁহারা প্রত্যেকে ১ উত্তমা, ২ মধ্যমা ৩ কনিষ্ঠা = ১২০ × ৩ = ৩৬০ নায়িকা। উদ্দীপন—রূপ, গুণ, নাম, চরিত্র, মণ্ডন, কৃষ্ণসম্বন্ধী, তটস্থ। গুণ—কায়, মন, বাক্য।

প্রযুক্তাখ্যাত-চন্দ্রিকা—শ্রীধাম-বৃন্দাবনাদি স্থানে এই গ্রন্থের জন্য বহু অনুসন্ধান করা হইয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন পুঁথির প্রকৃত সংবাদ কোন স্থান হইতেই পাওয়া যায় নাই। জয়পুরের শ্রীমন্দিরের গ্রন্থাগারেও পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে অনুসন্ধান করা হইয়াছে। শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরে শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব-গোস্বামীমহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথিসমূহের মধ্যেও শ্রীগোস্বামিবর্গের গ্রন্থ অনুসন্ধান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনের রঙ্গনাথজীর শ্রীমন্দিরের গ্রন্থাগার, মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ *Govt. Oriental Mss. Library* এবং শ্রীগৌড়-মণ্ডল ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের বিভিন্ন শ্রীপাটসমূহ যথাসাধ্য অনুসন্ধান করা হইয়াছে। তবে অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বলা যায় না। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর 'ধাতুসংগ্রহে'র মত শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর 'প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা' সংস্কৃত ব্যাকরণের আখ্যাত বা ক্রিয়াপদ-বিষয়ক গ্রন্থবিশেষ হইবে এবং ইহাতে ধাতুসমূহের প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থের নাম দর্শনে এইরূপ অনুমান হয়। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণে'র 'আখ্যাত-প্রকরণে' ,ঈশস্য ন গোবিন্দ-বৃষ্ণীন্দ্রো কংসারিষু' (৩৯৭ সংখ্যক) সূত্রের বৃত্তিতে ('তথা

চাখ্যাতচন্দ্রিকা। প্রাপ্তৌ প্রাপ্নোতি ভবতি বিন্দত্যবরুণদ্ধ্যপি। আত্মনেঽপি দ্বয়মিতি।') এবং 'কারক-প্রকরণে'—'হসি-জল্পি-পচাদিভ্যো গতিহিংসার্থকাচ্চ ন' (২০১ সংখ্যক) সূত্রের বৃত্তিতে—('শব্দার্থ-মাত্রান্নেতি কাতন্ত্রস্তদ্বিস্তরস্বা**খ্যাত-চন্দ্রিকাসু**।') 'আখ্যাতচন্দ্রিকা'— নামক আখ্যাত বা ক্রিয়াপদ-সম্বন্ধীয় একটি ব্যাকরণ গ্রন্থের মত উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা শ্রীল রূপপ্রভুর রচিত বলিয়া কথিত 'প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা' হইতে অভিন্ন হইলেও হইতে পারে।

কোলব্রুক সাহেব তাঁহার 'Miscellaneous Essays' পুস্তকে (Vol. II, P. 48) 'শ্রীচৈতন্যামৃত' নামক একটি বৈষ্ণব-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর রচিত 'ব্যাকরণ-কৌমুদী'-নামক গ্রন্থও বর্ত্তমানে লুপ্তপ্রায়। এই গ্রন্থের এক পুঁথি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধাচরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ছিল। বর্ত্তমানে তাহাও দেখা যায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর নামে আরোপিত 'শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ-সংক্ষেপ' নামক একটি গ্রন্থের ১৬ পত্রাত্মক পুঁথি (পুঁথি-সংখ্যা R. R. 162) ছিল।

১৩। **শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য**—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু লঘুতোষণীর উপ-সংহারে যাহাকে 'মথুরা-মহিমা', শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৪০) যাহাকে 'মথুরা-মাহাত্ম্য' ও শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভক্তি-রত্নাকরে (১।৮১৭) শ্রীরূপের ষোড়শ গ্রন্থের অন্যতমরূপে যাহাকে 'মথুরামহিমা' বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহাই শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু-সঙ্কলিত "মথুরা-মাহাত্ম্য" নামক সংগ্রহ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থে যে যে বিষয় যে যে শ্লোক-সংখ্যায় বাণত হইয়াছে, পারম্পর্য্য-ক্রমে তাহার একটি সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল,—*

মঙ্গলাচরণ ১-২, শ্রীমথুরার পাপহারিত্ব ৩-১৭, পুণ্যপ্রদত্ব ১৮-৫২, অসংখ্য-তীর্থাশ্রয়ত্ব ৫৩-৫৪, শ্রীমথুরা-বাসের উপদেশ ৫৫-৬৬, অগতি-গতিত্ব ৬৭-৮১,

* "মথুরামাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া। লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া॥"—চৈঃ চঃ মঃ ২৫ শ।

শ্রীভগবৎকৃপালভ্যত্ব ৮২-৮৫, মোক্ষপ্রদত্ব ৮৬-১০২, বিষ্ণুলোক-প্রদত্ব ১০৩-১০৯, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদত্ব ১১০-১২৭, প্রপঞ্চাতীতত্ব ১২৮-১৩২, দেবত্রয়রূপত্ব ১৩৩-১৪২, মথুরামণ্ডল-সীমাজ্ঞান ১৪৩-১৫৭, মথুরামণ্ডলের বৈশিষ্ট্য ১৫৮-১৬৪, কালবিশেষে নিবাসাদি-ফল ১৬৫, চাতুর্ম্মাস্যে নিবাসাদি-ফল ১৬৬-১৬৮, ভাদ্র-জন্মাষ্টমীতে নিবাসাদি-ফল ১৬৯-১৭১, কার্ত্তিকে নিবাসাদি-ফল ১৭২-১৯০, কার্ত্তিকে প্রবোধনীতে বিশেষ ফল ১৯১-১৯৫, দ্বাদশীতে নিবাস-ফল ১৯৬-২০০, ভীষ্মপঞ্চকে বিশেষ ফল ২০০-২০১, মধুবনান্তর্গত মধুপুরী-মাহাত্ম্য ২০৫-২১৭, কালবিশেষে (কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমী ও নবমীতে) যাত্রাফল ২১৮-২২৫, শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান-মাহাত্ম্য ২২৬, কার্ত্তিকে কৃষ্ণজন্মস্থান-দর্শন-মাহাত্ম্য ২২৭, প্রবোধনীতে কৃষ্ণজন্মস্থান-দর্শন-মাহাত্ম্য ২২৮-২৩১, শ্রীকেশবদেবের মাহাত্ম্য ২৩২-২৩৬, শ্রীভগবন্মূর্ত্তি-মাহাত্ম্য ২৩৭-২৪০, কৃষ্ণ-পরিবার মাহাত্ম্য ২৪১, ভূতেশ্বর-মাহাত্ম্য ২৪২-২৪৬, বিশ্রান্তি-তীর্থ-মাহাত্ম্য ২৪৭-২৫৮, শ্রীগতশ্রমদেব-মাহাত্ম্য ২৫৯-২৬০, অর্দ্ধচন্দ্রস্থিত চতুর্বিংশতি মুখ্য যমুনাতীর্থসমূহ ২৬১-২৯৮, অপর প্রসিদ্ধ তীর্থ-সমূহের মাহাত্ম্য ২৯৯-৩৩৮ (গোকর্ণতীর্থমাহাত্ম্য ২৯৯, কৃষ্ণগঙ্গামাহাত্ম্য ৩০০, বৈকুণ্ঠতীর্থ-মাহাত্ম্য ৩০১, অসিকুণ্ড-মাহাত্ম্য ৩০২-৩০৪, চতুঃসামুদ্রিককূপ-মাহাত্ম্য ৩০৫, কালিন্দী-মাহাত্ম্য ৩০৬-৩২৩, কালবিশেষে স্নানাদিফল ৩২৪-৩৩৮, মাথুর ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য ৩৩৯-৩৪৩, মথুরাবাসিগণের মাহাত্ম্য ৩৪৪-৩৫৮, দ্বাদশ বনসমূহের মাহাত্ম্য ৩৫৯-৪০৫ (মধুবন-মাহাত্ম্য ৩৬০, তালবন-মাহাত্ম্য ৩৬১-৩৬৪, কুমুদবন-মাহাত্ম্য ৩৬৫, কাম্যবন-মাহাত্ম্য ৩৬৬-৩৬৯, বহুলাবন-মাহাত্ম্য ৩৭০-৩৭৩, ভদ্রবন-মাহাত্ম্য ৩৭৪, খদিরবন-মাহাত্ম্য ৩৭৫, মহাবন-মাহাত্ম্য ৩৭৬-৩৮০, লোহবন-মাহাত্ম্য ৩৮১, বিল্ববন-মাহাত্ম্য ৩৮২, ভাণ্ডীরবন-মাহাত্ম্য ৩৮৩-৩৮৫, শ্রীবৃন্দাবন-মাহাত্ম্য ৩৮৬-৪০৫, শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দের মাহাত্ম্য ৪০২-৪০৫); শ্রীগোবিন্দতীর্থ মাহাত্ম্য ৪০৬-৪০৭, ব্রহ্মকুণ্ডের মাহাত্ম্য ৪০৮-৪১৫, কেশিতীর্থের মাহাত্ম্য ৪১৬, কালিয়হ্রদ-মাহাত্ম্য ৪১৭-৪২৬, দ্বাদশাদিত্যতীর্থ-মাহাত্ম্য ৪২৭-৪৩১ (প্রস্কন্দনক্ষেত্র-মাহাত্ম্য ৪২৯-৪৩০), দ্বাদশ বনযাত্রার ক্রম,

গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা, মানসী-গঙ্গাস্নান ও সেই সেই স্থানের কৃত্য ৪৩২-৪৩৮, শ্রীগোবর্দ্ধন-মাহাত্ম্য ৪৩৯-৪৪৭ (শ্রীগোবর্দ্ধনপরিক্রমা-মাহাত্ম্য ৪৪৫-৪৪৬), গোবর্দ্ধনস্থ ব্রহ্মকুণ্ডমাহাত্ম্য ৪৪৮-৪৫১ (ব্রহ্মকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে ইন্দ্র, বরুণ, কুবের ও যমরাজের তীর্থসমূহের পরিচয় ৪৪৯-৪৫১), গোবিন্দকুণ্ডের মাহাত্ম্য ৪৫২-†, মথুরার মহাতীর্থসমূহ (বিশ্রান্তিতীর্থ, কৃষ্ণগঙ্গা, চক্রতীর্থ, সরস্বতীসঙ্গম, চতুঃ-সামুদ্রিক, গোকর্ণাখ্য কূপ ও দ্বাদশ বনের পরিচয়) ৪৭৮-৪৭৯, মাথুর-দেবতাসমূহ (নারায়ণ, কেশব, স্বয়ম্ভু, পদ্মনাভ, দীর্ঘবিষ্ণু; গোবিন্দ, হরি, বরাহ) ৪৮০-৪৮২ ।

গ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ,—

শ্রীমথুরায়ৈ নমঃ ॥

হরিরপি ভজমানেভ্যঃ প্রায়ো মুক্তিং দদাতি, ন তু ভক্তিম্ ।
বিহিততদুন্নত-সল্লাং মথুরে ধন্যাং নমামি ত্বাম্ ॥
ধন্যানাং হৃদয়ানন্দং পদং সংগৃহ্যতে মুদা ।
মাহাত্ম্যং মথুরাপুর্য্যাঃ সর্ব্বতীর্থশিরোমণেঃ ॥

তত্রাস্যাঃ পাপহারিত্বমাদিবারাহে (৫৮ অঃ, ১)

বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্ ।
যত্র তত্র নরঃ স্নাতো মুচ্যতে ঘোরকিল্বিষৈঃ ॥
সর্ব্বধর্ম্মবিহীনানাং পুরুষাণাং দুরাত্মনাম্ ।
নরকার্ত্তিহরা দেবি মথুরা পাপঘাতিনী ॥ ইত্যাদি ।

গ্রন্থের উপসংহারে এইরূপ শ্লোক ও পুষ্পিকাদি দৃষ্ট হয়,—

গোপালোত্তরতাপন্যামন্যদপ্যস্তি কীর্ত্তিতম্ ।
তীর্থান্যুক্তানি ভূরীণি পুরাণেষত্র মাথুরে ॥
খ্যাতান্তেবাধুনা তেষু লিখিতানীহ কানিচিৎ ।
ইতি শ্রীমথুরামাহাত্ম্যসংগ্রহঃ সম্পূর্ণঃ ॥

---

† পুঁথির একটি পত্র ছিন্ন হওয়ায় সংখ্যা নির্দ্দেশ করা গেল না।

শ্রীযমুনায়ৈ নমঃ।

অমুনা যমুনা-সখ্যা মথুরায়া মধূদ্বহঃ।
মাহাত্ম্যসংগ্রহেণাস্ত মুদমাপদ্যতাং ময়ি ॥

শ্রীবৃন্দাবনেভ্যো নমঃ।

শ্রীবৃন্দাবনে সুপ্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই অনুলিপি গ্রহণ করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহাশয় (Notices, 2nd. Series, P. 264, No. 265) 'মথুরামাহাত্ম্যে'র যে পুঁথির শেষাংশ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার সহিত উপরি-উক্ত পুঁথির পুষ্পিকার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রিমহাশয়ের Noticesএ শ্রীবৃন্দাবনের পুঁথিধৃত শ্রীযমুনা-নমস্কার, উপান্ত শ্লোক ও শ্রীবৃন্দাবন-নমস্কার নাই। শাস্ত্রিমহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোক ও পুষ্পিকা এইরূপ,—

* * গোপালতাপন্যামন্যদপ্যাস্তি কীর্ত্তিতম্।
তীর্থান্যুক্তানি ভূরীণি পুরাণেষ্বত্র মাথুরে ॥
খ্যাতান্যেবাধুনা তে চ লিখিতানীহ কানিচিৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিবিরচিতং শ্রীমন্মথুরামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

পুষ্পিকাতে যে 'শ্রীমদ্রূপগোস্বামী' শব্দ প্রযুক্ত আছে, তাহা লিপিকারের বলিয়াই মনে হয়। কারণ, অতিমর্ত্ত্যদৈন্য-বিগ্রহ শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু—যিনি আপনাকে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রভৃতি গ্রন্থে 'বরাকরূপ', 'ক্ষুদ্ররূপ' প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তিনি কখনও আপনাকে 'শ্রীমদ্রূপগোস্বামী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে পারেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্যে'র ১৬৮৮ শক বা ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের একটি পুঁথি (No. 3487, folios 2-33) আছে। শ্রীবৃন্দাবনের পুঁথির ন্যায় এই পুঁথির উপান্ত শ্লোকেও শ্রীযমুনা-নমস্কার ও তৎপরে পুষ্পিকা দৃষ্ট হয়।

জয়পুরের শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীমন্দিরের পুঁথিশালায় ও শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের পুঁথিশালায় শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত

শ্রীমথুরামাহাত্ম্যের এবং শ্রীবরাহপুরাণান্তর্গত 'শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে'র পৃথক্ পুঁথি আছে।

Farquhar সাহেব তাঁহার 'An Outline of the Religious Literature of India' (Oxford, 1920) পুস্তকের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় ও অন্যান্য কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু-রচিত শ্রীমথুরামাহাত্ম্য, শ্রীবরাহ-পুরাণের ১৫২-১৮০তম অধ্যায়রূপে উহার সহিত পরবর্ত্তিকালে সংযোজিত হইয়াছে। আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের এই সকল অনুমান-জাত ভ্রম শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু সঙ্কলিত 'শ্রীমথুরামাহাত্ম্য'-গ্রন্থ-দর্শনে সহজেই নিরাকৃত হইতে পারে। আধ্যক্ষিক মনীষিগণের কেহ কেহ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু-কৃত 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে'র ১১।২৬০ সংখ্যায় 'বারাহে চ, শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে' বাক্যের সহিত শ্রীবরাহপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত দেখিয়া নানারূপ কল্পনা করিয়া থাকে। হয় ত' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মঃ ২৫।২০৮) **"মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র** সংগ্রহ করিয়া। লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈলা বনেতে ভ্রমিয়া॥"—এই উক্তি বুঝিতে ভুল করিয়াও ঐরূপ মতবাদের উদয় হইয়া থাকিবে।

আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় সনাতন শ্রৌত-প্রমাণকে আধুনিক করিবার জন্য ব্যস্ত! ইহা বিমুখমোহিনী মায়া কখনও তাঁহাদের জ্ঞাতসারে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে করাইয়া থাকে। বস্তুতঃ 'শ্রীমথুরামাহাত্ম্য' বরাহপুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিলে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহা শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর রচিত পৃথক্ গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিতেন না এবং শ্রীব্রজমণ্ডলের প্রাচীন গোস্বামিগণের গ্রন্থাগারেও বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন পুঁথি দৃষ্ট হইত না। ইহাদ্বারা শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর সঙ্কলিত শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য যে শ্রীবরাহ-পুরাণান্তর্গত শ্রীমথুরামাহাত্ম্যের সহিত একীভূত গ্রন্থ নহে, উহা শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর পৃথগ্‌ভাবে সঙ্কলিত গ্রন্থ, তাহা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। বরাহপুরাণের ১৫২-১৮০তম অধ্যায়ে শ্রীমথুরা-মণ্ডলের বিবরণ ও মাহাত্ম্যাদি পাওয়া যায়। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে কেবল শ্রীবরাহপুরাণের ঐ সকল শ্লোকই

সংশ্লিষ্ট হয় নাই। ঐ সকল প্রমাণ হইতে স্থানে স্থানে কতিপয় শ্লোক ও অন্যান্য শাস্ত্রের বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে' যে সকল গ্রন্থের প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি বর্ণানুক্রমিক তলিকা শ্লোকের সংখ্যানির্দ্দেশ-সহ প্রদত্ত হইল—

আদিপুরাণ—৩, ১৮, ৪২, ৫৩, ৬০, ৬৫, ৬৭, ৮২, ৮৬, ১০৮, ১২৮, ১৩৯, ১৪৩, ১৫৯, ১৬৬, ২১৪, ২১৯, ২৩২, ২৩৭, ২৫৪, ২৫৯, ২৬১, ২৬৭, ২৭৩, ২৭৯, ২৮১, ৩০০, ৩০৬, ৩২৪, ৩২৬, ৩৩৯, ৩৪৪, ৩৫৯, ৩৬১, ৩৬৫, ৩৭০, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৬, ৪০২, ৪০৮, ৪১৬, ৪২৭, ৪৩২, ৪৪৫, ৪৪৯; গোপালোত্তরতাপনী—৪৮২; গৌতমীয়তন্ত্র—১১১; নির্ব্বাণখণ্ড—২৪৪, ২৪৮; পাদ্ম—২২৭, ২২৮, ৩৩৪; পাদ্ম (কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য)—১৭২, ১৮৮, ১৯১, ২৩৫; পাদ্ম (নির্ব্বাণখণ্ড)—৫১, ২২৩, ৩৫৭, ৩৯৪; পাদ্ম (পাতাল-খণ্ড)—১৫, ৪৫, ৫২, ৫৫, ৭৫, ৯৬, ১০৫, ১১৪, ১১৬, ১১৯, ১৩১, ১৩৩, ৩১৪, ৩২০, ৩৫৫; পাদ্ম (যমুনা-মাহাত্ম্য—১৪৩, ২৫২; পাদ্মোত্তরখণ্ড—৫০, ৮৪, ১১৩; পুরাণান্তর—২৫৮; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—৩৩০; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—১০৩, ১১০; ভবিষ্যপুরাণ—২০১; (শ্রী) ভাগবত (১ম স্কন্ধ)—৭৬; (শ্রী) ভাগবত (৪র্থ স্কন্ধ)—৭৭; (শ্রী) ভাগবত (১০ম স্কন্ধ—৭৮, ৩৯১, ৩৯৪, ৪১৯, ৪৪৭; মথুরাখণ্ড—৭৪, ১০২, ১৫৭; যমুনা-মাহাত্ম্য (যুধিষ্ঠির-মার্কণ্ডেয় সংবাদ)—৩১১; বামনপুরাণ—৯৮; বায়ুপুরাণ—৮১; বারাহ—৯৫, ১৬৯, ৩০৯, ৪১০, ৪২০, ৪৪১; বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর—৩১৩; বিষ্ণুপুরাণ—৭৯, ১৯৬, ২৩৬, ৩২৯; বৃহদ্গৌতমীয়—৩৯৬, ৩৯৭; বৃহন্নারদীয়—৩৩১; সৌরপুরাণ—১০০, ২৫০, ২৭৫, ২৯৯, ৪০৬, ৪২৫ ৪৩১; স্কান্দ—২২৬, ২৫৭, ৩৩৮, ৩৫৩; স্কান্দ কাশীখণ্ড—১৭; স্কান্দ (নির্ব্বাণখণ্ড)—১৩০; স্কান্দ (মথুরাখণ্ড)—৫৪, ৬২, ৬৬, ১১২, ১২৯, ১৩৬, ২০৫, ২১৮, ২৭৬, ৩৬৩, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৮৮, ৪০৩, ৪৩৯, ৪৪৮।

১৪। * **পদ্যাবলী**—শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু এই গ্রন্থে তাঁহার সমসাময়িক

* হিন্দী সংস্করণ—সম্পাদক—শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামিপাদ, প্রকাশক—শ্রী রাঘবচৈতন্যদাস,

ও সুপ্রাচীন বহু সাধারণ কবি (যথা —অমরু, উমাপতিধর. ক্ষেমেন্দ্র, বাণ, ভবভূতি, ময়ূর, বিশ্বনাথ, শরণ ইত্যাদি) ও মহাজনের রচিত শ্রীহরিসম্বন্ধী ও শ্রীহরিলীলাবিষয়ক শ্লোক সমাহরণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা, তথা বিভিন্ন রসে শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনা যে অনাদিকাল হইতে শ্রৌত-পারম্পর্য্যে বৈষ্ণব-মহাজনের কণ্ঠভূষণ, এমন কি, সাধারণ কবিগণেরও কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়া বিরাজমান ছিল, তাহা এই গ্রন্থ প্রমাণ করিয়া থাকে। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীপদ্যাবলীর ১ম শ্লোকে তাঁহার গ্রন্থ-রচনার কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন,—

(বসন্ততিলকছন্দ)

পদ্যাবলী বিরচিতা রসিকৈর্মুকুন্দ-
সম্বন্ধ-বন্ধুরপদা প্রমদোর্ম্মিসিন্ধুঃ।
রম্যা সমস্ততমসাং দমনী ক্রমেণ
সংগৃহ্যতে কৃতিকদম্বককৌতুকায় ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণে বংশীবাদনপর বনমালী শ্রীরাধাকান্তের বন্দনা [২], তৎপরে ভক্তগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ [৩-৫], তৎপরে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের অন্তর্গত শ্লোকাবলী সংগৃহীত হইয়াছে,—(১) শ্রীকৃষ্ণমহিমা [৬-৭], (২) শ্রীকৃষ্ণভজন-মাহাত্ম্য [৮-১২], (৩) প্রেম-সৌভাগ্য [১৩-১৫], (৪) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য [১৬-৩১], (৫) শ্রীনাম-কীর্ত্তন [৩২-৩৮], (৬) শ্রীকৃষ্ণকথা-মাহাত্ম্য [৩৯-৪৫], (৭) শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান [৪৬-৪৯], (৮) ভক্তবাৎসল্য [৫০], (৯) দ্রৌপদীত্রাণে তদ্‌বাক্য [৫১], (১০) শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণের মাহাত্ম্য [৫২-৫৮], (১১) ভক্তগণের দৈন্যোক্তি [৫৯-৭১],)১২) ভক্তগণের নিষ্ঠা [৭২-৮৫], (১৩) ভক্তগণের সৌৎসুক্য-প্রার্থনা [৮৬-৯৬], (১৪) ভক্তগণের উৎকণ্ঠা [৯৭-১০৯], (১৫) মোক্ষের প্রতি অনাদর [১১০-১১৩], (১৬) শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম-

শ্রীবৃন্দাবন। ইং ১৯৫৯ সাল, অভিনব সংস্করণ ; পরিষ্কারভাবে সরল হিন্দী ভাষায় অনুবাদ ও বিস্তৃত বিবরণসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। মহাকবি ও পণ্ডিত শ্রীবনমালী দাসশাস্ত্রীজী সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় এই অনুবাদ করিয়াছেন।

তত্ত্ব [১১৪-১১৫], (১৭) নৈবেদ্যার্পণে বিজ্ঞপ্তি [১১৬-১১৮], (১৮) শ্রীমথুরা-মহিমা [১১৯-১২৪], (১৯) শ্রীবৃন্দাটবী-বন্দন [১২৫], (২০) শ্রীনন্দ-প্রণাম [১২৬-১২৭], (২১) শ্রীযশোদা-বন্দন [১২৮], (২২) শ্রীকৃষ্ণের শৈশব [১২৯-১৩৪], (২৩) শৈশবে তারুণ্য [১৩৫-১৩৯], (২৪) গব্যহরণ [১৪০-১৪৫], (২৫) শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন [১৪৬-১৪৭], (২৬) শ্রীনন্দযশোদার বিস্ময় [১৪৮-১৫১], (২৭) গো-রক্ষণাদি লীলা [১৫২-১৫৩], (২৮) গোপীগণের প্রেমোৎ-কর্ষ [১৫৪-১৫৫], (২৯) শ্রীগোপীগণের সহিত লীলা [১৫৬], (৩০) শ্রীগোপী-গণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব [১৫৭], (৩১) শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দর্শনে শ্রীরাধার প্রশ্ন [১৫৮-১৫৯], (৩২) সখীর উত্তর [১৬০], (৩৩) শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ [১৬১-১৭৯], (৩৪) অন্য চতুর-সখীর বিতর্ক [১৮০], (৩৫) শ্রীরাধার প্রতি সখীর প্রশ্ন [১৮১-১৮৪], (৩৬) শ্রীরাধার প্রতি সখীর সপরিহাস আশ্বাস [১৮৫], (৩৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগকথন [১৮৬-১৯০], (৩৮) শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ-কথন [১৯১-১৯৩], (৩৯) শ্রীরাধাভিসার [১৯৪-১৯৬] (৪০) শ্রীরাধার প্রতি সখীবাক্য [১৯৭-১৯৮], (৪১) ক্রীড়া [১৯৯-২০০], (৪২) ক্রীড়ান্তর মর্ম্মজ্ঞাতা সখীগণের নর্ম্মোক্তি [২০১], (৪৩) মুগ্ধবালবাক্য [২০২), (৪৪) শ্রীরাধার সহিত দিনান্তকেলি, সখীবাক্য [২০৩], (৪৫) শ্রীরাধার সাভিলাষ-বাক্য [২০৪-২০৭], (৪৬) সখীর পরিহাস [২০৮], (৪৭) অন্যদিন অভিসারিকা, সখীবাক্য [২০৯], (৪৮) পরীক্ষণকারিণী সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য [২১০-২১১], (৪৯) বাসকসজ্জা [২১২], (৫০) উৎকণ্ঠিতা [২১৩-২১৪], (৫১) বিপ্রলব্ধা [২১৫], (৫২) খণ্ডিতা [২১৬], (৫৩) শ্রীরাধার বাক্য [২১৭-২২১], (৫৪) সায়ংকালে মাধব আগত হইলে সখী-শিক্ষা [২২২], (৫৫) মানিনী [২২৩-২২৪], (৫৬) শ্রীকৃষ্ণ বহির্গত হইলে সখীর বাক্য [২২৫], (৫৭) শ্রীকৃষ্ণের দূতীবাক্য [২২৬-২২৭], (৫৮) দূতীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য [২২৮], (৫৯) কলহান্তরিতা [২২৯], (৬০) কর্কশ সখীবাক্য] ২৩০], (৬১) সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য [২৩১-২৩৫], (৬২) সখীর অসূয়া-বাক্য [২৩৬],

(৬৩) ক্ষুভিত শ্রীরাধিকোক্তি [২৩৭], (৬৪) মানজ্বরকালে চিন্তারতা শ্রীরাধার প্রতি সখীর বাক্য [২৩৮], (৬৫) তাঁহার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য [২৩৯], (৬৬) শ্রীকৃষ্ণবিরহ [২৪০], (৬৭) শ্রীরাধাপ্রসাদন [২৪১], (৬৮) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার সখীর বাক্য [২৪২-২৪৩], (৬৯) দিনান্তরবার্ত্তা [২৪৪-২৪৬], (৭০) পুষ্পান্বেষণচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণকারিণী শ্রীরাধার প্রতি কোন রমণীর উক্তি [২৪৭], (৭১) শ্রীযমুনাতীরে গতা শ্রীরাধার সহিত সংকথা [২৪৮-২৪৯], (৭২) শ্রীরাধা-বাক্য [২৫০], (৭৩) স্বাধীনভর্ত্তৃকা [২৫১], (৭৪) শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন-দর্শন [২৫২], (৭৫) বংশীচৌর্য্য [২৫৩], (৭৬) মুরলীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য [২৫৪-২৫৫], (৭৭) সায়ংকালে শ্রীহরির ব্রজে আগমন [২৫৬], (৭৮) কোন গোপীর উক্তি [২৫৭-২৫৮], (৭৯) শ্রীরাধার সৌভাগ্য [২৫৯-২৬১], গোদোহন [১৬২], (৮০) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীচন্দ্রাবলীর বাক্য [২৬৩], (৮১) শ্রীগোবর্দ্ধন-ধারণ [২৬৪-২৬৭], (৮২) নৌক্রীড়া [২৬৮-২৮০], (৮৩) শ্রীরাধার সহিত শ্রীহরির বাকোবাক্য [২৮১-২৮৪], (৮৪) রাস [২৮৫-২৮৯], (৮৫) শ্রীকৃষ্ণবাক্য [২৯০-২৯১], (৮৬) শ্রীব্রজদেবীগণের উত্তর [২৯২-২৯৪], (৮৭) শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে তাঁহাদের প্রশ্ন [২৯৫-২৯৬], (৮৮) শ্রীরাধার সখীর বাক্য [২৯৭-২৯৮], (৮৯) আকাশচারিগণের উক্তি [২৯৯-৩০০], (৯০) জলক্রীড়া [৩০১], (৯১) শ্রীরাধার সখীগণের প্রতি চন্দ্রাবলী-সখীর অসূয়াপর বাক্য [৩০২], (৯২) শ্রীরাধার সখীর আকুতিপূর্ণ বাক্য [৩০৩], (৯৩) গান্ধর্ব্বার প্রতি সখী বাক্য [৩০৪-৩০৯], (৯৪) তাঁহার প্রতি কোন রমণীর উক্তি [৩১০], (৯৫) চন্দ্রা-বলীর প্রতি সখীর বাক্য [৩১১], (৯৬) তদ্‌ভক্তার প্রতি সখীর বাক্য [৩১২], (৯৭) নিত্যলীলা [৩১২ক-৩১২গ], (৯৮) শ্রীহরি মথুরায় প্রস্থান করিলে শ্রীরাধার সখীর বাক্য [৩১৩], (৯৯) শ্রীরাধাবাক্য [৩১৪], (১০০) শ্রীহরির মথুরা-প্রবেশ [৩১৫], (১০১) পুরস্ত্রীবাক্য [৩১৬-৩১৮], (১০২) শ্রীরাধার বিলাপ [৩১৯-৩৩৭ [, (১০৩) মথুরায় যশোদাস্মরণে শ্রীকৃষ্ণবাক্য [৩৩৮], (১০৪) শ্রীরাধাস্মরণে শ্রীহরির বাক্য [৩৩৯,] (১০৫) শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের

বাক্য [৩৪০] (১০৬) শ্রীউদ্ধবের দ্বারা শ্রীরাধার নিকট শ্রীহরির সন্দেশ] ৩৪১-৩৪২], (১০৭) শ্রীবৃন্দাবনে গমনরত শ্রীউদ্ধবের বাক্য [৩৪৩-৩৪৬], (১০৮) ব্রজদেবীকুলের প্রতি শ্রীউদ্ধবের বাক্য [৩৪৭], (১০৯) শ্রীউদ্ধব-দর্শনে সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য [৩৪৮], (১১০) শ্রীরাধার প্রতি শ্রীউদ্ধববাক্য [৩৪৯], (১১১) শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীরাধার সখীর বাক্য [৩৫০-৩৫২], (১১২) শ্রীরাধার সখীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সন্দেশ [৩৫৩-৩৬৪], (১১৩) সখীর প্রণয়যুক্ত ঈর্ষ্যাপূর্ণ জল্পনা [৩৬৫], (১১৪) ব্রজদেবীগণের উৎকণ্ঠার সহিত সন্দেশ [৩৬৬], (১১৫) যথার্থ সন্দেশ [৩৬৭-৩৬৮], (১১৬) দ্বারকাস্থ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ [৩৬৯-৩৭২], (১১৭) শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীর বিরহগীত] ৩৭৩], (১১৮) ব্রজদেবীগণের সন্দেশ [৩৭৪-৩৭৬], (১১৯) সুদামার প্রতি শ্রীদ্বারকেশ্বর-বাক্য [৩৭৭], (১২০) স্বগৃহাদি দেখিয়া সুদামার বাক্য [৩৭৮], (১২১) কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীর চেষ্টা [৩৭৯-৩৮০], (১২২) নির্জ্জনে অনুনয়কারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার বাক্য [৩৮১], (১২৩) সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য [৩৮২-৩৮৩], (১২৪) উপসংহারে মঙ্গলাচরণ] ৩৮৪-৩৮৮], (১২৫) পরিশিষ্ট [১-৫] (১২৬) মথুরা প্রণাম [৬-৮], (১২৭) তল্পাদুত্থায় শ্রীকৃষ্ণ চেষ্টা [৯-১২] (২২৮) গোপীগণের উক্তি [১৩-২০], (১২৯) শ্রীহরির মথুরাগমনে কোন সখীর বাক্য [২১-২৫], (১৩০) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ লক্ষণ স্মরণে গোগীগণের বাক্য [২৬], (১৩১) কোনও গোপীর বাক্য [২৭-২৯], (১৩২) উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য [৩০]। উপসংহারে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু জানাইয়াছেন যে,—

জয়দেব-বিল্বমঙ্গলমুখৈঃ কৃতা যেঽত্র সন্তি সন্দর্ভাঃ।
তেষাং পদ্যানি বিনা সমাহৃতানীতরাণ্যত্র ॥

শ্রীবিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' শ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছেন ; শ্রীজয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দ' ও গ্রন্থাকারে প্রচারিত ছিল। কিন্তু যে-সকল কবি ও মহাজনগণের শ্লোক কোন বিশেষ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ ছিল না, সেই সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অথবা শ্রুতিধর রসিক ভক্তগণের শ্রীমুখে পরম্পরায়

গীত শ্লোক শ্রীরূপপ্রভু প্রণালী-বদ্ধভাবে গুম্ফিত করিয়া 'শ্রীপদ্যাবলী' রচনা করিয়াছেন। কোন কোন পুঁথিতে ও মুদ্রিত সংস্করণে নিম্নলিখিত শ্লোকটি সর্ব্বশেষ-শ্লোকরূপে অধিক দৃষ্ট হয়,—

লসদুজ্জ্বলরসসুমনা গোকুলকুলপালিকালিকলিতঃ।
মদভীপ্সিতমভিদদ্যাত্তরুণতমালকল্পপাদপঃ কোঽপি॥

শ্রীপদ্যাবলীতে শ্রীগৌর-নমস্ক্রিয়া নাই বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে শ্রীশ্রীরূপ-গৌর-মিলনের পূর্ব্বে রচিত বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীপদ্যাবলীতে 'শ্রীভগবতঃ' নামে 'শ্রীশিক্ষাষ্টকে'র উদ্ধার; 'শ্রীমৎপ্রভূণাম্' নামে শ্রীল সনাতনের পদ্যের উদ্ধার; শ্রীল রঘুনাথদাস ও শ্রীল গোপালভট্টের রচিত পদ্যের উদ্ধার; 'আড়াইলে' শ্রুত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের শ্লোকের (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।৯৬, ৯৮, ১০৬) উদ্ধার; শ্রীল রায়-রামানন্দ ও শ্রীল কর্ণপূর-রচিত পদ্যের উদ্ধার—প্রভৃতি কারণ শ্রীপদ্যাবলীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলনের পরে রচিত বলিয়া প্রমাণিত করে। বিশেষতঃ শ্রীপদ্যাবলীর ৩৮৩ সংখ্যা-ধৃত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোকটি যে গৌর-কৃপা-প্রাপ্তির পরে রচিত, তাহার অতি সুস্পষ্ট প্রমাণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৬০-৬২, ৭২, ৭৬; অঃ ১।৭৭, ৭৯, ৮০, ৮৬, ৮৭, ১১৪, ১১৫, ১১৭) আছে।

ইংরেজী ১৯৫৯ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে শ্রীরাঘবচৈতন্য দাস দ্বারা প্রকাশিত হিন্দি সংস্করণ 'শ্রীশ্রীপদ্যাবলীর' বিবরণ নিম্নোক্ত প্রকার। ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত অন্যান্য সংস্করণের সহিত পাঠ মিলাইয়া অতি সুন্দর প্রাঞ্জল সরল ভাষায় হিন্দী অনুবাদ সহ এই সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে পরিশিষ্ট সহকারে ১৩২টী বিষয় আছে। ঐ বিষয় সমূহ ৩০ প্রকার ছন্দে ১২৫ জন মহাজন কবি বর্ণিত শ্লোক দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন। তাহার বিবরণ এই প্রকার,—

বিষয় সমূহের নাম—

পদ্য রচয়িতার নাম—১—অঙ্গদ, ২—অপরাজিত, ৩—অভিনন্দ, ৪—অমরু, ৫—অবিলম্ব সরস্বতী, ৬—আগম, ৭—আনন্দ, ৮—আনন্দাচার্য্য,

৯—(শ্রী) ঈশ্বর পুরীপাদ, ১০—উমাপতিধর, ১১—ঔৎকল, ১২—কঙ্ক, ১৩—(শ্রী) কর্ণপূর, ১৪—কবিচন্দ্র, ১৫—কবিরত্ন, ১৬—কবিরাজমিশ্র, ১৭—কবিশেখর, ১৮—কবিসার্বভৌম, ১৯—কুমার, ২০—কেশবছত্রী, ২১—কেশবভট্টাচার্য্য, ২২—ক্ষেমেন্দ্র, ২৩—গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু, ২৪—গোবর্দ্ধনাচার্য্য, ২৫—গোবিন্দ, ২৬—গোবিন্দভট্ট, ২৭—গোবিন্দমিশ্র, ২৮—গৌড়ীয়, ২৯—চক্রপাণি, ৩০—চিরঞ্জীব, ৩১—জগদানন্দ রায়, ৩২—জগন্নাথ সেন, ৩৩—জয়ন্ত, ৩৪—জীবদাস বাহিনীপতি, ৩৫—তৈরভুক্ত কবি, ৩৬—ত্রিবিক্রম, ৩৭—দশরথ, ৩৮—দাক্ষিণাত্য, ৩৯—দামোদর, ৪০—দিবাকর, ৪১—দীপক, ৪২—দৈত্যারিপণ্ডিত, ৪৩—ধনঞ্জয়, ৪৪—ধন্য, ৪৫—নাথোক, ৪৬—নীল, ৪৭—পঞ্চতন্ত্রকৃৎ, ৪৮—পুরুষোত্তমদেব, ৪৯—পুষ্করাক্ষ, ৫০—প্রভু (শ্রীমৎসনাতন গোস্বামিপাদ), ৫১—বাণ, ৫২—(শ্রী) ভগবান্, ৫৩—ভট্টনারায়ণ, ৫৪—ভবভূতি, ৫৫—ভবানন্দ, ৫৬—ভীমভট্ট, ৫৭—মঙ্গল, ৫৮—মনোহর, ৫৯—ময়ূর, ৬০—মাধব, ৬১—মাধব চক্রবর্ত্তী, ৬২—মাধব সরস্বতী, ৬৩—(শ্রীমন্) মাধবেন্দ্র পুরীপাদ, ৬৪—মুকুন্দ ভট্টাচার্য্য, ৬৫—মোটক, ৬৬—(শ্রীযাদবেন্দ্র পুরীপাদ), ৬৭—যোগেশ্বর, ৬৮—(শ্রী) রঘুনাথ দাস, ৬৯—(শ্রী) রঘুপতি উপাধ্যায়, ৭০—রাঙ্গ, ৭১—রামচন্দ্র দাস, ৭২—(শ্রী) রামানন্দ রায়, ৭৩—রামানুজ, ৭৪—রুদ্র, ৭৫—রূপদেব, ৭৬—লক্ষ্মণ সেন, ৭৭—(শ্রী) লক্ষ্মীধর, ৭৮—বনমালী, ৭৯—বাণীবিলাস, ৮০—বাসব, ৮১—বাহিনীপতি, ৮২—বিশ্বনাথ, ৮৩—(শ্রী) বিষ্ণুপুরীপাদ, ৮৪—বীর সরস্বতী, ৮৫—(শ্রীভগবদ্) ব্যাসপাদ, ৮৬—শঙ্কর, ৮৭—শচীপতি, ৮৮—শম্ভু, ৮৯—শরণ, ৯০—শান্তিকর, ৯১—শারদাকার, ৯২—শিবমৌনী, ৯৩—শুভাঙ্ক, ৯৪—শুভ্র, ৯৫—শ্রীকরাচার্য্য ; ৯৬—শ্রীগর্ভ কবীন্দ্র, ৯৭—শ্রীধর স্বামিপাদ, ৯৮—শ্রীমৎ, ৯৯—শ্রীবৈষ্ণব, ১০০—ষষ্ঠীদাস, ১০১—ষান্মাসিক, ১০২—সঞ্জয় কবিশেখর, ১০৩—সমাহর্ত্তা (শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু), ১০৪—সর্বজ্ঞ, ১০৫—সর্বভট্ট, ১০৬—সর্ববিদ্যাবিনোদ, ১০৭—সর্ব্বানন্দ, ১০৮—সারঙ্গ, ১০৯—(শ্রী) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ১১০—সুদেব, ১১১—সুবন্ধু, ১১২—সুরোত্তমাচার্য্য, ১১৩—সূর্য্যদাস,

১১৪—সোল্লোক, ১১৫—(শ্রী) হনুমান, ১১৬—হর, ১১৭—হরি, ১১৮—হরিদাস, ১১৯—হরিভট্ট, ১২০—হরিহর, ১২১—কস্যচিৎ, ১২২—অমিষা, ১২৩—(শ্রী) নারদ, ১২৪—বসুদেব, ১২৫—(শ্রী) কৃষ্ণদেব শর্মা।

ছন্দসমূহের নাম—১—বসন্ততিলক, ২—অনুষ্টুভ, ৩—শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত, ৪—স্রগ্ধরা, ৫—মালিনী, ৬—পুষ্পিতা, ৭—রথোদ্ধতা, ৮—স্বাগতা, ৯—আর্য্যাগীতি, ১০—শিখরিণী, ১১—শালিনী, ১২—মন্দাক্রান্তা, ১৩—হরনর্ত্তন, ১৪—বংশস্থবিল, ১৫—ইন্দ্রবজ্রা, ১৬—পৃথ্বী, ১৭—দ্রুতবিলম্বিত, ১৮—ভুজঙ্গ-প্রয়াত, ১৯—বিয়োগিনী, ২০—উপজাতি, ২১—আর্য্যা, ২২—উপগীতি আর্য্যা, ২৩—ঔপচ্ছন্দসিক, ২৪—লীলাখেল, ২৫—তোটক, ২৬—উদ্গীতি-আর্য্যা, ২৭—হরিণী, ২৮—উপেন্দ্রবজ্রা, ২৯—প্রহর্ষিণী, ৩০—মঞ্জুভাষিণী।

১৫। **নাটক-চন্দ্রিকা**—শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীবিদগ্ধমাধব' ও 'শ্রীললিত-মাধব' নামক দুইটি নাটকের লক্ষণ উদাহরণ ও লক্ষ্যবিষয়ের সমন্বয় সাধন করিবার জন্য 'নাটকচন্দ্রিকা' নামক নাট্যশাস্ত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'শ্রীললিতমাধবে' নাটকের প্রায় সকল লক্ষণই বর্ত্তমান থাকায় শ্রীল রূপপ্রভু 'নাটক-চন্দ্রিকা'র প্রায় প্রত্যেক লক্ষণের উদাহরণ 'শ্রীললিতমাধব' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র, শিঙ্গভূপালের রসসুধাকর বা রসার্ণবসুধাকর এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য-দর্পণ (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যশাস্ত্র-গ্রন্থের নাম উল্লেখপূর্ব্বক তাহাদের সহিত মতবিরোধহেতু গ্রন্থের অবতারণার কথা বলিয়াছেন,—

বীক্ষ্য ভরতমুনিশাস্ত্রং রসপূর্ব্বসুধাকরঞ্চ রমণীয়ম্।
লক্ষণমতিসংক্ষেপাদ্ বিলিখ্যতে নাটকস্যেদম্॥
নাতীব-সঙ্গতত্বাদ্ ভরতমুনের্ম্মতবিরোধাচ্চ।
সাহিত্যদর্পণীয়া ন গৃহীতা প্রক্রিয়া প্রায়ঃ॥

ভরতমুনির শাস্ত্র এবং রমনীয় রসসুধাকর-গ্রন্থ দর্শন করিয়া (বিচার করিয়া) এই নাটকের লক্ষণ সংক্ষেপে রচিত হইয়াছে। ভরতমুনির মতের সহিত

অনৈক্য এবং বিশেষ সঙ্গতি নাই বলিয়া সাহিত্য-দর্পণের প্রক্রিয়া প্রায়ই গৃহীত হয় নাই।

এই গ্রন্থে নাটক-লক্ষণ; দিব্য, দিব্যাদিব্য ও অদিব্য—এই তিন প্রকার নায়ক; খ্যাত, কৢপ্ত ও মিশ্র—এই তিন প্রকার ইতিবৃত্ত; প্রস্তাবনা, আশীর্ব্বাদ, নমস্ক্রিয়া ও বস্তু-নির্দ্দেশাত্মক তিন প্রকার নান্দী; প্ররোচনা; কথোদ্‌ঘাত, প্রবর্ত্তক, প্রয়োগাতিশয়, উদ্‌ঘাত্যক ও অবলগিত—এই পাঁচ প্রকার আমুখ; সন্ধি; বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং প্রধান কার্য্য ও অঙ্গকার্য্য—এই পাঁচ প্রকার প্রকৃতি; আরম্ভ; যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম এই পাঁচপ্রকার অবস্থা; মুখ প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহৃতি এই পাঁচ প্রকার সন্ধ্যঙ্গ; দ্বাদশটি বীজভেদ; ত্রয়োদশটি প্রতিমুখ-সন্ধির ভেদ; দ্বাদশটি গর্ভ-সন্ধির ভেদ; ত্রয়োদশটি বিমর্শ-সন্ধির ভেদ; চতুর্দ্দশটি নির্ব্বহণ-সন্ধির ভেদ; একবিংশতি সন্ধ্যন্তর; ষট্‌ত্রিংশৎ ভূষণ-ভেদ; চারি প্রকার পতাকাস্থান; বিষ্কম্ভক, চুলিকা, অঙ্কাস্য, অঙ্কাবতার, প্রবেশক প্রভৃতি অর্থোপক্ষেপক-সমূহ; স্বগত, প্রকাশ, জনান্তিক, অপবারিত প্রভৃতি নাট্যোক্তিসমূহ; অঙ্কের স্বরূপ; গর্ভাঙ্কের স্বরূপ; অঙ্কের সংখ্যা; নাটকের রস প্রভৃতি সামান্য বিষয়ের নির্ণয়: সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষাবিধান; ভারতী, আরভটী, সাত্ত্বতী ও কৈশিকী এই চারিটি বৃত্তি ও ইহাদের ভেদসমূহ; নর্ম্ম ও উহার ভেদসমূহ; কোন্ কোন্ রসে কোন্ কোন্ বৃত্তি প্রযোজ্য প্রভৃতি বিষয় লক্ষণ ও উদাহরণ-সহ বর্ণিত হইয়াছে।

নাটক-চন্দ্রিকার শেষে কোন উপসংহার-শ্লোক নাই, কিন্তু নিম্নলিখিতরূপ পুষ্পিকা দৃষ্ট হয়, "ইতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য-কবিতা-পরিমল-বাসিত-সজ্জন-মানস - কানন - শ্রীভগবচ্চৈতন্যদেবপ্রিয়পার্ষদাগ্রগণ্য পরম-পূজনীয়-শ্রীল-রূপগোস্বামিপাদ-প্রণীতা নাটক-চন্দ্রিকা সম্পূর্ণা।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হস্তলিখিত নাটক-চন্দ্রিকার একটি জীর্ণ পুঁথি আছে।

নাটক-চন্দ্রিকায় যে-সকল গ্রন্থ হইতে উদাহরণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে বা

যে সকল গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধনীতে শ্লোক-সংখ্যা-সহ তাহার একটী বর্ণানুক্রমিক সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল,

অন্যে (২৩৮), আচার্য্যাঃ (৩৩৭), কশ্চিৎ (১৩৮, ২৪৯, ২৬৫, ৪৪০, ৪৪৬, ৪৬১, ৪৭৮, ৪৮২, ৪৮৭, ৪৯২, ৪৯৯, ৫২৩, ৫৩১), কংসবধ (৩৯), কেচন (৫৮২), কেচিৎ (৪১, ৩৩৮, ৩৯৬, ৫৮২, ৫৯৫), কেশবচরিত (৩২), কৈশ্চিৎ (৫৫৯-৬০), দশরূপক (৩৩৮), পদ্যাবলী (২০৭ নং পদ্য , ৬২৪), ভরতমুনি (২,৫৩৬,৬০৩), ভরতমুনিশাস্ত্র (১), মনীষিভিঃ (২৭৮), মুনি (২৮,৬৬,৫৫৯-৬০), রসসুধাকর (১, ৬৪৩,৬৫০), রসসুধার্ণব (১২), ললিতমাধব (১৭৫ বার উল্লিখিত), বিদগ্ধমাধব (৩৩,৫৫৭,৬৪৮), বীরচরিত (২০), সাহিত্যদর্পণ (২), হরিবিলাস (৩০)।

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামবিহীন নিম্নলিখিত-সংখ্যক শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে, ১১, ২২, ২৩, ৬০৫, ৬০৭, ৬০৮, ৬১০, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৬, ৬১৮, ৬১৯, ৬২১, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩২, ৬৩৪, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৯, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৬।

'নাটকচন্দ্রিকা'য় উদ্ধৃত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের নাম শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও উল্লিখিত হইয়াছে, দশরূপক (৪।৩।১৫), রসসুধাকর (২।৪।১৯), শিঙ্গভূপাল-কৃত রসার্ণব-সুধাকর (২।১৩)।

'নাটকচন্দ্রিকা'য় উদ্ধৃত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের নাম শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতেও উল্লিখিত হইয়াছে, মুনি (ভরত) (নাঃ ভেঃ প্রঃ ১৪), রসসুধাকর (নায়িঃ, ভেঃ প্রঃ ১৬ ; উদ্দীপন প্রঃ ২৫; ৩৫, ৩৭, ৫৩, ৫৪ ; ব্যভিচারি-প্রঃ ৪২), দশরূপক (নাঃ ভেঃ প্রঃ ২৭)।

নাটকচন্দ্রিকায় শ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিতমাধব নাটক এবং শ্রীপদ্যাবলীর পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে ; কিন্তু শ্রীরূপের আর একটি নাটক গ্রন্থ 'দানকেলিকৌমুদী ভাণিকা'র কোনও শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, 'নাটকচন্দ্রিকা' শ্রীবিদগ্ধমাধব, শ্রীললিতমাধব ও

পদ্যাবলী রচনার পরে, কিন্তু 'দানকেলি কৌমুদী', শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমাণ রচনার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (৪।৯।২২) ইঙ্গিতে শ্রীনাটকচন্দ্রিকাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, "বৃত্তয়ো নাট্যমাতৃত্বাদুক্তা **নাটকলক্ষণে**"। ইহার শ্রীদুর্গমসঙ্গমনী টীকায় "নাটকলক্ষণে নাটকচন্দ্রিকাখ্যে স্বকৃতে ইতি জ্ঞেয়ম্" এইরূপ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অঃ ১।১৩৫) 'নাটক চন্দ্রিকা'র ৩১শ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

'শ্রীললিতমাধবে'র টীকায় (কাহারও কাহারও মতে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর রচিত) 'নাটক চন্দ্রিকা' হইতে বহু লক্ষণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৬। **শ্রীসংক্ষেপ-(লঘু) ভাগবতামৃত**—শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে যে-সকল সিদ্ধান্ত উপন্যাসাকারে বিস্তৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু তাহাই সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত-(বা লঘু-ভাগবতামৃত) গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল-সনাতন-গোস্বামিপ্রভু-কৃত গ্রন্থের প্রতি মর্য্যাদা-স্থাপনকল্পে নিজকৃত গ্রন্থকে দৈন্যবশতঃ 'লঘুভাগবতামৃত'-নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৪১) ইহা 'লঘুভাগবতামৃত'-নামেই উক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের ও পুরাণশাস্ত্রের পরিভাষা-গ্রন্থ বিশেষ। ইহাতে প্রত্যেক স্থাপ্যসিদ্ধান্ত শব্দ-প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে,—

শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজৈঃ শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্।
যদ্ ব্যতানি তদেবেদং সংক্ষেপেণ নিষেব্যতে॥
ইদং শ্রীকৃষ্ণ-তদ্ভক্ত-সম্বন্ধাদমৃতং দ্বিধা।
আদৌ কৃষ্ণামৃতং তত্র সুহৃদ্ভ্যঃ পরিবেষ্যতে॥
নির্ব্বন্ধং যুক্তিবিস্তারে ময়াত্র পরিমুঞ্চতা।
প্রধানত্বাৎ প্রমাণেষু শব্দ এব প্রমাণ্যতে॥
যতস্তৈঃ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' ইতি ন্যায় প্রদর্শনাৎ।
শব্দস্যৈব প্রমাণত্বং স্বীকৃতং পরমর্ষিভিঃ॥

কিঞ্চ 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ইতি ন্যায়বিধানতঃ।
অমীভিরেব সুব্যক্তং তর্কস্যানাদরঃ কৃতঃ॥

শ্রীমৎপ্রভুপাদ (শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু) শ্রীমদ্-বৃহদ্ভাগবতামৃতে যাহা বিস্তৃত করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিব। এই ভাগবতামৃত (১) **শ্রীকৃষ্ণামৃত** ও (২) **শ্রীভক্তামৃত** ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রথমে 'সহৃদয় ভক্তগণকে কৃষ্ণামৃত পরিবেষণ করিতেছি। এই গ্রন্থে যুক্তি-বিস্তারের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষাদি দশবিধ প্রমাণাদির মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান প্রমাণরূপে শব্দ বা শ্রৌতবাক্যকেই স্বীকার করিয়াছি; যেহেতু মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদান্তসূত্রে 'শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ' (১।১।৩) এই সূত্রে শব্দেরই একমাত্র প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং সেই বেদান্তশাস্ত্রেই 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) সূত্রে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়া সুস্পষ্টভাবে তর্কের অনাদর করিয়াছেন।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে চারিটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে কলিযুগপাবনাবতার, শ্রীকৃষ্ণনামপ্রেম-প্রদাতা ও সপরিকর শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনোপাস্যবিগ্রহরূপে বর্ণনের পর তাঁহার প্রণতি ও জয়, শ্রীকৃষ্ণবংশীধ্বনির জয় ও শ্রীকৃষ্ণনামের জয় প্রদত্ত হইয়াছে।

"নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে"।
"যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ॥"
"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"
মুখারবিন্দ-নিস্যন্দ-মরন্দ-ভর-তুন্দিলা।
মমানন্দং মুকুন্দস্য সন্দুগ্ধাং বেণুকাকলী॥
শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা 'হরে-কৃষ্ণে'তি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥

যাঁহার কৃপায় বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচভাব দূরীভূত হয়, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর একান্ত

মঙ্গল-বিধানের জন্য নানাবিধ কমনীয় অবতারসমূহ প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। যাঁহার শ্রীমুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুইটী অক্ষর, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তনবহুল যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখপদ্ম হইতে বিনির্গত মকরন্দদ্বারা পরিপুষ্ট বেণুর কাকলী আমার আনন্দ-বর্দ্ধন করুন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরময় শ্রীকৃষ্ণনামাবলী জগজ্জনকে প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জিত করিতে করিতে সর্ব্বোপরি বিরাজ করুন।

এই গ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণামৃত" ও "শ্রীভক্তামৃত" নামে দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ রূপ ও অবতারাবলীর বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয় ভাগে তদীয়গণের আরাধনার সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শন করিয়া ভক্তগণের মধ্যে তারতম্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীসংক্ষেপ-(লঘু-) ভাগবতামৃত-ধৃত প্রমাণগ্রন্থ-সূচী

[ভঃ উঃ = ভক্তামৃত, উত্তরখণ্ড ; কৃঃ পূঃ = কৃষ্ণামৃত, পূর্ব্বখণ্ড।]

আদিপুরাণ—ভঃ উঃ ১, ৮, ১০ ; কূর্ম্মপুরাণ—কৃঃ পূঃ ১৬৭, ২৩২, ২৩৪ ; কৈশ্চিৎ—কৃঃ পূঃ ৮৬ ; ক্রমদীপিকাদি (অষ্টার্ণমন্ত্র) – কৃঃ পূঃ ২০৪ ; গীতা—কৃঃ পূঃ ১৬১, ১৮৬, ২১০, ২১১ ; গোপালতাপনী—কৃঃ পূঃ ২৪২, ২৮৪ ; গৌতমীয়াদি তন্ত্র (অষ্টাদশার্ণ মন্ত্র)—কৃঃ পূঃ ২৮৪ ; গৌতমীয়াদি তন্ত্র (দশার্ণ)—কৃঃ পূঃ ২৮৪ ; চতুর্ব্বেদশিখা—কৃঃ পূ ২৫০ ; তন্ত্র—কৃঃ পূঃ ২৮৪, ২৮৭ ; নারদ-পঞ্চরাত্র—কৃঃ পূঃ ১৬৩ ; নারায়ণাধ্যাত্ম—কৃঃ পূঃ ২৫২ ; নৃসিংহতাপনী—কৃঃ পূঃ ১৩৭ ; পঞ্চরাত্র—কৃঃ পূঃ ২১৭ ; পদ্মপুরাণ—কৃঃ পূঃ ৩৩, ৪৮, ৫১, ৫২, ৬৫, ৬৯, ৭৮, ৮২, ৮৬, ১০৯, ১২৮, ১৩৪, ১৩৮, ১৪৩, ১৬৬, ১৯৬, ২০৮, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২৩৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫২, ২৫৬, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৫, ভঃ উঃ—১, ১০ ; পদ্মপুরাণাদি—কৃঃ পূঃ ২০, ৭৭, ১৩২ ; পুরাণাদি—কৃঃ পূঃ ১৪৫, ২৩১, ২৩২, ২৪২, ২৪৩ ; পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি—কৃঃ পূঃ ১৯১, ১৯২, ১৯৩,

৬৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৫৯, ১৮৪, ভঃ উঃ ৪ ; স্বায়ম্ভুবাগম (চতুর্দ্দশার্ণ মন্ত্র)—কৃঃ পূঃ ১৬২, ২০৪ ; হরিভক্তিসুধোদয়—ভঃ উঃ ১ ; হরিবংশ—কৃঃ পূঃ ১২৭, ১৩১, ১৩২, ১৫৯, ১৬০ ।

একাদশ-শ্লোক—শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু—

বৈষ্ণব ইচ্ছায় **একাদশ শ্লোক** কৈল ।
কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল ॥
অষ্টকাল-লীলা তা'তে অতি রসায়ন ।
ভাগ্যবন্ত জন সে করয়ে আস্বাদন ॥ (শ্রীভঃ রঃ ১।৮১৮-১৯)

এই একাদশ শ্লোক 'অষ্টকালিক-শ্লোকাবলী' বা 'স্মরণমঙ্গলৈকাদশম্' নামে কোন কোন পুঁথিতে * দৃষ্ট হয় । বহরমপুর হইতে প্রকাশিত শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের সংস্করণে এই একাদশটি শ্লোক যথাক্রমে ১ম সর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ১০ম শ্লোক ; ২য় সর্গের ১ম ; ৫ম সর্গের ১ম ; ৮ম সর্গের ১ম ; ১৯শ সর্গের ১ম ; ২০শ সর্গের ১ম ও ২১ সর্গের ১ম শ্লোকরূপে দৃষ্ট হয় । 'স্মরণমঙ্গলে'র শেষের দুইটি শ্লোক, অর্থাৎ ১০ম ও ১১শ শ্লোকের কোন কোন চরণ ও শব্দের সহিত মুদ্রিত শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ২২শ সর্গের ১ম শ্লোকের কোন চরণের মিল এবং কোন চরণের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় ।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের উপসংহারে শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভুর নিম্নলিখিত উক্তি হইতেও 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র উক্তিকে অনেকে সমীচীন মনে করেন,—

শ্রীরূপদর্শিতদিশা লিখিতাষ্টকাল্যা
শ্রীরাধিকেশকৃতকেলিততি র্ময়েয়ম্ । (শ্রীগোঃ লীঃ ২৩।৫৪)

---

* শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহাশয় Notices of Sanskrit Mss. পুস্তকে (2nd, Series, Vol. I, P. 418, No. 414) পঁয়ত্রিশ-শ্লোকাত্মক 'স্মরণমঙ্গলৈকাদশ'-নামক স্তবের একটি পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন । ইহার পুষ্পিকা এইরূপ—"ইতি শ্রীমদ্-রূপগোস্বামিনা বিরচিতং শ্রীরাধা-কৃষ্ণয়োরষ্ট-কালিক-শ্লোকাবলী-স্মরণ-মঙ্গলং সমাপ্তম্ ।" বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১১ শ্লোকাত্মক ইহার একটি পুঁথি (১১১৬ নং) আছে ।

শ্রীল রূপপ্রভুর প্রদর্শিত পথের অনুসরণে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলাসমূহ আমার দ্বারা লিখিত হইল।

সামান্য-বিরুদাবলী-লক্ষণ—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপের গ্রন্থ-সমূহের উল্লেখ-কালে (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।৪০) গোবিন্দবিরুদাবলী ও তাহার লক্ষণের কথা বলিয়াছেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও 'স্তবমালা'র অন্তর্গত শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীর তৎকৃত টীকার উপোদ্ঘাতে বলিয়াছেন,—

অধীত্য **বিরুদাবল্যা লক্ষণং গ্রন্থকৃৎকৃতম্**।
এতাং চেৎ পঠতি প্রাজ্ঞস্তদা বোধোঽস্য পুষ্কলঃ॥
সামান্যবিরুদাবল্যা গোবিন্দবিরুদাবলৌ।
যোঽভ্যধায়ি বিশেষস্তৈঃ স তাবদিহ লিখ্যতে॥

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিয়াছেন,—

গোবিন্দবিরুদাবলী, লক্ষণ তাহার।
দোঁহে এক, এহেতু লক্ষণে এ প্রচার॥

(শ্রীভঃ রঃ ১।২১)

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের নমস্ক্রিয়াদ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন,—

প্রণম্য পরমানন্দং বৃন্দারণ্য-পুরন্দরম্।
লিখ্যতে বিরুদাবল্যাঃ সংক্ষেপাল্লক্ষণং ময়া॥
কলিকা-শ্লোক-বিরুদৈর্যুতা বিবিধ-লক্ষণৈঃ।
কীর্ত্তি-প্রতাপ-শৌটীর্য্য-সৌন্দর্য্যোন্মেষশালিনী॥
কলিকাদ্যন্তসংসর্গিপদ্যা দোষ-বিবর্জিতা।
শব্দাড়ম্বর-সম্বদ্ধা কর্ত্তব্যা বিরুদাবলী॥
ব্যুৎপন্নঃ সুস্থিরমতির্গতগ্লানির্গলস্বনঃ।
ভক্তঃ কৃষ্ণে ভবেদ্ যঃ স বিরুদাবলি-পাঠকঃ॥ (১-৪ শ্লোক)

শ্রীল রূপপ্রভু এই গ্রন্থে প্রধানতঃ (১) কলিকা, (২) শ্লোক ও (৩) বিরুদের লক্ষণ প্রকার-ভেদ ও উদাহরণ-সহ বলিয়াছেন। তালনিয়ন্তা পদ-সমূহকে 'কলা'

ও কয়েকটি কলার সমষ্টিকে একটি 'কলিকা' বলা হয়। কলার পরিমাণ ঊর্দ্ধে ৬৪টি ও ন্যূনকল্পে ১২টি। কলিকায় সংযুক্ত বর্ণের নিয়ম—মধুর, শ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, শিথিল ও হ্লাদী। এই পাঁচটির প্রত্যেকটি হ্রস্ব ও দীর্ঘবর্ণের সহিত সংযুক্ত হইয়া দশ প্রকার। কলিকার আদিতে ও অন্তে নায়কের গুণোৎকর্ষসূচক শ্লোক থাকে। গুণোৎকর্ষাদি বর্ণনকে কবিগণ 'বিরুদ' বলেন। বিরুদের কলিকার শেষে 'ধীর', 'বীর' প্রভৃতি শব্দ থাকে। কলিকা, শ্লোক ও বিরুদের প্রকার-ভেদ সমূহ সংশ্লিষ্ট chartএ প্রদর্শিত হইল।

গ্রন্থের উপসংহার—

রম্যয়া বিরুদাবল্যা প্রোক্ত-লক্ষণ-যুক্তয়া।
স্তূয়মানঃ প্রমুদিতো বাসুদেবঃ প্রসীদতি॥
যঃ স্তৌতি বিরুদাবল্যা সল্লক্ষণ-বিহীনয়া।
পঠন্তমপি তং সাধু নৈবাঙ্গীকুরুতে হরিঃ॥

গ্রন্থের ১১শ শ্লোকে 'কেচিৎ', ৯২তম শ্লোকে 'ভুজগেশ্বর পিঙ্গল' ও ৯৩তম শ্লোকে 'ষণ্মুখ' এই তিনটি গ্রন্থকারের নাম দৃষ্ট হয়।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু এই গ্রন্থে 'শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী' হইতে প্রায় সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু 'শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী'র টীকায়, বিশেষতঃ তাহার উপোদ্ঘাতে 'বিরুদাবলী-লক্ষণ' হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর 'সামান্য-বিরুদাবলী-লক্ষণ' ও 'শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী'র অনুসরণে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীগোপালবিরুদাবলী' ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর 'নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী' রচনা করেন।

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃত **সামান্য-বিরুদাবলী**-লক্ষণ,—(১) কলিকা, (২) শ্লোক, (৩) বিরুদ। কলিকা—(১) চণ্ডবৃত্ত-কলিকা, (২) দ্বিগাদিগণবৃত্ত-কলিকা, (৩) ত্রিভঙ্গীবৃত্ত কলিকা, (৪) মধ্য-কলিকা, (৫) মিশ্র-কলিকা, (৬) গদ্যকলিকা। চণ্ডবৃত্ত কলিকা—(১) সামান্য, (২) সলক্ষণ।

সলক্ষণ—(১) নখ, (২) বিশিখ। নখ—(১) রণ, (২) বীরভদ্র, (৩) অপরাজিত, (৪) পুরুষোত্তম, (৫) বৰ্দ্ধিত, (৬) বেষ্টন, (৭) সমগ্র, (৮) অচ্যুত, (৯) মাতঙ্গখেলিত, (১০) উৎপল, (১১) কন্দল, (১২) কল্পদ্রুম, (১৩) আস্খলিত, (১৪) তুরঙ্গ, (১৫) গুণরতি, (১৬) পল্লবিত, (১৭) তরৎ-সমস্ত, (১৮) কাশ, (১৯) তিলক, (২০) যতিনর্ত্তন। বিশিখ—(১) পদ্ম, (২) কুন্দ, (৩) চম্পক, (৪) বঞ্জুল, (৫) বকুল। পদ্ম—(১) পঙ্কেরুহ, (২) সিতকঞ্জ, (৩) পাণ্ডুৎপল, (৪) ইন্দীবর, (৫) অরুণাম্ভোজ বা অরুণাম্ভোরুহ, (৬) কহ্লার। বকুল—(১) ভাস্বর, (২) মঙ্গল, (৩) তুঙ্গ।

দ্বিগাদিগণবৃত্তকলিকা বা মঞ্জরী—(১) দ্বিগাদি-কলিকা বা কোরক, (২) রাদি-কলিকা বা গুচ্ছ, (৩) মাদি-কলিকা বা সংফুল্ল, (৪) ন-কলিকা বা কসুম, (৫) গান-কলিকা বা গন্ধ।

ত্রিভঙ্গীবৃত্ত-কলিকা—(১) শিখরিণী, (২) তুরগ, (৩) দণ্ডক, (৪) ভুজঙ্গ, (৫) তিগ্ম, (৬) বিদগ্ধ।

মিশ্র-কলিকা—(১) সাপ্তবিভক্তিকী, (২) সম্বুধ্যন্তা।

গন্ত-কলিকা—(১) অক্ষরময়ী, (২) সর্ব্বলঘ্বী।

"সামান্য-বিরুদাবলীর লক্ষণ"—৩৬৩-৬৪ পৃষ্ঠায় দেখুন।

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃত
সামান্য-বিরুদাবলী-লক্ষণ

* পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(১) নখ*

(১) রণ, (২) বীরভদ্র, (৩) অপরাজিত, (৪) পুরুষোত্তম, (৫) বর্দ্ধিত, (৬) বেষ্টন, (৭) সমগ্র, (৮) অচ্যুত, (৯) মাতঙ্গ-খেলিত, (১০) উৎপল, (১১) কন্দল, (১২) কল্পদ্রুম, (১৩) আস্খলিত, (১৪) তুরঙ্গ, (১৫) গুণরতি, (১৬) পল্লবিত, (১৭) তরৎসমস্ত, (১৮) কাশ, (১৯) তিলক, (২০) যতিনর্ত্তন।

(২) বিশিখ*

শ্রীউপদেশামৃত—একাদশ-শ্লোকাত্মক উপদেশগ্রন্থ। সাধক-অবস্থা হইতে সিদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত ভজনের উপদেশ ও ইঙ্গিত এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় বা সাধারণ সাহিত্যিকগণের মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর কাব্য-নাটক-অলঙ্কারাদি গ্রন্থের যেরূপ ভোগানুসন্ধিমূলক আদর ও আলোচনার চেষ্টা দৃষ্ট হয়, এই গ্রন্থের প্রতি সেরূপ আদর দৃষ্ট হয় না। এমন কি, কেহ কেহ ইহাকে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর বিরচিত গ্রন্থরূপে গ্রহণ করিতেও সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, ইহাতে ষড়্‌বেগ ও যাবতীয় অন্যাভিলাষকে যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদানমুখে শুদ্ধা ভক্তির বাস্তব অনুশীলনের উপদেশসমূহ বিবৃত হইয়াছে। ইহার ১ম শ্লোকে ভক্তির প্রতিকূল ছয় বেগ দমনের উপদেশ বা প্রকৃত ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিত্বের স্বরূপ নির্ণয়, ২য় শ্লোকে—(১) অত্যাহার, (২) প্রয়াস, (৩) প্রজল্প, (৪) নিয়মাগ্রহ, (৫) বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ ও (৬) লৌল্য—এই ছয়প্রকার

ভক্তি-প্রতিকূল-বৃত্তি এবং ৩য় শ্লোকে—(১) উৎসাহ, (২) নিশ্চয়, (৩) ধৈর্য্য, (৪) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যাঙ্গপালন, (৫) অসৎসঙ্গত্যাগ ও (৬) সাধুগণের বৃত্তির অনুসরণরূপ ছয়প্রকার ভক্তি অনুকূল-বৃত্তির কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে; ৪র্থ শ্লোকে সাধুর সহিত ষড়্‌বিধভাবে ভক্তিপরিপোষক সঙ্গ; ৫ম শ্লোকে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার ও সঙ্গ; ৬ষ্ঠ শ্লোকে বৈষ্ণবে প্রাকৃতদৃষ্টি নিষেধ; ৭ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী; ৮ম শ্লোকে ভজনপ্রণালী ও ভজনকারীর বাসযোগ্য স্থান ও আচরণ; ৯ম শ্লোকে ভজনস্থান-সমূহের মধ্যে তারতম্য-বিচার ও শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-স্থাপন; ১০ শ্লোকে ভজনকারিগণের তারতম্য-নির্ণয়ে শ্রীরাধাকুণ্ড-আশ্রয়কারীর সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা; ১১শ শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটি এই,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

অর্থাৎ যে পণ্ডিত ব্যক্তি বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ, উপস্থের বেগ—এই ষড়্‌বেগ ধারণ করিতে সমর্থ, তিনিই এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন।

শ্রীমহাভারতে মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়ে সুবর্ণময় হংসমূর্ত্তিধারী ভগবান্ ব্রহ্মার যে উপদেশ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
বিধিৎসাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেদুদীর্ণাং-
স্তং মন্যেঽহং ব্রাহ্মণং বৈ মুনিং চ॥

(শ্রীমঃ ভাঃ, শান্তিপর্ব্ব, অঃ ৩০৫।১৪, কুম্ভঘোণ সং, ইং ১৯০৭)

যিনি বাক্য, মন, ক্রোধ, প্রতিচিকীর্ষা, উদর ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, আমি তাঁহাকেই যথার্থ 'ব্রাহ্মণ' ও 'মুনি' বলিয়া মনে করি।

উপদেশামৃত-গ্রন্থ শুদ্ধভক্তিরাজ্যের পথিকগণের অপরিহার্য্য আলোকস্তম্ভ। এই গ্রন্থ যে-স্থানে প্রচারিত নাই, তথায় শুদ্ধভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে ও আচরণে নানাপ্রকার অজ্ঞানান্ধকার ও অসামর্থ্যের যবনিকা উপস্থিত হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম-বৃন্দাবন হইতে এই 'উপদেশামৃত'-গ্রন্থ আনয়ন করিয়া তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র ৯ম বর্ষে ইং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে (১৩০৪ বঙ্গাব্দে) শ্রীরাধারমণঘেরার শ্রীরাধারমণদাস-গোস্বামিবিরচিত 'উপদেশামৃত-প্রকাশিকা টীকা' (সংস্কৃত) ও স্বকৃত 'পীযূষবর্ষিণীবৃত্তি'র (বঙ্গভাষায় তাৎপর্য্যানুবাদ) সহিত প্রচার করেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত টীকার উপসংহারে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

আনন্দবৃদ্ধয়ে শ্রীমদ্-গোস্বামি-বনমালিনঃ।
তথা শ্রীপ্রভুনাথস্য সুখায়াত্মনিবেদিনঃ॥
স্বস্য ভজনসৌখ্যস্য সমৃদ্ধি-হেতবে পুনঃ।
ভক্তিবিনোদ-দাসেন শ্রীগোদ্রুম-নিবাসিনা॥
প্রভোশ্চতুঃশতাব্দে হ দ্বাদশাব্দাধিকে মৃগে।
রচিতেয়ং সিতাষ্টম্যাং বৃত্তিঃ পীযূষবর্ষিণী॥*
শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রার্পণমস্তু॥

পণ্ডিতবর ৺শ্রীযুক্ত বনমালিলাল গোস্বামী মহোদয় এই উপদেশামৃতের একটি হস্তলিখিত পুঁথি তাঁহার বংশের প্রাচীন গ্রন্থাগার হইতে অনুলিপি করিবার জন্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে প্রদান করেন।

---

* ১৩০৭ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত বনমালিলাল গোস্বামী মহাশয়ের সহিত শ্রীবৃন্দাবন হইতে 'শ্রীপ্রভুনাথ মিশ্র'-নামক এক স্নিগ্ধস্বভাব ব্রাহ্মণ শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। তিনি একদিন অকস্মাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্যোতির্ম্ময় রুক্মবর্ণ রূপ দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হন।

শ্রীজগমোহনলাল শ্রীবাস্তবমহাশয়ের দ্বারা পণ্ডিতবর শ্রীমধুসূদনদাস গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ব্রজভাষায় কৃত অনুবাদের সহিত যে উপদেশামৃত ১৯৮১ সম্বতে (১৯২৪ খৃষ্টাব্দে) শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীউপদেশামৃতকে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর বিরচিত গ্রন্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৺শ্রীযুক্ত বনমালিলাল গোস্বামী মহাশয় শ্রীউপদেশামৃতকে নিশ্চিত-ভাবে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুরই রচিত গ্রন্থ বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরে শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের পুঁথিশালায় শ্রীল-রূপ প্রভুকৃত 'শ্রীউপদেশামৃতে'র একটি পুঁথি আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার Noticesএর (Vol. VIII, Calcutta, 1886. No. 2560, P. 13) মধ্যেও ইহাকে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুরই বিরচিত গ্রন্থ বলিয়াছেন। উক্ত বিবরণানুসারে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর প্রতি শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর ৪৩ শ্লোকাত্মক উপদেশই 'উপদেশামৃত'-নামে পরিচিত। মিত্রের বিবরণে শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রাপ্ত উপদেশা-মৃতের ১ম শ্লোক ও শেষ শ্লোকের সম্পূর্ণ মিল আছে এবং উহার পুষ্পিকা এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতমুপদেশামৃতং সমাপ্তম্।"

মিত্রের বিবরণে প্রথম ও অন্তিম শ্লোক এবং পুষ্পিকামাত্র উদ্ধৃত হওয়ায় অতিরিক্ত শ্লোকগুলির সম্বন্ধে জানা যায় না। শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রাপ্ত পুঁথির বা শ্রীরাধারমণঘেরার মুদ্রিত সংস্করণেও অতিরিক্ত শ্লোক নাই। সর্ব্বত্রই একাদশটি শ্লোক প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্রীউপদেশামৃতকে বাস্তব শ্রীহরিভজনকারি-গণের পক্ষে এতটা অমূল্য সম্পদ্ বিচার করিয়াছিলেন যে, তিনি উপদেশামৃতের কেবলমাত্র পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 'শ্রীউপদেশামৃতভাষা'-নামে ইহার পদ্যানুবাদ এবং স্ব-রচিত 'শরণাগতি'র 'ভজন-লালসা'-শীর্ষক প্রকরণে ঐ সকল শ্লোকের অনুবাদ সুললিত ত্রিপদীচ্ছন্দে সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করিবার জন্য রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'সজ্জনতোষণী' ১০ম ও ১১শ বর্ষ

(বঙ্গাব্দ ১৩০৫—১৩০৬, ইং ১৮৯৮—৯৯) তিনি উপদেশামৃতের ২য় ও ৩য় শ্লোক-অবলম্বনে ভক্তির ছয়টি অনুকূল ও ছয়টি প্রতিকূল বিষয় লইয়া ১২টি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাহা গৌড়ীয়-সংস্করণ "শ্রীউপদেশামৃত" গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীরূপের নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে শ্রীগৌরসুন্দরের নমস্ক্রিয়া আছে, (১) বৃহৎ-শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা (মঙ্গলাচরণ, ১ম শ্লোক); (২) 'স্তবমালা'র অন্তর্গত তিনটি 'শ্রীচৈতন্যাষ্টক'; (৩) শ্রীবিদগ্ধমাধব (২য় নান্দী-শ্লোক); (৪) শ্রীললিতমাধব (প্রস্তাবনা, ৪র্থ শ্লোক); (৫) শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।২); (৬) পদ্যাবলী ('শ্রীশিক্ষাষ্টক' ও কোন কোন পুঁথিতে ৯৪, ১৪২, ১৪৩ সংখ্যক পদ্য—'শ্রীভগবতঃ'-নামে উদ্ধৃত); (৭) শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত (মঙ্গলাচরণ, ৪র্থ শ্লোক)।

শ্রীরূপের নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর নমস্ক্রিয়া বা নামোল্লেখ আছে, (১) হংসদূত (১৪১ শ্লোক—'সাকরতয়া'); (২) শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথিবিধি (১ম শ্লোক—'প্রভূণাং বিনিদেশতঃ'); (৩) 'স্তবমালা'র অন্তর্গত গীতাবলী' (৪২টি গীতের শেষে 'সনাতন' নাম); (৪) শ্রীললিতমাধব (১।৭—'সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ'); (৫) শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।৩, ৫); (৬) পদ্যাবলী (২৩৩ সংখ্যক পদ্য—'শ্রীমৎপ্রভূণাম্'); (৭) শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত (মঙ্গলাচরণ, ৫ম শ্লোক)।

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর নামে আরোপিত গ্রন্থ ও স্তবাদি

উপরে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী মহাশয়ের উল্লিখিত যে-সকল গ্রন্থের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর নামে আরও বহু গ্রন্থ ও স্তবাদি আরোপিত হইয়াছে। Catalogus Catalogorumএ ও অন্যান্য কোন কোন পুস্তকে অন্যান্য গ্রন্থের সহিত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামিপ্রভু-রচিত কয়েকটি গ্রন্থ ও স্তব ভুলক্রমে শ্রীরূপের নামে আরোপিত

হইয়াছে। ঐ সকল ব্যতীত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংস্কৃত পুঁথির বিবরণী হইতে শ্রীরূপের নামে যে-সকল গ্রন্থ ও স্তবাদি পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

মাদ্রাজের Govt. Oriental Mss. Libraryর Triennial Catalogueএ (Vol. IV, Part I, Sanskrit A, Madras, 1927) শ্রীল রূপপ্রভুর নামে নিম্নলিখিত স্তব-সমূহ আরোপিত হইয়াছে।

একান্ত-নিকুঞ্জবিলাসঃ ঃ— [R. No. 3177 (b)]—

আরম্ভ ঃ—

ধৃতকনকসুগৌরস্নিগ্ধমেঘৌঘনীল-
চ্ছবিভিরখিলবৃন্দারণ্যমুদ্ভাসয়ন্তৌ।
মৃদুলনবদুকূলে নীলপীতে বসানৌ
স্মর নিভৃতনিকুঞ্জে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ॥

শেষ ঃ—

স্তবমিদমতিরম্যং রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্র-
প্রমদভরবিলাসৈরদ্ভুতং ভাবযুক্তঃ।
পঠতি য ইহ রাত্রৌ নিত্যমব্যগ্রচিত্তো
বিমলমতিঃ স রাধালীষু সখ্যং ভজেত॥

পুষ্পিকা ঃ— 'ইতি শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োরেকান্তনিকুঞ্জ-বিলাসঃ শ্রীরূপকৃতঃ সম্পূর্ণঃ।'

পঞ্চশ্লোকী [R. No. 3053 (a-13)]—পুঁথির উপরি-উক্ত বিবরণীতে ইহার প্রথমশ্লোকরূপে শ্রীউপদেশামৃতের "কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং" এই পঞ্চম শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইহার শ্লোকটি এই,—

হা কৃষ্ণ নীরদরুচে তটিদারকান্তা-
পাঙ্গপ্রসাদপরিফুল্লমুখারবিন্দ।

রাগে লসন্তমমুয়াশ্রকবিন্দুজালং
ত্বাং বীজয়ামি ললিতাত্মনুকম্পয়ৈব ॥

পুষ্পিকা :—

'ইতি—শ্রীরূপগোস্বামিনা বিরচিতা পঞ্চশ্লোকী সমাপ্তা ।'

প্রেমান্ধস্তবঃ :—[R. No. 3053 (U)]—

আরম্ভ :—

কন্দর্পকোটিরম্যায় স্ফুরদিন্দীবরত্বিষে ।
জগন্মোহনলীলায় নমো গোপেন্দ্রসূনবে ॥

শেষ :—

আধারোঽপ্যপরাধানামবিবেকহতোঽপ্যহম্ ।
তৎকারুণ্যপ্রতীক্ষোঽস্মিন্ প্রসীদ ময়ি মাধব ॥

পুষ্পিকা :—

'ইতি শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিতঃ প্রেমান্ধস্তবঃ সম্পূর্ণঃ ।'

উজ্জ্বলচন্দ্রিকা—[R. No. 3053 (a-56)]—পুঁথির বিবরণানুসারে ইহাতে অনুষ্টুভ্ ছন্দে শ্রীরাধিকা ও শ্রীললিতা দেবীর কথোপকথনচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে।

পুষ্পিকা :—'ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতে শ্রীরাধা-ললিতা-সংবাদে উজ্জ্বলচন্দ্রিকা সম্পূর্ণা ।'

বৈষ্ণবপূজাবিধানম্—[R. No. 3053 (a-48)]—

আরম্ভ :—প্রথমতঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-স্মরণম্, আসনোপরি উপবিশ্য সিদ্ধদেহং ভাবয়িত্বা শ্রীগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরমগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরাৎপরগুরুভ্যো নমঃ, শঙ্খ-প্রক্ষালনম্, শঙ্খে জলং পূরয়িত্বা শঙ্খে তীর্থাবাহনম্ ।

* * * *

অনেন মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং সংপূজ্য, অনেন মন্ত্রেণ বামহস্তেন ঘণ্টা-বাদনং, মূলমন্ত্রেণ শ্রীকৃষ্ণায় পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ ।

শেষ :—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

আদৌ চতুঃপাদতলৈকদেশে দ্বির্নাভিদেশে মুখমণ্ডলৈকম্।
সর্ব্বাঙ্গদেশে শুচিসপ্তবারমারাত্রিকং কৃষ্ণমিমং প্রকুর্য্যাৎ॥

* * * *

তদনন্তরং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোপরি শঙ্খমারাত্রিকং কুর্য্যাৎ, শঙ্খস্থতোয়ং স্বশিরসি প্রক্ষিপ্য বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপয়েৎ।

পুষ্পিকা :—'ইতি শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিতং বৈষ্ণবপূজাবিধানং সমাপ্তম্।'

রাজেন্দ্রলাল মিত্র Notices of Sanskrit Mss.—পুস্তকের ৪র্থ খণ্ডের ২০৩ পৃষ্ঠায় শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর নামে আরোপিত 'গঙ্গাষ্টক'-স্তব (No. 1628) ও ৯ম খণ্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় 'সাধন-পদ্ধতি' (No. 2842) নামক দুই পত্রাত্মক একটি পুস্তিকার পুঁথির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

স্তবমালার অন্তর্গত শ্রীযমুনাষ্টকের ন্যায় 'শ্রীগঙ্গাষ্টক' তূণকচ্ছন্দে রচিত। ইহা শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর আত্মজা শ্রীগঙ্গাদেবীর স্তোত্র। ইহার আরম্ভ এইরূপ,—

কৃষ্ণপাদপদ্মযুগ্মভক্তিপূরবর্দ্ধিনী।
নামকৈকদেশযোগপাপরাশিনাশিনী।
তাপবৃন্দতাপিতান্তরর্থহেতু-শোধিনী
মাং পুণাতু সর্ব্বদৈব রোহিণেয়-নন্দিনী॥

শেষ :—

তুষ্টিদেন চাষ্টকেন যে স্তবন্তি চেশ্বরীং
সস্মিতং বিহায় সোঽপি কালচক্র * শ্বরীম্।
যঃ স্ত * * সদ্বিরক্ত চ * * * নিজেপ্সিতং
নিত্যসিদ্ধদেহভাবনিত্যবস্ত-সেবিতম্॥

পুষ্পিকা :—'ইতি শ্রীরূপগোস্বামিনা বিরচিত-শ্রীনিত্যানন্দসুতা-গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তম্

সাধন-পদ্ধতি :—উক্ত পুঁথির বিবরণানুসারে ইহা গদ্য ও পদ্যে রচিত এবং

ইহাতে ১০০টি শ্লোক আছে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাধন-প্রকার-সম্বন্ধে উপদেশ এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু।

আরম্ভ :—

ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুমেবমনুগং শ্রীমচ্ছচীনন্দনং
প্রেষ্ঠং দাসমথ প্রকাশমপি তদ্ধামৈকদেশস্থিতম্।
সংসেব্যৈতদনুজ্ঞয়া পরপরাদীংস্তাদৃশান্ ভাবয়ন্
শ্রীচৈতন্যকৃপাগুরূক্তিপশুপী-নাম্না ব্রজং প্রব্রজেৎ॥

শেষ :—

*   *   *   *

ভ্রমরালিহৃকূলধারিণী মুদিতা মেঽস্তু বিলাসমঞ্জরী॥

পুষ্পিকা :—'ইতি শ্রীরূপগোস্বাম্যুক্ত-সাধন-পদ্ধতিঃ।'

A. V. Kathvate এর Report on the Search of Sanskrit Mss.— (1904) পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় শ্রীল রূপপ্রভুর নামে আরোপিত 'সাধনামৃত'-নামক একটি পুঁথির নম্বর (No. 314) নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

Rudolf Rothএর Tubingen Catalogue এ শ্রীল রূপপ্রভুর নামে আরোপিত 'শিক্ষাদশক' নামক একটি পুঁথির উল্লেখ আছে।

'শ্রীনিত্যানন্দদায়িনী মাসিক পত্রিকা'র ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ৪র্থ ভাগে ও ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১ম ভাগে "শ্রীশ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা উক্তং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোঃ সহস্রনামস্তোত্রম্" প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার প্রারম্ভে ১ম হইতে ১১শ শ্লোক শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর শ্রীল রূপপ্রভু-সমীপে গমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনাম-সহস্র জিজ্ঞাসা এবং তদুত্তরে শ্রীরূপের শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের হেতু ও সহস্রনাম-কথন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১২শ শ্লোক হইতে ১৩৯ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীগৌরসুন্দরের সহস্রনাম কথিত হইয়াছে।

উক্ত পত্রিকার ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২য় ও ৩য় ভাগে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর নামে আরোপিত নিম্নলিখিত স্তব-সমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল,—

শ্রীমন্নবদ্বীপাষ্টক

আরম্ভ :—

শ্রীগৌড়দেশ-সুরদীর্ঘিকায়াস্তীরেতি রম্যে পুরুপুণ্যময্যাঃ।
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥

শেষ :—

এতন্নবদ্বীপ-বিচিন্তনাঢ্যং পদ্যাষ্টকং প্রীতমনাঃ পঠেদ্ যঃ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দন-পাদপদ্মে সুদুর্লভং প্রেমমবাপ্নুয়াৎ সঃ ॥

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনাষ্টক

আরম্ভ :—

মুকুন্দমুরলীকল-শ্রবণফুল্লহৃদ্বল্লরী
কদম্বক-করম্বিত-প্রতিকদম্ব-কুঞ্জান্তরা।
কলিন্দগিরি-নন্দিনী-কমল-কন্দলান্দোলিনা
সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥

শেষ :—

ইদং নিখিল-নিষ্কুটাবলি-বরিষ্ঠ-বৃন্দাটবী-
গুণস্মরণকারি যঃ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকম্।
বসন্ ব্যসনমুক্তধীরনিশমত্র সদ্বাসনঃ
স পীতবসনে বশী রতিমবাপ্য বিক্রীড়তি ॥

Madras Govt. Oriental Mss. Libraryর পুঁথি হইতে শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া কথিত 'শ্রীগদাধরপণ্ডিতগোস্বামি-দশকে'র প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে (গৌড়ীয় ২০ খণ্ড ৫২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীরাধাষ্টক-স্তব

মাদ্রাজ Govt. Oriental Mss. Library তে শ্রীল রূপপ্রভুর নামে আরোপিত 'শ্রীরাধাষ্টক'-নামক স্তবের একটি পুঁথি আছে। ইহা 'স্তবমালা'র অন্তর্গত 'শ্রীরাধাষ্টক' হইতে ভিন্ন। ইহার প্রথম ও শেষ শ্লোক এইরূপ,—

নন্দনন্দনমনোবিহারিণী পঞ্চসায়ককলাশ্বরীরিণী ।
সর্ব্বগোপরমণীশিরোমণিঃ শং তনোতু বৃষভানুনন্দিনী ॥

*　　　*　　　*　　　*

রাধাষ্টকং যঃ পঠতি ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়া রাধারমণৈকচিত্তঃ ।
লব্ধ্বা হরৌ প্রেম-স্বরৈর্দুরাপমন্তে স গোলোকমনু প্রয়াতি ॥

শ্রীরূপচিন্তামণি

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর নামে আরোপিত 'শ্রীরূপ-চিন্তামণি' নামক একটি গ্রন্থ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা 'বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়' হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে ৩২টি পদ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীশ্রীকরচরণচিহ্নাদি ও শ্রীরূপের বর্ণনা আছে।

শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয়ের পুঁথি-শালায় শ্রীরূপের নামে আরোপিত নিম্নলিখিত দুইটি গ্রন্থের পুঁথি আছে—(১) 'উপাসনাবিধি' (লিপিকাল—১৯১০ সংবৎ, ১৮৫৩ খৃঃ, ৪ পত্র) ; (২) শ্রীরূপ-মুখবিগলিত 'প্রেমসম্পুট' (লিপিকাল—১৬০৬ শকাব্দ, ১৬৮৪ খৃঃ, ৮ পত্র)। এতদ্ব্যতীত 'হরেকৃষ্ণ-মহামন্ত্রার্থনিরূপণ', 'শ্রীতুলস্যষ্টক', 'শ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টক', 'শ্রীনন্দ-নন্দনাষ্টক', 'শ্রীবৃন্দাবনধ্যান' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ ও স্তব শ্রীরূপের নামে আরোপিত হইয়া থাকে। কোন কোন পুঁথির তালিকায় শ্রীরূপের কোন কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও স্তব ভিন্ন নামে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ তাহাদের স্বকোপল কল্পিত রূপানুগবিরুদ্ধ অসৎ মত-বাদকে শ্রীল রূপপ্রভুর নামের সহিত জড়িত করিবার দুরভিসন্ধিমূলে আধুনিক-কালে রচিত কয়েকটি বাঙ্গালা পুস্তক তাঁহার নামে আরোপ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামির নামেও এইরূপ কয়েকটি পুস্তক আরোপিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তিরসের

আচার্য্য শ্রীগোস্বামিবৃন্দ যে কখনই এই সকল পুস্তক রচনা করিতে পারেন না, তাহা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু-মাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

'পঞ্চরসিক' ও সহজিয়া-মতাবলম্বিগণ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের মূল আচার্য্য শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর নামে নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রভৃতি আরোপ করিয়া থাকে। প্রকৃত শ্রীরূপানুগগণের দাসানুদাসগণ তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর সূচকাবলী

(১)

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।

গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব, প্রচার করিয়া সব,
জানাইতে যেন আর নাই॥

বৃন্দাবন নিত্যধাম, সর্ব্বোপরি অনুপম,
সর্ব্ব-অবতারী নন্দ-সুত।

তাঁ'র কান্তা-গণাধিকা, সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা,
তাঁ'র সখিগণ সঙ্গ যূথ॥

রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাঁহার করুণা হৈতে,
বুঝিল, পাইল যে তে জনা।

এমন দয়ালু, ভাই, কোথাও দেখিয়ে নাই,
তাঁ'র পদ করহ ভাবনা॥

শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া,
যত ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি।

তাহা উঠাইয়া কত, নিজ গ্রন্থ করি' যত,
জীবে দিলা প্রেম-চিন্তামণি॥

রাধা-কৃষ্ণ-রস-কেলি, নাট্যগীত পদাবলী,
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি'।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা ক্ষিতি,
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী ॥
চৈতন্য-বিরহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
তাহে যত প্রলাপ-বিলাপ।
সে-সব কহিতে, ভাই, দেহে প্রাণ রহে নাই,
এ রাধাবল্লভ-হিয়ে তাপ ॥

(২)

যঙ কলি-রূপ শরীর না ধরত।
তঙ ব্রজ-প্রেম মহানিধি কুঠরিক,
কোন্ কপাট উঘারত ॥
নীর ক্ষীর হংসন, পান বিধায়ন,
কোন্ পৃথক্ করি' পায়ত।
কো সব ত্যজি' ভজি' বৃন্দাবন,
কো সব গ্রন্থ বিরচিত ॥
যব পিতু বনফুল, ফলত নানাবিধ,
মনোরাজি-অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনু, পান কোন্ জানত,
বিদ্যমান করি' বন্ধ ॥
কো জানত, মথুরা-বৃন্দাবন,
কো জানত ব্রজ-নীত।
কো জানত, রাধা-মাধব-রতি
কো জানত সোই প্রীত ॥

যাকর চরণ- প্রসাদে সকল জন,
গাই' গাওয়াই' সুখ পাওত।
চরণ কমলে, শরণাগত মাধো,
তব মহিমা উর লাগত ॥

(৩)

জয় জয় রূপ মহারস-সাগর।
দরশন পরশন, বচন রসায়ণ,
আনন্দহুকে গাগর ॥
অতি গম্ভীর, ধীর করুণাময়,
প্রেমভকতিকে আগর।
উজ্জ্বল-প্রেম- মহামণি প্রকটিত,
দেশ গৌড় বৈরাগর ॥
সদ্‌গুণ-মণ্ডিত, পণ্ডিত-রঞ্জন,
বৃন্দাবন-নিজ-নাগর।
কীরিতি বিমল যশ, শুন তঁহি মাধো,
সতত রহল—হিয়ে জাগর ॥

শ্রীশ্রীরূপানুগ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত গীতি-মধ্যে শ্রীরূপানুগত্যের প্রকাশ পাইয়াছে। যথা,—

হরি হে!

শ্রীরূপ গোসাঞি, শ্রীগুরু-রূপেতে,
শিক্ষা দিলা মোর কাণে।
জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল,
রতি পাবে নাম-গানে ॥

কৃষ্ণ নাম-রূপ, গুণ সুচরিত,
পরম যতন করি'।
রসনা মানসে, করহ নিয়োগ,
ক্রম বিধি অনুসরি'॥
ব্রজে করি' বাস, রাগানুগ হঞা,
স্মরণ কীর্ত্তন কর।
এ-নিখিল কাল, করহ যাপন,
উপদেশ সার ধর॥
হা রূপ গোসাঞি, দয়া করি' কবে,
দিবে দীনে ব্রজবাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ
হইতে দাসের আশা॥ —গীতি-মঞ্জুষা—১০১-২ পৃঃ।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদকৃত গীত—

রাগ—বেহাগ। তাল—কাহরবা কিম্বা তিন তাল ১৬ মাত্রা।

রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে।
গোকুল-তরুণী-মণ্ডল-মহীতে॥
দামোদর-রতি-বর্দ্ধন-বেশে।
হরিনিষ্কুট-বৃন্দাবিপিনেশে॥
বৃষভানূদধি-নব-শশিলেখে।
ললিতা-সখী গুণ-রমিত-বিশাখে॥
করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে।
সনক-সনাতন-বর্ণিত চরিতে॥

"যদ্বাক্যাৎ সাধবঃ কৃষ্ণং সংবিদন্তি সপার্ষদম্।
শ্রীরূপস্তত্ত্ববিদ্রূপঃ স মে কৃপয়তু প্রভুঃ॥"

শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরো জয়তি

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী *

(শ্রীব্রজের—শ্রীবিলাস-মঞ্জরী)

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু কৃত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের স্বকৃত 'লঘুতোষণী'-টীকার উপসংহারে প্রদত্ত আত্মবংশপরিচয়-বিবরণ হইতে জানা যায় যে,—শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর ঊর্দ্ধতন পুরুষের নাম 'শ্রীসর্ব্বজ্ঞ'। কর্ণাটদেশীয় বিপ্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপূজ্য ছিলেন বলিয়া তিনি 'জগদ্‌গুরু' নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি সেই দেশের রাজা ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ এবং অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও গুণাবলীতে বিভূষিত থাকায় বহুদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর পুত্র 'অনিরুদ্ধ'। ইনিও যজুর্ব্বেদে অসামান্য সুপণ্ডিত ও জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ও দুই পুত্র ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম—'শ্রীরূপেশ্বর' ও 'শ্রীহরিহর'। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম জন শাস্ত্রে ও দ্বিতীয় জন শস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। হরিহর, রূপেশ্বরের রাজ্য আত্মসাৎ করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া আটটি ঘোটক ও স্বীয় ভার্য্যাসহ পৌরস্ত্য দেশে আগমন করিয়া তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্রের নাম—'শ্রীপদ্মনাভ'। পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে কাটোয়ার উত্তরে নৈহাটী গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পদ্মনাভের আঠার কন্যা ও পাঁচ পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'শ্রীমুকুন্দ'। ইঁহার পুত্র 'শ্রীকুমারদেব'।

---

* "শ্রীল সনাতন গোস্বামী" প্রবন্ধে ইঁহাদের বংশপরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ, শ্রীল বল্লভ (অনুপম), শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী একই বংশের রত্ন। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল মাত্র

নৈহাটীতে ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইলে সদাচারনিষ্ঠ কুমারদেব বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে * গিয়া বাস করেন।

বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে আসিবার পূর্ব্ব-বিবরণ কিছু বর্ণিত হইতেছে। উত্তর-বঙ্গে ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার রাজা শ্রীগণেশ গৌড়াধিপতি আজম্‌শাহের রাজত্বকালে রাজস্ব ও শাসন-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ('গৌড়ের ইতিহাস' ২য় খণ্ড, 'বাঙ্গলার ইতিহাস' ২য় ভাগ)। সেই সময় গণেশের অধীনে মুকুন্দের পিতৃদেব সুপণ্ডিত শ্রীপদ্মনাভ গৌড়রাজসরকারে উচ্চপদ লাভ করেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণও এই হিন্দু রাজত্বের আশ্রয়ে থাকিয়া নির্বিঘ্নে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেন। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের পিতামহ, শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীনরসিংহ নাড়িয়াল † শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া গৌড়ের পার্শ্ববর্ত্তী রামকেলি গ্রামে থাকিয়া সংস্কৃত ও পারসীকাদি ভাষায় সুপণ্ডিত হন এবং রাজা গণেশ তাঁহাকে উত্তরকালে স্বীয় অমাত্যপদে বরিত করেন। এই সকল বিষ্ণুভক্ত সুপণ্ডিতের সৎসঙ্গ-প্রসাদে রাজা গণেশও বহু শাস্ত্রদর্শী হইয়াছিলেন। সুলতান্ আজমের পর ক্রমে তাঁহার পুত্র হাম্‌জা শাহ ও পৌত্র শামসউদ্দিন রাজা হন; কিন্তু উভয়েই প্রধান মন্ত্রী গণেশের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলের মত ছিলেন। রাজা গণেশ অল্পদিন মধ্যেই স্বীয় অমাত্য নরসিংহ নাড়িয়ালের মন্ত্রণাবলে শামসূউদ্দীনকে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেন (১৪০৭ খৃঃ) ‡। "যাঁহার মন্ত্রণা-বলে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়ীয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈলা রাজা॥"—অদ্বৈত-

---

* "যবনের ভয়ে কুমার নৈহাটি ছাড়িলা। কিছুদিন বঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে বাস কৈলা॥" প্রেম বিঃ ২৩শ।

† 'শ্রীহট্টের ইতিহাস' ২য়, ৩য় খণ্ড; নরসিংহ নাড়িয়াল প্রসঙ্গে লাউড়ীয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত "বাল্যলীলাসূত্র" ১০ পৃঃ "তৎ সৌরভব্যূহ বিমোহিতাত্মা রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী।" এইরূপ আছে।

‡ ঘটনার শতবর্ষ মধ্যে লিখিত উক্ত 'বাল্যলীলা-সূত্রে' গণেশের রাজ্যারোহনের তারিখ—"গ্রহ পক্ষাক্ষি শশধৃতিমিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্। গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়ৈকচ্ছত্রধৃগভুৎ॥"—গ্রহ=৯, পক্ষ=২, অক্ষি=৩, শশধৃতি=১ অর্থাৎ ১৩২৯ শক বা ১৪০৭ খৃঃ।

প্রকাশ। রাজা গণেশের রাজত্বকালে পদ্মনাভ, নরসিংহ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার সভা শোভন করিতেন। কবি শ্রীকৃত্তিবাস (শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিন পুরুষ পূর্ব্ব বংশধর) এই সময় রাজসভায় বিশেষ সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ("বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ৪র্থ সং)।

রাজা গণেশের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র যদু মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জালাল-উদ্দিন নামে সিংহাসন দখল করেন এবং পিতার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা আকাশকুসুমে পরিণত করেন। সেই সময় দনুজমর্দ্দন-দেব নামক একজন কায়স্থজাতীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারী স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া পাণ্ডু নগর বা পাণ্ডুয়ায় রাজা হন। হিন্দু অমাত্যেরা সকলেই তাঁহার আশ্রয়ে রহিয়া যান। কয়েক বৎসর রাজ্য লইয়া ঘোর সংঘর্ষ চলিতে থাকে। এই সময় পদ্মনাভ স্বীয় পরিজনবর্গকে নিরাপদে রাখিবার জন্য গঙ্গাতীরে নৈহাটী গ্রামে রাজা দনুজমর্দ্দনের † রাজ্য মধ্যে বাসস্থান করেন। (১৪১৭ খৃঃ)। এই নবহট্ট বা নৈহাটী কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতে **কাটোয়া** প্রসিদ্ধ স্থান হইয়াছে। এই নৈহাটীতেই পদ্মনাভের মুকুন্দাদি পাঁচ পুত্র (শ্রীসনাতন গোঃ বংশলতিকা দ্রষ্টব্য) ও ৮টী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। ক্রমান্বয়ে ইঁহাদের পরিবারবর্গ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পদ্মনাভ নৈহাটীতে আসিবার তিন বৎসর মধ্যেই রাজা দনুজমর্দ্দন পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পাণ্ডুয়াতে বিতাড়িত হন এবং বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য স্থাপন করেন। চন্দ্রদ্বীপের প্রধান কায়স্থগণ (বরিশালের) এই দনুজমর্দ্দনের অধস্তন বংশধর। এই সময় হিন্দু পাঠানে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। দনুজমর্দ্দন চলিয়া যাওয়ার পর মুসলমানগণ জালালউদ্দীনের পুত্র আহম্মদ শাহকে রাজা করিলে হিন্দুগণ দনুজবংশীয় মহেন্দ্রদেবকে অত্যল্পকালের জন্য রাজতক্তে বসান।

---

† দনুজমর্দ্দন রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রায় ১৩৩৯।১৩৪০ শক দেখা যায়। ইঁহার বিশেষ বিবরণ— "বাঙ্গলার ইতিহাস" ২য় খণ্ড ; "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"—রাজন্যকাণ্ড এবং "যশোহর খুলনার ইতিহাস" ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

তাঁহার হত্যার সঙ্গে সঙ্গে পাঠানগণ ঘোরতর প্রতাপের সহিত রাজত্ব পরিচালনা করেন। এই সময় মুকুন্দ সুবুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র হওয়ায় মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। শ্রীমুকুন্দদেবের পুত্রই শ্রীকুমারদেব (রূপ-সনাতনাদির পিতা) তিনি বিশুদ্ধাচারী ও পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। নৈহাটী গ্রামে ধর্ম্মবিপ্লব ও জ্ঞাতিবিরোধ (জ্ঞাতিগোষ্ঠী বৃদ্ধি হেতু) হওয়ায় ধর্ম্মভীরু কুমার দেব পিতার আদেশে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে আসেন। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে খুবই "পীরালীর" অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল। ঠকুরদাদা শ্রীমুকুন্দের স্থানে পরিবর্ত্তিকালে শ্রীসনাতন আদৃত হন।

নৈহাটী ও বাক্‌লার মধ্যদেশে তদানীন্তন যশোহর প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তিনি এক বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকুমার দেবের অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে 'শ্রীসনাতন', 'শ্রীরূপ', ও 'শ্রীবল্লভ'—এই তিনজনই বিশ্ববৈষ্ণবের 'প্রাণস্বরূপ'। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রীসনাতন জ্যেষ্ঠ ও শ্রীবল্লভ কনিষ্ঠ। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীবল্লভের একমাত্র বৈষ্ণবপুত্র। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে আবির্ভূত হন। এইরূপ উক্ত হয় যে, কুমার দেবের স্বধাম-প্রাপ্তির পর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ গৌড় রাজধানীর নিকটে 'সাকুর্মা'-নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুল-গৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে পূর্ব্বোক্ত দুইজন গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের মন্ত্রীত্ব স্বীকার পূর্ব্বক 'সাকর-মল্লিক' ও 'দবিরখাস' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

"শ্রীজীব গোস্বামীর নাম শুনিবামাত্রই বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। শ্রীজীব গোস্বামীর অপার করুণা বলেই আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত কৃষ্ণ-প্রেম-স্বরূপ শ্রীরূপানুগ-ভক্তিধর্ম্ম জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছেন। শ্রীজীব প্রভু বাঙ্গলা ভাষায় কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার সন্দর্ভ-নামক গ্রন্থ হইতেই শ্রীরূপানুগবর পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া ভক্তিধর্ম্মে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগগণের মূল গুরু শ্রীল শ্রীজীব ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুদ্বয়। রুচি-প্রধান-মার্গের আচার্য্যস্বরূপ হইয়া

প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজনমার্গের সুগম পথে সুকৃত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। অজাত রুচির মঙ্গলের জন্য কৃপাময় অপ্রাকৃত রসিকশেখর শ্রীজীবপাদ ঐ বৈধমার্গীয় ব্যবহার দ্বারা সম্প্রদায়-বৈভব সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং নিজ শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত মহত্ত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও যাহাতে সন্দেহোৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন।" (সজ্জনতোষিণী ২য় বর্ষ, ১৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)। শ্রীজীব বলিয়াছেন,—"সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু রসভাব প্রান্ত॥" —চৈঃ চঃ আঃ ৫ম।

আবির্ভাব-কাল *

শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত মীমাংসা পাওয়া যায় নাই। তবে বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের কয়েকটী তারিখ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দ-নির্ণয়' শীর্ষক বিবরণে লিখিয়াছেন,—"আমরা কোন বৈষ্ণবের দপ্তর অন্বেষণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত অব্দগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মধ্যে কতকগুলি নিঃসন্দেহ বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি অব্দ-সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হয়।" শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাবের অব্দ উদ্ধার করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজ মন্তব্যে লিখিয়াছেন যে,—"এইমতে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা সঙ্গত বোধ হয় না।" 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকায় প্রকাশিত অব্দগুলি এইরূপ,—

জন্ম ১৪৫৫ শকাব্দা। প্রকটস্থিতি ৮৫ বৎসর। শ্রীবৃন্দাবনবাস ৬৫ বৎসর।

---

* ষড়্ গোস্বামীর আবির্ভাব কালাদি সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতামত আছে। সপ্তগোস্বামী-মতে শ্রীজীবের জন্মশক—১৪৩৩ শকাব্দা (২০৮ পৃঃ)।

গৃহে স্থিতি ২০ বৎসর। অন্তর্দ্ধান ১৫৪০ শকাব্দা। আবির্ভাব (?) পৌষী শুক্লা তৃতীয়া।

শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণ-মন্দিরের বাহির ঘেরার প্রাচীন পণ্ডিতপ্রবর ৺শ্রীবনমালী লাল গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি হইতে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বমি-প্রভুর নিম্নলিখিত অব্দসমূহ পাওয়া গিয়াছে,—

"শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর প্রাকট্য—১৫৮০ সং, শ্রীবৃন্দাবনে গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থান ও অধ্যয়নাদি—২৪ বর্ষ ; ইষ্টলাভ (অপ্রকট)—১৬৬৫ সং ; মোট প্রাকট্যকাল—৮৫ বর্ষ।"

সম্বৎ হইতে ১৩৫ বৎসর বাদ দিলে শকাব্দা পাওয়া যায়। অতএব উপরি-উক্ত বিবরণ-অনুসারে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাবকাল ১৪৪৫ শকাব্দা ও অপ্রকটকাল ১৫৩০ শকাব্দা।

শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতবর স্বধামগত ৺শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব-গোস্বামী মহোদয়ের সংগৃহীত ও প্রাচীন পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত বিবরণ এইরূপ,—

"শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর প্রাকট্য—১৪৫৫ শঃ ; গৃহে অবস্থানাধ্যয়নাদি—২০ বর্ষ ; শ্রীব্রজে বাস—৬৫ বর্ষ ; অপ্রকট—১৫৪০ শঃ, পৌষী শুক্লা তৃতীয়া ; প্রপঞ্চে স্থিতি—৮৫ বর্ষ।"

৺শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রাপ্ত বিবরণ একই প্রকার দৃষ্ট হয়। কেবল হয় ত' 'পৌষী শুক্লা তৃতীয়া' এই স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ বা লিপিকর-প্রমাদবশতঃ 'তিরোভাব'-স্থানে 'আবির্ভাব' হইয়াছে। পৌষী শুক্লা তৃতীয়া তিরোভাব-তিথি বলিয়াই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। ৺শ্রীযুক্ত বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারের পুঁথির বিবরণে প্রকাশিত শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুর আবির্ভাব-তারিখ গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলাকালে শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভু ১০ বৎসর বয়স্ক বালকের লীলা করিয়াছিলেন, জানা যায়। 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' উল্লিখিত আছে,—যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য শ্রীরামকেলি-

গ্রামে গমন করেন, তখন শিশুবুদ্ধি শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু গোপনে গোপনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীবপ্রভু শৈশবকালে শ্রীল রূপ-সনাতনের নিকট শ্রীরামকেলি-গ্রামেই অবস্থান করিতেন। অতএব ১৪৪৫ শকে আবির্ভাবকাল নির্ণয়ও সঙ্গত নহে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি প্রাচীনের মুখে এসব শুনিল॥

—(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ ৩৬৮)।

শ্রীঅনুপম-চরিত *

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর শ্রীমুখে আমরা শ্রীঅনুপমের চরিত এইরূপ শুনিতে পাই,—

সেই অনুপম,ভাই শিশুকাল হৈতে। রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে॥
রাত্রিদিনে রঘুনাথের 'নাম' আর 'ধ্যান'। রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান॥
আমি আর রূপ – তার জ্যেষ্ঠ সহোদর। আমা দোঁহা-সঙ্গে তেঁহ রহে নিরন্তর॥
আমা-সবা সঙ্গে কৃষ্ণকথা, ভাগবত শুনে। তাহার পরীক্ষা কৈলুঁ আমি দুইজনে॥
"শুনহ, বল্লভ, কৃষ্ণ—পরম মধুর। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম, বিলাস—প্রচুর॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা-দুঁহার সঙ্গে। তিন ভাই একত্র রহিমু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥"
এইমত বারবার কহি দুইজন। আমা-দুঁহার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন॥
"তোমা-দুঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিমু ? দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণভজন করিমু॥"
এত কহি' রাত্রিকালে করেন চিন্তন। কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ !
সব রাত্রি ক্রন্দন করি' কৈল জাগরণ। প্রাতঃকালে আমা-দুঁহায় কৈল নিবেদন॥
'রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা। কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন। জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥

* শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুপাদের শ্রীপিতৃদেব—শ্রীঅনুপম বা শ্রীবল্লভ।

রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়। ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায় ॥"
তবে আমি দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈলুঁ। 'সাধু, দৃঢ়ভক্তি তোমার' কহি' প্রশংসিলুঁ
—(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৩০-৪৩)।

শ্রীঅনুপমের পূর্ব্বনাম—'শ্রীবল্লভ' এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম—'শ্রীঅনুপম'। গৌড়ের বাদসাহের কর্ম্ম করায় ইঁহারও 'মল্লিক'-উপাধি হইয়াছিল।

অনুপম মল্লিক, তাঁর নাম—'শ্রীবল্লভ'।
রূপ-গোসাঞির ছোট ভাই পরমবৈষ্ণব ॥
—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।৩৬)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময় রামকেলিতে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীঅনুপম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম দর্শন লাভ করেন। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিবার লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণোদ্দেশে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার কালে শ্রীঅনুপম শ্রীরূপের সঙ্গী হন। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম উভয়েই প্রয়াগে আগমন করিয়া তথায় কোন দাক্ষিণাত্য-বিপ্রের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে তাঁহার আদেশে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম উভয়েই শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। সেই সময় সুবুদ্ধি রায় মথুরা-নগরীতে শুষ্ককাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া তদ্দারা নিজের জীবনধারণ ও অন্যান্য বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। তিনি শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশবন পরিভ্রমণ করেন। শ্রীবৃন্দাবনে রূপ ও শ্রীঅনুপম একমাসকাল অবস্থান করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর অনুসন্ধানার্থ গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে ও তৎপরে কাশীতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শ্রবণ এবং দশ দিবস পরে গৌড়দেশে যাত্রা করেন। তথায় বৈষয়িক ব্যবস্থা সমাধানপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে উভয়েই শ্রীনীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে গঙ্গাতীরে ১৪৩৬ শকাব্দে শ্রীঅনুপমের শ্রীরামচন্দ্রের ধাম লাভ হয়।

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বা শ্রীঘনশ্যাম দাস বিরচিত 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে—

শ্রীজীব-চরিত্র ৩৮৭ পৃষ্ঠা হইতে দেখুন।

মথুরামণ্ডলে লুপ্ততীর্থ ব্যক্ত কৈলা। সনাতন-রূপ করুণায় আর্দ্র হৈলা॥ বৃন্দাবন হইতে শ্রীজীবেরে আকর্ষিল। শ্রীজীব গোস্বামী গৌড়ে উদ্বিগ্ন হইল॥ শ্রীজীব গোস্বামী যৈছে গেলা বৃন্দাবন। সে অতি আশ্চর্য্য কিছু করি নিবেদন॥ যে হৈতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে। সেই হৈতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে॥ নানারত্ন-ভূষা পরিধেয় সূক্ষ্মবাস। অপূর্ব্ব শয়ন শয্যা ভোজন বিলাস॥ এসব ছাড়িল কিছু নাহি ভায় চিতে। রাজ্যাদি বিষয়বার্ত্তা না পারে শুনিতে॥ শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি শিষ্ট লোকগণে। কেহ কারু প্রতি কহে সস্নেহ বচনে। ওহে ভাই! কুমারদেবের পুত্রগণ। তার মধ্যে বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞ তিনজন॥ সনাতন, শ্রীরূপ, বল্লভ এই তিন। সর্ব্বত্যাগ করিয়া হইলা উদাসীন॥ কি অদ্ভুত বৈরাগ্য মমতা-মাত্র নাই। ঐছে নিরপেক্ষ না দেখিয়ে কোন ঠাঁই॥ গঙ্গাতীরে বল্লভের হৈল পরলোক। অল্পকালে শ্রীজীব পাইলা মহাশোক॥ শ্রীজীবের এহেন ঐশ্বর্য্যে নাই মন। কহিতে বিদরে হিয়া হইল যেমন॥ একদিন তাঁরে মুঞি দেখিনু বিরলে। নিরন্তর ভাসে দুই নয়নের জলে॥ কেহ কহে—অহে ভাই! এই সত্য হয়। জানিহ শ্রীজীবে কৃষ্ণ কৃপা সুনিশ্চয়॥ অল্প বয়সে অতি গম্ভীর অন্তর। শ্রীমদ্ভাগবতে জানে প্রাণের সোসর॥ সদা কৃষ্ণকথা সুখ সমুদ্রে সাঁতারে। অন্যকথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে॥ একদিন দেখিল হইয়া অলক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি' হইলা মূর্চ্ছিত॥ ধরণী লোটায়, ধৈর্য্য ধরণ না যায়। মুখ, বক্ষ ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥ করয়ে কতেক খেদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া। দেখিতে সে দশা কা'র না বিদরে হিয়া॥ কেহ কহে—অহে ভাই! বিচারিনু মনে। শ্রীজীব ছাড়িবে ঘর অতি অল্প দিনে॥ কেহ কহে কৈছে এ ভ্রমিব সুকুমার। কেহ কহে—অনুরাগ প্রবল ইহার॥ কেহ কহে—বিপ্রকুল প্রদীপ এ হয়। এই গেলে হ'বে সব অন্ধকারময়॥ ঐছে কত কহে সবে ব্যাকুল অন্তরে। শ্রীজীবে ছাড়িয়া কেহ নাহি যায় ঘরে॥ নিরন্তর শ্রীজীবের এই চিন্তা মনে। ঘর হৈতে বাহির হইব কতক্ষণে॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা

একদিন একাকী বসিয়া সন্ধ্যাকালে। শ্রীনামকীর্ত্তনে সিক্ত হয় নেত্রজলে॥ করয়ে যতন ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলি কহে বারে বারে॥ অহে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ। অহে করুণাসিন্ধু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥ অহে কৃপাময় প্রভুর শ্রীপ্রিয়গণ। মো হেন পতিতে কর কৃপার ভাজন॥ ঐছে কত কহে কণ্ঠ রুদ্ধ ক্ষণে ক্ষণে। নিশিশেষ হৈল নিদ্রা নাহিক নয়নে॥ শ্রীভকতবৎসল প্রভু, প্রভুর ইচ্ছায়। শ্রীজীব দেখয়ে স্বপ্ন কিঞ্চিৎ নিদ্রায়॥ রামকেলি গ্রামে যৈছে দেখিল স্বপনে। সেইরূপ দেখে গৌরচন্দ্র গণসনে॥ সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে নৃত্য করে গৌররায়। ব্রহ্মার দুর্ল্ভ প্রেমে জগৎ মাতায়॥ লক্ষ লক্ষ লোক ধাইয়া আইসে চারিপাশে। হরি হরি ধ্বনি হয় এভূমি আকাশে॥ ঐছে দেখা দিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান। স্বপ্নভঙ্গে জীবের ব্যাকুল হৈল প্রাণ॥ পুনঃ শ্রীজীবেরে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ। শ্রীজীব দেখয়ে কিবা অপূর্ব্ব স্বপন॥ কহিব সে স্বপ্ন পূর্ব্ব কহিব কিঞ্চিৎ। পরম অদ্ভুত এই শ্রীজীব চরিত॥ শ্রীজীব বালককালে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণে সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে। কৃষ্ণবলরাম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া। করিতেন পূজা পুষ্প চন্দনাদি দিয়া॥ বিবিধ ভূষণ বস্ত্রে শোভা অতিশয়। অনিমেষ নেত্রে দেখি' উল্লাস হৃদয়॥ কনক পুতলি-প্রায় পড়ি ক্ষিতিতলে। করিতে প্রণাম সিক্ত হৈলা নেত্রজলে॥ বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্নে ভোগ দিয়া। ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণে লইয়া॥ কৃষ্ণ-বলরাম বিনা কিছুই না ভায়। একাকীও দোঁহে লইয়া নির্জ্জনে খেলায়॥ শয়ন-সময়ে দোঁহে রাখয়ে বক্ষেতে। মাতা-পিতা কৌতুকেও না পারে লইতে॥ কৃষ্ণ-বলরাম প্রতি অতিশয় প্রীত। দেখিয়া বালক চেষ্টা সবে উল্লসিত॥ চৈতন্য-নিতাই তাঁ'র বাল্যকাল হৈতে। যৈছে প্রেমাধীন ব্যক্ত করয়ে স্বপ্নেতে॥ হইলা প্রত্যক্ষ প্রভু কৃষ্ণ-বলরাম। শ্যাম-শুক্ল রূপ দোঁহে আনন্দের ধাম॥ দোঁহার অদ্ভুত বেশ কন্দর্প মোহন। অঙ্গের ভঙ্গীতে মত্ত করে ত্রিভুবন॥ ঐছে দোঁহে দেখি' পুনঃ দেখে গৌরবর্ণ। ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধ স্বর্ণ॥ দুহুঁ-অঙ্গ-সৌরভে

ব্যাপিল ত্রিভুবন। তাহে ধৈর্য্য ধরে ঐছে নাহি কোন জন॥ শ্রীজীবের মনে মহা হৈল চমৎকার। অনিমিষ-নেত্রে শোভা দেখয়ে দোঁহার॥ **ভাসয়ে দীঘল দুটী নয়নের জলে। লুটাইয়া পড়ে দুই প্রভু পদতলে॥** করুণা-সমুদ্র গৌর-নিত্যানন্দ রায়। পাদপদ্ম ধরিলেন জীবের মাথায়॥ পরম বাৎসল্যে পুনঃ করে আলিঙ্গন। কহিল অমৃতময় প্রবোধ বচন॥ শ্রীগৌরসুন্দর মহা-প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। প্রভু নিত্যানন্দ পদে দিল সমর্পিয়া॥ নিত্যানন্দ শ্রীজীবে কহয়ে বারবার। এই মোর প্রভু হো'ক সর্ব্বস্ব তোমার॥ ঐছে প্রভু অনুগ্রহে পুনঃ প্রণমিতে। দোহে অদর্শন দেখি' নারে স্থির হৈতে॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈতে দেখে নিশি পোহাইল।

গৃহত্যাগ

অধ্যয়নছলে নবদ্বীপে যাত্রা কৈল॥ নবদ্বীপবাসী লোক বিচারিল মনে। অবশ্য শ্রীজীব যাইবেন বৃন্দাবনে॥ শ্রীজীব সঙ্গের লোকে বিদায় করিয়া। ফতেয়া হৈতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া। প্রেমাবিষ্ট হৈয়া পথে কি অদ্ভুত গতি। শ্রীজীবে দেখিয়া কেহ কহে কারো প্রতি॥ দেখ দেখ এই কোন রাজার কুমার। কনক-চম্পকবর্ণ তনু মনোহর॥ কি অপূর্ব্ব বদন মাধুরী প্রাণ হরে। কিবা দীর্ঘনয়ন, নাসিকা শোভা করে॥ কিবা ভুরু, ললাট, শ্রবণ, চারুকেশ। কিবা গণ্ড, গ্রীবা, কি অদ্ভুত বক্ষঃদেশ॥ কিবা হস্তপদ্ম-নখাবলী বিলসয়। কিবা ক্ষীণ মধ্য জঙ্ঘ, জানু পদদ্বয়॥ অপূর্ব্ব তুলসীমালা কণ্ঠে সুকোমলে। কিবা শুভ্র সূক্ষ্ম চারু যজ্ঞসূত্র গলে॥ অহে ভাই! ইহার বালাই লৈয়া মরি। মনে হয় নিরন্তর দেখি নেত্র ভরি'॥ কেহ কহে—ভাইসব! ইহারে দেখিয়া। না জানিয়ে আমার কেমন করে হিয়া॥ কেহ কহে—অহে! ঐছে হয় মোর মন॥ করিব অবশ্য ইহঁ সন্ন্যাস গ্রহণ॥ এইরূপ কহে কত ব্যাকুল হিয়ায়। শ্রীজীব পরম প্রেমাবেশে চলি' যায়॥ নবদ্বীপ প্রবেশিতে এই ধ্বনি হইল। সনাতন-

রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র আইল ॥ শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি' ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কিবা জিজ্ঞাসিল সবে হইলা বিস্মিত ॥ শ্রীজীব নবদ্বীপ মধ্যে প্রবেশিল। দেখি' নবদ্বীপ শোভা বিস্ময় হইল ॥ ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ বসতি সুন্দর। স্থানে স্থানে ব্যাপী, পুষ্পবাটী, সরোবর ॥ সুরধুনী তীর, বন, পুলিন দেখিয়া। কে আছে এমন যা'র না জুড়ায় হিয়া ॥ শ্রীজীব বিহ্বল হৈয়া করয়ে গমন। সেই পথে আইসে বৈষ্ণব কত জন ॥ শ্রীজীবে দেখিয়া সবে মনের উল্লাসে। শীঘ্র গেলা পণ্ডিত শ্রীবাস-আবাসে ॥

শ্রীনিত্যানন্দের-কৃপা

নিত্যানন্দ প্রভু তথা প্রিয়গণ সঙ্গে। বসিয়া আছেন মহাপ্রেমানন্দ-রঙ্গে ॥ শ্রীবাস-পণ্ডিতে প্রভু হাসিয়া কহয়। শ্রীজীব আসিবে মোর মনে হেন লয় ॥ প্রভু আগে সে বৈষ্ণব কহে ধীরে ধীরে। শ্রীজীব আইলা প্রভু ভবন বাহিরে ॥ শুনি' নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা ॥ শ্রীজীবেরে শীঘ্র লোকদ্বারে আনাইলা ॥ শ্রীজীব অধৈর্য্য হইলা প্রভুর দর্শনে। নিবারিতে নারে অশ্রুধারা দু'নয়নে ॥ করয়ে যতেক দৈন্য কহয়ে না যায়। লোটাইয়া পড়ে প্রভু নিত্যানন্দ পায় ॥ নিত্যানন্দ প্রভু মহাবাৎসল্যে বিহ্বল। ধরিল শ্রীজীব মাথে চরণ যুগল ॥ শ্রীজীবেরে অনুগ্রহ সীমা প্রকাশিলা। ভূমি হৈতে তুলি দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ প্রভু প্রেমাবেশে কহে—তোমার নিমিত্তে। আইলাম শীঘ্র হেথা খড়দহ হৈতে ॥ ঐছে কত কহি শ্রীজীবেরে স্থির কৈলা। শ্রীবাসাদি ভক্ত অনুগ্রহ করাইলা। নিকটে রাখিয়া অতি আনন্দ হিয়ায়। শ্রীজীবে পশ্চিম দেশে করয়ে বিদায় ॥ বিদায়ের কালে মহাব্যাকুল হইলা। শ্রীজীব নিত্যানন্দ-পদে প্রণমিলা ॥ শ্রীজীব মস্তকে প্রভু অর্পিয়া চরণ। করিয়া যতেক স্নেহ কৈল আলিঙ্গন ॥ **প্রভু কহে—শীঘ্র ব্রজে করহ প্রয়াণ। তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থান ॥***

---

* "আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যতঃ। সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহর-প্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ে ॥"—শ্রীজীবগোস্বামী, লঘুতোষণীবাক্য।

শ্রীজীব করিলা যাত্রা প্রভু-আজ্ঞা পাঞা। সর্ব্বভক্তগণের শ্রীচরণ বন্দিয়া॥ শ্রীবাস পণ্ডিত আদি ভাগবতগণ। শ্রীজীবে যে স্নেহ কৈল না হয় বর্ণন॥ নবদ্বীপ হইতে পরমানন্দ মনে। শ্রীজীব গোস্বামী **কাশী** গেলা কতদিনে। তাহা রহে **শ্রীমধুসূদনবাচস্পতি।** সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি॥ তেহঁ শ্রীজীবেরে দেখি' অতি স্নেহ কৈলা॥ কতদিনে রাখি' বেদান্তাদি পড়াইলা॥ শ্রীজীবের বিদ্যাবল দেখি বাচস্পতি। যে আনন্দ হৈল তাহা কহি কি শকতি॥ কাশীতে শ্রীজীবেরে প্রশংসে সর্বঠাঁই। ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহ নাই॥+ **কাশী হইতে শ্রীজীব গেলেন বৃন্দাবন।** তথা অনুগ্রহ কৈলা রূপ-সনাতন॥ সনাতন, রূপ, বল্লভ তিন ভাই। এ তিনের চরিত্র বর্ণিতে অন্ত নাই॥

—(ভঃ রঃ ১।৬৮৩—৭৮১)।

শ্রীজীবের বৈরাগ্য*

বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্প-কালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী, অতিমর্ত্ত্য গুণগরিমা-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। শ্রীশ্রীরূপসনাতনের শ্রীব্রজবাসলীলা ও শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটলীলার পর শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর হৃদয় অত্যন্ত বিরহ-বিধুর হইয়া উঠে। তিনি শ্রীশ্রীরূপসনাতন ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মচিন্তায়—দিবারাত্র প্রেমাশ্রু-সিন্ধুতে ভাসিতে থাকেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনাম-কীর্ত্তনে শ্রীজীবপ্রভু ক্রন্দন করিতে করিতে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়েন। রাত্রি-

---

+ "অল্পকালে শ্রীজীবের বুদ্ধি চমৎকার। ব্যাকরণ আদিশাস্ত্রে অতি অধিকার।"

* নানারত্নভূষা পরিধেয় সূক্ষ্মবাস। অপূর্ব শয়ন শয্যা ভোজন-বিলাস॥

এ সব ছাড়িল, কিছু নাহি ভায় চিতে। রাজ্যাদি বিষয় বার্ত্তা না পারে শুনিতে॥

—ভঃ রঃ ১।৬৮৭—৮৮।

শেষে স্বপ্নযোগে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীজীবপ্রভুকে দর্শন দান করেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীজীবকে শ্রীনিত্যানন্দের চরণে সমর্পণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীশ্রীজীবকে বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীজীবের সর্ব্বস্ব হউক। শ্রীজীবপ্রভু বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমন করেন এবং শ্রীনিত্যানন্দের অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা করেন। "নিত্যানন্দপ্রভু মহাবাৎসল্য বিহ্বল। ধরিলা শ্রীজীব মাথে চরণ যুগল॥"—ভঃ রঃ ১।৬৭৫।

অধ্যয়ন-লীলা

ইহার পর শ্রীজীব শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার পথে কাশীতে গমনপূর্ব্বক শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিংবদন্তী এই যে,—নীলাচলে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের নিকট যে সকল চিদ্‌বিলাসময় বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদান্ত-বিচার শ্রীসার্ব্বভৌম নিজ শিষ্য শ্রীমধুসূদনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে শ্রীজীব শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট গমন করিয়া ন্যায়-বেদান্তাদি-শাস্ত্র-অধ্যয়নকালে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজবাস

শ্রীজীব শ্রীকাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের একান্ত আশ্রিত হইয়া তাঁহাদের নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন এবং তদবধি শ্রীব্রজমণ্ডলেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের অতিমর্ত্ত্য স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবিচারদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গুরুদ্বয় পর্য্যন্ত নিজকৃত গ্রন্থাদি শ্রীজীবের দ্বারা শোধন করাইতেন।

শ্রীরূপ 'শ্রীহংসদূত'-আদি গ্রন্থ কৈলা।
সনাতন 'ভাগবতামৃতা'দি বর্ণিলা ॥
'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' করিয়া সনাতন।
শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন ॥
—(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৭৯১-৭৯২)।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

তাঁর লঘুভ্রাতা—শ্রীবল্লভ-অনুপম। তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত—'শ্রীজীব'-নাম ॥
সর্ব্ব ত্যজি' তেঁহ পাছে আইলা বৃন্দাবন। তেঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈলা প্রচারণ ॥
'ভাগবতসন্দর্ভ'-নাম কৈলা গ্রন্থ সার। ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাহাঁ পাইয়ে পার ॥
'গোপালচম্পূ' আর নানা গ্রন্থ কৈলা। ব্রজপ্রেমলীলারস সার দেখাইলা ॥
'ষট্সন্দর্ভে' কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশিলা। চারিলক্ষ গ্রন্থ তেঁহো বিস্তার করিলা ॥
জীব-গোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা। নিত্যানন্দপ্রভু ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ। রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কৈলা আলিঙ্গন ॥
আজ্ঞা দিলা, "শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে। তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেইস্থানে"
তাঁর আজ্ঞায় আইলা, আজ্ঞাফল পাইলা। শাস্ত্র করি' কতকাল 'ভক্তি' প্রচারিলা
—(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২২৭-২৩৫)।

শ্রীশ্রীজীবপাদের প্রধান তিনজন শিক্ষাশিষ্য

১। **শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুর***। নদীয়া জেলার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপের উত্তরে চাকুন্দী গ্রামে ১৪৪১ শকে বৈশাখী পূর্ণিমায় রোহিনী নক্ষত্রে শ্রীচৈতন্যদাস নামক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গৃহে আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্যদাসের পূর্বনাম শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস নামের (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) শেষ চৈতন্যশব্দ

* ইঁহার বংশধর গোস্বামী শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর আচার্য্যঠাকুর বি-এ, সিদ্ধান্তবাচস্পতি মহাশয় বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনে আছেন।

শুনিয়া তাহা জপিতে জপিতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন জন্য 'চৈতন্যদাস' নাম হয়। ইঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ আছে। ইঁহার প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন পদাবলীর রাগের নাম—**'মনোহর-সাহী'**। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকীর ভাষ্য করিয়াছেন। ইনি শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর দীক্ষামন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। **'আচার্য্য'** উপাধি শ্রীজীব প্রভুই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে দেন।

২। **শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর**—এই গ্রন্থের শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রবন্ধের ১৫ পৃঃ—২৩ পৃঃ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। **'ঠাকুর-মহাশয়'** উপাধি শ্রীল জীবপাদ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে দেন।

৩। **শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু**—সদ্‌গোপকুলজাত। দুঃখী কৃষ্ণদাস পূর্বনাম। শ্রীজীবপাদ **'শ্রীশ্যামানন্দ'** নাম দেন। মাতার নাম—শ্রীদুরিকা, পিতার নাম—শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। ধারেন্দাবাহাদুর পুরে পূর্বে বাস ছিল। পরে দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীপাট—বঙ্গদেশে মেদিনীপুরে 'সুবর্ণরেখা' নদীর তীরে শ্রীগোপীবল্লভপুরে। ইঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীরসিক মুরারী ছিলেন। ১৪৫৬ শকে মধুপূর্ণিমায় ইঁহার জন্ম। শ্যামানন্দের অনেক গ্রন্থ আছে। ইঁহার রচিত কীর্ত্তন পদাবলীর রাগের নাম—**'রেণেটী'** †। ইনি ভারতবর্ষের শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত সকল তীর্থই দর্শন করিয়াছিলেন। ১৫০৪ শকে শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম, শ্রীদুঃখী কৃষ্ণদাস (শ্রীশ্যামানন্দ) শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। শ্রীগৌড় মণ্ডলস্থ কাল্‌নার শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের (শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জ্যাঠাশ্বশুর) শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য ইঁহাকে দীক্ষামন্ত্র দান করেন। শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীবৃন্দাবনে রাসমণ্ডল পরিষ্কার করিতে করিতে শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণনূপুর প্রাপ্ত হন, সেই নূপুর ললাটে স্পর্শ করাতেই নূপুরাকৃতি তিলক হয়। এখনও এই পরিবারের তিলক—**নূপুরাকৃতি**। ১৫৫২ শকের আষাঢ়ী কৃষ্ণাপ্রতিপদে নৃসিংহপুরে উদ্দণ্ডরায় ভুঁইয়ার গৃহে ইনি অপ্রকটলীলা করেন।

শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু (শ্রীমাণমঞ্জরী), শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়

---

† রেণেটি—রাণীহাটী পরগণার নাম হইতে রেণেটী নাম হয়।

(শ্রীচম্পকমঞ্জরী), শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু (শ্রীকনকমঞ্জরী), নিত্যসিদ্ধপরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহাদের সম্বন্ধে আর একটি মহাজনপদ পাওয়া যায়। তাহা এই,—'নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈলা সেই, শ্রীচৈতন্য হইলা শ্রীনিবাস। শ্রীঅদ্বৈত যারে কয়, শ্যামানন্দ তেঁহো হয়, ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ ॥" "সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের আবির্ভাব। সর্ব্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তি-ভাব ॥" এ তিন জনের মধ্যে সর্বদা অবিচ্ছিন্ন প্রীতি বর্ত্তমান থাকিত। "শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ তিনে। যে অদ্ভুত প্রীতি তা' কহিতে কেবা জানে ॥" —ভঃ রঃ। "যেন শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ তিনে। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী হৈল ত্রিবেণী সঙ্গমে ॥"*। শ্রীনিবাস নীলাচলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট ভাগবত পড়িবার জন্য যাত্রা করেন। রাস্তায় শুনিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলা সংগোপন করিয়াছেন। এই সময়ে শ্রীগৌর-বিরহকাতর ভক্তদের দুরবস্থার কথা বর্ণনাতীত। শ্রীনিবাস ভাগবত পড়িতে চাহিলেন; কিন্তু গদাধর ভাগবত পড়িতে গিয়া চোখের জল সম্বরণ করিতে পারেন না। "শ্রীচৈতন্য প্রভু-গদাধর নেত্রজলে, মধ্যে মধ্যে বর্ণ লোপ পাঠ নাহি চলে।" গ্রন্থ লইবার জন্য শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে আসিলেন। শ্রীখণ্ড হইতে নীলাচলের পথে শুনিলেন,—শ্রীগদাধর প্রভু অপ্রকট-লীলা করিয়াছেন। এই সময় শ্রীনিবাস পাগলের মত হইয়া নবদ্বীপে, শান্তিপুরে, নীলাচলে ছুটাছুটি করিতেছেন। ইতি মধ্যে খড়দহে শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন। সকলের আদেশে শ্রীনিবাস শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনের রাস্তায় শুনিলেন—শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট অপ্রকট হইয়াছেন। আকুল-ব্যাকুলিত হইয়া হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবপ্রভুর শ্রীচরণে আসিয়া শরণাগত হইলে শ্রীজীবপাদ শ্রীগোপাল ভট্ট পাদের শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন। শ্রীল গোপালভট্টপাদ শ্রীনিবাসকে দীক্ষা মন্ত্র দ্বারা শিষ্য করিলেন; কিন্তু শিক্ষাগুরুর কার্য্য শ্রীজীবপাদই করিয়াছিলেন। তিনিই শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দকে উপযুক্ত করিয়া শ্রীগৌড়মণ্ডল,

---

* 'ভক্তিরত্নাকর', 'প্রেমবিলাস,' 'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থে ইঁহাদের বিষয় বিশেষভাবে আছে।

শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য বহু গ্রন্থ সহকারে শ্রীবৃন্দাবন হইতে পাঠাইয়া দেন। বাঁকুড়া জেলায় বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর + সমস্ত গ্রন্থই দস্যুবৃত্তি দ্বারা অপহরণ করিলে পর আচার্য্য প্রভুর কৃপায় তাঁহার বুদ্ধির শোধন হয় ও আচার্য্য প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হন। শ্রীজীবপাদ এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বীরহাম্বীরের নাম দেন—**'শ্রীচৈতন্যদাস'**। তাহার স্ত্রীর নাম—সুলক্ষণা পুত্রের নাম – ধাড়ীহাম্বীর বা ধীরহাম্বীর। "হৈল বীরহাম্বীরের পরম উল্লাস। শ্রীকালাচাঁদের সেবা করিল প্রকাশ।" শ্রীবীরহাম্বীর বা শ্রীচৈতন্যদাস শ্রীকালাচাঁদ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার কার্য্য শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুই করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ ১৫ জন প্রহরীসহ গ্রন্থের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আগ্রা হইয়া ইটোয়ায় পৌঁছিলেন এবং সেখান হইতে রাজপথ ছাড়িয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ঝাড়িখণ্ডের যে পথে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে আগমন করিয়াছিলেন, সেই প্রিয় পথ ধরিয়া বহুলোক শ্রীপুরীধামে যাইতেছিল, তাঁহারাও সেই সঙ্গ ধরিলেন, –"নীলাচলে যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া। সে সভার সঙ্গে চলে বনপথ দিয়া।"—ভঃ রঃ। সেই প্রকৃতির পথের কি মনোহর শোভা! পক্ষি-কলরবে মুখরিত, বৃক্ষছায়া-সমন্বিত, নির্ঝর-নিষেক-নিষেবিত, মৃগময়ূর-বিচিত্রিত বিচিত্র আরণ্য-পথে ভক্তগণ প্রেমানন্দে কৃষ্ণকথারঙ্গে চলিলেন। সঙ্গে রাজাদেশ-পত্র ছিল, খরচের জন্য অর্থাদিও ছিল, ব্যবহারের জন্য খাদ্যদ্রব্যাদিও বহুল পরিমাণ ছিল। এইরূপে পঞ্চকোটে আসিয়া বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমায় উপনীত হইলেন। তখন বিষ্ণুপুর স্বাধীন-রাজ্য। ইহার অপর নাম—**মল্লভুমি**, রাজাগণ **মল্ল** নামে খ্যাত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পর পর ৪৭ জন মল্লরাজের পর এক্ষণে **বীরহাম্বীর-মল্ল** বিষ্ণুপুরের অধীশ্বর এবং মোগল আমলের ভুঞা নৃপতি। তাঁহার পরিখা

+ "ঐছে দুষ্ট রাজা নাই ভারত ভুমিতে। কেহ না পারয়ে এই পাপীরে দণ্ডিতে॥"ভঃ রঃ ৭।

বেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। সৈন্যগণ শিক্ষিত ছিল, দলমাদলের † মত বড় বড় কামান ছিল, প্রজাগণ তাঁহার বশীভূত ছিল। মোগল সৈন্যেরা তখনও সে রকম যাতায়াত আনাগোনা করে নাই। রাজার সৈন্যগণ বসিয়া খাইত। কাজের অভাবে দস্যুতা করিত—রাজার ইচ্ছানুযায়ী। শ্রীনিবাস গ্রন্থরত্ন লইয়া পঞ্চকোট বামে রাখিয়া রঘুনাথপুরে আসিলেন, তারপর মালিয়াপাড়া গ্রামে এক ভৌমিকের বাড়ীতে রাত্রি বাস করিলেন। পরদিন গোপালপুর গ্রামে গ্রন্থ সহ তাহারা আসিয়া পৌঁছিলেন। এই দিনে বীরহাম্বীরের নিকট সংবাদ যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আদেশ করিলেন—"দুইশত লোক লইয়া করহ গমন। প্রাণে নাহি মারিবা আনিবে সব ধন।" —প্রেমঃ বিঃ ১৩শ। দুর্বৃত্তগণ গ্রন্থ-পূর্ণ সিন্দুক রাজবাড়ীতে লইয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া দেখে তাহার মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থ আছে; ধনরত্ন নাই। এই গ্রন্থ অপহরণে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামা-নন্দের যে কি অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীগোস্বামিপাদগণের ও তাঁহাদের জীবন-সর্বস্ব এই গ্রন্থরাজি। সেই সংবাদ শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলে শ্রীজীব-পাদ, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবনবাসিগণের প্রাণ মাত্র বহির্গত হয় নাই। তাঁহারা এমনই অধীর হইলেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রাণ ত্যাগের জন্য শ্রীরাধাকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ বহুকষ্টে তাঁহাকে কুণ্ড হইতে তুলিলেন, তখন তাঁহার প্রাণত্যাগ হয় নাই। স্বপ্না-দেশে গ্রন্থপ্রাপ্তির আশায় বাঁচিয়া ছিলেন। পরে গ্রন্থপ্রাপ্তির সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দে অপ্রকট হন।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দকে অনেক প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া প্রভুদের আদেশ পালনার্থে গৌড়ে-উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার জন্য পাঠাইয়া নিজে গ্রন্থাদি অন্বেষণে নিযুক্ত থাকিলেন। শ্রীজীবগোস্বামী চিন্তা করিলেন—চোরদস্যুরা গ্রন্থ লইয়া কি করিবে? ইহার মধ্যে প্রভুরই কোন লীলারহস্য

† এই কামান এখনও বিষ্ণুপুরে অক্ষত শরীরে আছে। উহার নাম দলমর্দ্দন সাধারণ ভাষায় —দলমাদল। দৈর্ঘ ১২॥০ ফুট মুখ-বিবর ১১॥০ ইঞ্চি।

আছে। ঠিক তাহাই হইল। কৃষ্ণবল্লভনামে এক বিপ্র শ্রীনিবাসাচার্য্যপাদকে বলিলেন—বীরহাম্বীর এক অদ্ভুত প্রকৃতির রাজা—**"দিবায় পুরাণ পাঠ, রাতে চুরি ডাকাতি। পুত্রসম পালে প্রজা, দেশের না করে ক্ষতি॥"**—প্রেঃ বিঃ। এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীনিবাস উক্ত কৃষ্ণবল্লভের সঙ্গে পুরাণ পাঠ শ্রবণ জন্য রাজবাড়ীতে গেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ হইতেছিল; কিন্তু পাঠ-ব্যাখ্যা অতি অসদ্বৃত্তিতে হইতেছিল। দ্বিতীয় দিন শ্রীনিবাস একটু প্রতিবাদ করিলে, রাজা শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে পাঠের জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীগোপালভট্টপাদ ও শ্রীজীবের কৃপাপাত্র শ্রীনিবাসের শ্রীমুখে শ্রীভাগবতের অপূর্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া রাজা বীরহাম্বীর ও সকল শ্রোতা অঝর নয়নে ক্রন্দন করিলেন এবং সকলের হৃদয় ভক্তিভরে দ্রবীভূত হইল। পরে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া রাজা অপহৃত সমস্ত গ্রন্থ শ্রীনিবাসের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং তিনি, পূর্ব্বের পুরাণ পাঠক, কৃষ্ণবল্লভ এই তিন জন শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। রাজা শিষ্য হইবার পর নিজ শ্রীগুরুদেবের বহু সেবা করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন। এই সংবাদ শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। শ্রীগোস্বামী, আচার্য্যপাদগণের এমনই কৃপার প্রভাব! রাজা বীরহাম্বীরের প্রপৌত্র রাজা গোপাল সিংহের সময় তিনি সমস্ত রাজ্যে প্রতিদিন নিয়ম করিয়া সমস্ত হিন্দুপ্রজাগণকে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের আদেশ জারী করেন। এই আদেশ পালন না করিলে তিনি রাজার খুবই অপ্রিয় পাত্র হইতেন। কাজেই ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক দিনান্তে সকলকেই শ্রীহরিনাম করিয়া একবার **"গোপাল সিংহের ব্যাগার"** দিতেই হইত। "History of Bishnupur-Raj" P. 55. দীক্ষার পর বীরহাম্বীরের নাম হয়—শ্রীহরিচরণ দাস, শ্রীজীব-গোস্বামীর দেওয়া নাম—চৈতন্যদাস। পুরাণ পাঠকের নাম হয়—ব্যাসাচার্য্য। ইনি চৈতন্যচরিতামৃতের নকল করেন, তাহা এখন পাওয়া যায় না। তাহাতে বিশুদ্ধ তারিখ আছে।

সার্ব্বভৌম সম্প্রদায়াচার্য্য

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর রচিত প্রত্যেক গ্রন্থে রচনার তারিখ পাওয়া যায় না, কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু ১৪৭৬ শকাব্দায় 'বৈষ্ণবতোষণী' রচনা করেন। শ্রীসনাতনের আজ্ঞায় শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু ১৫০৪ শকাব্দায় ঐ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ লিখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিপ্রভুগণের অপ্রকটের পর সোৎকল-গৌড়-মাথুর-মণ্ডলের শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সার্ব্বভৌম আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সকলের নিকট শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন এবং সকলকে হরিভজন করাইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে ইনি ভক্তগণসহ শ্রীব্রজধাম পরিক্রমা করিতেন এবং শ্রীমথুরায় শ্রীবল্লভ-ভট্টাত্মজ শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের ভবনে শ্রীগোপালদেব দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর প্রকটকালেই 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি কিছুকাল পরে গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে 'আচার্য্য', 'ঠাকুর মহাশয়' ও 'শ্রীশ্যামানন্দ' নাম প্রদান করিয়া স্বকৃত ও গোস্বামিবর্গের রচিত যাবতীয় গ্রন্থাদিসহ গৌড়দেশে নাম-প্রেম-প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। ইনি শ্রীনিবাসশিষ্য শ্রীরামচন্দ্র সেন ও তদনুজ শ্রীগোবিন্দ সেনকে 'কবিরাজ'-উপাধি প্রদান করেন। ইনি প্রকট থাকিতেই শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবী কতিপয় ভক্ত সহ শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীজীবপ্রভু গৌড়দেশাগত ভক্তগণের প্রসাদসেবা ও বাসস্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীগোপীনাথ জীউর সহিত শ্রীজাহ্নবা-দেবীর শ্রীবিগ্রহ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বেদান্তাচার্য্য-শিরোমণি

একদা শ্রীযমুনাতীরে শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ লিখিতেছেন, নিকটে শ্রীজীব তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রসিদ্ধ শ্রীবল্লভ ভট্ট (বিষ্ণুস্বামী

সম্প্রদায়ের শ্রীবল্লভাচার্য্য—যাহা হইতে বল্লভী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন হয়।) আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ গ্রন্থ রচনা হইতেছে?" শ্রীরূপ কহিলেন—"শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু", শ্রীবল্লভ ভট্ট বলিলেন—"বেশ! এ গ্রন্থ আমি সংশোধন করিয়া দিব!" এই বলিয়া ভট্টজী যমুনাতে স্নান করিতে গমন করিলেন। শ্রীজীব শ্রীভট্টের অহঙ্কার দেখিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না, কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত দৈন্যাবতার শ্রীরূপের নিকট কথা কহিবার সাধ্য নাই, তাই চুপে চুপে তিনিও যমুনাতে জল আনিবার ছলে বল্লভ ভট্টের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন—"গ্রন্থ মধ্যে কোন্ স্থানে ভ্রম দেখিলেন যে সংশোধন করিয়া দিবেন, বলিলেন।" ক্রমে উভয়ের মধ্যে শাস্ত্র-যুদ্ধ হইল। ভট্টজী বালক শ্রীজীবের পাণ্ডিত্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। "শ্রীজীবের বাক্য ভট্ট নারে খণ্ডিবারে"—ভঃ রঃ ৫।১৬৩৫।

স্নানান্তে ভট্টজী শ্রীরূপের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন,—"তোমার নিকট যে বালককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সেটী কে *? ইহাতে—

শ্রীরূপ কহেন—কিবা দিব পরিচয়।
জীব নাম, শিষ্য মোর—ভ্রাতার তনয়॥ ভঃ রঃ ৫।১৬৩৮।

ভট্ট বালকের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। মহাবুদ্ধিমান্ শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবের স্বভাব জানিতেন। তথাপি শোধন জন্য জল লইয়া যমুনা হইতে শ্রীজীব নিকটে আসিতেই বলিলেন,—

"শ্রীরূপ ডাকিয়া কহে শ্রীজীবের প্রতি। অকালে বৈরাগ্য বেশ ধরিলে মূঢ় মতি॥ ক্রোধের উপর ক্রোধ না হইল তোমার। তে কারণে তোর মুখ না দেখিব আর॥"—প্রেঃ বিঃ ২২৬ পৃঃ।

---

* "অল্প বয়স যে ছিলেন তোমা পাশে। তাহার পরিচয় হেতু আইলাম উল্লাসে॥"—ভঃ রঃ ৫ম। এই শ্রীবল্লভ ভট্ট কয়েকবারই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিয়াছেন। একবার প্রয়াগে, একবার নীলাচলে।

মোরে কৃপা করি ভট্ট * আইলা মোর পাশে।
মোর হিত লাগি গ্রন্থ শোধিব বলিলা।
এ অতি অল্প বাক্য সহিতে নারিলা॥
তাহে পূর্বদেশে শীঘ্র করহ গমন।

—ভঃ রঃ ৫।১৬৪১-৪৩।

গোস্বামিগণের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। কাজেই শ্রীজীব ক্ষুন্ন-মনে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পূর্বমুখে চলিয়া গেলেন এবং নন্দঘাটে পড়িয়া রহিলেন। 'দেহ হইতে প্রাণ ভিন্ন করিয়া ত্বরিতে। প্রভু পাদপদ্ম পাব এই চিন্তা চিতে॥'—ভঃ রঃ ৫ম। "তথি সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থ বিরচিলা। গুরু রূপ-সনাতনের নাম না লিখিলা॥"—প্রেমবিলাস। এই নন্দঘাটেই ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কোন দিন উপবাস, কোন দিন ব্রজবাসিদের অত্যধিক পীড়াপীড়িতে সামান্য ফলমূল ভোজন করিয়া দিন-যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। পরে এক দিবস শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বন ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ স্থানে আগমন করিয়া শ্রীজীবপাদের সংবাদ পান। দয়ার সাগর জ্যেষ্ঠতাত শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীজীবের অবস্থা দেখিয়া বড়ই কাতর হন এবং অপরাধের ক্ষমার জন্য ভ্রাতা শ্রীরূপের অনুমতিক্রমে শ্রীজীবকে বৃন্দাবনে লইয়া যান।† অগ্রজের আজ্ঞায় শ্রীরূপ শ্রীজীবকে ক্ষমা

---

* এই বল্লভ ভট্ট গর্ব্ব করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাম্‌নে বলিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন। তখন, "প্রভু হাসি কহে, স্বামী না মানে যে জন। বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।

† এই সময়ে শ্রীসনাতন পাদ, শ্রীরূপপাদের শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের সমাপ্তি হইতে আর কতদূর, জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শ্রীরূপ কহেন প্রায় হইল লিখন। শ্রীজীব রহিলেই শীঘ্র হইত শোধন॥"

গোস্বামী কহেন শ্রীজীব জীয়া মাত্র আছে। দেখিল তাহার দেহ বাতাসে হালিছে॥"—ভঃ রঃ

করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অচিরেই শ্রীজীব আরোগ্য লাভ করিলেন ; এবং শ্রীরূপের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

শ্রীজীবের আরোগ্য, সবার হর্ষ মন।
দিলেন সকল ভার রূপ-সনাতন॥
শ্রীরূপ-সনাতন অনুগ্রহ হইতে।
শ্রীজীবের বিদ্যাবল ব্যাপিল জগতে॥

—ভঃ রঃ ৫।১৬৬৪ (গৌঃ বৈঃ সাঃ)।

"বেদান্ত-দর্শন-বিদ্যায় শ্রীজীবের ন্যায় তৎকালে আর কেহ ছিলেন না। কথিত আছে যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীবল্লভ * নিজকৃত 'তত্ত্বদীপ'-গ্রন্থ শ্রীজীবকে দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীজীব গোস্বামী অনেক বৈদান্তিক বিচার উত্থাপন করত তাঁহার মতের অসৌন্দর্য্য প্রদর্শন করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যও শ্রীজীবের পরামর্শমতে ঐ গ্রন্থের অনেকটা সংশোধন করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য-বিরচিত 'তত্ত্বদীপ'-গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েকটি শ্লোক আমরা উদ্ধৃত করিলাম,—

প্রপঞ্চো ভগবৎকার্য্যস্তদ্রূপো মায়য়াঽভবৎ।
তচ্ছক্ত্যাঽবিদ্যয়া তস্য জীবসংসার উচ্যতে॥
সংসারস্য লয়ো মুক্তৌ প্রপঞ্চস্য ন কর্হিচিৎ।
কৃষ্ণস্যাত্মরতৌ তস্য লয়ঃ সর্ব্বসুখাবহঃ॥

শ্রীসনাতনের দুঃখার্ত্ত কথার ভঙ্গি এবং আদেশের ইঙ্গিত পাইবা মাত্র শ্রীরূপ ভ্রাতুষ্পুত্রের সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনপাদের কিরূপ স্নেহ ও শাসন গর্ভে থাকিয়া শ্রীল শ্রীজীবপাদ পরবর্ত্তীকালে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাহারই এই একটি জলন্ত নিদর্শন জগতে প্রকটিত আছেন ও সাক্ষ্য দিতেছেন।

* শ্রীগৌরসুন্দরের সমসাময়িক আদি বল্লভাচার্য্যের পুত্র শ্রীবিঠ্ঠলাচার্য্য, তাঁহার তৃতীয় পুত্র গোকুলনাথেরই অপর নাম—বল্লভ ; ইনিই পিত্রাদৃত শ্রীবল্লভাচার্য্যের মত পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নব্য-বল্লভী মতবাদের সৃষ্টি করেন। ইঁহার চেষ্টার ফলেই শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোপালদেব বর্ত্তমান শ্রীনাথদ্বারে স্থানান্তরিত হন। কতদিন প্রভু শ্রীনাথদ্বারে থাকিবেন, তাহা প্রভুই জানেন।

অন্যত্র চ—

তদিচ্ছামাত্রতস্তস্মাদ্ ব্রহ্মভূতাংশচেতনাঃ।
স্পষ্টাদৌ নির্গতাঃ সর্ব্বে নিরাকারাস্তদিচ্ছয়া॥
বিস্ফুলিঙ্গা ইবাগ্নেস্তু সদংশা ন জড়া অপি।
আনন্দাংশ-স্বরূপেণ সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপিণঃ॥

যাঁহারা তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণব, তাঁহারা অনায়াসে এই শ্লোক-কয়েকটীর অর্থ বিচার-পূর্ব্বক শ্রীজীবের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আমরা বিবেচনা করি যে, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরামানুজের তুল্য পণ্ডিত ও বেদান্তজ্ঞ পুরুষ। শ্রীজীবের 'ষট্ সন্দর্ভ'-গ্রন্থ জগতে একটি রত্নবিশেষ। ষট্সন্দর্ভ ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কোন বেদান্ত-বিচারই অজ্ঞাত থাকে না।" (—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু' শীর্ষক প্রবন্ধ, 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২২০-২২১ পৃষ্ঠা)।

ভ্রান্ত-ধারণা

স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ শ্রীরূপানুগবর শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর বিচারধারা ধারণা করিতে না পারিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিকৃত ও ভ্রান্ত-মত পোষণ করিয়া শুদ্ধভক্তিরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। একদা জড়প্রতিষ্ঠালোলুপ জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন-শিরোমণি শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের পাণ্ডিত্যাভাব জ্ঞাপন করিয়া তচ্ছিষ্য শ্রীজীব-প্রভুকেও জয়পত্রী লিখিয়া দিতে বলেন। তাহাতে শ্রীজীবপ্রভু ঐ দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া শ্রীগুরুর অপবাদকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া দেন এবং শ্রীগুরুবর্গের পদনখশোভার মর্য্যাদা প্রকাশ করিয়া প্রকৃত শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। এই শুদ্ধভক্তির বিচারটী হরিবিমুখ ব্যক্তিগণ ধারণা করিতে না পারিয়া শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুকে "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের মর্য্যাদা-হানিকারক বলিতে

কুণ্ঠিত হয় নাই। কোন কোন আধুনিক প্রাকৃত সাহিত্যিক শ্রীনিত্যানন্দ-নিন্দকের প্রতি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ক্রোধলীলা* দেখিয়া শ্রীব্যাসাবতারকেও রিপুবশীভূত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছে! শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সম্বন্ধেও সেইরূপ ভ্রান্তধারণার উদয় হইয়াছে। লালদাসের 'ভক্তমাল' প্রভৃতি পুস্তকেও এই জাতীয় চিন্তাস্রোত দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন অভিসন্ধিযুক্ত মৎসর-স্বভাব ব্যক্তি এইরূপ কথা প্রচার করিয়াছে যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-রচনার সৌষ্ঠব-দর্শনে শ্রীজীবপ্রভুর মৎসরতার উদয় হইয়াছিল; তজ্জন্য তিনি 'শ্রীচরিতামৃত'-গ্রন্থকে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য 'মুকুন্দ'-নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মূল-পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই পুনরায় 'শ্রীচরিতামৃত' প্রকাশিত হইয়াছিল, নতুবা 'শ্রীচরিতামৃত' গ্রন্থ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইত। এই অভিসন্ধিমূলক উক্তি যে সর্ব্বপ্রকারে অসত্য, তাহা 'প্রেমবিলাস'গ্রন্থের আর একটি প্রক্ষিপ্ত ও পরস্পর-বিবদমান বিবরণ হইতেই প্রমাণিত হয়। 'প্রেমবিলাসে' লিখিত আছে যে, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সহিত যে-সকল গোস্বামিগ্রন্থ শ্রীগৌড়দেশে প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীর কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে সেই সংবাদ যখন শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর নিকট শ্রীব্রজমণ্ডলে আসিল, তখন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহা শুনিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। (প্রেঃ বিঃ, ১৩শ বিলাস)। প্রেমবিলাসে ও শ্রীভক্তি-রত্নাকরোদ্ধৃত শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর লিখিত তৃতীয় পত্র হইতে জানা যায় যে, এই সময় শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর (শ্রীবৃন্দাবনদাসাদি) আত্মজগণের আবির্ভাব

---

* "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥"
—শ্রীচৈঃ ভাঃ।

হইয়াছিল। অবিবাহিত শ্রীনিবাস প্রভু যদি শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রথমবার গ্রন্থ লইয়া যাজিগ্রাম পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু গ্রন্থচুরির সংবাদ পাইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যখন শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর পুত্র-কন্যাদি হইয়াছে, তখন কি করিয়া চতুর্থ পত্রের শেষে শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীনিবাসকে জানান যে, "ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য নমস্কারাঃ"—"এখানে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। নমস্কার করিয়াছে তোমাদের সমাজ॥" (প্রেমবিলাস) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীনিবাসাদির গোষ্ঠীকে নমস্কার জানাইতেছেন? যাহা হউক, এই সকল পরস্পর বিবদমান বিবরণ উপরি-উক্ত কিংবদন্তীসমূহকে অভিসন্ধিমূলক ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিতেছে।

'ভক্তকল্পদ্রুম'-নামক একটী হিন্দী পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়,—এক সময় আকবর বাদশাহের অধীনস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী ও রাজপুতনাবাসী সামন্ত-রাজগণের মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে এক বিতর্ক উঠে। এই বিরোধ-মীমাংসার জন্য আকবর শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুকে সাদরে আহ্বান করেন। কিন্তু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু জানান যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথায়ও রাত্রি-যাপন করিবেন না। সামন্তরাজগণ ঘোড়ার ডাক বসাইয়া আগ্রা হইতে একদিনেই শ্রীবৃন্দাবনে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করেন যে, শ্রীগঙ্গা শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত ও শ্রীবিষ্ণুশক্তি বটে, কিন্তু শ্রীযমুনা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী; সুতরাং তিনি গঙ্গা হইতে রস-তারতম্যে শ্রেষ্ঠা। বাদশাহ ও সামন্তরাজগণ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুকে উপঢৌকন গ্রহণ করিবার জন্য সকাতর প্রার্থনা করিলেও তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। পরে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া বলেন যে, যদি তাঁহাদের একান্তই কিছু প্রদান করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বারাণসী হইতে কিছু শাস্ত্র ও পুরাণাদি পুঁথি এবং আগ্রা হইতে কিছু গ্রন্থ লিখিবার কাগজ যেন পাঠাইয়া দেন। আকবর বাদশাহ ও রাজন্যবর্গ সকলেই সানন্দে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী যে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী

প্রভুই প্রথমে আগ্রা হইতে তুলট কাগজ আনাইয়া পুঁথি লিখিবার প্রথা আরম্ভ করেন। ইতঃপূর্ব্বে ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র প্রভৃতিতেই গ্রন্থ লিখিত হইত।

বাদশাহ আকবর সদলবলে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে আসিয়া শ্রীজীব গোস্বামী ও অন্যান্য গোস্বামিগণের কৌপীন-বহির্ব্বাস, তিলক, মালা, শিখাধারী, দীনহীন ফকিরের মত বেশ দেখিয়া তিনি বৃন্দাবনের নাম রাখেন—**ফকিরাবাদ**। শ্রীগোস্বামিগণের মত হৃদয়ে আনন্দ পাইবার জন্য বাদশাহ নিজেও কখন কখন ঐ বেশ ধারণ করিতেন, প্রবাদ আছে। এই সময়ে গোস্বামিগণের প্রভাবে বাদশাহ এক অলৌকিক দৈবশক্তির বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং **চিন্ময় বৃন্দাবন** কিরূপ—দেখিবার জন্য চক্ষু বন্ধন করিয়া বৃন্দাবন ভ্রমণ করিতে নিধুবনে গিয়াছিলেন।* বাদশাহের এইপ্রকার ধর্ম্মভাব দেখিয়া সঙ্গীয় হিন্দু অমাত্যগণ শ্রীবৃন্দাবনের শোভাবৃদ্ধির জন্য ও ধর্ম্মভাব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আদেশপত্র † লিখিয়া লন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে জীবহত্যা নিষেধ আইন প্রবল আছে। এমন কি বৃক্ষাদি পর্য্যন্তও ছেদন করিবার আদেশ ছিল না। কারণ, শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষগণও মহাপুণ্যবান্। ইহা শাস্ত্রেও বিশেষ-ভাবে বর্ণিত আছে। ব্রহ্মা ও উদ্ধবাদি ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবনের তৃণ গুল্ম-লতা-ঔষধি

---

* Growse, Mathura, P. 123. "Akbar was taken blindfold into the the Sacred enclosure of the Nidhban, where a vision was revealed to him so marvellous that he was Constrained to admit that he had been permitted to stand upon holy ground." V. A. Smith, Akbar, P 445.

† রাজা গুণানন্দের—শ্রীমদনমোহন মন্দির। বিকানীরের রাজা—রায়সিংহ কর্ত্তৃক—শ্রীগোপীনাথ মন্দির। অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহের—শ্রীগোবিন্দ মন্দির। চৌহান বংশীয় রাজা লেনকরণ কর্ত্তৃক—শ্রীযুগলকিশোর মন্দির (১৫৮০-১৬২৭ খৃঃ মধ্যে) স্থাপিত হয়। প্রথম তিনটি মন্দির সম্ভবতঃ শ্রীজীব গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে হয়।

জীবহত্যা নিষেধের ফর্ম্মাণ—১০১৪ হিজ্‌রীতে দেওয়া হয়। Hindu Review (1913) P. 339—40 পুলিনবাবুর "বৃন্দাবন কথা" ২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

নিবাসী শ্রীকমলাকর দাসের ঔরসে শ্রীসদানন্দী দেবীর গর্ভে শ্রীলোচনদাসের (ত্রিলোচনদাস) জন্ম হয়। ইনি বৈদ্য জাতী ছিলেন। ইনিও **'শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল'** রচনা করেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বর্ণিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সমস্ত শেষ লীলা বর্ণনের অভাব ছিল, তাহা বর্দ্ধমান ঝামাটপুর নিবাসী শ্রীভগীরথ কবিরাজের (চিকিৎসা ব্যবসায়ী) ঔরসে ও শ্রীসুনন্দা দেবীর গর্ভে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আবির্ভূত হইয়া পূরণ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত গ্রন্থ হিসাবে সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থই—এই **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অব্দ নির্ণয় সম্বন্ধে 'শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর শিষ্য' প্রবন্ধের শেষে দেখুন।

স্বকীয় ও পরকীয়বাদ

কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ প্রাকৃতসহজিয়ার মত এই যে, শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর মতানুযায়ী শ্রীব্রজগোপীগণের পরকীয়-রস স্বীকার না করিয়া স্বকীয়-রসের অনুমোদন করায় তিনি প্রকৃত রূপানুগ নহেন।

শ্রীশ্রীজীবপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত শিষ্য শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর আচরণ ও উপদেশই ঐরূপ যুক্তির অমূলকত্ব প্রমাণ করিতেছে। শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর জ্যৈষ্ঠা কন্যা পূজনীয়া শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীল যদুনন্দন দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'কর্ণানন্দ'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"এই সব নির্দ্ধার করি' শ্রীদাস গোসাঞি। নিয়ম করি' কুণ্ডতীরে বসিলা তথাই॥
সঙ্গে কৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথ। দিবানিশি কৃষ্ণ-কথা সদা অবিরত॥
হেনই সময়ে গ্রন্থ 'গোপালচম্পূ' নাম। সবে মিলি' আস্বাদয়ে সদা অবিরাম॥
আস্বাদিয়া চিত্তে অতি আনন্দ-উল্লাস। অত্যন্ত দুরূহ কিবা শ্লোকের অভিলাষ॥

বাহ্যার্থে বুঝয়ে তাহা **স্বকীয়া** বলিয়া। ভিতরের অর্থমাত্র কেবল **পরকীয়া**॥
শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া। বহির্লোক বাখানয়ে **স্বকীয়া** বলিয়া॥
গ্রন্থের মর্ম্মার্থ বুঝায় যেন **পরকীয়া**। আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা আস্বাদিয়া॥
চম্পূ-গ্রন্থমর্ম্ম জানি গোসাঞি কবিরাজ। 'নিত্যলীলা স্থাপন' লিখিলা গ্রন্থমাঝ॥
'শ্রীগোপালচম্পূ' নামে গ্রন্থ মহাশূর। 'নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপুর॥
রসপুর শব্দে কহে **নিত্য-পরকীয়া**। হৃদয়ে ধরহ তুমি যতন করিয়া॥"

—(কর্ণানন্দ, চতুর্থ নির্যাস ৮৮পৃঃ)।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির 'লোচন-রোচনী' টীকার অভিপ্রায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'আনন্দ-চন্দ্রিকা'-টীকায় যেভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইতেছেন,—

"শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থের টীকাতে। করিল ব্যাখ্যান বহু দুষ্টের নিমিত্তে॥
শ্রীজীবের বাক্য দুরাশয় না বুঝয়। তত্ত্ববাক্য আনি' সব লীলাতে স্থাপয়॥
শ্রীরূপের অনুগত শ্রীজীব গোস্বামী। তাঁহার কৃপায় স্ফূর্ত্তি হয় যে আপনি॥
হেন শ্রীজীবের বাক্য বোঝে কোন্ জন। শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীজীব মতে ভিন্ন নন॥
শ্রীরূপের মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিল। শ্রীরাধিকাগণসহ বহু কৃপা কৈল॥"

—(শ্রীনরোত্তমবিলাস, গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় ৮৮-৯২)।

কথিত হয় যে, জয়পুরের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মা দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ পাৎসাহার পরোয়ানা সহ সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব জাফরালির দরবারে স্বকীয়া-পরকীয়ার বিচার-প্রার্থী হইলে শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুর ছয়মাসকাল যাবৎ বিচার করিয়া পরকীয়া-সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণদেবকে শিষ্য করেন। ১১২৮ সালের বৈশাখমাসে ইহার মীমাংসা হয়। ঐ বিচারের জয়পত্র ও ইস্তাফাপত্রের নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

"শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদে (সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য) পারকীয় বা **পরকীয়া ও স্বকীয়া সম্বন্ধে** যাহা

বর্ণন করিয়াছেন,—* "পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রের প্রচারে ॥ স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগত পালন ॥ কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল। ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল ॥ পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে ॥ নারায়ণ চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার। যুগ-মন্বন্তরা-বতার, যত আছে আর ॥ সবে আসি' কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥ অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে ॥ আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর মারণ। যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥ প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন। রাগমার্গ ভক্তিলোকে করিতে প্রচারণ ॥ রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ। এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে ॥ 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥'—(গী ৪।১১)। মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥ আপনাকে বড় মানে, আমারে সম, হীন। সেই ভাবে হই আমি তাঁহার অধীন ॥ শ্রীমদ্ভাঃ ১০।৮২।৩১—"ময়ি ভক্তির্হি ভূতা-নামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥" মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। অতি হীন জ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন্ বড়লোক,—তুমি আমি সম ॥ **প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভৎ র্সন। বেদস্তুতি হৈ'তে হরে সেই মোর মন ॥** এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার। করিব বিবিধ-বিধ অদ্ভুত বিহার। বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি সে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥ **মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে। যোগ-**

* শ্রীস্বরূপ দামোদরের ছায়াবলম্বনে—(১৩৬—১৪৭ পৃষ্ঠা)।

মায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ। দুঁহার রূপ-গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন ॥ ধর্ম্ম-ছাড়ি' রাগে দুঁহে করয়ে মিলন*। কভু মিলে, কভু না মিলে,—দৈবের ঘটন॥ এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥ ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম ॥ শ্রীমদ্ভাঃ ১০।১৩।৩৫—"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো **ভবেৎ ॥"** 'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়। কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥ এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণপ্রাকট্য-কারণ। অসুর সংহার—আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥ এইমত চৈতন্য-কৃষ্ণ-পূর্ণ-ভগবান্। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁ'র কাম ॥ কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন। যুগধর্ম্ম কাল হৈল সেকালে মিলন ॥ দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ। আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সংকীর্ত্তন ॥ সেইদ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে ॥ নাম-প্রেমমালা গাঁথি' পরাইল সংসারে ॥ এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার। আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার ॥ **দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার। চারি প্রেম চতুর্বিধ ভক্তই আধার ॥** নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। নিজভাবে করে কৃষ্ণ-সুখ-আস্বাদনে ॥ "তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি। **সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥** (ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ, স্থায়িভাব) লহরী ২৬ শ্লোক-"যথোত্তরমসৌ স্বাদুবিশেষোল্লাসময্যপি। রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ।" অতএব মধুর রস কহি তার নাম। **স্বকীয়া-পরকীয়া-রূপে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ পরকীয় ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি**

---

* "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ ন সো রমণ, ন হাম রমণী ॥ দুঁহু দোঁহা পেশল মরম জানি ॥ সখি হে,—না খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন। দুঁহু দোঁহা মিলনে মধ্যত পঞ্চবাণ ॥" —চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ। পঞ্চবাণ—দ্রবণ, ক্ষোভন, আকর্ষণ, বশীকরণ, স্রাবণ।

বাস ॥" ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তা'র মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি। প্রৌঢ়-নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস-আস্বাদ কারণ ॥ **অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি'। সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥**

—স্তবমালায় শ্রীচৈতন্যদেবের স্তবে ২ শ্লোক—

"সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল-পশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥"

ঐ দ্বিতীয় স্তবে ৩য় শ্লোক—

"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্।
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥"

বঙ্গানুবাদ—দেবতাদিগের পক্ষে দুর্গম, উপনিষদ্‌গণের কষ্টগম্য, মুনিগণের সর্ব্বস্ব, প্রণত-পটলী-ভক্তগণের মধুরিমা ব্রজযুবতীগণের নয়নগত প্রেমের নির্যাস-বস্তুস্বরূপ, সেই চৈতন্যচন্দ্র কি পুনরায় আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন ?

যে কৌতুকী কৃষ্ণ প্রণয়িজনের রসসমূহ আস্বাদন করতঃ অপার (অসীম) কোন এক প্রকার মধুর রসবিশেষ ভোগ করিবার আশয়ে নিজবর্ণ গোপন করতঃ শ্রীরাধার দ্যুতি স্বীকারপূর্ব্বক যিনি চৈতন্যাকৃতিতে প্রকট হইয়াছেন, তিনি আমাদিগকে বিশেষ কৃপা করুন্।

শ্রীব্রজের ঔপপত্য একটি অসাধারণভাব, শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীশ্রীভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তির চিন্ময়ী মূর্ত্তি হইয়াও নিত্য পরকীয়ারূপে প্রতিষ্ঠিতা। এই ঔপপত্যের মধ্যে তর্কের অস্পৃশ্য, যুক্তির অদৃশ্য এবং মনের অচিন্ত্য অলোক-সামান্য ভাব নিত্য বিদ্যমান্। শ্রীভগবানের কোন লীলারই নিয়ামক নাই, উহা কর্ম্মপরতন্ত্র নহে। মানবসমাজের আচরণের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট

নিয়মে বা কালদ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে ; কিন্তু উহা রসোৎকর্ষ বর্দ্ধনের জন্য চিন্ময়-জগতের এক মহাশক্তিশালী ভাববিশেষ। জাগতিক পরকীয়াতে রসাভাসদোষ ঘটে বলিয়া শ্রীব্রজগোপীতেও তাহার আশঙ্কা-লেশ হইতে পারে না, কেন—তদুত্তরে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে উপপতির লক্ষণ বলিতেছেন—'পরকীয়া রমণীর প্রতি অনুরাগবশতঃ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক যিনি সেই পরকীয়া নারীর প্রেমসর্বস্ব হইয়া থাকেন—তাঁহাকে উপপতি বলা হয়।'

এই ঔপপত্যেই শৃঙ্গার-রসের পরাকাষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইবার হেতু তিনটী—১ বহুবার্য্যমানতা, ২ প্রচ্ছন্ন কামুকতা, ৩ পরস্পর দুর্লভতা। 'লঘুত্বমিতি' শ্লোকে আবার বলিতেছেন যে, ঔপপত্য-সম্বন্ধে যে লঘুত্বের বর্ণনা আছে, তাহা প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ; কিন্তু মধুর রস আস্বাদনের জন্যই যাঁহার অবতার, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ঔপপত্যের হেয়ত্ব হইতে পারে না। (গৌঃ বৈঃ সা—২০০ পৃঃ)।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে—

স্বকীয়া কৃষ্ণবল্লভা—"করগ্রাহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ।"—যথাবিধি শাস্ত্রানুসারে যাহাদের পাণিগ্রহণ হইয়াছে, পতির আদেশ-পালনে যাঁহারা তৎপর এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে যাঁহারা অবিচলা, তাঁহারা 'স্বকীয়া' নারী।

পরকীয়া কৃষ্ণবল্লভা—"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোক-যুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ।"—পরপুরুষের অনুরাগাকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন, এবং এতাদৃশ সম্বন্ধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বিধির স্বীকৃত নয়, জানিয়া ইহলোক এবং পরলোকের কোন প্রকার অসুবিধা গ্রাহ্য করেন না, তাঁহারা 'পরকীয়া' রমণী।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের পরকীয়া সম্বন্ধে বিচারধারা—গৌঃ বৈঃ সাঃ ২০১—২০৪, ২০৫—২০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। *

এ-সম্বন্ধে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনাচার্য্য **শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর**

* নরোত্তম বিলাস—(২০২ পৃঃ) "শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীজীব মতে ভিন্ন নন।"

উক্তি—গৌঃ বৈঃ সাঃ ২০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। "শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণের উপপতি ভাবে লীলা পরমেশ্বরত্ব-নিবন্ধন জানিতে হইবে, যে হেতু তাঁহাদের কেহ নিয়ামক নাই, যাহার ভয়ে ইঁহারা দাম্পত্যে অবস্থান করিবেন; মনুষ্যের ন্যায় এই লীলা কর্ম-পরতন্ত্র নহে, যে হেতু সকল শাস্ত্র ইহাদিগকে কর্ম-পরতন্ত্র নহেন বলিতেছেন। জনমনোনিবেশের জন্যও এই লীলা নহে, যেহেতু তাঁহাদের সৌন্দর্য্যই জনমনো-নিবেশের হেতু। উৎকণ্ঠা পোষণের জন্য এই লীলা নহে, যেহেতু তাঁহাদের উৎকণ্ঠা নিত্য পুষ্টই আছে। এই সকল কারণে এবং পরমেশ্বরত্বনিবন্ধন শক্তি ও শক্তিমান্ শ্রীরাধা কৃষ্ণের **নির্গীর্ণ দাম্পত্য ঔপপত্যভাব** সুধীগণ সাবধানেই বিচার করিবেন।" (স্তবমালা টীকা ৫৯৪ পৃঃ); এবং "সর্ব্বেশ্বর, আত্মারাম, শৃঙ্গারোৎকর্ষ রসিক এবং সত্য-সঙ্কল্প শ্রীহরির অনাদিকাল হইতেই পরোঢ়া-উপপতিভাবে আবির্ভূত—তাঁহারই আত্মভূত (স্বরূপ-শক্তি) তদন্যাস্পৃষ্ট স্বকান্তিসমা গোপীগণসহ লীলাবিনোদ তাঁহার আত্মরামত্বের হানিই হয় না।" (স্তবমালা—১৩২-৩৩ পৃঃ)।

শ্রীশ্রীজীবপাদের বিচার ধারা

প্রপূজ্যপাদ শ্রীজীবচরণ কৃত সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদ—(গৌঃ বৈঃ সাঃ—২০০-২০১ পৃঃ)—শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ কৃত।

১। সাধারণ উপপতির যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণে আদৌ সে লক্ষণ প্রযোজ্য হইতে পারে না। নিত্য লীলায় পরকীয় ভাব হয় না। তবে মায়াদ্বারা রসবিশেষের পরিপোষণের জন্য প্রকট লীলায় ঔপপত্যের প্রতীতি হয় মাত্র। ব্রহ্মমোহনেও মায়িক লীলা পরিলক্ষিত হয়।

২। শৃঙ্গাররসে ঔপপত্য রসাভাসজনক। শৃঙ্গাররস অতি পবিত্র, যথা—শৃঙ্গং হি :মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমন হেতুকঃ। উত্তম-প্রকৃতি-প্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে॥

এ স্থলের 'উত্তম-প্রকৃতি-প্রায়' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—'শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ'—অমর কোষের এই পর্য্যায়-নিরূপণে 'শৃঙ্গার' শুচিপর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট। সুতরাং এই শুচি ও উজ্জ্বল রসে অধর্মময় ঔপপত্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ত্রিকাণ্ড শেষে 'জার' শব্দটী পাপপতি বলিয়াই উক্ত হইয়াছে।

৩। নাট্যালঙ্কার শাস্ত্রেও ঔপপত্যের নিন্দাগর্ভ বাক্য দৃষ্ট হয়, তদ্ যথা সাহিত্যদর্পণে—"উপনায়কসংস্থায়াং মুনি-গুরু-পত্নীগতায়াঞ্চ। বহুনায়কবিষয়ায়াং রতৌ চ তথানুভবনিষ্ঠায়াং॥ প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধমপাত্রতির্য্যগাদি গতে। শৃঙ্গারেঽনৌচিত্যমিতি।"

৪। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ঔপপত্যের দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, "অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছং ভয়াবহং। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥"—ভাঃ, ১০।২৯।২৬ শ্লোক।

৫। শ্রীল পরীক্ষিত ও বলেন—"আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতং।" (ভাঃ, ১০।৩৩।২৮)

৬। এই সকল বচন দ্বারা ঔপপত্যের যে দোষ কীর্ত্তিত হইল, শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর নায়ক-সম্বন্ধেই তাহা ধর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই সকল দোষের আশঙ্কা নাই, কেন না মধুর রস-বিশেষের আস্বাদনার্থই তাঁহার অবতার।

৭। বিশেষতঃ শ্রীগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাম্পত্য সম্বন্ধ। ব্রহ্ম-সংহিতায় 'আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ' শ্লোকের 'নিজরূপতয়া' অর্থ স্বদার-ত্বেনৈব, নতু প্রকট-লীলাবৎ পরদারত্ব-ব্যবহারেণেত্যর্থঃ। অর্থাৎ প্রকট লীলায় যেমন আনন্দ চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাগণ পরদারত্বরূপে লীলার পোষণ করেন, নিত্যলীলায় সেরূপ নহে। পরমলক্ষ্মীদের নিত্যদাম্পত্য ভিন্ন অপর ভাব নাই। অতএব প্রাপঞ্চিক প্রকট-লীলায় গোপীদের পরদারত্ব মায়াবিজৃম্ভিত মাত্র।

৮। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের 'পতি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন—গৌতমীয়তন্ত্রে—'অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দ-নন্দন ইত্যুক্ত স্ত্রৈলোক্যা-

নন্দবর্দ্ধনম্ ॥' ভাগবত—(১০।৩৩।৩৫)—গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বৈষাঞ্চৈব দেহিনাং। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়ন-দেহাভাক্ ॥

৯। শ্রীগোপাল-তাপনীতেও শ্রীকৃষ্ণকে ইঁহাদের 'স্বামী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

১০। লক্ষ্মীগণের পরকীয়াত্ব সম্ভবে না, শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণ লক্ষ্মী। ব্রহ্ম-সংহিতায় 'লক্ষ্মী সহস্রশত' বাক্যে গোপী শব্দে লক্ষ্মীই বাচ্য। পাণ্ডব শব্দের প্রচুর প্রয়োগ-হেতু যেমন পাণ্ডব বলিলে কৌরবেরও বোধ হয়, তদ্রূপ গোপী শব্দের প্রয়োগে লক্ষ্মী বুঝায়। সুতরাং গোপীদের পরকীয়াত্ব অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীমতীকে 'অখিল-লোক-লক্ষ্মী' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রকট-লীলায় উপপতিবৎ প্রতীয়মান হওয়াতেই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে উপপতিবৎ বর্ণনা করা হইয়াছে।

১১। বহুবারণতা, প্রচ্ছন্নকামুকতা ও পরস্পর সঙ্গম-দুর্লভতা যে রতি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া রসশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা লৌকিক রসশাস্ত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

১২। সমর্থা রতিতে নিবারণাদি না থাকা সত্ত্বেও শৃঙ্গার রসের যথেষ্ট পুষ্টি হয়। তাহাতেও মাদনাখ্য মহাভাবের পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ঔপপত্যের সর্বতোভাবেই অপ্রয়োজন। প্রকট লীলায় ঔপপত্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহা মায়াবিজৃম্ভিত মাত্র।

মন্তব্যঃ—সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরে সবই সম্ভবে; কিন্তু মূঢ় মানব তাহা বুঝিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয় ভোগ লালসায় শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় লীলা-রতনকে সম্পূর্ণ জড় ভাবে গ্রহণ করিয়া সমাজকে কলুষিত করিয়াছে। জয়পুরে শ্রীরাধাদামোদর-মন্দিরে একখানা পুঁথি আছে ১৬৭৩ শকে লিখিত—(গৌঃ বৈঃ সাঃ—২০১ পৃঃ)।

উপসংহারে—"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎ পূর্বাপর-সম্বন্ধং তৎপূর্বমপরং পরং ॥"

—অর্থাৎ এই বিচারে স্বেচ্ছাক্রমে কিছু এবং পরের ইচ্ছাতেও কিছু লিখিত হইয়াছে। পূর্বাপর সম্বন্ধযুক্ত অংশই স্বেচ্ছাক্রমে এবং ঐরূপ সম্বন্ধশূন্য হইলেই পরেচ্ছাক্রমে লিখিত হইল, বুঝিতে হইবে।

শ্রীরূপশাসনানুগ শ্রীজীবপ্রভু

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত যে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ব্ভেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তাহা বহু সুযুক্তিপূর্ণ শ্রৌত-বিচারের দ্বারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীব্রহ্মসংহিতার 'প্রকাশিনী'-বৃত্তিতে এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"শ্রীব্রহ্মসংহিতার 'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্যঃ' শ্লোকের (৫।৩৭) টীকায় ও শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণির টীকায় এবং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভাদিতে অস্মদীয় আচার্য্যচরণ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা—যোগমায়াকৃতা; মায়িক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাহাতে মায়া-প্রত্যায়িত কতকগুলি কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা স্বরূপতত্ত্বে থাকিতে পারে না; যথা,—অসুর-সংহার, পরদার-সংগ্রহ ও জন্মাদি। গোপীগণ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত তত্ত্ব, সুতরাং তদীয় স্বকীয়া; তাঁহাদের কিরূপে পরদারত্ব সম্ভব হয়? তবে যে তাঁহাদের প্রকটলীলায় পরদারত্ব, তাহা কেবল মায়িক প্রত্যয়মাত্র। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের এই প্রণালীর কথাগুলিতে যে গূঢ়ার্থ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে আর সংশয় থাকিবে না। **শ্রীজীব গোস্বামিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচার্য্য; সুতরাং শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান;** অধিকন্তু তিনি—আবার শ্রীকৃষ্ণলীলায় মঞ্জরীবিশেষ, অতএব সকল তত্ত্বই তাঁহার পরিজ্ঞাত। তাঁহার আশয় বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি লোক স্বকপোলকল্পিত অর্থ রচনা করত পক্ষবিপক্ষভাবে সতর্ক করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মতে, অপ্রকট-লীলা ও প্রকটলীলা—পরস্পর অভেদ;

কেবল একটি প্রপঞ্চাতীত প্রকাশ, অন্যটি—প্রপঞ্চান্তর্গত প্রকাশ, এই মাত্র ভেদ। প্রপঞ্চাতীত-প্রকাশে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যগত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা আছে। বহু ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণ-কৃপা হইলে যিনি প্রপঞ্চ সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিজ্জগতে প্রবিষ্ট হন, আবার যদি তাঁহার সাধনকালীন রস-বৈচিত্র্যের আস্বাদন-সিদ্ধি থাকে, তবেই তিনি গোলোকের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধলীলা দর্শন ও আস্বাদন করিতে পারিবেন। সেরূপ পাত্র দুর্ল্লভ; আর যিনি প্রপঞ্চে বর্ত্তমান হইয়াও ভক্তিসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণকৃপায় চিদ্রসের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তিনি ভৌম-গোকুললীলায় সেই গোলোকলীলা দেখিতে পান। সেই অধিকারদ্বয়ের মধ্যেও অবশ্য তারতম্য আছে; বস্তুসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই গোলোকলীলা-দর্শনে কিছু কিছু মায়িক প্রতিবন্ধক থাকে। আবার স্বরূপ-সিদ্ধির তারতম্যক্রমে স্বরূপদর্শনের তারতম্যানুসারে ভক্তদিগের গোলোক-দর্শনের তারতম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নিতান্ত মায়াবদ্ধ ব্যক্তিগণই ভক্তি-চক্ষুশূন্য; তন্মধ্যে কেহ কেহ—কেবল মায়া-বিচিত্রতায় আবদ্ধ এবং কেহ কেহ বা ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ-জ্ঞানের আশ্রয়ে চরমনাশের প্রত্যাশী; তাহারা ভগবানের প্রকট-লীলা দেখিতে পাইলেও তাহাদের নিকট ঐ প্রকটলীলায় অপ্রকট-সম্বন্ধশূন্য কেবল জড়-প্রতীতির মাত্র উদয় হয়। অতএব অধিকারিভেদে গোলোক-দর্শনের গতিই এইরূপ। ইহাতে সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, গোলোক যেরূপ শুদ্ধতত্ত্ব, গোকুলও তদ্রূপ শুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে মলশূন্য হইয়াও যোগমায়া চিচ্ছক্তি-কর্ত্তৃক জড়জগতে প্রকটিত। প্রকট ও অপ্রকট-বিষয়ে কিছুমাত্র মায়িক মল, হেয়তা বা অসম্পূর্ণতা নাই, কেবল দ্রষ্টৃ-জীবদিগের অধিকারানুসারেই তাহা কিছু কিছু পৃথগ্‌রূপে প্রতীত হয়। মল, হেয়ত্ব, উপাধি, মায়া, অবিদ্যা, অশুদ্ধতা, ফল্গুত্ব, তুচ্ছত্ব, স্থূলত্ব—কেবল দ্রষ্টৃ-জীবের জড়ভাবিত চক্ষু, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারনিষ্ঠ, কিন্তু দৃশ্যবস্তুনিষ্ঠ নয়। যিনি যতদূর তত্তদ্দোষশূন্য, তিনি ততদূর বিশুদ্ধতত্ত্বদর্শনে সমর্থ। শাস্ত্রে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মলশূন্য; কেবল তদালোচক ব্যক্তিদিগের নিকটই প্রতীতিসমূহ তত্তদধিকারক্রমে মলযুক্ত বা মলশূন্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে চতুঃষষ্টিকলার বিবৃতি কথিত হইয়াছে, সেইসকল বিষয় মূলতঃ শুদ্ধরূপে

গোলোকেই বর্ত্তমান। আলোচকদিগের অধিকারক্রমেই সেই সেই বাক্যে হেয়ত্ব, তুচ্ছত্ব ও স্থূলত্বের প্রতীতি হয়। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মতে—যতপ্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ-শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয়ভাবও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়া-কৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ, পরদার-ভাবটি—যোগমায়া-কৃত, সুতরাং কোন শুদ্ধতত্ত্বমূলক। সে শুদ্ধতত্ত্বটি কি, তাহা বিচার করা যাউক। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন,—'পূর্ব্বোক্ত-ধীরোদত্তাদি-চতুর্ভেদস্য তস্য তু। পতিশ্চোপ-পতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ॥ তত্র পতিঃ স কন্যায়াঃ যঃ পাণিগ্রাহকো ভবেৎ। রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা। তদীয়-প্রেম-সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥ লঘুত্ব-মত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি॥ তত্র নায়িকাভেদ-বিচারঃ,—নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে। তত্তু স্যাৎ প্রাকৃত-ক্ষুদ্রনায়িকাদ্যনুসারতঃ॥' এইসকল শ্লোকে শ্রীজীব গোস্বামী অনেক বিচার করিয়া পরদারভাবকে যোগমায়া-কৃত জন্মাদি-লীলার ন্যায় বিভ্রম-বিলাসরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'তথাপি পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাম্' এই ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি স্বীয় গম্ভীর আশয় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতন-সিদ্ধান্তেও যোগমায়া-কৃত বিভ্রম-বিলাস স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি শ্রীজীব গোস্বামী যখন গোলোক ও গোকুলের একত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তখন গোকুলের সমস্ত লীলায় যে মূল-তত্ত্ব আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যিনি বিবাহবিধিক্রমে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই 'পতি' এবং যিনি রাগদ্বারা পরকীয়া রমণীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তদীয় প্রেম-সর্ব্বস্ব-বোধে ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেন, তিনিই 'উপপতি'। গোলোকে বিবাহবিধি-বন্ধনরূপ ধর্ম্মই নাই; সুতরাং তথায় তল্লক্ষণ পতিত্বও নাই; আবার তদ্রূপ স্বীয়-স্বরূপাশ্রিতা গোপীদিগের অন্যত্র বিবাহ না থাকায় তাঁহাদের উপপত্নীত্বও নাই। তথায় স্বকীয় ও পরকীয়,—এই উভয়বিধ-ভাবের পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি হইতে পারে না। প্রকট-লীলায় প্রাপঞ্চিক-জগতে বিবাহ-

বিধি-বন্ধনরূপ 'ধর্ম্ম' আছে ;—কৃষ্ণ সেই ধর্ম্ম হইতে অতীত। সুতরাং মাধুর্য্য-মণ্ডলরূপ ধর্ম্ম—যোগমায়া দ্বারা ঘটিত। সেই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণ পরকীয়-রস আস্বাদন করিয়াছেন। এই যে যোগমায়া-কর্ত্তৃক প্রকটিতা ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন-লীলা, তাহা প্রপঞ্চেই প্রপঞ্চাচ্ছাদিত চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট হয় ; বস্তুতঃ কৃষ্ণলীলায় তাদৃশ লঙ্ঘন নাই। পরকীয়-রসই সর্ব্বরসের নির্যাস ; 'তাহা গোলোকে নাই',—এই কথা বলিলে গোলোককে তুচ্ছ করিতে হয়। পরমোপাদেয়-গোলোকে পরমোপাদেয় রসাস্বাদন নাই,—এরূপ নয়। অবতারী কৃষ্ণ তাহা কোন আকারে গোলোকে এবং কোন আকারে গোকুলে আস্বাদন করেন। সুতরাং পরদারত্বরূপ ধর্ম্মলঙ্ঘন-প্রতীতি মায়িক চক্ষে প্রতীত হইলেও তাহার কোন প্রকার সত্যতা গোলোকেও আছে।' 'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ', 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ,' 'রেমে ব্রজসুন্দরিভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ' ইত্যাদি শাস্ত্রবচনদ্বারা প্রতীত হয় যে, আত্মারামতাই কৃষ্ণের নিজধর্ম্ম। কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময় চিজ্জগতে আত্মশক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া বুদ্ধিতে রমণ করেন। এই স্বকীয়াবুদ্ধি প্রবলা থাকায় তথায় দাস্যরস পর্য্যন্তই রসের সুন্দরগতি। কিন্তু গোলোকে আত্মশক্তিকে শতসহস্র-গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া স্বকীয় বিস্মৃতিপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নিত্য রমণ করেন। স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত দুর্ল্লভতা হয় না, তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ 'পরোঢ়া'-অভিমান আছে এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় 'ঔপপত্য'-অভিমান স্বীকার-পূর্ব্বক বংশী প্রিয়-সখীর সাহায্যে রাসাদি লীলা করেন। গোলোক—নিত্যসিদ্ধ মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ ; সুতরাং তথায় সেই অভিমানমাত্রেরই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়। আবার বাৎসল্যরসও অবতারীকে আশ্রয়পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই ;—ঐশ্বর্য্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরম-মাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল-অভিমান ব্যতীত আর কিছু নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু জন্ম-ব্যাপার নাই। জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি-অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু অভিমানমাত্র ; যথা—'জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ'

ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্য ঐ অভিমান নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ 'পরোঢ়াত্ব' ও 'ঔপপত্য'-অভিমানমাত্র নিত্য হইলে, দোষমাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধও হয় না। ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক জগতে প্রপঞ্চময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়, এইমাত্র ভেদ। বাৎসল্য-রসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু স্থূলাকারে কৃষ্ণজন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গার-রসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্ সত্তাগত পতিত্ব না আছে গোলোকে, না আছে গোকুলে। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন যে, 'ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।' এইজন্যই রসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, উজ্জ্বলরসে নায়ক দুই প্রকার ; যথা— 'পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ' ইতি। শ্রীজীব তাঁহার টীকায় 'পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাম্' এই কথাতেই বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকা-আদিতে কৃষ্ণের পতিত্ব এবং গোলোক ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্য-উপপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। গোলোকনাথ ও গোকুলনাথে উপপতি লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক স্বীয় আত্মারামত্ব-ধর্ম্মের যে লঙ্ঘন, পরোঢ়া-মিলন-জন্য রাগই সেই ধর্ম্মলঙ্ঘনের হেতু। গোপীদিগের নিত্য পরোঢ়াত্ব-অভিমানই সেই পরোঢ়াত্ব। বস্তুতঃ তাঁহাদের পৃথক্-সত্ত্বাযুক্ত পতি কখনও না থাকিলেও অভিমান সেই স্থানে তাঁহাদের পরকীয়া অবলাত্ব সম্পাদন করে। সুতরাং 'রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মম্' ইত্যাদি সকল লক্ষণই মাধুর্য্যপীঠে নিত্য বর্ত্তমান। ব্রজে তাহাই কিয়ৎপরিমাণে প্রাপঞ্চিকচক্ষু ব্যক্তিদিগের নিকট স্থূলাকারে লক্ষিত হয়। সুতরাং গোলোকে পরকীয় ও স্বকীয়-রসের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ ;—ভেদ নাই বলিলেও হয়, অভেদ নাই বলিলেও হয়।*

---

* সাধারণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেও দেখা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ শারদীয় পূর্ণিমা রজনীতে রাস-বিলাসের পূর্ব্বে শ্রীব্রজগোপীগণের সকল প্রকার বৈধবন্ধনচ্ছেদনরূপ বস্ত্রহরণ (আবরণ উন্মোচন)

পরকীয়সার যে স্বকীয়-নিবৃত্তি এবং স্বকীয়সার যে পরকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপ-শক্তিরমণ অর্থাৎ বিবাহ-বিধিশূন্য রমণ, তদুভয়ে একরস হইয়া উভয় বৈচিত্র্যের আধাররূপে বিরাজমান। গোকুলে সেইরূপই বটে, কেবল প্রপঞ্চগত দ্রষ্টৃগণের অন্যপ্রকার প্রত্যয়। গোলোকবীর শ্রীগোবিন্দে ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য পতিত্ব ও উপপতিত্ব নির্ম্মলরূপে বিরাজমান; গোকুলবীরে সেইরূপ হইয়াও যোগমায়া দ্বারা প্রতীতি-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। যদি বল,—যোগমায়া যাহা প্রকাশ করেন, তাহা চিচ্ছক্তিকৃত-পরমসত্য, সুতরাং পরদারত্বরূপ প্রতীতিও কি যথাবৎ সত্য? তদুত্তর এই যে, রসাস্বাদনে সেইরূপ অভিমানের প্রতীতি থাকিতে পারে এবং তাহাতেও দোষ নাই; কেননা তাহা অমূলক নয়। কিন্তু জড়বুদ্ধিতে যে হেয়-প্রতীতি হয়, তাহাই দুষ্ট; তাহা শুদ্ধজগতে থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীজীবগোস্বামী যথাযথই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তও অচিন্ত্যরূপে সত্য; কেবল স্বকীয়বাদ ও পরকীয়বাদ লইয়া বৃথা জড়বিবাদই মিথ্যা ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ। যিনি শ্রীজীব গোস্বামীর টীকাসমূহ এবং প্রতিপক্ষের টীকাসকল নিরপেক্ষ হইয়া ভালরূপে আলোচনা করিবেন, তাঁহার কোন সংশয়াত্মক বিবাদ থাকিবে না। শুদ্ধ বৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহা সকলই সত্য; তাহাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষই নাই; তাঁহাদের বাক্‌কলহে রহস্য আছে। যাঁহাদের বুদ্ধি—মায়িকী, তাঁহারা শুদ্ধ-বৈষ্ণবতার অভাবে শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের প্রেমরহস্য-কলহ বুঝিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষগত দোষের আরোপ করেন। 'গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ' এই রাসপঞ্চা-ধ্যায়ী শ্লোকের বিচারে শ্রীসনাতন গোস্বামী স্বীয় 'বৈষ্ণব-তোষণী'তে যাহা বিচার করিয়াছেন, তাহা তদনুগ ভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিনা আপত্তিতে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন।

গোলোকাদি চিদ্বিলাস-সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও

লীলা (দেহাত্মবোধ অভিমান নাশ করিয়া নিজ শ্রীচরণে শরণাগতা) করিয়াছিলেন। শ্রীব্রজ-গোপীগণের নিত্যসিদ্ধ দেহ, সাধকগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই প্রকার লীলা বলিতে হইবে।

শ্রীগোস্বামিপাদদিগের উপদিষ্ট একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। তাহা এই,—ভগবতত্ত্ব সর্ব্বদা চিদ্বিশেষ দ্বারা বিচিত্র অর্থাৎ জড়বিশেষাতীত, কখনই নির্ব্বিশেষ নয়। ভগবদ্‌রস—'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারী' এই চারি প্রকার বিশেষগত বিচিত্রতা দ্বারা সুন্দর এবং তাহা সর্ব্বদা গোলোক ও বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান। গোলোকের রস যোগমায়াবলে ভক্তদিগের উপকারার্থ জগতে প্রকটিত হইয়া ব্রজরসরূপে প্রতীত এবং এই গোকুলরসে যাহা যাহা দেখা যাইতেছে, সে-সকলই আবার গোলোক-রসে বিশদরূপে প্রতীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং নাগর-নাগরীগণের বিচিত্র-ভেদ, তত্তজ্জনের রস-বিচিত্রতা, ভূমি, জল, নদী, পর্ব্বত, গৃহদ্বার, কুঞ্জ ও গাভীপ্রভৃতি সকল গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিত-ভাবে গোলোকে আছে, কেবল জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের তৎসম্বন্ধে যে জড়-প্রতীতি, তাহা গোলোকে নাই। বিচিত্র ব্রজলীলায় অধিকার-ভেদে গোলোকের পৃথক্ পৃথক্ স্ফূর্ত্তি; সেই স্ফূর্ত্তির কোন্ কোন্ অংশ—মায়িক ও কোন্ কোন্ অংশ—শুদ্ধ, এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হওয়া কঠিন। ভক্তিচক্ষু প্রেমাঞ্জনদ্বারা যতই ছুরিত বা শোভিত হইবে, ততই ক্রমশঃ বিশদস্ফূর্ত্তির উদয় হইবে। সুতরাং কোন বিতর্কের প্রয়োজন নাই; বিতর্কের দ্বারা অধিকার উন্নত হয় না; কেন না, গোলোকতত্ত্ব—অচিন্ত্য ভাবময়। অচিন্ত্য-ভাবকে চিন্তাদ্বারা অনুসন্ধান করিলে তুষাবঘাতীর নিরর্থক পরিশ্রমের ন্যায় নিষ্ফলচেষ্টা হইবে। সুতরাং জ্ঞানচেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া ভক্তিচেষ্টায় অনুভূতি লাভ করা কর্ত্তব্য। যে বিষয় স্বীকার করিলে চরমে নির্ব্বিশেষ প্রতীতির উদয় হয়, তাহা অবশ্যই পরিত্যজ্য। মায়া-প্রতীতিশূন্য শুদ্ধপরকীয়-রস—অতি দুর্ল্লভ। তাহা গোকুল-লীলায় বর্ণিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই রাগানুগ ভক্তগণ সাধন করিবেন এবং সিদ্ধিকালে অধিকতর উপাদেয় মূলতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। **জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের পরকীয়-চেষ্টাময়ী ভক্তি অনেকস্থলে জড়গত বৈধর্ম্ম্যরূপে পরিণত হয়।** তাহা দেখিয়া আমাদের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীজীব উৎকণ্ঠিত হইয়া যে-সকল কথা

বলিয়াছেন, তাহার সার গ্রহণ করাই শুদ্ধবৈষ্ণবতা। আচার্য্যাবমাননা দ্বারা মতান্তর-স্থাপনের যত্ন করিলে অপরাধ হয়।" *

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-পরিকর

শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চা, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর নামোল্লেখ নাই। কিন্তু শ্রীকবিকর্ণপূরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীগৌরপার্ষদ' ও 'শ্রীব্রজলীলার পরিকর' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

"সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ॥"

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা ২০৩ শ্লোক)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীব্রজলীলায় 'শ্রীবিলাসমঞ্জরী' বলিয়া খ্যাত। (ঐ ১৯৫ শ্লোক)। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'শ্রীমুক্তাচরিত'-গ্রন্থের উপসংহারে শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভুর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

যস্যাজ্ঞাসুধয়া প্রবোধিতধিয়া মুক্তাচরিত্রৈর্ময়া
গুচ্ছঃ পুষ্পভরৈর্ব্যধায়ি য ইহ শ্রীরূপসংশিক্ষয়া।
জীবাখ্যস্য মদেকজীবিততনোস্তস্যৈব দৃক্ষট্‌পদী
ঘ্রাণৈস্তং পরিভূষিতং নু তনুতাং তৎকেলিসীধূৎকধীঃ॥

যে শ্রীমজ্জীবগোস্বামি-প্রভুর আদেশামৃতে প্রবোধিত-বুদ্ধি আমি শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-প্রভুর সম্যক্ শিক্ষানুসরণে মুক্তাচরিতরূপ কুসুমসমূহ দ্বারা এই গুচ্ছ অর্থাৎ মুক্তামালা প্রস্তুত করিলাম, আমার একমাত্র জীবন-স্বরূপ সেই শ্রীমজ্জীব-

---

* "জড়গন্ধশূন্য প্রেম,—কাম অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার॥
আত্মসুখবাঞ্ছা যাহা, তাহার নাম কাম। কৃষ্ণপ্রীতি বাঞ্ছা যাহা, তাহার প্রেমনাম॥"
"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদহেম— সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, কভু না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে জীবন না রয়॥"—চৈঃ চঃ।

গোস্বামি-প্রভুর শ্রীশ্রীরাধামাধব-কেলি-সুধাপানে অতিশয় উৎসুকমতি নেত্রভৃঙ্গ মুহুর্মুহু এই মুক্তামালার ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া ইহাকে পরিভূষিত করুক।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'স্বনিয়ম-দশকে'র নবম শ্লোকে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সম্মুখে প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে প্রয়াণ অভিলাষ করিয়াছেন,—

"মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু যেরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুকে 'শিক্ষাগুরু' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তদ্রূপ 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে'রও প্রত্যেক সর্গে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সঙ্গফলেই তাঁহার 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত'-গ্রন্থ-প্রণয়নের সামর্থ্যলাভ হইয়াছে, ইহা জানাইয়াছেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় একাধিক বার তাঁহার প্রার্থনায় ও বিভিন্ন পদে গোস্বামি-গুরুবর্গের সহিত শ্রীজীব-প্রভুর বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার 'সারার্থদর্শিনী'-টীকার মঙ্গলাচরণে শ্রীজীব-প্রভুর আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিক্ষাশিষ্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'তত্ত্বসন্দর্ভে'র-টীকার প্রারম্ভে শ্রীল জীবপ্রভুর এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

যঃ সাংখ্য-পঙ্কেন কুতর্ক-পাংশুনা
বিবর্ত্ত-গর্ত্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্।
শুদ্ধং ব্যধাদ্ বাক্‌সুধয়া মহেশ্বরং
কৃষ্ণং স **জীবঃ** প্রভুরস্তু নো গতিঃ॥

সাংখ্যজ্ঞানরূপ পঙ্কের দ্বারা, কুতর্করূপ ধূলিদ্বারা, বিবর্ত্তরূপ গর্ত্তাভ্যন্তরে লুপ্তদীপ্তি মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে যিনি বাণী-পীযূষ-বর্ষণদ্বারা শুদ্ধ করেন অর্থাৎ তন্মাহাত্ম্য প্রচুরভাবে বিস্তার করেন, সেই শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুই আমাদের একমাত্র গতি।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে শ্রীশ্রীরূপ-

সনাতনের শাসনগর্ভে বর্ত্তমান, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শ্রীশ্রীরূপানুগবর পাত্ররাজ ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে বরণ করিয়াছেন। 'শ্রীজৈবধর্ম্মে'ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"তত্ত্ব-প্রচারের ভার সার্ব্বভৌমের উপর ছিল; তিনি সে কার্য্য নিজ কোন শিষ্যের দ্বারা শ্রীজীবে অর্পণ করেন।" (শ্রীজৈবধর্ম্ম, ৩৯ অধ্যায়)। শ্রীসজ্জনতোষণী, ১ম বর্ষে (বঙ্গাব্দ ১২৮৮) ও ২য় বর্ষে (বঙ্গাব্দ ১২৯২) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত "শ্রীজীবগোস্বামী" ও "শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বহস্তলিখিত ইংরাজী ভাষায় রচিত শ্রীজীব-প্রভুর একটি চরিত আছে। তাহা এখনও মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীসজ্জনতোষণী, ১১শ বর্ষ, ১০শ সংখ্যায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'ষট্সন্দর্ভ'-নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরাধাদামোদর

শ্রীভক্তিরত্নাকরের বিবরণ (৪র্থ তরঙ্গ) অনুসারে জানা যায় যে, শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং প্রকট করিয়া তাহা শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভুকে প্রদান করেন। "রাধাদামোদরো দেবঃ শ্রীরূপেন প্রতিষ্ঠিতঃ। জীবগোস্বামিনে দত্তঃ শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা॥"—সাধনদীপিকা। "স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধাদামোদরে। স্বহস্তে নির্ম্মাণ করি দিলা শ্রীজীবেরে॥" —ভঃ রঃ ৪র্থ। সেই শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমানে জয়পুরে আছেন। শ্রীবৃন্দাবনে শৃঙ্গার-বটের নিকটে শ্রীরাধাদামোদরের শ্রীমন্দিরে এখন সেই শ্রীবিগ্রহের প্রকাশমূর্ত্তি রহিয়াছেন। শ্রীরাধাদামোদরের শ্রীমন্দিরের একটি কক্ষে বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি বিরাজিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী গৃহবিবাদে সেবালয়ের সেই

গ্রন্থাগারটী তালাবন্ধ ছিল। সেইসকল গ্রন্থ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমানে সামান্য কিছু গ্রন্থ দর্শন পাওয়া যায় মাত্র।

স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈব শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু 'ক্রমসন্দর্ভ' ও 'সর্ব্বসম্বাদিনী'র প্রারম্ভে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে "স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈব" বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন, এবং কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারাই সুমেধোগণের আরাধ্য তাহা বিশেষভাবেই প্রদর্শন করিয়াছেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের চিৎসমন্বয় করিয়া যে অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু স্পষ্টভাবে তাঁহার গ্রন্থরাজিসমূহে ও বিশেষতঃ 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মৎসর ও অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুকে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের প্রবর্ত্তক এবং ঐ সিদ্ধান্তকে আধুনিক মত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাহেন। বস্তুতঃ ঐসকল ব্যক্তির স্থূলদর্শীত্বই এইস্থানে অপরাধী। তাঁহারা শ্রীব্রহ্মসূত্রের "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" অর্থাৎ একমাত্র শ্রৌতশব্দ-প্রমাণলভ্য স্বতঃসিদ্ধ অতিমর্ত্ত্য অচিন্ত্যতত্ত্বে তর্কের যোজনা করিতে উদ্যত হয় বলিয়া 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-শব্দের 'অচিন্ত্য'-কথাটি ধারণা করিতে পারে না। গত ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে কোন একটি অতি আধুনিক অবতারবাদের আখড়া হইতে প্রকাশিত এক মাসিকপত্রে অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তকে আধুনিক মতবাদ এবং কেবলাদ্বৈতবাদীর অনির্ব্বচনীয় বাদেরই রূপান্তর ও অদ্বৈতবাদেরই নামান্তর বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহা মায়াবদ্ধ জীবের অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের সিদ্ধান্ত মায়াবদ্ধ জীবের অগম্য।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে বলিতেছেন,— *

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"—(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১)।

ইত্যত্র 'বিষ্ণুশক্তিঃ' বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতা পরা চিৎস্বরূপা শক্তিঃ পরমপদ-পরব্রহ্ম-পরতত্ত্বাদ্যাখ্যা প্রোক্তা। "প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ তৎসত্তামাত্রম্" (শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, ৬ অংশ—৭ অঃ, ৫৩ শ্লোক)। ইত্যত্র,—"প্রাগুক্তং স্বরূপমেব কার্য্যোন্মুখং শক্তিশব্দেনোক্তমি"তি। অতঃ স্বরূপস্য কার্য্যোন্মুখত্বেনৈব শক্তিত্বং ন স্বত ইত্যায়াতম্। ততশ্চ বিশেষ্যরূপং তদেব স্বয়ং শক্তিমদ্‌বিশেষণরূপং কার্য্যোন্মুখত্বং তু শক্তিঃ,—জগচ্চ কার্য্যক্ষমত্বমূলমিতি। তৎক্ষমত্বাদিরূপা নিত্যৈব সা শক্তিরিত্যবগম্যতে। তথাপি বস্তুতোঽত্যন্তব্যতিরেকেণ তস্য নিরূপ্যত্বাভাবান্ন ততঃ পৃথক্‌ত্বমস্তীত্যভিপ্রায়েণৈব তথোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। "বস্ত্বেবাস্তু,—কা তত্র শক্তির্নাম" ইতি মতন্তু ন বেদান্তিনাং মতম্;—সত্যপি বস্তুনি মন্ত্রাদিনা শক্তিস্তম্ভাদিদর্শনাৎ যুক্তিবিরুদ্ধঞ্চৈতৎ। তস্মাৎ **স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ,—ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ** প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি।

বিষ্ণুশক্তিই পরা শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তি অপরা; ভগবানের কর্ম্মশক্তির নাম অবিদ্যা, ইহাই তৃতীয়া শক্তি। এস্থলে 'বিষ্ণুশক্তি'-পদের অর্থ এই যে, বিষ্ণুর স্বরূপভূতা (পরা) চিৎস্বরূপা শক্তি। এস্থলে পরমপদ পরব্রহ্ম-পরতত্ত্ব-বাচক। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের ৬।৭।৫৩ শ্লোকাংশের অর্থ এই যে, "যাহা ভেদরহিত, কেবলমাত্র তাঁহার সত্তাস্বরূপ।" এ স্থলে প্রাগুক্ত স্বরূপ কার্য্যোন্মুখ হইলেই উহা

* অচিন্ত্য শক্তিশালী স্বয়ংসিদ্ধ ত্রিবিধ-ভেদরহিত অদ্বয়তত্ত্বের (পরতত্ত্বের) শক্তি বৈচিত্র্য ও শক্তি-পরিণত বস্তুবৈচিত্র্যের সহিত পরতত্ত্বের অচিন্ত্য (শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণগম্য বা শব্দ-প্রমাণগম্য) যুগপৎ 'ভেদ' ও 'অভেদ'—ভগবৎ সন্দর্ভ ১৪-১৬ অনু ; সর্ব্বসম্বাদিনী বঃ সাঃ পঃ সং —৩৬-৩৭ পৃঃ ও ১৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

'শক্তি'-শব্দে অভিহিত হয়। এই নিমিত্তবৎ স্বরূপ কার্য্যোন্মুখ হইলে উহার শক্তি স্বীকার্য্য, কিন্তু স্বতঃস্বরূপের শক্তিত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত। এই নিমিত্ত বিশেষ্যরূপ স্বয়ং তদ্বস্তু শক্তিমৎ, তাঁহার বিশেষণরূপ কার্য্যোন্মুখত্বই শক্তি। এই কার্য্যক্ষমত্বই জগতের মূল, সেই নিত্যা সামর্থ্যাদি-রূপিণীই শক্তি। স্বরূপ বস্তু হইতে অত্যন্ত ব্যতিরেক বিচারদ্বারা উহার নিরূপণ না হওয়ায় বস্তু হইতে উহাকে পৃথক্ করা যায় না বলিয়াই উহাকে 'স্বরূপশক্তি' বলা হয়। তাহা হইলে তুমি বলিতে পার, তবে উহাকে বস্তুই বল না কেন, আবার শক্তি-স্বীকারের প্রয়োজন কি? তুমি এ কথা বলিতে পার না। যেহেতু উহা বেদান্তি-অভিপ্রেত নহে। (নৈয়ায়িকেরা পৃথক্ শক্তি স্বীকার করেন না)। বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রাদিদ্বারা শক্তি-স্তম্ভাদি দৃষ্ট হয়; সুতরাং শক্তি স্বীকার না করা যুক্তিবিরুদ্ধ। এইজন্য স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বহু বিচার করিয়াছেন। নিম্নে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"কেচিদ্বদন্তি—অত একস্যৈব বস্তুনোঽবস্থাভেদেন কারণত্বং কার্য্যত্বঞ্চেত্য-বস্থাভ্যাং ভেদাদ্বস্তুনা ত্বভেদাত্তয়োর্ভেদাভেদৌ। এবং সর্ব্বেষামেব বস্তূনাং ভেদাভেদাবেব, সর্ব্বত্র হি করণাত্মনা জাত্যাত্মনা চাভেদঃ। কার্য্যাত্মনা ব্যক্ত্যাত্মনা চ ভেদঃ প্রতীয়তে। যথা মৃদয়ং ঘটঃ, খণ্ডো গৌরিতি। (অত্র যুক্তিবিশেষাশ্চ ভাস্করমতাদৌ দ্রষ্টব্যাঃ।) অন্যে বদন্তি—ন তাবৎ কার্য্যকারণয়োর্ভেদাভেদৌ,—যত আকার-বিশেষরূপায়া এবাবস্থায়াঃ কার্য্যত্বং ন মৃদঃ। তস্যাঃ পূর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ। অতএব নাকারবিশেষবিশিষ্টায়া অপি তস্যাঃ কার্য্যত্বম্। ঘটত্বন্তু বিশিষ্টায়া এব। তৎকার্য্যকরত্ব-তৎপ্রতীতি-তচ্ছব্দপ্রয়োগাণাং তস্যামেব দর্শনাৎ। অতো ঘটস্য কার্য্যত্বং, কার্য্যস্য ঘটত্বং প্রাচুর্য্যাদেব ব্যপদিশ্যতে। তদেবং তদবস্থায়া এব

কার্য্যত্বে সিদ্ধে কারণত্বমপি পরস্যাস্তদবস্থায়া এব ভবিষ্যতি। ততশ্চ কার্য্যকারণয়োস্তদ্রূপাস্থাদ্বয়াশ্রয়স্য বস্তুনশ্চ ভিন্নত্বমেব। তয়োরনন্যত্বং তু ঘটাদিলক্ষণবিশিষ্টবস্ত্বপেক্ষয়ৈব—ন তু প্রত্যেকবস্ত্বপেক্ষয়া। তথা পরস্পরং কার্য্যাণ্যমপি ন ভিন্নাভিন্নত্বং প্রতীয়তে প্রত্যেকং বৈলক্ষণ্যাৎ। তথা ব্যক্তিগতভেদো জাতিগতশ্চাভেদ ইতি নৈকস্য দ্ব্যাত্মকতা। তদাকারদ্বয়াশ্রয়ং বস্ত্বন্তরমস্তীতি ত্রিতয়াভ্যুপগমেঽপি স এব দোষঃ,—অনবস্থাপাতশ্চ,—তস্মাদ্ভেদ এব। তত্ত্বমস্যাদাবভেদনির্দ্দেশস্তু ব্যাখ্যাত এব। অত্র ভেদসিদ্ধান্তে যুক্তিবাহুল্যঞ্চ ন্যায়দর্শনাদৌ দ্রষ্টব্যম্। অতো ভেদাভেদবাদো বিশিষ্টবস্ত্বপেক্ষয়ৈব প্রবর্ত্ততাম্। অভেদবাদশ্চ বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি। অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (শ্রীব্রহ্ম সূঃ ২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্য্যাদদোষসন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি। তত্র বাদর-পৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদো ভাস্করমতে চ। মায়াবাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলিমতে তু ভেদ এব। শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যমতে চেত্যপি সার্ব্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। **স্বমতে ত্বচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি**।"

কেহ কেহ বলেন, একই বস্তুর অবস্থাভেদে কার্য্যত্ব ও কারণত্ব সিদ্ধ হয়, সুতরাং অবস্থাভেদে ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইলে সকল বস্তুরই এইরূপ ভেদাভেদ স্বীকার্য্য। সর্ব্বত্রই কারণাত্মকতা ও জাত্যাত্মকতা দ্বারা অভেদ এবং কার্য্যাত্মকতা ও প্রকাশাত্মকতা দ্বারা বস্তুর ভেদ প্রতীয়মান হয়। যেরূপ মৃত্তিকা ও ঘট এবং বৃষ ও গাভী। (এ বিষয়ে বিশেষ যুক্তি ভাস্করমতে দ্রষ্টব্য।) অপর কেহ কেহ বলেন, কার্য্যকারণের ভেদাভেদ নাই; আকারবিশেষরূপ অবস্থারই কার্য্যত্ব, কিন্তু মৃত্তিকার নহে। কারণ, মৃত্তিকা পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তু। আকারবিশেষবিশিষ্টা হইলেও মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, অতএব ঘটই কার্য্য,

মৃত্তিকা নহে। আকারবিশিষ্ট অবস্থাতেই ঘটকার্য্যকর ঘটপ্রতীতিত্ব এবং 'ঘট'-শব্দপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়—মৃত্তিকায় তাহা হয় না। ঘটত্ব-ব্যাপারটি কার্য্যের, কারণের নহে; কার্য্যত্বাবস্থাতেই কার্য্যত্ব পরিলক্ষিত হয়। কারণত্বাবস্থাতেই কারণত্ব হয়। সুতরাং কার্য ও কারণ এবং তদাশ্রয় বস্তু অবশ্যই ভিন্ন, এক নহে। কার্য্যকারণের যে অনন্যত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা ঘটাদির ন্যায় বিশিষ্টবস্তুগত, কিন্তু সকলপ্রকার বস্তুগত নয়। পরস্পর কার্য্যসমূহেও ভিন্নাভিন্নত্ব প্রতীত হয় না; কেননা, প্রত্যেকটীতেই বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। জাতিগত অভেদ ও ব্যক্তিগত ভেদ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও অলৌকিক। কেননা, এক বস্তুর দ্ব্যাত্মকতা অসম্ভব। যদি বল, দুই আকার আশ্রয় করিয়া আর একটি বস্তু স্বীকার করিলেই ত' দ্ব্যাত্মকতা-দোষ খণ্ডিত হইতে পারে; তাহাও বলিতে পার না। কেননা, আবার একটি তৃতীয় বস্তুর অভ্যুপগম স্বীকার করাও দোষাবহ। কেননা, তাহাতে অনবস্থা-দোষ ঘটে। সুতরাং ভেদবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। "তত্ত্বমসি" বাক্যের অভেদনির্দ্দেশ যে অযৌক্তিক, তাহা ত' ব্যাখ্যাতই আছে। ন্যায়-দর্শনাদিতে ভেদসিদ্ধান্তের বহুল যুক্তি পরিলক্ষিত হয়। সে-সকল যুক্তি ন্যায়-দর্শনে দ্রষ্টব্য। অতএব বিশিষ্ট বস্তু-অঙ্গীকারে ভেদাভেদবাদ এবং বিশেষ-পদার্থের অনুসন্ধানরাহিত্যবশতঃ অভেদবাদ স্বীকৃত হয়।

অপর কেহ কেহ বলেন,—তর্কের অপ্রতিষ্ঠাহেতু ভেদ ও অভেদে নিখিল-দোষদর্শনে ভিন্নতারূপে চিন্তা করা অসম্ভব। এইজন্য ভেদ সাধন করা যেমন দুষ্কর, তেমনি অভেদ সাধন করাও দুষ্কর। এইরূপে ভেদাভেদ উভয়ই সাধন করিতে যাইয়া ইহারা ভেদাভেদ-সাধনে চিন্তার অসমর্থতা-উপলব্ধিতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন। বাদরায়ণি, পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে ভেদা-ভেদবাদ; মায়াবাদিগণের মতে ভেদাংশ ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক মাত্র। গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল, পতঞ্জলির মতে ভেদবাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্য-মতে বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যমতে ভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমতত্ত্ব অচিন্ত্য-শক্তিময় বলিয়া স্বীয়মতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই নির্ণীত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ—**'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'** সম্বন্ধে—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি **ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"** ঈশ্বর মায়াধীশ ও জীব—মায়াবশযোগ্য। সুতরাং ঈশ্বর ও জীবে—ভেদ ; আবার জীব অদ্বয়পরতত্ত্বের শক্তি বলিয়া তাঁহার সহিত অভেদ ; উভয়ের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।—(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২-৬৩, মঃ ২০।১০৮ ; আঃ ৫।৮৬-৮৯)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ—**'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'** সম্বন্ধে—"ততো ভিন্নত্বেনাভিন্নত্বেনাপি ব্যপদিশ্যন্তে"—(সারার্থ-দর্শিনী—২।৯।৩৩ ; ১০।৮৭।৩২)। "চিদ্রূপত্বেন শক্তিমত্ত্বেনৈক্যাৎ তয়োর্ভেদেঽপ্যল্পমাত্রঃ খল্বভেদো বর্তত এব"—(ঐ ১১।২২।১০-১১ ; ১।২।১১)। "ব্যষ্টিরূপেণ ভেদঃ সমষ্টিরূপেণাভেদঃ"—(শ্রীচৈঃ চঃ টীকা—মঃ ২০।১০৮)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু—**'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'** সম্বন্ধে—(শ্রীবলদেব পাদকৃত তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা—৪৩'অনু, ৯৩-৯৪ পৃঃ—শ্রীসত্যানন্দ গোঃ সংস্করণ)—পরতত্ত্বের দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে রশ্মি পরমাণু স্থানীয় জীব, সূর্য্য-স্থানীয় পরতত্ত্ব হইতে অপৃথক্ হইয়াও পৃথক্।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সনাতনত্ব ও শ্রীমাধ্বমত

অতি আধুনিক অসাম্প্রদায়িক-ব্রুব এক স্বেচ্ছাচারী অসৎ সম্প্রদায় নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্বকেও প্রচ্ছন্ন পৈশুন্য-রোগাক্রান্ত হইয়া "আধুনিক" বলিয়া বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ অস্মদীয় পূর্ব্ব-আচার্য্য বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীল আনন্দতীর্থপাদ (শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য) তাঁহার ভাষ্যে শ্রীব্যাসদেবের রচিত সনাতন শাস্ত্রসিন্ধু হইতে ব্রহ্মতর্কের যে-সকল প্রমাণবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত অনাদিসিদ্ধ শ্রৌতসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। নিম্নে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যোদ্ধৃত সেই সকল বাক্য উদ্ধৃত হইল,—

অবয়ব্যবয়বানাং চ গুণানাং গুণিনস্তথা।
শক্তিশক্তিমতোশ্চৈব ক্রিয়ায়াস্তদ্বতস্তথা॥

স্বরূপাংশাংশিনোশ্চৈব নিত্যাভেদো জনার্দ্দনে।
জীবস্বরূপেষু তথা তথৈব প্রকৃতাবপি॥
চিদ্‌রূপায়ামতোঽনংশা অগুণা অক্রিয়া ইতি।
হীনা অবয়বৈশ্চেতি কথ্যন্তে তু ত্বভেদতঃ॥
পৃথগ্‌গুণাত্ত্বভাবাচ্চ নিত্যত্বাদুভয়োরপি।
বিষ্ণোরচিন্ত্যশক্তেশ্চ সর্ব্বং সম্ভবতি ধ্রুবম্॥
ক্রিয়াদেরপি নিত্যত্বং ব্যক্ত্যব্যক্তিবিশেষণম্।
ভাবাভাববিশেষেণ ব্যবহারশ্চ তাদৃশঃ॥
বিশেষস্য বিশিষ্টস্যাপ্যভেদস্তদেব তু।
সর্ব্বং **চাচিন্ত্যশক্তিত্বাদ্** যুজ্যতে পরমেশ্বরে॥
তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপপ্রকৃতাবপি।
ভেদাভেদৌ তদন্যত্র হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ॥
কার্য্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিনা। ইতি (ব্রহ্মতর্কে)।

জনার্দ্দনে অবয়বী ও অবয়বসমূহ, গুণী ও গুণসমূহ, শক্তিমান্ ও শক্তি, ক্রিয়াবান্ ও ক্রিয়া এবং অংশী ও স্বরূপাংশ—ইহাদের পরস্পর নিত্য অভেদ বর্ত্তমান। জীব-স্বরূপসমূহ এবং চিদ্‌রূপা প্রকৃতিতেও (ঐ সকল বিষয়ে) ঐ রূপ অভেদ রহিয়াছে। অতএব অভেদহেতু (অংশ-প্রভৃতির সহিত অংশিপ্রভৃতির অভেদহেতু), গুণাদির পৃথক্ অবস্থানের (গুণিপ্রভৃতি হইতে গুণপ্রভৃতির পৃথক্ অবস্থানের) অভাবহেতু এবং অংশিপ্রভৃতি ও অংশপ্রভৃতি—এই উভয়ের নিত্যত্বহেতু তাহারা (অংশিপ্রভৃতি) অনংশ, অগুণ, অক্রিয় ও অবয়বহীনরূপে কথিত হয়। আর বিষ্ণুর অচিন্ত্যশক্তিত্বনিবন্ধন এই সমস্তই সম্ভব। ক্রিয়াদির নিত্যত্ব, প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বরূপে ব্যবহার এবং বিশেষ ও বিশিষ্টের অভেদও তদ্‌রূপেই সিদ্ধ হয়। অচিন্ত্যশক্তিত্ব-নিবন্ধন পরমেশ্বরে সমস্তই সঙ্গত। আর তাঁহার শক্তিহেতুই জীবসমূহে ও চিদ্‌রূপা প্রকৃতিতেও (তত্তদ্‌বিষয়গত) ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান ; যেহেতু অন্যত্র (তত্তদ্‌বিষয়ে)

ভেদ ও অভেদ—উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্তকারণ ব্যতীত কার্য্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞাতব্য।

'অচিন্ত্য' ও 'অনির্ব্বচনীয়' এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। 'অনির্ব্বচনীয়'-শব্দটি নির্ব্বিশেষবাদমূলক। 'অনির্ব্বচনীয়' অর্থে যাহা বর্ণনার অতীত বা যাহা নির্ব্বিশেষ। কিন্তু অচিন্ত্যবস্তু নির্ব্বিশেষ নহে, তাহা চিৎ-প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয়। তাহা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় ও চিৎ-সমাধিলব্ধ বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায়। বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের ভূমিকায় তাহার বর্ণন আছে, কিন্তু কুণ্ঠধর্ম্ম বা মায়াকবলিত মনের দ্বারা তাহা চিন্তা করা যায় না। এজন্যই সাত্বত শাস্ত্র ভগবত্তত্ত্বকে 'অচিন্ত্য' এবং তাঁহার স্বরূপশক্তিকে 'অবিচিন্ত্যা' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

এই সিদ্ধান্ত বেদাদি-শাস্ত্রে ও শ্রীব্যাসের বাক্যে অনাদিকাল হইতেই বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা শ্রীরূপ-সনাতনাদি অন্তরঙ্গজনের দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু তাহা বিশেষভাবে বৈদান্তিক বিচার ও শ্রৌত-যুক্তির মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে-সংক্ষেপে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"বেদ ও বেদান্ত আলোচনাপূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুইপ্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈতমত প্রচার করেন। তাহাই একপ্রকার সিদ্ধান্ত। শ্রীনারদ, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীধ্রুব, শ্রীমনু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। ভক্তিসিদ্ধান্ত চারি প্রকার। (ক) শ্রীরামানুজ-মতে চিৎ ও অচিৎ এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (খ) শ্রীমধ্বমতে জীব ঈশ্বর

হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশভক্তিই তাঁহার স্বভাব। (গ) শ্রীনিম্বাদিত্য-মতে জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। (ঘ) শ্রীবিষ্ণুস্বামি-মতে বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য পৃথক্। এরূপ পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, ভগবানের নিত্যত্ব, জীবের নিত্য দাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সকলেই মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব।

বেদব্যাসকৃত 'ব্রহ্মসূত্রে' পরিণামবাদই উপদিষ্ট, বিবর্ত্তবাদ উপদিষ্ট নয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদে 'ঈশ্বর বিকারী হন' বলিয়া সূত্রার্থ পরিবর্ত্তন করতঃ বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। 'পরিণাম' ও 'বিবর্ত্ত' শব্দদ্বয়ের অর্থ সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার ৫৯ সংখ্যায় এইরূপ লিখিত আছে,—

'সতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥'

কোন সত্যবস্তু অন্যরূপ গ্রহণ করিলে তাহাতে যে পৃথগ্-বস্তু-বুদ্ধি, তাহার নাম—পরিণাম। পরিণাম বিকারমাত্র। দৃষ্টান্ত যথা,—দুগ্ধ হইতে দধি। অন্য বস্তু নাই, অথচ অন্য বস্তু বলিয়া তাহাতে যে ভ্রম, তাহাই বিবর্ত্ত। দৃষ্টান্ত যথা—রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। এই তাৎপর্য্য লইয়া শাঙ্করীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই জীব ও জড়াত্মক জগৎ কখনই ঈশ্বরের পরিণাম হইতে পারে না। যদি পরিণাম মানা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় অর্থাৎ এই জগৎ ঈশ্বরের একটী বিকৃত অবস্থা বলিয়া মানিতে হয়। দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধিরূপে বিকৃত হয়, জগৎকে সেরূপ ঈশ্বরের বিকৃতি বলিতে হয়। অতএব পরিণামবাদ অগ্রাহ্য। সর্প নাই, তথাপি অজ্ঞানতাবশতঃ একটি রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় এবং সেই ভয় হইতে নানাপ্রকার ফলোৎপত্তি হয়। জগৎ সেইরূপ। জগৎ নাই, অথচ অজ্ঞানে যে জগৎকে বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই বিবর্ত্ত। ইহা মানিলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা বিবর্ত্তবাদ-স্থাপন হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে,

বিবর্ত্তবাদের স্থল নাই। জীব জড়দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, তাহাতে রজ্জু-সর্পের উদাহরণ লগ্ন হয় এবং তাহাই বিবর্ত্ত। কিন্তু জড়দেহ মিথ্যা নয়, অতএব ঈশ্বর বিবর্ত্তভাবে জড়দেহ বা জড়জগৎ হইয়াছেন অথবা জীব-স্বরূপ হইয়াছেন,—এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয়। ব্যাসসূত্রে পরিণাম স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণাম পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বজ্ঞ-ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিতে হয়। বস্তুতঃ দুগ্ধ যেরূপ দধিরূপে পরিণত হয়, ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি সেইরূপ ঈশ্বর-ইচ্ছায় জীব ও জড়রূপে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্মের পরিণাম নাই, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির বিচিত্র-প্রভাব-অনুসারে পরিণতি কখনই ঈশ্বরকে বিকারী করিতে পারে না। যদিও প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত তত্ত্বের উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি তাহা কোন অংশে উদাহৃত হইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বকে স্পষ্ট করিতে পারে। এরূপ কথিত আছে যে, প্রাকৃত চিন্তামণি নানা রত্নরাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে। অপ্রাকৃত তত্ত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সেইরূপ মনে করুন। অনন্ত জীবময় জৈবজগৎ ও চতুর্দ্দশ লোকান্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বিকার-শূন্য থাকেন। 'বিকারশূন্য'শব্দ দ্বারা এইরূপ মনে করিবেন না যে, তিনি কেবল নির্ব্বিশেষ। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ। 'কেবল নির্ব্বিশেষ' বলিলে তাঁহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না। অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা তিনি নিত্য সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। কেবল নির্ব্বিশেষ মানিলে অর্দ্ধ-স্বরূপমাত্র মানা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই পরতত্ত্বে অপাদান, করণ ও অধিকরণরূপ তিনটী কারকত্ব বিশেষরূপে শ্রুতিগণ-কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।' (তৈত্তিরীয়, ৩।১)

'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে',—এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদান-কারকত্ব সিদ্ধ হয়॥ 'যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে,'—এই বাক্য-দ্বারা করণ-কারকত্ব লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে,'—এই বাক্যের

দ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণ দ্বারা 'পরতত্ত্ব' বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ। এরূপ ভগবান্ কখনই কেবল নিরাকার হইতে পারেন না। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপই তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত আকার।

শ্রীজীব গোস্বামী তদীয় 'শ্রীভগবৎসন্দর্ভ', ১৬শ সংখ্যায় ভগবত্তত্ত্ববিচারে বলিয়াছেন যে,—

'একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্য্যান্তর-মণ্ডলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ।'

পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজ সূর্য্যমণ্ডল, তাহার বহির্গত রশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন, এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণ-স্থল। সচ্চিদানন্দমাত্র বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপ-বৈভব। নিত্যমুক্ত, নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই জীব। মায়া, প্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতই 'প্রধান'-শব্দবাচ্য। এই চতুর্দ্ধা প্রকাশ নিত্য পরমতত্ত্বের একত্ব প্রতিপাদক। পরমতত্ত্বে নিত্যবিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? উত্তর এই যে, জীববুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব; কেননা, জীববুদ্ধি সীমাবিশিষ্ট। পরমেশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।

শ্রীজীব গোস্বামী এই মতকে 'সর্ব্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থে অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক বলিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণব জগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ-নিত্যবিগ্রহস্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু

বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক-ভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তি-সিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত, তদীয়-সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'নিত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্তমতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সসীম মানবযুক্তিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া এই নিত্য ভেদাভেদতত্ত্বকে 'অচিন্ত্য' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। অচিন্ত্য হইলেও যুক্তি বা তর্ক ইহাতে অসন্তোষ নয়। অবিচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। সেই শক্তিতে যাহা যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে কৃপালব্ধ তত্ত্ব। অচিন্ত্যভাবে তর্ক যোজনা করিবে না, ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণ উপদেশ দিয়াছেন ; যেহেতু অচিন্ত্যবিষয়ে তর্ক কখনই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে না। একথা যাঁহাদের মনে থাকে না, তাঁহাদের দুর্দ্দশার আর ইয়ত্তা নাই।"

শ্রীজীবের গ্রন্থ

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী সংস্কৃত-পদ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবপ্রভুর রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বল্লভপুত্র-শ্রীজীবস্য কৃতির্ব্ব্রতে।
শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা॥
তৎসূত্রমালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ।
কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী॥

রসামৃতশ্চ শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ ।
সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূর্ভাবার্থসূচকঃ ॥
টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ ।
রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্য যোগসার-স্তবস্য চ ॥
তথা চাগ্নিপুরাণস্থ-গায়ত্রীবিবৃতিরপি ।
শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপি চ ॥
লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেশ্বরী ।
তস্যাঃ কর-পদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ ॥
পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যা চ ত্রয়ী ত্রয়ী ।
সন্দর্ভাঃ সপ্ত বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ ॥
তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্য এব চ ।
কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতিসংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ ॥
সম্বন্ধশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ম্ ।
হস্তামলকবদ্ যেষু সদ্ভিরাপ্তৈঃ প্রকাশিতম্ ॥
ইত্যাদয়ঃ ॥

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' প্রথম তরঙ্গেও তাঁহার পঁচিশটী গ্রন্থের তালিকা পাওয়া যায়,—

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত ।
(১) 'হরিনামামৃত'-ব্যাকরণ দিব্য রীত ॥
(২) 'সূত্রমালিকা', (৩) ধাতুসংগ্রহ সুপ্রকার ।
(৪) 'কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা'-গ্রন্থ অতি চমৎকার ॥
(৫) 'গোপালবিরুদাবলী', (৬) 'রসামৃতশেষ' ।
(৭) 'শ্রীমাধবমহোৎসব' সর্ব্বাংশে বিশেষ ॥
(৮) 'শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ'-গ্রন্থের প্রচার ।
(৯) 'ভাবার্থসূচক চম্পূ' অতি চমৎকার ॥

(১০) 'গোপালতাপনী টীকা', (১১) 'টীকা ব্রহ্মসংহিতার'।
(১২) 'রসামৃতটীকা' (দুর্গমসঙ্গমনী),
(১৩) 'শ্রীউজ্জ্বলটীকা' (লোচনরোচনী) আর ॥
(১৪) 'যোগসার-স্তবের টীকা'তে সুসঙ্গতি।
(১৫) 'অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য' তথি ॥
(১৬) 'পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন'।
(১৭) 'শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন' ভিন্ন ॥
(১৮) 'গোপালচম্পূ'—পূর্ব্ব-উত্তর-বিভাগেতে।
বর্ণিলেন কি অদ্ভুত বিদিত জগতে ॥
(১৯-২৫) সপ্ত-সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবত-রীতি।
তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি ॥
—(শ্রীভঃ রঃ, ১ম তরঙ্গ ৮৩৩-৮৪১)।

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর রচিত কতিপয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণ*—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশব্দশাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য' ইহা জীবগণকে শিক্ষা দিবার জন্য পড়ুয়াগণের নিকট "আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান। সূত্র-বৃত্তি-টীকায় সকল হরিনাম ॥" (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৪৭)—এই বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণাক্রমে শ্রীহরিনামাবলি-

* এই ব্যাকরণের দুইজন টীকাকার—১। বাঁকুড়া জেলায় সোণামুখী গ্রাম নিবাসী—শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্য্য। ২। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে ১২৫৩ সনে (১৭৬৮ শকাব্দা) শ্রীগোপীচরণ দাস বেদান্তভূষণ মহাশয় দ্বিতীয় টীকা সমাপ্ত করেন। (সমাস-প্রকরণের শেষে আত্মবংশ পরিচয় প্রসঙ্গে)।

বলিত শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। শ্রীল গোস্বামিপাদ তাঁহার এই গ্রন্থ-রচনার প্রধান উদ্দেশ্য মঙ্গলাচরণে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

কৃষ্ণমুপাসিতুমস্য স্রজমিব নামাবলিং তনবৈ।
ত্বরিতং বিতরেদেষা তৎসাহিত্যাদিজামোদম্॥
আহতজল্পিতজটিতং দৃষ্ট্বা শব্দানুশাসনস্তোমম্।
হরিনামাবলিবলিতং ব্যাকরণং বৈষ্ণবার্থমাচিম্মঃ॥
ব্যাকরণে মরুনীবৃতি জীবনলুব্ধাঃ সদাঘসংবিগ্নাঃ।
হরিনামামৃতমেতৎ পিবন্তু শতধাবগাহন্তাম্॥
সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ॥

কৃষ্ণের উপাসনা-হেতু যেরূপ ভক্তগণ শ্রীমালিকা বিস্তার করেন অর্থাৎ মালিকার প্রত্যেক চিন্ময়তুলসীখণ্ড পৃথগ্‌ভাবে বিন্যাস করিয়া তৎসহযোগে নামগ্রহণ করিয়া থাকেন, আমিও তদ্রূপ ভগবন্নামসমূহ সূত্রসাহায্যে গ্রন্থন করিয়া বিস্তৃত করিতে অভিলাষী হইয়াছি। এই নামাবলী সদ্যই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গজনিত আনন্দ বিতরণ করিবে অথবা শ্রীমদ্-ভাগবতাদি অপ্রাকৃত সাহিত্য-আস্বাদন-সুখ প্রদান করিবে। অন্যান্য ব্যাকরণগুলি তর্কযোগ্য, বৃথা বাগাড়ম্বরপূর্ণ এবং দুর্ব্বোধ্য মিশ্রজ্ঞান-প্রকাশক জানিয়া বৈষ্ণবদিগের জন্য শ্রীহরিনামসমূহে গ্রথিত এই ব্যাকরণ সংগ্রহ করিতেছি। তাদৃশ দুর্ব্বোধ্য ব্যাকরণরূপ মরুপ্রদেশে যাঁহারা প্রকৃত জীবনরূপ জল পাইবার লোভে সর্ব্বদা নানাবিধ ক্লেশে পতিত হইতেছেন, তাঁহারা এই শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণরূপ সুধা পান করুন এবং শত শতবার অবগাহন করুন। সংকেত, পরিহাস, পাদপূরণে কিম্বা অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণনাম (শ্রীহরিনাম) গ্রহণ করিলেও সমস্ত প্রকারের পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে মোট ৩১৮৬টি সূত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে,—(১) ১—৪৩ সূত্রে সংজ্ঞাপ্রকরণ; সন্ধিপ্রকরণ; (২) ৪৪—৯৫ সূত্রে সর্ব্বেশ্বরসন্ধি (স্বরসন্ধি); (৩) ৯৬—১৩০ সূত্রে বিষ্ণুজনসন্ধি (ব্যঞ্জনসন্ধি);

(৪) ১৩১—১৪৮ সূত্রে বিষ্ণুসর্গ-সন্ধি (বিসর্গসন্ধি) ; বিষ্ণুপদ-প্রকরণ ; (৫) ১৪৯—২১০—সর্ব্বেশ্বরান্ত পুরুষোত্তমলিঙ্গ (স্বরান্ত পুংলিঙ্গ) ; (৬) ২১১—২২১ লক্ষ্মীলিঙ্গ (স্বরান্ত স্ত্রীলিঙ্গ) ; (৭) ২২২—২৩৯—ব্রহ্মলিঙ্গ (স্বরান্ত ক্লীবলিঙ্গ) ; (৮) ২৪০—২৯৫ সূত্রে বিষ্ণুজনান্ত পুরুষোত্তমলিঙ্গ (ব্যঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ) ; (৯) ২৯৬—২৯৮ সূত্রে লক্ষ্মীলিঙ্গ (ব্যঞ্জনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ) ; (১০) ২৯৯—৩০২ সূত্রে ব্রহ্মলিঙ্গ (ব্যঞ্জনান্ত ক্লীবলিঙ্গ) ; (১১) ৩০৩—৩১১ সূত্রে বিশেষণ-লিঙ্গ ; (১২) ৩১২—৩৬৪ সূত্রে কৃষ্ণনাম-প্রকরণ (সর্ব্বনাম) ; (১৩) ৩৬৫—৯৪৮ সূত্রে আখ্যাতপ্রকরণ ; (১৪) ৯৪৯—১১৪৫ সূত্রে কারক-প্রকরণ ও অচ্যুতাদি-অর্থ (লকারার্থ-নির্ণয়) ; (১৫) ১১৪৬—১২২১ সূত্রে আত্মপদ-পরপদ-প্রক্রিয়া (আত্মনেপদ-পরস্মৈপদ-বিধান) ; (১৬) ১২২২—১৬৮৬ সূত্রে কৃদন্ত-প্রকরণ ; (১৭) ১৬৮৭—২০৫৯ সূত্রে সমাস-প্রকরণ ; (১৮) ২০৬০—৩১৮৬ সূত্রে তদ্ধিত-প্রকরণ।

গ্রন্থোপসংহার :—

কৃষ্ণত্রা কৃতমেতত্তস্মাদ্বিফলা ন চাত্র মাত্রাপি।
অপি তু মহাফলযুক্তা তল্লীলাকাব্যবজ্জয়তি ॥
যদত্র ব্যক্তমুক্তং ন ভ্রান্তং বা তদশেষতঃ।
জ্ঞেয়ং শোধ্যঞ্চ বিজ্ঞেভ্যো বিজ্ঞশাস্ত্রাবলোকতঃ ॥

ইহা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত, অতএব ইহার একটি মাত্রাও বিফল নহে ; পরন্তু তাঁহার লীলাঘটিত কাব্যের তুল্য মহাফলযুক্ত হইয়া জয়লাভ করিতেছেন। ইহাতে যাহা স্পষ্টরূপে কথিত হয় নাই অথবা ভ্রমযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞশাস্ত্রানুসারে সুপণ্ডিতগণের নিকট জানিয়া লইবেন এবং শোধন করিবেন।

হানীয়ং পাণিনীয়ং রসবদরসবৎ কাকলাপঃ কলাপঃ
সারপ্রত্যাগি সারস্বতমপহতগীর্বিস্তরো বিস্তরোঽপি।
চান্দ্রং দুঃখেন সান্দ্রং সকলমবিকলং শাস্ত্রমন্যন্ন ধন্যং
গোবিন্দং বিন্দমানাং ভগবতি ভবতীং বাণি নো চেদ্‌ব্রবাণি* ॥

---

* প্রশংসা-মুখে—পানীয়ং পাণিনীয়ং রসমৃদু রসবন্মুৎকলাপঃ কলাপঃ, সারশ্রীসারি সারস্বত-

[অর্থাৎ হে ভগবতি বাণীদেবি ! আপনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কণ্ঠলগ্না, সুতরাং আপনিই কেবল তদীয় অপ্রাকৃত শ্রীপাদপদ্মের সৌন্দর্য্যপ্রদর্শনে সমর্থা। আপনার আশ্রয়ে যদি শ্রীগোবিন্দকে লাভ করিবার সামর্থ্য না জন্মে, তবে 'পাণিনি-প্রণীত রসপূর্ণ ব্যাকরণও পরিত্যাগ-যোগ্য, নীরস 'কলাপ' কাক-কোলাহল, 'সারস্বত' সার-শূন্য, 'বিস্তর' অতি-বিখ্যাত হইলেও ব্যাহতজ্ঞান ; 'চান্দ্র' দুঃখে জড়ীভূত এবং সমস্ত পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রগুলিও প্রশংসার অযোগ্য]

ভগবন্নামবলিতা ভগবদ্ভক্তি-তৎপরৈঃ।
বৃন্দাবনস্থ-**জীবস্য** কৃতিরেষা তু গৃহ্যতাম্ ॥
ছান্দসাপ্রচরদ্রূপরূঢ়শব্দান্ বিনা ময়া।
অত্রালেখি তদিচ্ছা চেদ্দৃশ্যোঽন্যঃ শাস্ত্রসংগ্রহঃ ॥
হরিনামামৃতসংজ্ঞং যদর্থমেতৎ প্রকাশয়ামাসে।
উভয়ত্র চ মম মিত্রং স ভবতু গোপালদাসাখ্যঃ ॥

ভগবদ্ভক্তিযাজনকারী ভক্তজনগণ শ্রীবৃন্দাবনস্থ জীবের (শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর) রচিত শ্রীভগবন্নামসম্বলিত এই গ্রন্থ গ্রহণ করুন। আমি (গ্রন্থকার) ছান্দস ও অপ্রচরদ্রূঢ় (অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দের প্রায় ব্যবহার দেখা যায় না) শব্দ ব্যতীত অন্য (সাধারণ-বোধগম্য) শব্দ দ্বারা এই গ্রন্থ লিখিলাম। যদি কোন

মধিমধুগীর্বিস্তরো বিস্তরোঽপি। চান্দ্রং সৌখ্যেন সান্দ্রং সকলমবিকলং শাস্ত্রমন্যৎ প্রশস্তং, গোবিন্দং বিন্দতীং ত্বাং যদি ভগবতি গীর্বাণি বাণি ব্রবাণি।'—অর্থাৎ হে ভগবতি সরস্বতি ! আপনাকে যদি গোবিন্দপ্রদায়িনীরূপে বর্ণন করিতে পারি, তাহা হইলে 'পণিনি'—পানযোগ্য, 'রসবৎ'—রসদ্বারা কোমল, 'কলাপ'—সানন্দপক্ষ, 'সারস্বত'—শ্রেষ্ঠাংশের শোভায় বর্দ্ধিত, 'বিস্তর'—অধিক মধুর বাক্যপূর্ণ বলিয়া বিখ্যাত, 'চান্দ্র'—সুখদ্বারা ঘনমূর্ত্তি, অন্য সকল পূর্ণাঙ্গশাস্ত্রও প্রশংসাযোগ্য।

অর্থান্তর—হে ভগবতি বাণীদেবি ! আপনাকে যদি আমি গোবিন্দের লাভকারিণীরূপে বর্ণন করিতে না পারি, তাহা হইলে পাণিনি-প্রণীত ব্যাকরণ ত্যাগযোগ্য, 'রসবদ্'-নামক শব্দশাস্ত্র নীরস, 'কলাপ' কাকের কোলাহল, 'সারস্বত' শ্রেষ্ঠাংশের পরিত্যাগকারী, 'বিস্তর'—নামক শব্দ-শাস্ত্র সুবিস্তৃত হইলেও বৃথা বাক্যমাত্র ; 'চান্দ্র' দুঃখে জড়ীভূত এবং অপর সমস্ত পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রও প্রশংসাযোগ্য নহে।"

শিক্ষার্থীর সেইরূপ রূঢ়শব্দজ্ঞানের বাসনা থাকে, তিনি অন্য গ্রন্থ হইতে তাহা সংগ্রহ করিবেন। যাঁহার নিমিত্ত এই শ্রীহরিনামামৃতসংজ্ঞক ব্যাকরণ-গ্রন্থ আমার দ্বারা প্রকাশিত হইল, ব্যবহারে ও পরমার্থে অথবা প্রকটাপ্রকটাবস্থায় সেই শ্রীগোপালদাস আমার মিত্র হউন।* এই ব্যাকরণে "নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ" সূত্রদ্বারা শ্রীনারায়ণ হইতেই যে সমস্ত বর্ণ ও তাহার ক্রম উদ্ভূত, এবং কোন কোন স্থান হইতে কি কি বর্ণ প্রকাশিত তাহাও জানাইয়াছেন। গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"অক্ষরাণাং অ-কারোঽস্মি" সমস্ত বর্ণের মূল অক্ষর—"অ"। এই জন্য প্রণবের ব্যাখ্যায় 'ওঁ' শব্দের বিশ্লেষণে—অ = শ্রীভগবান্; 'উ' = শ্রীশক্তিতত্ত্ব; ম্ = সৃষ্টজীবতত্ত্ব। অ + উ + ম্ = ওঁ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। "অকারো বিষ্ণুরুচ্যতে"।

বেদান্তশাস্ত্রে সকল শব্দেরই বিষ্ণুপরতা সাধিত হইয়াছে। মধ্বভাষ্য ১।৪।৯, ১০, ১৬,১৭ ও ২৪ দ্রষ্টব্য। বর্ণক্রম—পাণিনি শিব হইতে ডমরুবাদ্যে উদ্ঘোষিত চতুর্দশ সূত্রাধার অ ই উ ণ্ ইত্যাদি পাইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১।১ 'তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে' ও ২।৪।২১ 'প্রচোদিতা যেন' ইত্যাদি বচনে জানা যায় যে, শ্রীনারায়ণই স্বনাভি-কমলজ ব্রহ্মার মুখ হইতে শব্দব্রহ্ম প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীনারায়ণ-সকাশে প্রাপ্ত নাদব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা যে অন্তঃস্থ, উষ্মাদি অক্ষরসমষ্টি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও ভাগবত ১২।৬।৪৩ শ্লোকে জানা যায়। শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ—শ্রীব্যাসাদিক্রমে অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্মরূপে অপ্রাকৃত শ্রীভগবত্তত্ত্ব জগতে প্রকটিত আছেন। শ্রীজীবপ্রভুকৃত ব্যাকরণের প্রতিটী সূত্রে সেই অপ্রাকৃতত্ব বিদ্যমান্ যথা,—স্বরবর্ণের নাম—সর্বেশ্বর অর্থাৎ নিখিল ঐশ্বর্য্যের পূর্ণপ্রকাশক ঈশ্বর বস্তুই = **সর্বেশ্বর**। ব্যঞ্জন-বর্ণের নাম—বিষ্ণুজন অর্থাৎ এই সর্বেশ্বরের অধীন থাকিয়া যাঁহারা বিষ্ণুর মহিমা জগতে জানান তাঁহারাই (সেই বর্ণসকলই) বিষ্ণুজন = **বৈষ্ণব**।

---

* শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের কারক প্রকরণের আদর্শে ভরতমল্লিক রচিত 'কারকোল্লাস' গ্রন্থ অনুষ্টুপ্ ছন্দে কলিকাতা সংস্কৃতসাহিত্য পরিষৎ হইতে ১০৭টী কারিকা সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল।

পাণিনির 'বিভক্তি' ও 'পদ' স্থলে শ্রীজীবপ্রভুপাদ 'বিষ্ণুভক্তি' ও 'বিষ্ণুপদ' নাম দিয়াছেন; পুং, স্ত্রী প্রভৃতি লিঙ্গ 'পুরুষোত্তম', 'লক্ষ্মী', 'ব্রহ্ম',—লিঙ্গ ইত্যাদি। লট্, লোটাদির অচ্যুত, বিধাতা ইত্যাদি নাম। সমাস-প্রকরণেও রামকৃষ্ণ (দ্বন্দ্ব), ত্রিরামী (দ্বিগু), অব্যয়ীভাব, কৃষ্ণপুরুষ (তৎপুরুষ), পীতাম্বর (বহুব্রীহি) ইত্যাদি শ্রীভগবন্নামে সংজ্ঞিত হইয়াছেন। ইহার কারক-প্রকরণ সমস্ত ব্যাকরণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্রীগোপালবিরুদাবলী—শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-রচিত শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী ও সামান্য-বিরুদাবলী-লক্ষণ গ্রন্থদ্বয়-অবলম্বনে রচিত শ্রীশ্রীগোপাল-দেবের স্তোত্রবিষয়ক বিরুদকাব্য। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

গোপাল-সুখদা সেয়ং গোপাল-বিরুদাবলী।
অর্থায় শ্রূয়তাং কল্পবীরুদাবলি-কল্পতাম্॥

শ্রীগোপালদেবেরও সুখদায়িকা এই শ্রীগোপাল-বিরুদাবলী পরমপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সাধন করিবার জন্য কল্পলতারাজিবৎ উদিত হউন।

শ্রীগোপালবিরুদাবলীতে মোট ৩৮টী শ্লোক আছে। তন্মধ্যে ১ হইতে ৬ শ্লোক বর্দ্ধিত, ৭ হইতে ১০ শ্লোক বীরভদ্র, ১১ হইতে ১৪ শ্লোক সমগ্র, ১৫ হইতে ২০ শ্লোক অচ্যুত, ২১ হইতে ২৫ শ্লোক উৎপল, ২৬ হইতে ২৯ শ্লোক তুরঙ্গ, ৩০ হইতে ৩৩ শ্লোক গুণরতি ও ৩৪ হইতে ৩৮ শ্লোক মাতঙ্গখেলিত-নামক বিরুদছন্দে রচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগোপালচম্পূর সর্ব্বশেষ পূরণেও (উত্তরচম্পূ, ৩৭শ পূরণ, ১৪৮—১৫৪ শ্লোক) শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বিরুদছন্দে শ্রীশ্রীগোপালদেবের স্তব করিয়াছেন।

উপসংহার :—

সুরারি-হতি-শংসনঃ প্রথিত-কংসবিধ্বংসনঃ
সুধীভবহতৌ বিধির্বিবিধ-কীর্ত্তিভাসাং নিধিঃ।

বিধি-প্রভৃতিবাঞ্ছিতং চরণলাঞ্ছিতং যস্য তদ্
ব্রজস্য নিজবংশজঃ স্ফুরতু নঃ স বংশ-প্রিয়ঃ ॥

যিনি অসুর-বিনাশের দ্বারা জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, যিনি মহাসুর কংসকে ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি সুধী ভক্তগণের সংসার নাশ করিয়া পরমমঙ্গল দান করিয়াছেন, যিনি বিবিধ কীর্ত্তিরূপ প্রভার আকর, যাঁহার শ্রীব্রজস্থ শ্রীচরণস্পৃষ্ট রজঃ শ্রীব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বাঞ্ছা করেন, যিনি ব্রজে গোপ-বংশজ এবং পুরে যদুবংশজ বলিয়া অভিমান করেন, সেই বংশ-প্রিয় (বা বংশীপ্রিয়) শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতশেষ—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু-কৃত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে তাহাতে অবর্ণিত কাব্যা-লঙ্কার-গুণ-দোষরীতি প্রভৃতি বিষয় বিশ্বনাথ-কবিরাজ-কৃত 'সাহিত্যদর্পণ'-নামক অলঙ্কার-গ্রন্থানুসারে এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণের তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ অনুপযোগী বলিয়া এই গ্রন্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে, অন্যত্র উক্তগ্রন্থের প্রক্রিয়াক্রমই যথাযথ অবলম্বন করিয়া ভক্তিপক্ষে উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন,—

রাধাকৃষ্ণপদাশ্রয়িরূপশ্রীঃ শশ্বদ্ভুতা স্ফুরতি।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্যস্যাঃ প্রসরন্ জগন্তি পুষ্ণাতি ॥ ১ ॥
উজ্জ্বলনীলমণিঃ সোপ্যুদগাত্তস্মাদ্ রসামৃতাম্বুধিতঃ।
ক্ষীরাম্বুধিতঃ প্রকটাং হরিরুচিমপ্যন্যথা ঘটয়ন্ ॥ ২ ॥
তদমৃতসিন্ধু-বিসৃষ্টং হরয়েঽলঙ্কাররত্নমাকলয়ন্।
সাহিত্যান্বয়ি দর্পণমপি সঙ্কলিতং করিষ্যামি ॥ ৩ ॥
অস্থানে পরিপাতান্ ম্লায়তি সাহিত্যদর্পণঃ সোঽয়ং।
মুরজিতি সমর্প্যমাণঃ স্থানে কান্তিং সদা লভতাম্ ॥ ৪ ॥

সাহিত্যং নিজবর্ণনমবতংসং কর্ত্তুমীহতে স হরিঃ।
তৎকুর্ব্বন্নহমর্পিতমধিহরি দর্পণ-সমর্পণং কুর্য্যাম্ ॥ ৫ ॥
রসভৃতবাক্যং কাব্যং রস আত্মা বাক্যমস্য যদ্দেহঃ।
সর্ব্বং রসমদ্ভুততা ব্যাপ্নোত্যত্র হি চমৎকৃতিঃ সারঃ ॥ ৬ ॥
তস্মাদদ্ভুত একঃ সর্ব্বত্রাত্মা যথা ব্রহ্ম।
এবং শব্দেনার্থেনাদ্ভুততাস্পৃশি কাব্যতা বাক্যে ॥ ৭ ॥
এবং সতি রসমাত্রে বৈশিষ্ট্যাৎ কৃষ্ণভক্তিবিবুধৈঃ।
প্রাকৃতবিষয়া ভগবদ্বিষয়াশ্চাস্মিন্ মতা ভেদাঃ ॥ ৮ ॥
পূর্ব্বে পুরুবীভৎসাঃ স্ফুটমপরে সর্ব্বশর্ম্মদাতারঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যঃ পঞ্চমবেদঃ প্রমাণং হি ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মাশ্রয়ী শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর সেবাসৌন্দর্য্য অদ্ভুত-রূপে প্রকাশিত হইয়া (পৃথিবীতে) প্রসারিত হইয়াছে। শ্রীরূপের সেবা-সম্পত্তি হইতে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া অনন্ত বিশ্বকে (ভক্তিদ্বারা) পোষণ করিতেছে ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে আবার শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি উদ্গত হইয়া ক্ষীর-সমুদ্র হইতে প্রকটিত ভগবান্ শ্রীহরির (ক্ষীরোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণুর) অঙ্গকান্তিকে যেন ম্লান করিতেছেন ॥ ২ ॥

সেই (ভক্তিরস) অমৃতসিন্ধুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অলঙ্কাররত্ন শ্রীহরির (প্রীতির) উদ্দেশে সমাহরণ করিতে গিয়া আমি এই সাহিত্য-সম্বন্ধি দর্পণও সঙ্কলন করিব ॥ ৩ ॥

এই সাহিত্যদর্পণ অস্থানে অর্থাৎ অনধিকারী বা অনীশ্বর ব্যক্তির সমীপে প্রযুক্ত হইলে এই সমস্ত রত্নরাজি ম্লান হইয়া পড়ে ; তজ্জন্য এই সাহিত্যালঙ্কার-পরিপূর্ণ দর্পণগ্রন্থ শ্রীমুরারিতে সমর্পিত হইয়া যথাস্থানে সর্ব্বদা পরম-শোভা লাভ করুক ॥ ৪ ॥

নিজবর্ণনপূর্ণ এই দর্পণসাহিত্যকে শ্রীহরি কর্ণাবতংসরূপে গ্রহণ করিতেও পারেন। আমি এই গ্রন্থকে সেইরূপ ভগবদ্বর্ণন-পরিপূর্ণ করিয়া শ্রীহরির প্রীতির জন্য সমর্পণ করিব ॥ ৫ ॥

রসপূর্ণ বাক্যই কাব্য, রস—কাব্যের আত্মা, যাহা বাক্য, (তাহা) ইহার (কাব্যের) দেহ; অদ্ভূততা সকল রসকেই ব্যাপ্ত করে; কেননা, কাব্যে চমৎকারিতাই—সার ॥ ৬ ॥

অতএব ব্রহ্মের ন্যায় একমাত্র অদ্ভুততা সর্ব্বত্র (সকল রসের) আত্মা; এইরূপে শব্দ ও অর্থের দ্বারা অদ্ভুততাবিশিষ্ট বাক্যই—কাব্যত্ব ॥ ৭ ॥

এইরূপে রসবিষয়ে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকায় শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিজ্ঞজনগণ প্রাকৃত কাব্য ও অপ্রাকৃত কাব্যের মধ্যে ভেদ স্বীকার করেন ॥ ৮ ॥

প্রথমোক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত কাব্য অতীব বীভৎস বা ভীতিপ্রদ, অপর অর্থাৎ অপ্রাকৃত কাব্য সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ। পঞ্চমবেদস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র অমল প্রমাণ-গ্রন্থ ॥ ৯ ॥

'শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ'-গ্রন্থে সাতটি 'প্রকাশ' আছে। ইহার প্রথম প্রকাশে কাব্যস্বরূপনিরূপণ, দ্বিতীয় প্রকাশে বাক্যস্বরূপাদি-নিরূপণ, তৃতীয় প্রকাশে ধ্বনি-নির্ণয়, চতুর্থ প্রকাশে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার-নির্ণয়, পঞ্চম প্রকাশে দোষ-নির্ণয়, ষষ্ঠ প্রকাশে রীতি-নির্ণয় ও সপ্তম প্রকাশে গুণ-নির্ণয় করা হইয়াছে।

শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রকাশে অভিধামূলা ব্যঞ্জনার উদাহরণ-বাক্যে 'যথা শ্রীগোপালচম্পূমনু' এই বাক্য হইতে এই গ্রন্থ যে শ্রীগোপালচম্পূ রচনার-পরে রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারিত হয়। শ্রীগোপালচম্পূ ১৬৪৯ সম্বৎ বা ১৫১৪ শকাব্দে রচিত হয় বলিয়া শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু গ্রন্থোপসংহারে লিখিয়াছেন। অতএব শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ ১৫১৪ শকাব্দের পর রচিত হয়।

শ্রীশ্রীমাধব-মহোৎসব:—এই মহাকাব্যে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীবৃন্দাবন-রাজ্যে অভিষেকের সুবিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধারাণীর অভিষেক মধু (চৈত্র) মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়

বলিয়া অথবা স্বয়ং শ্রীমাধব-(শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় বলিয়া গ্রন্থের 'শ্রীমাধব-মহোৎসব' নামকরণ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে নয়টী উল্লাস বা সর্গ আছে। নয়টী উল্লাসের নাম যথাক্রমে,—(১) উৎসুক-রাধিক, (২) উন্মন্ত্যুরাধিক, (৩) উৎফুল্ল-রাধিক, (৪) উদ্যোত-রাধিক, (৫) উদিত-রাধিক, (৬) উন্নত-রাধিক, (৭) উৎসিক্ত-রাধিক, (৮) উজ্জ্বল-রাধিক ও (৯) উন্মাদ-রাধিক।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর নিকট প্রথম পত্রে শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীমাধব-মহোৎসব'-গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—"শ্রীরসামৃতসিন্ধু **শ্রীমাধব-মহোৎসবো**ত্তরচম্পূ-হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্ত ইতি বর্ষাশ্চেতি সম্প্রতি ন প্রস্থাপিতানি, পশ্চাত্তু দৈবানু-কূল্যেন প্রস্থাপ্যানি।" (শ্রীভঃ রঃ ১৪।১৯)।

অর্থাৎ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমাধবমহোৎসব, উত্তরচম্পূ ও শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের শোধন কিছু অবশিষ্ট আছে ; বর্ষা আগত হওয়ায় সম্প্রতি তাহা প্রেরিত হইল না, পরে দৈবানুকূলাবস্থায় এই গ্রন্থগুলি প্রেরণ করা হইবে।

গ্রন্থারম্ভে প্রথম উল্লাসে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—

জীয়াদ্ বিকীর্ণা কিরণাবলী হরেঃ
শ্রীরাধিকাভাগভিষেক-বারিণা।
আসারিণী যাঽরুচদালি-লোচনৈঃ
সার্দ্ধং ময়ূরৈরিব মেঘসংহতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতয়া প্রসিদ্ধতাং
গতঃ শচীকুক্ষি-সমুদ্র-সম্ভবঃ।
সদ্ভক্তিপীযূষনিধিঃ স্বদীধিতীঃ
স গৌরকান্তির্ব্বিতনোতু মদ্ধৃদি ॥ ২ ॥

অঙ্ঘ্রিযুগ্মমিহ সার-সারসস্পর্দ্ধিমূর্দ্ধনি দধাতু মামকে।
যঃ সনাতনতয়া স্ম বিন্দতে বৃন্দকাবনমমন্দ-মন্দিরম্ ॥ ৩ ॥

যস্য শাসন-বলাৎ কৃতাবিহ
প্রাবৃতং স্বয়মমুষ্য তুষ্যতঃ।
রূপ-নামমহিতস্য মৎপ্রভোঃ
প্রীণতাং করুণয়া হরেঃ প্রিয়াঃ॥ ৪ ॥

প্রশ্রিতোঽয়মনুযাচতে জনস্ত্বং স্বতঃ প্রভু-নিদেশ-ভারতি!
তন্মহামহ-বিভাবি-বৈভবৈরাবিরেধি নবকাব্য-রূপিণী॥ ৫ ॥
পাতু মাং পিতৃতয়া কৃপান্বিত-স্তৎপ্রভুদ্বয়-সহোদর-প্রথঃ।
যো বিভাতি রঘুনাথদাসতাখ্যাতিভির্জগতি সাধুবল্লভঃ॥ ৬ ॥
তন্নিদেশবর-বীর্য্য-সম্পদা সম্মদাৎ প্রববৃতে কৃতাবিহ।
হন্ত! তস্য কৃপয়ৈব সন্ততং যান্তু তোষমপি তে মহাশয়াঃ॥ ৭ ॥
যত্তু পাদ্মমনু সূচিতং বৃহদ্গৌতমীয়মনু মাৎস্যমপ্যনু।
নিশ্চিতং প্রভুবরেণ বর্ণিতং তন্মুদা প্রথয়িতুং মমোদ্যমঃ॥ ৮ ॥

অভিষেকজলধারাসিক্ত শ্রীরাধিকালিঙ্গিতবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিস্তীর্ণ কিরণাবলী জয়যুক্ত হউন। ময়ূরগণসহ মেঘমালা যেরূপ লোকলোচনের তৃপ্তিসাধন করে, তদ্রূপ অভিষেকবারিসিক্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের কিরণাবলীও সখীবৃন্দের নয়নানন্দকর হউক॥ ১ ॥

যিনি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে প্রসিদ্ধ, শ্রীশচীগর্ভ-সিন্ধুতে আবির্ভূত ও শুদ্ধভক্তিরসামৃতের সমুদ্রস্বরূপ, সেই গৌরকান্তি শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে স্বীয় কিরণমালা বিস্তার করুন॥ ২ ॥

যিনি 'শ্রীসনাতন'-নামে সর্ব্বজনবিদিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জে স্বীয় বাসমন্দির লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ যিনি অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনেই বাস করিয়াছিলেন, অন্য কুত্রাপি যান নাই, সেই শ্রীসনাতনপ্রভু তাঁহার সরসিজবিনিন্দিত শ্রীপাদপদ্ম আমার মস্তকে স্থাপন করুন॥ ৩ ॥

যাঁহার আদেশবলেই আমি এই অপ্রাকৃত গ্রন্থলিখনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই পরম সন্তুষ্টচিত্ত, অতিশয় কৃপাময়, সর্ব্বপূজ্য মৎপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর

করুণাই এই গ্রন্থরচনে আমার একমাত্র সম্বল ; অন্য কোন পাণ্ডিত্যবল বা সাধনবলাদি আমার কিছুমাত্র নাই। এই গ্রন্থ শ্রীহরির প্রিয়জনগণের প্রীতি-বিধান করুক ॥ ৪ ॥

হে প্রভুনিদেশ-ভারতি ! এই বিনীত প্রণত জন আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছে যে, কোন প্রকার কষ্টকল্পনা ব্যতিরেকেই আপনি স্বয়ং নব অপ্রাকৃত কাব্যরূপে শ্রীরাধামাধবমহোৎসবোপযোগী গুণরস-ভাবালঙ্কারাদিবৈভব-মণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হউন ॥ ৫ ॥

শ্রীবল্লভ, যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রভুদ্বয়ের অর্থাৎ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সহোদর বলিয়া বিখ্যাত, যিনি শ্রীরাম-দাস্যে সুদৃঢ়-নিষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছেন এবং সাধুজনগণের অতিপ্রিয়, সেই কৃপাময় মৎপিতা শ্রীল বল্লভপ্রভু আমাকে পালন করুন ॥ ৬ ॥

মদ্‌গুরু শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর আদেশবর্য্যরূপ সম্পদের বলে ও প্রেরণায় উৎসাহান্বিত হইয়া এই গ্রন্থ-লিখনে আমি প্রবৃত্ত হইতেছি। অহো ! তাঁহার করুণা-প্রভাবে তদনুগত মহাশয়গণ নিশ্চয় এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিবেন ॥ ৭ ॥

এই গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীগৌতমপুরাণ ও শ্রীমৎস্যপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায় ; অধিকন্তু মৎপ্রভু শ্রীল রূপপ্রভু শ্রীদানকেলি-কৌমুদীতে এই অভিষেক-মহোৎসবের কথা বর্ণন করিয়াছেন। তজ্জন্য এই বিষয়টী আনন্দের সহিত বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিতে আমি উদ্যত হইয়াছি ; কারণ, ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত ব্যাপার নহে ॥ ৮ ॥

এই গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোক যথা,—

উভয়ভুবনভব্যং যঃ সদা মে বিধাতা
নিধিবদপি যদীয়ং পাদপদ্মং নিষেব্যম্।
অকৃপণ-কৃপয়া স্বপ্রেমদঃ সর্ব্বদা য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥

যিনি উভয়ভুবনের অর্থাৎ প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত ধামের একমাত্র পরম-মঙ্গল-বিধাতা, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পরমনিধিবৎ সাদরে সেব্য, যিনি স্বপাদপদ্মে প্রেম-প্রদানকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার ইষ্টদেব, সেই শ্রীরূপপ্রভুকে আমি সতত ভজনা করি।

এই গ্রন্থ-রচনার কাল যথা,—

সপ্তসপ্তমনৌ শাকে জীবো বৃন্দাবনে বসন্।
স্বমনোরথবন্নব্যং কাব্যমেতদপূরয়ৎ ॥

১৪৭৭ শকাব্দে শ্রীজীব (শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু) শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান-পূর্ব্বক নিজ চিত্তবৃত্তির অনুরূপ এই নব কাব্যগ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত অন্য কোন তারিখযুক্ত গ্রন্থে ইহার পূর্ব্বের তারিখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার শ্রীগোপালচম্পূ, উত্তর খণ্ড ১৬৪৯ সম্বৎ বা ১৫১৪ শকে সমাপ্ত হয়। সুতরাং শ্রীমাধব-মহোৎসব ও উত্তর-চম্পূর সমাপ্তির ব্যবধান-কাল ৩৭ বৎসর।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলার সমন্বয়, সুসিদ্ধান্ত ও ভাষ্যস্বরূপ 'শ্রীগোপালচম্পূ'-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহারই অনুক্রমণিকাস্বরূপ এই গ্রন্থ প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলাদি বর্ণন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ভগবৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় সঙ্কল্পের বা কামনার কল্পবৃক্ষস্বরূপ। ইহার নিকটে ভগবৎসম্বন্ধীয় যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে ২৭৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা, ৩১৫ শ্লোকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিত্যলীলা, ১৩১ শ্লোকে সর্ব্ব-ঋতুলীলা বা ছয় ঋতুতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা এবং ১০ শ্লোকে ফলনিষ্পত্তি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণ ! কৃষ্ণচৈতন্য ! সসনাতনরূপক !
গোপাল ! রঘুনাথাপ্ত ! ব্রজবল্লভ ! পাহি মাম্ ॥ ১ ॥
নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ ।
অনাদিজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব যঃ ॥ ২ ॥
নবীননীরদশ্যামং তং রাজীববিলোচনম্ ।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্ ॥ ৩ ॥

হে কৃষ্ণ ! হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! হে শ্রীরূপ ! হে শ্রীসনাতন ! হে শ্রীগোপাল-ভট্টপ্রভো ! হে পরম বান্ধব শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভো ! হে ব্রজজন শ্রীল বল্লভ-প্রভো ! আপনারা সকলে আমাকে সর্ব্বতোভাবে পালন করুন ॥ ১ ॥

যিনি শ্রীনন্দমহারাজের নন্দন বলিয়া প্রসিদ্ধ, ত্রিভুবনের আনন্দবর্দ্ধক এবং নিত্যসিদ্ধ গোপীবৃন্দের পতি, যাঁহার অঙ্গকান্তি নবঘনের ন্যায় শ্যামল, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় কমনীয়, সেই বল্লবীনন্দন বা শ্রীযশোমতীনন্দন গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি ॥ ২-৩ ॥

শ্রীল গোস্বামিপাদ উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

সদ্ভক্তেষ্বতুলং পিতৃব্যযুগলং কৃত্বা মদীয়াং গতিম্ ।
স্বং দাস্যং দিশদস্তি যৎ প্রভুযুগং তন্মে সদাস্তাং গতিঃ ॥
গঙ্গায়াং ককুচঙ্গমুক্ শ্রুতিমদাজ্জাগ্রদ্গতং মাং প্রতি
শ্রীবৃন্দাবিপিনে ত্রয়ীমপি পরাং স্বপ্নান্তবস্থং পুনঃ ।
যঃ শ্রীমান্ মধুমর্দ্দনঃ সুভগতাসদ্রূপতা-বিশ্রুতঃ
সংজ্ঞাবান্ লঘুবংশশংসকতয়া বন্দে চ বন্দে চ তম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণ ! কৃষ্ণচৈতন্য ! সসনাতন-রূপক !
গোপাল ! রঘুনাথাপ্ত ! ব্রজবল্লভ ! পাহি মাম্ ॥
ইতি**সঙ্কল্পকল্পদ্রুম**-নাম-কাব্য-মামকস্পৃহাধাম
শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপপূরমপি পূরয়ত্তৎ ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণার্পিতমেব মম
সর্ব্বমিতি তদিদমপি তথা ভবেদেবম্ ॥

সদ্ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা অতুলনীয়, সেই পিতৃব্যযুগল অর্থাৎ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-নামক যে আমার প্রভুদ্বয় আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া আমার সুপথ নিরূপণ করিয়া দেন, তাঁহারা নিত্যকাল আমার একমাত্র গতি হউন।

শ্রীমধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমরূপবান্ এবং মধুর বংশীধ্বনি করেন বলিয়া 'বংশীধারী' নামে বিখ্যাত, যিনি গঙ্গাতীরপ্রদেশে অবস্থানকালে জাগ্রতাবস্থায় আমাকে প্রেমপ্রদায়িনী শ্রুতি ও শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে ত্রয়ী পরা শ্রুতি প্রদান করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীহরিকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি।

যেরূপ আমার সর্ব্বস্বই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে অর্পিত হইয়াছে, তদ্রূপ আমার বাঞ্ছানুরূপে গ্রথিত এই 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুম'-নামক গ্রন্থ, যাহা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা-পরিপূর্ণ, তাহাও শ্রীশ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের শ্রীচরণে অর্পিত হইল।

শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতার (পঞ্চমাধ্যায়) টীকাঃ—টীকার মঙ্গলাচরণে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণরূপমহিমা মম চিত্তে মহীয়তাম্।
যস্য প্রসাদাদ্ব্যাকর্ত্তুমিচ্ছামি ব্রহ্মসংহিতাম্ ॥
দুর্যোজনাপি যুক্তার্থা সুবিচারাদৃষিস্মৃতিঃ।
বিচারে তু মমাত্র স্যাদৃষীণাং স ঋষির্গতিঃ ॥
যদ্যপ্যধ্যায়শতযুক্ সংহিতা সা তথাপ্যসৌ।
অধ্যায়ঃ সূত্ররূপত্বাত্তস্যাঃ সর্ব্বাঙ্গতাং গতঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যেষু দৃষ্টং যন্মৃষ্টবুদ্ধিভিঃ।
তদেবাত্র পরামৃষ্টং ততো হৃষ্টং মনো মম ॥
যদ্যপ্যস্তী**কৃষ্ণসন্দর্ভে** বিস্তরাদ্বিনিরূপিতম্।
অত্র তৎ পুনরামৃশ্য ব্যাখ্যাতুং স্পৃশ্যতে ময়া ॥

যাঁহার কৃপাবলে আমি এই 'শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা'র ব্যাখ্যা লিখিতে ইচ্ছা

করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপের মহিমা আমার চিত্তে সতত পূজিত হউক। ঋষিগণের রচিত স্মৃতিগ্রন্থ সুবিচারপূর্ণ, আপাতদৃষ্টিতে দুর্যোজনাযুক্ত মনে হইলেও যুক্তার্থসমন্বিত। অতএব সেই ঋষিগণের গ্রন্থবিচারে ঋষিগণেরও পরমপূজ্য শ্রীরূপপ্রভুই আমার একমাত্র গতি। যদিও এই সংহিতা-গ্রন্থটী একশত অধ্যায়যুক্ত, তথাপি এই পঞ্চম-অধ্যায়ই সূত্ররূপে সমগ্র সংহিতার সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদিগ্রন্থে মার্জ্জিতবুদ্ধি বা সুমেধোগণ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত অবগত হন, এই গ্রন্থেও সেই সকল বিষয় দর্শন করিয়া আমার চিত্তে পরমানন্দের সঞ্চার হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এখানে অর্থাৎ এই গ্রন্থে তাহার পুনরালোচনা করিয়া আমি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছি।

Theodor Aufrecht সঙ্কলিত Catalogus Catalogorum-এ (Vol. II. Page 42) শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর ব্রহ্মসংহিতার টীকার নাম 'দিগ্‌দর্শিনী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু টীকার মধ্যে এইরূপ কোন নামের উল্লেখ দেখা যায় না।

উপসংহার :—

"অধ্যায়শতসম্পন্না ভগবদ্‌ব্রহ্মসংহিতা।
কৃষ্ণোপনিষদাং সারৈঃ সঞ্চিতা ব্রহ্মণোদিতা ॥"
যদ্যপি নানাপাঠান্নানার্থান্ স্মরন্তি নানার্থাস্তে।
তদপি চ সৎপথলব্ধা এবাস্মাভিস্ত্বমী প্রমিতাঃ ॥
সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ ॥

এই শ্রীভগবদ্‌ব্রহ্মসংহিতা শত অধ্যায়-সম্পন্না। ইহা শ্রীব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণোপনিষদের সারসমূহ সঞ্চয় করিয়া প্রকাশিত।

যদ্যদি নানা অর্থবিদ্‌গণ এই সংহিতার নানাপ্রকার পাঠ ও অর্থাদির পরিচিন্তন করেন, তথাপি আমরা যে এই সিদ্ধান্তসমূহ সৎপথে লব্ধ হইয়াছি, ইহা সুনিশ্চিত।

সাক্ষাৎ সনাতনতনু শ্রীহরির ন্যায় আরাধ্য শ্রীল সনাতন প্রভু যাঁহার অগ্রজ এবং শ্রীবল্লভ যাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা, সেই শ্রীরূপপ্রভুই জীবের (শ্রীজীবগোস্বামীর) একমাত্র আশ্রয়।

দুর্গমসঙ্গমনী—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্রীজীবগোস্বামিকৃত টীকার নাম দুর্গমসঙ্গমনী। 'সঙ্গমনী' অর্থে সম্প্রাপিকা বা সেতু। দুর্গম বা দুষ্পার ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুকে যে সেতুর সাহায্যে সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই দুর্গম-সঙ্গমনী। দুর্গমসঙ্গমনীর মঙ্গলাচরণ যথা,—

সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ॥

অথ শ্রীমান্ সোঽয়ং গ্রন্থকারঃ সকলভাগবতলোকহিতাভিলাষপরবশতয়া প্রকাশিতৈঃ স্বহৃদয়দিব্যকমলকোষবিলাসিভিঃ শ্রীমদ্ভাগবতরসৈরেব **ভক্তিরসামৃতসিন্ধু**-নামানং গ্রন্থমপূর্ব্বরচনমাচিন্বানস্তদ্বর্ণয়িতব্যস্যৈব চ সর্ব্বোত্তমতাং নিশ্চিন্বানস্তদ্ব্যঞ্জনয়ৈব মঙ্গলমাসঞ্জয়তি এবং সর্ব্ব এব গ্রন্থোঽয়ং মঙ্গলরূপ ইতি চ বিজ্ঞাপয়তি।

যাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল সনাতন প্রভু সনাতনতনু শ্রীহরির ন্যায় পূজ্য, শ্রীবল্লভ যাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সেই শ্রীরূপপ্রভুই জীবসদ্গতি অর্থাৎ শ্রীজীবের একমাত্র আশ্রয়। অনন্তর সেই শ্রীমান্ গ্রন্থকার শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ভাগবত জনগণের অর্থাৎ শুশ্রূষু ভক্তগণের মঙ্গলবিধান করিবার অভিলাষে স্বীয় হৃৎপদ্ম-কোষগত শ্রীমদ্ভাগবতামৃতরসসমুদ্রকে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-নামক গ্রন্থমধ্যে সম্পুটিত করিয়া মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোক রচনাভঙ্গি-দ্বারা এই গ্রন্থের সর্ব্বোত্তমতা ও সর্ব্বমঙ্গলময়ত্বের কথা জানাইয়াছেন।

উপসংহার :—

শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বপূর্ণঃ স চরতি বিপুলে গোকুলে ব্যক্ততত্ত্ব-
মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যবর্য্যঃ স চ পশুপসুতানন্তলক্ষ্মীভিরিষ্টঃ।

শ্রীরাধাবর্গমধ্যে স চ মধুরগুণ-শ্রীধুরাধামধারী-
ত্যস্মিন্ গ্রন্থে রসাব্ধাবভিমতমহিমাধারসারপ্রচারঃ ॥
যদপি চ নাতিবিশুদ্ধা তদপি চ সদ্ভিঃ কদাঽপ্যুরীকার্য্যা ।
দুর্গমসঙ্গমনীয়ং নৌকেবাস্যাম্মৃতাম্ভোধেঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণতত্ত্ব। তিনি বিপুলধাম শ্রীগোকুলে ব্যক্তভাবে মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্র হইয়াও শ্রীনন্দ-যশোদার পুত্ররূপে এবং ব্রজললনাগণের কান্তরূপে সতত বিলাসবান্। তিনি শ্রীরাধিকা ও তৎসখীবৃন্দের মধ্যে অদ্ভুত মধুর গুণ-রূপ-লীলারসময়বিগ্রহরূপে বিরাজমান। এবম্বিধ নিজ অভিমত ইষ্টদেব-মহিমাসমূহ প্রচুরভাবে এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মৎকৃতা এই টীকা অতি বিশুদ্ধা অর্থাৎ ভাষাপারিপাট্যে অতি সুললিতা না হইলেও সাধুজনগণ ইহা অবশ্য অনুশীলন করিবেন। কারণ, ইহা শ্রীরূপবদন-বিনিঃসৃত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-উত্তরণের নৌকাস্বরূপ অর্থাৎ এই টীকা অনুশীলন করিলে সুধীজন অবশ্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিবেন, নতুবা তাহা অতীব দুরধিগম্য।

শ্রীলোচনরোচনী—শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির টীকার নাম 'লোচনরোচনী'। টীকার মঙ্গলাচরণ যথা,—

সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ ॥
হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ জাতে পুরা দুরালোকে।
উজ্জ্বলনীলমণৌ মম লোচনরোচন্যসৌ বিবৃতিঃ ॥

পুরাকালে শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু যখন সুধীজনগণ কর্ত্তৃক আদরের সহিত আলোচিত হইতেছিল না, তখন শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির এই 'লোচনরোচনী'-নাম্নী বিবৃতি মৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল।

উপসংহার :— সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ ॥

অগ্নিপুরাণান্তর্গতা গায়ত্রীব্যাখ্যার বিবৃতি—ইহার মঙ্গলাচরণেও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দুর্গমসঙ্গমনীটীকার মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

অগ্নিপুরাণের ২১৬শ অধ্যায়ের সপ্তদশটী শ্লোক এই গায়ত্রী-ব্যাখ্যায় সম্পুটিত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ইহার প্রথম শ্লোকের বিবৃতিতে 'উক্থ', 'ভর্গ', 'প্রাণ', 'গায়ত্রী', 'সাবিত্রী' প্রভৃতি শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে গায়ত্রীর প্রত্যেক পদের অর্থ সরলভাবে ব্যাখ্যাত আছে।

শ্রীগোপাল-চম্পূ ঃ—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু গদ্য ও পদ্যাত্মক মহাকাব্য শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্বচম্পূতে তেত্রিশটী পূরণ বা পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া কৈশোরলীলা এবং উত্তরচম্পূতে সাঁইত্রিশটী পূরণে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপ্রয়াণ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিবাহনির্ব্বাহ ও শ্রীগোলোক-প্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদয় লীলা বর্ণন করিয়াছেন।*

পূর্ব্বচম্পূর মঙ্গলাচরণ ঃ—

শ্রীকৃষ্ণ ! কৃষ্ণচৈতন্য ! সসনাতনরূপক !
গোপাল ! রঘুনাথাপ্ত ! ব্রজবল্লভ ! পাহি মাম্ ॥

গ্রন্থসূচনা ঃ —

যন্ময়া কৃষ্ণসন্দর্ভে সিদ্ধান্তামৃতমাচিতম্।
তদেব রস্যতে কাব্যকৃতিপ্রজ্ঞারসজ্ঞয়া ॥
সোঽহং কাব্যস্য লক্ষ্যেণ মনো নির্ম্মামি তাদৃশম্।
তন্মহান্তো যদীক্ষেরংস্তদা হেম্নি চিতো মণিঃ ॥
পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী সেয়ং ত্রয়ী ত্রয়ী।
পৃথক্ পৃথগ্ গ্রন্থতুল্যা যথেচ্ছং সদ্ভিরীক্ষ্যতাম্ ॥
শ্রীগোপালগণানাং গোপালানাং প্রমোদায়।
ভবতু সমন্তাদেষা নাম্না **গোপালচম্পূর্যা** ॥

---

* শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বলিয়াছেন,—
"গোপালচম্পূনামে গ্রন্থ মহাশূর। নিত্যলীলা স্থাপন আছে ব্রজরসপূর ॥"

যদ্যপি চিরমন্তর্দ্ধা জাতা শ্রীগোকুলস্থানাম্।
তদপি মহাত্মসু তেষাং ব্যূহসমূহঃ স্ফুরন্ জয়তি ॥

আমি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তামৃত সঞ্চয় করিয়াছি, এই কাব্যগ্রন্থরচনায় প্রবৃত্তা প্রজ্ঞারূপিণী রসনাদ্বারা সেই অমৃতেরই পুনঃ আস্বাদন করিব অর্থাৎ ষট্সন্দর্ভের অন্তর্গত 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' যে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, এই 'শ্রীগোপালচম্পূ'-গ্রন্থে সেই কৃষ্ণতত্ত্বই পুনরায় কাব্যাকারে বর্ণিত হইবে। আমি কাব্যরচনাচ্ছলে আমার মনকে আস্বাদনযোগ্য রসনার ন্যায় নির্ম্মাণ করিতেছি। যদি এই গ্রন্থ কোন সৎকাব্যামোদী সুধী ব্যক্তি অবলোকন করেন, তাহা হইলে যথার্থ ই মণি সুবর্ণখচিত হইল অর্থাৎ এই গোপালচম্পূ-গ্রন্থ সুধীগণের দৃষ্টি-আকর্ষণের যোগ্য। এই গোপালচম্পূর পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই বিভাগ আবার তিন তিন অবয়বে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের তুল্য হইয়াছে। পণ্ডিতগণ যদৃচ্ছাক্রমে এই গ্রন্থ অনুশীলন করুন। শ্রীকৃষ্ণের গণ ও শ্রীনন্দাদি গোপগণের সম্যক্ আনন্দবর্দ্ধনের জন্য এই গোপালচম্পূ-নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত থাকুন। যদিও শ্রীগোকুলের শ্রীনন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বহুকাল পূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তথাপি মহাজনগণের (ভক্তিবিলোচনের) সম্মুখে শ্রীরূপ-সনাতনাদি ব্রজবাসিগণ নিত্যকালই প্রকটিত থাকিয়া জয়যুক্ত হন ; সুতরাং তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্বচম্পূর ৩৩টী পূরণে যে-সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল,—

প্রথম পূরণে—গোলকরূপনিরূপণ ; দ্বিতীয়ে—শ্রীগোলোকবিলাস-বিকাসন ; তৃতীয়ে—শ্রীকৃষ্ণজন্ম, শ্রীমধুকণ্ঠ ও শ্রীস্নিগ্ধকণ্ঠের সংলাপারম্ভ ; চতুর্থে—শ্রীমন্নন্দ-নন্দনপর্ব্ব বা শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব ; পঞ্চমে—পূতনাবধলীলা ; ষষ্ঠে—শকটভঞ্জনাদি বিবিত্র বাল্যলীলা ; সপ্তমে—তৃণাবর্ত্তবধ ও মৃত্তক্ষণাদি লীলা ; অষ্টমে—জননী-কর্ত্তৃক দামবন্ধন ও যমলার্জ্জুন-মোচন-লীলা ; নবমে—গোপগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ ; দশমে—শ্রীব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ

বাল্যলীলা ও বৎসাসুর-বধ ; একাদশে—অঘাসুর-বধ ও ব্রহ্ম-বিমোহন-লীলা ; দ্বাদশে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সহচরগণের সহিত গো-চারণ-প্রচার ; ত্রয়োদশে —শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-দমন এবং দাবানল-নির্ব্বাপণ। ১ম হইতে ১৩শ পূরণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-বিলাস বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ পূরণে—শ্রীকৃষ্ণের গর্দ্দভাসুর-বধ ; পঞ্চদশে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বানুরাগ-লীলা ; ষোড়শে—প্রলম্বাসুর-বধ ও দাবানলসম্বর্ত্ত-নিবর্ত্তন-লীলা ; সপ্তদশে—বংশীশিক্ষাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীভিক্ষা ; অষ্টাদশে—ইন্দ্র-যজ্ঞভঙ্গ ও গো-গণসহ শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজের পূজন ; ঊনবিংশে—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব স্তম্ভন এবং গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের গবেন্দ্রপদপ্রাপ্তি ; বিংশে—শ্রীমন্নন্দমহারাজের বরুণলোকে গমন ও শ্রীগোলক-দর্শন ; একবিংশে—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রজগোপীগণের বস্ত্রহরণ ও আকর্ষণ-লীলা ; দ্বাবিংশে—যজ্ঞপত্নীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা ; ত্রয়োবিংশে—শ্রীরাসলীলারম্ভ, প্রথমসঙ্গজনিত বাকোবাক্যও সঙ্গীতাদি বর্ণন ; চতুর্বিংশে—শ্রীরাসলীলাক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান এবং শ্রীরাধিকার সৌভাগ্য-বর্ণন ; পঞ্চবিংশে—গোপীগণের বিপ্রলম্ভ-স্তম্ভন ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি ; ষড়্বিংশে—শ্রীরাস-বিলাসের বিস্তার ; সপ্তবিংশে—জলকেলি, বনভ্রমণ ও শ্রীরাসলীলা-সমাপ্তি ; অষ্টাবিংশে—শ্রীকৃষ্ণের অম্বিকাবনে গমন ও বিদ্যাধর-শাপমোচন ; ঊনত্রিংশে—শ্রীকৃষ্ণের নির্জ্জনে কৌতুককেলি-বর্ণন ; ত্রিংশে—শঙ্খচূড়বধ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের নির্লজ্জ হোরিকাক্রীড়ন (বসন্তোৎসব) ; একত্রিংশে—বৃষাসুর-বধ, কুণ্ডদ্বয়-প্রকাশ ও শ্রীকৃষ্ণের দশমবর্ষীয় নানা-বিচিত্র-লীলা ; দ্বাত্রিংশে—শ্রীকৃষ্ণের কেশিদৈত্য-বধ ; ত্রয়স্ত্রিংশ পূরণে—শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তগণের সর্ব্বমনোরথ-পূরণ।

১৪শ হইতে ৩৩শ পূরণে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-বিলাস বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বচম্পূর উপসংহার :—

সম্বৎপঞ্চকবেদষোড়শযুতং শাকং দশেষ্বেকভাগ্-
জাতং যর্হি তদাখিলং বিলিখিতা গোপালচম্পূরিয়ম্।

বৃন্দাকাননমাশ্রিতেন লঘুনা **জীবেন** কেনাপি তদ্-
বৃন্দাকাননমেব সম্ভৃতিকলাং ধত্তাং সমন্তাদিহ ॥
প্রায়ঃ সর্ব্বা হরের্লীলাঃ ক্রমশঃ সূচিতা ময়া।
যথাস্বং লব্ধরুচিভিরুপাস্যন্তাং মহাত্মভিঃ ॥

১৬৪৫ সম্বৎ বা ১৫১০ শকাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া একজন অতি ক্ষুদ্র জীবকর্তৃক (দৈন্যোক্তি) এই সমগ্র গোপালচম্পূ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করুক।

এই গ্রন্থে আমি প্রায় শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রকার লীলাই বর্ণনা করিয়াছি। মহাজনগণ স্ব স্ব রুচি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার লীলার উপাসনা করুন।

শ্রীগোপালচম্পূর উত্তরচম্পূর মঙ্গলাচরণ—

শ্রীকৃষ্ণ! কৃষ্ণচৈতন্য! সসনাতনরূপক!
গোপাল! রঘুনাথাপ্ত! ব্রজবল্লভ! পাহি মাম্ ॥
সম্পূর্ণাসীদাশু গোপালচম্পূ-
রেষাং যস্মাদাশয়াদেব পূর্ব্বা।
এষা তস্মাদুত্তরাপ্যুত্তরা স্যা-
দেবং তং কমন্যং ভজেম ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! হে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন! হে শ্রীশ্রীগোপাল-রঘুনাথ! হে শ্রীবল্লভ! আপনারা সকলে শ্রীব্রজে আমাকে সর্ব্বকাল পরিপালন করুন।

যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্বচম্পূ শীঘ্র সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই প্রারব্ধ উত্তরচম্পূ-রচনাও যাঁহার কৃপাবলেই সমাপ্ত হইবে, সেই অতীব অদ্ভুত প্রভাবযুক্ত মদভীষ্টদেব ব্যতীত আমরা আর কাহার ভজনা করিব?

শ্রীগোপালচম্পূর উত্তরচম্পূর ৩৭টী পূরণে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল,—

প্রথম পূরণে—শ্রীব্রজবাসীদিগের অনুরাগসাগরবিস্তার বর্ণন; দ্বিতীয়ে—

শ্রীঅক্রূরের ক্রূরতাবিজ্ঞাপনমুখে শ্রীগোপীগণের বিলাপবর্ণন ; তৃতীয়ে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমথুরাপ্রস্থান ; চতুর্থে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমথুরাপুরপ্রবেশ ; পঞ্চমে—হস্তিমল্লাদির সহিত কংসবধকথা ; ষষ্ঠে—শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীব্রজে শ্রীনন্দ মহারাজের প্রেরণ ; সপ্তমে—শ্রীনন্দমহারাজের শ্রীব্রজ-প্রবেশ ; অষ্টমে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চতুঃষষ্টিবিদ্যাধ্যয়ন-সমাপন ; নবমে—শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণের যমালয় হইতে গুরুপুত্রানয়ন ; দশমে—শ্রীশ্রীউদ্ধবের ব্রজগমন-সংবাদ ; একাদশে—দূতভ্রমে ভ্রমরসম্ভ্রম-নামক শ্রীরাধিকার বিচিত্র ভাব-প্রকাশ ; দ্বাদশে—শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীব্রজের বার্ত্তা-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি-বর্ণন ।

১ম পূরণ হইতে ১২শ পূরণে শ্রীউদ্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীব্রজের আনন্দবর্দ্ধন-নামক প্রথমবিলাস সম্পূর্ণ হইয়াছে ।

দ্বিতীয় বিলাসে ১৩শ পূরণ হইতে একবিংশতি পূরণ পর্য্যন্ত ৯টী পূরণ আছে ।

ত্রয়োদশ পূরণে—জরাসন্ধবন্ধন ; চতুর্দ্দশে—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কালযাপন ও জরাসন্ধের জয়-বিবরণ ; পঞ্চদশে—শ্রীবলরামের বিবাহবর্ণন ; ষোড়শে—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরুক্মিণীপাণিগ্রহণ ; সপ্তদশে—সত্যভামাদি সপ্ত কন্যার বিবাহবর্ণন ; অষ্টাদশে—শ্রীকৃষ্ণের নরকবধ, পারিজাতহরণ ও ষোড়শ সহস্র কন্যা-বিবাহ ; ঊনবিংশে—শ্রীকৃষ্ণের মহাদেববিজয় ও বাণাসুর-যুদ্ধকথা ; বিংশে—শ্রীবলদেবের শ্রীব্রজে গমন ; একবিংশে—পৌণ্ড্রকাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীবলদেবের পুনরায় দ্বারকায় আগমন । একবিংশ পূরণে শ্রীবল-দেবের আগমনে আনন্দপরিপূর্ণ গোষ্ঠপ্রকাশ-নামক দ্বিতীয়বিলাস সমাপ্ত হইয়াছে ।

উত্তরচম্পূর শেষবিলাসে দ্বাবিংশ পূরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তত্রিংশ পূরণ পর্য্যন্ত ষোড়শটী পূরণ আছে ।

দ্বাবিংশ পূরণে—শ্রীবলরাম-কর্ত্তৃক দ্বিবিদদানব-বধ ; ত্রয়োবিংশে—শ্রীনন্দ-মহারাজ সহ ব্রজবাসিদিগের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা ; চতুর্বিংশে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনানন্তর ব্রজবাসিগণের পুনরায় শ্রীব্রজে আগমন ; পঞ্চবিংশে—শ্রীউদ্ধবের

মন্ত্রণা ; ষড়্বিংশে—জরাসন্ধকর্ত্তৃক বদ্ধ রাজবৃন্দের মোচন ; সপ্তবিংশে—রাজসূয়-যজ্ঞ ও শিশুপাল-বধ ; অষ্টাবিংশে—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সাল্ববধ ; ঊনবিংশে—ভাবি-কথার প্রমাণবিস্তার ; ত্রিংশে—দন্তবক্রবধ ও শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় ব্রজাগমন ; এক-ত্রিংশে—শ্রীপৌর্ণমাসী প্রভৃতি কর্ত্তৃক শ্রীরাধিকাদি গোপীবৃন্দের বাধা-সমাধান ; দ্বাত্রিংশে—বাধাসমাধানানন্তর বিবাহারম্ভ ; ত্রয়স্ত্রিংশে—শ্রীশ্রীরাধামাধবের অধি-বাস মহোৎসব ; চতুস্ত্রিংশে—শ্রীশ্রীরাধামাধবের নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান ; পঞ্চ-ত্রিংশে—শ্রীগোষ্ঠমধ্যে সহর্ষে শ্রীশ্রীরাধামাধবের শুভবিবাহোৎসব ; ষট্ত্রিংশে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা প্রভৃতির পরস্পর মিলনরূপ দিব্যমঙ্গলানুষ্ঠান ; সপ্তত্রিংশে—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বসুখপূর্ণ শ্রীগোলোকপ্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণাগমনে আনন্দপূর্ণ শ্রীব্রজবর্ণন-প্রসঙ্গে এই তৃতীয় বিলাস সমাপ্ত হইয়াছে।

উপসংহার—

প্রাগারব্ধমভূত্তদেতদমলং চম্পূদ্বয়ং যৎকৃতে
তচ্চেদং হৃদি শুদ্ধমাবিরভবল্লোকদ্বয়স্যামৃতম্।
রাধাকৃষ্ণপরস্পরব্যতিকরানন্দাত্মনা যেন তে
যাতা দিব্যগতিং বয়ং সুখময়ং সর্ব্বোর্দ্ধমধ্যাস্মহে॥
শ্রীমদ্বৃন্দাবনেন্দোর্মধুপ-খগ-মৃগাঃ শ্রেণিলোকা দ্বিজাতা
দাসা লাল্যাঃ সুরভ্যঃ সহচরহলভৃত্তাতমাত্রাদিবর্গাঃ।
প্রেয়স্যস্তাসু রাধাপ্রমুখবরদৃশশ্চেতিবৃন্দং যথোর্দ্ধং
তদ্রূপালোকধৃষ্ণক্প্রমদমনুদিনং হন্ত! পশ্যাম কর্হি॥
শ্রীকৃষ্ণ! কৃষ্ণচৈতন্য! সসনাতনরূপক!
গোপাল! রঘুনাথাপ্ত! ব্রজবল্লভ! পাহি মাম্॥

প্রাগারব্ধ পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ এই গ্রন্থদ্বয়-রচনাকালে শ্রীশ্রীরাধামাধব-লীলাকথাবর্ণন-প্রসঙ্গে হৃদয়ে ইহ ও পর এই উভয়লোকে আস্বাদ্য এক অপূর্ব্ব অমৃতরস আবির্ভূত হইয়াছে ; তদ্দ্বারাই আমরা গ্রন্থরচনের ফলস্বরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ ও সর্ব্বোর্দ্ধ দিব্যগতি লাভ করিব।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ভ্রমর, পক্ষী, মৃগাদি প্রাণিগণ ; কৃষিকার্য্যাদির অনুষ্ঠাতা লোকসমূহ ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি ; রক্তক-পত্রকাদি দাসগণ ; সুরভী প্রভৃতি লাল্য বা পাল্য সেবকগণ ; শ্রীদামাদি সহচরগণ ; শ্রীবলদেব, শ্রীনন্দ-যশোদাদি জনক-জননী ; চন্দ্রাবলী প্রভৃতি প্রেয়সীগণ, তন্মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তমা শ্রীরাধিকা ও ললিতাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ব্রজসুন্দরীগণের দর্শনের উৎকণ্ঠা আমার কবে অনুদিন বলবতী হইবে ? হায় ! কবে আমি তাঁহাদের দর্শন পাইব ? (পরবর্ত্তী শ্লোকের অনুবাদ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।)

রসিকজনসুখার্থং সাধয়ামাস শশ্বৎ
ক্রমমনু রসপূর্ত্তিং স্বদবৎ কৃষ্ণচন্দ্রঃ।
ক্রমমনুরসয়ন্ যঃ পূর্ত্তিমাপ্নোতি পূর্ত্ত্যাং
সফলমিহ পরং স্যাত্তত্ বৈদগ্ধ্যমস্য ॥ ১ ॥
"প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপঞ্চজনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতং প্রভো ! ॥" ২ ॥
—(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩৭)।

কাচিৎ কাচিদিতি প্রোচ্য প্রগুপ্তাঃ শ্রীশুকেন যাঃ।
নাম্না তাসাং রহঃকেলিং ব্যজ্য প্রেজতি মন্মনঃ ॥ ৩ ॥
ময়া স্বীয়ে কাব্যে নিখিলরসযোগং জ্ঞপয়তা
কৃতং ধার্ষ্ট্যং কষ্টং বত ! হরিরমা-হ্রীকৃদসকৃৎ।
বিধাতব্যং ধীরৈর্যদি দৃশি তদা তত্ন গিরী-
ত্যমুং চাটুং ভীতঃ প্রকটয়তি সোঽয়ং কবিজনঃ ॥ ৪ ॥

অথবা :—

ময়া যন্মৎকাব্যং সরসমিদমিত্থং জ্ঞপয়তা
কৃতং ধার্ষ্ট্যং কষ্টং বত ! কুলবধূ-হ্রীকৃদসকৃৎ।
তদস্পৃষ্টাস্তাঃ স্যুর্যদতিকবিধীশ্রীবৃতিবৃতা
জগচ্চিন্তাদ্দূরে রহসি হরিসেবাং বিদধতি ॥ ৫ ॥

যেরূপ পাচক মধুরাদি ষড়্‌রসযুক্ত বস্তু প্রস্তুত করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রসিক ভক্তজনগণের সুখবিধানার্থ নিরন্তর যথানুক্রমে রসপূর্ত্তিসাধন করিয়া থাকেন। রসিক বিজ্ঞজন যদি ক্রমবিপর্য্যয় না করিয়া এই গ্রন্থস্থ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরস আস্বাদন করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্য তৃপ্তি লাভ করিবেন এবং এই গ্রন্থ-রচনাও সফল হইবে। ক্রমানুসারে রস আস্বাদনই রসজ্ঞ আস্বাদকের আস্বাদননৈপুণ্যের পরিচায়ক ॥ ১ ॥

হে বিভো কৃষ্ণচন্দ্র! আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও শরণাগত ভক্তগণের আনন্দরাশিবর্দ্ধন-কল্পে প্রাপঞ্চিকলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

শ্রীশুকদেব (শ্রীমদ্ভাগবতে) 'কোন কোন রমণী' এই কথা বলিয়া যাঁহাদিগকে অত্যন্ত গোপন করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজললনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোপনীয় লীলাবিলাসকথা প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয় নিরতিশয় কম্পিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

আমার রচিত কাব্যে সমস্ত রসের সদ্ভাব আছে, ইহা জ্ঞাপন করিয়া আমি ধৃষ্টতা করিয়াছি। হায়! এই ধৃষ্টতা শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রেয়সীগণের লজ্জাস্কর হইয়াছে। তবে ধীর পণ্ডিতগণ যদি এই কাব্য দর্শন মাত্র করেন, তাহা হইলে 'কবি নিজেই ভীত হইয়া চাটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন' এই বিবেচনায় পাঠ করিতে নিশ্চয় অস্বীকার করিবেন ॥ ৪ ॥

অথবা 'আমার রচিত কাব্যে সমস্ত প্রকার রসের সদ্ভাব আছে, ইহা প্রকাশ করিয়া ধৃষ্টতা করিয়াছি' এইরূপ উক্তি-শ্রবণ অপ্রাকৃত রসজ্ঞগণের পক্ষে কষ্টকর হয়। কারণ, প্রাকৃত কুলবধূদিগেরই এইরূপ শ্রবণে লজ্জা হয়; কিন্তু অপ্রাকৃত কুলবধূগণকে লজ্জা স্পর্শও করিতে পারে না। মহাজনগণ জগতের সমস্ত প্রকার চিন্তাস্রোতের বহুদূরে অবস্থান করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন জন্য তাঁহাদের নিকট ইহা ধৃষ্টতা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না অর্থাৎ এইরূপ বর্ণনাতে কোনপ্রকার দোষ হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

উত্তরচম্পূর রচনার কাল—

পবনকলামিতি সম্বদ্বিন্দন্ বৃন্দাবনান্তঃস্থঃ।

জীবঃ কশ্চন চম্পূং সম্পূর্ণাঙ্গীচকার বৈশাখে॥

অথবা—

বিন্ধ্যা-শরেন্দুশাকমিতিপ্রথমচরণঃ প্রচারণীয়ঃ॥

১৬৪৯ সম্বৎ অথবা প্রথমচরণের পরিবর্ত্তে শেষ চরণের অর্থানুসারে ১৫১৯ শকাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া 'জীব'-নামক কোন ব্যক্তি (দৈন্যোক্তি) এই চম্পূ সমাপ্ত করিয়াছে।

Catalogus Catalogorumএ (Vol. I. P. 208 & Vol. II. P. 32) ব্রজরাজের পুত্র জীবরাজ নামক এক ব্যক্তির 'গোপালচম্পূ'-নামক গ্রন্থের (তৎকৃতা 'রসবতী'-নাম্নী টীকার সহিত) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Sanskrit. Mss. পুস্তকে Vol. I, P.41-42) জীবরাজ-কৃত গোপালচম্পূর বিবরণ আছে।

ষট্সন্দর্ভ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণানুচর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভাপূজিত শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অনুশাসন-অনুসারে শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ' রচনা করেন। ইহার নামান্তর 'ষট্সন্দর্ভ'। তাহা যথাক্রমে এই—(১) তত্ত্বসন্দর্ভ, (২) ভগবৎ-সন্দর্ভ, (৩) পরমাত্ম-সন্দর্ভ, (৪) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, (৫) শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ও (৬) শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ। 'তত্ত্ব', 'ভগবৎ', 'পরমাত্ম' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' এই

---

* সন্দর্ভ—"গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥"

চারিটী সন্দর্ভে সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব, 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' অভিধেয়-তত্ত্ব ও 'শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে' প্রয়োজন-তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু কাশীতে ও শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু প্রয়াগে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত যে-সকল সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা, বহু ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সংগৃহীত শ্রীগৌরমুখোদ্গীর্ণ সেই সকল সিদ্ধান্ত ও বিচার দাক্ষিণাত্যের কাবেরীতট-নিবাসী শ্রীব্যেঙ্কটেশ ভট্টের পুত্র শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট অধ্যয়ন-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। তাহারই সার পুনরায় সংগ্রহ করিয়া শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের সন্তোষের জন্য এক কারিকাগ্রন্থ রচনা করেন। সেই কারিকা-গ্রন্থকেই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তত্ত্বসন্দর্ভ—ইহাই প্রথম সন্দর্ভ। শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" (শ্রীভাঃ ১।২।১১)—এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় অবলম্বনে সম্বন্ধ-তত্ত্বাত্মক প্রথম সন্দর্ভ-চতুষ্টয় রচিত হইয়াছে। তত্ত্বসন্দর্ভের প্রথম শ্লোকে ইষ্টবস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ বিহিত হইয়াছে।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।"

—শ্রী ভাঃ ১১।৫।৩২।

যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়কে সতত জিহ্বাগ্রে ধারণ করেন অথবা যিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদি-বর্ণনরত, যাঁহার অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ, অঙ্গ—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত, উপাঙ্গ—শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি, অস্ত্র—অবিদ্যা-নাশক শ্রীহরিনাম ও পার্ষদ—শ্রীগদাধর, গোবিন্দ প্রভৃতির সহিত যিনি সতত বর্ত্তমান, সুমেধা ভক্তগণ শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চন করেন।

ইহার দ্বিতীয় শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকেরই বিশেষ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। যথা,—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

যাঁহার অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ এবং বাহিরে গৌরবর্ণ অর্থাৎ যিনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও গৌররূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি স্বীয় অঙ্গ উপাঙ্গাদির বৈভব জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের শরণাগত হইতেছি।

ইহার তৃতীয় শ্লোকস্থ আশীর্নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ যথা,—

জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীল-রূপ-সনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাম্॥

যাঁহারা সপরিকর শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানাইবার জন্য আমাকে এই পুস্তিকা লিখিতে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, সেই শ্রীমথুরামণ্ডলবাসী শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের জয় হউক।

"শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়"—ভাগবত-পরম্পরার মূল কারণ

ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে গ্রন্থের শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-অনুসরণের বিষয় লিখিত হইয়াছে, এই বিষয়টি অন্য ৫টী সন্দর্ভের প্রথমেও লক্ষিত হয়। তাহা এই,—

কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্ গ্রন্থং লিখিতাদ্ বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ॥

তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি **জীবকঃ**॥

বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি * প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবত্তত্ত্ববিষয়ক যে সকল

---

* শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু কৃত সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণববন্দনায় 'শ্রীমন্মাধ্বিক-সম্প্রদায়গণনং শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিপ্রদম্'—এই বাক্যেও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে স্ব-সম্প্রদায়াচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া 'শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন' নামক মদীয় জ্যেষ্ঠ তাতদ্বয়ের বান্ধব—দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীগোপালভট্ট একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহাতে কোন স্থানে ক্রমানুসারে, কোন স্থানে ক্রমভঙ্গে বা বিচ্ছিন্নভাবে যাহা লিখিত ছিল, সম্প্রতি এই ক্ষুদ্র জীব-কর্ত্তৃক (দৈন্যোক্তি) উক্ত ভট্টপাদের ঐ পূর্ব্বলিখিত বিষয়সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমানুসারে লিখিত হইতেছে।

"প্রচুর-প্রচারিত-বৈষ্ণবমতবিশেষাণাং দক্ষিণাদিদেশবিখ্যাতশিষ্যোপশিষ্যভূত-বিজয়ধ্বজব্রহ্মণ্যতীর্থব্যাসতীর্থাদিবেদবেদার্থবিদ্বদ্বরাণাং শ্রীমধ্বাচার্য্য-চরণানাং ভাগবততাৎপর্য্যভারততাৎপর্য্যব্রহ্মসূত্রভাষ্যাদিভ্যঃ সংগৃহীতানি।"—তত্ত্বসন্দর্ভ, বহরমপুর সংস্করণ—২৮ অনুচ্ছেদ—৬৯-৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-পাত্ররাজ-প্রবর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ, কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরহরির 'অনর্পিতচরি' প্রেমসম্পত্তি দানের অধিকারী বর্ণন প্রসঙ্গে সমগ্র "(শ্রী) ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়"-সম্প্রদায়ের মূল মেরুদণ্ড স্বরূপ এই **ষট্‌সন্দর্ভ** সিদ্ধান্তরত্নমণি গ্রন্থ জগতকে দান করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সমূহে সমগ্র ভগবত্তত্ত্বের ও বিভিন্ন আচার্য্যগণের মতামত বিশদ্‌রূপে বিশ্লেষণ করিয়া যে যে স্থানে পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহা করিয়াছেন এবং স্বসম্প্রদায় সেবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা তাহা গ্রহণও করিয়াছেন। **"অচিন্ত্যভেদা-ভেদ সিদ্ধান্ত"** সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল মধ্বপাদকেই স্বসম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য স্থানে মর্য্যাদা দিয়াছেন। কেন না তাঁহার নয়টি প্রমেয়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেওয়া নয়টি প্রমেয়ের সিদ্ধান্ত প্রায় সম্পূর্ণই মিল আছে। বিশেষতঃ শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। তাহা স্থানান্তরে এই প্রবন্ধেই (৪৩২-৩৪ পৃঃ) উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতেই "ভাগবত-সম্প্রদায় পরম্পরা" পূর্ব্ব মহাজনগণ স্বীকার করিয়াছেন। "অচিন্ত্যভেদাভেদ"বাদই হইল গৌড়ীয়গণের সিদ্ধান্তের মূল মেরুদণ্ড। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ কালে, নিজ গুরু বা স্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যের নাম

উল্লেখই সাধারণ শাস্ত্রবিধি দেখা যায়। শ্রীল শ্রীজীবপাদ ষট্‌সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণেই শ্রীশ্রীল মধ্বাচার্য্যপাদের বন্দনাত্মক উল্লেখ করিয়াছেন।

নব্য যুগের অর্ব্বাচীন শিক্ষিতাভিমানিগণের মধ্যে এক প্রকার অতিবড়ী লোক এই সম্প্রদায়-পরম্পরা অস্বীকার করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় (বসুমতী), শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার দে মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় ('চিন্ময়-বঙ্গ' গ্রন্থে) তাঁহাদের গ্রন্থে গৌড়ীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব হইতে গৌড়ীয়গণকে পৃথক্ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই মত শ্রৌত পরম্পরায় স্বীকার্য্য নহে। শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কোন একটা অংশ তাঁহারা আলোচনা করিতে গিয়া অন্যায় বিচার দ্বারা ভ্রম পথ দেখাইতে ইচ্ছা করিবার পূর্ব্বে, নিজেদের অধিকার ও শ্রৌত-পরম্পরায়-শিক্ষা দীক্ষার সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত ছিল। কেবল-মাত্র বই বা গ্রন্থ-পড়িয়া একটি মহান্ সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত প্রচারের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। যাঁহারা এইরূপ অপচেষ্টা করিয়া নিজদিগকে সম্প্রদায়ের বিচারক মনে করেন ; সম্প্রদায়ের নিয়মানুযায়ী শ্রৌত পরম্পরায় শ্রীগুরুদেব হইতে শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত ভজনশীল অতি দীনহীন বৈষ্ণব-সেবকগণ তাঁহাদের ঐরূপ ব্যভিচারের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করেন বা তাহা হইতে উদাসীন থাকেন। কেবলমাত্র শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপা বলেই পারমার্থিক সিদ্ধান্তসমূহ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিলাভ করে—অন্য কোন উপায়েই তাহা সম্ভব নহে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রবন্ধের ৬৪ পৃষ্ঠা হইতে ৭১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। নূতন মতের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ এক্ষণে এই জগতে সুদুর্ল্লভ বলিলেই চলে। বদ্ধজীব যাঁহারা নিজদিগকে প্রবর্ত্তক মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। শ্রীভগবৎ পরিকর ও স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ই মতের প্রবর্ত্তক ; অন্যে নহে।

এই সন্দর্ভের ষষ্ঠ শ্লোকে অধিকার-নির্ণয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে ;—

যঃ শ্রীকৃষ্ণপদাম্ভোজ-ভজনৈকাভিলাষবান্।
তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ॥

যিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ভজন করিতে ইচ্ছুক, তিনিই এই গ্রন্থ দেখিবেন, অন্যের দর্শন-সম্বন্ধে শপথ থাকিল।

সপ্তম শ্লোকে মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুবর্গকে প্রণামপূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ-সূচনা প্রকাশিত হইয়াছে—

অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন্ গুরূন্ ভাগবতার্থদান্।
শ্রীভাগবতসন্দর্ভং সন্দর্ভং বশ্মি লেখিতুম্॥

অনন্তর মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরু এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থোপদেষ্টা গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ' নামক সন্দর্ভগ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা করিতেছি।

অষ্টম শ্লোকে শ্রোতৃবর্গের অনুরাগ-উৎপাদনের জন্য আশীর্ব্বাদমুখে সংক্ষেপে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের কথা উক্ত হইয়াছে,—

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্॥

যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম'-নামে অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়ানিয়ন্তা পুরুষই নিজ-অংশ—মৎস্যাদি লীলাবতার এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি গুণাবতাররূপ বৈভব প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহার 'নারায়ণ'নামক রূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীচরণসেবী ভক্তগণকে নিজের প্রেম অর্পণ করুন।

শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে নিম্নলিখিত মুখ্য বিষয়-সমূহ বর্ণিত আছে—(১) পরব্যোম ও শ্রীভগবান্, (২) অবতারের কার্য্য, (৩) সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব, (৪) অচিন্ত্য বাস্তব বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানে ও তদ্ভক্তিনিরূপণে বেদপ্রমাণ ব্যতীত প্রত্যক্ষানুমানাদি-লব্ধ প্রাকৃত জ্ঞানের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ও ব্যভিচারিত্ব, (৫) তর্কের অপ্রতিষ্ঠা ও শব্দের প্রামাণিকতা, (৬) বেদ ও পুরাণের আবির্ভাব ও তিরোভাব, (৭) শব্দ-প্রমাণের মধ্যে পুরাণই পঞ্চম বেদস্বরূপ, তাহা আবার তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিকভেদে

ত্রিবিধ, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণই অবলম্বনীয়, তদনুকূল হইলেই অন্যান্য পুরাণের প্রামাণিকত্ব, বেদের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্-ভাগবতই নির্গুণ অমল পুরাণ এবং তাহাই প্রমাণ-শিরোমণি, (৮) শ্রীকৃষ্ণনামের মুখ্য ফল—প্রেম-ভক্তি, (৯) শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের শ্রেষ্ঠতা, (১০) শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয়, (১১) কলিতে শ্রীমদ্ভাগবতেরই প্রাধান্য, (১২) শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা না করার কারণ, (১৩) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-শ্রীশ্রীধরাদি আচার্য্যগণের উপাস্য শ্রীমদ্ভাগবত, (১৪) শ্রীবেদব্যাসের ভগবদ্দর্শন, (১৫) ভক্তির স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্নত্ব, (১৬) জীবের প্রতি শ্রীভগবানের করুণা, (১৭) অদ্বৈতবাদী ভক্তগণের মত, (১৮) একজীব-বাদ-খণ্ডন, (১৯) সাধনভক্তির প্রয়োজনীয়তা, (২০) নির্ব্বিশেষজ্ঞান অপেক্ষা প্রেমের শ্রেষ্ঠতা, (২১) দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য, (২২) আশ্রয়তত্ত্ব, (২৩) আধ্যাত্মিকাদির আশ্রয়তত্ত্ব-নিরাস, (২৪) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য আশ্রয় ইত্যাদি।

প্রত্যেক সন্দর্ভের উপসংহারে এই অংশটি পরিদৃষ্ট হয়,—

"ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীভগবৎ-কৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন- ভাজন - শ্রীরূপ-সনাতনানুশাসনভারতীগর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে 'তত্ত্ব-সন্দর্ভো'নাম প্রথমঃ সন্দর্ভঃ।"

কলিযুগপাবন, নিজভজন-বিতরণই যাঁহার অবতারের প্রয়োজন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণের অনুচর এবং এই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরমপূজ্য শ্রীশ্রীল রূপ-সনাতনের সদুপদেশময় শিক্ষাবাণী যাহার মধ্যে বর্ত্তমান, সেই শ্রীভাগবতসন্দর্ভে 'তত্ত্বসন্দর্ভ'-নামক সন্দর্ভ-গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।*

* এই তত্ত্বসন্দর্ভের শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ পাদের ও শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় শ্রীরাধামোহন গোস্বামির (ভট্টাচার্য্যের) টীকা আছে। এই টীকাদ্বয় অনুবাদ সহ শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী একটি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের আরও সংস্করণ আছে।

শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়

সম্প্রদায় বলিতে অনাদিকাল হইতে আম্নায় পরম্পরায় যে শ্রীগুরুপরম্পরা প্রবাহরূপে চলিতেছে তাহাকেই বুঝায়; 'সম্যক্ প্রদীয়তে অস্মৈ'—এই নিরুক্তি দ্বারা নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবন্মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ হইতে সিদ্ধ ভাগবত-পরম্পরায় শ্রীগুরুদেব দ্বারে শিষ্যগণে প্রবাহিত হইতেছেন। ইহা কাহারও দ্বারা সৃষ্ট আধুনিক কোন 'দল' বা 'গোষ্ঠী' নহে। সম্প্রদায় বিহীন মন্ত্র সিদ্ধ নহে; তাহা নিষ্ফল বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। (সম্প্রদায়-বিহীনাঃ যে মন্ত্রাস্তে বিফলাঃ মতাঃ— ইত্যাদি পদ্মপুরাণ)। কলিযুগে চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় শাস্ত্রসিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানুজ, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়-সম্প্রদায় এই মধ্ব-সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত।*

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে আম্নায় শ্রীগুরুপরম্পরায় শ্রীমধ্ব সম্প্রদায়ের প্রকাশ। শ্রীমধ্বের শিষ্য পরম্পরায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী পাদ। তাঁহার তিনজন প্রসিদ্ধ শিষ্য— শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বগুরু হইয়াও প্রকট বিহারে শ্রীমধ্ব সম্প্রদায়কে স্বীকার করিয়া ঈশ্বরপুরীপাদকে শ্রীগুরুদেবরূপে বরণ করিয়া ঐ আম্নায় পরম্পরা রক্ষা করেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ঊর্দ্ধতন শ্রীগুরু পরম্পরা, শ্রীহরিরাম ব্যাসজীকৃত "গ্রন্থ নবরত্নে"ও তাহার প্রমাণ আছে এবং সেই পরম্পরার সহিত মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব-পরম্পরা একই প্রকার বা অভিন্ন। ইহা দেখিলে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের পূর্ব্বাম্নায় সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। শ্রীধাম বৃন্দাবন-নিবাসী শ্রীহরিরামব্যাসজী শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়েরই শিষ্য ছিলেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—সমস্ত সম্প্রদায়ের মূলতঃ দুইটি প্রধান বিষয়,— **একটি** উপাস্যতত্ত্ব প্রাপ্তির একমাত্র আশ্রয় সদ্‌গুরু পরম্পরা বা শ্রৌত-পরম্পরা বা **আম্নায় পরম্পরায় মন্ত্র প্রাপ্তি; অপর—'ভাষ্য'**-বর্ণিত সিদ্ধান্তানুযায়ী

---

* 'ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-পরম্পরা'—এই গ্রন্থের 'শ্রীসনাতন গোস্বামী' প্রবন্ধ—৬৪পৃঃ হইতে ৭১ পৃঃ ও শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান ১৩০৪—১৩০৬পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপাসনা। শ্রীগুরুদেব-রূপ ঋষিগণের হৃদয়ে শ্রীমন্ত্র প্রকটিত হইলে, তাঁহারা সেই মন্ত্রে উপাসনা করিয়া যখন উপাস্যতত্ত্বের দর্শন পান অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ করেন, তখন সেই মন্ত্র লোক-কল্যাণের জন্য মানব সমাজে দান করেন। 'শ্রীগোপাল তাপনী' উপনিষদ্ যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানিয়াছেন যে, অষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্ররাজ **'শ্রীগোপাল মন্ত্র'** কোন ঋষির প্রবর্ত্তিত নহেন। এই মন্ত্ররাজ প্রকটিত হইয়াছিলেন, **লোক-পিতামহ স্বয়ং শ্রীব্রহ্মার হৃদয়ে**। পরতত্ত্ব স্বয়ং শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে যাঁহার শুভ আবির্ভাব হইয়াছে ; অনেকানেক ঋষিগণ যাঁহার শ্রীচরণকমল ধ্যান করিতেছেন। লোক-পিতামহ এই ব্রহ্মাজীকে সুসভ্য সাধু-বৈষ্ণব-সমাজ **শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাও** বলিয়া আসিতেছেন। জগতে শ্রীভগবৎ প্রবর্ত্তিত বা কীর্ত্তিত বহু শাস্ত্রেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণও আছে। স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণ-রূপে এই লোকপিতামহ শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাজীকে **বেদ উপদেশ** সর্ব্বপ্রথম করেন—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ ও প্রমাণ-সিদ্ধ। শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীব্রহ্মাজী অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্র বা মন্ত্ররাজ নিজধামে বসিয়া (শ্রীগোবিন্দের) ধ্যান করেন। "তদু হোবাচ ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধসন্ত সোঽববুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভূব। ততঃ প্রণতেন ময়ানুকুলেন হৃদা মহ্যমষ্টাদশার্ণং স্বরূপং সৃষ্টায় দত্ত্বান্তর্হিতঃ, পুনঃ সিসৃক্ষা মে প্রাদুরভূৎ।"—শ্রীগোপাল-তাপনী।

এ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৫ম অধ্যায়ে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে।

"বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে।
রত্ন-মণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগৎ মোহন॥

বাম পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখিগণ সঙ্গে ।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥
যাঁর ধ্যান নিজলোকে করে **পদ্মাসন** ।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥”

শ্রীব্রহ্মা সেই মন্ত্র শ্রীনারদ-দেবর্ষিকে বলেন, শ্রীদেবর্ষি নারদজী তাহা শ্রীব্যাস-দেবজীকে বলেন। আচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। এইরূপভাবে ক্রমে সেই মন্ত্র ও উপদেশ জগতের কল্যাণ জন্য প্রকাশিত হইয়া পরম্পরাক্রমে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের উপাস্যতত্ত্ব দর্শন করাইতেছেন এবং এইজন্য আদি কবি বা আদি গুরু শ্রীব্রহ্মাজীকেই বলা হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পরম রসতত্ত্বের কথাও এই শ্রীব্রহ্মাজী শ্রীভগবান্ হইতে সর্বপ্রথম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকই তাহার প্রমাণ। যদি কেহ নিজ যুক্তিবলে উর্ব্বর মস্তিষ্ক দ্বারা এই আদি গুরুদেব শ্রীব্রহ্মাজীকে অস্বীকার করিয়া নিজেরা গুরু সাজিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সময়ান্তরে শ্রীভগবান্ই তাহার বিচার করিবেন।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন পৃথক্ মন্ত্রের বা ভাষ্যের প্রবর্ত্তন করেন নাই, তাহার কোনই প্রমাণ কেহই দেখাইতে পারিবেন না। তিনি শিষ্ট-পরম্পরার মর্য্যাদা রক্ষার্থে নিজে মন্ত্র গ্রহণ লীলা করিয়াছেন ও শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য বা অমাল প্রমাণ বলিয়া জগদ্বাসীকে জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্ত্রদীক্ষা দ্বারা কাহাকেও শিষ্য করিবার প্রমাণ নাই। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে অষ্টাদশাক্ষরীয় ও দশাক্ষরীয় দুইটি মন্ত্রেরই বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুজী দশাক্ষরীয় মন্ত্র গ্রহণ-লীলা করিয়াছেন। তাহাও তাঁহার শ্রীগুরুদেব লীলাভিনয়কারী শ্রীশ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের পরম্পরাক্রমে জানা যায়। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের ঊর্দ্ধতন শ্রীগুরু-পরম্পরায় শ্রীব্রহ্মাজীকেই আদি গুরুরূপে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায় ছাড়া অন্য (সন্ন্যাসী) সম্প্রদায়েও এই দশাক্ষরীয় মন্ত্রের প্রচলন আছেন। যে দিক দিয়াই বিচার করা যাইবে, কোন একটি

আম্নায় পরম্পরা সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিতেই হইবে। **অবশ্য যাঁহারা নূতন মতের প্রবর্ত্তক হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন ; তাঁহাদের কথা সর্ব্বদা স্বতন্ত্র।** সাধু-সজ্জন-বৈষ্ণবগণ—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" "মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুগত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।" এই বাক্যই চিরদিন প্রাণে প্রাণে স্বীকার করিয়া ইষ্ট সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আসিতেছেন। মহাজন বাক্যের পাঠান্তর করা বা অর্থান্তর করা ঘোরতর অপরাধ বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন। নূতন নূতন আচার্য্য মহাজন-পদাকাঙ্ক্ষীদের নূতন সম্প্রদায় গঠনের উৎকট ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে।

"শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ" সর্ব্ব প্রাণীর কল্যাণপ্রদ সার্ব্বভৌমিক গ্রন্থ। ইহা শ্রুতিসিদ্ধ কথা। শ্রীভগবৎ প্রেরিত আচার্য্যগণ জগতের কল্যাণ জন্য সময়োপযোগী ভাষ্য রচনা করিয়া বহু মানবের তথা জীবের উপাসনার সুশৃঙ্খল পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রমাণ শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতই যদ্যপি শ্রীগৌর-সুন্দরের অনুমোদিত ভাষ্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছেন, তথাপি সম্প্রদায় রহস্য কথা আরও অধিকভাবে জানাইবার জন্য যেমন অন্যান্য আচার্য্যবর্গের পৃথক্ পৃথক্ ভাষ্য প্রকটিত হইয়াছেন ; তেমনই কালক্রমে প্রয়োজন-বশতঃ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভজন রহস্য জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য শ্রীরামরায় গোস্বামী "ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত ভাষ্য" ও স্বয়ং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবজীর কৃপাদেশে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদ **"শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য"** রচনা করেন। এই দুইটি ভাষ্যেই আম্নায়-পরম্পরা একই রূপ দেখা যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রবন্ধ ৬৪—৭১ পৃঃ এবং শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রবন্ধের ৭৫—৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এ সম্বন্ধে বিবদমান বিষয়ের সুমীমাংসা পত্র নিম্নে দেওয়া হইল।

৪৮৪ পৃষ্ঠায় সুমীমাংসা পত্র দ্রষ্টব্য।

শ্রীমধ্ব ও গৌড়ীয় মতের সাদৃশ্য, বৈশাদৃশ্য এবং বৈশিষ্ট্য

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ নিজকৃত তত্ত্বসন্দর্ভের টীকা, সিদ্ধান্তরত্ন, প্রমেয় রত্নাবলী, শ্রীগোবিন্দভাষ্য ইত্যাদি গ্রন্থে সম্প্রদায় সম্বন্ধে শ্রীল মধ্বকে স্ব-সম্প্রদায়াচার্য্যরূপে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাতা স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন।

প্রমেয় রত্নাবলী—Published by P. Sastri, Secretary Sanskrit Sahitya Parisat, Cal—হিন্দী সংস্করণ—মঙ্গলাচরণ ৩নং শ্লোক পৃঃ নং ৫।

শ্রীগুরুরূপে শ্রীমধ্বের বন্দনা—

আনন্দতীর্থনামা* সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদাতৃরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা—(আম্নায় পরম্পরার শেষ শ্লোক)।

দেবমীশ্বর-শিষ্যং শ্রীচৈতন্যং ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥

শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্যরূপে সংস্থাপন পূর্ব্বক তদীয় মতে নয়টি প্রমেয় স্বীকৃত ও বিচারিত হইয়াছে। (১) প্রথম প্রমেয়—শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব। (২) দ্বিতায়—শ্রীহরির অখিলাম্নায়াবেদ্যত্ব। (৩) তৃতীয়—বিশ্ব সত্যত্ব। (৪) চতুর্থ—ভেদ-সত্যত্ব। (৫) পঞ্চম—ভগবদ্দাসত্ব। (৬) ষষ্ঠ—জীব-তারতম্য। (৭) সপ্তম—কৃষ্ণপাদপদ্মলাভই মোক্ষ। (৮) অষ্টম—অমল কৃষ্ণ-ভজনেই মোক্ষ। (৯) নবম—প্রমাণ ত্রয়—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাব্দ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত উক্ত নব প্রমেয়ের অনুগত, কিন্তু প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রমেয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তে কিঞ্চিৎ উৎকর্ষমূলক তারতম্য আছে।

* শ্রীমধ্বাচার্য্যের অপর এক নামই শ্রীআনন্দতীর্থ।

(১) শ্রীমধ্বমতে 'হরি'-শব্দে বৈকুণ্ঠাদি ধামের নায়ককে বুঝাইতেছে, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে 'হরি' শব্দে **শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই** বাচ্য।

(৪) মধ্ব মতে বিষ্ণু হইতে জীব সর্ব্বদা ভিন্ন। কিন্তু এই মতে ঐ **ভেদ** বা **অভেদ অচিন্ত্য**। (৭) মধ্বমতে বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ মোক্ষ হইলেও এই মতে **প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ বা মোক্ষ**। (৮) মধ্বমতে ভক্তিই মোক্ষ হেতু, এই মতে কিন্তু **ব্রজবধূগণ-কল্পিতা রম্যা উপাসনাই** মোক্ষরূপ প্রেমের হেতু। (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ মধ্বমতে প্রমাণ-রূপে গৃহীত হইলেও এই মতে কিন্তু শাব্দ প্রমাণ বেদ ও তৎ-স্বরূপ **ভাগবত পুরাণই** প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত প্রমেয় চতুষ্টয় যথাযথভাবে মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষার বচনে ও ৪র্থ প্রমেয় ব্যতীত, ১ম, ৭ম, ৮ম ও ৯ম প্রমেয়ে সোৎকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে ; যথা,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভো র্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

———

"প্রকট লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ রজতপীঠপুরে বা উড়ুপীগাদীতে মন্থন দণ্ডধারী শ্রীনর্ত্তক-গোপাল (শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন) বিগ্রহের সেবা প্রাপ্ত হন। (শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কৃত 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' গ্রন্থ সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য।) শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউ যে সময় উড়ুপীতে শুভ পদার্পণ করেন, সেই প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে যাহা বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, তৎকালের উক্ত গাদীর আচার্য্য যিনি ছিলেন, তিনিও শ্রীমন্মহা-প্রভুর মতকেই উত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীগৌরহরিও এই শ্রীনর্ত্তক গোপালের সেবা-দর্শন করিয়া পরমানন্দে নৃত্য কীর্ত্তন বিলাস করিয়াছেন।

উক্ত আচার্য্যপাদ আরও বলিয়াছেন যে, হে ভগবন্! যদ্যপি আপনার মতই সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানিলাম তথাপি সম্প্রদায় সম্বন্ধে মাত্র পূর্ব্বাচার্য্যপাদগণের মতকে আমাদের স্বীকার করিতে হয়।" শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সেবিত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন নর্ত্তক-গোপাল শ্রীবিগ্রহ কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়স্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বাৎসল্য-রসের সেব্য শ্রীভগবান্ নহেন, বলিতে চাহেন? যাঁহারা এ সম্বন্ধে তর্ক উঠাইবেন, জানিতে হইবে তাঁহারা না মাধ্ব, না—গৌড়ীয়। **তাঁহারা একটী নব্য অপসম্প্রদায়।**

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীমধ্বাচার্য্য স্থানে গিয়াছেলেন তিনি তখন কি আচরণ করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়,—চৈঃ চঃ মঃ ৯ 'পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ঃ—

"মধ্বাচার্য্য স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী। উড়ুপীতে **'কৃষ্ণ দেখি'** তাঁহা হইলা **প্রেমাস্বাদী॥ নর্ত্তকগোপাল** দেখে পরম মোহনে। মধ্বাচার্য্য স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে। **'কৃষ্ণ মূর্ত্তি'** দেখি **প্রভু মহাসুখ পাইল। প্রেমাবেশে বহুত নৃত্য-গীত কৈল॥ প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার। বৈষ্ণবজ্ঞানে বহুত করিল সৎকার॥** তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীমাধ্বপীঠাধীশ তত্ত্বাচার্য্যের সাধ্য সাধন সম্বন্ধে কথা হইবার পর (তত্ত্বাচার্য্য বলিতেছেন)—"শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত। প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হৈলা বিস্মিত॥ আচার্য্য কহে,—তুমি যেই কহ, সেই সত্য হয়। সর্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥ **তথাপি মধ্বাচার্য্য ঐছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ। সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ॥** এখানে "সম্প্রদায়-সম্বন্ধ" শব্দটী লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ইহার পরে প্রভু বলিতেছেন—"সবে একগুণ দেখি এই সম্প্রদায়ে। 'সত্য বিগ্রহ ঈশ্বরে' করহ নিশ্চয়ে॥" অদ্যাপি শ্রীমধ্বপীঠ উড়ুপীতে সেই নর্ত্তক-গোপালের সেবা হন; এবং অষ্ট-মঠাধীশ ব্রজের ভাবেই বিভাবিত হইয়া প্রেম সেবা করেন। ইঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইতে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন।

সকলেই বিদ্বান্, বেদজ্ঞ, ভজনশীল, সেবা-পরায়ণ। যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন ; তাঁহারাই বলিতে পারিবেন।

এক্ষণে শ্রীমধ্বাচার্য্যের উপাস্য ও শ্রীগৌড়ীয়গণের উপাস্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে,—

শ্রীমধ্বদর্শনে মধ্বের উপাস্য শ্রীনারায়ণকে বলিয়াছেন ; আর গৌড়ীয়গণের দর্শনে গৌড়ীয়ার উপাস্য শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন। শ্রীনারায়ণ আর শ্রীকৃষ্ণে কি ভেদ আর অভেদ আছে, তাহা আলোচনা হইতেছে—

শ্রীগৌড়ীয়গোস্বামি-আচার্য্যবর্য্য শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদকৃত শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু পূঃ বিঃ ২।৩২ শ্লোক—

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি **শ্রীশ কৃষ্ণ স্বরূপয়োঃ।** রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণ-রূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥"

শ্রীভাগবত ১০।১৪।১৪ শ্লোক—

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোক-সাক্ষী। নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥"

শ্রীজীবপাদের তত্ত্বসন্দর্ভের ৮ম শ্লোকেও একই সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয়। (এই গ্রন্থের ৪৭১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ভাঃ ১০।৩।৮-১০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনারায়ণ (চতুর্ভুজ) রূপে আবির্ভাবের কারণ উল্লিখিত হইয়াছেন।

রাসপঞ্চাধ্যায়ের ফলশ্রুতি শ্লোকে যে 'বিষ্ণু' শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেই 'বিষ্ণু' শব্দদ্বারাই শ্রীনারায়ণকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। কেবল মাত্র রসোৎকৃষ্টতারই বৈশিষ্ট্য আছে।

এই ভাবে দেখা যাইতেছে—শ্রীমধ্বের উপাস্য ও গৌড়ীয়ার উপাস্যতত্ত্ব একই পর্য্যায়ে অবস্থিত। কেবল উপাসনা ক্ষেত্রে রসতত্ত্বের প্রাধান্য গৌড়ীয়গণেরই

সর্ব্বোত্তম। সর্ব্বোত্তম হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং দীক্ষা ও সন্ন্যাসগ্রহণরূপ-নরলীলা প্রকটদ্বারা প্রাচীন অনাদিসিদ্ধ পন্থা দেখাইয়াছেন।

উড়ুপীতে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিমত

Life and Teachings of Shree Madhvacharyya—By C. M. Padmanavachary Chapter XIII, Page No—145.

"The monks who take charge of Sri Krishna by rotation, are so many Gopees of Brindaban, who moved with and loved Sri Krishna with an indescribable intensity of feeling, and are taking re-births now for the privelage of worshipping Him. These monks conduct themselves as if they are living and moving with Sri Krishna. * * * The leelas of Sri Krishna are perpetuated in festivities distributed throughout the year. They dance before the Lord of love to the tune of music, chanting the chapters of Dwadas Stotram or other songs of an elevating character. As the chant Proceeds, and the dance goes on, the hair stands on end, tears blow from the eyes and the brain is on fire with emotion. Some of the devotees more emotional than others swoon away, overpowered by memories of Sri Krishna's wonderful Leelas."

তাৎপর্য্য—যে সকল সন্ন্যাসী পালাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের সেবাভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনের সেই গোপীবৃন্দ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুতীব্র ও অনির্ব্বচনীয় অনুরাগবশতঃ তাঁহার নিত্য সহচরী ছিলেন। অধুনা তাঁহারাই তাঁহার সেবা সুযোগ লাভের জন্য পুনরায় প্রকটিত হইয়াছেন। এই সকল

সন্ন্যাসিগণের আচরণে এইরূপ মনে হয়, যেন তাঁহারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থান ও বিচরণ করিতেছেন। * * * সংবৎসরব্যাপী বিভিন্ন উৎসব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলা নিত্যকাল স্মৃতিপথে জাগরূক করিতেছেন।

'দ্বাদশ-স্তোত্র' অথবা ভগবন্মহিম-সূচক অন্য কোন স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে তাঁহারা বাদ্যের তালে তালে প্রেমময় ভগবানের পুরো-ভাগে নৃত্য করিতে থাকেন। স্তোত্র পাঠ ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের রোমাঞ্চ হয় এবং অশ্রুধারা বহিতে থাকে এবং তাঁহারা ভগবদ্‌ভাবে বিভাবিত হন। ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা অধিক ভক্তিভাবপ্রধান, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রলীলা স্মরণ করিতে করিতে বাহ্য-সংজ্ঞা রহিত হইয়া পড়েন।*

শ্রীমধ্বমতের অন্তর্গত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ কেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ

ভেদ বা অভেদ সাধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ প্রমাণই অবলম্বন করিতে হয়। (ক) প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রতিযোগী ও অনুযোগির প্রত্যক্ষত্ব প্রয়োজন; (ভেদের অবধিকে প্রতিযোগী এবং ভেদের আশ্রয়কে অনুযোগী বলে)। 'ঘট পট হইতে ভিন্ন' এই বাক্যে পট প্রতিযোগী এবং ঘট অনুযোগী। ঘট পটের পরস্পর ভেদকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, ঘট পট যে কি বস্তু তাহারও প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। দৃশ্য বস্তুতেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ চলে, কিন্তু পরমাণু প্রভৃতি অচাক্ষুষ বস্তুতে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই; অতএব ঐ স্থলে ভেদজ্ঞানও পরাহত।

(খ) ভেদজ্ঞান-বিষয়ে অনুমানও সম্ভবপর নহে, যেহেতু অনুমান প্রত্যক্ষ-

---

* সুমধ্ববিজয় মহাকাব্যের নবমসর্গে ৪১—৪৩ শ্লোকে শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজনের কথা আছে। এই কাব্য শ্রীমধ্বপরম্পরাপ্রাপ্ত কোন আচার্য্য প্রণীত। শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত দ্বাদশস্তোত্র ১।৯, ৪।৪, ৮-শ্লোক, ৬।৫, ৬; ১২। সম্পূর্ণ শ্রীব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ভজনের কথাই আছে।

মূলক ; প্রত্যক্ষেরই যখন ব্যভিচারিতা দৃষ্ট হইল, তখন অনুমানও যে ঐ বিষয়ে অযোগ্য তাহা বলাই বাহুল্য।

(গ) শাব্দ প্রমাণেও ভেদজ্ঞান জন্মাইতে পারে না, যেহেতু শব্দ সামান্যাকারে সঙ্কেত বিশিষ্ট হইয়া সামান্যাকারেই অর্থের দ্যোতক হয়। 'মধুর' শব্দের উচ্চারণে দুগ্ধ, সন্দেশাদি যাবতীয় মধুর গুণযুক্ত বস্তুর স্মরণ হইলেও মাধুর্য্য গুণ বাপ্য বিশেষ ধর্ম্ম-যুক্ত গাঢ় মধুর, পাতলা মধুর ইত্যাদি এক একটি বস্তু উপস্থিত হয় না। পদার্থ বহু বলিয়া যেমন কোনও বিশেষ পদার্থে শব্দের সঙ্কেত নাই, তদ্রূপ জীবও বহু বলিয়া কোনও—বিশেষ জীবে শাব্দ সঙ্কেত হয় না। জাতি, গুণ, দ্রব্য ও ক্রিয়াতেই শব্দের সঙ্কেত বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের মত। পক্ষান্তরে ঘট না থাকিলে যেমন ঘটাভাব হয় না, 'আছে জ্ঞান' না হইলে যেমন 'নাই জ্ঞান' হয় না, তদ্রূপ ভেদজ্ঞান না হইলেও অভেদজ্ঞান হয় না।

কাজেই প্রমাণিত হইল যে অভেদজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে **ভেদজ্ঞানেরই** অপেক্ষিত। অভেদের উপজীব্য ভেদজ্ঞানে যখন প্রমাণত্রয় নিরস্ত হইল, তখন অভেদ-সম্বন্ধেও সেই কথা। এইরূপে সমস্ত পদার্থগত গভীরতম তত্ত্বের প্রকৃত বিচার করিয়া দেখা যায় যে শুধু ভিন্নত্ব বা অভিন্নত্ব পুরস্কারে বস্তুতত্ত্ব নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ; বস্তুর একটা শক্তি-বিশেষও অনিবার্য্য কারণে স্বীকার করিতে হয়, তখন ঐ শক্তিকে স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া চিন্তা করিতে না পারিয়া ভেদ এবং ভিন্ন বলিয়া চিন্তনীয় নয় বলিয়া **অভেদও** প্রতীতির বিষয়ীভূত হইতেছে। অতএব ঐ শক্তি ও শক্তিমানের **ভেদাভেদ** অবশ্যই স্বীকার্য্য এবং তাহা **অচিন্ত্য,** সুতরাং শ্রীমধ্বাচার্য্যের ভেদবাদের অনুসরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভেদাভেদ-বাদ আসিল। মরণ যেমন জন্মাপেক্ষী, তেমনি অভেদও ভেদাপেক্ষী, অতএব শ্রীমধ্বমতের ভেদকে অপেক্ষা করিয়াই অভেদবাদও আসিয়াছে। ('প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্')।

এ সম্বন্ধে প্রভু শ্রীল অদ্বৈত-বংশাবতংস ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত-প্রবর পরমভাগবত শ্রীশ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামিপ্রভুপাদের (সন্ন্যাস নাম—স্বামী

শ্রীল পরমানন্দপুরী গোস্বামী) প্রকটকালে তাঁহার সাক্ষাৎ মন্ত্রদীক্ষা-শিষ্য ভাগবত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবত স্বামী (সন্ন্যাস নাম) মহোদয়ের কর্ত্তৃক 'মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের' বহু বিবদমান বিষয়ের সুমীমাংসা পত্র ও তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল। এই মীমাংসাপত্র তৎকালে "ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়"-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়স্থ সকলেই একবাক্যে ও সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবত-স্বামিপাদের—মীমাংসাপত্র।

মুখ্যেন সম্প্রদায়িত্বং সম্প্রদায়বিদাং নয়ে।
সম্প্রদায়ি-গুরোর্দীক্ষা-মন্ত্রগ্রহণতো ভবেৎ ॥ ১ ॥
শিষ্টপরম্পরাচার্য্যোপদিষ্ট-মার্গ এব হি।
সম্প্রদায় ইতি খ্যাতঃ সুধীভিঃ সম্প্রদায়িভিঃ ॥ ২ ॥
শিষ্টত্বং নাম চাম্নায়-প্রামাণ্যাভ্যুপগন্তৃতা।
বেদানাং বিষ্ণুপারম্যাৎ শিষ্টো বৈষ্ণব উচ্যতে ॥ ৩ ॥
অতৎপরম্পরত্বেন বৈষ্ণবত্বং ন সিদ্ধ্যতি।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনেত্যাদি-শাস্ত্র-প্রকোপণাৎ ॥ ৪ ॥
তস্মাৎ শিষ্টানুশিষ্টানাং পরম্পরাং রিরক্ষিষুঃ।
স্বনিঃশ্বসিতবেদোহপি গৌরঃ মাধ্বমতং গতঃ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বজগদ্গুরুঃ শ্রীমদ্গৌরাঙ্গো লোকশিক্ষয়া।
পুরীশ্বরং গুরুং কৃত্বা স্বীচক্রে সম্প্রদায়কম্ ॥ ৬ ॥
কশ্চিন্মতবিশেষোহপি নিরস্তস্তত্ত্ববাদিনাম্।
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গদেবেন সম্প্রদায়স্তু তেন কিম্ ॥ ৭ ॥

সম্প্রদায়ৈকদীক্ষাণাং মিথঃ কিঞ্চিন্মতান্তরাৎ।
শাখাভেদো ভবেন্মাত্রঃ সম্প্রদায়ো ন ভিদ্যতে ॥ ৮ ॥
রামানন্দী যথা রামানুজীয়ান্তর্গতো ভবেৎ।
নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে চ হরিব্যাসাদয়ো যথা ॥ ৯ ॥
গৌড়ীয়স্তত্ত্ববাদী চ তথা মাধ্বমতং গতো।
ন হ্যত্র বাধকঃ কশ্চিৎ দৃশ্যতে তত্ত্ববিত্তমৈঃ ॥ ১০ ॥
তুষ্যত্বিতি মতেনাপি সম্প্রদায়-বিনিশ্চয়ে।
স্বীকৃতং সাধকত্বেন চেৎ সাধ্যাদি-বিবেচনম্।
তথাপ্যত্যন্তভেদো ন শ্রীগৌরমাধ্বয়োর্মতে ॥ ১১ ॥
মধ্বমতে চ যা মুক্তিঃ সাধ্যত্বেন প্রকীর্ত্তিতা।
বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-প্রাপ্তিরূপা সা ভাষ্যকৃদ্ভিঃ প্রদর্শিতা ॥ ১২ ॥
সাধনং চার্পিতং কর্ম্ম-জীবাধিকার-ভেদতঃ।
স্বীকৃতমপি মধ্বেন ভক্তেঃ শ্রৈষ্ঠ্যতং বহুস্তুতম্ ॥ ১৩ ॥
প্রমাণং ভারতং মাত্রং মধ্বমতেঽনৃতং বচঃ।
যত্তেন ত্রিবিধং প্রোক্তং মুখ্যং শব্দপ্রমাণকম্ ॥ ১৪ ॥
শ্রীমন্নর্ত্তক-গোপাল-সেবা যেন প্রতিষ্ঠিতা।
ইষ্টত্বেন কথং তস্য নির্ণীতো দ্বারকাপতিঃ ॥ ১৫ ॥
নিশ্চিতো দ্বারকাধীশো যদ্যপি বা ক্ষতিঃ কুতঃ।
যো নন্দ-নন্দনঃ কৃষ্ণঃ স এব দ্বারকাপতিঃ।
স্বরূপয়ো দ্বয়োরৈক্যং কৃষ্ণত্বমবিশেষতঃ ॥ ১৬ ॥
লীলাভিমান-ভেদেন পূর্ণতমশ্চ পূর্ণকঃ।
ন তু স্বরূপতো ভেদস্তয়োরস্তি কথঞ্চন ॥ ১৭ ॥

ভেদাভেদমতং যচ্চাচিন্ত্যাখ্যং কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ।
শ্রীচৈতন্য-মতাভিজ্ঞৈঃ তচ্চ মধ্বমতেঙ্গিতম্ ॥ ১৮ ॥
জীবানাং ব্রহ্মবৈজাত্যে গুণাংশত্বাদভিন্নতা।
প্রতিযোগিত্বভেদত্বে চিন্মাত্রত্বাত্তদেকতা ॥ ১৯ ॥
তদ্ব্যাপ্যত্ব-তদায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাদি-হেতুতঃ।
সামানাধিকরণ্যঞ্চ গোস্বামি-মধ্বয়োঃ সমম্ ॥ ২০ ॥
বিচারমাত্রনৈপুণ্যং শক্তি-শক্তিমতোরিহ।
গৌরকৃপোদ্ভবোঽচিন্ত্য-বাদো গোস্বামিভিঃ স্মৃতঃ।
তত্ত্ব-নির্দ্ধারণে মুখ্যঃ কারণবাদ উচ্যতে ॥ ২১ ॥
পরাখ্য-শক্তিমদ্ ব্রহ্ম নিমিত্তকারণং ভবেৎ।
উপাদানন্তু তদ্ব্রহ্ম জীবপ্রধান-শক্তিযুক্।
ইতি কারণবাদেঽপি হ্যুভয়োর্মতয়োঃ সমম্ ॥ ২২ ॥
শ্রীগোবিন্দাভিধং ভাষ্যং প্রমাণং যদি মন্যতে।
প্রমেয়রত্নসিদ্ধান্ত-নিষ্কৃষ্টা তৎ-সমাহৃতিঃ ॥ ২৩ ॥
বক্তি শ্রীগৌর-সম্মতিং মধ্বঃ প্রাহেত্যুপক্রমে।
যদি বোপক্ষ্যতে কৈশ্চিৎ তর্হ্যর্দ্ধকুক্কুটীনয়ঃ ॥ ২৪ ॥

বিদ্বজ্জনবরেণ্য শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণৈকভজননিষ্ঠ নিষ্কিঞ্চন পরমভাগবত শ্রীশ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ (পূর্ব্বনাম—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থ) কৃত "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য পরবর্ত্তীযুগ" তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১১১—১১৩ পৃঃ ও হিন্দী সংস্করণ শ্রীগোবিন্দভাষ্যের শেষে দ্রষ্টব্য।

অস্য বঙ্গার্থ ঃ—

১। সম্প্রদায়াভিজ্ঞগণের বিচারে সম্প্রদায়ী শ্রীগুরুদেব হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণের দ্বারাই মুখ্যরূপে সম্প্রদায়িত্ব হইয়া থাকে।

২। সুধী সম্প্রদায়িগণ—শিষ্ট পরম্পরা আচার্য্য উপদিষ্ট পথকেই 'সম্প্রদায়' বলিয়া থাকেন।

৩। আম্নায় (বেদ) প্রমাণের অঙ্গীকার করাকেই শিষ্টত্ব বলে। বেদ বিষ্ণুপর—এজন্য 'শিষ্ট' বলিতে 'বৈষ্ণব' বুঝায়।

৪। (বৈষ্ণব) পরম্পরাযোগ না থাকিলে বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হয় না ; 'অবৈষ্ণব হইতে উপদেশের দ্বারা' (অবৈষ্ণব হইতে দীক্ষা-উপদেশ গ্রহণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হওয়ায়) ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ থাকায়।

৫। অতএব শিষ্ট অনুশিষ্ট পরম্পরা রক্ষা করিবার জন্য নিজের নিঃশ্বাস হইতে বেদ আবির্ভূত হইলেও শ্রীগৌর মাধ্ব মত গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। সমস্ত জগতের গুরু শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ লোকশিক্ষার জন্য ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুরূপে বরণ করিয়া সম্প্রদায়কে স্বীকার করিয়াছেন।

৭। শ্রীগৌরাঙ্গদেব কর্ত্তৃক তত্ত্ববাদিগণের কোন মত বিশেষ নিরস্ত হইলেও সম্প্রদায়ের কি কোন ক্ষতি হইয়াছে ?

৮। একই সম্প্রদায় হইতে দীক্ষা গ্রহণকারিগণের মধ্যে পরস্পর কিছু মতান্তর হইলেও সম্প্রদায় ভিন্ন হয় না, শাখা ভেদ হয় মাত্র।

৯। যেমন রামানন্দী সম্প্রদায় রামানুজের অন্তর্গত; হরি, ব্যাস প্রভৃতি যেমন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

১০। তদ্রূপ গৌড়ীয়ও তত্ত্ববাদী মাধ্ব-মতের অন্তর্গত। ইহাতে মুখ্য তত্ত্ববিদ্গণ কর্ত্তৃক কোনও বাধা পরিলক্ষিত হয় না।

১১। 'তুষ্যতু'—(অপরপক্ষ সন্তুষ্ট হউক্) এই ন্যায়ে, সম্প্রদায় নির্দ্ধারণ ব্যাপারে সাধকত্বরূপে সাধ্য প্রভৃতি বিবেচনা যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও শ্রীগৌর ও মাধ্ব উভয়ের মতে অত্যন্ত পার্থক্য নাই।

১২। মধ্বমতে যে 'মুক্তি' সাধ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বিষ্ণুচরণ প্রাপ্তি (মুক্তি) বলিয়া ভাষ্যকারগণ দেখাইয়াছেন।

১৩। মধ্বমতে জীবের অধিকার ভেদে অর্পিত কর্ম্ম সাধন বলিয়া স্বীকৃত হইলেও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বহুধা প্রশংসিত হইয়াছে।

১৪। মধ্বমতে ভারতই কেবলমাত্র প্রমাণ—ইহা সত্য নহে; যেহেতু তিনি (মধ্ব) ত্রিবিধ (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ) প্রমাণ বলিয়াছেন এবং শব্দ প্রমাণের মুখ্যতা দেখাইয়াছেন।

১৫। যিনি নৃত্যশীল শ্রীগোপাল সেবা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা কেন ইষ্টরূপে দ্বারকাপতি নির্ণীত হইবেন?

১৬। যদি দ্বারকাধীশ নিশ্চিত হন, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কোথায়? যিনি নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তিনিই দ্বারকাপতি। স্বরূপতঃ উভয়ের ঐক্য ও অভিন্নরূপে উভয়ের কৃষ্ণত্ব স্বীকৃত।

১৭। লীলাভিমান ভেদে (হরি) পূর্ণতম (গোকুলে) ও পূর্ণ (দ্বারকায়); কিন্তু উভয়ের স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই।

১৮। শ্রীচৈতন্য-মতাভিজ্ঞ বিজ্ঞগণ যে অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাও মধ্বমতের ইঙ্গিত।

১৯। জীবসমূহ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইলেও গুণাংশত্বরূপে অভিন্নতা, প্রতি-যোগিত্ব-রূপে ভিন্নতা, চিন্মাত্রত্ব-রূপে উভয়েরই একতা। (জীব অণু-চিৎকণ, ঈশ্বর বিভু-সম্বিৎ; জীব অংশ, শ্রীভগবান্ অংশী; জীব বাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক—ইত্যাদি বিচারে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদবাদ অচিন্ত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।*)

২০। (জীব) তাঁহার (শ্রীভগবানের) বাপ্যত্ব, অধীনত্ব বৃত্তিকত্বাদি—কারণবশতঃ (উভয়ের) সামানাধিকরণ্য—শ্রীগোস্বামিপাদগণ ও মধ্বমতে সমান।

২১। এ স্থলে শক্তি ও শক্তিমানের বিচার মাত্র নৈপুণ্য, শ্রীগৌরকৃপা-প্রসূত

* 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত'—'শ্রীসনাতন গোস্বামী'—প্রবন্ধে ১৫৪ পৃঃ হইতে ১৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অচিন্ত্যবাদ শ্রীল গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত। তত্ত্ব-নিরূপণের দ্বারা কারণ-বাদ মুখ্য বলিয়া কথিত হয়।

২২। পরাখ্য শক্তিযুক্ত যে ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণ, সেই ব্রহ্মই উপাদান কারণ এবং জীব ও প্রধান তাহার শক্তি, এই কারণবাদও উভয়ের (মাধ্ব ও গৌড়ীয়ের) মতে সমান।

২৩। শ্রীগোবিন্দভাষ্যকে যদি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহার সারাংশরূপ প্রমেয়রত্নাবলী ও সিদ্ধান্তরত্নও স্বীকার করিতে হইবে।

২৪। 'মধ্বঃ প্রাহ'—মধ্ব বলিতেছেন, এই উপক্রম দ্বারা—শ্রীগৌরের সম্মতি বলিতেছেন। ইহা যদি কেহ উপেক্ষা করে তাহা হইলে (তাহার) অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায় স্বীকার করা হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

"ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়স্থ" সমগ্র বৈষ্ণবেরই এই অভিমত জানিতে পারা গিয়াছে যে;—যতদিন 'পঞ্চম গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে'র **পৃথক্ ভাষ্য ও পৃথক্ মন্ত্র প্রকটিত** ও স্বীকৃত না হইবেন ততদিন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই শাস্ত্র বাক্যানুযায়ী প্রাচীন শিষ্টপরম্পরা বা শ্রৌতভাগবতপরম্পরা আম্নায় স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য যে যে অংশে শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউ স্বীকার করিয়াছেন সেই সেই অংশে মাত্র। তাহা না করিলে সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনেক প্রকার অনর্থসহ বিবাদকে আহ্বান করা হইবে। সিদ্ধপরম্পরায় মঞ্জরী দেহে ভজন প্রণালী শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউর এক অভিনব অবদান বলিতে হইবে এবং এই ভজন সর্ব্বদা সর্ব্বোত্তম, ইহাও অতি সত্য কথা হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীভক্ত-ভাবাঙ্গীকার-কারী শ্রীভগবান্ হইয়াও নূতন কোন ভাষ্য বা মন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই করিতে পারিতেন বা পারেন। তাঁহার প্রকটলীলাকাল হইতে সম্প্রদায় হইলে ৫০০ শত বৎসরের কালান্তর্গত একটি নব্য সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কিন্তু উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের নিত্যত্বহেতু ইহা

কোন কালান্তর্গত হইতে পারে না। জন্য শ্রীভগবান্ যুগোপযোগী দানের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সর্বদা ব্যবধানরহিত-শ্রৌতপন্থা দেখাইয়াছেন।

অপর নিবেদন ঃ—

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ-কৃত **ভাগবত-তাৎপর্য্যের** কতিপয় শ্লোক বলিয়া যাঁহারা শ্রীমধ্বপাদকে হীন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নামে শ্রীব্রজগোপীগণের সম্বন্ধে নানা কথা উত্থাপন করিয়াছেন; তাঁহাদের নিকট আমাদের এই প্রশ্ন যে,—(১) তাঁহারা কি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের স্বহস্ত লিখিত পুথি বিদ্বদ্-সভায় উপস্থিত করিয়া **ভাগবত তাৎপর্য্যের** শ্রীব্রজগোপী-সম্বন্ধীয় শ্লোকাবলীর যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত আছেন?

(২) বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা-পাত্ররাজ-প্রবর শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সন্দর্ভ প্রণয়নকালে শ্রীমন্ মধ্বকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য ও ভারত-তাৎপর্য্যাদি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াই ঐ সন্দর্ভসমূহ রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে জানা যায়। যদি ভাগবত-তাৎপর্য্য গ্রন্থে শ্রীগৌড়ীয়গণের উপাস্য শ্রীব্রজ-গোপীগণের সম্বন্ধে কোনরূপ হীন বাক্য থাকিত, তবে শ্রীজীবপাদ কি ভ্রমবশতঃ বা অজ্ঞতাবশতঃ ঐ সকল বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই? তাঁহার ভ্রম সংশোধন ও অজ্ঞতা নিবারণ জন্যই কি কল্পিত শ্লোকাবলীর আলোচনার দ্বারা শ্রীজীবপাদ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকে হীন করিবার ইচ্ছা তাঁহারা (পঞ্চম সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকাভিলাষিগণ) করিয়াছেন?

শ্রীভগবৎসন্দর্ভ—মায়াবাদীর নিঃশক্তিক ব্রহ্মের ধারণা ভ্রান্তিমূলক। বস্তুতঃ 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থে সশক্তিক শ্রীভগবান্‌কে উদ্দেশ করে (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১১১)। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীভাগবতের সিদ্ধান্ত। এইজন্যই শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'ব্রহ্মসন্দর্ভ' না বলিয়া 'ভগবৎসন্দর্ভ' নাম করিয়াছেন। ইহার মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি এই,—

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীল-রূপসনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্ বিবিচ্যতে॥

তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি **জীবকঃ** ॥

(এই শ্লোকটী পরবর্ত্তী অন্যান্য সমস্ত সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণেই দৃষ্ট হয়।) শ্রীবৃন্দাবন-নিবাসী পরম পূজনীয় শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুদ্বয়ের সন্তোষ-বিধানার্থ দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু এই শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদ্রচিত গ্রন্থখানি কোথায়ও ক্রমভঙ্গভাবে, কোথায় বা ক্রমপর্য্যায়ে এবং কোন কোন স্থানে খণ্ডিতভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। সেই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া 'জীব'-নামক ক্ষুদ্র আমি (দৈন্যোক্তি) যথারীতি পর্য্যায়ক্রমে লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই সন্দর্ভে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে ;—(১) ব্রহ্ম-পরমাত্মার বিচার, (২) বৈকুণ্ঠ ও বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-নিরূপণ ; (৩) ভগবৎস্বরূপের সশক্তিকত্ব, বিরুদ্ধশক্ত্যাশ্রয়ত্ব ; (৪) শক্তির অচিন্ত্যত্ব ও নানাত্ব স্থাপন ; (৫) মায়াশক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি প্রভৃতি ভেদবৈশিষ্ট্য ; (৬) শ্রীবিগ্রহের নিত্যতা, বিভুতা, সর্ব্বাশ্রয়তা, সূক্ষ্মস্থূলাতিরিক্ততা, স্বপ্রকাশত্ব, রূপগুণলীলাময়ত্ব, অপ্রাকৃতত্ব, পূর্ণস্বরূপত্ব, পরিচ্ছদসমূহের স্বরূপাংশত্ব ; (৭) বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও ত্রিপাদবিভূতির অপ্রাকৃতত্ব, ব্রহ্ম ও ভগবানের তারতম্য, ভগবত্তায় পূর্ণত্ব, সর্ব্ববেদাভিধেয়ত্ব, স্বরূপশক্তি-বিবরণ, ভগবানের বেদ-ভক্ত্যেকগম্যত্ব।

পরমাত্মসন্দর্ভ—ইহা ষট্সন্দর্ভের মধ্যে তৃতীয় সন্দর্ভ। ইহাতে নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে,—

(১) পরমাত্মা, তদ্ভেদ, গুণাবতারের তারতম্য ; (২) জীব, মায়া, জগৎ, পরিণামবাদ-স্থাপন, বিবর্ত্তসমাধান, জগৎ ও পরমাত্মার অনন্যত্ব ; (৩) জগতের সত্যতা ও শ্রীল শ্রীধরস্বামীর সিদ্ধান্ত ; (৪) নির্গুণ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বযোজনা ; (৫) লীলাবতারসমূহের ভক্তের উদ্দেশে প্রবৃত্তি, ষড়্বিধ লক্ষণ দ্বারা শ্রীভগবানেরই তাৎপর্য্যত্ব ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—ইহা ষট্সন্দর্ভের মধ্যে চতুর্থ সন্দর্ভ। এই সন্দর্ভে

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে,—একই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব প্রতীতি-ভেদে 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবৎ'—শব্দত্রয়বাচ্য। পরমাত্মার স্থান, স্বরূপাদি নির্ণয়, তাঁহার স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ, পরমাত্মার আকার, লীলাবতার-বিচার, শ্রীকৃষ্ণবলরামের বৈশিষ্ট্য, স্বয়ং ভগবত্তা-বিচার, শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের কারণ, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা-সম্বন্ধে যাবতীয় সন্দেহ-নিরসন ও বিবিধ শাস্ত্রের বিরোধোক্তির সমাধান, শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব, শ্রীগীতার প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব ও বর্ণাশ্রমাতীত ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব; পরব্রহ্মের দ্বিভুজত্ব, স্বয়ং ভগবানের লক্ষণ; শ্রীবলদেব, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীঅনিরুদ্ধের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, তাঁহার শ্রীধামের স্বরূপ, শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীগোলোকের একত্ব, ভগবৎপরিকর-গণের স্বরূপ, যাদবাদির শ্রীকৃষ্ণপার্ষদত্ব, ও গোপাদির নিত্যপার্ষদত্ব, গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগ-সম্বন্ধে উক্তির মীমাংসা, শ্রীকৃষ্ণ নিত্য শ্রীনন্দ-যশোদা-নন্দন, প্রকটাপ্রকটলীলার সমন্বয়, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থিতিকাল, শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে আগমন, শ্রীমদ্ভাগবতে পুনর্ব্রজাগমনের বিষয় অস্পষ্ট থাকিবার কারণ, অপ্রকট-লীলাগত ভাব-বিচার, শ্রীব্রজদেবীগণের স্বরূপ-নির্ণয়, শ্রীরাধার স্বরূপ ও তাঁহার সর্ব্বোৎকর্ষতা ইত্যাদি। এই গ্রন্থের প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণ গোপাল গোস্বামি-সংস্করণ ও অন্যান্য সংস্করণ আছে।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ*—শ্রীভক্তিসন্দর্ভে অভিধেয়তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতামৃত-সিন্ধু মন্থন করিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতাদি গ্রন্থে যে সকল ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীজীবপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে চিদ্বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুগম্ভীর বিচার ও প্রমাণ-যুক্তি প্রভৃতির সহিত পরিস্ফুট করিয়াছেন। বলিতে কি, শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও আলোচনা না হইলে শ্রীমদ্ভাগবত-

---

* কোনও সময় মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার "মাধুকরী" অফিস হইতে শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় শ্রীযুক্ত রাধারমণ গোস্বামী ও বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাস মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ একটী সুন্দর 'ভক্তিসন্দর্ভের' সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মে প্রবেশাধিকারই হইতে পারে না। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ভবব্যাধির নিদান-চিকিৎসার প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। ভগবদ্বৈমুখ্য হইতেই ক্লেশের উদয়। সুতরাং ভগবৎসাম্মুখ্যই আনুষঙ্গিক ক্লেশনিবৃত্তি ও নিত্যানন্দলাভের একমাত্র পথ। ব্যাধির নিদান-বিচারে বিপরীত চিকিৎসার ন্যায় ভগবদ্বৈমুখ্য-বিপরীত ভগবৎসাম্মুখ্যের উপদেশই ভক্তিসন্দর্ভে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ভক্তির সুখাত্মকত্ব, ভক্তির পরধর্ম্মত্ব, ভক্তিতাৎপর্য্য ব্যতীত কর্ম্মজ্ঞানাদির নিষ্ফলত্ব, সাধুসঙ্গ ও ভক্তির ক্রমবিচার, দেবতান্তরভজন ও বিষ্ণুভজনের তারতম্যবিচার, শ্রীহরিকীর্ত্তন ব্যতীত কেবল দেহযাত্রাদি-নির্ব্বাহের হেয়তা, সকল যুগেই হরি-ভজনের কর্ত্তব্যতা, ভূতদ্বেষ ও ভূতনিন্দার গর্হণ, জীবের শ্রেণীভেদ-বর্ণন, ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্য-লিঙ্গদ্বারা ভক্তির অভিধেয়ত্ব-নির্ণয় ; চতুঃশ্লোকীতে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যুগপৎ সর্ব্বদেশ, সর্ব্বপাত্র, সর্ব্বকাল, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়, দ্রব্য ও ক্রিয়ায়, সর্ব্ব ফল ও কারকে, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ে ভক্তির নিত্যবিদ্যমানতা ; ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎসেবা-প্রভাবে সর্ব্বানর্থনাশ, বৈষ্ণবের কুলপাবনত্ব, গর্ভস্থজীবের ভগবৎস্তুতি ও সংসার-প্রাপ্তিবিষয়ে সিদ্ধান্ত, ভক্ত্যাভাসফলেও বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি, ব্রহ্মবাদী অপেক্ষাও নামাপরাধীর মহিমা, বৈষ্ণব-অপমানের ফল, ভক্তিশৈথিল্যের কারণ, অজামিলের অন্তিমে নারায়ণস্মৃতি-উদয়ের কারণ, ঐকান্তিক ভাবের লক্ষণ, শ্রদ্ধাসম্বন্ধে বিচার, ভক্তিতে অধিকারী ও অনধিকারী বিচার, অনন্যভক্তের দুরাচারত্বের অভাব, ব্রহ্ম-পরমাত্ম-উপাসনার গর্হণ, জীবের স্বরূপবিচার, ভগবদাশ্রিতজনের সংসার-দুঃখের অভাব, সৎসঙ্গ, সাধুকৃপা, সৎ ও মহতের প্রকারভেদ ; কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভাগবতের লক্ষণ-বিচার, শ্রদ্ধা ও ভজনরুচিবর্ণন, শ্রীগুরুস্বরূপ-বিচার, অহংগ্রহোপাসনা এবং ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ, আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি এবং সকামা, কৈবল্যকামা ও ভক্তিমাত্রকামা ভক্তি, ষড়্‌বিধা শরণাগতি, সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য, শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণাদি নববিধা ভক্তির বিস্তৃত বিচার ও স্বরূপবর্ণন, রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ-বিচার, গোকুল-লীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণ-

ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং উপসংহারে শ্রীগুরু ও শ্রীভগবৎ-প্রসাদলব্ধ সাধন-সাধ্যগত রহস্য প্রাণপরিত্যাগেও অপ্রকাশ্য ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থসমাপ্তিকালে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—"গুরুঃ শাস্ত্রং শ্রদ্ধা রুচিরনুগতিঃ সিদ্ধিরিতি মে, যদেতৎ তৎসর্ব্বং চরণকমলং রাজতি যয়োঃ। কৃপাপূরস্পন্দস্নপিতনয়নাম্ভোজযুগলৈঃ, সদা রাধাকৃষ্ণাবশরণগতী তৌ মম গতিঃ॥"—যাঁহাদের উভয়ের শ্রীচরণকমল আমার গুরু, শাস্ত্র, শ্রদ্ধা, রুচি, আনুগত্য ও সিদ্ধি—এই সর্ব্ববিধরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং যাঁহাদের নয়নকমলযুগল কৃপা-প্রবাহের ক্ষরণহেতু অভিষিক্ত হইতেছে, সেই অশরণজন-গতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা আমার গতি হউন।*

প্রীতিসন্দর্ভ—ইহা ষট্‌সন্দর্ভের ষষ্ঠ সন্দর্ভ। ইহাতে প্রয়োজন-তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক অন্যান্য সন্দর্ভের ন্যায়। গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—"অথ প্রীতিসন্দর্ভো লেখ্যঃ। ইহ খলু শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং পরমতত্ত্বং সন্দর্ভচতুষ্টয়েন পূর্ব্বং সম্বদ্ধম্। তদুপাসনা চ তদনন্তরসন্দর্ভেণাভিহিতা। তৎক্রম-প্রাপ্তত্বেন প্রয়োজনং খল্বধুনা বিবিচ্যতে। পুরুষপ্রয়োজনং তাবৎ সুখপ্রাপ্তির্দুঃখনিবৃত্তিশ্চ। শ্রীভগবৎপ্রীতৌ তু সুখত্বং দুঃখনিবর্ত্তকত্বঞ্চাত্যন্তিকমিতি এতদুক্তং ভবতি।"—অনন্তর প্রীতিসন্দর্ভ লিখিত হইবে। ভাগবতসন্দর্ভের প্রথম সন্দর্ভ-চতুষ্টয়ে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছেন, তাহা সম্বন্ধতত্ত্ব বা উপাস্যতত্ত্ব। তৎপরে ভক্তিসন্দর্ভে তাঁহার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। সেই ক্রমানুযায়ী এখন প্রয়োজনতত্ত্ব বিচারিত হইতেছে। পুরুষের প্রয়োজন—সুখপ্রাপ্তি ও আনুষঙ্গিকভাবে দুঃখনিবৃত্তি। শ্রীভগবৎ-প্রেমেই আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে"—ভাঃ

---

* প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা প্রকাশিত এই গ্রন্থের সংস্করণটী অতি উত্তম হইয়াছিল।

১।২।২১, মুণ্ডকোপনিষৎ—২।৪১ ও "অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা। বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥"—ভাঃ ১।২।২২।

প্রীতিসন্দর্ভের উপসংহারে নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

অত্র বিস্তরশঙ্কাতো যা যা ব্যাখ্যা ন বিস্তৃতা।
সা শ্রীদশমটিপ্পন্যাং দৃশ্যা রসমভীপ্সুভিঃ ॥
তদেবমনেন সন্দর্ভেণ শাস্ত্রপ্রয়োজনং ব্যাখ্যাতম্।
তথা চৈবমস্তু—
আলীভিঃ পরিপালিতঃ প্রবলিতঃ সানন্দমালোকিতঃ
প্রত্যাশং সুমনঃফলোদয়বিধৌ সামোদমাস্বাদিতঃ।
বৃন্দারণ্যভুবি প্রকাশমধুরঃ সর্ব্বাতিশায়িশ্রিয়া
রাধামাধবয়োঃ প্রমোদয়তু মামুল্লাস-কল্পদ্রুমঃ ॥
তাদৃশভাবং ভাবং প্রথয়িতুমিহ যোঽবতারমায়াতঃ।
আদুর্জ্জনশরণং স জয়তি চৈতন্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ ॥

এইস্থানে গ্রন্থবিস্তারভয়ে যে যে ব্যাখ্যা বিস্তৃত করা হয় নাই, রসলিপ্সু ব্যক্তিগণ সেই সকল ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টিপ্পনীতে দেখিবেন। এইরূপে প্রীতিসন্দর্ভের দ্বারা শাস্ত্রপ্রয়োজন ব্যাখ্যাত হইল। শ্রীবৃন্দাবনে মধুর-প্রকাশমান শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উল্লাস-কল্পবৃক্ষকে পুষ্পফলোদয়ের নিমিত্ত সখীগণ পরিপালন ও বর্দ্ধন করেন, আনন্দের সহিত দর্শন করেন এবং আস্বাদন করেন। তাহা সর্ব্বাতিশায়িনী শোভাদ্বারা আমাকে প্রমোদিত করুন। সেইরূপ ভাবময়ী ভক্তির বিস্তারকল্পে এই প্রপঞ্চে যে অবতারী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি দুর্জ্জন পর্য্যন্ত সকলের শরণ্য, সেই শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

প্রীতিসন্দর্ভে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে,—পুরুষার্থ-বিনির্ণয়, মুক্তির স্বরূপনির্ণয়, মুক্তির পরম-পুরুষার্থতা, প্রীতির পরতমপুরুষার্থতা, বিবিধপ্রকার মুক্তির স্বরূপ, ব্রহ্ম ও ভগবৎসাক্ষাৎকার, বহিঃ ও অন্তঃসাক্ষাৎকার, পঞ্চবিধা মুক্তির স্বরূপ ও তারতম্য, ভগবৎপ্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব, মুক্তপুরুষগণের

শ্রীহরিভজন, শুদ্ধভক্তের প্রার্থনীয় বস্তু, শুদ্ধভক্তের অন্য কামনার সমাধান, ভগবৎপ্রীতির লক্ষণ, প্রীতির আবির্ভাবের ক্রম, প্রীতির তারতম্য ও ভেদ, গোপ-গোপীগণের প্রীতির উৎকর্ষ, প্রীতির রসাবস্থা, দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের রসভাবনাবিধি, আলম্বনাদি ভাব ও পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবের দ্বাদশ রসের বিচার এবং সর্বশেষে উজ্জ্বলরসের স্বরূপবিচার।

ক্রমসন্দর্ভ—ইহা দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীমজ্জীবগোস্বামি-বিরচিত ব্যাখ্যা। গ্রন্থকার ষট্‌সন্দর্ভ রচনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমব্যাখ্যামুখে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজননির্ণয়-প্রদর্শনহেতু ইহা সপ্তম সন্দর্ভরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রমসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোক দৃষ্ট হয়—

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১॥
শ্রীমদ্ভাগবতং নৌমি যস্যৈকস্য প্রসাদতঃ।
অজ্ঞাতানপি জানাতি সর্ব্বঃ সর্ব্বাগমানপি ॥২॥
শ্রীভাগবতসন্দর্ভান্ শ্রীমদ্বৈষ্ণবতোষণীম্।
দৃষ্ট্বা ভাগবতব্যাখ্যা লিখ্যতেঽত্র যথামতি ॥৩॥
যদত্র স্খলিতং কিঞ্চিজ্জায়তেঽনবধানতঃ।
জ্ঞেয়ং ন তত্তৎকর্ত্তৄণাং সমাহর্ত্তুর্মমৈব তৎ ॥৪॥
যেষাং প্রোৎসাহনেনাঽস্মি প্রবৃত্তোঽত্যন্তসাহসে।
তে দীনানুগ্রহব্যগ্রাঃ শরণং মম বৈষ্ণবাঃ ॥ ৫ ॥

যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

যে একটিমাত্র গ্রন্থের কৃপায় যে-কোন ব্যক্তি অজ্ঞাত আগমসমূহের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন, আমি সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

শ্রীভাগবতসন্দর্ভসমূহ ও শ্রীবৈষ্ণবতোষণী অবলোকন করিয়া যাহা চিত্তে স্বয়ং

স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুসারে এই শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা মৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

এই ক্রমসন্দর্ভের মধ্যে যে-সকল প্রমাণ-বাক্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যদি অনবধানবশতঃ কোন-স্থলে স্খলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা সমাহরণকারী আমারই ভ্রম বলিয়া জানিবেন, তত্তৎ শ্লোকাদির রচয়িতার নহে (গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি) ॥ ৪ ॥

যাঁহারা উৎসাহিত করায় আমি এই অত্যন্ত সাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, দীনজনের প্রতি কারুণ্যপ্রকাশে ব্যগ্র সেই বৈষ্ণববৃন্দই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ৫ ॥

অথ শ্রীভাগবতলোকহিতাভিলাষপরবশতয়া শ্রীভাগবতসন্দর্ভনামানং গ্রন্থমারভমাণো মহাভাগবতকোটিবহিরন্তর্দৃষ্টিনিষ্টঙ্কিত-ভগবদ্ভাবং নিজাবতারপ্রচার-প্রচারিত-স্ব-স্বরূপ - ভগবৎপদকমলাবলম্বি - দুর্ল্লভপ্রেমপীযূষময়-গঙ্গাপ্রবাহ-সহস্রং স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনামানং ভগবন্তং কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণব-জনোপাস্যাবতারতয়ার্থবিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবতসম্বাদেন স্তৌতি। * * অধুনা তু শ্রীমদ্ভাগবত-ক্রমব্যাখ্যানায় তত্রাপি সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজননির্ণয়-দর্শনায় চ সপ্তমঃ ক্রমসন্দর্ভোঽয়মারভ্যতে।

শ্রীভাগবতনিধ্যর্থা টীকাদৃষ্টিরদায়ি যৈঃ।
শ্রীধরস্বামিপাদানাংস্তান্ বন্দে ভক্ত্যেকরক্ষকান্ ॥
স্বামিপাদৈন যদ্ব্যক্তং যদ্ব্যক্তং চাস্ফুটং ক্বচিৎ।
তত্র তত্র চ বিজ্ঞেয়ঃ সন্দর্ভঃ ক্রম-নামকঃ ॥

অনন্তর ভক্তভাগবতজনগণের কল্যাণাভিলাষে 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ'-নামক গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি মহাভাগবত বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যাঁহার ভগবত্তা নির্ণয় করিয়াছেন, যিনি নিজ ভক্তগণ দ্বারা শ্রীভগবৎস্বরূপ ও শ্রীভগবৎপ্রেমসুধাসরিৎপ্রবাহ সহস্রধারায় সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন, যিনি সহস্র সহস্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অধিদেবতা সেই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব'সংজ্ঞক শ্রীভগবান্‌কে

এই কলিযুগে বৈষ্ণবজনগণের উপাস্য সমস্ত শব্দার্থশাস্ত্রতাৎপর্য্যসারস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকদ্বারা গ্রন্থকার স্তুতি করিতেছেন। * * সম্প্রতি শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমব্যাখ্যা ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-নির্ণয়-প্রদর্শনের নিমিত্ত এই 'ক্রমসন্দর্ভ'-নামক সপ্তম সন্দর্ভ রচনা আরম্ভ করিতেছি।

যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতরূপ গ্রন্থরত্নের অর্থপ্রকাশিকা টীকা প্রস্তুত করিয়া বিতরণ করিয়াছেন, সেই ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে আমি বন্দনা করি। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ (তাঁহার টীকাতে) যাহা ব্যক্ত করেন নাই, অথবা কোথায়ও কোথায়ও যাহা অস্ফুটভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়ের (বিস্তৃত) ব্যাখ্যাই 'ক্রমসন্দর্ভ' বলিয়া জানিবেন।

ক্রমসন্দর্ভের উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয় পরিদৃষ্ট হয়,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ১ ॥
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ ॥ ২ ॥
এবং সহস্রনামোক্ত-কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞিতঃ।
মাং পায়াদপরাধেভ্যঃ স্বপ্রেমাংশেন পুষ্যতু ॥ ৩ ॥

শ্রীনাম চিন্তামণিস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহস্বরূপ এবং শ্রীনামী হইতে শ্রীনামের অভেদত্বহেতু শ্রীনাম পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। যাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তি কনকসদৃশ, যাঁহার অবয়ব সর্ব্বশুভলক্ষণযুক্ত ও চন্দনচর্চ্চিত, যিনি (লোক-শিক্ষার্থ) সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়া শান্ত, সমতাযুক্ত ও শান্তিনিষ্ঠাপরায়ণরূপে সহস্রনামোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে বিখ্যাত, সেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আমাকে অপরাধসমূহ হইতে পরিত্রাণ করিয়া নিজপ্রেমের কিয়দংশ প্রদানপূর্ব্বক পোষণ করুন ॥ ১-৩ ॥

ক্রমসন্দর্ভরচনার কোনও কাল লিখিত নাই।

সর্ব্বসম্বাদিনী—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর রচিত গ্রন্থাবলীর পূর্ণ-তালিকা

কোন প্রামাণিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, এই গ্রন্থখানি প্রথম চারি সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যান বা প্রপূর্ত্তিবিশেষ বলিয়া স্বতন্ত্র নামকরণ হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৪২-৪৫) শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুকে "যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল, তার অন্ত নাই।" ইহা বলিয়া কেবল তাঁহার 'শ্রীমদ্ভাগবতসন্দর্ভ' ও 'শ্রীগোপালচম্পূ'-গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে শ্রীজীবপ্রভুর যে সংস্কৃত ও বাংলা পদ্যে গ্রন্থের তালিকা দৃষ্ট হয়, তাহাতেও তালিকার শেষে 'ইত্যাদয়ঃ' পদ থাকায় সেই তালিকাটীও সম্পূর্ণ নহে জানা যায়। ঐ তালিকায় শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুর 'সর্ব্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থের কোনও উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ এই 'সর্ব্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থেই শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বিশেষভাবে বেদান্তবিচার-অবলম্বনে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। সর্ব্ব-সম্বাদিনীর মঙ্গলাচরণের শ্লোক হইতে জানা যায়, এই গ্রন্থ শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা। যথা,—

শ্রীকৃষ্ণং নমতা নাম সর্ব্বসম্বাদিনী ময়া।
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যা বিরচ্যতে ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া আমি শ্রীভাগবতসন্দর্ভের 'সর্ব্বসম্বাদিনী' অনুব্যাখ্যা রচনা করিতেছি। বস্তুতঃ এই অনুব্যাখ্যা শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের পরিশিষ্ট বা পরিপূরণবিশেষ; যদিও ইহাতে শ্রীভাগবতসন্দর্ভের প্রথম চারিটী সন্দর্ভেরই অর্থাৎ তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। সর্ব্বসম্বাদিনীর মঙ্গলাচরণে ক্রমসন্দর্ভের ন্যায়ই স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের অবতারিত্ব-সম্বন্ধে বিচার করিয়া তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যারূপে গ্রন্থকার দশবিধ প্রমাণের মধ্যে শব্দপ্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, শব্দশক্তি-বিচার, স্ফোটবাদ, মহাবাক্যার্থাবগমোপায়, শ্রীভগবৎ-স্বরূপবিনির্ণয়, সর্গাদিবিচার, শ্রীভগবানের বিগ্রহত্বে অদ্বৈতবাদীর পূর্ব্বপক্ষ এবং **শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য** ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিচার করিয়া তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়াছেন।

শ্রীজীবপ্রভু এই গ্রন্থে স্বসম্প্রদায়-সিদ্ধান্ত স্থাপনকালে শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। *

সর্ব্বসম্বাদিনীর ভগবৎসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রধানতঃ বিচারিত হইয়াছে—

শক্তিসিদ্ধান্ত, শক্তি-অস্বীকারে দোষ দ্বিধর্ম্মতা, 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ'-সূত্রব্যাখ্যা, নির্ব্বিশেষবাদখণ্ডন, ত্রিবিধ ভেদ-বিচার, ভগবদ্‌বিগ্রহের নিত্যতা, শ্রীবিগ্রহের পরিচ্ছিন্নত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব, শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় প্রভৃতি।

পরমাত্ম-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় অনুভূতি, অহংপ্রত্যয়, জীবের অণুত্ব, জীবের জ্ঞাতৃত্ব, জীবের ভোক্তৃত্ব, জীবের পরমাত্মত্ব, পরিচ্ছেদাদি মতত্রয়-বিবেচন, ব্রহ্ম হইতে অণু-চৈতন্য জীবসমূহের ভিন্নত্ব, বিবর্ত্তবাদ-খণ্ডন, পরিণামবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত, চতুর্ব্ব্যূহ-বিচার, সাত্বত-পঞ্চরাত্র-মত-সমর্থন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্ব্বসম্বাদিনীতে অবতার-তত্ত্বের বিচার, শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারতত্ত্ব খণ্ডন, শ্রীকৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠত্বহেতু তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সর্ব্বগুহ্যতমতা, শ্রীগোপীগণের ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

Catalogus Catalogorum নামক গ্রন্থতালিকায় (Vol I, Page 207) 'মুক্তাচরিত' ও 'স্তবমালা' গ্রন্থ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা একমাত্র শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর রচিত 'মুক্তাচরিত'-গ্রন্থই দেখিতে পাই। স্তবমালা—শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর রচিত ও শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর দ্বারা সংগৃহীত স্তবপূর্ণ গ্রন্থ। ইহা শ্রীজীবপ্রভু ঐ গ্রন্থ-সঙ্কলনকালে উপক্রমে স্বয়ংই বলিয়াছেন। যথা,—

---

* তত্ত্বসন্দর্ভ ৪র্থ শ্লোক 'কোঽপী'তি—"বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ"। শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্য-শ্রীধরস্বাম্যাদিভি-র্যল্লিখিতং তদ্দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। অনেন স্ব-কপোলকল্পিতত্বঞ্চ নিরস্তম্।—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সং, সর্বসম্বাদিনী—৪র্থ পৃষ্ঠা।

শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত ॥

মদীশ্বর শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু, যিনি 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা করিয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক রচিত স্তবমালা তাঁহারই অনুগত এই জীব (শ্রীজীবপ্রভু) সংগ্রহ করিয়াছে।

(মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রি-সম্পাদিত) মাদ্রাজ Government Oriental Manuscripts Library-র পুঁথির তালিকার ৪র্থ খণ্ডের ৪৪৭১-২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীজাহ্নবাষ্টকম্' নামে একটি স্তোত্র (R 3053x নং পুঁথি) শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তোত্রে আটটী শ্লোকে শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের আত্মজা শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীশ্রীজাহ্নবীদেবী বা শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীর স্তুতি করা হইয়াছে।

আরম্ভ :—

অনঙ্গমঞ্জরীখ্যাতে ব্রজে শ্রীরাধিকানুজে।
সূর্য্যদাসসুতে দেবি জাহ্নবে ত্বং প্রসীদ মে ॥

উপসংহার :—

পঠেচ্ছ্রীজাহ্নবাদেব্যা অষ্টকং যো জনঃ সদা।
শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপঃ স্যাৎ স বৈ কৃতী ॥

পুষ্পিকা :—

ইতি **শ্রীজীবগোস্বামি**বিরচিতং শ্রীজাহ্নবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

Aufrecht এর তালিকার ১ম খঃ ২০৭ পৃষ্ঠায় শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর গ্রন্থ-তালিকার মধ্যে 'সারসংগ্রহ' নামে একখানি পুঁথির উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'Notices of Sanskrit Manuscripts' এর ৪র্থ খণ্ডের ৩০৩-৩০৫ পৃষ্ঠায় উক্ত পুঁথির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

Beginning (প্রারম্ভ) :—

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥
আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥
শ্রীকৃষ্ণচরণং নৌমি শরণং মম সন্ততম্।
হরণং সর্ব্বদুঃখানাং স্মরণং যস্য ত+পি॥
শ্রীমুকুন্দপদদ্বন্দ্বং কন্দমানন্দসন্ততেঃ।
তনোতু ময়ি কারুণ্যং স্বমাত্রৈকগতৌ সকৃৎ॥
স্বমনোদ্রঢ়িমৈকার্থলাভায়াস্বগুতে ময়া।
শ্রীরূপকৃতগ্রন্থানাং কোঽপি কোঽপি নবঃ স্ফুটঃ॥
জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীল-রূপসনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বজ্ঞাপিকাং পুস্তিকামিমাম্॥
শ্রীল-রূপকবীন্দ্রস্য পাদপদ্মমহর্নিশম্।
স্ফুরতাং মানসে সম্যঙ্ মম মন্দস্য দুর্ম্মতেঃ॥

End (উপসংহার) :—

শ্রীমদ্রাধাচরণচরিতানন্দপীযূষধারাং
বারং বারং রসিক-সদসি প্রেমমত্তঃ প্রবর্ষন্।
স্বেশাকুণ্ডে পুনরপি কদা শ্রীমুকুন্দাখ্য আরা-
ন্নেত্রানন্দং প্রভুরনুপমং হা মদীয়ং বিধাতা॥

Colophon (পুষ্পিকা) :—

ইতি শ্রীজীবগোস্বামিকৃতঃ সারসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ।

এই গ্রন্থ শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর লিখিত কিনা, তাহা বিচার্য্য। মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকটী—"শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা" ইত্যাদি শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীগোপালগুরুগোস্বামির হরিনামার্থ-নির্ণয়েও দৃষ্ট হয়। (শ্রীচৈঃ শিঃ ৪৬ দ্রঃ)

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোকটী "আদদানস্তৃণং দন্তৈঃ" শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর 'মুক্তাচরিতে'র উপসংহারের প্রথম শ্লোক। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ স্বকীয়-বাদ খণ্ডনপূর্ব্বক পরকীয়-সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে।

Catalogus Catalogorumএর ৩য় খণ্ড ৩৫ ও ৪৪ পৃষ্ঠায় শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদের শ্রীজীবগোস্বামিকৃতা টীকার নামোল্লেখ আছে।

আধ্যক্ষিক, সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক-সম্প্রদায় শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর গ্রন্থাবলী-সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক ভ্রমেও পতিত হইয়াছেন। মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত (১৯৩৭) M. Krishnamachariar তাঁহার History of Classical Sanskrit Literature পুস্তকের ২৮৯ পৃষ্ঠায় শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু" ও "শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী"কে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর গ্রন্থতালিকার মধ্যে ধরিয়াছেন। "Indian Culture" (১৯৩৫-৩৮) পত্রিকায় কয়েক খণ্ডে "Theology & Philosophy of Bengal Vaisnavism" শীর্ষক প্রস্তাবসমূহে ষট্‌সন্দর্ভ-সম্বন্ধে যে সমালোচনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে নানাপ্রকার ভ্রম ও আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোত প্রবিষ্ট হইয়াছে। ষট্‌সন্দর্ভের প্রারম্ভেই শ্রীল শ্রীজীব-প্রভু আধ্যক্ষিক পাঠকগণের প্রতি যে শপথ অর্পণ করিয়াছেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করায় ঐরূপ বিপত্তি ঘটিয়াছে।

যাঁহারা শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথার বা শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর প্রেমসিন্ধুর স্পর্শ লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীগৌর-প্রণয়ি-ভক্তের নিকট শ্রীল শ্রীজীব-প্রভুর ষট্‌সন্দর্ভগ্রন্থ আলোচনা করিলে কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

গণধাতুসংগ্রহ—ইহাতে পাণিনীয় ধাতুপাঠের তুল্য অর্থের সহিত দশগণে বিভক্ত ধাতুসমূহের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

আদ্য শ্লোক—কৃষ্ণলীলাকথাবীজরূপধাতুগণো ময়া।
সংক্ষেপাদুচ্যতে তেন কৃষ্ণো মহ্যং প্রসীদতু॥

আমি (শ্রীজীব) শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনের বীজস্বরূপ ধাতুসমূহের গণপাঠ সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে আমাকে তাঁহার প্রসাদ প্রদান করুন।

অন্তিম শ্লোক—ইতি নামামৃতস্যৈষা সংক্ষেপাদ্ধাতুপদ্ধতিঃ।

ময়া কৃতা প্রযুক্তান্যধাতূংস্ত্যক্ত্বা কচিৎ কচিৎ ॥

শ্রীনামামৃতের এই ধাতুপ্রণালী আমি সংক্ষিপ্তভাবে প্রণয়ন করিলাম। কোথাও কোথাও প্রযুক্ত অপর ধাতুগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি।

লঘুশ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা—ইহাতে শ্রীমতী শ্রীরাধিকাদেবীর সহিত শ্রীমাধবের উপাসনার বিরোধবাক্য নিরসনপূর্ব্বক তাহারই প্রয়োজনীয়তা স্থাপিত হইয়াছে।

মঙ্গলাচরণ—

সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ ॥
ভবিষ্যোত্তর-বারাহ-স্কান্দ-মাৎস্যাদিমিশ্রিতম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং শশ্বত্তন্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥
শাস্ত্রাণ্যেতানি শস্ত্রাণি রাধাদামোদরার্চ্চনে।
বাদিনাং বাদহন্তৄনি জয়ন্তি ভুবি সর্ব্বদা ॥

যৎ খলু শ্রীরাধিকাসম্বলিতঃ শ্রীকৃষ্ণ উপাস্যতে, তত্র কশ্চিচ্ছাস্ত্র-প্রমাকণত্বং ন মন্যতে। তং প্রতি ইদং ব্রূমঃ। আস্তাং তাবদ্বল্লবীবর্গপ্রধানতয়া শ্রীসন্দর্ভাদৌ নির্ণীতাত্র নির্দ্দেক্ষ্যমাণা শ্রীরাধাবল্লবীমাত্রঃ স উপাস্যতে; ইত্যত্র শাস্ত্রাণি শৃণু; তত্র তাবৎ পুরাণানি দর্শ্যন্তে।

যাঁহার অগ্রজ ভগবানের সদৃশ শ্রীমান্ সনাতন ও যাঁহার অনুজ শ্রীবল্লভ, সেই শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুই জীবের নিত্য আশ্রয়। ভবিষ্যোত্তরপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতির সহিত শ্রীমদ্ভাগবত ও বিবিধ নিত্যতন্ত্র, এই শাস্ত্রসমূহ শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের অর্চ্চনবিষয়ে পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বদা প্রতিবাদিগণের বিবাদনাশক শস্ত্র-স্বরূপ হইয়া জয়লাভ করিতেছেন।

শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন না; তাঁহাদিগকে ইহা বলিতেছি। শ্রীসন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থে

শ্রীরাধিকাকে গোপীগণের প্রধানারূপে নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহা থাকুক। এখানে কেবল 'শ্রীরাধিকা'-নাম্নী গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করা হয়, এই বিষয়ে শাস্ত্র শ্রবণ করুন। সেই বিষয়ে পুরাণের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

উপসংহার—

রাধা বৃন্দাবনে যদ্বত্তদ্বদ্গোপাল ঈর্য্যতে।
নারসিংহাদিকে শাস্ত্রে তদ্যুগ্মং তত্তদীশিতম্॥
রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।
বিভ্রাজতে জনেষ্বিতি পরিশিষ্টমৃচস্তথা॥
কার্ত্তিকে ব্রতচর্য্যায়ামতস্তদ্যুগ্মদেবতে।
রাধাদামোদরাভিখ্যো বীক্ষ্যেতে লোকশাস্ত্রয়োঃ॥
কিং বহূক্ত্যা কুণ্ডযুগ্মং তয়োর্যুগতয়েক্ষ্যতে।
শাস্ত্রে চ শ্রূয়তে তস্মাৎ কৈমুত্যাদ্ যুগ্মতা তয়োঃ॥
উমামহেশ্বরৌ কেচিল্লক্ষ্মীনারায়ণৌ পরে।
তে ভজন্তাং ভজামস্তু রাধাদামোদরৌ বয়ম্॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবননিবাসিনঃ কস্যচিজ্জীবস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা সদা দীপ্যমানতা সমাপ্যতাম্।

শ্রীবৃন্দাবনে যেরূপ শ্রীরাধা, সেইরূপ শ্রীগোপালও কথিত হন। শ্রীনারসিংহাদি শাস্ত্রে সেই যুগলমূর্ত্তি সেই সেই রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। ঋক্ পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে— শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ক্রীড়াপরায়ণ এবং শ্রীরাধিকা শ্রীমাধবের সহিত যুগলরূপে বিরাজিতা থাকেন। অতএব কার্ত্তিকে ব্রতপালনবিষয়ে 'শ্রীরাধা' ও 'শ্রীদামোদর' নামক যুগ্মদেবতা উপাস্য, ইহা লৌকিক ব্যবহারে ও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অধিক বাক্যের প্রয়োজন কি, কুণ্ডযুগলও তাঁহাদেরই যুগলরূপে গৃহীত হন এবং শাস্ত্রেও শ্রুত হন। অতএব কৈমুত্যন্যায়ানুসারে তাঁহাদের যুগ্মতা সিদ্ধ।

কেহ কেহ শ্রীউমার সহিত শ্রীমহেশ্বর, অপরে শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শ্রীনারায়ণের

ভজনা করেন ; তাঁহারা তাহা করুন, কিন্তু আমরা 'শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের' ভজন করি।

শ্রীবৃন্দাবননিবাসী 'জীব'-নামক কোনও ব্যক্তির (দৈন্যোক্তি) 'শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা' সর্ব্বদা দীপ্তিলাভ করিতেছেন। এই স্থানে তাহা সমাপ্ত হউন।

শ্রীমদ্‌গোপালতাপনী-টীকা (শ্রীসুখবোধিনী) :—শ্রীশ্রীল জীব-গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীমদ্‌গোপালতাপনীর পূর্ব্বভাগের টীকার প্রারম্ভে কামবীজমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রণতিজ্ঞাপক মন্ত্রের টীকা রচনা করিয়াছেন। এই টীকার প্রারম্ভের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

অথ "ক্লীংকারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ।
লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জলসম্ভবঃ॥

ইত্যাদিভিঃ শ্রীমতা গৌতমেন ভগবতা স্বীয়তন্ত্রস্য প্রমাণতয়া দর্শয়তা তদীয়ং পূর্ব্বতাপনী— কাৎ আপো লাৎ পৃথিবী ঈতোঽগ্নির্বিন্দুরিন্দুস্তৎসম্পাতাদর্ক ইতি। ক্লীংকারাদসৃজদিত্যাদিপ্রতীকময়ী গুর্জরাদিদেশপ্রসিদ্ধ-পরাশরগোত্রাদিব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়প্রাপ্তাথর্ববেদসুপিপ্পলাদ-শাখাদিপঠিত-গোপালতাপন্যাখ্যা শ্রুতিরিয়ম্। স্বপ্রতিপাদ্যং শ্রীকৃষ্ণমেব সর্ব্ববেদান্তসম্মত্যা সর্ব্বোত্তমত্বেন প্রতিপাদয়ন্তী নমস্ক-রোতি—সচ্চিদানন্দরূপায়েতি।"

অর্থাৎ শ্রুতিসমূহের শিরোভাগস্বরূপ উপনিষৎ বলেন,—কামবীজ হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, 'ল'-কার হইতে পৃথিবী এবং 'ক'-কার হইতে জলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত উক্তিদ্বারা ভগবান্ শ্রীমদ্ গৌতমমুনি স্বীয় তন্ত্রের প্রমাণ-প্রদর্শনমুখে পূর্ব্বতাপনী বিষয়ক বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, 'ক'-শব্দ হইতে জল, 'ল'-শব্দ হইতে পৃথিবী, 'ঈ'কার হইতে অগ্নি, বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি এবং ইহাদের সমবায়-স্বরূপ সূর্য্যের প্রকাশ হইয়াছে—ইত্যাদি। 'কামবীজ হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে' ইত্যাদি শ্রুতির শিরোভাগ উপনিষদের প্রতীক-স্বরূপ গুর্জ্জরাদিদেশ-প্রসিদ্ধ পরাশরগোত্রাদিব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়প্রাপ্ত অথর্ব্ব-বেদের সুপিপ্পলাদ-শাখাদিতে পঠিত ইহা 'গোপালতাপনী'-নাম্নী শ্রুতি। নিজ

প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণকেই সমস্ত বেদান্তমতানুসারে সর্ব্বোত্তমরূপে প্রতিপাদন করিয়া (এই শ্রুতি) সচ্চিদানন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণকে 'নমঃ'-শব্দযোগে প্রণাম করিতেছেন।

এই টীকার মধ্যে শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্‌ভাগবত, সাম-কেন-কঠাদি উপনিষৎসমূহ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীব্রহ্মসূত্র, সনৎকুমার-সংহিতা, শ্রীব্রহ্মসংহিতা, গৌতমীয় তন্ত্র প্রভৃতি বহু সাত্বত-শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর তাপনীর প্রত্যেক মন্ত্রের বিশদ বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব ও তাঁহার রূপ-গুণাদি-মাহাত্ম্য বহু শ্রুতি ও বৈষ্ণবস্মৃতি-সংহিতাদি শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা সম্যগ্‌ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকামবীজ ও শ্রীকামগায়ত্রী প্রভৃতি দ্বারা সাবরণ শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর তাপনীর টীকার প্রারম্ভেই পূর্ব্ব-তাপনীর উপসংহার-তাৎপর্য্য ও উত্তর-তাপনীর প্রতিপাদ্যবিষয়ের কথা উক্ত হইয়াছে। যথা—"পূর্ব্বতাপন্যাং তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেব ইত্যুপসংহার-তাৎ-পর্য্যেণ মহাবাক্যেন শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশত্বং যদুক্তং তদেব উত্তরতাপন্যাং প্রকারান্তরেণ বিব্রিয়তে।" অর্থাৎ পূর্ব্ব-তাপনীতে 'অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরদেব'—এই উপসংহার-তাৎপর্য্যপর মহাবাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে তাদৃশ সর্ব্বোত্তমত্বের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রকারান্তরে উত্তর-তাপনীতেও বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরতাপনীতে শ্রীগোপালের পুরীশ্রেষ্ঠ শ্রীব্রজের দ্বাদশ বনের নাম-তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। টীকার উপসংহার যথা—

গান্ধর্ব্বীবরগান্ধর্ব্বগন্ধবন্ধুরশর্ম্মণে।
বৃন্দাবনাবনীবৃন্দনন্দিনে নন্দতাত্মনঃ॥
বিশ্বেশ্বরক-জনার্দ্দনভট্টাভ্যাং বৈদিকাগ্রাভ্যাং তদ্বৎ।
প্রবোধযতিনা লিখিতং বিরচিতমত্র তারতম্যেন॥
ইতি উত্তরগোপাল-তাপনীবিবৃতিঃ সম্পূর্ণতাং গতা।
শ্রীসনাতনরূপস্য চরণাব্জসুধেপ্সুনা।
পূরিতা টিপ্পনী চেয়ং জীবেন **সুখবোধিনী**॥

কেহ কেহ শ্রীরূপের 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী'-নাম্নী ভাণিকার টীকা শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই টীকার উপক্রম বা উপসংহারে টীকার রচয়িতার কোন নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় না।

টীকার উপক্রম-শ্লোক ঃ—

দানকেলিকলৌ লুপ্তধর্ম্মমর্য্যাদয়োর্ভজে।
রাধামাধবয়োঃ কামলোভদম্ভমদানৃতম্ ।।

টীকার উপসংহার-শ্লোক ঃ—

দানকেলিকলেরন্তে রাধামাধবয়োর্যুগম্।
কামলোভমদাক্রান্তমেকাকারমহং ভজে ।।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকৃত 'শ্রীললিতমাধব-নাটকে'র টীকার প্রারম্ভে **"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কৃপাধরৈঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈর্মদেকশরণৈঃ"** প্রভৃতি উক্তি-দর্শনে কেহ কেহ ঐ টীকাকে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া মনে করেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় **"বৈষ্ণব-বন্দনা"** নামক একটি সুদীর্ঘ বন্দনা বা স্তোত্রের উল্লেখও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর নামে আরোপিত উক্ত বৈষ্ণব-বন্দনার প্রারম্ভে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় ঃ—

তদ্বন্দনং তৎস্মরণং সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়কম্।
জীবেন কেন ক্রিয়তে পৌর্ব্বাপর্য্যমজানতা ।।

উক্ত বন্দনার মধ্যে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

বন্দে তৌ পরমানন্দৌ প্রভূ রূপসনাতনৌ।
বিরক্তৌ চ কৃপালূ চ বৃন্দাবন-নিবাসিনৌ ।।
যৎপাদাব্জ-পরিমল-গন্ধলেশ-বিভাবিতঃ।
জীবনামা নিষেবেয় তাবিহৈব ভবে ভবে ।।

বন্দনার উপসংহারে এইরূপ দৃষ্ট হয় ঃ—

এতদ্বৈষ্ণববন্দনং সুখকরং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদং
শ্রীমন্মাধ্বিকসংপ্রদায়গণনং শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদম্ ।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্গুণময়ং তদ্ভক্তবর্গানন্থ
জীবেনৈব ময়া সমাপিতমিদং কৃত্বা তু পাদার্পিতম্ ।।

Dr. M. Krishnamachariar-প্রণীত ও মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত (১৯৩৭) 'History of Classical Sanskrit Literature' পুস্তকের ১০২৭ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত পুস্তকের তালিকার মধ্যে 'ভৃঙ্গসন্দেশ'-নামক একটি গ্রন্থ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্রীজীবাষ্টকম্

(১)

শ্রীমদ্বল্লভনামশর্ম্মতনয়ং গৌড়াবনীমণ্ডলে
কর্ণাট-দ্বিজবংশশুভ্রতিলকং নানাগুণৈর্মণ্ডিতম্ ।
তং শ্রীরূপসনাতনৈকশরণং গোপালভট্টপ্রিয়ম্
ভক্তৌ শাস্ত্রসুশিক্ষণে ভজ গুরুং শ্রীজীবগোস্বামিনম্ ॥

(২)

বাল্যাদেব নিজেষ্টদেব-ভজনে শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধিঃ স্বতঃ
শ্রীমূর্ত্তেঃ কুসুমাদিবেশরচনৈঃ সদ্ভাবযুক্তার্চ্চণম্ ।
নিদ্রাহারবিহার-সংযতমতে র্যস্য প্রমোদঃ সদা
তং কারুণ্য-নিকেতনং ভজ গুরুং শ্রীজীবগোস্বামিনম্ ॥

(৩)

প্রদ্যোৎকান্তি-তনুর্বিজিত্যকনকং রম্যাধরঃ স্নিগ্ধবাক্
ভক্তিপ্রেমভরৈরুদারচরিতো দিব্যারবিন্দেক্ষণঃ।
যঃ শুভ্রং বসনং দধাতি রুচিরং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলঃ
আর্ত্তাণামভয়প্রদং ভজ গুরুং শ্রীজীবগোস্বামিনম্ ॥

(৪)

নিত্যানন্দমহোদয়াপ্তবচসা শ্রীবাসযুক্ত্যাভিঃ
গত্বা শ্রীপ্রভুদত্তদেশমতুলং বৃন্দাবনং সত্বরম্।
লেভে শ্রীগুরুবর্য্যরূপসদনাদ্ গোপালমন্ত্রোত্তমম্
বৈরাগ্যাদিগুণৈর্বরং ভজ গুরুং শ্রীজীবগোস্বামিনম্ ॥

(৫)

গৌড়ে গৌরবিধোঃ সুধাস্তুবলিতঃ সদ্ভক্তিসৌধঃ স্থিতো
মূলস্তম্ভতয়াস্য হি প্রতিভয়া খ্যাতঃ ক্ষিতৌ যঃ সুধীঃ।
ধীরো দিগ্-জয়িনো বিচারবিজয়ী সিদ্ধান্তরত্নাকরঃ
তং শাস্ত্রেষু বিচক্ষণং ভজ গুরুং শ্রীজীবগোস্বামিনম্ ॥

(৬)

শব্দানামানুশাসনং কিল হরের্নামামৃতৈঃ শব্দিতম্
লীলায়াঃ খলু নিত্যতা-প্রকটনে গোপালচম্পূদ্বয়ীম্।
ভক্তিগ্রন্থচয়ঞ্চ সদ্বিবৃতিভিশ্চক্রে সুবোধ্যং জনৈঃ
শ্রীচৈতন্যহরেঃ প্রিয়ং ভজ গুরুং শ্রীজীবগোস্বামিনম্ ॥

(৭)

শ্রীমদ্ভাগবতস্য তত্ত্বমমলং যদ্বৈষ্ণবৈঃ সম্মতম্
তট্টীকা লঘুতোষণী প্রভৃতি ষট্সন্দর্ভতঃ খ্যাপয়ন্।

কৃষ্ণপ্রেমমহাফলাপ্তিপদবীং রম্যাং সুগম্যাং সতাম্
যোঽকার্ষীৎ করুণঃ কলৌ ভজ গুরুং শ্রীজীবগোস্বামিনম্ ।'

(৮)

শ্রীদামোদরবিগ্রহঃ প্রকটিতঃ শ্রীরাধয়া শোভিতঃ
শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা সরুচয়ে সেবার্থমস্মৈ দদে ।
শ্যামানন্দ-নরোত্তমাদিস্বজনান্ শাস্ত্রার্থবিজ্ঞান্ ব্যধাৎ
ভক্ত্যা বিশ্বহিতায় তং ভজ গুরুং শ্রীজীবগোস্বামিনম্ ॥

শ্রীজীবস্তোত্রমত্রত্য ছাত্রাণাং হিতকাম্যয়া ।
ভক্তিবিদ্যালয়াদিদং রবীন্দ্রেণ প্রকাশিতম্ ॥

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সূচক

শ্রীজীব গোসাঞি মোর প্রেমরত্ন-সাগর
ওহে প্রভু কৃপা কর মোরে ।
মুঞি ত পামর জনে বড় সাধ করি মনে
তুয়া গুণ গাইবার তরে ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন অনুপম সুমধ্যম
রামপদে দৃঢ় যার মতি ।
তাঁহার তনয় জীব সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত
প্রকাশিল শ্রীরূপ-সংহতি ॥
বৈরাগ্য জন্মিল মনে রাজ্য ছাড়ি সেই ক্ষণে
চলিলা শ্রীনবদ্বীপপুরী ।
প্রভু নিত্যানন্দ দেখি ছল ছল করে আঁখি
পড়িল চরণ যুগে ধরি ॥

মস্তকে চরণ দিয়া দুই বাহু পসারিয়া
উঠাইয়া করিলেন কোলে।
প্রেমে গদগদ হঞা দৈন্যভাব প্রকাশিয়া
কান্দিতে কান্দিতে কিছু বলে ॥
প্রভু নিত্যানন্দ নাম জগতের পরিত্রাণ
সব জীবে আনন্দ করিলা।
মো হেন পতিত জনে কৃপা কৈলা নিজগুণে
ব্রহ্মার দুর্লভ ধন দিলা ॥
মহাপ্রভু তোমার গনে দিয়াছেন দণ্ড ভূমে
শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন।
শ্রীমুখের আজ্ঞা পাঞা আনন্দ হইয়া হিয়া
ব্রজপুরে করিলা গমন ॥
কৃষ্ণনাম সদা মুখে নেত্রজল বহে বুকে
এইরূপে পথ চলি যায়।
প্রভু রূপ সনাতন কবে পাব দরশন
প্রাণ মোর রাখ মহাশয় ॥
কভু করু জলপান কভু চানা চর্ব্বণ
কত দিনে মথুরা পাইলা।
দেখি শোভা মধুপুরী প্রেমে পড়ে ঘুরি ঘুরি
ধীরে ধীরে বিশ্রান্তি আইলা ॥
যমুনাতে কৈল স্নান করি কিছু জল পান
সেই রাত্রে তাঁহা কৈল বাস।
প্রাতে আইলা বৃন্দাবনে দেখি রূপ সনাতনে
প্রভু সব পুরাইল আশ ॥

শ্রীধাম-বৃন্দাবন—শ্রীরাধা-দামোদর শ্রীমন্দিরে শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীসমাধি-মন্দির।
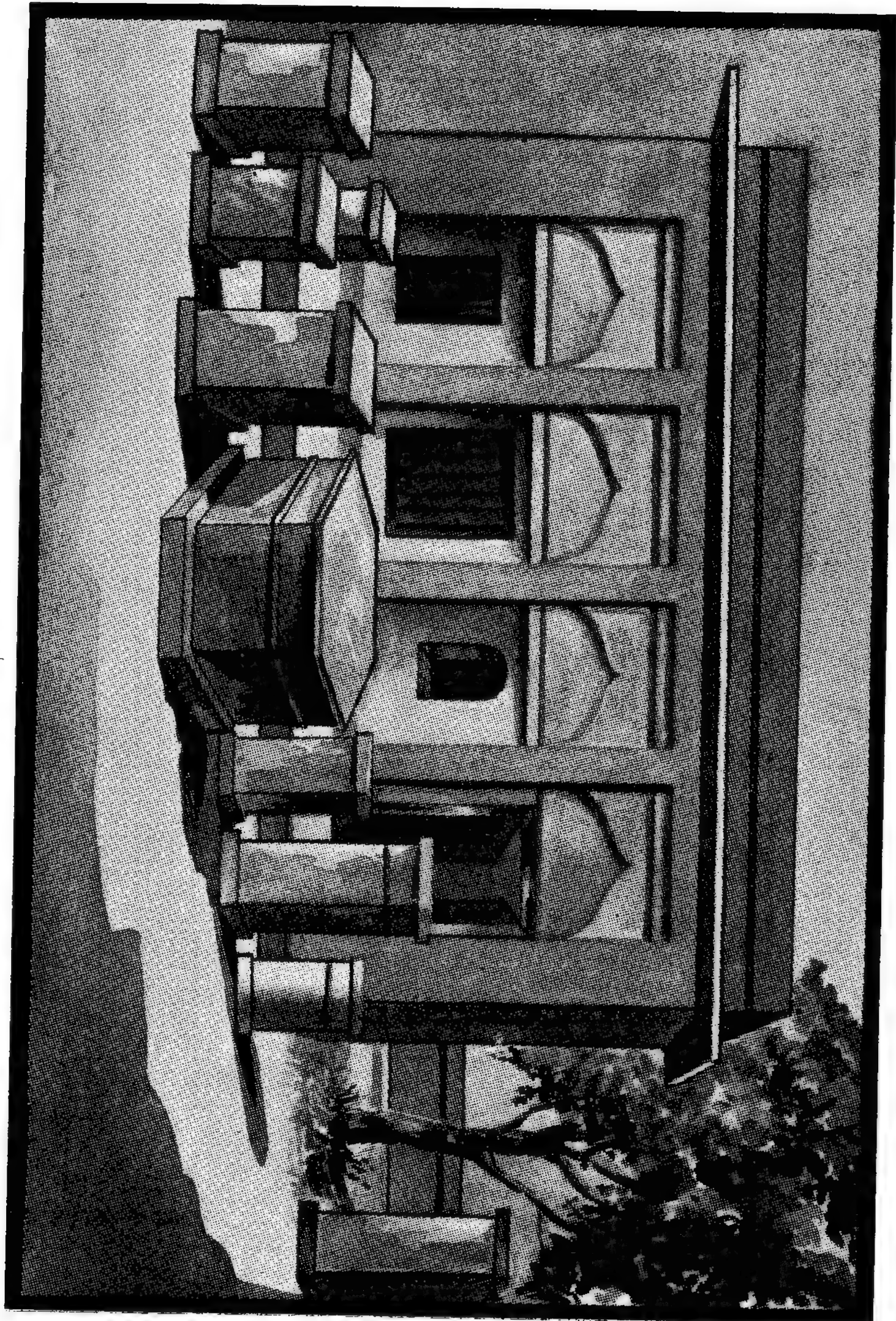
শ্রীগোপাল-চম্পূ নাম গ্রন্থ কৈল অনুপাম
ব্রজ-নিত্যলীলারস-পূর।
ষট্ সন্দর্ভ আদি করি যাহাতে সিদ্ধান্ত ভারি
পড়ি শুনি ভক্ত হৈলা স্থির॥
উজ্জ্বল প্রেমের তনু রসে নিরমিলা জনু
ভাব-অলঙ্কৃত সব অঙ্গ।
পড়িতে শ্রীভাগবত ধৈরয না ধরে চিত
সাত্ত্বিকে ব্যাপিত সব অঙ্গ॥
যুগল ভজন-সার বিলাসই সদা যাঁর
বৃন্দাবন-বিহার সদাই।
গোলোক সম্পূট করি তাহাতে সে প্রেম ধরি
সম্বরণ করিল গোসাঞি॥
মুঞি অতি মূঢ়মতি তোমা বিনু নাহি গতি
শ্রীজীব জীবন প্রাণধন।
বহু জন্ম পুণ্য করি দুর্লভ জনম ধরি
পাইয়াছি শ্রীজীব চরণ॥
শ্রীজীব করুণাসিন্ধু স্পর্শি তার একবিন্দু
প্রেমরত্ন পাবার লাগিয়া।
কহে রঘুনাথ দাস তুয়া অনুগত আশ
রাখ মোরে পদছায়া দিয়া॥

পৌষী শুক্লা তৃতীয়া শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদের সর্ব্বভুবনমঙ্গলময়ী বিশ্ববৈষ্ণবারাধ্যা তিরোভাব তিথি বলিয়া খ্যাতা। শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মহাপ্রভু' বলিয়া সকলে জানেন। মহাপ্রভুর প্রেমভাজন গৌরবপাত্র—শ্রীনিত্যানন্দকে ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে 'প্রভু' বলিয়া অনেকেই জানেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অতিপ্রিয় ত্যক্তগৃহ প্রেমিক কবিগণ 'গোস্বামী' বলিয়া অভিহিত হন। শ্রীবৃন্দাবন-

বাসী গোস্বামিগণের সংখ্যা অনেক হইলেও ছয়জনের কথা সর্বত্র গীত হয়। ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীজীবপ্রভু। তিনি শ্রীরূপের অনুগ বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীজীবের পরম গুরুদেব, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তাঁহার উপাস্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গৌড়ীয়গণের নির্ম্মল দর্শনে সাক্ষাৎ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন। "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈলা সেই"— শ্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয়। শ্রীজীব বৃহদ্ব্রতী অর্থাৎ আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলা প্রকটকারী। চিরজীবন চিদ্বিলাস-সরস্বতীর সহিত তাঁহার বাস। তিনি **গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি**। গোস্বামী শব্দের প্রকৃত অর্থ* জিতেন্দ্রিয়।

"যঃ সাংখ্য-পঙ্কেন কুতর্ক-পাংশুনা
বিবর্ত্ত-গর্ত্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্।
শুদ্ধং ব্যধাদ্ বাক্সুধয়া মহেশ্বরং
কৃষ্ণং স জীবঃ প্রভুরস্তু নো গতিঃ॥"

---
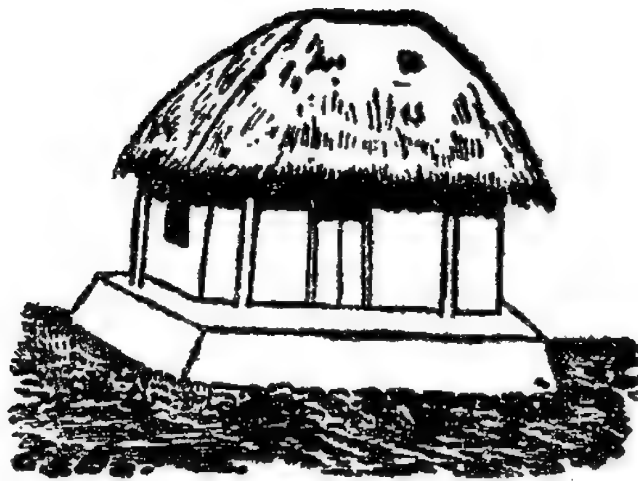
* গোস্বামী = গো—ইন্দ্রিয়গণের, বেদের বা পৃথিবীর স্বামী অর্থাৎ প্রভু, পারঙ্গত শাসক, আচার্য্য। গো = (বাক্যের) স্বামী—(৬তৎ পুরুষ) = গোস্বামী।

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

(শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীসত্যব্রত-মুনিপ্রোক্তং)

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুত্য গোপ্যা ॥ ১

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃ শ্বাসকম্পত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥ ২

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩

বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৪

ইদং তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ৫

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো !
প্রসীদ প্রভো ! দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ ॥ ৬

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ৭

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ৮

দধিমথননিনাদৈস্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মুখকমলসমীরৈরাশু নির্ব্বাপ্য দীপান্
কবলিত-নবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ ॥—শ্রীভাঃ

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পণমস্তু।

চৌষট্টি মোহান্ত—*অষ্ট প্রধান মোহান্ত—শ্রীস্বরূপ দামোদর (ললিতা), রায় রামানন্দ (বিশাখা), গোবিন্দানন্দ ঠাকুর (সুচিত্রা), বসু রামানন্দ (ইন্দুরেখা), সেন শিবানন্দ (চম্পকলতা), গোবিন্দ ঘোষ (রঙ্গদেবী), বক্রেশ্বর (তুঙ্গবিদ্যা), বাসুদেব ঘোষ (সুদেবী)।

শ্রীব্রজলীলায় অষ্ট সখীর প্রত্যেকের অনুগতা আটজন করিয়া চৌষট্টি জন সখী আছেন। শ্রীনবদ্বীপ লীলায়ও অষ্ট প্রধান মোহান্তের প্রত্যেকের অনুগত আট জন করিয়া সর্ব্বসমেত চৌষট্টি মোহান্ত হইতেছেন। [বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার—৬৬৪—৬৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য]।

১। **শ্রীস্বরূপ দামোদরের অনুগত**—আচার্য্য রত্ন (রত্ন প্রভা), রত্নগর্ভ ঠাকুর (রতিকলা), চন্দ্রশেখর আচার্য্য (সুভদ্রা), ভূগর্ভ ঠাকুর (ভদ্ররেখিকা), রাঘব গোস্বামী (সুমুখী), দামোদর পণ্ডিত (ধনিষ্ঠা), কৃষ্ণদাস ঠাকুর (কলহংসী) ও কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর (কলাপিনী)।

২। **শ্রীরামানন্দ রায়ের অনুগত**—মাধব সঞ্জয় (মাধবী), নীলাম্বর ঠাকুর (মালতী), রামচন্দ্র দত্ত (চন্দ্ররেখিকা), বাসুদেব দত্ত (কুঞ্জরী), নন্দন আচার্য্য (হরিণী), শঙ্কর ঠাকুর (চপলা), সুদর্শন ঠাকুর (সুরভী) এবং সুবুদ্ধি মিশ্র (শুভাননা)।

৩। **শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুরের অনুগত**—শ্রীমান্ পণ্ডিত (রসালিকা), ঠাকুর জগন্নাথ দাস (তিলকিনী), জগদীশ ঠাকুর (শৌরসেনী), সদাশিব ঠাকুর (সুগন্ধিকা), রায় মুকুন্দ (রমিলা), মুকুন্দানন্দ (কামনাগরী), পুরন্দর আচার্য্য (নাগরী), এবং নারায়ণ বাচস্পতি (নাগবেলিকা)।

৪। **শ্রীবসু রামানন্দের অনুগত**—পরমানন্দ ঠাকুর (তুঙ্গভদ্রা), বল্লভ ঠাকুর (রসতুঙ্গা), জগদীশ ঠাকুর (রঙ্গবাটী), বনমালী দাস (সুমঙ্গলা), শ্রীকর

* শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামিপাদের পদ্ধতি-মত। মতান্তরে—শ্রীমাধব ঘোষ (তুঙ্গবিদ্যা)। বন্ধনী মধ্যে পূর্ব্বলীলার নাম লিখিত হইয়াছে। চৌষট্টি মোহান্তের ভোগমালা বসাইবার নিয়ম আছে, তাহা এই গ্রন্থে দেওয়া হইল না।

পণ্ডিত (চিত্রলেখা), শ্রীনাথ মিশ্র (বিচিত্রাঙ্গী), লক্ষ্মণ আচার্য্য (মেদিনী), ও পুরুষোত্তম পণ্ডিত (মদনালসা)।

৫। **শ্রীসেন শিবানন্দের অনুগত**—মকরধ্বজ দত্ত (কুরঙ্গাক্ষী), রঘুনাথ দত্ত (সুচরিতা), মধু পণ্ডিত (মণ্ডলী), বিষ্ণুদাস আচার্য্য (মণিকুণ্ডলা), পুরন্দর মিশ্র (চন্দ্রিকা), গোবিন্দ ঠাকুর (চন্দ্রলতিকা), পরমানন্দ গুপ্ত (কন্দুকাক্ষী) এবং বলরাম দাস (সুমন্দিরা)।

৬। **শ্রীগোবিন্দ ঘোষের অনুগত**—কাশী মিশ্র (কলকণ্ঠী), শিখি মাহাতি (শশিকলা), শ্রীরাম পণ্ডিত (কমলা), বড় হরিদাস (মধুরা), কবিচন্দ্র (ইন্দিরা), হিরণ্য গর্ভ (কন্দর্পসুন্দরী), জগন্নাথ সেন (কামলতিকা), এবং দ্বিজ পীতাম্বর (প্রেমমঞ্জরী)।

৭। **শ্রীমাধব ঘোষের অনুগত**—মকরধ্বজ সেন (মঞ্জুমেধা), বিদ্যাবাচস্পতি (সুমধুরা), ঠাকুর গোবিন্দ (সুমধ্যা), মহেশ ঠাকুর (মধুরেক্ষণা), শ্রীকান্ত (তণুমধ্যা), মাধব পণ্ডিত (মধুস্যন্দা), প্রবোধানন্দ সরস্বতী (গুণচূড়া) এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্য (বরাঙ্গদা)।

৮। **শ্রীবাসুদেব ঘোষের অনুগত**—রাঘব পণ্ডিত (কাবেরী), মুরারী চৈতন্যদাস (চারুকবরা), মকরধ্বজ পণ্ডিত (সুকেশী), কংসারি সেন (মঞ্জুকেশিকা), শ্রীজীব পণ্ডিত (হারহীরা), মুকুন্দ কবিরাজ (মহাহীরা), ছোট হরিদাস (হারকণ্ঠী) এবং কবি চন্দ্রগুপ্ত (মনোহরা)।

ছয় চক্রবর্ত্তী (১) শ্রীদাস চক্রবর্ত্তী, (২) শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী, (৩) শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী, (৪) শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী, (৫) শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, (৬) শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী সকলেই শ্রীবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

অষ্ট কবিরাজ—(১) শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, (২) শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, (৩) শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ, (৪) শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ, (৫) শ্রীভগবান্ কবিরাজ, (৬) শ্রীবল্লবী কবিরাজ, (৭) শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ, (৮) শ্রীগোকুল কবিরাজ।

দ্বাদশ গোপাল—(১) অভিরাম ঠাকুর (রামদাস অভিরাম)—শ্রীদাম।

(২) উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর—সুবাহু। (৩) কমলাকর পিপ্লাই—মহাবল। (৪) কালাকৃষ্ণ দাস—লবঙ্গ। (৫) গৌরীদাস পণ্ডিত—বসুদাম। (৬) ধনঞ্জয় পণ্ডিত—বসুদাম। (৭) পরমেশ্বরী দাস (অর্জ্জুন)। (৮) পুরুষোত্তম দাস (নাগর পুরুষোত্তম)—দাম। (৯) পুরুষোত্তম দাস—স্তোককৃষ্ণ। (১০) মহেশ পণ্ডিত—মহাবাহু। (১১) শ্রীধর (খোলাবেচা) মধুমঙ্গল। (১২) সুন্দরানন্দ ঠাকুর—সুদাম। [১২ক। হলায়ূধ ঠাকুর—প্রবল পুরুষোত্তম নাগরের পরিবর্ত্তে মতান্তরে হলায়ূধ]।*১

দ্বাদশ উপগোপাল—(বৈষ্ণবাচার দর্পণমতে ৩৩৪ পৃঃ)। ক্রমশঃ পূর্ব্বলীলা ও শ্রীগৌরলীলায় নাম এবং শ্রীপাট লিখিত হইতেছে।

১। সুবলসখা—হলায়ূধ ঠাকুর (রামচন্দ্রপুর—নবদ্বীপ)। ২ বরূথপ—রুদ্রপণ্ডিত (বল্লভপুর)। ৩। গন্ধর্ব্ব—মুকুন্দানন্দ (নবদ্বীপ)। ৪। কিঙ্কিণি—কাশীশ্বর (বল্লভপুর)। ৫। অংশুমান্—ওঝা বনমালী (কুল্যা পাড়া)। ৬। ভদ্রসেন—শ্রীমন্তঠাকুর (রুকুণপুর)। ৭। বসন্তমুরারী মাইতি (বংশীটোটা)। ৮। উজ্জ্বল গঙ্গাদাস (নৈহাটি)। ৯। কোকিল—গোপালঠাকুর (গৌরঙ্গপুর)। ১০। বিলাসী—শিবাই (বেলুন)। ১১। পুণ্ডরীক—নন্দাই (শালিগ্রাম)। ১২। কলবিঙ্ক—বিষ্ণাই (ঝামটপুর)।*২

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ নদীয়া বিহারী॥
নিতাই গৌরহরি বোল, গৌরহরি বোল।
হরিবোল হরিবোল, বোল হরি বোল॥

---

* ১, ২—অনন্ত-সংহিতা, গৌরগণোদ্দেশ, চৈতন্যসঙ্গীতা পাটপর্য্যটন ও বৈষ্ণবাচার-দর্পনাদি গ্রন্থে এ সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। কাহারও প্রয়োজন হইলে শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট-কৃত 'দ্বাদশ-গোপাল' [৩—১০ পৃঃ] দেখুন।

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর মন্ত্রদীক্ষাশিষ্য ও স্বামিজীর সন্ন্যাসশিষ্য—স্বামী শ্রীমৎ বিরজানন্দজী মহারাজ (বেলুড়মঠ) হইতে পূর্ব্বে প্রাপ্ত।

স্বামী শ্রীবিবেকানন্দজীর অভিমত

'ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব' সম্বন্ধে (ভারতে বিবেকানন্দ গ্রন্থ হইতে)—

"আমি এক্ষণে এই আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলে আবির্ভূত ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিতেছি। তিনি গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ জগৎকে দান করিয়াছেন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥" এই উপদেশের সার্থকতা তিনি জগৎকে দেখাইয়াছেন। জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য্য আসিয়াছেন, এই প্রেমোন্মাদ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবই তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠতম ছিলেন। তিনি ভগবান্ হইয়াও আচার্য্যের ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইয়া সকলেরই প্রাণে শান্তি দিয়াছে। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। তাই সমগ্র ভারতে তথা সমগ্র পৃথিবীতে তাঁহার অমর কীর্ত্তি হইয়াছে ও হইবে। তিনি সাধু, অসাধু, পাপী, পুণ্যবান, হিন্দু, মুসলমান, পবিত্র, অপবিত্র, পতিত, বেশ্যা, এজাতি, সেজাতি, এদেশ, সেদেশ, এ সম্প্রদায়, সে সম্প্রদায় কোন ভেদবুদ্ধি করেন নাই ; সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিলেন। সকলকেই তিনি অকাতরে দয়া করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায় দরিদ্র, দুর্ব্বল, জাতিচ্যুত, পতিত, মূর্খ, অধম, পাপী, দুর্গত কোন সমাজে যাহার স্থান নাই, এইরূপ সকল ব্যক্তিরই আশ্রয় স্থল। ইহা কত বড় উদার কথা। আজ পর্য্যন্ত কোন হিন্দু আচার্য্যই এরূপ আচরণ করেন নাই। সকলের মধ্যেই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা দেখা যায়। তাঁহার শিক্ষাষ্টক সমগ্র মানব জাতির শিক্ষণীয়। তাঁহার কার্য্যের সহায়তা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাও এক একজন মহান্ আদর্শ পুরুষ ছিলেন এবং প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ণ অনুকূল ছিলেন। তাই জগত আজ সেই পরজগতের সুবিমল প্রেম-ধর্ম্মের অনুসন্ধান পাইয়া ধন্য হইয়াছেন এবং হইবেন।" শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীগোপীগণের সুবিমল প্রেম-ভক্তি সম্বন্ধেও স্বামিজী পাশ্চাত্য দেশে অতি সুন্দর ভাবে প্রচার করিয়াছেন।

ভারতীয় দর্শন ও ঈশ্বর সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের অভিমত—

Rt. Hon'ble F. Maxmuller,

(Longmans Green & Co.) India, 1919.

Collected works—Page—14, 15.

"India occupies a place second to no other country."

"What ever sphere of the human mind you may select for your special study, whether it be Language, or Religion, or Mythology or Philosophy, whether it be Laws or Customs, Primitive Art or Primitive Science, everywhere you have to go to India ; whether you like it or not, because some of the most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India, and in India only."

"পৃথিবীর কোন দেশের তুলনায় ভারতের স্থান ন্যূন নহে, ভারতবর্ষ—অদ্বিতীয়।"

"ভাষা ও ধর্ম্ম, পুরাণ ও দর্শন, আইন-কানুন এবং নিয়ম-প্রথা, প্রাচীন শিল্পকলা ও বিজ্ঞান বিদ্যা—জ্ঞান-রাজ্যের যে-কোন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অধিকার যদি তুমি অর্জ্জন করিতে চাও, তবে তোমাকে ভারতবর্ষের দ্বারস্থ হইতে হইবে। ইহা তোমার পছন্দ অপছন্দের কথা নয়। স্মরণ রাখিও, মানব-ইতিহাসের বহু-মূল্য ও দুর্ল্লভ উপাদানরাশি একমাত্র ভারতবর্ষের মণি কোঠায় সঞ্চিত রহিয়াছে—অন্যত্র নহে।"—প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক, ম্যাক্স মূলার।

"Further development of Theology, ending in such assertions as that "A God understood would be no God at all" and "To think that God is, as we can think Him to be, is blasphemy, exibit this recognition still more distinctly. It pervades all the

cultivated theology of the present day. So that while other elements of religious creeds one by one drop away, this remains and grows ever more manifest, and thus is shown to be the essential elements.

Here, then, is a truth in which religions in general agree with one another, and with a philosophy antagonistic to their special dogmas.

If Religion and Science are to be re-conciled, the basis of reconciliation must be this deepest, widest and most certain of all facts—that the power which the Universe manifests to us is inscrutable." —First Principles, Datum of Sociology P. 197.

—**Herbert Spencere** (*English Philosopher*)

"কেহ বলেন "ভগবানের স্বরূপ জানিলে ভগবান্‌কে হারাইয়া ফেলিব"—কেহ বলেন "ভগবান্‌কে আমি যেরূপে চিন্তা করিব তিনি তাহাই"– কিন্তু উভয় চিন্তাই পাপ। প্রকৃত সত্য তিনি এই উভয় চিন্তারই অতীত।

এই চিন্তাধারাই বর্ত্তমান ধর্ম্মচর্চ্চার সকল দিকেই পরিব্যাপ্ত। বভিন্ন মতবাদের তর্কের অবসান হইয়া ইহাই উদ্ভাসিত হয় এবং শাশ্বত সত্তারূপে উজ্জ্বলতর হইয়া বিকাশিত হয়।

এই সত্যই সকল ধর্ম্মের মধ্যে পাওয়া যায়। ভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকের মতবাদের মধ্যেও এই সত্য প্রকটিত।

বিশ্বজগতে যে অজ্ঞাত, অব্যক্ত শক্তি পরিদৃশ্যমান তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা গভীর সর্ব্বব্যাপী ও নিশ্চিত সত্য এবং এই সত্যই ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে।"—হর্বাট স্পেন্‌সার—

———

"God protects the humble and delivers him ; He loves the humble and comforts him ; He inclines His ear to the humble ; He bestows great grace upon the humble ; and after his humiliation He raises him to glory. He reveals His secrets to the humbleand sweetly attracts and calls him to Himself."

—Imitation of Christ

"ঈশ্বর দীনাতিদীনকে রক্ষা করেন, উদ্ধার করেন ; তিনিই সকল দীনকে কৃপা করেন, তিনিই দীনের প্রার্থনা শুনিবার জন্য সকল সময়ে উন্মুখ ; তিনিই দীনকে মহান্ করেন ; তিনিই দীনের দুর্দ্দশার পর তাহাকে গৌরবান্বিত করেন। তিনি তাঁহার মহাত্ম্য দীনের নিকট উদ্‌ঘাটিত করেন ও তাহাকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করেন।" —Imitation of Christ.

"By her own intrinsic force and virtue she brings these forms forth. Matter is not the mere naked, empty capacity which philosophers have pictured her to be ; But the Universal mother, who brings forth all things as the first of her own womb.—"—**Giordano Bruno** (*Italian Philosopher*)

"তিনি তাঁহার নিজস্ব শক্তি ও মহিমায় সকল আকারের সৃষ্টি করেন। দার্শনিকগণ বস্তুজগতে কেবল শূন্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন—কিন্তু তাহা সত্য নয়। বস্তুত বিশ্বজননী সকল বস্তুকেও নিজ সন্তানের ন্যায় জন্ম দিতেছেন।"—ব্রাণো—

পূর্বে এই ব্রাণো খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। ইহার মতের পরিবর্ত্তন হইলে পরধর্ম্মে অবিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত ইনি অভিযুক্ত হইয়া জেনেভা, প্যারীস, ইংলণ্ড এবং জার্ম্মানীতে পালাইয়া পালাইয়া আত্মগোপনপূর্বক প্রাণ রক্ষা করেন। ১৫৯২ সালে ভেনিস্ নগরে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হন, বিচারে অপদস্ত, সমাজচ্যুত এবং অবশেষে পুনর্বিচারের জন্য আদালতে নীত হন। বিচারে আদেশ হয় যে

ইহাকে শিষ্টভাবে দণ্ডভোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; যেন রক্তপাত না হয়। তাঁহার দেহে সূচ্যগ্র ভেদ করিয়াও একবিন্দু রক্তপাত করা হয় নাই ; কিন্তু তাঁহার সজীব সুস্থ বলবান্ দেহটীকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। ষোড়শ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী এই উপলক্ষে ইউরোপের এক মহাস্মরণীয় দিন প্রতিপালিত হয়।

জনৈক ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ্ লিখিয়াছেন,—

"Now, there is nothing to forbid the supposition that all these circles or ellipses traced by myriads of solar systems, have a Common centre of attraction, towards which our system and all the others gravitate. Thus, all these celestial bodies, without exception, all this anthill of worlds which we have enumerated, may be turning round one point, one Centre of attraction. What forbids us to believe that God dwells at this centre of attraction for the worlds which fill infinite space ?"

তাৎপর্য্য এই,—"এই যে অসংখ্য সৌরমণ্ডল আপন আপন পথে পরিভ্রমণ করিতেছে ও পরিচালিত হইতেছে ; ইহাদের আকর্ষণের একটি সাধারণ কেন্দ্র আছে, যে কেন্দ্রের অভিমুখে নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিধাবিত ও আকৃষ্ট হইতেছে। এই যে অগণ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা বলা হইল, ইহাদের একটি সাধারণ কেন্দ্র আছে। সুতরাং এ কথা বিশ্বাস করিতে কোনই আপত্তি হইতে পারে না যে, **এই অসীম অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাকেন্দ্রে স্বয়ং ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন।** তাঁহার আকর্ষণ পরম্পরায় নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত ও আকৃষ্ট হইতেছে।"

———

শ্রীভগবান্ সর্বমনোহরগুণবিশিষ্ট অপ্রাকৃত-তত্ত্ব এইজন্য তিনি ত্রিগুণাতীত (সত্ত্বাদি ত্রিগুণ)। এই প্রকার নির্গুণ বস্তুর ধারণাই অসম্ভব। গুণ ভিন্ন জ্ঞান হয় না। আমরা যাহা কিছু জানি, তাহার সবই গুণজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নিমিত্ত ন্যায়দর্শনে উক্ত হইয়াছে "**জ্ঞানম্ সবিষয়কম্**"। বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আমাদের (মানবের) জ্ঞানোদয় হয়। নির্বিষয় জ্ঞান আমাদের ধারণার অতীত, প্রমাণের অতীত। তিনি অপ্রমেয়, তুরীয়। যতটুকু তিনি নিজেকে জানান, ততটুকুই জানা সম্ভব। তিনি না জানাইলে কিছুই জানা যায় না।—শ্রীভাঃ "অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।" ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাহারে। সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥—চৈঃ চঃ

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যেও অনেকে স্পষ্টতঃ এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। *Sully* বলেন,—

"Thinking means setting and arranging the images of the external world"

Hamilton বলেন,—"To think is to condition."

Bain বলেন,—"Abstraction does not properly consist in the mental separation of one property of a thing from the other properties, as in thinking of the roundness of the moon apart from the luminosity and apparent magnitude. Such a seperation is impracticable, no one can think of circle without color and a definite size..........Neither can we have a mental conception of any property abstracted form all others, we cannot concieve justice except by thinking of just actions." —Bain's mental and moral science. P. P. 177—180. এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Dugald, Stewart, Thomas Brown, Hamilton, Mill প্রভৃতিও এই মতাবলম্বী।

প্রেম সম্বন্ধে—পাশ্চাত্য দার্শনিক বাইরণের ধারণা

"Yes, Love indeed is Light from heaven ;
A spark of that immortal fire
With angels shared, by Alla given
To lift from earth our low desire.
Devotion wafts the mind above,
But Heaven itself descends in love ;
A feeling from the Godhead caught,
To wean from self each Sordid thought ;
A Ray of him who form'd the whole ;
A Glory circlling round the soul !"

—Byron (poet)

ইহার বঙ্গার্থ এই,—

প্রেম জানি স্বরগের জ্যোতি বিকিরণ,
অনন্ত দীপ্তির এক প্রদীপ্ত স্ফুরণ,
দেবদূত ভোগ্য এ যে দেন ভগবান্,
কামনার কূপ হ'তে সাধিতে উত্থান,
সাধনায় ভাসি মন ঊর্দ্ধে উঠি যায়
প্রেমের বাঁধনে স্বর্গ নাবিছে ধরায়।
বিশ্বের পরমেশ্বর প্রেরণা পরশে,
চকিতে অন্তর হতে কলুষ বিনাশে,
স্রষ্টার অপূর্ব্ব জ্যোতির অপরূপ রেখা,
জীবাত্মা লুকায়ে রয় মহিমায় ঢাকা।

—বাইরণ।

"One hope, within twowills, one will beneath.
Two over—Shadowing minds, one life, one death.
One Heaven, one Hell, one immortality.
And one annihilation........................"

—Episychidion (Shelly—English poet)

বঙ্গার্থ,—

একই আশা দিবে প্রাণ বিচ্ছিন্ন স্পৃহা যুগলেরে,
একই স্পৃহা আবরিত হ'য়ে স্পন্দিবে মানস কন্দরে,
একই প্রাণ, মৃত্যু এক, শাশ্বত জীবন,
এক স্বর্গ, এক এব নরক গমন
তোমার আমার তরে এক রবে অনন্ত মরণ।

—শেলী।

পাশ্চাত্য দার্শনিক Mansel বলেন,—

Our conception of the deity is bounded by the conditions which bound all human knowledge and therefore we cannot represent the deity as he is but as he appears to us.—Metaphysics P. 384.

অর্থাৎ "মানুষের জ্ঞানমাত্রই সগুণ, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি তাহাও সগুণত্বপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং ঈশ্বর প্রকৃত কেমন, আমরা তাহা জানিতে পারি না। আমাদের ধারণার নিকট ঈশ্বর যেমন উপস্থাপিত হয়েন, আমরা তাঁহাকে সেইরূপ জানিতে পারি।" এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বহু সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো নমু নাথ পুংসাম্।
যদযদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তৎতদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥"

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজমোহনো জয়তি

শ্রীশ্রীব্রজধাম

ও

শ্রীগোস্বামিগণ

তৃতীয় খণ্ড

১। শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী। ২। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী।
৩। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

পারমার্থিক প্রীত্যর্থে—

প্রকাশক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্; কলিকাতা পৌরসভার ভূতপূর্ব্ব মেয়র ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। ১৭৭নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৪।

শ্রীবসন্ত পঞ্চমী—শ্রীবৃন্দাবন ধাম।

সন ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। ইং ১৯৬১ সাল।

শ্রীগোবর্দ্ধন দাস-

অষ্ট গোস্বামীর জীবন চরিত্ত সম্বন্ধে অভিমত

শ্রুতি শাস্ত্রে "রসো বৈ সঃ" শব্দ আমরা পাইয়া থাকি ; কিন্তু সেই রসময়, আনন্দময় শ্রীভগবান কিরূপ এবং তাঁহার প্রেম মাধুর্য্য রসসেবা সুখ নরলোকের ক্ষুদ্র জীব কি ভাবে পাইতে পারে তাহা একরূপ অজ্ঞাতই ছিল। কারুণ্যঘন প্রেমাবতার ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর শরীর ধারণ করতঃ সেই চিরাবৃত এবং একরূপ অজ্ঞাত প্রেম-সেবা-আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহার নিত্য পরিকর শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণের দ্বারে শব্দ-ব্রহ্মরূপ শাস্ত্র উপদেশ করিয়া তাহা আপামরে দান করিয়াছেন। শব্দব্রহ্ম হইতে যে পরম রসময় পরব্রহ্ম সনাতন পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সন্ধান পাওয়া যায়—ইহা আমাদের মত দুর্ভাগা জীব বুঝিতে অক্ষম ; কিন্তু তাঁহার কৃপা হইলে সবই সম্ভব।

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, শ্রীশ্রীব্রজধাম নিবাসী ব্রহ্মচারী বাবা শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ভক্তিশাস্ত্রীজী মহোদয় ইতিপূর্ব্বে "শ্রীশ্রীব্রজধাম" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু জীউর অভীষ্ট শ্রীব্রজের উপাসনা তত্ত্ব সম্বন্ধে এবং লীলাভূমি দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানিবার সুযোগ দান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এবং শ্রীশ্রীলোক-নাথ, ভূগর্ভ গোস্বামিদ্বয়ের জীবন চরিত, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, বংশ-পরিচয় এবং তাঁহাদের রচিত প্রত্যেক গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু সরল বাংলা ভাষায় রচনা করিয়া সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস এই অষ্টগোস্বামীর জীবন চরিত গ্রন্থ প্রকাশ হইলে গ্রন্থকার একাধারে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুরাগী সকলেরই কৃপাভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই।

এই অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশন জন্য নিষ্কিঞ্চন ভিখারী গ্রন্থকারকে সকলেই আনু-কুল্য বিধান করিয়া উৎসাহ দান করিলে শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করা যাইবে। ইতি—১২ই আগষ্ট, ১৯৬০ ইং সন।

২এ, দুর্গাচরণ চাটার্জি লেন। কৃপাপ্রার্থী

কলিকাতা-৩ **শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিক**

(উপমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ)

শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ জীউর পুরাতন শ্রীমন্দিরের দৃশ্য। শ্রীধাম-বৃন্দাবন, মথুরা।

শ্রীশ্রী রাধা-গোপীনাথৌ জয়তি

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

(শ্রীব্রজের শ্রীরাগমঞ্জরী—গৌঃ গঃ দীঃ ১৮০)

"শ্রীমান্ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী মহান্।
গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব যাঁর গৌরাঙ্গ পরাণ ॥
পণ্ডিত সুশান্ত মহা গম্ভীর স্বভাব।
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ঐকান্তিক ভাব।" (ক)

আবির্ভাব কাল—এ সম্বন্ধে কিছু মতান্তর দেখা যায়। শ্রী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-মহাশয় আহৃত ও শ্রীশ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত* প্রাচীন কড়চার মধ্যে শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব কালাদির বিবরণ একই প্রকার দৃষ্ট হয়,—আবির্ভাবকাল – ১৪২৭ শকাব্দা (১৫০৫ খৃঃ) ; প্রকটস্থিতি – ৭৪ বৎসর ; শ্রীবৃন্দাবন বাস—৪৫ বৎসর ; গৃহে স্থিতি—২৮ বৎসর নীলাচলে বাস – ১ বৎসর ; অন্তর্দ্ধান—১৫০১ শকাব্দা (১৫৭৯ খৃঃ)। এই; বিবরণের শেষে তিরোভাবের তারিখ 'জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমী' দৃষ্ট হয়। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর ইহা পঞ্জিকা বিরুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকায় আশ্বিন-শুক্ল দ্বাদশীতে শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব তিথি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

(ক) শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপাদের পিতৃদেব শ্রীল তপন মিশ্র মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই।

* মেদিনীপুর জেলায় শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীপাটে উক্ত গ্রন্থাগার

আদি ১০।১৫৩-৫৮ পয়ারের 'অনুভাষ্যে' শ্রীল ভট্টগোস্বামির আবির্ভাব কাল "অনুমান ১৪২৫ শক" উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় 'শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব জীবন' গ্রন্থে—১৪২৭ শকে জন্ম ও ১৫০১ শকে অপ্রকট। ২৮ বৎসর গৃহে অবস্থান—লিখিয়াছেন।

শ্রীতপন মিশ্র—

শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে শ্রীনবদ্বীপধামে আগমন কালে পদ্মাবতী নদীর তীরে রামপুর নামক গ্রামে সঙ্গীগণ লইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রেমবিলাসের বর্ণনানুসারে পদ্মাবতী-তীরস্থ এই রামপুর গ্রামেই শ্রীতপন মিশ্রের (শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর পিতৃদেব) মিলন হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে কাশীতে গমন করেন; এবং স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কাশীধাম প্রাপ্ত হন।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১৪শ অধ্যায়ে এইরূপ পাওয়া যায়। চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৫৮, ৫৯; ১১৬—১৫৬।

হেন মতে গৌরসুন্দর ধীরে ধীরে। কতদিনে আইলেন পদ্মাবতী তীরে * ॥ পদ্মাবতী নদীর তরঙ্গ-শোভা অতি। উত্তম পুলিন,—যেন উপবন তথি॥ দেখি

* পদ্মাবতী নদী—গঙ্গার শাখা নদী, গোয়ালনন্দের নিকটে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া পরে মেঘনার সহিত বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই পুণ্যবতী নদীর তীরেই "রামপুর গ্রাম বা রামপুর হাট বর্ত্তমানে রামপুর-বোয়ালিয়া নামে রাজশাহী জেলার সদর স্থান এবং এই জেলায় বহু রাজার রাজধানী হওয়ায় জেলার নাম—রাজা (রাজন্য বর্গের) শাহী (স্থান) হইয়াছে। রাজাশাহী শব্দ হইতেই রাজশাহী নামকরণ। রামপুর বোয়ালিয়া বা রাজশাহীজেলা সদর হইতে কয়েক মাইল দূরে মহারাজ শ্রীসন্তোষ দত্তের রাজধানীর ভগ্নাংশ বর্ত্তমানেও দেখা যায়। এই-স্থানের নামই—শ্রীক্ষেতুরী। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যমণি শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম দাস মহাশয়ের আবির্ভাবস্থান ও ভজনস্থান। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় উপরোক্ত মহারাজবংশকেই কৃপা করিয়া ঐ বংশেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীক্ষেতুরীর অতি সন্নিকটে শ্রীপদ্মাবতী তীরে প্রেমতলী

পদ্মাবতী প্রভু মহা কুতুহলে। গণ-সহ স্নান করিলেন তার জলে॥ ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে। যোগ্য হৈল সর্ব্বলোক পবিত্র করিতে॥ পদ্মাবতী নদী অতি দেখিতে সুন্দর। তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি মনোহর। পদ্মাবতী দেখি প্রভু পরম হরিষে। সেই স্থানে রহিলেন তার ভাগ্য বশে॥ যেন ক্রীড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে। শিষ্যগণ সহিতে পরম কুতুহলে॥ সেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাবতী। প্রতিদিন প্রভু জলে-ক্রীড়া করে তথি॥ বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ। অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥ পদ্মাবতীর তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র। শুনি সর্ব্বলোক বড় হইল আনন্দ॥ নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি। আসিয়া আছেন, সর্বদিকে হৈল ধ্বনি॥ ভাগ্যবন্ত যত আছে, সকল ব্রাহ্মণ। উপায়ন হস্তে আইলেন সেইক্ষণ॥ সেই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ। অতি সারগ্রাহী নাম—মিশ্র তপন॥ সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নিরূপিতে নারে। হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসিবে যাঁরে॥ নিজ ইষ্ট মন্ত্র সদা জপে রাত্রি দিনে। সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে॥ ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি শেষে। সুস্বপ্ন দেখিলা দ্বিজ নিজ-ভাগ্যবশে॥ সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান। ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র আখ্যান॥ শুন, শুন, ওহে দ্বিজ পরম-সুধীর। চিন্তা না করিহ আর, মন কর স্থির।

নামক স্থান। এই প্রেমতলীর ঘাটে স্নান করিবার সময়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য কৃপাজ্যোতি অষ্টম বর্ষীয় বালক শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয়ে প্রবেশ করায় তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন এবং সেই প্রেমই "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা," "প্রার্থনা" ইত্যাদি ভজন গীতি আকারে প্রকাশিত হইয়া অদ্যাবধি নিগূঢ় শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-প্রেমরাজ্যের অনুসন্ধান দান করিতেছেন ও ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইবার সময় হইতেই ঐ স্থানের নাম—"প্রেমতলী" হইয়াছে। অদ্যাবধি সেই তমাল বৃক্ষ বর্ত্তমান থাকিয়া সাক্ষ্য দান করিতেছেন! যাঁহার তলায় তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। একটি আশ্চর্য্যের কথা এই যে,—শ্রীপদ্মাবতীর ভীষণ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে বহু বহু গ্রাম পদ্মাগর্ভস্থ হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু এই স্থানটী পূর্ব্ববৎ একইরূপে নিখুতভাবে শোভিত হইতেছেন।

তপন মিশ্রের স্বপ্ন

নিমাই পণ্ডিত পাশ করহ গমন। তেহোঁ কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন ॥ মনুষ্য নহেন তিঁহো নর-নারায়ণ। নররূপে লীলা তা'র জগৎ কারণ ॥ বেদ গোপ্য এ সকল না কহিবে কারে। কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম জন্মান্তরে। অন্তর্দ্ধান হৈল দেব, ব্রাহ্মণ জাগিল। সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কাঁদিতে লাগিল ॥ অহো ভাগ্য মানি পুনঃ চেতন পাইয়া। সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া ॥ বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌর সুন্দর। শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহর ॥ আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে। যোড়হস্তে দণ্ডাইলা সবার সদনে ॥ বিপ্র বলে —"আমি অতি দীন হীন জন। কৃপা-দৃষ্টে্য কর মোর সংসার মোচন ॥ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি। কৃপা করি' আমা' প্রতি কহিবা আপনি ॥ বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি ভায়। কিসে জুড়াইবে প্রাণ, কহ দয়াময়!" প্রভু বলে,—বিপ্র, তোমার ভাগ্যের কি কথা। কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ, সেই সে সর্ব্বথা ॥ ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার। যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার ॥ চারি যুগে চারি-ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতিতলে। স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজস্থানে চলে ॥ কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন। চারি-যুগে চারি-ধর্ম্ম জীবের কারণ ॥ অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার। আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥ রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে। তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥ শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ। যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য ॥ অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া। কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া ॥ সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥

গণসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ পদার্পণ ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কৃপাবির্ভাবের কারণে এইদেশ শ্রীহরিকীর্ত্তন-মুখরিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব অধিক হওয়ায় হিন্দু সমাজ ক্ষীণধর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছে। (দীনহীন গ্রন্থকার উল্লিখিত স্থান ও তৎস্থানীয় কৃপাসিদ্ধ মহাজনগণের শ্রীচরণ ধূলির কাঙ্গাল। "শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥—এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র। ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র॥ সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিবা সে তবে॥ প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি' বিপ্রবর। পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর॥ মিশ্র কহে,—'আজ্ঞা হয়, আমি সঙ্গে আসি।' প্রভু কহে,—"তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী॥ তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন। কহিমু সকলতত্ত্ব সাধ্য-সাধন॥" এত বলি' প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন। প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ॥ পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন। পরানন্দ সুখ পাইলা ব্রাহ্মণ তখন॥ বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া। সুস্বপ্ন বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া॥ শুনি প্রভু কহে —"সত্য যে হয় উচিত। আর কারে না কহিবা এসব চরিত॥ পুনঃ নিষেধিলা প্রভু সযত্ন করিয়া।" * হাসিয়া উঠিল শুভক্ষণে লগ্ন পাঞা॥ হেনমতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি। নিজগৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

কাশীতে শ্রীতপন মিশ্র ও শ্রীগৌরহরি

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল তপন মিশ্র বঙ্গদেশের রামপুর গ্রাম হইতে সপরিবারে কাশীতে চলিয়া আসিলেন। কাশী আসিবার ২ বৎসর পরে ১৪২৭ শকে শ্রীল রঘুনাথ আবির্ভূত হন; এবং ৮।৯ বৎসরের বালক অবস্থায় নিজগৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীমুরারী গুপ্তের কড়চা, (৪।১।১৪-১৭)।

* "গৌর কহে এইকথা রাখহ গোপনে। এবে কাশী ধামে তুহু করহ প্রস্থানে। আমা সহ তহি কালে সাক্ষাৎ হইবে। তব মন অভিলাষ অবশ্য পূরিবে॥" —অদ্বৈত প্রকাশ, ১৩শ।

"এবং ক্রমেণ ভগবান্ কাশীমুপজগাম হ।
বিশ্বেশ্বরমহালিঙ্গ-দর্শনানন্দবিহ্বলঃ॥
তত্রৈব ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ তপনাখ্যঃ সুবৈষ্ণবঃ।
পশ্যন্ প্রভুং মহাহৃষ্টো নিনায় নিজ-মন্দিরম্॥
তেন সম্পূজিতঃ কৃষ্ণঃ পাদপ্রক্ষালনাদিভিঃ।
ভিক্ষাং কৃত্বা গৃহে তস্য সুখাসীনো জগদ্গুরুঃ॥
তিষ্ঠতি তৎসুতেনাপি **রঘুনাথেন** মানিতঃ।
তস্মৈ মহাকৃপাং চক্রে বালকায় মহাত্মনে॥"

—এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি কাশীতে * উপনীত হইলেন এবং বিশ্বেশ্বরের মহালিঙ্গ দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তত্রত্য তপন নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব প্রভুর দর্শনে মহানন্দিত হইয়া তাঁহাকে নিজমন্দিরে লইয়া গেলেন। তপন মিশ্র পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া প্রভুকে সুন্দরভাবে পূজা করিলেন। তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিয়া সেই জগদ্গুরু সেই স্থলে বিশ্রাম করিলেন। মিশ্রপুত্র **রঘুনাথ** তাঁহাকে সম্মান করিলে প্রভু সেই মহাত্মা বালকের প্রতি মহাকৃপা বর্ষণ করিলেন।

---

* কাশী—(বারাণসী) ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউএনসিয়াং আসিয়া কাশীধামে শতাধিক দেবমন্দির দেখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শতহস্ত উচ্চ তাম্রময় শ্রীবিশ্বেশ্বর মন্দির ছিল। আওরঙ্গজেব মূলমন্দির ভাঙ্গিয়া তদুপরি মসজিদ নির্ম্মাণ করে। বর্ত্তমান মন্দির ৩৪ হাত উচ্চ। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইহাকে সংস্কার ও তাম্রমণ্ডিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে হরিজন সমাজ দ্বারা শাস্ত্রীয় পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানবাপী—শিবপুরাণে ইহার নাম—বাপীজল। কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলার সময়ে শ্রীবিশ্বেশ্বরকে ঐ কূপে রাখা হইয়াছিল। ইহার ছাদটী ১৮৮২ খৃঃ গোয়ালিয়র রাণী বৈজবাই নির্ম্মাণ করেন। নিকটে নেপালরাজ দত্ত পাঁচ হাত উচ্চ একটি প্রস্তরের বৃষভ আছে। ঐ স্থানের উত্তর-পশ্চিমে আদি বিশ্বেশ্বরের ৪০ হাত উচ্চ মন্দির আছে ও নিকটে 'কাশী কর্ব্বট' নামে পবিত্র কূপ। তৎপরে শণৈশ্চরের মন্দির ও তাহার নিকট অন্নপূর্ণার মন্দির। বর্ত্তমান মন্দির পুনার রাজা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে (বারাণসীতে) আসিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে করিতে শ্রীতপন মিশ্রকে দেখিতে পাইলেন, তপন মিশ্রও প্রভুকে দেখিয়া প্রথম আশ্চর্য্য হইলেন। কারণ, তিনি পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বঙ্গদেশে (রামপুর গ্রামে) নিজগ্রামে পদ্মাবতী তীরে বহুজন সঙ্গে গৃহস্থ লীলাভিনয়কারী নদীয়ার নটেন্দ্র বেশে দর্শন করিয়াছিলেন। আজ দেখিতেছেন, "দিব্য সন্ন্যাসী।" মিশ্র চকিত, চমকিত হইয়া সাগ্রহে নিকটে গিয়া প্রভুর শ্রীচরণযুগল ধারণ করিয়া আকুল ব্যাকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বহুদিনের অনুরাগের নিধি আজ দ্বারে উপস্থিত। কি দিয়া, কিভাবে তাঁহার সেবা করিবেন, তাই নিজ জীবনকেই উৎসর্গ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও প্রেমভরে আলিঙ্গন দান করিলেন।

"বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৫২-৫৩।

কাশীতে চৈতন্য (যতন) বটের নিকট কলিকাতার শ্রীশশীভূষণ নিয়োগী মহাশয় শ্রীগৌর-নিতাই সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের স্মৃতি-মন্দির। কেহ কেহ চেতন বটও বলিয়া থাকেন। নিকটেই তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের বাড়ী ছিল।

কাশীতে পঞ্চনদী ও পঞ্চগঙ্গা। বর্ত্তমানে কেবল উত্তর বাহিনী গঙ্গাদেবীই আছেন। পঞ্চনদী—ধূতপাপা, কিরণা, সরস্বতী, যমুনা ও গঙ্গা।

কাশীতে প্রাচীন স্থান—

১। মণিকর্ণিকা ঘাট ও মন্দির। মনিকর্ণিকা ঘাটের বামদিকে পূর্বদ্বারী একটি বাড়ীর বামদিকে তুলসীবেদী, এই স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল সনাতনের সহিত কথাবার্ত্তা হয়। চন্দ্রশেখর তথায় তুলসীবেদী নির্ম্মাণ করিয়া স্মৃতিরক্ষা করিয়াছিলেন। ২। দশাশ্বমেধ ঘাট ও মন্দির। ৩। ৬৪ যোগিনী। ৪। কেদারঘাট ও মন্দির। ৫। হরিশ্চন্দ্র ঘাট ও মন্দির। ৬। প্রহ্লাদ ঘাট ও মন্দির। ৭। নারদঘাট ও মন্দির। ৮। হনুমানঘাট ও মন্দির। ৯।

এইমত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী। মধ্যাহ্ন-স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি॥ সেইকালে তপন মিশ্র করে গঙ্গাস্নান। প্রভু দেখি' হৈল তাঁর বিস্ময় কিছু জ্ঞান॥ পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু কর‍্যাছেন সন্ন্যাস। নিশ্চয় করিয়া হৈল হৃদয়ে উল্লাস॥ প্রভুর চরণ ধরি' করেন রোদন। প্রভু তাঁরে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন॥ প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর দরশনে। তবে আসি' দেখে বিন্দুমাধব চরণে॥ ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা। সেবা করি' নৃত্য করে বস্ত্র উড়াঞা॥ প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান। ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান॥ প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি' ঘরে ভিক্ষা দিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পাক করাইল॥ ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিল শয়ন। মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসম্বাহন॥ 'প্রভুর শেষান্ন' মিশ্র সবংশে খাইল। প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর * আইল॥ মিশ্রের সখা তিঁহো প্রভুর পূর্ব্বদাস। বৈদ্যজাতি, লিখনবৃত্তি, বারাণসী বাস॥ আসি প্রভু পদে পড়ি করেন রোদন। প্রভু তাঁরে কৃপায় উঠি কৈল আলিঙ্গন॥

তুলসীঘাট ও মন্দির। ১০। পঞ্চগঙ্গা। ১১। মানমন্দির। ১২। অহল্যাবাঈ ঘাট। ১৩। শিবানীর ঘাট। ১৪। ভোসলাঘাট। ১৫। কপিলধারা। ১৬। কোনার্ক কুণ্ড। ১৭। অগস্ত্য কুণ্ড। ১৮। সারনাথ (দূরে)। ১৯। তুলসীদাস আখড়া। ২০। পঞ্চক্রোশী পথ। ২১। কবির টোরা ইত্যাদি। সারনাথ শ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাব স্থান বলিয়া কথিত হয়। শ্রীবিন্দুমাধব—অধুনা বেণীমাধব। মন্দির মধ্যে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, গরুড়, শ্রীরামসীতা লক্ষ্মণ ও হনুমান আছেন। সাঁতরা জেলার করদরাজ্য আউন্ধরের শ্রীমন্তরাণী সাহেব, মহারাজা এই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহ করেন। ২০০ বৎসর হইতে ঐ রাজবংশের হাতে সেবা আছে। শ্রীঅগ্নিবিন্দু ঋষির আরাধনায় শ্রীমাধব (শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ) দর্শনদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য ঋষির 'বিন্দু' নামের সহিত 'মাধব' সংযোগে 'বিন্দুমাধব' নাম হইয়াছে।

* চন্দ্রশেখর—বৈদ্য, শ্রীচৈতন্যশাখা। (চন্দ্রশেখর দাস, চন্দ্রশেখর বৈদ্য ও চন্দ্রশেখর শূদ্র একই ব্যক্তি) ইনি কাশীবাসী ছিলেন। শ্রীতপন মিশ্রের সহিত ইঁহার বড়ই সখ্য ছিল। মহাপ্রভু ইঁহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। "কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর। তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥ তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥" চৈঃ চঃ আঃ৭।৪৫-৪৬।

চন্দ্রশেখর কহে —প্রভু বড় কৃপা কৈলা। আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা ॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৭।৮২—৯৪। মিশ্র কহে —প্রভু, যাবৎ কাশীতে রহিবা। মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা ॥ ঐ—৯৯। চন্দ্রশেখর গৃহে কৈল তুই মাস বাস। তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা তুইমাস। রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন। উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন আর পাদ সম্বাহন ॥ বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে। অষ্টমাস রহিল ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥ প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনে আইলা। আসিয়া শ্রীরূপ গোঁসাঞির নিকটে রহিলা ॥ তাঁর স্থানে রূপ গোঁসাঞি শুনেন ভাগবত। প্রভুর কৃপায় তিঁহো কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত ॥ চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৫৪—৫৮। যখন বারাণসী ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার করেন, তখন এই তপন মিশ্রই সেই লীলার বহুপ্রকারে পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন।

শ্রীনীলাচলে গমন ও প্রভুর উপদেশ

শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীকাশী নিবাসিগণকে উদ্ধার করিয়া শ্রীনীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন শ্রীতপনমিশ্র ও শ্রীরঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া শ্রীকাশীতেই রাখিয়া যান। কিছুদিন পরে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম কাশীতে আগমন করিয়া শ্রীতপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ এবং শ্রীমিশ্রের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত শ্রীসনাতন শিক্ষার উপদেশ সমূহ শ্রবণ করিয়াছিলেন। বালক শ্রীরঘুনাথের সেইসময় শ্রীল রূপপ্রভুর দর্শন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ সমূহ শ্রবণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীল রঘুনাথ বাল্যকালে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিত্যপ্রভুকে সর্বক্ষণ হৃদয় মন্দিরে স্থাপন পূর্বক সেবা করিতেছিলেন। কবে তিনি শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মান্তিকে অভিগমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন, তজ্জন্য তাঁহার চিত্ত সর্বক্ষণই ব্যাকুল থাকিত। শ্রীরঘুনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে

যাবতীয় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশী হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের জন্য নানা দ্রব্যপুর্ণ 'ঝালি' সজ্জিত করিয়া এবং পথে 'রামদাস বিশ্বাস' নামক জনৈক পুরীযাত্রী রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত অলঙ্কার শাস্ত্রের পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অঃ ১৩।৮৮—১২৪, ১৩৪—নিম্নোক্ত পদ সমূহ— এথা তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য ॥ কাশী হইতে চলিল তেঁহো গৌড়পথ দিয়া। সঙ্গে সেবক চলে ঝালি বহিয়া ॥ পথে তারে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস। বিশ্বাস-খানার কায়স্থ তেঁহো রাজার বিশ্বাস ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীন * কাব্যপ্রকাশ অধ্যাপক। পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ † উপাসক ॥

অষ্টপ্রহর রাম নাম জপে রাত্রিদিনে। সর্ব্বত্যাগি চলিলা জগন্নাথ দরশনে ॥ রঘুনাথ ভট্টের সনে পথেতে মিলিলা। ভট্টের ঝালি † মাথায় করি' বহিয়া চলিলা ॥ নানা সেবা করি করে পাদ সম্বাহন। তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কোচিত মন ॥ তুমি বড়লোক পণ্ডিত-মহা ভাগবতে। সেবা না করিহ, সুখে চল মোর সাথে ॥ রামদাস কহে আমি শূদ্র অধম। ব্রাহ্মণের সেবা—এই মোর নিজ ধর্ম ॥ সঙ্কোচ না কর তুমি, আমি তোমার দাস। তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস ॥ এত বলি' ঝালি বহি করেন সেবনে। রঘুনাথের তারক মন্ত্র জপে রাত্রিদিনে ॥ এই মতে রঘুনাথ আইল নীলাচলে। মহাপ্রভুর চরণে যাই মিলিলা কুতূহলে ॥ দণ্ড প্রণাম করি ভট্ট পড়িল চরণে। প্রভু 'রঘুনাথ' জানি করিলা আলিঙ্গনে ॥ মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা। মহাপ্রভু তাঁ সবার বার্ত্তা পুছিলা। 'ভাল হৈল; আইলা দেখ কমল লোচন। আজি আমার এথা করিবে প্রসাদ ভোজন ॥' গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইলা। স্বরূপাদি ভক্তগণ সনে মিলাইলা ॥

---

* কাব্য প্রকাশ—মম্মথভট্ট বিরচিত স্বনামখ্যাত অলঙ্কারগ্রন্থ। † রঘুনাথ উপাসক—শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক—রামানন্দী বৈষ্ণব।

† ঝালি—পেটারী।

এইমত প্রভুর সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস। দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাঢ়য়ে উল্লাস। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ। ঘরভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ রঘুনাথভট্ট পাকে অতি সুনিপুন। যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম ॥ পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন। প্রভুর অবশেষ পাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥ রামদাস প্রথম যবে প্রভুরে মিলিলা। মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা ॥ অন্তরে মুমুক্ষু * তেঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান। সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান ॥ রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস। পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্য-প্রকাশ ॥ অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা। 'বিভা না করিহ' বলি নিষেধ করিলা ॥ **'বৃদ্ধ পিতা-মাতা করহ সেবন। বৈষ্ণব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন** ॥ পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।' এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে ॥ আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দিলা। প্রেমে গরগর ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা ॥ স্বরূপাদি ভক্ত ঠাঁই আজ্ঞা মাগিয়া। বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু আজ্ঞা পাঞা ॥ চারি বৎসর ঘরে পিতামাতা সেবা কৈলা। বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঞি ভাগবত পঢ়িলা ॥

পুনর্ব্বার নীলাচলে

পিতামাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা। পুন প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥ পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভুপাশে ছিলা। অষ্টমাস রহি পুন প্রভু আজ্ঞা দিলা ॥ **আমার আজ্ঞা রঘুনাথ! যাহ বৃন্দাবনে। তাহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন স্থানে** ॥ ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণ নাম। অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা।

* মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান্—একে মুক্তিকামী তারপর আবার নিজে বিদ্বান বলিয়া অহঙ্কারযুক্ত।

প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হৈলা॥ **চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা, ছুটাপান বিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা॥ সে মালা ছুটাপান প্রভু তারে দিলা।** 'ইষ্টদেব' করি মালা ধরিয়া রাখিলা॥ প্রভুঠাঞি আজ্ঞা লঞা আইলা বৃন্দাবন। আশ্রয় করিল আসি রূপ-সনাতন॥—মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ প্রেম অনর্গল। এইত কহিল তাতে চৈতন্যের কৃপাফল॥

পিতামাতার সেবাদর্শ

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামির প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা ও উপদেশ হইতে বৈষ্ণব পিত-মাতার সেবা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ আচরণ হইতেও পিতা মাতার সেবার যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়,— মাতৃ-ভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি। সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥ —চৈঃ চঃ অঃ ১৯।১৪। ও গৌঃ স্মঃ মঃ ১১, ১২, ১৫, ৩৭। ভঃ বিঃ ঠাকুর সং।

দৃষ্ট্বা তু মাতুঃ কদনং স্বলোষ্ট্রৈ-
স্তস্যৈ দদৌ দ্বে সিতনারিকেলে।
বাৎসল্যভক্ত্যা সহসা শিশুর্য-
স্তং মাতৃভক্তং প্রণমামি গৌরম্॥

সংন্যাসার্থং গতবতি গৃহাদগ্রজে বিশ্বরূপে
মিষ্টালাপৈর্ব্যথিতজনকং তোষয়ামাস তূর্ণম্।
মাতুঃ শোকং পিতরি বিগতে সান্ত্বয়ামাসি যশ্চ
তং গৌরাঙ্গং পরমসুখদং মাতৃভক্তং স্মরামি॥

'মাতুর্বাক্যাৎ পরিণয়বিধৌ প্রাপ বিষ্ণুপ্রিয়াং যো'—গৌঃ স্মঃ মঃ ১৫

তত্রানীতা ত্বজিতজননী হর্ষশোকাকুলা সা
ভিক্ষাং দত্ত্বা কতিপয়দিবা পালয়ামাস সূনুম্।
ভক্ত্যা যস্তদ্বিধিমনুসরন্ ক্ষেত্রযাত্রাং চকার
তং গৌরাঙ্গং ভ্রমণকুশলং ন্যাসিরাজং স্মরামি॥

সন্ন্যাস লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-দেবের যে শ্রীনীলাচলে থাকিয়াও শ্রীশচীদেবীর জন্য প্রসাদী নূতন বস্ত্র প্রেরণ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের উত্তম উত্তম প্রসাদাদি প্রেরণ, তাহা স্বয়ং শ্রীভগবানের আপ্রকৃত ভক্তবাৎসল্য প্রেমবশ্যতাই প্রচার করিতেছে। মাতৃদেবীর আশীর্ব্বাদ ও কৃপা আদেশানুযায়িই প্রভু নীলাচলে অবস্থান করেন। লৌকিক-নীতি বাক্যের ("জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী," "পিতরি প্রাতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ") সার্থকতা পরমার্থ ক্ষেত্রেও অতি শুভ ফল দান করে। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র, প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র সকলেই পিতা-মাতার সেবার আদর্শ স্থাপন করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। কেবলমাত্র শ্রীভগবানের বিরোধী, বিষয়ী পিতা-মাতা ও স্বজনাখ্য গণের সঙ্গত্যাগ করিবার উপদেশ আছে। তাহা শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের আদর্শে ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর * আদর্শে জানা যায়,—"কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'। দেব-ঋষি পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী।"— চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৫। শ্রীভগবানের ভক্ত ও সেবক পিতা-মাতার সেবা না করিলে, শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইতে বাঞ্চিত হইয়া মহা অশান্তি ও দুঃখপূর্ণ জীবন-যাপন করিতে হয়। সৎ পিতা-মাতাই মানব-দেহধারী জীবের শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি ও সুখ স্বাচ্ছন্দতা লাভের প্রথম গুরু। তাঁহারা পুত্র-কন্যার আচরণে দুঃখ পাইলে, পুত্র-কন্যার পক্ষে খুবই অমঙ্গলের কথা হয়। আর ভক্ত পিতা-মাতার সেবা করিলে স্বয়ং শ্রীভগবান্ সেই পিতৃ-মাতৃ ভক্তের প্রতি আপনা হইতেই কৃপা করিয়া থাকেন। তাহার একটি উদাহরণ স্বরূপ,—

বোম্বাই প্রদেশে শোলাপুর জিলার অন্তর্গত মহকুমা পাণ্ডরপুর বা পাণ্ঢরপুর। শোলাপুর নগর হইতে ৩৮ মাইল ঠিক্ পশ্চিমে। এখানে বিঠ্‌ঠল বা

* শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামির পিতৃদেব—দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন; কিন্তু বিষয়ী ছিলেন বলিয়া "বৈষ্ণব প্রায়" ছিলেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব বিষয় গন্ধহীন বা শূন্য হইয়া ভজন করেন; তাই শ্রীল দাস গোস্বামির বিষয় ত্যাগের লীলা

বিঠোবাদেব ঠাকুর আছেন। তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি। এই নগরটী ভীমানদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীগৌরাঙ্গ পদাঙ্কপূত স্থান। শ্রীশঙ্করারণ্যের (শ্রীবিশ্বরূপের) সিদ্ধি প্রাপ্তি এখানেই হয়। (—চৈঃ চঃ মঃ ২৯৯—৩০০ দ্রষ্টব্য)। পঞ্চদশ শক শতাব্দীতে এস্থানে সাধু তুকারাম নামক একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব ছিলেন। বিঠ্ঠল নাথের আগমন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কথিত হয় যে, ভক্ত পিতা-মাতার পরমভক্ত শ্রীপুণ্ডলীকের পিতা-মাতার একনিষ্ঠ সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান জন্য শ্রীদ্বারকা হইতে আগমন করিয়া বলিয়াছিলেন—হে পরম সৌভাগ্যশালী ভক্তপ্রবর! শ্রীমান্ পুণ্ডলীক! তোমাকে দেখিবার জন্য আমি শ্রীদ্বারকা হইতে আগমন করিয়াছি। এস, তোমার সঙ্গে কিছু বাক্যালাপ করি। পুণ্ডলীক তখন শ্রীভগবদ্ভক্ত পিতা-মাতার নানাবিধ সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকায় বলিলেন,—তুমি দ্বারকা হইতেই আসিয়া থাক, আর গোলোক হইতেই আসিয়া থাক, এখন আমার পিতা-মাতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্তও অবসর নাই। যদি দরকার থাকে তবে অপেক্ষা করিতে হইবে। আমার প্রাণ প্রিয়তম পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রূষার পর তাঁহারা যখন বিশ্রাম করিবেন। আমি সেই অবসরে কিছু কথা আলাপ করিতে পারিব। তাহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—আহা! আহা! পুণ্ডলীক! তোমার, ভক্তপিতা-মাতার প্রতি এইরূপ প্রেম-সেবার কথা জানিয়াই তোমাকে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিবার জন্য আসিয়াছি। তোমার ইচ্ছানুযায়ী যতক্ষণ প্রয়োজন অবশ্যই অপেক্ষা করিব। তবে আমি কোথায় অপেক্ষা করিব, বল। পুণ্ডলীক অতি ব্যগ্রতার মধ্যে ২ খানি ইঁট (সেইদেশে ইঁটকে বলে—বিট্) আনিয়া দিয়া বলিলেন—এইখানে দাঁড়াও। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ সেই ইঁটকে বা বিট্‌কে স্থল করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া ঠাকুরের নাম হইল—শ্রীবিট্ঠল। ইঁট স্থল শব্দের অপভ্রংশ হইল—বিট্ঠল। আর যে দেবতা তদুপরী দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহার নাম হইল,—**শ্রীবিট্ঠল দেব**। তারপর সকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত পিতা মাতার

যাবতীয় সেবা করিবার পর ভোজনান্তে তাঁহারা যখন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ; তখন পুণ্ডলীক আস্তে আস্তে পিতা-মাতার নিকট শ্রীদ্বারকা হইতে রাত্রিযোগে আগত শ্রীদ্বারকাধীশের অপেক্ষার বিবরণ ও তাঁহার সেবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে পিতা-মাতা উভয়েই চকিত, ব্যস্ত-ত্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—এ্যাঁ এ্যাঁ কোথায় প্রভু শ্রীদ্বারকাধীশ ; চল, চল আমরা সকলে তাঁহার সেবা করি। হায়! হায়! পুত্র, তুমি প্রাতঃকাল হইতে এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেন বল নাই !! পুণ্ডলীক নীরব, অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান। তখন শীঘ্র পুণ্ডলীকের হস্ত ধারণ করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতা যে স্থানে শ্রীঠাকুর দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, তথায় অতি আকুল ব্যাকুল হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে শ্রীঠাকুর আনন্দ গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—তোমরা মহাভাগ্যবান্ যাহার জন্য এমন পরমভক্ত পুত্র পাইয়াছ। তাহার পিতৃ-মাতৃ ভক্তিময় সেবার কথা জানিয়াই তাহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া তোমাদের মত পরমভক্তের সঙ্গেও দেখা হইল। এস, পুণ্ডলীক ! আমার হৃদয়ে আলিঙ্গন গ্রহণ কর—তুমি মহাভাগ্যবান্। পুণ্ডলীক পিতামাতার চরণে প্রণাম করতঃ শ্রীভগবানের শ্রীচরণে ভূপতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে, প্রেমের ঠাকুর তাঁহাকে তুলিয়া হৃদয়ে আলিঙ্গন দান করিয়া আত্মসাথ করিলেন। সেই যে পুণ্ডলীক মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন, আর সেদেহে সংজ্ঞা থাকিল না। এই প্রকার অলৌকিক অবস্থায় অধৈর্য্য হইয়া পিতা-মাতা হৃদয় বিদারক ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন—হায়রে পুত্র ! তুমি পুত্র নও, তুমি আমাদের ছদ্মবেশী পুত্ররূপে সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ প্রদাতা শ্রীগুরুদেব ; তোমারই কৃপায় আমাদের ভাগ্যে নিজগৃহে, পর্ণকুটীরে আজ পরমব্রহ্ম সনাতন মূর্ত্তি দর্শন লাভ হইল। এই রকম আবেগপূর্ণ ক্রন্দন করিতে করিতে উভয়েই শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে চিরতরে প্রণাম করিলেন। তখন এই প্রকার ঘটনার কথা শীঘ্রই সর্বত্র প্রচার হইলে সকলে আসিয়া দেখেন—প্রতিমূর্ত্তি শ্রীচরণচিহ্ন রাখিয়া শ্রীঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন। ওদিকে আজ দুইদিন ধরিয়া শ্রীদ্বারকায় সাড়া পড়িয়াছে—

শ্রীঠাকুর কোথায় গেলেন! শ্রীঠাকুর কোথায় গেলেন! হায়! হায়! আমাদের কি গতি হইবে!! তৃতীয় দিন প্রাতেঃ শ্রীমন্দিরের দরজা খুলিয়া দেখেন, শ্রীঠাকুর বিরাজিত। ক্রমে সমস্ত কথাই অভিব্যক্ত হইয়া অদ্যাবধি ইতিহাস জগতে সাক্ষ্য দান করিতেছে। পরে—শ্রীবিট্ঠল দেবের শ্রীমন্দির ও শ্রীপুণ্ডলীক এবং পিতা-মাতার সমাধি হইয়াছিল। এখনও তাহা বর্ত্তমান আছে। এই হইল—সাধু পিতা মাতার সেবার ফলে একেবারে শ্রীভগবানের হৃদয়ে স্থান লাভ, আর সাধু পুত্রের কল্যাণে পিতা-মাতার সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের চরণ প্রাপ্তির ইতিহাস।

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামির প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরহরিও সেই আদর্শই স্থাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণব বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবার ফলে শ্রীগৌর চরণ প্রাপ্তি, আর শ্রীগৌরচরণ কৃপা প্রাপ্তিতেই সর্ব্বোত্তম ভজন সম্পদ তথা সর্ব্বারাধ্য শ্রীব্রজধাম লাভ হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চার ও শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালিঙ্গনে শ্রীল রঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে প্রমত্ত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের "চৌদ্দহাত তুলসীর মালা" ও "ছুটা পান বিড়া" কৃপা পূর্ব্বক শ্রীল রঘুনাথকে প্রদান করিলে শ্রীল রঘুনাথ সেই মালাকে ইষ্টদেব-রূপে রক্ষা করিলেন এবং প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন পাদদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া রহিলেন। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভু অতীব সুকণ্ঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় নিপুন ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশানুসারে শ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে অতিমর্ত্ত্য প্রেমাবেশ বশতঃ অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইত। শ্রীমদ্ভাগবতের এক একটি শ্লোক বিভিন্ন

রাগ-রাগিণীতে কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমবিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। শ্রীগোবিন্দের শ্রীপদারবিন্দই তাঁহার একমাত্র প্রাণারাম ছিল। সর্ব্বদার জন্য শ্রীগোবিন্দের লীলামৃত-সমুদ্রে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তাঁহার কোন ধনাঢ্য শিষ্যদ্বারা শ্রীগোবিন্দের মন্দির ও ভূষণাদি নির্ম্মাণ করাইলেন। * শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু যখন শ্রীমথুরায় শ্রীবল্লভ ভট্টাত্মজ শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের ভবনে সপরিকরে শ্রীগোপালদেবের দর্শন করেন তখন শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভুও শ্রীরূপের গণের অন্ততম ছিলেন। এই সকল বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তিনি শ্রীরূপের নিত্যসঙ্গী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশানুযায়ী সর্ব্বদাই ভজনে নিমগ্ন থাকিতেন। †

শ্রীল রঘুনাথের গুণাবলী

"রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামির গুণগণ। শ্রবণমাত্রে কার না জুড়ায় মন॥ সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপক, চর্চা শ্রবণেতে। বৃহস্পতি সাধুবাদ করে হর্ষচিতে॥ ভাগবত পাঠের উপমা দিতে নাই। ব্যাসাদি শুনিতে সাধ করে, সুখ পাই॥ যাঁর ভক্তিরীতি দেখি দেবের বিস্ময়। ভট্টের মহিমা শ্রীনিবাস ঐছে হয়॥"—ভঃ রঃ ৬।৪৫৩—৫৭।

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভু পিক-বিনিন্দি কণ্ঠে শ্রীভাগবত পাঠ করত সকলের মনোমোহন করিতেন এবং নিজ শিষ্য দ্বারা শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির নির্মাণ

* বহু বৎসর পরে ১৫১২ শকে এই মন্দির জীর্ণদশায় পড়িলে, মহারাজ মানসিংহ বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে গোবিন্দজীর জন্য বিরাট মন্দির ও জগমোহন নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই মন্দিরের পার্শ্বেই শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির বা শেঠের মন্দির বর্ত্তমান। ইহারা শ্রীমথুরার শ্রেষ্ঠী বা শেঠ। শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† নিম্নলিখিত উপদেশও শ্রীমন্মহাপ্রভু করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে,—

"গোপাল ভট্টের সেবক পশ্চিমা মাত্র।
গৌড়ীয়া আইলে রঘুনাথ কৃপাপাত্র॥" —অনুরাগাবল্লী।

করেন : 'রূপ গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত পঠন। ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তার মন॥ অশ্রু,কম্প, গদ্‌গদ্ প্রভুর কৃপাতে। নেত্ররোধ করে বাষ্প, না পারে পড়িতে॥ পিকস্বর কণ্ঠ, তাঁতে রাগের বিভাগ। এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥ কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে, শুনে। প্রেমেতে বিহ্বল তবে কিছুই না জানে॥ গোবিন্দ চরণে কৈল আত্ম-সমর্পণ। গোবিন্দ চরণারবিন্দ – যাঁর প্রাণধন॥ নিজ শিষ্যে কহি * গোবিন্দের মন্দির করাইলা। বংশী, মকর-কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি দিলা॥ গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে. না বহে জিহ্বায়। কৃষ্ণ কথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥ বৈষ্ণবের নিন্দকর্ম নাহি পাড়ে কানে। সবে কৃষ্ণ ভজন করে এইমাত্র জানে॥ মহাপ্রভুর দত্ত-মালা মননের কালে। প্রসাদকড়ার সহ বান্ধি দেন গলে॥''—চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১২৬—৩৪।

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী রন্ধন বিদ্যায়ও অতি সুনিপুণ ছিলেন। ''রঘুনাথ-ভট্ট, পাকে অতি সুনিপুণ। যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥ পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন। প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥—চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১০৭-১০৮।

শ্রীশ্রীব্রজলীলার পরিকর

শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিকে শ্রীব্রজলীলার "শ্রীরাগমঞ্জরী" ও 'শ্রীরাধাকুণ্ডকুটীরবাসী' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী'।
কৃত-শ্রীরাধিকাকুণ্ডকুটীরবসতিঃ স তু॥ — শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৮৫

---

* মতান্তরে—শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুপাদের শিষ্যদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ-মন্দির (পুরাতন) নির্ম্মাণ হয়।—কর্ণানন্দ।

পূর্ব্বে শ্রীব্রজলীলায় যিনি শ্রীরাগমঞ্জরী ছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ড তটস্থিত কুটীরে বসতি স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর স্বরচিত কোন গ্রন্থের অনুসন্ধান বা পরিচয়াদি পাওয়া যায় না। তিনি কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পঠনকেই জীবাতু করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে অবগত হওয়া যায়, তিনি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন ও শিষ্য করিয়াছিলেন এবং নিজ শিষ্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আঃ ১৷৩৬-৩৭ এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—"শ্রীরূপ-সনাতন-ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব-গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার। তাঁ সবার পাদপদ্মে কোটী নমস্কার॥"

শ্রীব্রজধামবাসী শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়িগণ আশ্বিন শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব তিথি পালন করিয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনে চৌষট্টী-মহান্তের সমাজবাড়ীতে ইঁহার সমাধিমন্দির বর্ত্তমান আছেন। শ্রীরঙ্গজীউর শ্রীমন্দিরের পার্শ্বেই চৌষট্টী-মহান্তের সমাজ-বাড়ী। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের দ্বারা সুরক্ষিত ও সেবিত হইতেছেন।

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর সূচক

জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞি।

রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণে, দিবানিশি নাহি জানে,

তুলনা দিবার নাহি ঠাঞি॥

চৈতন্যের প্রেমপাত্র, তপন মিশ্রের পুত্র,

বারাণসে ছিল যাঁর বাস।

নিজগৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে,

চরণ সেবিলা দুইমাস॥

শ্রীচৈতন্য-নাম জপি, কথোদিন গৃহে থাকি'
করিলেন মাতা-পিতার সেবনে।

তাঁ'দের অপ্রকট হৈলে, আসি পুনঃ নীলাচলে,
রহিলেন প্রভুর চরণে।

মহাপ্রভু কৃপাকরি' নিজশক্তি সঞ্চারি'
পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন।

প্রভুর শিক্ষা হৃদে গণি' আসি' বৃন্দাবন ভূমি'
মিলিলেন রূপ-সনাতন॥

দুই গোসাঞি তা'রে পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া,
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসে ভাসে।

অশ্রু, পুলক, কম্প, নানাভাবাবেশ অঙ্গ,
সদা কৃষ্ণ কথার উল্লাসে॥

সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনা-পুলিন রঙ্গে,
একত্র হইয়া প্রেম-সুখে।

শ্রীভাগবত-কথা, অমৃত-সমান গাথা,
নিরবধি শুনে য'ার মুখে॥

পরম বৈরাগ্য-সীমা, সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমা,
সুস্বর অমৃতময় বাণী।

পশু পক্ষী পুলকিত, যার মুখে কথামৃত';
শুনিতে পাষাণ হয় পানি॥

শ্রীরূপ-সনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুইজন,
শ্রীগোপাল, ভট্ট রঘুনাথ।

এ-রাধাবল্লভ বলে, পড়িনু বিষয়-ভোলে,
কৃপাকরি' কর আত্মসাথ॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী

অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ।
ভট্টগোস্বামিনং কেচিদাহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরীম্॥

—শ্রীগৌঃ গঃ—১৮৪

—যিনি শ্রীব্রজে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী ছিলেন, তিনিই বর্ত্তমানে শ্রীগোপালভট্ট। কেহ কেহ শ্রীগোপালভট্টকে শ্রীগুণমঞ্জরী বলিয়া থাকেন।

"শ্রীগোপালভট্ট—এক শাখা সর্ব্বোত্তম। রূপ-সনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন॥"

—চৈঃ চঃ ১০।১০৫।

আবির্ভাব-কাল

কলিযুগপাবনাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ ষড়্-গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু বাল্যলীলাকালেই শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করেন। তাঁহার আবির্ভাবের কাল-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' ২য় বর্ষে (২৫ পৃঃ) "ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দনির্ণয়"-শীর্ষক বিবরণে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধানের যে অব্দ উদ্ধার করিয়াছেন; তৎসহ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের স্বধামগত পণ্ডিতবর শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয়ের সংগৃহীত অব্দের মিল হয়। উভয় বিবরণেই শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাবকাল—১৪২৫ শকাব্দা বা ১৫৬০ সম্বৎ বা ১৫০৩ খৃষ্টাব্দ, গৃহে স্থিতি—৩০ বৎসর, ব্রজে বাস—৪৫ বৎসর, অন্তর্দ্ধান—১৫০০ শকাব্দ (বা ১৬৩৫ সম্বৎ বা ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ),

প্রকট-স্থিতি—৭৫ বৎসর। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণঘেরার স্বধামগত পণ্ডিত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বিরচিত "শ্রীরাধারমণ-প্রাকট্য"-নামক হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকে শ্রীগোপালভট্টের আবির্ভাবাদির কাল নিম্নলিখিতরূপে দৃষ্ট হয়,—

আবির্ভাব—১৫৫৭ সম্বৎ, ১৪২২ শক (বা ১৫০০ খৃষ্টাব্দ); শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের কৃপা-লাভ—১৫৬৮ সম্বৎ (বা ১৫১১ খৃষ্টাব্দ) (১১ বৎসর বয়সে); শ্রীব্রজে আগমন—১৫৮৮ সম্বৎ (বা ১৫৩১ খৃষ্টাব্দ); প্রকটস্থিতি ৮৫ বৎসর; অন্তর্দ্ধান—১৬৪২ সম্বৎ (বা ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ) (৮৫ বৎসর বয়সে)—আষাঢ়ী শুক্লাপঞ্চমী-তিথিতে।

১৪৩৩ শকাব্দে বা ১৫১১ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে তীর্থপর্য্যটনচ্ছলে আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে মহাপুণ্যা কাবেরীর তীরস্থ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হন। *শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৯-৪০) উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা কাবেরীর জল পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীবাসুদেবে শুদ্ধাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আবেগপূর্ণা স্রোতস্বিনী শ্রীকাবেরী দেবীর নির্মল জল দর্শনে অদ্যাপি ভক্তগণের হৃদয়ে যে কি আনন্দ উদ্বেলিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র

(শ্রীসম্প্রদায়ের মন্দির)

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র তাঞ্জোর-জেলায় কুম্ভকোণম্ হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের অধিদেবতা শ্রীরঙ্গনাথ-বিষ্ণু। ভক্তজনপ্রাণ-মন-নয়ন-হরণকারী অতি মনোহর দর্শন। শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দিরটী ভারতের যাবতীয়

---

* শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী শ্রীগোবিন্দ দাসের কড়চায় আছে, মহাপ্রভু (১৪৩২ শকের) ৭ই বৈশাখ দাক্ষিণাত্য যাত্রা করিয়া (১৪৩৩ শকের) ৩রা মাঘ নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। (৪৭ ও ২১৯ পৃঃ) যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের 'বৈশাখ প্রথমে" উল্লেখের সহিত অমিল নাই।

মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ। পার্শ্বে স্বর্ণমণ্ডিত একটী মন্দির আছে। ইহার সাতটী প্রাকার আছে। শ্রীরঙ্গমের সপ্তসরণির প্রাচীন নাম—(১) ধর্ম্মের পথ, (২) রাজ-মহেন্দ্রের পথ, (৩) শ্রীকুলশেখরের পথ, (৪) আলিনাড়নের পথ, (৫) তিরুবিক্রমের পথ, (৬) মাড়মাড়ি গাইসের তিরুবিড়ি পথ, এবং (৭) অড়ইয়াবলইন্দানের পথ। আদিকুলোত্তুঙ্গের পূর্ব্বে চোলরাজ রাজমহেন্দ্র রাজ্য পালন করেন; তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মবর্ম্ম রাজত্ব করিয়াছিলেন; তৎপূর্ব্বে শ্রীরঙ্গমের পত্তন হয়। শ্রীকুলশেখর আল্‌বর্‌ ও আলবন্দারু ঋষি শ্রীরঙ্গমন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীভাষ্য প্রণেতা—শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীসুদর্শনাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ শ্রীরঙ্গনাথের সেবার প্রধান অধ্যক্ষতা করেন। শ্রীলক্ষ্মীর অবতার 'শ্রীগোদাদেবী' শ্রীরঙ্গ-নাথের সহিত পরিণীতা হইয়া ভগবদ্দেহে প্রবেশ করেন। কার্ম্মুকাবতার তিরুমঙ্গই আল্বর্‌ দস্যুবৃত্তিদ্বারা আহৃত ধনে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থ প্রাকার ও অন্যান্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে,—তোণ্ডরডিপ্পড়ি আলবর্‌ বা শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ভক্তিযাজন করিতে করিতে কোন বারনারীর প্রলোভনে পতিত হন। শ্রীরঙ্গনাথ স্বীয় সেবকের দুর্দ্দশা-দর্শনে তাঁহাকে উদ্ধার-মানসে নিজের একটী স্বর্ণপাত্র কোন সেবকের দ্বারা ঐ নারীর গৃহে পাঠাইয়া দেন। শ্রীমন্দিরে স্বর্ণপাত্র নাই দেখিয়া বহু অনুসন্ধানে উহা বারনারীর গৃহে পাওয়া যায়। শ্রীরঙ্গ-নাথের কৃপা-দর্শনে ভক্তের ভ্রম-নিরসন হয়। শ্রীরঙ্গনাথের তৃতীয় প্রাকারে ইনি শ্রীতুলসী-কানন রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজের শিষ্য - শ্রীকুরেশ, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র—শ্রীরামপিল্লাই, তৎপুত্র —শ্রীবাগ্‌বিজয় ভট্ট, তৎপুত্র—শ্রীবেদব্যাস ভট্ট বা শ্রীসুদর্শনাচার্য্য। শেষোক্ত মহাত্মার বার্দ্ধক্য-কালে মুসলমানগণ শ্রীরঙ্গ-নাথের মন্দির আক্রমণ করিয়া দ্বাদশ সহস্র শ্রীবৈষ্ণবকে হনন করে। শ্রীরঙ্গনাথ দেবকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজয়নগর-রাজ্যের অধীনে সিঙ্গির শাসনকর্ত্তা শ্রীবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ 'কম্পন্ন উদৈয়র' বা 'গোপ্পণার্য্য' শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রার্থনামতে শ্রীরঙ্গনাথদেবকে 'তিরুপতি' হইতে 'সিংহব্রহ্মে'

আনয়ন করিয়া তথায় তিন বৎসর সেবা করেন ও পরে ১২৯৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের প্রাকারের পূর্ব্বগাত্রে শ্রীল বেদান্তদেশিক-রচিত এই শ্লোকটি খোদিত আছে ; যথা—(অনুভাষ্যে)

"আনীয় নীলশৃঙ্গদ্যুতিরচিত-জগদ্রঞ্জনাদঞ্জনাদ্রেঃ,
শ্রেণ্যামারাধ্য কঞ্চিৎ সময়মথ নিহত্যোদ্ধনুষ্কাংস্তলুষ্কান্।
লক্ষ্মী-ক্ষ্মাভ্যামুভাভ্যাং সহ নিজনগরে স্থাপয়ন্ রঙ্গনাথং,
সম্যগ্ বর্য্যাং সপর্য্যাং পুনরকৃতযশো দর্পণো গোপ্পণার্য্যঃ॥
বিশ্বেশং রঙ্গরাজং বৃষভগিরিতটাৎ গোপ্পণঃ ক্ষৌণিদেবো,
নীত্বা স্বাং রাজধানীং নিজবলনিহতোৎসিক্ত-তৌলুষ্কসৈন্যঃ।
কৃত্বা শ্রীরঙ্গভূমিং কৃতযুগসহিতাং তত্র লক্ষ্মী-মহীভ্যাং,
সংস্থাপ্যাস্যাং সরোজোদ্ভব ইব কুরুতে সাধুচর্য্যাং সপর্য্যাম্॥"

শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩১ শাকে মাঘমাসের শুক্ল পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে বাস করেন, ফাল্গুনে দোলযাত্রা দর্শন ও চৈত্র মাসে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যকে উদ্ধার করিয়া ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসে নীলাচল হইতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন। (মতান্তরে ১৪৩৩ শকে) পথিমধ্যে অন্যান্য তীর্থ পরিদর্শন করেন এবং কুম্ভকোণম্ হইতে ৪ চারিক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে পাপনাশন-ক্ষেত্রে শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রাবণ মাসের পূর্ব্বেই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক কাবেরীতে স্নান, শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন ও তৎসম্মুখে প্রেমাবেশে নর্ত্তন-কীর্ত্তন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; সেই সময় 'শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট'-নামক এক শ্রীবৈষ্ণব শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সসম্ভ্রমে স্বগৃহে ভিক্ষার্থে নিমন্ত্রণ করেন এবং প্রভুকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালনপূর্ব্বক সবংশে সেই শ্রীচরণামৃত পান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইবার পর শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট নিবেদন

করেন,—"প্রভো ! চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত * সমাগতপ্রায়। আপনি কৃপা করিয়া এই চারি মাস এই দীনের গৃহে ‡ অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করুন এবং এই পামরকে সংসার কূপ হইতে উদ্ধার করুন।" (চৈঃ চঃ ম।৯।৭৭-১৬৬ পয়ার অবলম্বনে অনুবাদ লিখিত হইল)।

শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের সেই প্রার্থনা স্বীকার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টগৃহে ভট্টসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথারঙ্গে সুখে চারিমাস যাপন করেন।

"ভট্টপ্রীতে প্রভু চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা রহে।
রাত্রিদিন ভট্টসহ কৃষ্ণকথা কহে॥"

—প্রেমবিলাস ১৮ শ।

প্রত্যহ কাবেরীতে স্নান, শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন ও তৎসমীপে প্রেমাবেশে নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিয়া বহুলোকের মঙ্গলবিধান করেন। নানাদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থ আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এইরূপে সকলেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, সকলেই এক-একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইতে লাগিলেন। এইরূপে এক-একদিনের ভিক্ষায় শ্রীমন্মহা-প্রভুর চারিমাসকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। সময়াভাবে কতিপয় ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইতে পারিলেন না জন্য বড়ই আক্ষেপ করিলেন।

'তিরুমলই', 'ব্যেঙ্কট' ও 'গোপালগুরু' (পরে শ্রীপ্রবোধানন্দ) নামে তিন ভ্রাতা মহীশূর-প্রদেশ হইতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আন্ধ্র বা উত্তর-প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণ—

* চাতুর্ম্মাস্য ব্রত—শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত চারিমাসকাল ব্রত।

‡ শ্রীরঙ্গমের অনতিদূরে কাবেরী তীরে বেলগুঁড়ী (বেলঙ্গুণ্ডী) গ্রামে ইঁহাদের গৃহ। উঁহারা তিন ভ্রাতা—১। ব্যেঙ্কটভট্ট, ২। ত্রিমল্লভট্ট, ৩। প্রবোধানন্দ।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট 'বড়গলই'-শাখাস্থ শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা-সম্বন্ধে সংলাপ হইল। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টকে রহস্যচ্ছলে বলিলেন,—"তোমার শ্রীলক্ষ্মী-ঠাকুরাণী নিজকান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি হইয়াও আমার ঠাকুর, যিনি গোপ ও গোচারক, সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গপ্রার্থিনী কেন হন? সাধ্বী হইয়া কেন শ্রীলক্ষ্মী-ঠাকুরাণী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম প্রার্থনা করেন এবং কি জন্যই বা নিজের সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রতনিয়মাদি আচরণপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা অঙ্গীকার করেন?"

শ্রীভট্টপাদ বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ একই স্বরূপ। শ্রীনারায়ণে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় লালিত্য থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের বৈদগ্ধ্যাদি লীলা নাই।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

শ্রীকৃষ্ণই যখন বিলাসমূর্ত্তিতে শ্রীনারায়ণ, তখন শ্রীনারয়ণ-পত্নী শ্রীলক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে শ্রীলক্ষ্মীর কৌতুক হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীলক্ষ্মী দেখিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে তাঁহার পতিব্রতা-ধর্ম্মের নাশ হয় না, অথচ রাস-বিলাসরূপ অধিক লাভ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গেই পাওয়া যায়, শ্রীনারায়ণ-সঙ্গে তাহা পাওয়া যায় না। এইজন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ কামনা করেন। ইহাতে শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণীর কি দোষ হইল? আপনি কেন ইহাতে পরিহাস করিতেছেন?" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীলক্ষ্মীর ইহাতে দোষ নাই, ইহা আমি জানি। তবে শ্রীলক্ষ্মীদেবী রাসে অধিকার পান নাই, শাস্ত্রে এইরূপই শুনিতে পাই।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ (শ্রীভাঃ ১০।৪৭।৬০)

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা গৃহীত শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাহা বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী প্রভৃতি পরব্যোমস্থ নিতান্ত অনুগত শক্তিগণেরও প্রাপ্য হয় নাই, পদ্মগন্ধপ্রভাবা স্বর্গীয় রমণীগণেরও সেরূপ হয় নাই, তখন অন্য স্ত্রী সম্বন্ধে কি বলিব ? শ্রুতিগণ রাসমণ্ডলে প্রবেশাধিকার পাইলেন, অথচ শ্রীলক্ষ্মীদেবী এত তপস্যা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণসহ রাসবিলাসে অধিকার পাইলেন না কেন ? শ্রুতিগণের উক্তি শ্রবণ কর ,—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ।।

(শ্রীভাঃ ১০।৮৭।২৩)

মুনিগণ প্রাণায়ামদ্বারা নিঃশ্বাস জয়পূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে দৃঢ়রূপে যোগযুক্ত করিয়া হৃদয়ে যে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, ভগবানের শত্রুসকলও তাঁহার অনুধ্যানবলে সেই ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছিল, ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্প-শরীরতুল্য ভুজদণ্ডের সৌন্দর্য্যরূপ তীব্র বিষয়-কর্ত্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসুধা লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও সেই গোপীদেহ লাভ করিয়া গোপীভাবে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসুধা পান করিয়াছি।"

শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট ইহা শুনিয়া বলিলেন,—"এই রহস্য আমি বুঝিতে পরিতেছি না। আমি সামান্য জীব, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও অস্থিরচিত্ত ; কোটীসমুদ্রগম্ভীর ঈশ্বরের লীলা কি করিয়া বুঝিব ? আপনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, আপনি নিজের লীলাবৈচিত্র্য নিজে জানেন। আপনি যাঁহাকে জানাইবেন, তিনিই আপনার লীলার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণের এক স্বাভাবিক লক্ষণ এই

যে, তিনি স্বীয় মাধুর্য্যে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। ব্রজবাসীর বা গোপীর আনুগত্য ব্যতীত কেহ শ্রীকৃষ্ণসেবায় আধিকার প্রাপ্ত হন না। ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে নন্দনন্দন বলিয়া জানেন। পরমৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহার সহিত যে একটী অন্য সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহারা মানেন না। ব্রজবাসীদিগের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি প্রকারের কোন ভাব গ্রহণ করিয়া যিনি পরমতত্ত্বকে ভজন করেন, তিনি চরমাবস্থায় শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে শুদ্ধরূপে ব্রজধামে প্রাপ্ত হন। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া যখন সফলকাম হইলেন না এবং কেবল হৃদ্গত গোপীভাব লইয়াও যখন প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না, তখন বাহ্যে গোপীদেহ ও অন্তরে গোপীভাব গ্রহণপূর্ব্বক গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—গোপজাতি, গোপীগণই তাঁহার প্রেয়সী, সুতরাং ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীরূপে, কি অন্য স্ত্রীরূপে, 'কৃষ্ণসঙ্গম' পাওয়া যায় না। শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিজ-দেবদেহে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীদিগের স্বাভাবিক অনুরাগের অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই। শ্রীনারায়ণের ষাটগুণ; সেই ষাটগুণের উপরে আরও শ্রীকৃষ্ণের চারিটী অসাধারণ গুণ আছে, তাহা শ্রীনারায়ণে নাই. যথা—(১) সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকারলীলা-সমুদ্র-বিশিষ্টতা, (২) অতুল্য-মধুর-প্রেম-পরিশোভিত-প্রিয়মণ্ডলযুক্ততা, (৩) ত্রিজগন্মানসাকর্ষিগীতপরায়ণতা ও (৪) চরাচর-বিস্ময়কারী সমোর্দ্ধরহিতরূপ শ্রীযুক্ততা। এই অসাধারণ গুণচতুষ্টয়-প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যস্বরূপিনী লক্ষ্মীরও অনুক্ষণ তৃষ্ণা জন্মে। 'সিদ্ধান্ততস্তভেদেঽপি' বলিয়া যে শ্লোক তুমি পাঠ করিলে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণেরই 'স্বয়ং-ভগবত্তা' স্থির হয়। স্বয়ং ভগবত্তাপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই শ্রীলক্ষ্মীর মনোহরণ করেন। গোপিকার মনোহরণোপযোগী গুণচতুষ্টয় শ্রীনারায়ণে না থাকায়, তিনি গোপিকার মনোহরণ করিতে পারেন না। শ্রীনারায়ণের কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিয়া স্বয়ং শ্রীনারায়ণ-রূপে প্রকাশিত হইলে গোপীগণের তাহাতেও অনুরাগ হয় নাই।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু অবশেষে ভট্টকে বলিলেন,—"ওহে ভট্টপাদ! তুমি হৃদয়ে দুঃখ করিও না; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণে যেরূপ অভেদ, গোপী ও লক্ষ্মীতেও সেইরূপ অভেদ,—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকা একই বিগ্রহে নানাকাররূপ প্রকাশ করেন। শ্রীগোপীদ্বারে শ্রীলক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ আস্বাদন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ স্বরূপশক্তি মাধুর্য্যস্বরূপে গোপীদেহে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ করেন এবং ঐশ্বর্য্যদেহে শ্রীলক্ষ্মীরূপে শ্রীনারায়ণ-সঙ্গাস্বাদন করেন। ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ নাই। ভক্তদিগের ভাবভেদে একই চিদ্‌বিগ্রহে নানা আকার ও রূপের ধ্যানভেদমাত্র জানিতে হইবে।" এই হইল প্রকৃত রহস্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল সিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীব্যেঙ্কট-ভট্ট বলিলেন,—"কোথায় আমি ক্ষুদ্র জীব, পতিতপামর, আর কোথায় আপনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই আমি একান্ত সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করি। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের কৃপায় আপনার শ্রীচরণ-দর্শন পাইয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জানাইয়াছেন। আপনার অহৈতুকী কৃপায় শ্রীকৃষ্ণভক্তির সর্ব্বোত্তমতা জানিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি।"

ইহা বলিয়া শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ-প্রণত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপালিঙ্গন করিয়া শ্রীভট্টপাদকে শ্রীকৃষ্ণসেবারসে অভিষিক্ত করিলেন।

এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কট, আর শ্রীপ্রবোধানন্দ।
এ তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র॥
লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক এ পূর্ব্বেতে।
রাধাকৃষ্ণরসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে॥

(শ্রীভঃ রঃ ১।৮৩-৮৪)

শ্রীগোপালের পূর্ব্ব-পরিচয়

শ্রীভক্তিরত্নাকরের বর্ণনানুসারে জানা যায়, শ্রীব্যেঙ্কট-ভট্ট যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্ব-গৃহে লইয়া গিয়া প্রভুর পাদোদক সবংশে পান করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীব্যেঙ্কটাত্মজ বালক শ্রীগোপাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদোদক পান করিয়া প্রেমাপ্লুত হইয়াছিলেন। ১১ বৎসর মাত্র বয়সে বাল্যকালেই শ্রীগোপাল বৈষ্ণবপিতার আদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইবার সুদুর্ল্লভ সৌভাগ্য লাভ করিয়া শ্রীগৌরপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রাচীন মহাজনগণের বন্দনাত্মক একটী উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন,—

বন্দে শ্রীভট্টগোপালং দ্বিজেন্দ্রং ব্যেঙ্কটাত্মজম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবানিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে॥

(শ্রীভঃ রঃ ১।৯৮)

নিজগৃহে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যেঙ্কট-নন্দন শ্রীগোপাল-ভট্টকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীব্যেঙ্কটাত্মজই যে শ্রীগোপালভট্ট, এরূপ কোন উল্লেখ নাই। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"চৈতন্যচন্দ্রের চারু দক্ষিণ-ভ্রমণ। চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণন॥
গোপাল-ভট্টের নাম অব্যক্ত তথায়। ব্যেঙ্কট-ভট্টের বংশ ঐছে উক্ত তায়॥
অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল ব্যেঙ্কটতনয়। প্রভু-পাদোদক-পানে হৈল প্রেমোদয়॥
করয়ে যতন কত স্থির হইতে নারে। বিপুল পুলক অঙ্গে ঝলমল করে॥
নিজগৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাইয়া। পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হইয়া॥"

(শ্রীভঃ রঃ ১।৮৬-৮৭, ৯০ ৯১, ৯৭)

শ্রীগোপালের বাল্যকালেই শ্রীগৌরসেবায় প্রীতি দেখিয়া বৈষ্ণববর শ্রীব্যেঙ্কট-ভট্ট মহা-উল্লসিত হইলেন। শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট শ্রীগোপালের প্রতি নিজ-ভোগ্য পুত্র-

বুদ্ধি না করিয়া ৪ মাসকাল শ্রীগোপালকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীচরণ-সেবায় সমর্পণ করিলেন। শ্রীগোপালও প্রেমানন্দে সেবা করিলেন।

চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইলে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের আজ্ঞা লইয়া ও শ্রীরঙ্গনাথকে দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় দক্ষিণ-যাত্রা করিলেন। প্রভুর বিরহে তিন ভাই ও বালক শ্রীগোপাল অচেতন হইয়া পড়িলেন। * বিদায়ের সময় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রী গোপালভট্টকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া গেলেন,— "তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তুমি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে পারিবে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সান্ত্বনা-বাণী শ্রীগোপালের একমাত্র জীবনরক্ষণৌষধিস্বরূপ হইল। তিনি সর্ব্বক্ষণ এই স্মৃতিতে উদ্ভাসিত থাকিয়া কেবলই মনে মনে বিচার করিতেন,—'কতদিনে শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাইবেন!' এইরূপ যতই চিন্তা করিতেন, ততই শ্রীগোপাল শ্রীগৌরপ্রেমে আপ্লুত হইতেন।

"ব্যেঙ্কটের কনিষ্ঠ প্রবোধানন্দ নাম। গোপালভট্টের পূর্ব্বে গুরু সে প্রমাণ॥
অধ্যয়ন উপনয়ন যোগ্য আচরণে। পূর্ব্বেতে সকল শিক্ষা পিতৃব্যের স্থানে॥"

—অনুরাগাবল্লী, ১ম, ৭পৃঃ।

শ্রীগোপাল শুদ্ধ বৈষ্ণব-পরিবারে আবির্ভূত হইয়া, পরম বৈষ্ণব-পণ্ডিত পিতৃব্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন †। নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন লাভ এবং স্বগৃহে সাক্ষাৎ

---

* "ত্রিমল্ল-ব্যেঙ্কট-প্রবোধানন্দ তনে। বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে॥" —ভঃ রঃ

† শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১ম বিঃ ২য় শ্লোক—"ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎ প্রিয়স্য। গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ॥"

ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়নের শাস্ত্রবিধি এই যে—অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই শ্রীগোপালভট্টের পিতৃব্য শ্রীপ্রবোধানন্দপাদই

সচল জগন্নাথ কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শন ও সেবা লাভ করিয়া স্বতঃসিদ্ধরূপেই আচার্য্য-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি মায়াবাদাদি অসন্মতবাদসমূহ খণ্ডন এবং ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও স্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র জয়ী হইলেন। শিষ্ট-ব্যক্তিগণ শ্রীগোপালের এই প্রকার যোগ্যতা-দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব মাতাপিতা পুত্রের এইরূপ ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনানুসারে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে শ্রীবেঙ্কটভট্টকে বলিয়া যান,—"তোমার এই বৈষ্ণবপুত্র গোপালের প্রতি আমার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আছে। তুমি ইহাকে সুপণ্ডিত করিবে ও ইহার বিবাহ দিবে না।"

"গোপালভট্ট, তোমার এই যে কুমার।
মোর অতি কৃপা হয় ইহার উপর॥
পড়াইয়া সুপণ্ডিত করিবে ইহারে।
বিভা নাহি দিবে, ইহা কহিল তোমারে॥"

শ্রীগোপালের খুল্লতাত শ্রীপ্রবোধানন্দের প্রতিও শ্রীমন্মহাপ্রভু আর একটী আদেশ করিয়া যান,—

"একবার বৃন্দাবনে পাঠা'বে ইহারে।"

তাঁহার দীক্ষা ও বিদ্যাগুরু। শাস্ত্রীয় বৈষ্ণববিধি মার্গের প্রধান প্রবর্ত্তক শ্রীরামানুজ বা শ্রীসম্প্রদায়ান্তর্গত তৎকালে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদ ও তাঁহার পিতৃব্য এবং বিদ্যাশিক্ষা গুরুদেব শ্রীল প্রবোধানন্দ ভট্ট সরস্বতী গোস্বামিপাদ অবশ্যই সেই বৈধ-মর্য্যাদা রক্ষার্থে শাস্ত্রাধ্যয়নের পূর্ব্বে দীক্ষাদি গ্রহণ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—ইহাই সরল ও সহজ কথা। কিন্তু শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যকৃত গ্রন্থে একটু অন্যরূপ দেখা যায়। তাহার সমাধানও এই যে,—শ্রীমন্মহাপ্রভু কাহাকেও দীক্ষামন্ত্র দেন নাই।

শ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীব্যেঙ্কট-ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন শ্রীগোপাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণসেবা করিতেছিলেন, সেই সময় প্রভু শ্রীগোপালকে বলিয়াছিলেন,—

"কতদিন পিতামাতার করিয়া সেবন।
পশ্চাতে তুমি তবে, যা'বে বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে।
সেখানে পাইবে সুখ পরম আনন্দে ॥"

('কর্ণানন্দ', ৫ম নির্যাস)

'কর্ণানন্দের' গ্রন্থকার শ্রীযদুনন্দনদাস। তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর আত্মজা ও শিষ্যা শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর বিশ্রন্ত-শিষ্য ও গৌড়ীয়-আচার্য্যগণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীযদুনন্দন এইসকল কথা শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া 'কর্ণানন্দে' লিখিয়া থাকিবেন।

শ্রীগোপালভট্ট শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে অবস্থান করিতেন।

শ্রীভট্টগোসাঞি যবে বৃন্দাবনে গেলা।
শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গেই রহিলা ॥

(কর্ণানন্দ, ৫ম নির্যাস)

শ্রীল গোপালভট্টের শ্রীব্রজে আগমন-বার্ত্তা পত্রের দ্বারা শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা জানিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে পত্রের দ্বারা জানাইলেন,—

"নিজভ্রাতা সম ভট্ট-গোপালে জানিবে।
মধ্যে মধ্যে শুভ সমাচার পাঠাইবে ॥" (শ্রীভঃ রঃ ১।১৯০)

কথিত হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু একজন লোকের দ্বারা পত্রের সহিত শ্রীল গোপালভট্টের জন্য স্নেহাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ডোর-কৌপীন-বহির্ব্বাসও পাঠাইয়াছিলেন।

এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল গোপালভট্ট শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কথারঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীল গোপালভট্ট দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের সদাচার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সদাচারমূলক কোন স্মৃতি-নিবন্ধ তখনও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল সনাতনের শ্রীমুখে বৈষ্ণব-স্মৃতি-রচনার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ ও উপদেশ শ্রীল গোপালভট্ট শ্রবণ করিতে পাইলেন। ইহাতে ভাবী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের কল্যাণের জন্য একটি বৈষ্ণবস্মৃতি সঙ্কলন করিবার ইচ্ছা শ্রীল গোপালভট্টের হৃদয়ে উদিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভীষ্টানুসারে শ্রীসনাতনই গ্রন্থের সঙ্কলন ও তাহার 'দিগ্‌দর্শিনী'-নামক একটি টীকা রচনা করিলেন। কিন্তু শ্রীল গোপালভট্টের সঙ্কল্পিত বলিয়া ও দৈন্যবশতঃ স্বীয় নাম গোপন করিবার উদ্দেশে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীল গোপাল-ভট্টের নাম প্রচার করিলেন। হয় ত' মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি শ্রীল গোপালভট্ট প্রভুই রচনা করিয়া উক্ত গ্রন্থের পত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হৈল ভট্ট-মনে।
সনাতন গোস্বামী জানিলা সেইক্ষণে॥
গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
করিল 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' বর্ণন॥

(শ্রীভঃ রঃ ১।১৯৭-৯৮)

শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর সম্বন্ধে—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বা শ্রীল ঘনশ্যাম দাস-কৃত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত আছে।

শ্রীমদ্গৌরপদারবিন্দমধুপ শ্রীভট্টগোপাল হে
মায়াবাদতমঃ প্রভাকর কৃপাসিন্ধো দ্বিজেন্দ্র প্রভো।

শ্রীমদ্ব্যেঙ্কটভট্ট-নন্দন মহাসদ্ভক্তিভূষাঢ্য হে
সংসারময়মর্দ্দন প্রণতহৃন্মোদপ্রদ ত্রাহি মাম্ ॥ —১ম তরঙ্গ ২য় শ্লোক।

—হে শ্রীমদ্গৌরপাদপদ্মমধুকর শ্রীগোপালভট্ট প্রভো! আপনি মায়াবাদান্ধকার বিনাশি ভাস্কর কৃপাসিন্ধু ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ। আপনি শ্রীমদ্ব্যেঙ্কটভট্ট নন্দন মহাপ্রেম-ভক্তিবিভূষণ ভবব্যাধিনাশন ও শরণাগত হৃদয়ানন্দপ্রদ। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

পূর্ব্বে কৈনু শ্রীভট্টের মঙ্গলাচরণ। সেই ক্রমমতে কিছু করি নিবেদন ॥
শ্রীগোপালভট্ট প্রভু প্রেমানন্দ কন্দ। সর্বভাবে যাঁর প্রাণধন গৌরচন্দ্র ॥
প্রভু ইচ্ছা হৈতে ভক্ত ইচ্ছা বলবান্। প্রভু সে করিতে জানে ভক্তের সম্মান ॥
কোনভক্ত আসিয়া মিলয়ে প্রভু সনে। কোন ভক্তে প্রভু গিয়া মিলে ভক্তস্থানে ॥
—ভঃ রঃ ১ম তরঙ্গ ৬৬—৬৭, ৭৮—৭৯।

শ্রীগোপালভট্টের পূর্বপুরুষগণের পরিচয়—ভঃ রঃ ১৷৮০-৮৭ শ্রীগোপালভট্টে প্রভু দক্ষিণে মিলিলা। মহা অনুগ্রহে আপনাকে জানাইলা॥ সংক্ষেপে কহিয়ে এথা ভট্ট-বিবরণ। শ্রীগোপালভট্ট হন ব্যেঙ্কট নন্দন॥ শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের নিবাস দক্ষিণেতে। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ সকল শাস্ত্রেতে॥ **ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কট আর শ্রীপ্রবোধানন্দ**। এ তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র॥ লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক এ পূর্ব্বেতে। রাধাকৃষ্ণ রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে॥ দক্ষিণ ভ্রমণকালে প্রভু গৌর রায়। ভট্টগৃহে চারিমাস আনন্দে গোঙায়॥ চৈতন্যচন্দ্রের চারু দক্ষিণ-ভ্রমণ। চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণন॥ গোপালভট্টের নাম অব্যক্ত তথায়। ব্যেঙ্কটভট্টের বংশ ঐছে উক্ত তায়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—মধ্য ৯৷৮২৷৮৩

"শ্রীবৈষ্ণব এক শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট নাম। প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥
নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন। সেই জলে লৈয়া কৈলা সবংশে ভক্ষণ॥"
অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল ব্যেঙ্কট তনয়। প্রভুপাদোদকপানে হৈল প্রেমোদয়॥

করয়ে যতন কত স্থির হৈতে নারে। বিপুল পুলক অঙ্গে ঝলমল করে॥ কিবা গোপালের শোভা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। জিনিয়া চম্পক চারু বর্ণ মনোহর॥ কিবা মুখপদ্ম দীর্ঘ নয়নযুগল। কিবা ভুরু ভাল নাসা তিলক উজ্জ্বল॥ শ্রুতিযুগ গণ্ড কিবা গ্রীবার বলনী। কিবা বাহু বক্ষঃ পীন ক্ষীণ মাজাখানি॥ কিবা জানু-জঙ্ঘা-যুগ চরণ ললাম। পরিধেয় বসন ভূষণ অনুপম॥ তিলে তিলে গোপালের বাড়য়ে সৌন্দর্য্য। দেখিয়া অদ্ভুত তেজঃ কেবা ধরে ধৈর্য্য॥ নিজগৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাইয়া। পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হইয়া॥ শ্রীগোপালভট্টে প্রভু যে কৃপা করিল। তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল॥ —ভঃ রঃ ১ম ৯০—৯৯।

বন্দে শ্রীভট্টগোপালং দ্বিজেন্দ্রং ব্যেঙ্কটাত্মজম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবানিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে॥

— দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ব্যেঙ্কটনন্দন এবং নিজগৃহে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর সেবানিযুক্ত শ্রীগোপাল-ভট্ট প্রভুকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীগোপালভট্টের চরিত্র—(ভঃ রঃ ১ম।১০০-২০৭)

"তথাপি কহিয়ে কিছু গোপাল চরিত। প্রভুর সেবায় সদা স্বাভাবিক প্রীত॥ প্রভুর সন্ন্যাস গোপালেরে নাহি ভায়। নির্জ্জনে যাইয়া খেদ করয়ে সদায়॥ বিধাতার প্রতি কহে গদগদ ভাষে। ওরে বিধি কেনে জন্মাইলি দূর দেশে॥ নদীয়া-বিহার সুখে করিয়া বঞ্চিত। দেখাইলি প্রভুর এ বেশ বিপরীত॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাণনাথ রাধিকার। করাইলা তাঁহাদের সন্ন্যাস অঙ্গীকার॥ এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায়। ত্যজয়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ অগ্নিশিখাপ্রায়॥ পুনঃ কহে বিধিরে করিব কিবা রোষ। জানিনু কেবল এ আপন কর্ম্মদোষ॥ ঐছে কত কহিয়া রহিলা মৌন ধরি। গোপালের অন্তর জানিলা গৌরহরি॥ অকস্মাৎ গোপালের নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপ্নচ্ছলে নবদ্বীপ প্রত্যক্ষ হইল॥ দেখয়ে প্রভুর তথা অদ্ভুত বিহার। প্রভুসঙ্গে বিলসে সুখের নাহি পার॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রেমাবেশে কোলে

কৈল। না জানি কি কহিতেই নিদ্রাভঙ্গ হৈল॥ গোপাল ব্যাকুল হৈয়া চায় চারি ভিতে। চলয়ে প্রভুর আগে নারে স্থির হৈতে॥ গোপাল আইল জানি উল্লাস অশেষ। প্রভু হৈলা শ্যামল সুন্দর গোপবেশ॥ দেখয়ে গোপালশোভা রহিয়া নির্জ্জনে। সুবর্ণবরণ অঙ্গ হৈল সেইক্ষণে॥ ভুবন মোহয়ে সে-না রূপের ছটায়। চাঁচর কেশের ঝুঁটা পিঠিতে লোটায়॥ চন্দন তিলক ভালে ভুরু কামফণি। সতীধর্ম্ম হরে দীর্ঘ নয়ন চাহনি॥ কত শত শরৎচান্দের মদ নাশে। কি নব ভঙ্গিতে হাসি অমিয়া বরিষে॥ পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন অনুপম। ভূষণে ভূষিত অঙ্গভঙ্গী মনোরম॥ মালতীর মালা গলে দোলে অনিবার। দেখি গোপালের মনে হৈল চমৎকার॥ চরণে পড়িয়া পুনঃ চাহে প্রভুপানে। সন্ন্যাসীর শিরোমণি দেখে সেইক্ষণে॥ প্রভু গৌরচন্দ্র গোপালেরে স্থির করি। উপদেশ কৈল যৈছে কহিতে না পারি॥ পুনঃ কহে অচিরে যাইবা বৃন্দাবন। মিলিব দুর্ল্লভ রত্ন রূপ-সনাতন॥ মোর মনোবৃত্তি দোঁহে প্রকাশ করিবে। তোমার শিষ্যের দ্বারে জগৎ ব্যাপিবে॥ এত কহি গোপালেরে করি প্রভু কোলে। গোপালের অঙ্গ সিক্ত কৈল, নেত্রজলে॥ কহিল এসব কথা রাখিহ গোপনে। হইল পরমানন্দ গোপালের মনে॥ গোপালের গৌরাঙ্গসেবায় দেখি প্রীত। শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট হৈলা মহা উল্লসিত॥ গোপালে সঁপিল গৌরচন্দ্রের চরণে। দিবারাত্রি আনন্দে গোঙায় প্রভু সনে॥ চারিমাস পরে প্রভু করিব গমন। ইহা মনে করিতে অধৈর্য্য তিনজন। ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কট, শ্রীপ্রবোধানন্দ তিনে। বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে॥ মো-সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে। কাবেরীস্নানেতে সঙ্গে কেবা লৈয়া যাবে॥ রঙ্গনাথে কেবা বা করিবে সঙ্কীর্ত্তন। কে দিবে অধমে সে দুর্ল্লভ ভক্তিধন॥ আসিবে অসংখ্য লোক কাহার দর্শনে। এসব ভবন শূন্য হ'বে প্রভু বিনে॥ ঐছে কত কহে নেত্রে বহে অশ্রুধার। মনের উদ্বেগ যত না করে প্রচার॥ চারিমাস পরে প্রভু হইলা বিদায়। তিন ভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায়॥ শ্রীচৈতন্য, ভট্টের মন্দির হৈতে চলে। ভট্ট লোটাইয়া পড়ে প্রভু পদতলে॥ প্রভু, তিন ভ্রাতায়

করিয়া আলিঙ্গন। কহিল অনেকরূপ প্রবোধ বচন॥ গোপালে প্রবোধি প্রভু দক্ষিণ ভ্রমিয়া। নীলাচলে ভক্ত সঙ্গে মিলিলা আসিয়া॥ গৌড়, বৃন্দাবন পুনঃ গমনাগমন। হইল অনেক প্রিয় ভক্তের মিলন॥ সন্ন্যাসীর শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। ভক্তের দ্বারায় কলিজীবে কৈল ধন্য॥ নীলাচলে কৈল বাস ভক্তের ইচ্ছায়। নিজ মনোবৃত্তি প্রভু ভক্তে সে জানায়॥ এথা শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট তিন সহোদর। প্রভুর বিচ্ছেদে হৈলা অত্যন্ত কাতর॥ গোপাল হইলা যৈছে প্রাণনাথ বিনে। কে বর্ণিতে পারে, যে দেখিল সেই জানে॥ বিদায়ের কালে প্রভু করি আলিঙ্গন। আজ্ঞা কৈল শীঘ্র হবে বাঞ্ছিত পূরণ॥ সেই কথা সদাই বিচার করে মনে। কত দিনে প্রভু লৈয়া যাবে বৃন্দাবনে॥ গোপাল, গৌরাঙ্গ-প্রেমে মত্ত অনিবার। ভক্তিতত্ত্ব-ব্যাখ্যাতে সর্বত্র জয় যার॥ গৌর গুণমহিমা যে সর্বত্র প্রকাশে। মায়াবাদ খণ্ডন করয়ে অনায়াসে॥ গোপালভট্টের শ্লাঘা করে শিষ্টগণ। কিরূপে করিল ঐছে বিদ্যা উপার্জন॥ কেহ কহে শ্রীপ্রবোধানন্দ যত্ন কৈল। অল্প-কাল হৈতে অধ্যয়ন করাইল॥ পিতৃব্যকৃপায় সর্বশাস্ত্রে হৈল জ্ঞান। গোপালের সম এথা নাই বিদ্যাবান্॥ কেহ কহে—প্রবোধানন্দের গুণ অতি। সর্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী॥ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্। তাঁর প্রিয় তা বিনা স্বপনে নাহি আন॥ পরম বৈরাগ্য স্নেহমূর্ত্তি মনোরম। মহাকবি গীতবাদ্য নৃত্যে অনুপম॥ যার কাব্য শুনি সুখ বাড়য়ে সবার। প্রবোধানন্দের মহামহিমা অপার। ঐছে পরস্পর মহা আনন্দ-হৃদয়। শ্রীপ্রবোধানন্দ গোপালের গুণ কয়॥ প্রবোধানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগোপাল। সর্বমতে সুশিক্ষিত পরম দয়াল॥ পিতা-মাতা যারে দেখি মহাসুখ পায়। সতত নিমগ্ন মাতাপিতার সেবায়॥ ব্যেঙ্কট ভট্টেরে কহে এক বিপ্রবর। সর্বপ্রকারেতে যোগ্য তোমার কুঙর॥ ঐছে ভক্তি প্রথা এথা না পাই দেখিতে। কি অপূর্ব প্রীতি তোমা দোহার সেবাতে॥ শুনিয়া ব্যেঙ্কটভট্ট উল্লাস হৃদয়। বাল্যাবস্থা হৈতে গোপালের চেষ্টা কয়॥ যৈছে নীলাচলে জগন্নাথের দর্শনে। যৈছে স্ফূর্ত্তি ব্যাকরণ আদি অধ্যয়নে॥ যৈছে

পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচৈতন্য সেবিল। ক্রমে ক্রমে সেই বিপ্রে নিবেদিল॥ শুনি' বৃদ্ধ বিপ্র অতি আনন্দ অন্তর। ব্যেঙ্কটেরে প্রশংসি' গেলেন নিজঘর॥ গোপালের মাতাপিতা মহাভাগ্যবান্। শ্রীচৈতন্য-পদে যে সোঁপিল মনঃ প্রাণ॥ বৃন্দাবন যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া। দোঁহে সঙ্গোপন হৈলা প্রভু সোঙরিয়া॥ কতদিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন। রূপ-সনাতন সঙ্গে হইল মিলন॥ অন্তর্য্যামী প্রভু-নীলাচলে সেইক্ষণে। জানিলেন আইল গোপাল বৃন্দাবনে॥ একদিন মিশ্রগৃহ হইতে উল্লাসে। চলিলেন গোপীনাথ—গদাধর পাশে॥ গদাধরের প্রতি গোরাচাঁদের যে ভাব। অনেক সুকৃতি ফলে তাহা হয় লাভ॥ * * * সন্ন্যাসীর শিরোমণি প্রভু গৌররায়। ভক্তগণ প্রতি কহে মধুর ভাষায়॥ বহুদিন ব্রজের সংবাদ না পাইয়া। না জানিয়ে আমার কেমন করে হিয়া॥ অবশ্য চাহিয়ে তথা পত্রী পাঠাইতে। এত কহিতেই পত্রী আইল ব্রজ হৈতে॥ লিখিলেন পত্রী শ্রীরূপ-সনাতন। গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন আগমন॥ শুনি' মহাপ্রভুর আনন্দ হইল অতি। গোপালের কথা কিছু কহে সবা প্রতি॥ দক্ষিণ-ভ্রমণে অতি আনন্দ অন্তরে। চারিমাস রহিনু বেঙ্কটভট্ট ঘরে॥ গোপালভট্ট ব্যেঙ্কট-ভট্টের নন্দন। অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ॥ পাইয়া পিতার আজ্ঞা গোপাল উল্লাসে। করিল আমার সেবা অশেষ বিশেষে॥ পরম দয়ালু কৃষ্ণ তারে কৃপা কৈলা। সেই এ গোপালভট্ট 'বৃন্দাবনে' আইলা॥ প্রাণের সমান মোর রূপ-সনাতন। তাহার গমন মাত্রে লিখিলা লিখন॥ শুনিয়া প্রভুর অতি মধুর বচন। পরম আনন্দে পূর্ণ হৈল ভক্তগণ॥ রূপ-সনাতন-গুণে প্রভু মগ্ন হৈয়া। বৃন্দাবনে পত্রী পাঠায়েন যত্ন পাইয়া॥ লিখয়ে পত্রীতে প্রিয় রূপ-সনাতনে। পাইল আনন্দ গোপালের আগমনে॥ নিজ ভ্রাতা সম ভট্ট গোপালে জানিবে। মধ্যে মধ্যে শুভ সমাচার পাঠাইবে॥ যে যে গ্রন্থ বর্ণিলা বর্ণিবা যত আর। অচিরে সে সব হ'বে সর্বত্র প্রচার॥ গ্রন্থরত্ন বিতরণ করিবেন যেঁহ। বুঝি কৃষ্ণ ইচ্ছায় প্রকট হইলা তেঁহ॥ ঐছে পত্রী পরিধেয় বস্ত্রাদিক দিয়া। শীঘ্র সে মনুষ্য পাঠাইলা

হৃষ্ট হৈয়া ॥ তিঁহ বৃন্দাবনে গোস্বামীর পাশ গেলা। **শ্রীডোর-কৌপীন বহির্বাস** পত্রী দিলা * ॥ বৃন্দাবনে যে আনন্দ হইল সবার। সে সকল বিস্তারি না পারি বর্ণিবার ॥ শ্রীরূপ-সনাতন দুহুঁ প্রেমময়। শ্রীগোপালভট্ট সহ অদ্ভুত প্রণয় ॥ করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হৈল ভট্ট মনে। সনাতন গোস্বামী জানিলা সেইক্ষণে। গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন। করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন ॥ শ্রীবিগ্রহের সেবা গোপালের ইচ্ছা হৈল। শ্রীগোবিন্দ শ্রীরূপেরে স্বপ্নে আদেশিল ॥ শ্রীরূপ গোস্বামী ভট্টে প্রাণসম জানে। শ্রীরাধারমণসেবা করাইল তানে ।। এসব প্রসঙ্গ আগে হইবে বিস্তার। গোপাল ভট্টের চেষ্টা অতি চমৎকার ॥ লোকনাথ, ভূগর্ভ, পণ্ডিত কাশীশ্বর। শ্রীপরমানন্দ, কৃষ্ণদাস, বিজ্ঞবর ॥ এ সবার যৈছে প্রেম আচরণ। তাহা একমুখে কিছু না হয় বর্ণন ॥ বৃন্দাবনে সদা সনাতন-রূপ-সঙ্গে। বিলসয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কথা রঙ্গে ॥ সনাতন প্রেমে পরিপূরিত অন্তর। অপূর্ব্ব শ্রীরূপসখ্যে সুখ নিরন্তর। ভট্টের জীবন এক শ্রীরাধারমণ। সেবারসে অত্যন্ত মগ্ন অনুক্ষণ ॥ সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করে আপনার গুণে। যাঁরে দেখে, সবার আনন্দ বৃন্দাবনে ॥"

সনাতন-প্রেম-পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলম্।
নমামি রাধারমণৈক-জীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদম্ ॥

---

* শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে লোক মারফত শ্রীল গোপাল ভট্টকে স্বীয় ডোর, কৌপীন, বহির্বাস ও একখানি আসন পাঠাইয়া দেন। ঐ আসনখানি কৃষ্ণবর্ণের কাঠের পিঁড়া, উহা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ মন্দিরে পুজিত হইয়া আসিতেছেন। —শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব জীবন—৪৮ পৃঃ। এই সূত্র অনুযায়ী শ্রীল গোপাল ভট্ট পরিবারস্থ গোস্বামিপাদগণ কেহ কেহ গৌরিক-বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন। কারণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ডোর, কৌপীন, বহির্বাস গৌরিক ছিল।

—যিনি সনাতন গোস্বামীর প্রেমে পরিপ্লুত হৃদয়, শ্রীরূপ গোস্বামীর সখ্যদ্বারা যাঁহার সকল চেষ্টা মণ্ডিত, শ্রীরাধারমণ যাঁহার একমাত্র জীবন, যিনি সেবকগণের অভীষ্টপ্রদ সেই গোপালভট্ট প্রভুকে আমি নমস্কার করি।

* * * * *

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাহৃষ্ট হৈয়া। বর্ণিলেন গ্রন্থ অনেকের আজ্ঞা লৈয়া॥ শ্রীগোপালভট্ট হৃষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল। গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল॥ কেনে নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে। নিরন্তর অতিদীন মানে আপনারে॥ কবিরাজ তাঁর আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবারে। নাম মাত্র লিখে অন্য না করে প্রচারে॥ লোকনাথ গোস্বামীহ ঐছে আজ্ঞা কৈল। প্রাচীন বৈষ্ণব মুখে এ-সব শুনিল॥ অন্যে অসাক্ষাতে কিছু করিল বর্ণন। অতি অলৌকিক এ ভট্টের গুণগণ॥ বৃন্দাবনে ভট্টের যে বিস্তার বিলাস। গ্রন্থের বাহুল্যে এথা না কৈনু প্রকাশ॥ করিলেন—কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী। বৈষ্ণবের পরম আনন্দ যাহা শুনি'॥ শ্রীগোপাল ভট্ট শুদ্ধ-ভক্তিপথে আর্য্য। তিলে তিলে করে অলৌকিক সব কার্য্য॥

—ভঃ রঃ ১। ২২১—২২৯

শ্রীগোপালভট্টের রচিত পদাবলী

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর 'পদ্যাবলী'তে শ্রীল গোপালভট্ট-পাদের রচিত বলিয়া নিম্নলিখিত শ্রীনামকীর্ত্তনাত্মক শ্লোকটী পাওয়া যায়।

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডন বর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে!
বৃন্দারণ্যপুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল!
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয়॥

—(শ্রীপদ্যাবলী, ৩৮ শ্লোক)

হে ভাণ্ডীরবনাধিপতে, শিখিপুচ্ছভূষণ, শ্রেষ্ঠ, চন্দন-চর্চ্চিতাঙ্গ, বৃন্দাবনেন্দ্র, বিকসিত সুন্দর নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামল, কালিন্দীরমণ, নন্দনন্দন, পরানন্দ, কমলনয়ন, শ্রীগোবিন্দ, কমনীয়দেহ শ্রীমুকুন্দ! দীন আমাকে আনন্দ দান কর।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে যে, শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামিপ্রভু বিপ্রলম্ভ-ভাবে বিভাবিত হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীরাধারমণে নেত্র-মন সমর্পণপূর্ব্বক নিজকৃত উপরি-উক্ত পদটি কীর্ত্তন করিতেন।

শ্রীগোপাল-ভট্ট বসি' আছয়ে নির্জ্জনে।
সমর্পিয়া নেত্র-মন শ্রীরাধারমণে॥
ক্ষণে নিজকৃত-পদ্য পড়য়ে সুস্বরে।
শুনিতে সে নামাবলী কেবা ধৈর্য্য ধরে?

—(শ্রীভঃ রঃ ৬।৪০১-২)

শ্রীল গোপালভট্টের রচিত বলিয়া প্রচারিত ও শ্রীল গোপালভট্টের নামের পুষ্পিকা-সংযুক্ত ব্রজভাষায় রচিত শ্রীরাধাগোবিন্দলীলাত্মক কয়েকটী সঙ্গীত পাওয়া যায়। নিম্নে তিনটী গীতের পুষ্পিকা-সংযুক্ত উপান্ত-পদ উদ্ধৃত হইল,—

(১)

"শ্রীগোপালভট্ট-আশ,
বৃন্দাবন-কুঞ্জে বাস,
শয়ন-স্বপন-নয়নে হেরি'
ভুলল মন আপ হেঁ।"

(২)

"শাঙর-চীত, উনতে নাগিও,
পলকন নারে আঁখি।
যূথ যূথ, মনমথ কুলত,
গোপালভট্ট ইথে সাখি॥"

(৩)

"ঐছে হট পুনঃ উলটি বৈঠলি,
কানুক বদন নিতান্ত না হেরলি,
গোপালভট্ট ভণয়ে,
ভামিনী-পীরিতি টুটলো গো"

শ্রীরাধারমণ-প্রাকট্য

১। ১৪৫৫ শকাব্দের পর শ্রীল গোপালভট্ট ভারতের উত্তর-প্রদেশে শুদ্ধাভক্তি-প্রচারের জন্য গমন করেন। হরিদ্বারের নিকট সাহারাণপুর-জেলায় 'দেববন্দ্য'-নামে * এক গ্রামের প্রান্ত দিয়া শ্রীল গোপালভট্ট যখন গমন করিতেছিলেন, তখন সেইস্থানে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সেই গ্রামে 'গৌড়-ব্রাহ্মণ' নামক শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বংশের বাস ছিল। সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক গৃহস্বামী শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আনয়নপূর্ব্বক অতিথি-সৎকার করেন এবং তাঁহার ভাবী প্রথম সন্তানটীকে শ্রীগোপালভট্টের নিকট সমর্পণ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। শ্রীল গোপালভট্ট উত্তর প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে গণ্ডকী নদী হইতে দ্বাদশটি শালগ্রাম সংগ্রহ করিয়া আনেন। একদিন শ্রীল গোপালভট্ট শ্রীযমুনায় স্নান সমাপনপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে স্বীয় ভজন-কুটিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দেখিতে পান,—তাঁহার কুটীরের দ্বারে একটী বালক বসিয়া রহিয়াছেন; পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন,—'দেববন্দ্য'-গ্রামে যে ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীল গোপালভট্ট আতিথ্য স্বীকার

* অন্যত্র বর্ণিত বিবরণে 'দেববন'-নাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী মহাশয়ের মতে 'দেববন্দ্য'। এইস্থানে এখনও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর প্রধান এবং প্রথম শিষ্য শ্রীল গোপীনাথ পূজারী গোস্বামিপ্রভুর পূর্ব বংশধর ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেছেন বলিয়া শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর বর্ত্তমান সেবাইত গোস্বামি-সন্তানগণ বলিয়া থাকেন।

করিয়াছিলেন, উক্ত বালক তাঁহারই পুত্র **শ্রীগোপীনাথ**। পরে কয়েকজন শ্রেষ্ঠী শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর ভজন-কুটীরে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের উপযোগী এ সকল বসনভূষণ শ্রীশালগ্রাম কিরূপে পরিধান করিবেন, ইহা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীল গোপালভট্ট রাত্রি যাপন করেন। রাত্রি প্রভাত হইলে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী দেখিতে পাইলেন—দ্বাদশটী শালগ্রামের মধ্যে একটী শালগ্রাম ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম, দ্বিভুজ-মুরলীধর, মধুর, ব্রজকিশোর শ্যামরূপে প্রকটিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার-দর্শনে শ্রীল গোপালভট্টের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গকে আহ্বান করিয়া শ্রীবিগ্রহের অভিষেক-মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। সম্বৎ ১৫৯৯ (বা ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে এই অভিষেক-মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। গোস্বামিগণ ঐ শ্রীবিগ্রহকে 'শ্রীরাধারমণ'-নামে অভিহিত করেন। দেববন্দ্য-গ্রামের ব্রাহ্মণ-বালক শ্রীগোপীনাথ ক্রমে পরিণত-বয়স্ক হইলে শ্রীল গোপালভট্ট তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহারই উপর শ্রীরাধারমণের সেবার ভার সমর্পণ করেন। ইনি 'শ্রীল গোপীনাথ পূজারী গোস্বামী' নামে পরবর্ত্তিকালে খ্যাত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদামোদরদাসও শ্রীল ভট্ট গোস্বামীর আদেশে ক্রমে দেববন্দ্য-গ্রাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীল গোপীনাথের কৃপাভিষিক্ত হইলেন। শ্রীল গোপীনাথ কোন দারপরিগ্রহ করেন নাই। শ্রীল ভট্ট গোস্বামীপাদের ইচ্ছানুযায়ী যাহাতে পরবর্ত্তিকালে শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর সেবাপূজা নির্বিঘ্নে এবং সুচারুরূপে হইতে থাকে এইজন্য বংশপরম্পরা ও শ্রীগুরুপরম্পরা ঠিক রাখিবার জন্য শ্রীদামোদর দাসজীকে বিবাহ করিতে হয় এবং শ্রীল ভট্ট গোস্বামিজীর আদেশে ও শ্রীগুরুদেব শ্রীগোপীনাথ গোস্বামী জীর অনুজ্ঞা বশত শ্রীদামোদরদাস সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। তাঁহারই তিন পুত্র—(১) শ্রীহরিনাথ, ইঁহারই বংশপম্পরাক্রমে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল মধুসূদন গোস্বামিমহারাজ এবং তাঁহার

শষ্য ও সুপুত্র নিরপেক্ষ বৈষ্ণব পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামিমহারাজ এবং তাঁহার সুপুত্র উদার-চরিত্র পরহিতকারী বৈষ্ণব শ্রীমৎ বিশ্বম্ভর গোস্বামিজী এম. এ., বি, এল মহোদয় এবং ইঁহার পুত্র শ্রীমান্ পদ্মনাভ গোস্বামিজী।

(২) শ্রীমথুরানাথ ও (৩) শ্রীহরিরাম এবং দুইভ্রাতুষ্পুত্র। ইহাদেরই বংশের হস্তে বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণের সেবা ন্যস্ত রহিয়াছে। শ্রীগোপালভট্ট শ্রীরাধারমণের সেবার জন্য একমণ গম ও একটি বৃষের বিনিময়ে যে-সমস্ত ভূমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাকেই 'ঘেরা' বলা হয়। 'ভক্তমাল' প্রভৃতিগ্রন্থে কিঞ্চিৎ অন্যরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ৺শ্রীশ্রীরাধারমণজীউ কিছুদিন ফরেক্কাবাদে ছিলেন। এখনও সেখানে রথযাত্রাদি মহোৎসব হয় এবং বহু ভূসম্পত্তি ও বাগানবাড়ী আছে।

২। কোনও কোনও বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীরাধাগোবিন্দদেব শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকে শ্রীল গোপালভট্টের অভীষ্ট স্বপ্নে জ্ঞাপন করিলে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুই শ্রীশ্রীরাধারমণ-শ্রীবিগ্রহপ্রকট করেন।—অনুরাগাবল্লী গ্রন্থ ১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

"নিজসেবা করিতেই উৎকণ্ঠা বাঢ়িল। বুঝি গোসাঞির দ্বারে প্রভুর ইচ্ছা হৈল॥ একদিন রূপ মাত্র উপলক্ষ্য করি। মনের আকুতি মনে বিচার আচরি॥

শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞি জানি অভিলাষ। স্বয়ং **রূপ** শ্রীগোপালে করিলা প্রকাশ ॥" ভঃ রঃ ৪—।

"নিজায়ত্ত সেবা করিতে উৎকণ্ঠা বাঢ়িল। বুঝি গোসাঞি গৌড় হইতে বস্তু আনাইল ॥ এক কারিগর মাত্র উপলক্ষ্য করি। মনের আকুতি মনে বিচার আচরি ॥ গোপাল ভট্ট গোসাঞির জানি অভিলাষ। স্বহস্তে শ্রীরূপ গোসাঞি করিল প্রকাশ ॥ সগণ উৎসব করি অভিষেক কৈল। **শ্রীরাধারমণ নাম প্রকট করিল** ॥ —অনুরাগবল্লী, অমৃতবাজার প্রেস সংস্করণ, ১৪ পৃঃ।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনপাদ, শ্রীল গোপাল ভট্ট ও শ্রীল রঘুনাথ ভট্টপাদকে কার্য্য-ক্ষেত্রেও পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন ; যাহাতে ভবিষ্যতে কোন বিরোধ উপস্থিত না হয়।

'গোপাল ভট্টের সেবক পশ্চিমা মাত্র। গৌড়িয়া আসিলে রঘুনাথ কৃপাপাত্র ॥ এ নিয়ম করিয়াছে দুই মহাশয়। পরমার্থ ব্যবহারে যেন বিরোধ না হয় ॥" —অনুরাগবল্লী—২য়, ১৪ পৃঃ।

শ্রীগোপালভট্টের শিষ্যগণমধ্যে পাঁচজনই বিখ্যাত ঃ—

"শ্রীনিবাসাচার্য্য, হরিবংশ ব্রজবাসী। গোপীনাথ পূজারি হয় বড় গুণরাশি ॥ আর দুই শিষ্য ভট্টের বড় প্রেমরাশি। শম্ভুরাম, মকরন্দ গুজরাটবাসী ॥"

—প্রেমবিলাস, ১৮শ।

শ্রীদামোদর পূজারীজীর বংশে অনেক পণ্ডিত প্রতিভাশালী বৈষ্ণব মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীগল্লূজী মহারাজ, শ্রীসখালালজী, শ্রীগোপীলালজী, সার্ব্বভৌম শ্রীমধুসূদনজী, শ্রীদামোদরলালজী, শ্রীবনমালীলালজী, শ্রীবিজয়কৃষ্ণজী, শ্রীঅতুলকৃষ্ণজী, শ্রীরাসবিহারীজী, আচার্য্য শ্রীদামোদরজী, শ্রীনৃসিংহ দাসজী শ্রীঅনন্তলালজী, শ্রীপুরুষোত্তমজী, শ্রীনীলমণিজী, শ্রীবাসুদেবজী সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য প্রকার বিবরণী এই যে,—

৩। শ্রীবল্লভাচার্য্য—(নামান্তর— শ্রীবল্লভ ভট্ট) সম্প্রদায়ের (শ্রীবিষ্ণুস্বামী

সম্প্রদায়ভুক্ত) শ্রীগোকুলের গোস্বামিগণের পরম্পরাগত কথিত বিবরণ এই যে,— শ্রীপাদ বল্লভভট্ট শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন ;— (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ দ্রঃ) তখন তথায় শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-পাদের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামিচরণের অন্বেষণ করিতে থাকেন। সে সময় শ্রীবৃন্দা-বন কেবলমাত্র বনের শোভাতেই পরিপূর্ণ শোভিত ছিলেন। শ্রীবল্লভভট্ট অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে. শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীযমুনা-স্নানে গিয়াছেন ; তখন তিনি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে শ্রীযমুনাতীরে গিয়া দূর হইতেই শ্রীল-গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের মনোহর দিব্যকান্তিময় মূর্ত্তি দর্শন করেন। এবং অতীব আকুল-ব্যাকুল হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করেন। পূর্ণ বিকশিত প্রেম-ভক্তির প্রজ্জ্বলিত কিরণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত দেখিয়া শ্রীল বল্লভ ভট্টের হৃদয়ে মহানন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতে থাকে। কি ধন দিয়া শ্রীল গোপাল ভট্টপাদের সেবা করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন সময় মনে হইল—"তাঁহার নিকট গলদেশে বটুয়াতে (ঝোলাতে) একটি অতি মনোহর "**শালগ্রামমূর্ত্তি**" আছেন, তিনি তাঁহার প্রাণধন স্বরূপ। অতি দৈন্য-ভরে সেই শালগ্রামমূর্ত্তি শ্রীল গোপাল ভট্টপাদের শ্রীকরকমলে অর্পণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে, শ্রীল গোপাল ভট্টপাদ পরমানন্দে সেই শ্রীশালগ্রামশিলাকে শ্রীমস্তকে ও হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেইদিন হইতে সেবা করিতে থাকিলেন। সেই শালগ্রাম মূর্ত্তি হইতেই পরম-মনোহর **শ্রীশ্রীরাধারমণ**-শ্রীবিগ্রহ প্রকট হইয়াছেন। এই ইতিহাস অবলম্বন করিয়া অদ্যাপি শ্রীগোকুলের গোস্বামি-গণের পরিক্রমা শ্রীবৃন্দাবনে আসিলে, সম্প্রদায়ের মহান্ত বা আচার্য্য স্বয়ং ভেট-সামগ্রী ইত্যাদি লইয়া শ্রীরাধারমণের দর্শনে আসিবার প্রথা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, বলিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদের নিকট শ্রীরাধারমণের একনাম '**বটুয়াকী ঠাকুর**' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

প্রাচীন রীতি অনুযায়ী বৈশাখী পূর্ণিমাতে বিশেষ পবিত্রতার সহিত প্রতি-বৎসর শ্রীগোপীনাথপূজারী গোস্বামী মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শিষ্য শ্রীদামোদর দাস গোস্বামী মহাশয়ের বংশধর গোস্বামী সন্তানগণ শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর মহাভিষেক সেবা অদ্যাপি করিয়া আসিতেছেন। এই শ্রীবিগ্রহ প্রকট কাল হইতেই শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। আওরঙ্গজেবের ভয়ে স্থানান্তরিত করা হয় নাই। শ্রীবৃন্দাবনেই লুক্কায়িত রাখা হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের বামে শ্রীমতী রাধা নাই। তৎপরিবর্ত্তে সিংহাসনের বামে একটী রৌপ্য মুকুট রাখা হয়। উহাকে শ্রীমতীর প্রতিভূ বলা হয়। প্রাচীন মন্দির নাই। বর্ত্তমান মন্দির সন ১৮২৬ (বিং সং ১৮৮৩) সনে লক্ষ্ণৌ নিবাসী সাহ কুন্দন্-নামক জনৈক বণিক্ ও তাঁহার ভ্রাতার দ্বারা নির্মিত হয়।

১৫০৭ শকের আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীল গোপাল ভট্টের তিরোভাব তিথি। অদ্যাপি এই তিথি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত প্রতিপালিত হন। শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পশ্চাতে শ্রীশালগ্রাম হইতে শ্রীরাধারমণ শ্রীবিগ্রহ প্রকটের স্থান ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি প্রভুর সমাধি বর্ত্তমান আছেন।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের পিতৃপুরুষগণ শ্রীসম্প্রদায় বা শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। এই সম্পর্ক ধরিয়া এখনও শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর প্রতি শ্রীরঙ্গজীউ এর পক্ষ হইতে মর্য্যাদা দান করিতেছেন এবং শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের তিরোভাব তিথিপূজায় তাঁহার আলেখ্য সহ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা কালে শ্রীরঙ্গজীউর সেবাইতগণ পুষ্পমাল্য, ধূপ, দীপ, চন্দন ভোগোপকরণাদি দ্বারা শ্রীল ভট্ট গোস্বামি-পাদের সম্মান করিয়া আসিতেছেন।

অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীশ্রীরাধারমণলালজী মহারাজাধিরাজ। শ্রীশালগ্রামশিলা হইতে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের প্রাণধন রূপে স্বয়ং প্রকটিত আদি শ্রীবিগ্রহ। শ্রীশ্রীরাধারমণ শ্রীমন্দির, শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা (উত্তর প্রদেশ)।

Sarkar's Chromo-Type Studio (Pr.) Ltd, Calcutta-4.

শ্রীল গোপালভট্টের শিষ্যবৃন্দ

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর শিষ্যগণের মধ্যে তিন জনের নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, তিনি মাত্র এই তিনজন শিষ্যই করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গী শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর কৃপায় শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর নিকট শ্রীবৃন্দাবনে দীক্ষামন্ত্র প্রাপ্ত হন। অন্য শিষ্য পূর্ব্বোক্ত শ্রীল গোপীনাথ পূজারী গোস্বামী মহাশয়। তৃতীয় শিষ্য শ্রীহরিবংশ * কোন কারণে শ্রীল ভট্টগোস্বামিপ্রভুর দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল গোপীনাথ পূজারী গোস্বামী শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় গৌড়-ব্রাহ্মণ ও হরিবংশ কাশ্যপ-গোত্রীয় গৌড়-ব্রাহ্মণ ছিলেন। হরিবংশের বংশীয়দের সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ আছে। হরিবংশের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী শ্রুত হয়। ঐ কিংবদন্তীর মূল কথা—শ্রীহরিবংশ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুপাদের আচার-বিচার লঙ্ঘন করায় তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, দুরভিসন্ধি-মূলে হরিবংশের শিষ্য তালিকার মধ্যে শ্রীগোপালভট্টের নাম (শ্রীগুরুর নাম) প্রবিষ্ট করান হইয়াছে। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু শ্রীল গোপালভট্টের ইচ্ছায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া গৌড়দেশে গোস্বামি-গ্রন্থের প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া সর্ব্বক্ষণ বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত-চিত্তে তাঁহাদের গুণগাথা কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতেন। শ্রীরাধারমণের শ্রীপাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়া কখনও নিজকৃত পদ্য পাঠ,

* এই শ্রীহরিবংশই—শ্রীহিতহরিবংশ নামে পরিচিত হয়েন এবং পরে শ্রীগৌড়ীয়-গোস্বামি-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া শ্রীরাধাবল্লভী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহাদের শ্রীবিগ্রহের নাম—শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ আর সেবাইতগণ—শ্রীরাধাবল্লভী গোস্বামী নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

করিতেন, কখনও শ্রীনামাবলী কীর্ত্তন-স্মরণ করিতে করিতে অধৈর্য্য হইতেন; কখনও বা 'হরে কৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে গলদশ্রুধারায় সিঞ্চিত হইয়া রুদ্ধবাক্ হইয়া পড়িতেন।

শ্রীগোপালভট্টের স্তবপঞ্চক

'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত স্তবপঞ্চক' নামে প্রচারিত পাঁচটী শ্লোকে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর মহিমা বর্ণিত আছে। 'কর্ণানন্দে'র ৫ম নির্যাসে শ্রীযদুনন্দনদাস উক্ত স্তবপঞ্চক উদ্ধার করিয়া তাহার পদ্যানুবাদ করিয়াছেন; যথা—

(১)

"নিরবধি-হরিভক্তিখ্যাপনে যস্য শক্তিঃ
সতত-সদনুভূতির্নশ্বরার্থে বিরক্তিঃ।
প্রভুবরগতিসৌভাগ্যেন বিখ্যাতপট্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ॥

(২)

ব্রজভুবি গুণমঞ্জর্য্যাখ্যয়া যঃ প্রসিদ্ধঃ
কলিজন-করুণাবির্ভাবকেন প্রযুক্তঃ।
মধুররসবিশেষাহ্লাদ-বিস্তারণায়
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ॥

(৩)

অবিরলগলদশ্রুস্বেদধারাভিরামঃ
প্রচুরপুলককম্পস্তম্ভ উচ্চার্য্য নাম।
হ হ হ হ হরিরিত্যাদ্যক্ষরাদ্ যোহন্তচেতাঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ॥

(৪)

ব্রজগতনিজ ভাবাস্বাদমাস্বাদ্য মাদ্যন্
নটতি হসতি গায়ত্যুন্মদং বিভ্রমাঢ্যঃ।
কলিত-কলিজনোদ্ধারাজ্ঞয়া বাহ্যদৃষ্টিঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ॥

(৫)

বিদিতপদপদার্থঃ প্রেমভক্তে রসার্থ-শ্রিতরতিরসভেদাস্বাদনে যঃ সমর্থঃ।
ইদমখিলতমোঘ্নং স্তোত্ররত্নং প্রধানং পঠতি ভবতি সোহয়ং মঞ্জরীযূথলীনঃ॥

'শ্রীগোপালভট্ট এক শাখা মহোত্তম। রূপ-সনাতন-সঙ্গে যা'র প্রেম-আলাপন॥
ভট্ট-গোসাঞির স্তব গোস্বামী কৃষ্ণদাস। তাহাতেই এই সব করিল প্রকাশ॥
নিরন্তর হরিভক্তি-কথনে যা'র শক্তি। সদা সৎ অনুভব যিহোঁ বিষয়ে বিরক্তি॥

মহাপ্রভুর আগমনে বিখ্যাত যা'র পাট। কে বুঝিতে পারে সেই চৈতন্যের নাট॥
হেন সে সৌভাগ্য যা'র কহনে না যায়। যা'র গৃহে রহে প্রভু আনন্দে সদায়॥
সেই সে গোপালভট্ট আমার হৃদয়ে। সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোর এই বাঞ্ছা হয়ে॥
অবিরত গলয়ে অশ্রু যাহার নয়নে। শ্রীঅঙ্গেতে স্বেদধারা বহে অনুক্ষণে॥
প্রচুর পুলক-কম্প সদা অনিবার। কণ্ঠ ঘর্ঘর করে তা'তে নামের সঞ্চার।
'হরে কৃষ্ণ' নামমাত্র জিহ্বায় উচ্চারিতে। হহ হহ হহ শব্দ করে অবিরতে॥
ইহা বলিতেই যিহোঁ হয় অচেতন। সেই গোপাল কর মোরে কৃপা-নিরীক্ষণ॥
বৃন্দাবনে খ্যাতি যিহোঁ শ্রীগুণমঞ্জরী। সেই সে গোপালভট্ট সমান মাধুরী॥
কলি নরে কৃপা করি' হৈলা অবতীর্ণ। মধুররস আস্বাদিয়া করিলা বিস্তীর্ণ॥
হেন সে মধুর-রসে যাহার আস্বাদ। বিতরণ-হেতু জীবে করিলা প্রসাদ॥
প্রেমভক্তিরসে যিহোঁ রহে অনিবার। আস্বাদন কৈলা যিহোঁ অনেক প্রকার॥
আশ্রয় রতি-রস ভেদে যিহোঁ হয় সমর্থ। তাহাতেই পুণ্য যিহোঁ করিল যথার্থ॥
এ-আদি করিয়া ভট্টগোস্বামি-গুণ গান। কবিরাজ গোসাঞি তাহা করিল বর্ণন॥
এই স্তব অখিলের তম দূর করে। স্তোত্রগণমধ্যে এই প্রবীণ প্রচুরে॥
যেই জন পড়ে ইহা করি' একচিত্তে। মঞ্জরীর যূথ-প্রাপ্তি হয় আচম্বিতে॥"

শ্রীগোপালভট্ট-সম্বন্ধে ভারবাহী ও সারগ্রাহী মত

কেহ কেহ বলেন,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শিক্ষাগুরু ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতমরূপে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার অন্য কোন পরিচয় বা বিবরণ প্রদান করেন নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীল গোপালভট্টের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে বা 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে' শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময় শ্রীরঙ্গে ত্রিমল্ল-ভট্টের গৃহে চারিমাস অবস্থানের কথা বর্ণিত হইলেও ঐ প্রসঙ্গে শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট বা

শ্রীব্যেঙ্কটভট্টাত্মজ শ্রীগোপালভট্টের কোন উল্লেখ নাই। যে সংস্কৃত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' শ্রীল মুরারিগুপ্তের নামে প্রচলিত আছে, তাহাতে ত্রিমল্লভট্টের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চারিমাস অবস্থানের কথামাত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু তথায় শ্রীগোপালভট্ট শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের পুত্র নহেন, শ্রীত্রিমল্লের স্বল্পবয়স্ক পুত্র বলিয়া বর্ণিত।

> সুখাসীনং জগন্নাথং **ত্রিমল্লাখ্যো** দ্বিজোত্তমঃ।
> স্ত্রীপুত্রস্বজনৈঃ সার্দ্ধং সিষেবে প্রেমনির্ভরঃ॥
> **গোপালনামা বালোহস্য** প্রভোঃ পার্শ্বে স্থিতস্তদা।
> তং দৃষ্ট্বা তস্য শিরসি পাদপদ্মং দয়ার্দ্রধীঃ॥
> দত্ত্বা বদ হরিং চেতি সোহপি হর্ষসমন্বিতঃ।
> বাল্যক্রীড়াং পরিত্যজ্য কৃষ্ণং গায়ন্ ননর্ত্ত চ॥
>
> —(শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত, ৩য় প্রক্রম, ১৫শ সর্গ)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর প্রদত্ত বিবরণে (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।১০৮-১১০ ও মঃ ৯।৮২-১৬৫) ইহাই প্রকাশিত হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট ও শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের গৃহে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্যকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচরিতামৃতে শ্রীত্রিমল্ল ও শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের মধ্যে তথায় কোন সম্বন্ধের উল্লেখ নাই এবং শ্রীগোপালভট্টের নামও তথায় অব্যক্ত। কেহ কেহ আর একটি বিষয় বিচার করেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া **ত্রিমল্লভট্টের গৃহে** চারিমাস বাস করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে এইরূপ লিখিত আছে; কিন্তু মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে **শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের গৃহে** চাতুর্ম্মাস্য-যাপনের কথা আছে। বহরমপুর হইতে প্রকাশিত শ্রীনিত্যানন্দদাস-রচিত 'প্রেমবিলাস' ও মনোহরদাস-রচিত বলিয়া প্রচারিত 'অনুরাগবল্লী'-নামক * এক আর্ব্বাচীন মুদ্রিত পুস্তকে শ্রীল গোপালভট্টের প্রসঙ্গ আছে। 'প্রেমবিলাসে'

* "অনুরাগবল্লীর" সমাপ্তি সন,—"বসুচন্দ্রকলাযুক্তে শাকে চৈত্র সিতেহমলে। বৃন্দাবনে দশম্যন্তপূর্ণানুরাগবল্লিকা।।"—বসু—৮, চন্দ্র—১, কলা—১৬ = ১৬১৮ শকে বা ১৬৯৬ খৃঃ।

শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের নাম উল্লিখিত নাই এবং শ্রীগোপালভট্ট যে শ্রীত্রিমল্লের পুত্র, তাহাও বিশেষভাবে উল্লিখিত নাই। 'অনুরাগবল্লী'র বর্ণনা শ্রীভক্তিরত্নাকরের অনুরূপ এবং তথায় শ্রীত্রিমল্ল জ্যেষ্ঠ, শ্রীব্যেঙ্কট মধ্যম ও শ্রীপ্রবোধানন্দ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে ও শ্রীগোপালভট্ট শ্রীব্যেঙ্কটভট্টেরই পুত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

আধ্যক্ষিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ এইরূপ বিভিন্ন বৈষ্ণব-গ্রন্থের মধ্যে আপাত সঙ্গতি-রহিত বর্ণনা দর্শন করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ এইরূপ আপাত-সঙ্গতি-রাহিত্য ভারবাহিগণকে চিরকালই বঞ্চনা করিয়া আসিতেছে। এইরূপ পরস্পর অসামঞ্জস্যকর বিবরণ পাঠ করিয়া যাহাতে সারগ্রাহিগণ বিভ্রান্ত না হন, তজ্জন্য শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর পাঠকগণকে সতর্ক করিয়াছেন।

"শ্রীগোপালভট্টের এ সব বিবরণ।
কেহ কিছু বর্ণে, কেহ না করে বর্ণন॥
না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে।
অপরাধ-বীজ তা'র হৃদয়ে সঞ্চারে॥

পরম রসিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ। বর্ণিতে সমর্থ হৈয়া না করে বর্ণন॥ পশ্চাতে বর্ণিবে করি মনে বিচারিয়া। রাখয়ে সে সকলের সুখের লাগিয়া॥ প্রভুলীলা বর্ণিল ঠাকুর বৃন্দাবন। দক্ষিণ-ভ্রমণ আদি না কৈল বর্ণন॥ ব্যাসরূপ তিঁহো তাঁর কে বুঝে আশয়। পশ্চাৎ বর্ণিবে বেদব্যাস ঐছে কয়॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁরে দৈন্য করি'। দক্ষিণ ভ্রমণ আদি বর্ণিল বিস্তারি॥ রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে। বর্ণিবে যে কবিগণ তাঁহার নিমিত্তে॥ যৈছে ইষ্টদেব সুখে অন্নাদি ভুঞ্জিয়া। পাত্রে অবশেষ রাখে শিষ্যের লাগিয়া॥ কবি-রীত এ কিন্তু বর্ণিতে নাহি অন্ত। কুতর্ক ছাড়িয়া আস্বাদহ ভাগ্যবন্ত॥ প্রভু আর প্রভুভক্তগণের চরিত। বিবিধ প্রকারে বর্ণে হৈয়া সাবহিত॥ ভক্ত ইচ্ছা প্রবল জানিয়া কবিগণ। প্রভু-ভক্তে সম্বোধিয়া করেন বর্ণন॥"
—(শ্রীভঃ রঃ ১।২৬৯-২৮০)।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার প্রাক্কালে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি প্রভুর অনুমতি যাজ্ঞা করিলে শ্রীল গোপালভট্ট শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুকে উক্ত গ্রন্থ রচনায় সানন্দে আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক উহাতে স্বীয় প্রসঙ্গ প্রকাশ করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন (শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।২২২-২৩)। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা অবিচারে পালনীয়া, এই বিচারেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর কোন বিবরণই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রদান করেন নাই ; এজন্যই শ্রীগোপালভট্ট—শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট বা শ্রীত্রিমল্লভট্টের মধ্যে কাহার পুত্র কিছুই শ্রীচরিতামৃতে উল্লিখিত হয় নাই। শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা বলিয়া যাহা প্রচারিত, সেই গ্রন্থেরও বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত, ও তাহাদের পাঠান্তর প্রভৃতি আলোচিত না হইলে কেবল বর্ত্তমানে 'শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা'-নামে প্রচলিত, মাত্র একখানি মুদ্রিত পুস্তকের পাঠের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিবদমান বিষয়-সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। উক্ত মুরারিগুপ্তের কড়চায় শ্রীল প্রবোধানন্দেরও কোন প্রসঙ্গ নাই, অথচ 'অদ্বৈতপ্রকাশ', নামক একটি অর্ব্বাচীন পুস্তকে (১৭শ অধ্যায়ে) ও লালদাসের 'ভক্তমালে' মায়াবাদী প্রকাশানন্দকে প্রবোধানন্দরূপে উক্ত হইয়াছে ; "প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁ'র ছিল। প্রভুই প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল ॥"—(ভক্তমাল, ৩৫৮ পৃঃ, কালিকাযন্ত্র সং, ১৩০৫ সাল)। এই মতবাদ 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকায় (১৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যায়) শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপাদ "শ্রীপ্রবোধানন্দ"-শীর্ষক প্রবন্ধে সুযুক্তি ও প্রমাণ-বলে নিরাস করিয়াছেন।

"কাহারও মতে কাশীর দণ্ডী শ্রীমৎ প্রকাশানন্দসরস্বতী (যাঁহাকে প্রভু পরে কৃপা করিয়া রাধাকৃষ্ণ রস আস্বাদন করান ও প্রবোধানন্দ নাম দেন) ও শ্রীল গোপাল ভট্টের পিতৃব্য শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী এক ও অভিন্নব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। কারণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে গমন করেন, তখন ব্যেঙ্কট প্রভৃতি তিন ভ্রাতা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। তাহার পর সন্ন্যাস গ্রহণ

করিয়া প্রবোধানন্দের পক্ষে কাশীবাসী হওয়া, বিশেষতঃ কাশী হইতে মহাপ্রভুকে নিন্দাবাদ করিয়া পত্র লেখা একেবারেই অসম্ভব। অপর, কাশীর প্রবোধানন্দ যদি শ্রীল গোপাল ভট্টের পিতৃব্য ও শ্রীগুরুদেব হইতেন, তাহা হইলে শ্রীলগোপাল-ভট্ট তাঁহার কোন-না কোন গ্রন্থে ইহা প্রকাশ করিতেন।"—(শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ কৃত (প্রকাশিত) 'শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী' ২৬ পৃষ্ঠা)।

"শ্রীল গোপালভট্ট পাদের পিতৃব্যের নাম পূর্ব হইতেই "শ্রীপ্রবোধানন্দ" ছিল। আর কাশীর 'প্রকাশানন্দের' নাম পরিবর্ত্তন হইয়া পরে 'শ্রীপ্রবোধানন্দ' হইয়াছিল।" —গ্রন্থকার।

কেহ কেহ বলেন, 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র ১৩২ শ্লোকে শ্রীপ্রবোধানন্দ 'গৌর-নাগরবর'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া গৌরনাগরীবাদের তীব্র প্রতিবাদকারী শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীল প্রবোধানন্দ বা তাঁহার শিক্ষা-শিষ্য শ্রীল গোপালভট্টের নাম উল্লেখই করেন নাই। আবার ৪০৭ শ্রীচৈতন্যাব্দে প্রকাশিত 'বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা'য় লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীল গোপালভট্টের পরিত্যক্ত শিষ্য হরিবংশকে শ্রীল প্রবোধানন্দ আশ্রয় দিয়াছিলেন ; এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখকগণ বিশেষ-ভাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। এই সকল স্বকপোলকল্পনা বা কল্পনা-সুলভ কিংবদন্তী হইতে প্রাপ্ত বিবরণসমূহ শ্রীগৌরজনগণ কেহই গ্রহণ করেন নাই। শ্রীল প্রবোধানন্দ, (শ্রীগোপালভট্টের পিতৃব্য) শ্রীল গোপালভট্ট-প্রমুখ একান্ত বিরক্ত শ্রীগৌর নিজজনগণ অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ তাঁহাদের কথা গ্রন্থাদিতে প্রচার করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীগোপালভট্টপ্রভুকে যে শ্রীব্যেঙ্কটভট্টাত্মজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ব্যক্তিগত বিচার নহে। তিনি এতৎ সম্বন্ধে প্রাচীন মহাজনগণের পদ উদ্ধার করিয়াছেন ; যথা, (শ্রীভঃ রঃ ১।৯৮) "প্রাচীনৈরুক্তম্—

"বন্দে শ্রীভট্টগোপালং দ্বিজেন্দ্রং ব্যেঙ্কটাত্মজম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবানিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে॥"

দ্বিজশ্রেষ্ঠ, শ্রীব্যেঙ্কটনন্দন ও নিজগৃহে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত শ্রীগোপালভট্টকে আমি বন্দনা করি।

নাভাজীকৃত হিন্দি ভক্তমালের 'বার্ত্তিকপ্রকাশ'ও শ্রীল গোপালভট্টকে শ্রীব্যেঙ্কটাত্মজই বলিয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ১ম ও ৯ম পরিচ্ছেদে যে একবার শ্রীত্রিমল্লভট্টের গৃহে, আর একবার শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চাতুর্মাস্য-যাজনের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে বরং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট ও শ্রীত্রিমল্লভট্টের গৃহ অভিন্ন এবং ইঁহারা উভয়ে ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কে সম্পর্কিত। একবার এক ভ্রাতার নাম স্মরণ করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীত্রিমল্লভট্টের গৃহের উল্লেখ করিয়াছেন, আর একবার আর এক ভ্রাতার নাম স্মরণ করিয়া শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের গৃহের কথা বলিয়াছেন।

শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্বভাবই এই যে, সাধারণ ঐতিহাসিকের ন্যায় তাঁহারা সকল ক্ষেত্রে শ্রীগুরুবর্গের পিতামাতার পরিচয় প্রদান করেন না। পিতামাতা বৈষ্ণব হইলেও তাঁহারা গুরুবর্গের আদেশে সেইরূপ পরিচয়-প্রদানে বিরত থাকেন। ইহা ঐতিহাসিকগণের জড় বুদ্ধি ও ব্যবহারের অগম্য। কোন কোন ক্ষেত্রে যে তাঁহারা পরিচয় প্রদান করেন, তাহা সাধারণ বিধি নহে।

আধুনিক কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, শ্রীগোপালভট্টের আদি-নিবাস ছিল—দাক্ষিণাত্যের 'ভট্টমারি'-গ্রামে ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।১১২ ; ৯।২২৪, ২৩১-২৩৩) 'ভট্টমারি'-(প্রকৃত শব্দ 'ভট্টথারি') শব্দের দ্বারা কোন স্থানের নাম নহে, একদল ভণ্ড সাধুর নামই উক্ত হইয়াছে (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৯।২২৬-২৩৩ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীগোপালভট্ট-সম্বন্ধে পদাবলী

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন পদসমূহ পাওয়া যায় ; যথা—

সনাতনপ্রেম-পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলম্।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টকং ভজতামভীষ্টদম্॥

—(শ্রী ভঃ রঃ ১।২০৮)।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর নামে আরোপিত বৈষ্ণববন্দনায় শ্রীল গোপালভট্ট-সম্বন্ধে এইরূপ পাওয়া যায়,—

সনাতনো ভক্তকৃত্যং গোপালভট্টনামতঃ।
হরিভক্তিবিলাসাদি কৃতবান্ নিরপেক্ষকঃ॥
স গোপালভট্টঃ সনাতননিকটবর্ত্তী হরিগুণরতঃ।
দিবসরজনীং সুখেন যাপয়ামাস মতিমানিহ॥
তদুদিতং প্রভুরূপগুণং নিশম্য গোপালভট্টঃ সততং হি।
আত্মানং ধন্যং খলু মানয়ামাস পরিতো হি যঃ॥

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু তাঁহার ষট্সন্দর্ভের প্রারম্ভে শ্রীল গোপালভট্টকে 'শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের বান্ধব দক্ষিণদ্বিজবংশজ ভট্টপাদ'-নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল গোপালভট্ট-সম্বন্ধে শ্রীমনোহরদাসের একটী পদ পাওয়া যায়; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পদ্যাবলীতে (২৭৪ ও ২৭৫ সংখ্যায়) শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু এক শ্রীমনোহর-কৃত দুইটী সংস্কৃত পদ্য উদ্ধার করিয়াছেন। ইনি শ্রীল শ্রীরূপের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক বৈষ্ণবকবি হইবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আঃ ১১।৪৬, ৫২) এক মনোহরের কথা পাওয়া যায়; আর এক শ্রীমনোহরদাসের নাম খেতুরীর মহোৎসবের বিবরণে পাওয়া যায়।

"শ্রীগোপালভট্ট প্রভু, তুয়া শ্রীচরণ কভু,
দেখিব কি নয়ন ভরিয়া!

শুনিয়া অসীম গুণ, পাঁজরে বিন্ধিল ঘূণ,
নিছনি নিয়া যাইরে মরিয়া ॥
পীরিতে গড়ল তনু, দশবাণ হেম জনু,
চান্দমুখ অরুণ অধর।
ঝলকে দশন-কাঁতি, জিনি' মুকুতার পাঁতি.
হাসি' কহে অমৃত-মধুর ॥
পরাণের পরাণ যার, রূপ-সনাতন আর,
রঘুনাথযুগল জীবন।
পণ্ডিত কৃষ্ণ লোকনাথ, জানে দেহভেদ মাত্র
সরবস্ব শ্রীরাধারমণ ॥
প্রেমেতে বিথার অঙ্গ, চৈতন্যচরণ-ভৃঙ্গ.
শ্রীনিবাসে দয়ার অধীন।
সভে মেলি' রসাস্বাদ, ভাবভরে উন্মাদ
এই ব্যবসায় চিরদিন ॥
লীলাসুধা-সুরধুনী. রসিকমুকুটমণি,
রসাবেশে গদ গদ হিয়া।
অহো অহো রাগসিন্ধু, অহো দীনজন-বন্ধু,
যশ গায় জগত ভরিয়া ॥
হা হা মূর্ত্তি সুমধুর, হা হা করুণার পূর,
হা হা চিন্তামণিগুণখনি।
হা হা প্রভু একবার, দেখাহ মাধুরীসার,
শ্রীচরণকমললাবণি ॥
অনেক জন্মের পরে, অশেষ ভাগ্যের তরে,
তুয়া পরিকর-পদ পাঞা।

নিজ করমের দোষে, মজিনু বিষয়-রসে.
জনম গোঙানু খেলি খাঞা ॥
অপরাধ পড়ে মনে, তথাপি তোমার গুণে
পতিতপাবন আশাবন্ধ।
লোভেতে চঞ্চলমতি, উপেখিলে নাহি গতি,
ফুকারয়ে মনোহর মন্দ ॥”

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নিম্নলিখিত পদটীতে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি প্রভুর সূচক বা চরিত বর্ণন করিয়াছেন,—

“আরে মোর প্রেমালয়, পরম করুণাময়,
শ্রীগোপালভট্ট ভু-মাঝার।
সকল সদ্‌গুণখনি, বিপ্রবংশ-শিরোমণি,
শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের কুমার ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় যতি, অদ্ভুত ভজন-রীতি,
জগতে বিদিত কীর্ত্তি যা র।
অল্পকালে মহাভক্তি, কে বুঝিতে পারে শক্তি,
সদা কৃষ্ণরসে মাতোয়ার ॥
দক্ষিণ-ভ্রমণকালে, প্রভু চারিমাস ছলে,
ত্রিমল্ল-ব্যেঙ্কট গৃহে স্থিতি।
তথা নিজনাথে পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
পিতার আজ্ঞায় সেবে নিতি ॥
শচীসুত গৌরহরি, পরম করুণা করি'
প্রিয় ভট্ট গোপালের তরে।
প্রেমামৃত পিয়াইয়া, নিজতত্ত্ব জানাইয়া,
ভাসাইল আনন্দ সাগরে ॥

পুনঃ প্রভু গৌরহরি, ভট্টের করেতে ধরি'
কহে কিছু মধুর বচন।
তুয়া প্রেমাধীন আমি, শীঘ্র ব্রজে যা'বে তুমি,
তাহাঁ পা'বে রূপ-সনাতন॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী, বিচ্ছেদ হইবে জানি'
তিলেক ধৈরয নাহি বান্ধে।
মুখে না নিঃসরে কথা, সদাই অন্তরে ব্যথা,
ও রাঙ্গা চরণে পড়ি' কান্দে॥
পুনঃ প্রভু গৌরহরি, প্রিয় ভট্টে কোলে করি'
সিঞ্চিয়া শ্রীনয়নের জলে।
কতরূপে প্রবোধিয়া, ভট্টমুখ-পানে চাইয়া
কাতর অন্তরে প্রভু চলে॥
শ্রীব্যেঙ্কট-ত্রিমল্লেরে আশ্বাসিয়া বারে বারে
দক্ষিণ ভ্রমণে প্রভু গেলা।
এথা কথোদিন পরি, গৃহসুখ পরিহরি'
শ্রীগোপালভট্ট ব্রজে আইলা॥
প্রভু আসি' পুরুষোত্তমে, যবে গেলা বৃন্দাবনে,
তাহাঁ হইতে আসিবার কালে।
পথে রূপ-সনাতনে, শিক্ষা দিয়া দুই জনে,
তবে প্রভু গেলা নীলাচলে॥
রূপ, আর সনাতন, যবে আইলা বৃন্দাবন,
ভট্ট-গোসাঞি মিলিলা সভায়।
প্রভু প্রিয় লোকনাথ, মিলিলা সভার সাথ,
সভে মিলি' গৌরগুণ গায়॥

নীলাচলে গৌরাঙ্গ, বিহরে ভকত সঙ্গ,
শুনিলা, শ্রীভট্ট ব্রজে গেলা।
মহাপ্রভু প্রেমভরে, শ্রীগোপালভট্ট-তরে,
ডোর-বহির্ব্বাস পাঠাইলা॥
সভাসহ সনাতন, ডোর-বহির্বাস-ধন
পাইয়া আনন্দ উথলিল।
কেহ নাচে, কে গায়, কেহ প্রেমে গড়ি' যায়,
চারিদিকে ক্রন্দন উঠিল॥
কথোক্ষণে স্থির হৈয়া, ডোর-বহির্বাস লৈয়া,
সমর্পিলা গোপালভট্টেরে।
ডোর-বহির্বাস-ধন, পাইয়া আনন্দ-মন,
নিয়ম করিয়া সেবা করে॥
গৌরাঙ্গের গুণগানে, দিবানিশি নাহি জানে,
শ্রীরূপ-সভায় সদা স্থিতি।
গোসাঞি শ্রীসনাতন সঙ্গে সুখ অনুক্ষণ,
কে বুঝিবে তাহার পীরিতি॥
গোসাঞির বৈরাগ্য যত, তাহা বা কহিব কত,
যা'র প্রেমাধীন জানাইতে।
শ্রীরাধারমণ-লীলা, আপনে প্রকট হৈলা,
শালগ্রাম-শিলাতে হইতে॥
শ্রীরাধারমণ-বিনে অন্য কিছু নাহি জানে,
শ্রীরাধারমণ প্রাণ যা'র।
সদা গৌরগুণে মত্ত, বাখানে ভকতি তত্ত্ব,
হেন কি বৈরাগ্য হয় আর॥

সদা বাস বৃন্দাবনে. কভু কুণ্ড, গোবৰ্দ্ধনে,
কভু বরষাণ নন্দীশ্বরে।
কভু বা যাবটে গিয়া, পূৰ্ব্ব-বাস নিরখিয়া,
ভাসে মহা-আনন্দসায়রে ॥
শ্রীগোকুল-মহাবনে, কভু রহে সুনির্জ্জনে,
কভু প্রিয় লোকনাথ-পাশ।
এইরূপে ফিরে রঙ্গে, স্নেহ ব্রজবাসি-সঙ্গে,
ভক্তিদানে পরম উল্লাস ॥
গুণ কি বর্ণিব আর, কৃপা কর এইবার,
শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রভু!
নরহরি অকিঞ্চন, ওপদে সঁপিল মন,
এ অধমে না ছাড়িবা কভু ॥"

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"শুদ্ধ শৃঙ্গার-রসকে বিকৃত করিতে না পারে এবং বৈধী ভক্তির প্রতি কেহ অযথা অশ্রদ্ধা না করে, ইহার যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহা করার ভার শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর প্রতি ছিল।" (জৈবধৰ্ম্ম, ৩৯শ অধ্যায়)। "তিনি শ্রীরূপাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থের উদ্ধার ও ভক্তিস্মৃতি প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন" (শ্রীসজ্জনতোষণী ২।৭)।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস—*"শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু বৈষ্ণবস্মৃতি 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' সঙ্কলন করেন। বর্ত্তমান 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়" (শ্রীশ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী পাদ)। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রত্যেক বিলাসের শেষে যে পুষ্পিকা আছে, তাহা দেখিয়া

* 'শ্রীল সনাতন গোস্বামী' প্রবন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এই গ্রন্থ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর লিখিত বলিয়াই প্রমাণিত হয় *। গদাধরের 'কালসার'-নামক স্মৃতি-গ্রন্থের (Bibliotheca Indica Ed, Calcutta) ১১৮, ১৪০, ১৬৫ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের (শ্যামাচরণ কবিরত্ন-সম্পাদিত সংস্করণ, কলিকাতা) ৯০৫, ৭৯৪, ৮৯৫ ও ৮৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা হইতে এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের 'একাদশীতত্ত্ব' প্রভৃতিতে 'হরিভক্তি' নামক এক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসের ৩৯শ সংখ্যায় তপ্তমুদ্রাধারণ-প্রসঙ্গে একটি কারিকায় 'শ্রীব্যেঙ্কটাচার্য্যপাদে'র নাম উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—

বহ্বশ্চ বেঙ্কটাচার্য্যপাদ-প্রভৃতিভির্বুধৈঃ।
শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়োঽপ্যত্র বিখ্যাতা লিখিতাঃ পরাঃ॥

ইহার টীকায় এইরূপ আছে,—"ব্যেঙ্কটাচার্য্যপাদাঃ শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়িনো মুখ্যতমাস্তদাদিভিঃ বুধৈঃ শ্রুতি-স্মৃত্যভিজ্ঞৈঃ।"

P. V. Kaneএর History of Dharmasastra-পুস্তকে (Vol. I, P. 745) নিম্নলিখিত পাঁচজন ব্যেঙ্কটাচার্য্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে,—

ব্যেঙ্কটাচার্য্যঃ—(১) শতক্রতু তাতাচার্য্যের পুত্র, 'আচার্য্য'-গুণাদর্শ'-গ্রন্থকর্ত্তা; (২) 'প্রণবদর্পণ'-গ্রন্থের রচয়িতা; (৩) 'সন্ধ্যা-ভাষ্য'-রচয়িতা; (৪) হারীত-গোত্রীয় রঙ্গনাথের পুত্র। ইনি 'অশৌচদশকের' টীকা, অশৌচশতক বা অঘনির্ণয়, গৃহরত্ন ও উহার টীকা বিবুধকণ্ঠভূষণ, পিতৃমেঘসার ও উহার টীকা—প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতকের পরবর্ত্তী। (৫) শ্রীল গোপাল-ভট্টের পিতৃদেব শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট।

---

* "সংগ্রহ করিল শ্রীভাগবত প্রধান। সর্বপুরাণের বাক্য করিয়া সন্ধান॥ ভগবান্ ভক্তি, ভক্ত যোগ্য সদাচার। এসব তত্ত্বের যাহা দেখাইল পার॥" অনুরাগবল্লী ১৯ পৃঃ "গোপালের নামে গোস্বামী সনাতন। করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন॥" ভঃ রঃ ১ম তরঙ্গ।

উড়িষ্যার মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭ খৃঃ—১৫৪০ খৃঃ) 'স্বরস্বতী-বিলাস'-নামে একটি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। এই গ্রন্থের কয়েকটি পুঁথিও পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে 'স্বরস্বতী-বিলাস'-নামের অনুসরণে 'শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস' বা 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' নামকরণ হয়।

বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী রায়ান গ্রাম নিবাসী দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ মহাশয় "বৈষ্ণবব্রতবিধান" নামক এক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পদ্যানুবাদ করেন। পুঁথির লিপিকাল ১২৩১ (বঙ্গাব্দ ?)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় কানাই দাস-রচিত 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসলেশ'-নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বঙ্গভাষায় সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদের একটি সম্পূর্ণ পুঁথি (১২৩১ নং পুঁথি) আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগীরথপুরে ইহার একটি পদ্যানুবাদ গ্রন্থ আছে।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্রীকৃষ্ণবল্লভাটীকার রচয়িতা কে ?—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা শ্রীভক্তিরত্নাকরে (১।২২৮) ও 'অনুরাগবল্লী'-নামক একটি অর্ব্বাচীন পুস্তকে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের এক টিপ্পনীর কথা উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের 'কৃষ্ণবল্লভা'-নামে যে টীকা শ্রীগোপালভট্টের রচিত বলিয়া পাওয়া যায়, তাহা কি ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর রচিত ? এই টীকায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কোন নমস্কার নাই। ইহার প্রথম শ্লোকটীতে শ্রীকৃষ্ণবন্দনা এবং দ্বিতীয় শ্লোকটীতে গ্রন্থকারের এইরূপ পরিচয় আছে,—

কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈতাং টীকাং **শ্রীকৃষ্ণবল্লভাম্।**
গোপালভট্টঃ কুরুতে **দ্রাবিড়াবনিনির্জরঃ** ॥ *

ইহা হইতে শ্রীকৃষ্ণবল্লভার টীকাকার দ্রাবিড়দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, জানা যায়। ঐ টীকার উপসংহারে টীকাকার এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,—

* নির্জর—দেবতা। দ্রাবিড়াবনিনির্জর—দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণ।

শ্রীমদ্দ্রাবিড়নীবৃদম্বুধিবিধুঃ শ্রীমান্ন্‌সিংহোঽভবদ্-
ভট্টঃ শ্রীহারবংশ উত্তমগুণগ্রামৈকভূস্তৎস্তুতঃ।
তৎপুত্রস্য কৃতিস্ত্বিয়ং বিতনুতাং গোপালনাম্নো মুদং
গোপীনাথপদারবিন্দমকরন্দানন্দিচেতোঽলিনঃ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্রীকৃষ্ণবল্লভা-টীকাকার শ্রীগোপালভট্ট দ্রাবিড়বাসী শ্রীহরিবংশ-ভট্টের পুত্র ও শ্রীনৃসিংহ ভট্টের পৌত্র। উক্ত টীকার পুষ্পিকায়ও এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

"ইতি শ্রীদ্রাবিড়হরিবংশভট্টৈকচরণশরণ-গোপাল-ভট্টবিরচিতা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতটীকা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সমাপ্তা।"*

এইরূপ কোন পুষ্পিকা শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু-কৃত শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণবল্লভা-টীকায় শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীধরস্বামিপাদকৃত শ্রীভাবার্থদীপিকা-টীকা, শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুকৃত শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীপদ্যাবলী এবং শ্রীল রামানন্দ রায় প্রভুর জগন্নাথবল্লভ-নাটক প্রভৃতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইতে নামোল্লেখপূর্ব্বক প্রমাণ-বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত টীকায় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের দাক্ষিণাত্য-পাঠ বর্জ্জন করিয়া বঙ্গীয়-পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

'অনুরাগবল্লী'র গ্রন্থকার শ্রীমনোহর দাস শ্রীহরিবংশ-ভট্টের পুত্র শ্রীগোপাল-ভট্টকৃত 'কৃষ্ণবল্লভা'র মঙ্গলাচরণের শ্লোক শ্রীব্যেঙ্কটাত্মজ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর রচিত শ্লোক বলিয়া ধারণা করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা ঠিক কিনা,

* এই সূত্র ধরিয়াই সম্ভবতঃ শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে (শ্রীষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গৌড়ীয়-গোস্বামী) শ্রীরাধাবল্লভী গোস্বামিগণ শ্রীহরিবংশের শিষ্য বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে—শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীনৃসিংহ ভট্টের পৌত্র বা শ্রীহরি-বংশভট্টের পুত্র—শ্রীগোপাল ভট্ট এক ব্যক্তি নহেন। শ্রীহিতহরিবংশ ও শ্রীহরিবংশ ভট্টও এক ব্যক্তি নহেন। প্রকৃত তথ্য জানিলে আশা হয় বৃথা কলহ আর থাকিবে না।

বিচার্য্য বিষয়। কারণ, শ্রীগোপাল ভট্ট যে শ্রীহরিবংশ ভট্টের পুত্র নহেন, একথা অতি সত্য। ষড়্গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট হইলেন ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র কোন টীকা রচনা করিয়া থাকিলে তদনুগত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীকর্ণামৃতের 'সারঙ্গ-রঙ্গদা' টীকায় উহার নামোল্লেখ করিতেন বলিয়াই মনে হয়। যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, 'কৃষ্ণবল্লভা' টীকার নাম বা ঐ টীকাধৃত কোন শ্লোকাদি শ্রীভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত হয় নাই। ইহা হইতে মনে হয়, 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভা'-টীকাকার শ্রীগোপালভট্ট নিশ্চয়ই ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু নহেন। **অধ্যাপক অফ্রেতের তালিকায় (Vol—I, p. 161) কয়েকজন শ্রীগোপালভট্টের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।**

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণঘেরার স্বধামগত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের গ্রন্থাগারে শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতির 'শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী'-নামসংযুক্ত পুষ্পিকার সহিত 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভা'-নাম্নী টীকার একটি হস্তলিখিত পুঁথি আছে। উহার আদ্যশ্লোক এইরূপ,—

"কন্দর্পকন্দকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোঽস্তু তে।
গোপীজনবল্লভায় স্বানুরক্তাত্মহারিণে॥
শ্রীমদ্গোপালতাপনী-শ্রুতেষ্টীকাং শুভাবহাম্।
কুর্ব্বে **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণবল্লভাম্**॥

উপান্ত-শ্লোক ও পুষ্পিকা এইরূপ,—

"গান্ধর্ব্বীবরগান্ধর্ব্বা-গন্ধবন্ধুর-শর্ম্মণে।
বৃন্দাবনাবনীবৃন্দনন্দিনে নন্দিতাত্মনে॥

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-**শ্রীশ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী**-প্রকাশিতায়াং শ্রীশ্রীগোপালতাপনীয়োপনিষট্টীকায়াং **শ্রীকৃষ্ণবল্লভা**খ্যায়ামুত্তরভাগটীকা সমাপ্তা।"

পূর্ব্বোক্ত হরিবংশ-ভট্টের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণবল্লভা-টীকাকার শ্রীগোপালভট্টের রচিত আরও কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী'র 'রসিক-রঞ্জনী' টীকা ও আর একটি 'সময়কৌমুদী' বা 'কালকৌমুদী'-নামক এক স্মৃতিগ্রন্থ। রুদ্রের 'শৃঙ্গারতিলকে'র কাব্যমালা-সংস্করণে (৩য় গুচ্ছক, ১১ পৃষ্ঠার পাদটীকা) শৃঙ্গারতিলকের শ্রীগোপালভট্টকৃত 'রসতরঙ্গিণী' নাম্নী অসম্পূর্ণ টীকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে; ঐ টীকার কোন পুঁথি পাওয় যায় নাই।

উক্ত 'রসিক-রঞ্জনী' টীকা ও 'সময়কৌমুদী'র আদিম ও অন্তিম শ্লোকে এবং পুষ্পিকায় 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভা' টীকার অনুরূপই গ্রন্থকারের পরিচয় আছে। যথা—

"শ্রীমদ্‌গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ক্ষ্মাসুপর্ব্বণা।
ক্রিয়তে রসমঞ্জর্য্যাষ্টীকা রসিক-রঞ্জনী॥

ইতি হরিবংশভট্টৈকচরণশরণ-শ্রীগোপালভট্টকৃতা রসমঞ্জরী-টীকা 'রসিকরঞ্জনী' সমাপ্তা।

শ্রীমদ্‌গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ক্ষ্মাসুপর্ব্বণা।
ক্রিয়তে বিদুষাং প্রীত্যৈ রম্যা সময়কৌমুদী॥

ইতি শ্রীহরিবংশ-ভট্টচরণশরণ-শ্রীগোপালভট্টকৃতা কালকৌমুদী সমাপ্তা।"

কালকৌমুদী-স্মৃতিগ্রন্থ সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে লিখিত। ইহাতে নিত্য-নৈমিত্তিক সদাচার, দীক্ষা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত এবং শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার জন্য শুভকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যদি ইহা ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর লিখিত হইত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের কৃষ্ণবল্লভাটীকা, রসমঞ্জরীর রসিকমঞ্জরী টীকা ও কালকৌমুদীর লেখক ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতমই হইতেন, তাহা হইলে, অবশ্যই মনে হয়, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহাদের কোন-না-কোন একটীর নাম উল্লেখ করিতেন।

পুণা ভাণ্ডারকার প্রাচ্যবিদ্যামন্দিরে রক্ষিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের আর একটী টীকার

পুঁথি * পাওয়া গিয়াছে। ঐ টীকার নাম '**শ্রবণাহ্লাদিনী**'। ইহার একটি প্রারম্ভিক-শ্লোকে টীকাকারের গুরুর নাম 'নারায়ণ' ও একটি উপান্ত শ্লোকে পিতার নাম 'ভদ্দনৃফণা' (?) বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে ইনি 'শ্রীরাধা-রমণাঙ্ঘ্রি-সক্ত-মনসা গোপালভট্টেন' এইরূপ বাক্য উল্লেখ করায় শ্রীরাধারমণের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামী বলিয়া আপাত বিচার হয়।

পুঁথির একটি উপান্ত-শ্লোকে ইনি সুহৃৎ শ্রীবনমালিদাস ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের প্রীতির জন্য টীকা লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ইনি শ্রীকর্ণামৃতের বঙ্গীয় পাঠ † অনুসরণ করিয়া টীকা লিখিয়াছেন এবং ইহাতে শ্রীগীতগোবিন্দ ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে নামোল্লেখপূর্ব্বক প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এই টীকা যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের প্রচারের পর লেখা হইয়াছে, এ বিষয়ে কোনও প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই।

দুই গোপালভট্ট—প্রথম গোপালভট্ট হইলেন,—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের **শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা**টীকার রচয়িতা দ্রাবিড় নিবাসী শ্রীনৃসিংহভট্টের পৌত্র ও শ্রীহরিবংশভট্টের পুত্র—**শ্রীগোপালভট্ট**। দ্বিতীয় **গোপালভট্ট** হইলেন,—শ্রীরঙ্গম্ (বেলগুঁড়ি) নিবাসী শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের পুত্র। দ্বিতীয় শ্রীগোপালভট্ট গৌড়ীয় ষড়্গোস্বামীর অন্যতম।

দুই হরিবংশ—প্রথম **শ্রীহরিবংশভট্ট** হইলেন—কৃষ্ণবল্লভা টীকার রচয়িতা দ্রাবিড় নিবাসী শ্রীগোপালভট্টের পিতৃদেব। দ্বিতীয় শ্রীহরিবংশ (মিশ্র) হইলেন,—**শ্রীহিতহরিবংশ**—গৌড়ব্রাহ্মণ। শ্রীরাধাবল্লভীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

---

* S. R. Bhandarkar's Catalogue of the Collections of Mss, deposite in the Deccan College (Bombay, 1888), P. 135., Ms. No. 178 of 1879-80.

† "কর্ণামৃত সমবস্তু নাহি ত্রিভুবনে। যাহা হইতে শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি। সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণভারতের তীর্থ পরিদর্শন করিতে গিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' ও 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থদ্বয় পাইয়া অতীব আনন্দ সহকারে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। —চৈঃ চঃ মঃ ৯।

১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসের শুক্লা একাদশীতে সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম—শ্রীব্যাসমিশ্র, মাতার নাম--শ্রীতারা দেবী। শ্রীব্যাসমিশ্র মথুরার নিকট বাদগ্রামে দিল্লীর বাদশাহের কর্ম্মচারী ছিলেন। শ্রীহরিবংশ ১১ বৎসর বয়সে চটথাবল গ্রামে দ্বিজ অনন্তরামের দুই কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণদাসী ও শ্রীমতী মনোহরা দাসীকে বিবাহ করেন। প্রেমবিলাস (১৮) বর্ণনানুসারে ইনিই শ্রীগোপালভট্টের শিষ্য বলিয়া পাওয়া যায়। ১৫৬৫ সম্বতের কার্ত্তিক মাসে পুরাণা সহরে শ্রীরাধাবল্লভজী নামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। নরবাহন, নবল, ছবিলে, গাহ, নাহর, সুবিটন প্রভৃতি ইঁহার শিষ্য। ইনি গোবিন্দঘাটে 'রাসমণ্ডল' নামক একটি বেদী এবং নিকুঞ্জবনে একটি উদ্যান করেন। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে শ্রীহিতহরিবংশস্বামীর তিরোভাব হয়। ইঁহার রচিত **'চৌরাশিজি', 'মহাবাণী'** প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। প্রেমবিলাস, ভক্তমাল গ্রন্থে ইঁহাদের পরিচয় আছে। শ্রীরাধার নামাঙ্কিত পাষাণফলক ইঁহারা পূজা করেন। ইঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল নায়ক। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৫শ অধ্যায়ে বর্ণিত ভাণ্ডিরবনে শ্রীমতী রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণন লইয়া ইঁহারা শ্রীরাধাকে স্বকীয়া নায়িকা বলিয়া বর্ণন করেন। ইহাদের মতে শ্রীরাধারাণীর মহিমাই অধিক। এইরূপ ব্যেঙ্কটাচার্য্য নামেও ৫ পাঁচজনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই প্রবন্ধের স্থানান্তরে (৬৩ পৃষ্ঠায়) তাহা দেখান হইয়াছে।

ষট্সন্দর্ভের কারিকা—শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু কেবল যে বৈষ্ণব-স্মৃতি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা নহে; শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মুখোদ্গীর্ণ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিচারসমূহ শ্রবণ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন-শাস্ত্রের একটী 'কড়চা' বা কারিকা-গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'ষট্‌সন্দর্ভ' বা 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ' রচনা করিয়াছেন। ইহা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তাঁহার ষট্ সন্দর্ভের প্রত্যেক সন্দর্ভের উপক্রমে জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীল-রূপ-সনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥"

'তত্ত্বসন্দর্ভ' নামক প্রথম সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণের চতুর্থ শ্লোকে শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর নামের সহিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণের নামও উক্ত হইয়াছে ; যথা—

"কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজ-বংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্ গ্রন্থং লিখিতাদ্-বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ॥"

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় লিখিয়াছেন,—"তয়োঃ—রূপ-সনাতনয়োর্বন্ধুঃ—**গোপালভট্ট** ইত্যর্থঃ ; বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ—শ্রীমধ্বাদিভিলিখিতাদ্ গ্রন্থাৎ।"

বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণ শ্রীভগবত্তত্ত্ববিষয়ক যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেইসকল গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া শ্রীশ্রীল রূপ-সনাতন প্রভুর বান্ধব দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণবংশজ শ্রীল গোপালভট্টপাদ যে কড়চা-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কোনস্থলে ক্রমানুসারে, কোথাও বিপরীতক্রমে, কোথাও বা খণ্ডিতভাবে শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্ত সমূহ সংগৃহীত ছিল। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু সেইসকল পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমনিবন্ধনপূর্ব্বক 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ' রচনা করেন। অতএব শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুই 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভে'র সংক্ষেপ-রচয়িতা বা ষট্‌সন্দর্ভের আকররূপে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর 'কড়চা' বা কারিকাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সৎক্রিয়াসারদীপিকা—শ্রীমদ্ গোপালভট্ট শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তিপরায়ণগণের আজ্ঞাক্রমে একান্ত গোবিন্দোপাসক গৃহস্থ, ব্রাহ্মণাদি ও অন্যান্য বর্ণসঙ্করকুলে আবির্ভূত ভক্তগণের সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ধর্ম্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের জন্য সৎক্রিয়া-

সারদীপিকা' নাম্নী বৈদিক-বিবাহাদি-সংস্কারপদ্ধতি সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' প্রায়শঃ ধনী বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের কর্ত্তব্যাদি লিখিত হইলেও তাহাতে বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারের কথা নাই। শ্রীঅনিরুদ্ধভট্ট, শ্রীভীমভট্ট ও শ্রীগোবিন্দভট্ট কর্ম্মিগণের জন্য বৈদিকী-পদ্ধতি সমূহ রচনা করিয়াছেন। শ্রীনারায়ণভট্ট মহাকর্ম্মশালিগণের জন্য ও শ্রীভবদেবভট্ট সামবেদীয় কর্ম্মিগণের জন্য বৈদিকী পদ্ধতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ও অন্ত্যজ-বর্ণে আবির্ভূত শ্রীগোবিন্দ-ভক্তগণের জন্য বেদ, পুরাণ ও মন্বাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সপ্রমাণ বাক্যসমূহের দ্বারা সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বিচারপূর্ব্বক পিতৃদেবার্চ্চন বর্জ্জন করিয়া এই পদ্ধতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ; অর্থাৎ ইহাতে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি বা বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতাদির অর্চ্চনাদির বিধি নাই। যাঁহারা অনন্যশরণ একান্ত গোবিন্দোপাসক, সেইসকল বর্ণাশ্রমীর ও অন্ত্যজাদি কুলে অবির্ভূত গৃহস্থ-ভক্তগণের পিতৃশ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম বা অন্য দেবতার অর্চ্চন শাস্ত্রে কোথাও বিহিত হয় নাই ; বরং যদি তাঁহারা ঐ সকল অনুষ্ঠান করেন, তবে তাঁহাদের সেবাপরাধ ও নামাপরাধ ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সেবার দ্বারাই পিতৃদেবগণের আনুষঙ্গিকভাবে পূজা হইয়া থাকে *। শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনেই পূজার সর্ব্ব-সম্পূর্ণতা লাভ হয়। এই গ্রন্থে সাধারণ গৃহস্থের কর্ত্তব্য, সন্ন্যাসের অর্থ, বিবাহের পূর্ব্বকৃত্যসমূহ, স্মার্ত্ত-নান্দীমুখশ্রাদ্ধ-নিষেধ, মহাব্যাহৃতি হোম, বিবাহ, উত্তরবিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, মূর্দ্ধাভিঘ্রাণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, হোম, ব্রহ্মচারিকৃত্য, সমাবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোক এইরূপ,—

"বক্তি গৃহিদ্বিজাদীনামনন্যানাং বিশেষতঃ।
পদ্ধতিং তাং বিবাহাদেঃ **সৎক্রিয়াসারদীপিকাম্**॥

* শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৯ম বিলাসে শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদান্নের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবার্চ্চনবিধি দৃষ্ট হয়। স্বতন্ত্রপূজা সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীমদ্গোপালভট্টোঽয়ং সাধূনামাজ্ঞয়া ভৃশম্।
ভগবদ্ধর্ম্মরক্ষার্থং ভক্তানাং বৈদিকী তু যা॥"

ইহার টীকায় স্বয়ং গ্রন্থকারের উক্তি এইরূপ,—"নম্বপরগ্রন্থকারবদ্ গ্রন্থকর্ত্তৃত্বেনাস্মদ্বিধস্য স্বনাম নিবদ্ধুমনুচিতম্, 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে' ইতি দোষশ্রবণভয়াৎ, তথাপি স্বযূথ্যানাং সাধূনামাজ্ঞয়া স্বনাম নিবদ্ধম্,—শ্রীমদ্গোপালভট্টনামায়ং কোঽপি জীবঃ। শ্রীমদ্গোপালভট্টত্বেন জ্ঞাপিতং (যদয়ং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণারবিন্দ-মকরন্দ-সতত-পায়িত্বেন সদৈব সাধুনিদেশবর্ত্তীতি।"

"অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তি 'আমি—কর্ত্তা' এইরূপ মনে করে"—শ্রীগীতোক্ত এই বাক্য হইতে শ্রুত অপরাধের ভয়ে সাধারণ গ্রন্থকারের ন্যায় গ্রন্থকাররূপে আমাদিগের নিজনাম উল্লেখ করা অনুচিত। তথাপি নিজসম্প্রদায়ী সাধুদিগের আজ্ঞাক্রমে নিজনাম প্রদত্ত হইল। এই ব্যক্তি 'শ্রীমান্ গোপালভট্ট'-নামক কোন এক জীব। ইনি সতত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাদপদ্মের সুধাপানকারী বলিয়া সর্ব্বদাই সাধুদিগের আজ্ঞার বশবর্ত্তী,—এই ভাব শ্রীমদ্গোপালভট্টপাদের দ্বারা সূচিত হইতেছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় Notices of Sanskrit Mss. পুস্তক (2nd. Series, Vol. I., P. 397, No. 395; Vol. II., P. 209-10. No. 235) 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা'র দুইটি পুঁথির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। 'সংস্কার-দীপিকা' 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকার'ই অঙ্গীভূত। শাস্ত্রিমহাশয়ের অসম্পূর্ণ Notices-এর মধ্যে তাহা উক্ত হয় নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবৃন্দাবন হইতে 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকা'র প্রাচীন পুঁথির অনুলিপি স্বহস্তে করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সেই শ্রীহস্ত-লিখিত পুঁথি এখনও দর্শন পাওয়া যায়। তিনি ঐ পুঁথি হইতেই 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকায় ১৫শ-১৭শ খণ্ডে (ইং ১৯০৩-১৯০৯) ঐ গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত করান।

'শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকা'-ধৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের একটি তালিকা নিম্নে বর্ণানুক্রমে প্রদত্ত হইল,—

অঙ্গিরা, অথর্ব্ববেদ, অথর্ব্ববেদোক্ত-শ্রীনারায়ণোপনিষৎ, অনিরুদ্ধভট্ট, অর্চ্চনপদ্ধতি, উত্তরগীতা (মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে), ঋক্‌সামাথর্ব্বযজুর্ব্বেদ, ঋগ্বেদ, ঋগ্বেদীয় কৃষ্ণোপনিষৎ, কপিল-পঞ্চরাত্র, কৃষ্ণোপনিষৎ (ঋগ্বেদীয়), গায়ত্রী বা সাবিত্রী (ঋক্‌সামাথর্ব্ববেদ, তৈত্তিরীয়-সংহিতা ও তৈত্তিরীয়ারণ্যকে), গীতা, গৃহ্যবচন, গোবিন্দানন্দভট্ট, ছন্দোগাঃ, তৈত্তিরীয়-সংহিতা, তৈত্তিরীয়ারণ্যক, তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, দেবীপুরাণ, দ্রাবিড়ীয়াঃ, নারদীয়-পুরাণ, নারসিংহ, নারায়ণভট্ট, নারায়ণোপনিষৎ (অথর্ববেদীয়), পাণ্ডবগীতা, পাদ্ম, পুরাণান্তর, বশিষ্ঠ-সংহিতা, বিষ্ণু, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, বিষ্ণুযামলসংহিতা বিষ্ণুরহস্য, বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ, বৃহন্নারদীয়, বেদান্ত, বৈষ্ণবী-গায়ত্রী, ব্যাসদেব, ব্রহ্মগায়ত্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভবদেবভট্ট ভাগবত, ভারত, ভীমভট্ট, মনু মন্বাদ্যষ্টাদশধর্ম্মশাস্ত্র, মহাভারত (সনৎসুজাতোক্তি, হরিবংশ ইত্যাদি), রামায়ণ, রুদ্রযামল, শতপথ ব্রাহ্মণ, শৌনক, শ্রুতি, ষড়্‌-দর্শন, সম্মোহন-তন্ত্র, সামযজুর্ব্বেদাদ্যুক্ত-শ্রীপুরুষ-সূক্তমন্ত্র', সামবেদ, স্কন্দপুরাণ, স্কান্দ (রেবাখণ্ড, শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ, সেতুখণ্ড ইত্যাদি), হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, হরিবংশ হারীত, হিরণ্যগর্ভসূক্ত (ঋগ্বেদ)।

সংস্কারদীপিকা—সাম্প্রদায়িক ও তান্ত্রিক বৈষ্ণব, গৃহী ও সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা, দশনামী ব্রহ্মসন্ন্যাসী (শ্রী-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী—তোতাদ্রী, শ্রীমধ্ব-বৈষ্ণবসন্ন্যাসী—উড়ুপী), পরমহংস অবধূতের মহিমা, বৈষ্ণবী দীক্ষায় বিপ্রত্বলাভ, স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, একান্ত শরণাগত শূদ্রাদিকুলোৎপন্ন ব্যক্তিরও বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-ব্যবস্থা, সন্ন্যাসের সংস্কার, ক্ষৌরসংস্কার, তীর্থস্নান, হরিমন্দির-তিলক, নাম-মুদ্রাধারণ, কৌপীন-শুদ্ধি, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, নাম-করণ, বিষ্ণুমন্ত্র-ধারণ, অচ্যুতগোত্র-স্বীকার, শালগ্রাম-অর্চ্চন ও সমাধিমন্ত্র অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের স্বধাম-গমনে কৃত্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থের শেষে এইরূপ উপান্তশ্লোক দৃষ্ট হয়—

সংস্কারদীপিকা নাম্নী সন্ন্যাসার্থং সতাং মতা।
নির্ম্মিতা গৌরদাসানামেকান্তধর্ম্মসিদ্ধয়ে॥

পুষ্পিকা এইরূপ—"ইতি শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামিকৃতা সৎক্রিয়াসারদীপিকান্তর্গতা সংস্কারদীপিকা সমাপ্তা।"

মুদ্রিত 'সংস্কারদীপিকা'য় নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও পাত্রের নাম বা প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,—

ঋক্‌পরিশিষ্ট, গীতা, পাদ্মোত্তরখণ্ড, ভাগবত, যাজ্ঞবল্ক্যাদি-কৃত-পদ্ধতি, বৈরাগ্যখণ্ড, স্মৃতি, অদ্বৈত, উদয়নাচার্য্য, কৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু, কৈশ্চিৎ, গদাধর, চুল্লীভট্ট, দামোদর, নিত্যানন্দ, প্রাচীনৈঃ, মধ্বাচার্য্য, মাধবী বৈষ্ণবী, রঘুনাথ-দাস গোস্বামী, রামানুজাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীবাস, হরিদাস, হরিভক্তিবিলাসকৃৎ।

শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্রীসঙ্কেতে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর ভজনকুটীরের সন্নিহিত প্রদেশের এক অতিবৃদ্ধ ব্রজবাসীর (বর্ত্তমানে স্বধামগত) নিকট হইতে 'সংস্কারদীপিকা'র বঙ্গাক্ষরে লিখিত, স্থানে স্থানে জীর্ণ একখানা পুথি উদ্ধার হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহাও পাওয়া কঠিন।

শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকার ১৭শ বর্ষে (বঙ্গাব্দ ১৩১৫, খৃষ্টাব্দ ১৯০৮-৯) 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা'র পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত 'সংস্কারদীপিকা'য় কোন মঙ্গলাচরণ বা নমস্ক্রিয়া নাই। কিন্তু এই পুঁথিতে নিম্নলিখিতরূপ মঙ্গলাচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রিত পুস্তকের শ্লোক ব্যতীতও ইহাতে মধ্যে মধ্যে বহু নূতন মূল-শ্লোক ও প্রমাণ আছে।

মঙ্গলাচরণ :

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে স্বাভিলাষপ্রদায়কম্।
নিত্যানন্দাখ্য-রামঞ্চ নৌমি তৎপার্শ্ববর্ত্তিনম্॥
যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভো [ঃ] * * * ।
যন্মতালম্বিনা [বেত্তৌ] দ্বৌ শ্রীরূপ-সনাতনৌ॥

শ্রীজীব-রঘুনাথৌ শ্রীভট্টাখ্য-রঘুনাথকঃ।
তেষামাদেশতঃ শ্রীমদ্‌গোপাল-ভট্টনামিন [।]।
গোস্বামিনা কৃতা যত্নাৎ সৎক্রিয়াসারদীপিকা॥
শ্রীমদ্রামানুজাদীনাং মতমালোচ্য সর্ব্বশঃ।
শ্রীমন্মাধ্ব-সম্প্রদায়-শিষ্টার্থমনুকম্পয়া॥

তদন্তঃ-পাতিতা যেয়ং নাম্না সংস্কার-দীপিকা।
তন্যতে গোপীভৃত্যেন সাধূনামর্থবাঞ্ছয়া॥
তস্যাং যদুচ্যতে কৃত্যং কুর্য্যাস্তৎ সাম্প্রদায়িকম্।
উত্তরাত্যো দাক্ষিণাত্যো দ্বিভেদঃ সাম্প্রদায়িকঃ॥
মাধ্ব-রামানুজাদ্যাঃ স্যুরুত্তরাত্যা হি পূর্ব্বতঃ।
শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীরামানন্দাদ্যা দক্ষিণোদ্ভবাঃ॥
ক্রমানুসারি তৎসর্ব্বং বিবিচ্য লিখ্যতে ময়া।

* * *

এবমাদীনি ভূরীণি নিষিদ্ধবচনানি বৈ।
শ্রূয়ন্তে সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ, সমাধানং ভবেৎ কথম্॥

* * *

অতোঽত্র সর্ব্ববর্ণানামুপচারাৎ প্রকল্প্যতে॥
উপচারাত্মকং বাক্যং বিবিচ্য চ প্রতন্যতে।
সমঞ্জসপরং যদ্‌যৎ তদপ্যত্র বিলিখ্যতে॥

গ্রন্থমধ্যে "শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মদেবর্ষিবাদরায়ণসংজ্ঞকান্‌...শ্রীলাদ্বৈতং গদাধরং শ্রীবাসং ভক্তবর্য্যকম্।"—এইরূপ শ্রীগুরুপরম্পরার উল্লেখকালে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পুঁথিতে অধিক দৃষ্ট হয়; এই শ্লোকটি মুদ্রিত গ্রন্থে নাই।

শ্রীসনাতন-রূপৌ শ্রীভট্টরঘুনাথকম্।
ভট্টগোপালসংজ্ঞং শ্রীজীবাখ্যং রঘুনাথকম্॥

উক্ত শ্লোকটি গ্রন্থকারের অথবা লিপিকরের, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিজ্ঞগণ নিজে বিবেচনা করিতে প্রার্থনা।

পুঁথির শেষে এইরূপ উপসংহার ও পুষ্পিকা আছে,—

"সংস্কারদীপিকা নাম্নী সন্ন্যাসার্থং সতাং মতা।
নির্ণীতা গোপীভৃতেন সদানন্দপ্রমোদনী॥"

ইতি সৎক্রিয়াসারদীপিকান্তর্গতা সংস্কার-দীপিকা সমাপ্তা॥

এই পুষ্পিকার পরে পুঁথিতে চারি-সম্প্রদায়ের ধাম-ক্ষেত্র প্রভৃতির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকে ইহা নাই ; যথা,—

* * *

"ক্ষম্যতাং মম দৌরাত্ম্যং সাধবো দীনবৎসলাঃ॥

* * *

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যং গুরুং নত্বা যথামতি।
তৎসাম্প্রদায়িকং ধামক্ষেত্রাদিশ্চ নিরূপ্যতে॥

* * *

† নিমানুজং (?) গুরুং বন্দে যৎপাদস্মরণাদহম্।
তৎসাম্প্রদায়িকং ধামক্ষেত্রাদিঞ্চ বদামি তে॥

* * *

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদং তং প্রণম্য ভক্তিভাবতঃ।
তৎসাম্প্রদায়িকং ধামক্ষেত্রাদ্যং হি নিরূপ্যতে॥

* * *

মধ্বাচার্য্যং গুরুং নৌমি যৎপাদাশ্রয়ণাদহম্।
তৎসাম্প্রদায়িকং ধামক্ষেত্রাদীন্ কথয়ামি তে॥

* * *

† লিপিকর সম্ভবতঃ নিম্বাদিত্যকে "নিমানুজ" করিয়াছেন।

ইত্যেবং শ্রীল-মধ্বস্য সংপ্রদার্হং পরং মহৎ।
ধামক্ষেত্রাদিকং সর্ব্বং সারতঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥
ইতি গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।"

সঙ্কেতের উক্ত পুঁথির বর্ণনানুসারে জানা যায়, সৎক্রিয়া-সারদীপিকা শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দের অভীষ্টানুসারে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুরই রচিত। কিন্তু সংস্কার-দীপিকার আদিম ও অন্তিম শ্লোকে 'গোপীভৃত' বা 'গোপীভৃত্য'-ভণিতা দৃষ্ট হয়।

ভণিতায় লিখিত 'গোপীভৃত' বা 'গোপীভৃত্য' শব্দদ্বয় কি নাম, অথবা বিশেষণ, অথবা প্রচ্ছন্ন নাম ?

সংস্কারদীপিকা সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীনবদ্বীপধাম (বঙ্গদেশ), পোড়াঘাট শ্রীহরিবোল কুঠির নিবাসী বহু শ্রীগৌড়ীয়-গোস্বামি-গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীল শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী (প্রঃ শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী এম, এ,—বেদান্তশাখায়) মহোদয় তাঁহার 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিতরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

"এই গ্রন্থখানি (সংস্কারদীপিকা) ত' উপাদেয়ই বটে, কিন্তু জয়পুরে ও শ্রীবৃন্দাবনের চারিপাঁচখানি পুঁথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে আচার্য্য প্রকরণের তৃতীয়পক্ষে "পঞ্চতত্ত্বাত্মকান্ 'ষড়্‌গোস্বামিসংহিতান্' পাদ্যাদিভিঃ পঞ্চোপচারৈঃ বিধিবৎ সংপূজ্য" ইত্যাদি এবং "শ্রীল সনাতনরূপৌ শ্রীভট্টরঘুনাথং। ভট্টগোপাল-সংজ্ঞং শ্রীজীবাখ্যং রঘুনাথকং" ইত্যাদিতে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর স্বকৃত গ্রন্থে স্বনাম-পূজানির্দ্দেশ দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, এই গ্রন্থ ষড়্‌গোস্বামির অন্যতম শ্রীগোপালভট্টপাদ বিরচিত নহে। শ্রীরাধারমণ সেবাধিকারী শ্রীল বনমালীলাল গোস্বামিপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, এই গ্রন্থ শ্রীহরিবংশের (ভট্ট) শিষ্য কোনও গোপালভট্ট কৃত। এ বিষয়ে আবার হরিমন্দির-তিলক বিধিতেও একখানা

পুঁথিতে 'রাধাবল্লভীয়মেতৎ সূরিভিঃ পরিকীর্ত্তিতং' এই শ্লোকার্দ্ধ দেখিয়া সন্দেহটা দৃঢ়তরই হইল। এ শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিলেও পূজাপ্রকরণে স্বনামের নির্দ্দেশ কিন্তু শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায় বিরুদ্ধ। অতএব গ্রন্থকার শ্রীহরিবংশশিষ্য শ্রীগোপালভট্ট নামক অন্য কোন ব্যক্তি বলিয়াই আমার ধারণা – কিন্তু তাহাতেও আমাদের (শ্রীগৌড়ীয়দের) কোনও হানি (ক্ষতি) নাই, কেন না—**এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়গত বৃত্তান্তই উট্টঙ্কিত হইয়াছে।"**

উপসংহারে আমরা শ্রীশ্রীরাধারমণৈকজীবন শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের বান্ধববর শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মরেণুগণের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমরা যেন ভারবাহিগণের বিচারে বিমোহিত না হইয়া সারগ্রাহী বৈষ্ণববৃন্দের সেবোন্মুখ বিচার বরণ করিতে পারি। শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আঃ ১০।১০৫) বলিয়াছেন,—

"শ্রীগোপালভট্ট—একশাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ-সনাতন-সঙ্গে – যাঁর প্রেম-আলাপন।"

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু শ্রীরূপের গণ; ইহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীমথুরায় শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের ভবনে সপরিকরে শ্রীরূপের শ্রীগোপাল-দর্শন-প্রসঙ্গে বর্ণন করিয়াছেন। তথায় শ্রীরূপের নিজগণের যে নামের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর নামই সর্ব্বপ্রথম (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৮।৪৯)। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীমুখে শ্রীগৌর-সুন্দরের শিক্ষাসমূহ শ্রবণ করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের দর্শন ও স্মৃতির রত্নমঞ্জুষা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ভট্টগোস্বামিপ্রভুর শ্রীপাদাব্জভৃঙ্গ শ্রীল শ্রীনিবাসা-চার্য্যপ্রভু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর শিক্ষাশিষ্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মিত্ররূপে নিজ শ্রীরূপানুগবরত্বই আচার ও প্রচারে প্রকাশ করিয়াছেন।

——*——

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

(১)

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবগণ গণ। প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ॥ **নীলাচলবাসী** যত মহাপ্রভুর গণ। ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সভার চরণ॥ **নবদ্বীপ-বাসী** যত মহাপ্রভুর ভক্ত। সভার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত॥ মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি। সভার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি॥ যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ। উর্দ্ধবাহু করি' বন্দোঁ সবার চরণ॥ **হঞাছেন, হইবেন প্রভুর যত দাস। সভার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস**॥ ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে। এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥ মহাপ্রভুর গণ সব পতিত পাবন। তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ॥ বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি। তমো বুদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥ তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস। দোষ ক্ষমি' মো-অধমে কর নিজ দাস॥ সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, যমবন্ধ ছুটে। জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমধন লুটে॥ মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়। **দেবকীনন্দন দাস** এই লোভে কয়॥

(২)

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর, ধন গোরাচাঁদ। জগত বাঁধিল গোরা পাতি' প্রেমফাঁদ॥ মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে। নিবেদন করোঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে। যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে॥ বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি। মুঞি কোন্ জন হঙ শিশু অল্পমতি॥ জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা। তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব-বন্দনা॥ যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে। ক্রমভঙ্গ না লইবে মোর অপরাধে॥ বন্দোঁ শচী ধন্য জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দর। যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ, বিশ্বম্ভর॥ বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য। চৈতন্য-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য॥ বন্দিব সে **মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**।

পতিত-পাবন-অবতার ধন্য ধন্য ॥ বন্দো লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া। **গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞি** বন্দনা করিয়া ॥ বন্দোঁ পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত। যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত ॥ দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ **শ্রীনিত্যানন্দ**। যাঁহা হৈতে নাটে গীতে সভার আনন্দ ॥ বসুধা জাহ্নবা বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী। যার পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি ॥ শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি বন্দিব সাবধানে। সকল ভুবন বশ যাঁ'র আচরণে ॥ ধন্য অবতার গোরা ন্যাসি-শিরোমণি ॥ এমন সুন্দর নাম কোথাও না শুনি ॥ **সাবধানে বন্দো আগে মাধবেন্দ্রপুরী। বিষ্ণুভক্তি পথের প্রথম অবতরি ॥ আচার্য্য গোসাঞি বন্দোঁ অদ্বৈত ঈশ্বর**। যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন ভিতর ॥ সীতা ঠাকুরাণী বন্দো হঞা একমন। অচ্যুতানন্দাদি বন্দো তাঁহার নন্দন ॥ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্ত চূড়ামণি। যাঁ'র নাম লয়ে প্রভু কাঁদিলা আপনি ॥ বন্দিব **শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত** *। নারদ-খেয়াতি যাঁর ভুবন-বিদিত ॥ ভক্তি করি' বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী। শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁরে বলিলা জননী ॥ শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে। আলবাটী প্রভু যাঁরে করিলা আপনে ॥ **হরিদাস ঠাকুর** বন্দো বিরক্ত-প্রধান। দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম ॥ গোপীনাথ ঠাকুর বন্দো জগৎ-বিখ্যাত। প্রভুর স্তুতিপাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত ॥ বন্দিব মুরারি-গুপ্ত ভক্তি-শক্তিমন্ত। পূর্ব্ব-অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত ॥ শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দো চন্দ্র সুশীতল। আচার্য্যরত্ন বলি' যাঁ'র খ্যাতি নিরমল ॥ গোবিন্দ গরুড় বন্দো মহিমা অপার। গৌরপদে ভক্তিদ্বারে যার অধিকার ॥ বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত। গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যার গানের মহত্ব ॥ শ্রীগোবিন্দ দাস বন্দো বড় শ্রদ্ধাভাবে। উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে ॥ বন্দো মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর। পীতাম্বর বন্দো তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥ বন্দিব শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ। বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন ॥ বন্দো মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।

---

* শ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত—শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর (পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম)।

প্রভুর ভবিষ্য যেঁহ কহিলা সত্বর॥ শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দো গুপ্ত নারায়ণ। বন্দোঁ গুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন॥ বন্দোঁ সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি। বুদ্ধিমন্ত-খান বন্দোঁ আর বিদ্যানিধি॥ বন্দিব ধাম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর। প্রভু যাঁ'রে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর॥ নন্দন আচার্য্য বন্দোঁ লেখক বিজয়। বন্দোঁ রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়॥ বন্দোঁ খোলাবেচা-খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর। প্রভু-সঙ্গে যাঁ'র নিত্য কৌতুক কোন্দল॥ বন্দোঁ ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে। প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে॥ হলায়ুধ ঠাকুর বন্দোঁ করিয়া আদর। বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর॥ বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি'। শচী ঠাকুরাণী যাঁ'রে স্নেহ কৈল বড়ি॥ বন্দোঁ জগদীশ আর শ্রীমান্ সঞ্জয়। গরুড় কাশীশ্বর বন্দোঁ করিয়া বিনয়॥ বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ। শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দোঁ করিয়া আনন্দ॥ বল্লভ আচার্য্য বন্দোঁ জগজনে জানি। যাঁ'র কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মী-ঠাকুরাণী॥ সনাতন মিশ্র বন্দোঁ আনন্দিত হৈয়া। যাঁ'র কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া॥ আচার্য্য বনমালী বন্দোঁ দ্বিজ কাশীনাথ। মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটনা যাঁ'র সাথ॥ প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন। তাঁ' সভার পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ॥

(৩)

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার। এমন করুণানিধি কভু নাহি আর॥ **গোসাঞি ঈশ্বরপুরী** বন্দোঁ সাবধানে। লোকশিক্ষা দীক্ষা প্রভু কৈলা যাঁ'র স্থানে॥ কেশব ভারতী বন্দোঁ সন্দীপনি মুনি। প্রভু যাঁ'রে নিজগুরু করিলা আপনি॥ বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর চরণ। প্রভু যাঁ'রে কহিলেন শ্রীরাধার গণ॥ পরমানন্দপুরী বন্দোঁ উদ্ধব-স্বভাব। **দামোদর-স্বরূপ** বন্দোঁ ললিতার ভাব॥ নরসিংহতীর্থ বন্দোঁ পুরী সুখানন্দ। শ্রীগোবিন্দপুরী বন্দোঁ পুরী ব্রহ্মানন্দ॥ নৃসিংহপুরী বন্দোঁ সত্যানন্দ ভারতী।

বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি॥ বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন।

"বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী" যাঁহার গ্রন্থন ॥ ব্রহ্মানন্দস্বরূপ বন্দোঁ বড় ভক্তি করি'। কৃষ্ণানন্দপুরী বন্দোঁ শ্রীরাঘবপুরী ॥ বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দোঁ বিশ্ব-পরকাশ। মহাপ্রভুর পদে যাঁ'র বিশেষ বিশ্বাস ॥ শ্রীকেশবপুরী বন্দোঁ অনুভবানন্দ। বন্দিব ভারতী-শিষ্য নাম চিদানন্দ ॥ বন্দোঁ **রূপ-সনাতন** দুই মহাশয়। বৃন্দাবন-ভূমি দুঁহে করিলা নির্ণয় ॥ **শ্রীজীবগোসাঞি** বন্দোঁ সবার সম্মত। সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব ॥ **রঘুনাথ দাস** বন্দোঁ রাধাকুণ্ডবাসী। রাঘব-গোসাঞি বন্দোঁ গোবর্দ্ধন-বিলাসী ॥ বন্দিব **গোপাল ভট্ট** বৃন্দাবন-মাঝে। সনাতন-রূপ-সঙ্গে সতত বিরাজে ॥ **রঘুনাথ ভট্ট গোসাঞি** বন্দিব একচিতে। বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীভাগবতে ॥ **লোকনাথ ঠাকুর** বন্দোঁ **ভূগর্ভ ঠাকুর**। জীব নিস্তারিতে যাঁ'র করুণা প্রচুর ॥ কাশীশ্বর গোসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি। মথুরামণ্ডলে যাঁ'র বিশেষ খেয়াতি ॥ শুদ্ধা সরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি। প্রভুর চরণে যাঁ'র বিশুদ্ধ ভকতি ॥ প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন। যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণন ॥ জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সত্যভামা। মহাপ্রভু কৈল যাঁ'রে পীরিতি পরমা ॥ মহা অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব। পাণিহাটি-গ্রামে যাঁ'র প্রকাশ বৈভব ॥ পুরন্দর-পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদ-বিক্রম। সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁ'র দেখিলা ব্রাহ্মণ ॥ কাশীমিশ্র বন্দোঁ প্রভু যাঁহার আশ্রমে। বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সাবধানে ॥ শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র বন্দোঁ রায় ভবানন্দ। কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দোঁ ॥ **রায় রামানন্দ** বন্দোঁ বড় অধিকারী। প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি' ॥ বক্রেশ্বর-পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্য শরীর। অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির ॥ বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ। প্রভু লাগি মানসিক যাঁ'র সেতুবন্ধ ॥ সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধর দাস। বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ ॥ সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ একমনে। নিরন্তর প্রেমোন্মাদ —বাহ্য নাহি জানে ॥ প্রেমময় তনু বন্দোঁ সেন শিবানন্দ। জাতি-প্রাণ-ধন যাঁ'র গোরা-পদদ্বন্দ্ব ॥ চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর। শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর ॥ বন্দিব মুকুন্দদাস ভাবে শুদ্ধচিত্ত। ময়ূরের পাখা দেখি' হইলা

মূর্চ্ছিত॥ প্রেমের আলয় বন্দোঁ নরহরি দাস। নিরন্তর যাঁ'র চিত্তে গৌরাঙ্গ-বিলাস॥ মধুর চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন। আকৃতি প্রকৃতি যাঁ'র ভুবনমোহন॥ রঘুনাথদাস বন্দোঁ প্রেম-সুধাময়। যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয়॥ আচার্য্য পুরন্দর বন্দোঁ পণ্ডিত দেবানন্দ। গৌরপ্রেমময় বন্দোঁ শ্রীআচার্য্যচন্দ্র॥ আকাই-হাটের বন্দোঁ কৃষ্ণদাস ঠাকুর। পরমানন্দপুরী বন্দোঁ সতীর্থ প্রভুর॥ শ্রীগোবিন্দ ঘোষ বন্দিব সাবধানে। যাঁ'র নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥ বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতি-স্থান। প্রভু যাঁ'রে করিলা অভ্যঙ্গ-স্বরদান॥ **শ্রীবাসুদেব ঘোষ** বন্দিব সাবধানে। গৌরগুণ বিনু যাঁ'র অন্য নাহি জ্ঞানে॥ ঠাকুর শ্রীঅভিরাম বন্দিব সাদরে। ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করি' ধরে॥ সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে। ফুটাল কদম্বফুল জম্বীরের গাছে॥ পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে। শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন স্থানে॥ বংশীবদন ঠাকুর বন্দিব সাদরে। গদাধর দাস করিলা বংশী অবতারে॥ ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম। কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপম॥ সর্ব্বগুণহীন যে, তাহারে দয়া করে। আপনার সহজ-করুণাশক্তি-বলে॥ সপ্তম বৎসরে যাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ। ভুবনমোহন-নৃত্য শকতি অগাধ॥ **গৌরীদাস-কীর্ত্তনীয়ার** কেশেতে ধরিয়া। নিত্যানন্দ-স্তব করাইলা নিজ শক্তি দিয়া॥ গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ। যাঁহার প্রকাশে প্রভু পাইলা সন্তোষ॥ যাঁ'র অষ্টোত্তরশত ঘট গঙ্গা-জলে। অভিষেক, সর্ব্বজ্ঞতা যাঁ'র শিশুকালে॥ করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁ'র কাণে। পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সভা-বিদ্যমানে॥ যাঁ'র নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব-সকল। মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁ'র কলেবর॥ কালিয়া-কৃষ্ণদাস বন্দোঁ বড় ভক্তি করি'। দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজোধারী॥ কমলাকর পিপ্পলাই বন্দোঁ ভাব-বিলাসী। যে প্রভুরে বলিল—লহ বেত্র, দেহ বাঁশী॥ রত্নাকরসুত বন্দোঁ পুরুষোত্তম-নাম। নদীয়া-বসতি যাঁ'র দিব্য তেজোধাম॥ উদ্ধারণ দত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত। নিত্যানন্দ-সঙ্গে বেড়াইল সর্ব্ব তীর্থ॥ গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী। আচার্য্য-গোসাঞিরে নিল উৎকল-নগরী॥ পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী

সুজন। প্রভু যাঁ'রে দিলা আচার্য্য গোসাঞির স্থান॥ বন্দিব সারঙ্গ দাস হঞা একমন। মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন॥

(৪)

গোরা গোঁসাঞি পতিতপাবন অবতার। তোমার করুণায় সর্ব্বজীবের উদ্ধার॥ কবিরাজ মিশ্র বন্দোঁ ভাগবতাচার্য্য। শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দোঁ অনন্ত আচার্য্য॥ গোবিন্দ আচার্য্য বন্দোঁ সর্ব্বগুণশালী। যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥ সার্ব্বভৌম বন্দোঁ বৃহস্পতির চরিত্র। প্রভুর প্রকাশে যাঁ'রা অদ্ভুত কবিত্ব॥ প্রতাপরুদ্র রায় বন্দোঁ ইন্দ্রদ্যুম্ন খ্যাতি। প্রকাশিলা প্রভু যাঁ'রে ষড়্ভুজ-আকৃতি॥ দ্বিজ রঘুনাথ বন্দোঁ উড়িয়া বিপ্রদাস। দ্বিজ হরিদাস বন্দোঁ বৈদ্য বিষ্ণুদাস॥ যাঁ'র গান শুনি' প্রভুর অধিক উল্লাস। তাঁ'র ভাই বন্দোঁ শ্রীবনমালি দাস॥ সখী-ভেক ত্যজি' কৈল গোপীপদ আশ। কহনে না যায় তাঁ'র প্রেমের প্রকাশ॥ কানাই খুটিয়া বন্দোঁ বিশ্ব-পরচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁ'র॥ বন্দোঁ উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়। জগন্নাথ বলরাম যাঁ'র বশ হয়॥ জগন্নাথ দাস বন্দোঁ সঙ্গীত-পণ্ডিত। যাঁর গান-রসে জগন্নাথ বিমোহিত। বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর। বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর॥ বন্দিব সুবুদ্ধিমিশ্র মিশ্র-শ্রীশ্রীনাথ। তুলসী মিশ্র বন্দোঁ মাহাতী কাশীনাথ॥ শ্রীহরি ভট্ট বন্দোঁ মাহাতী বলরাম। বন্দোঁ পট্টনায়ক মাধব যাঁ'র নাম॥ বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে। যাঁ'র বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥ বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী। শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ বড় ভক্তি করি'॥ শ্রীকর পণ্ডিত বন্দোঁ দ্বিজ রামচন্দ্র। সর্ব্বসুখময় বন্দোঁ যদু-কবিচন্দ্র॥ বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ পণ্ডিত ধনঞ্জয়। সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥ জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দোঁ আচার্য্য লক্ষ্মণ। কৃষ্ণদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বড় শুদ্ধ মন॥ সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বিদিত সংসার। বসুধা জাহ্নবা বন্দোঁ দুই কন্যা যাঁ'র॥ মুরারি চৈতন্যদাস বন্দোঁ সাবধানে। আশ্চর্য্য যাঁ'র প্রহ্লাদ সমানে। পরমানন্দ

গুপ্ত বন্দোঁ সেন জগন্নাথ। কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক-রাম-সাথ॥ শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ। ভাস্কর ঠাকুর বন্দোঁ বিশ্বকর্ম্মা-অনুভব॥ সঙ্গীতকারক বন্দোঁ বলরাম দাস। নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁ'র একান্ত বিশ্বাস॥ মহেশ পণ্ডিত বন্দোঁ বড়ই উন্মাদী। জগদীশ পণ্ডিত বন্দোঁ নৃত্যবিনোদী॥ নারায়ণীসুত বন্দোঁ **বৃন্দাবন দাস**। **"চৈতন্য-মঙ্গল"** যেঁহ করিলা প্রকাশ॥ বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস। প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস॥ পরমানন্দ অবধূত বন্দোঁ একমনে। নিরন্তর উন্মত্ত বাহ্য নাহি জানে॥ বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত। যদুনাথ দাস বন্দোঁ মধুর-চরিত॥ পুরুষোত্তম পুরী বন্দোঁ তীর্থ জগন্নাথ। শ্রীরাম তীর্থ বন্দোঁ পুরী রঘুনাথ॥ বাসুদেব তীর্থ বন্দোঁ আশ্রম উপেন্দ্র। বন্দিব অনন্ত পুরী হরিহরানন্দ॥ মুকুন্দ কবিরাজ বন্দোঁ নির্ম্মল-চরিত। বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীব-পণ্ডিত॥ বন্দনা করিব শিশু-কৃষ্ণদাস-নাম। প্রভুর পালনে যাঁ'র দিব্য তেজোধাম॥ মাধব আচার্য্য বন্দোঁ কবিত্ব-শীতল। যাঁহার চরিত ভাষ্য 'পুরুষমঙ্গল'॥ গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস। বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্য দাস॥ রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ করিয়া বিশ্বাস। বন্দোঁ দিব্যলোচন শ্রীরামচন্দ্র-দাস॥ শ্রীশঙ্কর ঘোষ বন্দোঁ অকিঞ্চন রীতি। ডঙ্কের বাদ্যে যে প্রভুরে করিল পীরিতি॥ পরম আনন্দে বন্দোঁ আচার্য্য মাধব। ভক্তিফলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ॥ নারায়ণ পৈড়ারি বন্দোঁ চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ। বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত॥ এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব। কহনে না যায় সভার অনন্ত বৈভব॥ অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা। হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা॥ বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি। দেবে হ করিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি॥ সভাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব-ঠাকুর। শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনে মধুর॥ শরণ লইলুঁ গুরু-বৈষ্ণব চরণে। সংক্ষেপে কহিলুঁ কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে॥ বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন। অন্তরের মল ঘুচে, শুদ্ধ হয় মন॥ প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা। কোন কালে নাহি পায় কোনই যন্ত্রণা॥ দেবের দুর্ল্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে। **দেবকীনন্দন দাস** কহে এই লোভে॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে,
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়েস্বান্তভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান্॥

নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধরো জয়তি

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

(শ্রীব্রজের শ্রীরতিমঞ্জরী)

দাস-শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্॥
ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ॥

—শ্রীগৌর গঃ দীঃ—১৮৬ শ্লোক।

শ্রীরঘুনাথ দাসের পূর্ব্বনাম "রসমঞ্জরী"। কেহ কেহ ইঁহাকে 'শ্রীমতি রতিমঞ্জরী' বলিয়া থাকেন। নামভেদে কেহ কেহ তাঁহাকে 'ভানুমতী' বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন।

আবির্ভাব কাল—শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর আবির্ভাবকালাদি সম্বন্ধে কয়েক প্রকারই মত দেখা যায়, তাহা ক্রমিক লিখিত হইতেছে,—

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডের (বঙ্গাব্দ ১২৯২) ২৫ পৃষ্ঠায় 'ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দ নির্ণয়' শীর্ষক প্রবন্ধে,—জন্ম—১৪২৮ শকাব্দা ; প্রকটস্থিতি—৭৬ বৎসর ; শ্রীবৃন্দাবন বাস—৪৯ বৎসর ; গৃহে স্থিতি—১৯ বৎসর ; নীলাচল বাস—৮ বৎসর ; অন্তর্দ্ধান—১৫০৪ শকাব্দা, আশ্বিন শুক্লা-দ্বাদশী।

শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ পণ্ডিতপ্রবর ৺বনমালিলাল গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথি হইতে বিবরণ,—প্রাকট্য ১৫৬৩ সম্বৎ (শকাব্দা—১৪২৮), গার্হস্থ্য (শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত)—১৯ বর্ষ ; শ্রীগৌরসুন্দরের

অন্তরঙ্গ সেবা (শ্রীক্ষেত্রে) ৮ বর্ষ ; শ্রীব্রজে শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস—৪৯ বর্ষ ; মোট প্রাকট্য কাল—৭৬ বর্ষ ; ইষ্টলাভ (অপ্রকট) ১৬৩৯ সম্বৎ, শকাব্দা ১৫০৪, আশ্বিন শুক্লা-দ্বাদশী।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতবর শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয়ের সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথি হইতে বিবরণ,—প্রাকট্য—১৪২৮ শকাব্দা ; গার্হস্থ্য—১৯ বর্ষ ; শ্রীক্ষেত্রেবাস—৮ বর্ষ ; শ্রীব্রজে বাস—৪৯ বর্ষ ; অপ্রকট—১৫০৪ শকাব্দা, আশ্বিন শুক্লা-দ্বাদশী ; প্রপঞ্চে স্থিতি—৭৬ বৎসর।

শ্রীমৎ হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয়ের 'শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন' গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত বিবরণ,—আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় আবির্ভাব। অন্যান্য বিবরণ তিনি বিশেষ কিছুই লিখেন নাই। "গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাস" নামক গ্রন্থেও অনুমান ১৪১৬ শক লিখিত আছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদিত "সজ্জনতোষণী", শ্রীবৃন্দাবনধামের পণ্ডিতপ্রবর ৺বনমালীলাল গোস্বামিজীর গ্রন্থাগার ও শ্রীগোপীবল্লভপুরের শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ গোস্বামী মহোদয়ের গ্রন্থাগারের বিবরণ একই প্রকার হওয়ায় এই ইতিহাসই বিশ্বাসযোগ্য ; কিন্তু নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবার কাল সম্বন্ধে চৈঃ চঃ আঃ ১০ "ষোড়শ বৎসর কৈল (প্রভুর) অন্তরঙ্গ সেবন।" এই পয়ারে ১৬ বৎসর শ্রীক্ষেত্রে বাসই সিদ্ধ হয়।

স্থান ও বংশ পরিচয়

ই, আই, আর লাইনে হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা বর্ত্তমান 'আদিসপ্তগ্রাম' ষ্টেশন হইতে ৫।৭ মিনিটের রাস্তা। সপ্তগ্রাম বলিলে ৭টী গ্রাম বুঝাইত, যথা—সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর ও শঙ্খনগর। মতান্তরে—সপ্তগ্রামের পরিবর্ত্তে শব্দকারা এবং শঙ্খনগরের পরিবর্ত্তে বদলঘাটি। ত্রিবেণী সপ্তগ্রামেরই অঙ্গীভূত ছিল। কেহ কেহ বলেন, চাঁদপুরের নামান্তর কৃষ্ণপুর। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে পাঠানগণ সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন করে।

১৬৩২ খৃঃ সরস্বতী নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া যায় ও প্রসিদ্ধ বন্দর ধ্বংস হয়। রূপনারায়ণ নদ যেখানে গঙ্গার সহিত মিলিত, তাহার কিছু উত্তর দিয়া সরস্বতী প্রবাহিত হইত। সপ্তগ্রামে হিন্দুরাজত্ব সময়ে শত্রুজিত নামে রাজা ছিলেন। জাফর খাঁ ১২৯৮—১৩১৩ খৃঃ পর্যন্ত সপ্তগ্রামে রাজত্ব করেন। ইহার প্রকৃত নাম—বহরম ইৎগীল এবং ইনিই গঙ্গাদেবীর ভক্ত দরাফ খাঁ বলিয়া প্রবাদ। ত্রিবেণীতে ইহার মসজিদ্ আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ১৪৮৭ খৃঃ সপ্তগ্রামে মজলিস্ নুর নামে একজন শাসনকর্তা ছিলেন। সপ্তগ্রামের ফার্সি শিলালিপিতে আছে—মসনদ খাঁ সপ্তগ্রামের সেতু নির্ম্মাণ করে। সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুরে শ্রীল রঘুনাথ দাস, শঙ্খনগরে কালিদাস, চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্য (শ্রীরঘুনাথের কুল-পুরোহিত) ও কুলগুরু শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য তর্কচুড়ামণির[১] বাস ছিল। ১৪৯৭ খৃঃ হোসেন শা বঙ্গদেশে একাধিপত্য লাভ করেন। সপ্তগ্রামের শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের প্রকৃত নাম—**দিবাকর**। ইঁহার পত্নীর নাম—মহামায়া। পত্নীর পরলোক গমনের পর ২৬ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি গৃহত্যাগ করেন।

শ্রীহিরণ্যদাস মজুমদার ও শ্রীগোবর্দ্ধনদাস মজুমদার জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। ইঁহারা দুই ভাই সপ্তগ্রাম[২] হইতে মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে বিদায় দিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তখন সপ্তগ্রামের সীমা যশোহর ভৈরব নদ হইতে প্রায় রূপনারায়ণ নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই শ্রীগোবর্দ্ধনদাসের পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ **শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী**। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃদেব শ্রীল সনাতন মিশ্র

১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—১০।৩—৪ দ্রষ্টব্য।

২। কবিকঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে আছে,—

"সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়।
ঘরে ব'সে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপম।
সপ্ত ঋষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম॥"

শ্রীহিরণ্য-গোবর্দ্ধনদাস মজুমদারের শ্রীগুরুদেব ছিলেন। সপ্তগ্রাম নিকটবর্ত্তী চাঁদপুরে ইঁহাদের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য্য মহাশয়ের বাস ছিল। ইনি শ্রীশ্রীল অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। ইঁহার গৃহে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কিয়দ্দিন অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সৈয়দ ফকর উদ্দীনের নিকট শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভুদ্বয় আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতেন। সপ্তগ্রামে ইঁহার মসজিদ্ ও সমাধি (কবর) আছে। মস্জিদের শিলালিপিতে জানা যায়, উহা তাঁহার পুত্র সৈয়দ জামাল উদ্দীন হোসেন ৯৬৩ হিজরী বা ১৫২৯ খৃঃ সুলতান নসরৎ সাহের (হোসেন সার পুত্রের) সময়ে নির্ম্মাণ করেন।[৩] শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু সপ্তগ্রামে ১৪৩৮ শকে গমন করিয়া মহাধনী সুবর্ণ বণিক্ কুলের দিবাকর দত্তকে দীক্ষা প্রদান করিয়া উহার নাম রাখেন—**শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর**। ইঁহার পুত্রের নাম—প্রিয়ঙ্কর। ইনি দেশময় শ্রীবিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহায়ক ছিলেন। ১৪২৯ শকে বঙ্গদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সেইকালে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রকাণ্ড অন্নসত্র খুলিয়া অকাতরে দরিদ্রগণকে অন্ন বিতরণ করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র দীন দরিদ্রকে শ্রীউদ্ধারণ শ্রীনিতাইচাঁন্দের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া পরম-বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। সরস্বতীর তীরে 'ভদ্রবন' নামে একটি জঙ্গল ছিল, উদ্ধারণ ঐ স্থান পরিষ্কার করাইয়া দরিদ্রের বাসভবন করাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত 'ভদ্রবন' বর্ত্তমানে 'ভেদোবন' নামে খ্যাত।[৪]

৩। সপ্তগ্রামের মসজিদ্ ও সমাধির বিবরণ এশিয়াটিক জারনেল্ (Old Series) ৩৯শ খণ্ড ১৮৭০ সালের ২৯৭ পৃঃ আছে। সপ্তগ্রামে কাণ্যকুব্জের শ্রীপ্রিয়বন্ত রাজার সপ্ত পুত্র—সপ্ত মহর্ষি—১ অগ্নিহোত্র, ২ রমণক, ৩ ভুপিসণ্ড, ৪ স্বয়ংবান্, ৫ ববাট, ৬ সবন, ৭ দ্যুতিমন্ত, সরস্বতীর তীরে তপস্যা করিয়া শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দের দর্শন কৃপা লাভ করেন।

৪। শ্রীগোবর্দ্ধনদাসের (শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুর পিতৃদেব) দানশীলতা সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—

"পাতালে বাসুকী বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ।

[সঙ্গীতমাধব-নাটকে]

দরিদ্রের জন্য অন্নসত্রের রসুইশালা ৩০ বিঘা ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ স্থানই ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের **ত্রিশবিঘা** ষ্টেশন, বর্ত্তমান নাম **আদিসপ্তগ্রাম** ষ্টেশন।

ছত্রভোগের ত্রিপুরাসুন্দরীর সেবক তান্ত্রিকপ্রবর শ্রীতারাচরণ চক্রবর্ত্তী সপ্তগ্রামে গিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষিত হয়েন। প্রভু তাঁহার নাম রাখেন—**শ্রীচৈতন্যদাস**। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ইঁহার বাসভবন করিয়া দিয়াছিলেন।

আকবর ও তোড়ল মল্লের সময়ে 'সরকার-সাতগাঁ' ৪৩ পরগণা ছিল। ইহার ৪১৮১১৮ টাকা জমা ধার্য্য হয়। সাতগাঁ পলাশী পরগণা হইতে মণ্ডলঘাট পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীরে বিশেষতঃ পূর্বতীরের অধিকাংশ ভূভাগ ব্যাপিয়া ছিল। বন্দর সপ্তগ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সপ্তগ্রামের অন্তর্গত সরস্বতী নদীর তীরে শ্রীহিরণ্য-গোবর্দ্ধনদাসের রাজপ্রাসাদ ছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। উহাকেই 'শ্রীদাস গোস্বামীর পাটবাড়ী' বলে। গ্রামের নাম কৃষ্ণপুর। ঐ পাটবাড়ীতে বৃহৎ তালবৃক্ষের মূলদেশ হইতে নির্ম্মিত একটি প্রাচীন "দামামা বাদ্যের খোল" আছে। মুসলমান দ্বারা ইহাদের অধিকার চ্যুত হইলে গৃহদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে চুঁচুড়ায় 'খেঁকশিয়ালি' নামক স্থানে যে শ্রীমন্দির আছে তথায় স্থানান্তরিত করা হয়। উহাই শ্রীল দাস গোস্বামির পিতার সেবিত শ্রীবিগ্রহ বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীল দাস গোস্বামিপাদের আবির্ভাবস্থান প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের স্মৃতিস্থানেও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত আছেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। কোন নাট্যমন্দির নাই, কেবল একটি জগমোহন আছে। কলিকাতা সিমলা-নিবাসী শ্রীযুত হরিচরণ ঘোষ মহাশয় মন্দিরটির সংস্কার বিধান করিয়া দিয়াছেন। মন্দির-প্রাঙ্গণটি প্রাচীরবেষ্টিত। যে গৃহে শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত তাহারই সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীল দাস গোস্বামি প্রভুর ভজনাসন বলিয়া একটি নাতি উচ্চ প্রস্তর আসন (২॥০ হাত দীর্ঘ, ১।০ হাত প্রস্থ ও ৸০ হাত উচ্চ) আছেন। প্রবাদ—এই আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীল দাস গোস্বামি প্রভু ভজন করিতেন। শ্রীমন্দিরের পার্শ্বেই স্বল্পতোয়া স্রোতোহীনা সরস্বতী নদী কৃশা মলিনার ন্যায় প্রবাহিত থাকিয়া আজও সেই কৃষ্ণপুরের অতীত গৌরবের স্মৃতি ও নিদর্শন হৃদয়পটে উদয় করাইয়া দিতেছে। আজও বহু বৈষ্ণব তথায় গিয়া বিরহকাতর স্বরে 'হা দাস গোস্বামি প্রভু, তুমি কোথায়!' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (১০।৩-৪) নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়,—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্ ॥
যঃ সর্ব্বলোকৈক-মনোভিরুচ্যা সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যঃ ॥

(কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী) শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রিয়পাত্র অতি সুমধুর-মূর্ত্তি শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য ; তাঁহার শিষ্যই—**শ্রীল রঘুনাথ দাস**। নিজগুণে তিনি আমাদের সকলেরই প্রাণাধিক প্রিয়বস্তু ; তিনি শ্রীচৈতন্যের কৃপাতিশয়দ্বারা সতত স্নিগ্ধ শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীর প্রিয় এবং বৈরাগ্য রাজ্যের একমাত্র নিধি। যিনি সর্ব্বলোকের চিত্তরঞ্জন দ্বারা কোন এক অনির্ব্বচনীয় স্বতঃপ্রকটিত সৌভাগ্যের আধারস্বরূপ হইয়াছিলেন, যাঁহাতে বীজ সমারোপণ সময়েই শ্রীচৈতন্যের অনুপম প্রেমবৃক্ষ ফলবান্ হইয়াছিল, নীলাচলবাসী ভক্তগণের মধ্যে কেই-বা তাঁহাকে (শ্রীরঘুনাথকে) না জানেন ?

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত দশম-স্কন্ধের 'শ্রীলঘুতোষণী'-টীকায় লিখিয়াছেন,—

যন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেম-মহার্ণবোর্ম্মি-নিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি।
দৃষ্টান্ত-প্রকর-প্রভা-ভরমতীত্যৈবানয়োর্ভ্রাজতো-
স্তল্যস্তত্ত্বপদং মতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ ॥

'শ্রীরঘুনাথ দাস'—নামক মহাজন তাঁহাদের (শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের) মিত্র বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-মহাসমুদ্রের তরঙ্গরাশিতে সঞ্চরণপূর্ব্বক-ক্রীড়া করিতেন। যাবতীয় উপমার প্রভারাশিকে ম্লান করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয় শোভমান ছিলেন। ত্রিভুবনে সজ্জনশ্রেষ্ঠগণ

শ্রীল রঘুনাথকেও সেই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনপ্রভুদ্বয়ের তুল্যতত্ত্বরূপে সবিস্ময়ে পূজা করিতেন।

বাল্যকালে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপা[৫]

যশোহর জেলার বেনাপোলে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ভজন করিতেন। দুষ্ট রামচন্দ্র খাঁ নানাপ্রকারে তাঁহার প্রতি উদ্বেগ-অত্যাচার আরম্ভ করায় শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তথা হইতে সপ্তগ্রামের অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে আসিয়া শ্রীহিরণ্য-গোবর্দ্ধন মজুমদার (শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর পিতৃব্য ও পিতৃদেব) মহাশয়ের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য্যের বাড়ীতে অবস্থানকালে শ্রীল দাস গোস্বামী বালক অবস্থায় তাঁহার সঙ্গলাভ করেন। এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার প্রথম সূত্রপাত। "হরিদাস ঠাকুর চলি' আইলা চাঁদপুরে। আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥ হিরণ্য-গোবর্দ্ধন মুলুকের মজুমদার। তার পুরোহিত—বলরাম নাম তাঁর॥ হরিদাসের কৃপাপাত্র, তাতে 'ভক্তি' মানে। যত্ন করি' ঠাকুরেরে রাখিলা সেই গ্রামে॥ নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন। বলরাম-আচার্য্য-গৃহে ভিক্ষা নির্বাহণ॥ **রঘুনাথ দাস** বালক করেন অধ্যয়ন। হরিদাস ঠাকুরের যাই' করেন দর্শন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত প্রথম মিলন

হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে। সেই কৃপা 'কারণ' হৈল চৈতন্য পাইবারে॥" —চৈঃ চঃ অঃ ১৬৪—১৬৯। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ প্রভাবেই শ্রীল রঘুনাথের শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের উৎকণ্ঠা বাড়িতে থাকিল এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শান্তিপুরে আগমন করিয়াছিলেন তখন শ্রীরঘুনাথ আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণে মিলিত হইলেন। "পুনরপি প্রভু যদি 'শান্তিপুর' আইলা। রঘুনাথ-দাস আসি প্রভুরে

৫। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের পিতা-মাতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অতি অল্প বয়সকালে পিতার অন্তর্ধান হয় এবং মাতৃদেবী পিতার চিতায় (দাহ করিবার অগ্নিকুণ্ডে) স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। এই সময় হইতেই শিশু হরিদাস মুসলমানদের গৃহে প্রতিপালিত হন। এই জন্য সর্বসাধারণের একটা ভ্রম ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে, শ্রীহরিদাস—যবন।

মিলিলা॥ হিরণ্য-গোবর্দ্ধন দুই সহোদর। সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥ মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দুঁহে—বদান্য, ব্রাহ্মণ্য। সদাচারী, সৎকুলীন, ধাম্মিকাগ্রগণ্য॥ নদীয়া-বাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য-প্রায়। অর্থ, ভূমি, গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—আরাধ্য দুঁহার। চক্রবর্ত্তী করে দুঁহায় 'ভ্রাতৃ'-ব্যবহার॥ মিশ্র-পুরন্দরের পূর্ব্বে কর্য্যাছেন সেবনে। অতএব প্রভু ভাল জানে দুইজনে॥ সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র—**রঘুনাথ দাস**। বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস॥ সন্ন্যাস করি' প্রভু যবে শান্তিপুরে আইলা। তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥[৬] প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা। প্রভুপাদ স্পর্শন কৈল করুণা করিয়া॥ তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন। অতএব[৭] আচার্য্য তাঁরে হৈলা পরসন্ন। আচার্য্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট-পাত। প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত॥ প্রভু তাঁরে[৮] বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল। তিঁহো ঘরে আসি' হৈলা প্রেমেতে পাগল॥ বার বার পলায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে। পিতা তাঁরে বাঁন্ধি' রাখে, আনি' পথ হৈতে॥ পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি-দিনে। চারি সেবক, দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে॥ একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর।

দ্বিতীয়বার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলন

নীলাচলে যাইতে না পায়, দুঃখিত অন্তর॥ এবে যদি মহাপ্রভু 'শান্তিপুর' আইলা। শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা॥ আজ্ঞা দেহ, যাঞা দেখি প্রভুর চরণ। অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন॥ শুনি' তাঁর পিতা বহু লোক, দ্রব্য দিয়া। পাঠাইল বলি' শীঘ্র আসিহ ফিরিয়া॥ সাতদিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে। রাত্রি দিবসে এই মনঃকথা কহে॥ 'রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব! কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব!' সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গপ্রভু জানি তাঁর মন। শিক্ষা-রূপে কহে তাঁরে আশ্বাস-বচন॥ **"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও**

৬। ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে শান্তিপুরে প্রভুর সহিত মিলন হয়।

৭। আচার্য্য—শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু। ৮। শ্রীরঘুনাথকে

বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধুকূল॥ মর্কট বৈরাগ্য[৯] না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥ অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার। অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥ বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে। তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে॥ সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে। কৃষ্ণ কৃপা যাঁরে, তাঁরে কে রাখিতে পারে॥" এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল। ঘরে আসি' মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল॥ বাহ্য বৈরাগ্য, বাতুলতা সকল ছাড়িয়া। যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা॥ দেখি তাঁর পিতা-মাতা বড় সুখ পাইল। তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল[১০]॥—চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২১৬—২৪৪ পয়ার।

নীলাচলে মিলন-বিবরণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলধামে শ্রীকৃষ্ণবিরহ দুঃখ-বেদনায় কখন কি দশা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার ঠিক্ নাই। শ্রীল স্বরূপদামোদর গোসাঞি ও শ্রীল

৯। মর্কট-বৈরাগ্য—"জ্ঞান-শুষ্ক-মর্কটঞ্চ কুলযুক্তং তথৈব চ। বৈরাগ্যং পঞ্চধা ইতি কথ্যতে ময়া বিধানতঃ॥"—ঠাকুর শ্রীনরোত্তমদাসকৃত "বৈরাগ্য নির্ণয়"। (বৈষ্ণবসঙ্গিনী কার্য্যালয় সংস্করণ—৩-৪,৩৮-৪৪ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ জ্ঞান, শুষ্ক, মর্কট, কুল ও যুক্ত—এই পাঁচ প্রকার বৈরাগ্য, তন্মধ্যে মর্কট-বৈরাগ্যের লক্ষণ এই,—

"মর্কট বৈরাগী কহি, সর্বত্যাগ করি।
ইন্দ্রিয় চরায় সঙ্গে লয়ে দিব্য নারী॥"

মর্কট—বানর যেমন অরণ্যে বৃক্ষতলাশ্রয়ী, ফলমূলাদি আহারী, নিরামিষভোজী, অসঞ্চয়ী, উলঙ্গ, গৃহহীন, যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট ইত্যাদি বৈরাগ্যের সম্পূর্ণ লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও সর্বদা প্রবলতম কামেন্দ্রিয়তর্পণে রত এইরূপ বৈরাগ্যের নামই মর্কট বৈরাগ্য।

১০। দৈন্যাবতার রঘুনাথ একদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজ মাতাকে বলিয়াছিলেন,—"বিষয়ীর ঘরে জন্ম বাঁসো লাজ ভয়। কি গুণে চৈতন্য-পদ দিবেন অভয়॥ একদিন না করিনু চরণ-সেবন। তথাপি চরণ মাঁগো হেন দীনজন॥ জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি। দিবানিশি হেন পদ যেন না পাশরি॥"—প্রেম বিঃ ১৬।

রায় রামানন্দ শ্রীগৌর-লীলায় অন্তরঙ্গভাবে সর্বদা প্রভুকে রক্ষা করেন। এমন সময় শ্রীল রঘুনাথ শ্রীনীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

(প্রথমে পাণিহাটিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলন বিবরণ দ্রষ্টব্য)

"পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা। মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে শিখাইলা॥ প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহ নিজ ঘরে যায়। মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি' হইলা 'বিষয়ী-প্রায়'॥ ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম। দেখিয়াত' মাতা-পিতার আনন্দিত মন॥ মথুরা হইতে প্রভু আইলা, বার্ত্তা যবে পাইলা। প্রভু-পাশ চলিবারে উদ্যোগ করিলা॥ হেন-কালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী। সপ্তগ্রাম-মুলুকের সে হয় চৌধুরী[১১]॥

হিরণ্যদাস মুলুক নিল 'মক্‌ররি'[১২] করিয়া। তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া॥ বার লক্ষ দেয় রাজায়, সাধে বিশ লক্ষ। সে 'তুরুক' কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥ রাজঘরে কৈফিয়ৎ দিয়া উজিরে আনিল। হিরণ্যদাস পলাইল, রঘুনাথেরে বাঁধিল॥ প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভৎ সনা। 'বাপ-জ্যাঠারে আন,' নহে পাইবা যাতনা॥ মারিতে আসিয়া যদি দেখে রঘুনাথে। মন ফিরি যায়, তবে না পারে মারিতে॥ বিশেষে কায়স্থ-বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর। মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর॥ তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিলা উপায়। বিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ-পায়॥ "আমার পিতা-জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই। ভাই-ভাই তোমরা কলহ কর সর্ব্বদাই॥ কভু কলহ, কভু প্রীতি, ইহার নিশ্চয় নাই। কালি পুনঃ তিন ভাই হইবা একঠাঞি॥ আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক। আমি তোমার পাল্য, তুমি

১১। চৌধুরী—যাঁহারা আয়করের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া মালিকের কার্য্য করেন। ইহাদিগকে "তুরুক"ও বলা হইত।

১২। মক্‌ররি—স্থায়ি বন্দোবস্ত, নিরিখ বন্ধ।

আমার পালক ॥ পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না যুয়ায়। তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান' 'জিন্দাপীর'-প্রায় ॥" এত শুনি' সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল। দাড়ি বহি' অশ্রু পড়ে কাঁদিতে লাগিল ॥ ম্লেচ্ছ বলে—"আজি হৈতে তুমি মোর 'পুত্র'। আজি ছাড়াইমু তোমা করি এক সূত্র ॥" উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল। প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল ॥ "তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্ট লক্ষ খায়। আমি ভাগী, আমারে কিছু দিবার জুয়ায় ॥ যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠারে মিলাহ আমারে। যে-মতে ভাল হয় করুন, ভার দিলু তোরে ॥ রঘুনাথ আসি' তবে জ্যেঠারে মিলাইল। ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈলা, সব শান্ত হৈল ॥ এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল। দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥ রাত্রে উঠি' একেলা চলিলা পলাঞা। দূর হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া ॥ এইমতে বারে বারে পলায়, ধরি' আনে। তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা-সনে ॥ "পুত্র বাতুল হৈল রাখহ বাঁধিয়া। তাঁর পিতা কহে তারে নির্ব্বিন্ন হঞা ॥ ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম। এ সব বান্ধিতে নারিলেক তাঁর মন ॥ দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিব কেমতে ? জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে ॥ চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে। চৈতন্য প্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে ॥ তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে।

পাণিহাটী গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দের সহিত মিলন

নিত্যানন্দ গোসাঞিপাশ চলিলা আর দিনে ॥ পাণিহাটীগ্রামে পাইলা প্রভুর দরশন। কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন ॥ গঙ্গাতীরে বৃক্ষ মূলে পিণ্ডার উপরে। বসিয়াছেন প্রভু, যেন সূর্য্যোদয় করে ॥ তলে-উপরে বহুভক্ত হঞাছে বেষ্টিত। দেখি প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ-বিস্মিত ॥ দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কত দূরে। সেবক কহে 'রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥' শুনি' প্রভু কহে—"চোরা

দিলি দরশন। আয়, আয় আজি তোর করিমু দণ্ডন॥"[১৩] প্রভু বোলায় তিঁহ নিকটে না করে গমন। আকর্ষিয়া তাঁর মাথে ধরিলা চরণ॥ কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়। রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥

পাণিহাটীতে দণ্ড-মহেৎসব[১৪]

"নিকটে না আইস, চোরা ভাগ' দূরে দূরে। আজি লাগ্ পাঞাছি, দণ্ডিমু তোমারে॥ দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।" শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে॥ সেইক্ষণে নিজলোক পাঠাইলা গ্রামে। ভক্ষ্য-দ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে। চিড়া, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ, আর চিনি, কলা। সব দ্রব্য আনাঞা চৌদিকে ধরিলা॥ 'মহোৎসব' নাম শুনি' ব্রাহ্মণ-সজ্জন। আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন॥ আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল। শত দুই চারি হোল্‌না আনাইল॥ বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ-সাতে। এক বিপ্র প্রভু লাগি' চিড়া ভিজায় তাতে॥ এক-ঠাঞি তপ্ত-দুগ্ধে চিড়া ভিজাঞা। অর্দ্ধেক ছানিল দধি, চিনি, কলা দিয়া॥ অর্দ্ধেক ঘনাবৃত-দুগ্ধেতে ছানিল। চাঁপাকলা, চিনি, ঘৃত, কর্পূর তাতে দিল॥ ধুতি পরি' প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা। সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা॥ চবুতরা-উপরে যত প্রভুর নিজগণে।

১৩। চোরা—"অন্তরে কৃষ্ণভক্তিময় ও তীব্র বৈরাগ্যশীল হইয়াও বাহিরে প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়া ফেলিয়াছেন।" শ্রীদাস গোঃ ৪০-৪১ পৃঃ—শ্রীরসিক মোহন বিদ্যাভূষণ।

১৪। দণ্ডমহোৎসব অদ্যাপি সেই প্রাচীন বৃক্ষপীঠে শ্রীগঙ্গাতীরে পাণিহাটী গ্রামে পরম-ভাগবত দীনমূর্ত্তি শ্রীল রামদাসবাবাজী মহাশয়ের সেবা চেষ্টায় প্রকটিত আছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তিন মাস পানিহাটী গ্রামে অবস্থান করিয়া এই দেশ প্রেমবন্যায় ভাসাইয়াছিলেন,—

"নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টিপাতে।
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে॥
তিন মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহধর্ম্ম তিলার্দ্ধেক কাহারো না স্ফুরে॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৫ম।

বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী রচনে॥ রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস-গদাধর। মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর॥ ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর-দাস। মহেশ, গৌরীদাস, হোড়-কৃষ্ণদাস॥ উদ্ধারণ আদি যত আর নিজ জন। উপরে বসিলা সব, কে করে গণন? শুনি' পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা। মান্য করি' প্রভু সবারে উপরে বসাইলা॥ দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল। একে দুগ্ধ চিড়া, আরে দধি চিড়া কৈল॥ আর যত লোক সব চৌতারা-তলানে। মণ্ডলী-বন্ধে বসিলা, তার না হয় গণনে॥ একেক জনারে দুই দুই হোল্‌না দিল। দধি-চিড়া, দুগ্ধ-চিড়া, দুইতে ভিজাইল॥ কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া। দুই হোলনার চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া॥ তীরে স্থান না পাঞা আর কত জন। জলে নামি দধি চিড়া করয়ে ভক্ষণ॥ কেহ উপরে, কেহ তলে, কেন গঙ্গাতীরে। বিশজন তিন ঠাঁই পরিবেশন করে॥ হেনকালে আইলা তথা রাঘব পণ্ডিত। হাসিতে লাগিলা দেখি' হঞা বিস্মিত॥ নি-সকড়ি নানামত প্রসাদ আনিলা। প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি' দিলা॥ প্রভুরে কহে,—"তোমা লাগি' ভোগ লাগাইল। তুমি ইঁহা উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল॥" প্রভু কহে, "এ-দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন। রাত্রে তোমা ঘরে প্রসাদ করিমু ভক্ষণ॥ গোপজাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে। আমি সুখ পাই এই পুলিন-ভোজন-রঙ্গে॥ রাঘবে বসাঞা দুই কুণ্ডী দেওয়াইলা। রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইলা॥ সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হইল। ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥ মহাপ্রভু আইলা দেখি' নিতাই উঠিলা। তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥ সকল কুণ্ডীর, হোল্‌নার চিড়ার এক এক গ্রাস। মহাপ্রভুর মুখে দেন করি' পরিহাস॥ হাসি' মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা। তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া॥ এইমত নিতাই বুলে সকল-মণ্ডলে। দাণ্ডাঞা রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥ কি করিয়া বেড়ায়—ইহা কেহ নাহি জানে। মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥ তবে হাসি' নিত্যানন্দ বসিলা আসনে। চারি কুণ্ডী আরোয়া-

চিড়া রাখিলা ডাহিনে ॥ আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাঁহা বসাইলা। দুই ভাই চিড়া তবে খাইতে লাগিলা ॥ দেখি' নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা। কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥ আজ্ঞা দিলা—'হরি বলি' করহ ভোজন। 'হরি' 'হরি'-ধ্বনি উঠি' ভরিল ভুবন ॥ 'হরি' 'হরি' বলি' বৈষ্ণব করয়ে ভোজন। পুলিন ভোজন সবার হইল স্মরণ ॥ নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু কৃপালু, উদার। রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈলা অঙ্গীকার ॥ নিত্যানন্দ-প্রভাব-কৃপা জানিবে কোন্ জন? মহাপ্রভু আনি' করায় পুলিন-ভোজন ॥ শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা। গঙ্গাতীরে 'যমুনা-পুলিন'-জ্ঞান কৈলা ॥

মহোৎসব শুনি' পসারি নানা গ্রাম হৈতে। চিড়া, দধি, সন্দেশ, কলা আনিল বেচিতে ॥ যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্য করি' লয়। তার দ্রব্য মূল্য দিয়া তাঁহারেই খাওয়ায় ॥ কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন। সেই চিড়া, দধি, কলা করিল ভক্ষণ ॥ ভোজন করি' নিত্যানন্দ আচমন কৈলা। চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিলা ॥ আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল। গ্রাসে-গ্রাসে করি' বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥ পুষ্পমালা বিপ্র আনি' প্রভু-গলে দিল। চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ॥ সেবক তাম্বুল লঞা করে সমর্পণ। হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥ মালা-চন্দন-তাম্বুল-শেষ যে আছিল। শ্রীহস্তে প্রভু সবে বাঁটি দিল ॥ আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর 'শেষ' পাঞা। আপনার গণ-সহ খাইলা বাঁটিয়া ॥ এইত' কহিলুঁ নিত্যানন্দের বিহার। 'চিড়া-দধি-মহোৎসব'-নামে খ্যাতি যার ॥ প্রভু বিশ্রাম কৈলা, যদি দিন শেষ হৈল। রাঘব-মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥ ভক্ত সব নাচাঞা নিত্যানন্দ রায়। শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥ মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দরশন। সবে নিত্যানন্দ দেখে না দেখে অন্যজন ॥ নিত্যানন্দের নৃত্য, যেন তাঁহার নর্ত্তনে। উপমা দিবার নাহি এ তিন ভুবনে ॥ নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে। মহাপ্রভু আইসে সেই নৃত্য দেখিবারে ॥ নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা। ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈলা ॥ ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা। মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে

পাতিয়া ॥ মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিল। দেখি' রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িল ॥ দুই-ভাই-আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা। সকল বৈষ্ণবে পিছে পরিবেশন কৈলা ॥ নানাপ্রকার পিঠা, পায়স, দিব্য শাল্য-অন্ন। অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ রাঘব-ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার। মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার ॥ পাক করি' রাঘব যবে ভোগ লাগায়। মহাপ্রভুর লাগি ভোগ পৃথক্ বাড়ায় ॥ প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন। মধ্যে মধ্যে কভু তাঁরে দেন দরশন ॥ দুই-ভাইরে রাঘব আনি' পরিবেশে। যত্ন করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে ॥ কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি। রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা-ঠাকুরাণী ॥ দুর্ব্বাসার ঠাঞি তিঁহো পাঞাছেন বর। অমৃত হইতে পাক তাঁর অধিক মধুর ॥ সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ, মাধুর্য্যের সার। দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার ॥ ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন। পণ্ডিত কহে,—ইঁহ পাছে করিবে ভোজন ॥ ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরিয়া করিল ভোজন। 'হরি' ধ্বনি করি' উঠি' কৈল আচমন ॥ ভোজন করি' দুই ভাই কৈলা আচমন। রাঘব আনি পরাইলা মাল্য-চন্দন ॥ বিড়া খাওয়াইলা, কৈলা চরণ বন্দন। ভক্তগণে দিলা বিড়া মাল্য-চন্দন ॥ রাঘবের কৃপা রঘুনাথের উপরে। দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট পাত্র দিলা তাঁরে ॥ কহিলা,—চৈতন্য কৈরাছেন ভোজন। তাঁর শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিবে বন্ধন ॥ ভক্ত-চিত্তে ভক্ত-গৃহে সদা অবস্থান। কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥ সর্ব্বত্র 'ব্যাপক' প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস। ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ ॥ প্রাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া। সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা ॥ রঘুনাথ আসি' কৈল চরণ-বন্দন। রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কৈলা নিবেদন ॥ "অধম, পামর মুই হীন জীবাধম! মোর ইচ্ছা হয়, পাঁউ চৈতন্য চরণ ॥ বামন হঞা চান্দ ধরিবারে চায়। অনেক যত্ন কৈনু, তাতে কভু সিদ্ধ নয় ॥ যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া। পিতা, মাতা, দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া ॥ তোমার কৃপা বিনা কেহ 'চৈতন্য' না পায়। তুমি কৃপা কৈলে তা'রে অধমেহ পায় ॥ অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয়। মোরে 'চৈতন্য দেহ', গোসাঞি, হঞা সদয় ॥ মোর মাথে পদ ধরি'

করহ প্রসাদ। 'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ' কর আশীর্ব্বাদ॥" শুনি' হাসি' কহে প্রভু সব ভক্তগণে। "ইহার বিষয়-সুখ—ইন্দ্রসুখ-সমে॥ চৈতন্য-কৃপাতে সে নাহি ভায় মনে। সবে আশীর্ব্বাদ কর, পাউক চৈতন্য-চরণে॥ কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেইজন পায়। ব্রহ্মলোক-আদি-সুখ তাঁরে নাহি ভায়॥" তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা। তাঁর মাথে পদ ধরি' কহিতে লাগিলা॥ "তুমি করাইলা এই পুলিন-ভোজন। তোমায় কৃপা করি গৌর কৈলা আগমন॥ কৃপা করি' কৈলা চিড়া-দুগ্ধ ভোজন। নৃত্য দেখি রাত্রে কৈলা প্রসাদ ভক্ষণ॥ তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে। ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে॥ স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে। 'অন্তরঙ্গ' ভৃত্য বলি' রাখিবে চরণে॥ নিশ্চিন্ত হঞা যাহ আপন-ভবন। অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য চরণ॥" সব ভক্তদ্বারে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইলা। তাঁ-সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিলা॥ প্রভু-আজ্ঞা ল'ঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লইলা। রাঘব-সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিলা॥ যুক্তি করি' শত মুদ্রা, সোণা তোলা-সাতে। নিভৃতে দিলা প্রভুর ভাণ্ডারির হাতে॥ তাঁরে নিষেধিলা,—"প্রভুরে এবে না কহিবা। নিজ ঘরে যাবেন যবে তবে নিবেদিবা॥" তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা। ঠাকুর দর্শন করাঞা মালা-চন্দন দিলা॥ অনেক প্রসাদ দিলা পথে খাইবারে। তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে॥ "প্রভুর সঙ্গে যত মহান্ত, ভৃত্য, আশ্রিত জন। পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ॥ বিশ, পঞ্চদশ, বার, পঞ্চ, দ্বয়। মুদ্রা দেহ' বিচারিয়া যোগ্য যত হয়॥ সব লেখা করিয়া রাঘব-পাশ দিলা। যাঁর নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা॥ একশত মুদ্রা, আর সোণা তোলাদ্বয়। পণ্ডিতের আগে দিলা করিয়া বিনয়॥ তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা। নিত্যানন্দ-কৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা॥

শ্রীরঘুনাথের গৃহত্যাগ

সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন। বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন॥ তাঁহা জাগি' রহে সব রক্ষকগণ। পলাইতে করেন নানা উপায় চিন্তন॥

হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ। প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥ তাঁ-সবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে। প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ, তবহিঁ ধরা পড়ে ॥ এইমত চিন্তিতে দৈবে একদিনে। বাহিরে দেবীমণ্ডপে কৈরাছেন শয়নে ॥ দণ্ডচারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ। **যদুনন্দন আচার্য্য** তবে করিলা প্রবেশ ॥ বাসুদেব দত্তের তেঁহ হয় 'অনুগৃহীত'। **রঘুনাথের 'গুরু'** তেঁহ হয় 'পুরোহিত' ॥ অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ। আচার্য্য আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য 'প্রাণধন' ঙ্গনে আসিয়া তেঁহো যবে দাণ্ডাইলা। রঘুনাথ আসি' তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥ তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরেরে সেবা করে। সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে ॥ রঘুনাথে কহে,—"তাঁরে করহ সাধন। সেবা যেন করে, আর নাহিক 'ব্রাহ্মণ' ॥ এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা। রক্ষক সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥ আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্বদিশাতে। কহিতে শুনিতে হুঁহে চলে সেই পথে ॥ অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে। "আমি সেই বিপ্রে সাধি' পাঠাইমু তোমার স্থানে ॥ তুমি ঘরে যাহ সুখে, মোরে আজ্ঞা হয়।" এই ছলে আজ্ঞা মাগি' করিলা নিশ্চয় ॥ "সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে। পলাইতে ভাল মোর এইত প্রসঙ্গে ॥" এত চিন্তি' পূর্ব্বমুখে করিলা গমন। উলটিয়া চাহে পাছে,—নাহি কোন জন ॥ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া। পথ ছাড়ি' উপপথে যায়েন ধাঞা ॥ গ্রামে-গ্রামের পথ ছাড়ি' যায় বনে-বনে। কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্যচরণে ॥ পঞ্চদশ-ক্রোশ-পথ চলি' গেলা একদিনে। সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥ উপবাসী দেখি' গোপ দুগ্ধ আনি' দিলা। সেই দুগ্ধ পান করি' পড়িয়া রহিলা ॥ এথা সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া। তাঁর গুরুপাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া ॥ তেঁহ কহে,—'আজ্ঞা মাগি' গেলা নিজ-ঘর'। 'পলাইল রঘুনাথ'—উঠিল কোলাহল ॥ তাঁর পিতা কহে,—"গৌড়ের ভক্তগণ। প্রভু-স্থানে নীলাচলে করিলা গমন ॥ সেই-সঙ্গে রঘুনাথ গেল পলাঞা। দশজন যাহ, তারে আনহ ধরিয়া ॥" শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া। "আমার পুত্রেরে তুমি দিবা বাহুড়িয়া ॥"

ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জনে। ঝাঁকরাতে পাইলা গিয়া বৈষ্ণবের গণে॥ পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল। শিবানন্দ কহে,—'তেঁহ এথা না আইল'॥ বাহুড়িয়া সেইদশ জন আইলা ঘর। তাঁর মাতা-পিতা হইল চিন্তিত অন্তর॥ এথা রঘুনাথদাস প্রভাতে উঠিয়া। পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণ-মুখ হঞা॥ ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরাণ। কুগ্রাম-কুগ্রাম দিয়া করিল প্রয়াণ॥ ভক্ষণ নাহি, সমস্ত দিবস গমন। ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ প্রাপ্ত্যে মন॥ কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান। যবে যেই মিলে, তাহে রাখে নিজ-প্রাণ॥

নীলাচলে শ্রীরঘুনাথ

বারদিনে চলি' গেলা শ্রীপুরুষোত্তম। পথে তিন দিন মাত্র করিলা ভোজন। স্বরূপাদি-সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া। হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া॥ অঙ্গনেতে দূরে রহি' করেন প্রণিপাত। মুকুন্দ-দত্ত কহে, 'এই আইল রঘুনাথ'॥ প্রভু কহেন,—'আইস, তেঁহো ধরিলা চরণ। উঠি' প্রভু কৃপায় তাঁরে করিলা আলিঙ্গন॥ স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিলা। প্রভু-কৃপা দেখি' সবে আলিঙ্গন কৈলা॥ প্রভু কহে,—"কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে। তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥" রঘুনাথ কহে মনে,—'কৃষ্ণ নাহি জানি। তব কৃপা কাড়িল আমা,—এই মাত্র মানি'॥ প্রভু কহেন,—তোমার পিতা-জ্যেঠা, দুইজনে। চক্রবর্ত্তী-সম্বন্ধে আমি 'আজা' করি' মানে॥ চক্রবর্ত্তীর দুঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস। অতএব তারে আমি করি পরিহাস॥ ইহার বাপ-জ্যেঠা—বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া। সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥ যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়। 'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহে, 'বৈষ্ণবের প্রায়'॥ তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ। সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভব-বন্ধ॥ হেন 'বিষয়' হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা'। কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥

রঘুনাথের ক্ষীণতা-মালিন্য দেখিয়া। স্বরূপেরে[১৫] কহেন প্রভু কৃপার্দ্র-চিত্ত হঞা॥ "এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে। পুত্র-ভৃত্য-রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥ তিন 'রঘুনাথ'[১৬] নাম হয় মোর স্থানে। 'স্বরূপের রঘু'—আজি হৈতে ইহার নামে॥" এত কহি' রঘুনাথের হস্ত ধরিলা। স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈলা॥ স্বরূপ কহে,—'মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হৈল।' এত কহি' রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল॥ চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি। গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি'॥ "পথে ইঁহ কৈরাছে বহুত লঙ্ঘন। কতদিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ।" রঘুনাথে কহে,—"যাঞা কর সিন্ধু স্নান। জগন্নাথ দেখি' আসি' করহ ভোজন॥" এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা। রঘুনাথ-দাস সব ভক্তেরে মিলিলা॥ রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি' ভক্তগণ। বিস্মিত হঞা করে ভাগ্য প্রশংসন॥ রঘুনাথ সমুদ্রে যাঞা স্নান করিলা। জগন্নাথ দেখি গোবিন্দপাশ আইলা॥ প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা। আনন্দিত হঞা মহাপ্রসাদ পাইলা॥ এই মত রহে তেঁহ স্বরূপ-চরণে। গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দেন পঞ্চ দিনে॥

১৫। ইঁহার সন্ন্যাস আশ্রমের নাম শ্রীস্বরূপ দামোদর, পূর্ব্বনাম,—শ্রীপুরুষোত্তম লাহিড়ী। পূর্ব্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী ভেটাদিয়া গ্রামে ইঁহার বাস। শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গে বিজয়কালে এই গ্রামে ইঁহাদের ঘরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ভ্রাতার নাম শ্রীলক্ষ্মীকান্ত লাহিড়ী। পুরুষোত্তম কাশী হইতে পাঠ সমাপন করিয়া পরে নীলাচলে প্রভুর নিত্যসঙ্গীরূপে অবস্থান করেন। "প্রভুর অতি মর্ম্মীভক্ত রসের সাগর"॥ স্বরূপের কড়চায় মহাপ্রভুর লীলাকথার সঠিক অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে এই কড়চা দুষ্প্রাপ্য। শ্রীলোকনাথ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

১৬। তিন রঘুনাথ—১। শ্রীরঘুনাথ দাস, ২। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, ৩। শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য, 'রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা ভক্ত রসময়' —চৈঃ ভাঃ।

শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্যাচরণ

আর দিন হৈতে 'পুষ্প-অঞ্জলি' দেখিয়া। সিংহদ্বারে খাড়া রহে আহার লাগিয়া॥ জগন্নাথের সেবক যত—'বিষয়ীর গণ'। সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেতে গমন॥ সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণবে দেখিয়া। পসারির ঠাঞি অন্ন দেন কৃপাত' করিয়া॥ এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহার। নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বার॥ সর্ব্বদিন করেন বৈষ্ণব নাম-সঙ্কীর্ত্তন। স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন॥ কেহ ছত্রে যাঞা খায়, যেবা কিছু পায়। কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি' সিংহ-দ্বারে রয়॥ মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্॥ প্রভুরে গোবিন্দ কহে,—"রঘুনাথ 'প্রসাদ' না লয়। রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি' খায়॥" শুনি' তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিল। "ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল॥ বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন। মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥ বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥ বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন। শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥ জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে। আপনার কৃত্য লাগি' কৈলা নিবেদনে॥ "কি লাগি' ছাড়াইলা ঘর, না জানি উদ্দেশ। কি মোর কর্ত্তব্য, প্রভু করুন উপদেশ॥" প্রভুর আগে কথা-মাত্র না কহে রঘুনাথ। স্বরূপ-গোবিন্দ দ্বারা কহায় নিজ বাত্॥ প্রভুর আগে স্বরূপ নিবেদিলা আর দিনে। রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে॥ "কি মোর কর্ত্তব্য, মুই না জানি উদ্দেশ। আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ॥" হাসি' মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল। "তোমার উপদেষ্টা করি' স্বরূপেরে দিল॥ 'সাধ্য'-সাধন'-তত্ত্ব শিখ' ইঁহার স্থানে। আমি যত নাহি জানি, ইঁহো তত জানে॥ তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়। আমার এই বাক্যে তুমি করহ নিশ্চয়॥ গ্রাম্য-

কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥ এইত' সংক্ষেপে আমি কৈলুঁ উপদেশ। স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ ॥" এত শুনি' রঘুনাথ বন্দিলা চরণ। মহাপ্রভু কৈলা তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন ॥ পুনঃ সমর্পিলা তাঁরে স্বরূপের স্থানে। 'অন্তরঙ্গ-সেবা' করে স্বরূপের সনে ॥ হেন-কালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ। পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিলা মিলন ॥ সবা লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন। সবা লঞা কৈলা প্রভু বন্য-ভোজন ॥ রথ যাত্রায় সবা লঞা কৈলা নর্ত্তন। দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥ রঘুনাথ দাস যবে সবারে মিলিলা। অদ্বৈত আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ॥

রঘুনাথকে অন্বেষণ

শিবানন্দ সেন তাঁরে কহেন বিবরণ। তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাইল দশ জন ॥ তোমারে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল মোরে। ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাঞা গেল ঘরে ॥ চারি মাস রহি' ভক্তগণ গৌড়ে গেলা। শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥ সে মনুষ্য শিবানন্দ-সেনেরে পুছিল। "মহাপ্রভুর স্থানে এক 'বৈষ্ণব' দেখিল ॥ গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো, নাম-'রঘুনাথ'। নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাথ ॥" শিবানন্দ কহে,—"তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে। পরম বিখ্যাত তেঁহো কেবা নাহি জানে ॥ স্বরূপের স্থানে তারে কৈরাছেন সমর্পণ। প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণ সম ॥ রাত্রি-দিন করে তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন। ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥ পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য-পরিধান। যৈছে তৈছে আহার করি' রাখয়ে পরাণ ॥ দশ দণ্ড রাত্রি গেলে 'পুষ্পাঞ্জলি' দেখিয়া। সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া ॥ কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ। কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ ॥" এত শুনি' সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন-স্থানে। কহিল গিয়া সব রঘুনাথ বিবরণে ॥

রঘুনাথের পিতার সেবক ও অর্থ প্রেরণ

শুনি' তাঁর মাতা-পিতা দুঃখিত হইল। পুত্র ঠাঞি দ্রব্য-মনুষ্য পাঠাইল॥ চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ। শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ॥ শিবানন্দ কহে,—"তুমি যাইতে নারিবা। আমি যাই যবে, আমার সঙ্গে যাইবা॥ এবে ঘর যাহ, যবে আমি সব চলিমু। তবে তোমা-সবাকারে সঙ্গে লঞা যামু॥ এইত' প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপুর। রঘুনাথ-মহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর॥ (চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটকে ১০ম অ, ৩য়-৪র্থ শ্লোকে, সঙ্গী যাত্রীর প্রতি শিবানন্দের উক্তি, এই গ্রন্থের স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য) শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিলা। কর্ণপুর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিলা॥ বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলে নীলাচলে। রঘুনাথের সেবক, বিপ্র, তাঁর সঙ্গে চলে॥ সেই বিপ্র, ভৃত্য চারিশত মুদ্রা লঞা। নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া॥ রঘুনাথ-দাস অঙ্গীকার না করিল। দ্রব্য লঞা দুইজন তাঁহাই রহিল॥ তবে রঘুনাথ করি' অনেক যতন। মাসে দুইদিন কৈলা প্রভুর নিমন্ত্রণ॥ দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ। ব্রাহ্মণ ভৃত্য-ঠাঞি করেন এতেক গ্রহণ॥ এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈলা। পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিলা॥ মাস-দুই যবে রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ। স্বরূপে পুছিলা তবে শচীর নন্দন॥ 'রঘু কেনে আমায় নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিল ?' স্বরূপ কহে,—"মনে কিছু বিচার করিল॥ বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ। প্রসন্ন না হয় ইঁহার, জানি প্রভুর মন॥ মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল। এই নিমন্ত্রণে দেখি,—'প্রতিষ্ঠা' মাত্র ফল॥ উপরোধে প্রভু মোর মানেন নিমন্ত্রণ। না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খ জন॥ এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিল।" শুনি' মহাপ্রভু হাসি' বলিতে লাগিল॥ "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥ বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ। দাতা, ভোক্তা, দুঁহার মলিন হয় মন॥ ইঁহার সঙ্কোচে আমি এতদিন নিল। ভাল হৈল, জানিয়া সে আপনি ছাড়িল॥" কতদিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িলা। ছত্রে যাই, মাগিয়া খাইতে আরম্ভ

করিলা॥ গোবিন্দ-পাশ শুনি' প্রভু পুছেন শ্রীস্বরূপেরে। 'রঘু ভিক্ষা লাগি' ঠাড় কেনে নহে সিংহদ্বারে? স্বরূপ কহে,—"সিংহদ্বারে দুঃখ অনুভবিয়া। ছত্রে মাগি' খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া॥" প্রভু কহে,—"ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার। সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি—বেশ্যার আচার॥ ("অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি, অনেন দত্তময়মপরঃ। সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি, ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি"— ইনি আসিতেছেন, ইনিই দিবেন; ইনি দিয়াছেন; আর একজন আসিতেছেন, ইনি দিবেন, এই যে ব্যক্তি গেলেন, ইনি দিলেন না; অন্য আর একব্যক্তি আসিয়া দিবেন',—অযাচক বৈরাগিবেষিগণ [নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যার ন্যায়] এইরূপ আশা করিয়া থাকেন)। ছত্রে গিয়া যথা-লাভ উদর-ভরণ। অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ণ-কৃপা

এত বলি' তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিলা। **'গোবর্দ্ধনের শিলা', 'গুঞ্জা-মালা'** তারে দিলা॥ শঙ্করানন্দ-সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা। তেঁহ সেই শিলা-গুঞ্জামালা লঞা গেলা॥ পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধনশিলা। দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি' দিলা॥ দুই অপূর্ব্ব-বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা। স্মরণের কালে গলে পরেন গুঞ্জামালা॥ গোবর্দ্ধন-শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে। কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু শিরে করে॥ নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর। শিলারে কহেন প্রভু—'কৃষ্ণ-কলেবর'॥ এইমত তিন বৎসর শিলা-মালা ধরিলা। তুষ্ট হঞা **শিলা-মালা রঘুনাথে দিলা**॥ প্রভু কহে,—"এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ। ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥ এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন। অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণ-প্রেমধন॥ এক কুঁজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী। সাত্ত্বিক-সেবা এই শুদ্ধভাবে করি॥ দুইদিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল-মঞ্জরী। এইমত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি'॥ শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা

দিলা। আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥ এক-বিতস্তি দুই বস্ত্র, পিঁড়া একখানি। স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানি ॥ এইমত রঘুনাথ করেন পূজন। পূজাকালে দেখে শিলা "ব্রজেন্দ্র-নন্দন" ॥ প্রভুর স্বহস্ত দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা। এই চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি' গেলা ॥ জল-তুলসীর সেবায় যত সুখোদয়। ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয় ॥ এইমত কতদিন করেন পূজন। তবে স্বরূপ গোঁসাই তাঁরে কহিলা বচন ॥ "অষ্ট-কৌড়ির খাজা-সন্দেশ কর সমর্পণ। শ্রদ্ধা করি দিলে, সেই অমৃতের সম" ॥ তবে অষ্ট-কৌড়ির খাজা করে সমর্পণ। স্বরূপ-অজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধান ॥ রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইলা। গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিলা ॥ "শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিলা 'গোবর্দ্ধনে'। গুঞ্জামালা দিয়া দিল 'রাধিকা-চরণে' ॥[১৭] আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ। কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা? রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা ॥[১৮] সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে। সাড়ে চারি দণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে ॥ বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভূত কথন। আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥ ছিণ্ডাকানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন। সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন ॥ প্রাণরক্ষা লাগি' যেবা করেন ভক্ষণ। তাহা খাঞা আপনার করে নির্ব্বেদন ॥ "আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞান ধূতাশয়ঃ। কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি পামরঃ ॥" প্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায়। দুই-তিন দিন হৈলে, ভাত সড়ি' যায় ॥ সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে। সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গী-গাই খাইতে না পারে ॥ সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি'। ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে, দিয়া

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকা—"শ্রীবৃন্দাবনীয়োত্তম-যুগলবস্তু-দানেন যুগল-ভজনমেবোপদিষ্ট-মিতি।" ইহাই—"শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী"র যুগল-সেবা বলে।

১৮। রঘুনাথ-প্রসঙ্গে প্রেম-বিলাসে,—

"হেন বৈরাগ্য রাধিকার প্রিয় কেবা আছে।
কবিরাজ যার শিষ্য রহিলেন কাছে ॥"

বহু পানি॥ ভিতরেতে দড়ভাত মাজি' যেই পায়। লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥ একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিলা। হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইলা॥ স্বরূপ কহে,—ঐছে অমৃত খাও নিতি-নিতি। আমা সবায় নাহি দেহ,—কি তোমার প্রকৃতি? গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা। আর দিন আসি প্রভু কহিতে লাগিলা॥ 'খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ কেনে? এত বলি' এক গ্রাস করিলা ভক্ষণে॥ আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা। 'তব যোগ্য নহে' বলি বলে কাড়ি' নিলা॥ প্রভু বলে,—নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই। ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই॥ এই মত মহাপ্রভু নানা লীলা করে। রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি' সন্তোষ অন্তরে॥ আপন-উদ্ধার এই রঘুনাথ দাস। 'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' কৈরাছেন প্রকাশ। স্তবাবলী চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে ১১শ শ্লোক—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

এইত' কহিলুঁ রঘুনাথের মিলন। ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ॥ শ্রীরূপ-রঘুনাথপদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে, কৃষ্ণদাস॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার কৃত "**শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত** অন্ত্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে" শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হইতেই শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুর চরিত সম্বন্ধে সকল বিষয় অবগত হওয়া যায়। পয়ার ছন্দের রসালুতা আস্বাদন জন্য পয়ারাবলী আকারেই উদ্ধৃত হইল। শ্রীল দাস গোস্বামির গ্রন্থাদির পরিচয় পৃথক্ ভাবে লিখিত হইতেছে। শ্রীল রঘুনাথ দাস স্বীয় 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থের উপসংহারে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কথা এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"যস্য সঙ্গবলতোঽদ্ভুতা ময়া মৌক্তিকোত্তমকথা প্রচারিতা।
তস্য কৃষ্ণকবি-ভূপতের্ব্রজে সঙ্গতি র্ভবতু মে ভবে ভবে॥"

—আমি যাঁহার সঙ্গ-প্রভাবে এই অদ্ভুত মৌক্তিকোত্তমকথা প্রচার করিলাম, আমার জন্মে জন্মে এই ব্রজভূমিতে সেই কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গ লাভ হউক।

শ্রীল দাস গোস্বামীর অন্ত্যলীলার সঙ্গী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল রঘুনাথের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্য লীলা শ্রবণ করিয়া চরিতামৃত রচনা করিয়াছেন,—"রঘুনাথ দাসের সদা, প্রভুসঙ্গে স্থিতি। তাঁর মুখে শুনি' লিখি, করিয়া প্রতীতি॥

"চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাঁহা ইহা বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥
ছোট বড় ভক্তগণ বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ
সবে মোর করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞির মত রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥"

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু মুক্তাচরিতের একটি শ্লোকে শ্রীরূপপাদ নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন,—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

আমি দন্তপংক্তিতে তৃণ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি, জন্মে জন্মে যেন প্রভুপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি।

শ্রীল দাস গোস্বামীর গ্রন্থ পরিচয়

"রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়। 'স্তবমালা' নাম (১) স্তবাবলী যা'রে কয়। (২)[১৯] 'শ্রীদানচরিত', (৩) 'মুক্তাচরিত' মধুর। যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর।

রঘুনাথাভিধেয়স্য তয়োর্মিত্রত্বমীয়ুষঃ।
স্তবমালা-দান-মুক্তাচরিতং কৃতিষূদিতম্॥
—(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৮৩০-৮৩২)

১। **স্তবাবলী**—এই গ্রন্থে ২৯টী স্তব গ্রথিত আছে। তাহা এই—১ **শ্রীশচীসূন্বষ্টক**, ২ **শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু**, ৩ **মনঃশিক্ষা**, ৪ প্রার্থনা, ৫ শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশক, ৬ শ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশক, ৭ শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক, ৮ শ্রীব্রজবিলাস-স্তব, ৯ বিলাপকুসুমাঞ্জলি, ১০ প্রেমপূরাভিধস্তোত্র, ১১ প্রার্থনা—গ্রন্থকর্ত্তুঃ, ১২ **স্বনিয়মদশক** ১৩ শ্রীরাধিকাষ্টোত্তর-শতনাম-স্তোত্র, ১৪ শ্রীরাধিকাষ্টক, ১৫ **প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য স্তবরাজ** ১৬ স্বসঙ্কল্পপ্রকাশস্তোত্রম্, ১৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল কুসুমকেলিঃ, ১৮ প্রার্থনামৃতম্, ১৯ নবাষ্টকম্, ২০ গোপালরাজ-স্তোত্রম্ ২১ শ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্, ২২ শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্, ২৩ শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্, ২৪ উৎকণ্ঠাদশকম্, ২৫ নবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টকম্, ২৬ অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্, ২৭ দান-নিবর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টকম্, ২৮ প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশকম্ ও ২৯ অভীষ্টসূচনম্।

উপরোক্ত ১, ২, ৩, ১২, ১৫ এই পাঁচটী স্তবের সংক্ষেপ বঙ্গানুবাদ কিছু দেওয়া হইল,—

শ্রীশচীসূন্বষ্টক (বঙ্গানুবাদ)

যে শ্রীহরি ব্রজধামে দর্পণমধ্যে প্রতিফলিত স্বীয় অনুপম অঙ্গকান্তি দর্শন করিয়া প্রিয়তমা সখী শ্রীরাধিকার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে তাহা অনুভব করিবার জন্য শ্রীরাধিকার গৌরকান্তিদ্বারা স্বীয় বিগ্রহের তাদৃশ রূপ

১৯। শ্রীদানকেলিচিন্তামণি।

গ্রহণ পূর্ব্বক গৌড়দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন? ॥১॥ যিনি শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়স্থিত প্রেম-মধুতে স্নান করিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহযুক্ত, স্বভৃত্য গোবিন্দ-কর্ত্তৃক প্রকাশমান নির্ম্মল পরিচর্য্যা দ্বারা যাঁহার পদযুগল নিরন্তর সংসেবিত এবং শ্রীস্বরূপপাদের অসংখ্য প্রাণকমল দ্বারা যাঁহার বদন নীরাজিত হইয়াছিল, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন? ॥২॥ যিনি স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়াও লোকশিক্ষার্থ কৌপীন এবং তদুপরি অরুণবর্ণ বহির্বাস পরিধান করিয়াছিলেন, যাঁহার শ্রীবিগ্রহ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল এবং সুমেরু শোভা কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত, যিনি সানন্দে উচ্চৈঃস্বরে নিজের মধুর নামরাশি কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন? ॥৩॥ যাহা ভক্তিনিপুণ পুরাতন মুনিগণেরও অজ্ঞেয় এবং শ্রুতির পরম গোপনীয় ধন, এরূপ উজ্জ্বল প্রেমরস যাহার ফলস্বরূপ, সেই ভক্তি-লতাকে যিনি অতিশয় কৃপাবশতঃ গৌড়দেশে বিস্তার করিয়াছেন, সেই পরম-কৃপালু শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন? ॥৪॥ যিনি জগতে গৌড়দেশীয় জনগণকে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া—"হে জনগণ, তোমরা সংখ্যানুসারে 'হরেকৃষ্ণ' এই নাম কীর্ত্তন কর"—এইরূপ বাক্যে পিতার ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন? ॥৫॥ যিনি সর্ব্বদা প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভের চরম দেশে অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে অবস্থানপূর্ব্বক সম্মুখে নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া পরম-প্রেম-নিবন্ধন বিগলিত নয়নজলে স্বীয় উন্নতোজ্জ্বল বিগ্রহকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-গোচর হইবেন? ॥৬॥ যিনি দন্তসমূহ দ্বারা বন্ধুক-কান্তিবিজয়ী স্বীয় অধরকে দংশনপূর্ব্বক বামহস্ত কটিতটে বিন্যস্ত এবং দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া সহর্ষে নৃত্য কৌতুকযুক্ত এবং কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া অগণিত রোমাঞ্চশালী হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায়

আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥৭॥ যিনি নদীতীরস্থ উপবনে গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বিহ্বল হইয়া নয়নজলধারাসমূহ দ্বারা অপর এক নদীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং বারম্বার মূর্চ্ছাভাবাপন্ন হইয়া নিখিল বিশ্বকে মৃতের ন্যায় চৈতন্য-রহিত করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥৮॥ যিনি অতি-বিমল বুদ্ধিযুক্ত হইয়া দৈন্যাতিশয় সহকারে স্বীয় অভীষ্ট-সম্পাদক শ্রীশচীনন্দনের এই অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাহার প্রতি অতিশয় কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রসপ্রদ প্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন ॥৯॥ ইতি—

শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরু (বঙ্গানুবাদ)

মানবগণ যাঁহার (সবিলাস) গতি-দর্শনে মদমত্ত মাতঙ্গবরের প্রতি এবং যাঁহার মুখমণ্ডল-দর্শনে পূর্ণচন্দ্রের প্রতি থুৎকারসমূহ নিক্ষেপ করিয়া থাকে এবং যিনি নিজকান্তিদ্বারা স্বর্ণাচল সুমেরু-পর্ব্বতকেও স্বমাধুর্য্যপ্রভাবে যে যে স্থানে উৎপন্ন, তত্তৎস্থানেই স্থিতিশীল করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব সুধাময় বচন-প্রবাহের সহিত আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ১ ॥ যিনি বিবিধ নবীন রত্নতুল্য অতি বিবর্ণত্ব, স্তম্ভ, অস্ফুট বচন, কম্প, অশ্রু ও পুলকরাশি দ্বারা নিজ বিগ্রহকে অলঙ্কৃত করিয়া নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথ-দেবের পুরোভাগে তাঁহার অতিশয় হর্ষোৎপাদনের জন্য হাস্যসহকারে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥২॥

যিনি 'সমৃদ্ধিমদ'-নামক সম্ভোগরসের অনুভবজনিত আনন্দে ইতস্ততঃ চরণ সঞ্চারণ এবং অরুণ-বর্ণ জলযন্ত্র-সদৃশ নয়নযুগল হইতে বিগলিত সলিলরাশিতে জগৎ-সেচন-সহকারে কম্পচলিত দন্তসমূহদ্বারা মধুর অধর দংশন পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৩ ॥ যিনি একদা কাশী মিশ্রের ভবনে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের

অতিবিরহ হেতু ভুজ ও পদযুগলের শোভা ও সন্ধিস্থান শিথিলভাবে প্রাপ্ত হইলে তাহাদের অতিদীর্ঘত্ব ধারণ করিয়া অতিবিকলভাবে গদ্‌গদবচনে অতি-কাতরতার সহিত রোদন করিতে ভূলুণ্ঠন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৪ ॥ যিনি সঙ্কীর্ত্তনানন্তর শ্রমাপনোদনের জন্য ভক্তগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে শায়িত হইয়াও পরম উৎকণ্ঠাবশতঃ তথায় অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া, গৃহের দ্বারত্রয় উদ্‌ঘাটন না করিয়া অত্যুচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কলিঙ্গদেশোদ্ভব গোসমূহের মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অতিবিরহহেতু শরীরে খর্ব্বতা উদিত হওয়ায় কূর্ম্মের ন্যায় বিরাজিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৫ ॥ যিনি স্বীয় অগণিত প্রাণোপম শ্রীব্রজধামের বিরহজাত উন্মাদ-হেতু নিরন্তর অতিশয় প্রলাপ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে গৃহভিত্তিতে বদনমণ্ডল ঘর্ষণ করায় ক্ষতজন্য সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৬॥ যিনি একদা শ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারপালকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনী সখী মনে করিয়া উন্মাদের ন্যায় "হে সখি, আমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? তুমি সত্বর তাঁহাকে এস্থানে আনয়ন পূর্ব্বক আমাকে দর্শন করাও"—এইরূপ বলিলে, "তুমি প্রিয় দর্শনের জন্য সত্বর গমন কর"—দ্বারপাল এইরূপ উক্তি করিয়াছিল; তাহাতে যিনি দ্বার-পালের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৭ ॥ যিনি নীলাচল-সমীপস্থ চটক পর্ব্বতের দর্শনহেতু নিজ ভক্তগণের প্রতি "আমি বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন দর্শনার্থ এস্থান হইতে যাত্রা করিতেছি"—এইরূপ বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় তদভিমুখে ধাবিত হইলে নিজ ভক্তগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৮ ॥ যিনি বিভূষিত দোলাখেলার শোভাযুক্ত উত্তম প্রসিদ্ধ মণ্ডপতলে স্বীয় স্বরূপ এবং অপর নিজ-গণের সহিত মিলিত হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণনাম-সমূহের অতি মধুর গান করিয়া অভিনয়বিশিষ্ট হইয়া-

ছিলেন, সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৯ ॥ যিনি গরুড়ের প্রতি নারায়ণের ন্যায় গোবিন্দ নামক ভক্তবরের প্রতি পরম দয়া, সান্দীপনির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ঈশ্বরপুরী পাদের প্রতি গুরুভক্তি এবং শ্রীসুবলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় স্বরূপ-গোস্বামীর প্রতি পরম স্নেহভার ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ১০ ॥ যিনি মাদৃশ পতিত এবং কুজনকেও কৃপা-পূর্ব্বক মহাসম্পৎ ও কলত্র হইতে উদ্ধার করিয়া, স্বীয় শ্রীস্বরূপের নিকট স্থাপিত করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং আমাকে প্রিয়রূপে স্বীকার করিয়া আমার বক্ষোদেশে গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ১১ । যিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবে বর্ত্তমান বিবিধ নির্ম্মল প্রেমরূপ কুসুমের প্রভায় দেদীপ্যমান পদ্যাবলিরূপ শাখাযুক্ত এই স্তবকল্পতরুটীকে অতি শ্রদ্ধারূপ ঔষধিসম্বলিত পাঠ-সলিলে অভিষিক্ত করেন, তিনি রসবিশিষ্ট গুরুদেবের অবলোকনরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥১২॥ ইতি—

'শ্রীশচীসূন্বষ্টক' ও 'শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু'—এই দুইটি স্তবই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণের পরিচয় দিয়াছেন।

মনঃশিক্ষা—(বঙ্গানুবাদ)

হে ভ্রাতঃ মন, তুমি দম্ভ পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৃন্দাবন ধাম, শ্রীব্রজবাসিগণ, সজ্জনগণ, বিপ্রগণ, ইষ্টমন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণনাম এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ রক্ষকের প্রতি সর্ব্বদা অপূর্ব্ব ও অতিশয় অনুরাগ ধারণ কর। আমি তোমার চরণ ধারণ পূর্ব্বক চাটুবাক্যসমূহের দ্বারা ইহা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১ ॥ হে মন, তুমি বেদবিহিত ধর্ম্ম বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না, পরন্তু ইহলোকে ব্রজধামে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রভূত সেবা বিস্তার কর এবং শ্রীশচী-

নন্দনকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ও শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ২ ॥ হে মন, শ্রবণ কর, যদি তুমি প্রতিজন্মে অনুরাগযুক্ত হইয়া ব্রজধামে নিবাস এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের শীঘ্র সেবা বিষয়ে অভিলাষ কর, তাহা হইলে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, বা সগণ শ্রীরূপ গোস্বামী এবং তদগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে স্মরণ ও নমস্কার কর ॥ ৩ ॥ হে মন, তুমি দুর্জ্জনের সহিত বসতিরূপ বেশ্যাকে পরিত্যাগ কর, যেহেতু, উহা বুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে। এইরূপ মুক্তিস্বরূপা ব্যাঘ্রীর কথাও শ্রবণ করিও না, যেহেতু, উহা সর্ব্বশরীর গ্রাস করিয়া থাকে। অপিচ, যে লক্ষ্মীনারায়ণ-ভক্তি এই ব্রজধাম হইতে পর-ব্যোমে লইয়া যায়, তাহাও পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা কর। যেহেতু ঐ রাধাকৃষ্ণ হৃদয়মধ্যে প্রেমমণি প্রদান করেন ॥ ৪ ॥ হে মন, কাম প্রভৃতি কুপথপ্রাপক বঞ্চকগণ কর্ত্তৃক আমি গলদেশে অসৎ চেষ্টারূপ ক্লেশদায়ক ভীষণ পাশ সমূহ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতেছি ; অতএব তুমি বকশত্রু নন্দনন্দনের বর্ত্ম রক্ষক শ্রীবৈষ্ণবগণকে এরূপভাবে কাতরস্বরে আহ্বান কর, যাহাতে তাঁহারা তোমাকে উহা হইতে রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥ হে মন, তুমি কি জন্য প্রকৃষ্টরূপে উদীয়মান কপটতাজনিত কুটি-নাটীরূপ গর্দ্দভের ক্ষরিত মূত্রে স্নান করিয়া নিজেকে এবং আমাকে দগ্ধ করিতেছ ? তুমি সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদ-দ্বন্দ্ববিষয়ক প্রেমভক্তিরূপ বিলাসমান সুধাসমুদ্রে স্নান করিয়া নিজকে এবং আমাকে অতিশয় সুখী কর ॥ ৬ ॥ হে মন, প্রতিষ্ঠারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, অতএব বিশুদ্ধ সাধুপ্রেম কিরূপে এই হৃদয় স্পর্শ করিবে ? তুমি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ অতুলনীয় সামন্তরাজের সেবা কর, যাহাতে তিনি সেই প্রতিষ্ঠাশারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণীকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া সাধুপ্রেমকে তথায় প্রবিষ্ট করাইবেন ॥ ৭ ॥ হে মন, শ্রীগিরিধর শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ শঠজনের দুষ্টত্ব দূরীভূত করিয়া উজ্জ্বল প্রেমামৃত প্রদান এবং শ্রীরাধিকা-ভজন-বিধিতে প্রেরণা উৎপাদন করেন, তুমি এই গোষ্ঠে কাতরোক্তি দ্বারা তাঁহাকে সেইরূপ ভজন কর ॥ ৮ ॥ হে মন, তুমি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে মদীয়া

ঈশ্বরী শ্রীরাধিকার নাথরূপে, বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে নিজের নাথরূপে, শ্রীললিতাকে শ্রীরাধিকার অতুলনীয়া সখীরূপে, শ্রীবিশাখাকে শিক্ষাসমূহের প্রচারণ-গুরু-রূপে এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের দর্শন ও ললিত-রতিপ্রদরূপে স্মরণ কর ॥ ৯ ॥ হে মন, যিনি সৌন্দর্য্য-কিরণসমূহ দ্বারা কন্দর্প-প্রিয়া রতিদেবী, শিবপত্নী গৌরীদেবী এবং লীলা নাম্নী শক্তিকে তাপ প্রদান করেন, সৌভাগ্য সম্বলন দ্বারা শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামা দেবীকে পরিভব করেন এবং স্ব-সুলভ বশীকরণ ধর্ম্মাদি দ্বারা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজসতীগণকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণদয়িতা শ্রীরাধাকে ভজন কর ॥ ১০ ॥ হে মন, তুমি নিজ গুরুদেব শ্রীরূপের সহিত ব্রজধামে গোষ্ঠে ললিতা-সুবলাদিগণযুক্ত, পরস্পরের প্রতি কন্দর্পভাববিবশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবালাভের জন্য প্রত্যহ ভজন-পরিপাটী সহকারে শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা, নাম, ধ্যান, শ্রবণ এবং প্রণামরূপ পঞ্চবিধ অমৃত পান করিয়া সর্ব্বদা সেই গোবর্দ্ধনের আরাধনা কর ॥ ১১ ॥ যিনি মনঃশিক্ষাপ্রদ এই একাদশ শ্লোকের যাবতীয় অর্থ সম্যক্ অবগত হইয়া মধুর বচনে ইহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীগোপাল-রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ যূথের সহিত বর্ত্তমান শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত হইয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুপম ভজন-রত্ন লাভ করেন ॥ ১২ ॥ ইতি—

স্বনিয়মদশক (বঙ্গানুবাদ)

শ্রীগুরুদেব, ইষ্টমন্ত্র, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীপাদপদ্ম, শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু, গণাগ্রগণ্য শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু ; গিরিবর শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীমথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীব্রজভূমি, ভক্তজন এবং গোষ্ঠ-বাসিগণে আমার নিরতিশয় রতি অবস্থান করুক্ ॥ ১ ॥ অন্য কোন ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহযুক্ত হইলেও আমি শ্রীবৈষ্ণব মহাপুরুষের নিকট হইতে সপ্রেমে রসাস্বাদন করিয়া ক্ষণকালও তথায় বাস করিব না, পরন্তু এই ব্রজভূমিতেই ইতরজনের সহিত

গ্রাম্যজনোচিত বাক্যালাপ করিয়াও প্রতি জন্মে বাস করিব ॥ ২ ॥ এই রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের সাহিত্যে বঞ্চিত হইলেও আমি শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ধারাবাহিক অতুললীলাস্থলীযুক্ত এই ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আদেশেও ক্ষণকালের জন্য প্রৌঢ়বিভবযুক্ত শ্রীযদুপতিকে দর্শন করিবার জন্য পুনরায় দ্বারকাপুরীতে গমন করিব না ॥ ৩ ॥ শ্রীরাধিকা প্রেমোন্মাদবশতঃ দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃদয়ে আলিঙ্গিতা হইয়া সর্ব্বসমক্ষে শোভা পাইতেছিল, এই কথা যদি আমার শ্রুতিগোচর হয়; তাহা হইলেই আমি উদ্ধতচিত্তে মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, গরুড় হইতেও অধিক বেগে উড্ডীয়মান হইয়া এই ব্রজপুরী হইতে দ্বারকায় গমন করিব ॥ ৪ ॥ এই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অর্থাৎ কারণরহিত সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবানই হউন অথবা সাদি অর্থাৎ কারণযুক্ত অবতারই হউন, সর্ব্ববিষয়ে নিপুণই হউন, অথবা অনিপুনই হউন, প্রতিক্ষণ প্রকাশমান কারুণ্যশালীই হউন অথবা প্রকৃষ্ট গুণহেতুক করুণারহিতই হউন, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টই হউন কিম্বা নরমাত্রই হউন, আমার এ সমস্ত বিচারে আবশ্যক নাই, পরন্তু তিনিই প্রতি জন্মে আমার আরাধ্য প্রভুরূপে প্রকাশিত হউন ॥ ৫ ॥ বীণাবাদক শ্রীনারদ প্রমুখ মুণিগণ বেদে যাঁহাকে গান করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা প্রবীণা গান্ধর্ব্বাকে যে কপটভাবাপন্ন পুরুষ দম্ভবশতঃ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গোবিন্দের ভজন করে, তাহার সমীপবর্ত্তী অপবিত্র দেশে আমি ক্ষণকালও গমন করিব না—ইহাই আমার নিশ্চিত ব্রত ॥ ৬ ॥ এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাঁহার "রাধা" এই নাম সুপ্রসিদ্ধ এবং যিনি অমৃতদ্বারা সমস্ত জনকে পরিতৃপ্ত করেন সেই এই শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যিনি ইহলোকে প্রেমনমিত হইয়া ভজন করেন, আমি প্রত্যহ তাঁহার চরণদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক সানন্দে উক্ত পাদোদক পান করিয়া নিরন্তর তাহা মস্তকে ধারণ করি ॥ ৭ ॥ আমি নিজ প্রিয়তম বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া দুঃখসাগরে নিপতিত হইয়াছি; তথাপি আমার প্রাণ-ধারণেই মতি হইতেছে। অতএব অদ্য দন্তে তৃণ ধারণ

পূর্ব্বক কাকুতির সহিত প্রার্থনা করিতেছি যে, শ্রীগান্ধর্ব্বাদেবী কৃপাসহকারে আমাকে নিজপাদপদ্মসমীপে উপনীত করুন ॥ ৮ ॥ আমি দম্ভরহিত এবং নিয়মযুক্ত হইয়া ব্রজধামজাত ক্ষীররূপ ভোজ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও পাত্রাদি পদার্থ দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক গিরিবর গোবর্দ্ধন-সন্নিহিত রাধাকুণ্ডতটে বাস করি এবং যথাসময়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির সম্মুখে এই প্রিয়তম স্থানেই দেহত্যাগ করিব ॥ ৯ ॥ যাঁহার সুশোভন অঙ্গের শোভাতিশয়রাশি দেদীপ্যমানা লক্ষ্মীগণকেও তিরস্কৃত করিতেছে, সেই শ্রীরাধিকা এবং কন্দর্পগণ অপেক্ষাও শোভমান শ্রীকৃষ্ণকে আমি তৎপ্রিয়তম শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়া কুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নির্জ্জনে বিবিধক্রমে সেবা করিব ॥ ১০ ॥ যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ-পূর্ব্বক বিশ্বস্তভাবে কোন এক ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি-রচিত নিজ নিয়মসূচক এই স্তব পাঠ করেন, তিনি নিশ্চিতই হৃষ্ট হইয়া ব্রজভবনে নিবাস লাভ করিয়া শ্রীরূপের সহিত সানন্দে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥ ইতি—

প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজঃ (বঙ্গানুবাদ)

মহাভাবে উজ্জ্বলচিন্তামণিভাবিতবিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি সখীর যে প্রণয়, তাহাই সদ্‌গন্ধ কুঙ্কুমাদিদ্বারা সুন্দর কান্তিপ্রাপ্ত ॥ ১ ॥ পূর্ব্বাহ্নে কারুণ্যামৃতে, মধ্যাহ্নে তারুণ্যামৃতে ও সায়াহ্নে লাবণ্যামৃতে স্নাত যাঁহার বিগ্রহ ॥ ২ ॥ লজ্জারূপ পট্টবস্ত্র-পরিধান, সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম শোভিত শ্যামবর্ণ, শৃঙ্গার-রসরূপ কস্তূরী দ্বারা চিত্র কলেবর ॥ ৩ ॥ কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্‌গদ স্বর, রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তারূপ নয়টী উত্তম রত্নে অলঙ্কৃত ॥ ৪ ॥ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণসকল পুষ্পমালারূপে যাঁহার শরীরে বিরাজমান, ধীর ও অধীরা ভাবকে তিনি পট্টবাস অর্থাৎ কর্পূরাদি দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

প্রচ্ছন্নরূপে মানই যাঁহার ধম্মিল্ল অর্থাৎ বদ্ধকেশপাশ, (খোঁপা) সৌভাগ্যরূপ তিলকে যাঁহার কপাল উজ্জ্বল, কৃষ্ণনাম ও যশঃ শ্রবণই যাঁহার কর্ণভূষণ ॥ ৬ ॥ অনুরাগস্বরূপ তাম্বুলদ্বারা যাঁহার ওষ্ঠ রক্তিমায় রঞ্জিত, প্রেম-কৌটিল্যকেই যিনি

কজ্জলরূপে ধারণ করিয়াছেন ; নর্ম্ম অর্থাৎ পরিহাস হেতু মৃদু হাসিরূপ কর্পূর দ্বারা যিনি সুবাসিত ॥ ৭ ॥ সৌরভরূপ অন্তঃপুরে যিনি গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে শায়িত হইলে বিপ্রলম্ভরূপ হার প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ তরলরূপে দোলায়িত ॥ ৮ ॥ প্রণয়-ক্রোধরূপ কাঁচুলী দ্বারা যাঁহার স্তনযুগল আবৃত, সপত্নীগণের মুখবক্ষঃশোষণকারী যশঃশ্রীই যাঁহার কচ্ছপী বীণা ॥ ৯ ॥ যৌবনরূপসখীর স্কন্ধে যিনি স্বীয় লীলারূপ করকমল রাখিয়াছেন ; যিনি বহুগুণযুক্তা হইয়াও কৃষ্ণকন্দর্পনিন্দি মধু পরিবেশন করিতেছেন ॥ ১০ ॥ এবম্ভূতা শ্রীরাধাকে দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করি,—এই সুদুঃখিত জনকে স্বীয় দাস্যরূপে অমৃতদানে জীবিত করুন ॥ ১১ ॥ হে গান্ধর্ব্বিকে, দয়াময় কৃষ্ণ শরণাগত জনকে যেমন পরিত্যাগ করেন না, তুমিও তদ্রূপ আশ্রিত জনকে ত্যাগ করিও না ॥ ১২ ॥ যিনি শ্রীরাধিকার কৃপাহেতু এই প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজ পাঠ করেন, তিনি শ্রীরাধাদাস্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ ইতি—

স্তবাবলীর—অন্য চব্বিশটি স্তবের সংক্ষেপ পরিচয় মাত্র লিখিত হইল,—**প্রার্থনা**—ইহা চতুঃশ্লোকী আকারে শ্রীসখীগণের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের স্মরণময়ী সেবা প্রার্থনা। **শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশক**—দশটী শ্লোকে গিরিরাজ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য ও শোভা কীর্ত্তন করিয়া গোকুলবান্ধব গিরিরাজের আশ্রয় লাভ করা প্রত্যেক সুধী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য, ইহা শ্রীল দাসগোস্বামি প্রভু প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহার ফলশ্রুতিবাচক একাদশসংখ্যক শ্লোকটী এই,—

তস্মিন্ বাসদমস্য রম্যদশকং গোবর্দ্ধনস্যেহ যৎ
প্রাদুর্ভূতমিদং যদীয়কৃপয়া জীর্ণান্ধবক্ত্রাদপি।
তস্যোদ্যদ্গুণবৃন্দবন্ধুরখনের্জীবাতুরূপস্য ত-
ত্তোষায়াপি অলং ভবত্বিতি ফলং পক্বং ময়া মৃগ্যতে ॥

—যে গোবর্দ্ধনের কৃপায় এই জীর্ণ অন্ধ ব্যক্তির মুখ হইতেও শ্রীগোবর্দ্ধন বাসপ্রদ এই রম্য শ্লোকদশক প্রকাশিত হইল, তাহা অনন্ত গুণখনিস্বরূপ এবং

আমার জীবনস্বরূপ শ্রীগোবর্দ্ধনেরই সন্তোষ বিধান করুক—এই প্রপক্ক ফল আমি প্রার্থনা করি।

শ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশক—দশটী শ্লোকে শ্রীগিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিবিধ লীলানিকেতনরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহার সন্নিকটে বাসের প্রার্থনা করিতে দশম শ্লোকে অতিশয় দৈন্যভরে শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—

নিরুপধিকরুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটিশঠোঽপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি।
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্নন্
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥

হে শ্রীগোবর্দ্ধন! আমি কপটী ও শঠ হইলেও আপনার প্রিয় অহৈতুক কৃপাময় শ্রীশচীনন্দন কর্ত্তৃক আপনার নিকটে অর্পিত হইয়াছি; কেবল এই হেতু আমার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা গ্রহণ না করিয়া নিজ সমীপবাস প্রদান করুন।

শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক—নিখিল হরিজনের মধ্যে যেরূপ শ্রীমতী রাধার সর্ব্বোত্তমতা, তদ্রূপ নিখিল হরিক্ষেত্রের মধ্যে শ্রীরাধাভিন্না শ্রীরাধাসরসীর সর্ব্বোত্তমতা। শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীঈশ্বরীর কুণ্ডের শোভা, মহিমা ও লীলাগাথা সমূহ বর্ণন করিয়া সেই শ্রীরাধাকুণ্ডই তাঁহার আশ্রয়স্থল হউক, এইরূপ প্রার্থনা শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীব্রজবিলাস-স্তব—ইহাতে ১০৬টী শ্লোকে শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্রীকৃষ্ণলীলাময় স্থান, কাল ও পাত্রের বর্ণন অতীব অনবদ্য অতিমর্ত্ত্য নৈপুণ্যের সহিত গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিভিন্ন পুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রীব্রজমণ্ডলে সাবরণ শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল বিলাস বর্ণিত আছে, তাহার সার নির্য্যাস এই শ্রীব্রজবিলাস-স্তবে দৃষ্ট হয়। এই স্তবের মঙ্গলাচরণের প্রথম দুইটি শ্লোক এই,—

প্রতিষ্ঠারজ্জুভির্বদ্ধং কামাদ্যৈর্বর্ত্মপাতিভিঃ।
ছিত্ত্বা তাঃ সংহরন্তস্তান্নঘারেঃ পান্তু মাং ভটাঃ ॥

দগ্ধং বার্দ্ধকবন্যবহ্নিভিরলং দষ্টং দুরান্ধ্যাহিনা
বিদ্ধং মামতিপারবশ্যবিশিখৈঃ ক্রোধাদিসিংহৈর্বৃতম্।
স্বামিন্ প্রেমসুধাদ্রবং করুণয়া দ্রাক্ পায়য় শ্রীহরে
যেনৈতানবধীর্য্য সন্ততমহং ধীরো ভবন্তং ভজে ॥

কামক্রোধাদি রিপুগণ সংসারমার্গে নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়া প্রতিষ্ঠারূপ রজ্জুদ্বারা আমাকে আবদ্ধ করিয়াছে; অঘদমন শ্রীকৃষ্ণের বীরাগ্রগণ্য সেনাপতি-স্বরূপ শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দ সেই দস্যুসমূহকে সংহারপূর্ব্বক আমার বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।

হে প্রভো শ্রীহরে! বার্দ্ধক্যরূপ দাবানলে নিতান্ত দগ্ধ, অতিশয় অন্ধত্বরূপ সর্পের দ্বারা দষ্ট, পরাধীনতারূপ শরসমূহদ্বারা বিদ্ধ ও ক্রোধাদিরূপ সিংহগণ কর্তৃক পরিবৃত আমাকে কৃপাপূর্ব্বক শীঘ্র এতাদৃশ প্রেম সুধারস পান করান, যাহাতে আমি বার্দ্ধক্য-অন্ধত্বাদি (প্রতিকূল) বিষয় সমূহের স্বরূপ অবগত হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক (অবিচলিতচিত্তে) আপনার ভজন করিতে পারি।

উপসংহারের শেষ তিনটি শ্লোক এই,—

অন্যত্র ক্ষণমাত্রমচ্যুতপুরে প্রেমামৃতাম্ভোনিধি—
স্নাতোঽপ্যচ্যুতসজ্জনৈরপি সমং নাহং বসামি ক্বচিৎ।
কিন্ত্বত্র ব্রজবাসিনামপি সমং যেনাপি কেনাপ্যলং
সংলাপৈর্মম নির্ভরঃ প্রতি মুহূর্বাসোঽস্তু নিত্যং মম ॥

রাগেণ রূপমঞ্জর্য্যা রক্তীকৃত-মুরদ্বিষঃ।
গুণরাধিত-রাধায়াঃ পাদযুগ্মে রতির্মম ॥

ইদং নিয়তমাদরাদ্ ব্রজবিলাস-নাম-স্তবং
সদা ব্রজজনোল্লসন্মধুর-মাধুরী-বন্ধুরম্।
মুহুঃ কুতুকসন্তৃতাঃ পরিপঠন্তি যে বল্গু তৎ
সমং পরিকরৈর্দৃঢ়ং মিথুনমত্র পশ্যন্তি তে ॥

—প্রেমামৃতসমুদ্রে স্নাত হইয়া ভগবজ্জনগণ সঙ্গেও (শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত) অন্য কোন শ্রীহরিধামে আমি কখনও বাস করিতে ইচ্ছা করি না ; কিন্তু এই (শ্রীব্রজে) ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে সংলাপাদি-দ্বারা নিত্যকাল—প্রতি মুহূর্ত্ত আমার বাস হউক।

অনুরাগদ্বারা শ্রীরূপ-মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়াছেন, সেই অশেষ গুণসমূহ দ্বারা আরাধিতা শ্রীরাধিকার শ্রীপাদপদ্মযুগলে আমার রতি হউক।

শ্রীব্রজজনগণের উজ্জ্বল মাধুরী দ্বারা অতি সুন্দর এই 'ব্রজবিলাস'-নামক স্তব যাঁহারা নিরন্তর মুহুর্মুহুঃ পরম আগ্রহ ও আদরের সহিত পরিপঠন করেন, তাঁহারা সপরিকর মনোরম শ্রীযুগলমূর্ত্তি দর্শন করেন।

বিলাপকুসুমাঞ্জলি—১০৪টি শ্লোকে গ্রথিত—ইহার প্রতি শ্লোক, প্রতি চরণ, প্রতি অক্ষরেই অপ্রাকৃত বিরহানলসন্তপ্ত শ্রীদাসগোস্বামির বিষম-জ্বালাসঙ্কুল হৃদয়ান্তঃস্থলের মহাপ্রতপ্ত বহ্নিশিখার ছটা, ভূধর-প্রোথিত আগ্নেয়গিরির হৃদয় বিদারণ অগ্ন্যুদ্গার কিম্বা রত্নাকর বিলসিত বাড়বানলের উচ্ছ্বাস অথবা পুঞ্জীভূত মহাকাল-কূটের প্রোচ্ছলন। 'অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন, দন্দহ্যমানহৃদয়া' (৭), 'দুঃখ-কুলসাগরোদরে দূয়মানমতিদুর্গতং জনং' (৮), 'ত্বদলোকন-কালাহি-দংশৈরেব মৃতং জনং' (৯), এবং 'বিপ্রয়োগ (দুঃখ) ভরদাবপাবকৈঃ দন্দহ্যমান-তর-কায়বল্লরীং' (১০), প্রভৃতি বাক্যের অর্থ নির্দ্ধারণ করিলেই বুঝা যায় যে শ্রীদাস-গোস্বামিপাদ কি ভীষণ অরুন্তুদ বিরহজ্বালা নিরন্তর অন্তরে বহন করিতেছিলেন!! তারপরে যে সেবা প্রার্থনা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, আবেগ প্রভৃতি প্রকটিত হইয়াছে—তাহা বিশ্বসাহিত্যরাজ্যে এক অভিনব সামগ্রীই বটে ; মোটকথা—এ সকল পদ্যে শ্রীরঘুনাথের অন্তর্নিহিত ভাবোচ্ছ্বাস নির্ম্মল নির্ঝরের ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। যদি কোন রসিক ভাবুকের হৃদয়ে এই ভাবকণা স্পর্শ করে, তবে যে তিনি কৃত-কৃতার্থ হইবেন—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। অদ্যাবধি দেখা যায় এই বিলাপকুসুমাঞ্জলি পাঠ বা শ্রবণ করিয়া বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি নয়নজলে মুখ বুক ভাসাইয়া থাকেন।

স্বীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের উদ্দেশ্যে ও প্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—"প্রভুরপি যদুনন্দনো য এষ প্রিয়-যদুনন্দন উন্নত-প্রভাবঃ। স্বয়মতুলকৃপামৃতাভিষেকং মম কৃতবাংস্তমহং গুরুং প্রপদ্যে ॥" "বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সু মন্ধম্। কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।" শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীশ্রীমতী রাধারাণীর উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—"যো মাং দুস্তরগেহনির্জ্জলমহাকূপাদপারক্লমাৎ সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী কৃপারজ্জুভিঃ। উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে ॥" "অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন দন্দহ্যমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী। হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ ॥"

—শ্রীযদুনন্দন যিনি উন্নত প্রভাববিশিষ্ট ও শ্রীযদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার অতীব প্রিয়, যিনি স্বয়ং আমাকে অতুলনীয় কৃপামৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমি প্রপন্ন হইতেছি।—আমি অজ্ঞানান্ধ ও অনিচ্ছুক হইলেও যিনি প্রযত্ন সহকারে আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছিলেন, সেই পরদুঃখদুঃখী দয়ার সাগর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি।

স্বভাবতঃ প্রগাঢ় করুণাসমুদ্রস্বরূপ যিনি আমাকে অহৈতুকী কৃপারজ্জুদ্বারা দুস্তর ও অশেষক্লেশপূর্ণ গৃহরূপ নির্জ্জল মহাকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া স্বীয় কমলবিনিন্দিত শ্রীচরণপ্রান্তে আকর্ষণপূর্ব্বক শ্রীদামোদরস্বরূপের শ্রীহস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি ভজনা করি।

হে স্বামিনি শ্রীরাধে! শ্রীগোবর্দ্ধনের একদেশে আপনার কোন এক দাসী অত্যুৎকট বিরহানলদ্বারা মুহুর্মুহুঃ নিতান্ত দগ্ধহৃদয় হইয়া অত্যন্ত বিরহবিধুরচিত্তে ক্রন্দন সহকারে গাঢ় প্রণয়পূর্ণ পদ্য সমূহদ্বারা ক্ষণকাল বিলাপ করিতেছে।

প্রেমপূরাভিধস্তোত্র—অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা-পূর্ত্তিকারিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী তত্তৎ লীলাসমূহের দ্বারা শ্রীল দাসগোস্বামি প্রভুর নেত্রানন্দ বিধান করুন,—ইহাই দশ শ্লোকাত্মক স্তোত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রার্থনা—ইহাতে চারিটী শ্লোকে শ্রীরাধিকা, সম্ভোগবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও সখীকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র—ইহাতে শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণকারিণী লীলাবিষয়ক অষ্টোত্তরশতনাম ৪৬টী শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে একটি ফলশ্রুতিবাচক শ্লোক আছে। ইহার মঙ্গলাচরণের শ্লোকপাঠে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীল দাসগোস্বামি প্রভু নিজেশ্বরী শ্রীরাধিকার বিরহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধিকার নামাবলি কীর্ত্তন করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণের দুইটী শ্লোক এইরূপ,—

অবীক্ষ্যাত্মেশ্বরীং কাচিদ্বৃন্দাবনমহেশ্বরীম্।
তৎপদাম্ভোজমাত্রৈকগতির্দাস্যতিকাতরা॥
পতিতা তৎসরস্তীরে রুদত্যার্ত্তরবাকুলম্।
তচ্ছীবক্ত্রেক্ষণাবাপ্ত্যৈ নামান্যেতানি সংজগৌ॥

শ্রীরাধিকাষ্টক—ইহাতে আটটি শ্লোকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর লীলাময়ী শোভা ও কীর্ত্তি বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু শ্রীরাধিকা কবে তাঁহাকে স্বীয়দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন, এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই অষ্টকের নবম শ্লোকে ফলশ্রুতি বিবৃত হইয়াছে—

"পঠতি বিমলচেতা মৃষ্টরাধাষ্টকং যঃ, পরিহৃতনিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্। পশুপপতিকুমারঃ কামমামোদিতস্তং নিজজনগণমধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি॥"

—যিনি সর্ব্বপ্রকার বাসনারাশি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমলচিত্তে কাতরভাবে এই কমনীয় শ্রীরাধাষ্টক পাঠ করেন, শ্রীনন্দনন্দন অতীব হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকার নিজজনগণমধ্যে গণনা করেন।

স্বসঙ্কল্পপ্রকাশস্তোত্র—২০টী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময় স্বীয় সংকল্প-প্রকাশপূর্ব্বক একবিংশ শ্লোকে রঙ্গণলতা সখীর আনুগত্যে ও অনুকম্পায় সেই সংকল্প বাস্তবতায় পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষাও করিতেছেন। এই সংকল্পপ্রকাশস্তোত্রের উপক্রম শ্লোকটি ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত তৎপদ্যানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"অনারাধ্য রাধা-পদাম্ভোজ-রেণুমনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্। অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্ কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ॥" পদ্যানুবাদ—"রাধা-পদাম্ভোজরেণু নাহি আরাধিলে। তাঁহার পদাঙ্কপূত ব্রজ না ভজিলে॥ না সেবিলে রাধিকাগম্ভীরভাবভক্ত। **শ্যামসিন্ধুরসে** কিসে হবে অনুরক্ত ?"

শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলি—৪৪টি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধা-সখীগণের প্রণয়কলহ ও পরস্পর বাক্যচাতুরীর প্রতিযোগিতা বর্ণিত। উপসংহারের শ্লোক,—

"ইদং রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল-কুসুমকেলীকলিমধু
প্রিয়ালীনর্ম্মালীপরিমলযুতং যস্য ভজনাৎ।
মমান্ধস্যাপ্যেতদ্বচনমধুপেনাল্পগতিনা
মনাগ্ঘ্রাতং **তন্মে গতিরতুল-রূপাঙ্ঘ্রি্জরজঃ॥"**

প্রার্থনামৃত—ইহতে বিংশতিটী শ্লোকে শ্রীল দাসগোস্বামি প্রভু স্বীয় অভীষ্ট প্রার্থনা, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রণয়লীলাবর্ণনমুখে উভয়ের স্তুতি ও শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট নিজেশ্বরীর কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণের শ্লোক,—

"শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যোরঙ্ঘ্রি -সেবৈকগৃধ্নুনা।
অসংখ্যেনাপি জন্মনা ব্রজে বাসোঽস্তু মেঽহনিশম্॥"

শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীরতিমঞ্জরীর শ্রীচরণসেবালাভেই একমাত্র লালসা থাকে, এরূপ অসংখ্য জন্মে শ্রীব্রজেই নিরন্তর আমার বাস হউক।

নবাষ্টক—এই অষ্টকে শ্রীরাধার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভু নিজমনকে সেইরূপ অপর্য্যাপ্তগুণশালিনী শ্রীরাধার ভজনের জন্য অনুনয় করিয়াছেন। উপসংহারে নবম শ্লোকে ফলশ্রুতি,—

প্রীত্যা সুষ্ঠু নবাষ্টকং পটুমতি র্ভূমৌ নিপত্য স্ফুটং
কাকা গদ্গদনিস্বনেন নিয়তং পূর্ণং পঠেদ্ যঃ কৃতী।
ঘূর্ণন্মত্তমুকুন্দভৃঙ্গবিলসদ্রাধাসুধাবল্লরীং
সেবোদ্রেকরসেন গোষ্ঠবিপিনে প্রেম্ণা সতাং সিঞ্চতি॥

শ্রীগোপালরাজস্তোত্র—শ্রীবল্লভাচার্য্য-আত্মজ শ্রীবিঠ্‌ঠলের প্রণয়-সেবা-ভূষিত শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতবিহারী শ্রীগোপালদেবের স্তব চতুর্দ্দশটী শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছে। পঞ্চদশ শ্লোকে ইহার ফলশ্রুতি আছে।

শ্রীমদনগোপলস্তোত্র—এই স্তোত্র শ্রীশ্রীমদনগোপালের লীলা ও মাহাত্ম্যময় একবিংশ শ্লোকাত্মক। ইহার ফলশ্রুতিবাচক শ্লোকটী এই,—

"মদনবলিতগোপালস্য যঃ স্তোত্রমেতৎ
পঠতি সুমতিরুদ্যদ্দৈন্যবন্যাভিষিক্তঃ।
স খলু বিষয়রাগং সৌরিভাগং বিহায়
প্রতিজনি লভতে তৎপাদকঞ্জানুরাগম্॥

শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্র—১৩৪টি শ্লোকে প্রথমতঃ শ্রীবিশাখার কৃপা প্রার্থনাপূর্ব্বক শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বর্ণনাত্মক স্তোত্র, শ্রীরাধার আধ্যাত্মিকরূপ, শ্রীকৃষ্ণের মনোবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ সেবা, শ্রীরাধাদেহে ষড়্‌ঋতুকৃত সেবার উপকরণ—শ্রীরাধাঙ্গে কামসংগ্রাম সামগ্রী, দানলীলাদি বিবিধ বিলাসসূচনা; উপসংহারে শ্রীরাধাই গ্রন্থকারের একমাত্র গতি—ইহা বর্ণন করিয়া উক্ত স্তোত্র পাঠের ফলশ্রুতি ও রূপানুগজনগণকে উক্ত পদ্য আস্বাদন করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

শ্রীমুকুন্দাষ্টক—ইহাতে আটটী শ্লোকে শ্রীরাধার প্রাণনাথ ও একান্ত বল্লভ শ্রীমুকুন্দের স্তব করা হইয়াছে। শেষে ফলশ্রুতিবাচক আর একটি শ্লোক আছে।

উৎকণ্ঠাদশক—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিকারিণী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়লীলা-সমূহ বর্ণনপূর্ব্বক সেই শ্রীরাধার সেবা-প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীনবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টক—ইহাতে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিভিন্ন প্রণয়কেলি বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীব্রজভূমিতে সেই শ্রীনবযুবযুগলের দর্শন আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছে।

অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টক—এই অষ্টকে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীবিশাখার প্রিয়-সখী ও নিজেশ্বরী শ্রীরাধার প্রতি অভীষ্ট সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীরাধার ন্যায় যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমশ্রী নিত্যবাস করিতেছে, সেই শ্রীললিতাসখীর দর্শন শ্রীরাধাকুণ্ডের সমীপদেশে প্রার্থনা করিয়াছেন।

দাননিবর্ত্তনকুণ্ডাষ্টক—এই অষ্টকে শ্রীদাননিবর্ত্তনকুণ্ডের অতুলনীয় মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য বর্ণন করিয়া গ্রন্থকার সেই কুণ্ডে বাস প্রার্থনা করিয়াছেন। ফলশ্রুতি নবম শ্লোকের বঙ্গানুবাদ—"যিনি সংযতাত্ম ও সুমতিবিশিষ্ট হইয়া এই 'দাননিবর্ত্তন' —নামক প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্যযুক্ত শ্রীকুণ্ডাষ্টক পাঠ করেন, তিনি 'দাননিবর্ত্তন'-নামক কুণ্ডে নিয়তবাস লাভ করিয়া যথা সময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলা নিশ্চিতরূপে দর্শন করেন।"

প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশক—এই চতুর্দ্দশ শ্লোকাত্মক প্রার্থনায় গ্রন্থকার নিজাভীষ্ট সেবালাভের সুতীব্র উৎকণ্ঠা বশতঃ বিপ্রলম্ভ-কাতর আপনাকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য অপ্রাকৃত ভাবাবেশে শ্রীরূপমঞ্জরীকে আহ্বান করিয়া দীপাবলী-কৌতুকসমূহ নিবেদন করিতেছেন এবং শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট শ্রীঈশ্বরীর কুণ্ডে সর্ব্বাঙ্গে বাস প্রার্থনা করিতেছেন। আবার অপ্রাকৃত ভাবাবেশে শ্রীরূপমঞ্জরীকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার বিরহে বিলাপ করিতেছেন। —(বঙ্গানুবাদ)—আমার জীবন স্বরূপ যিনি (শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু) অপূর্ব্বপ্রেমসমুদ্রের পরিমলযুক্ত সলিলের ফেনসমূহদ্বারা (অর্থাৎ প্রেমামৃত বারিদ্বারা) কৃপাপূর্ব্বক সতত প্রচুরভাবে আমাকে সিঞ্চিত করিতেন, সম্প্রতি দুর্দ্দৈববশতঃ প্রতিক্ষণ নানা বিপদরূপ দাবানলদ্বারা গ্রস্ত নিরাশ্রয় আমি তাঁহা ব্যতীত আর কাহাকে আশ্রয় করিব? আমার জীবনস্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায়, শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে ও অনুরাগের সহিত রমণীয় যুগল পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে পরম মনোরম শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার কুণ্ডতটবর্ত্তী কুঞ্জে ব্রজের দধি ও ফল ভক্ষণ করিয়া যেন সর্ব্বকাল-বাস করি।

অভীষ্টসূচন—ইহাতে ত্রয়োদশটী শ্লোকে শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীরাধাদাস্য-বিরহ কাতর হইয়া শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মরূপে সুতীব্র আবেশসহকারে শ্রীরাধার দাস্যই প্রার্থনা করিতেছেন। ইহার উপক্রম শ্লোকটী এই,—

"আভীরপল্লীপতিপুত্র-কান্তা-দাস্যাভিলাষাতিবলাশ্ববারঃ।
শ্রীরূপচিন্তামলসপ্তিসংস্থো মৎস্বান্তদুর্দ্দান্তহয়েচ্ছুরাস্তাম্।"

—আভীরপল্লীপতি শ্রীনন্দমহারাজ, তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার কান্তা শ্রীরাধিকা, তাঁহার দাস্যাভিলাষরূপ অতি বলবান্ অশ্বারোহী শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর চিন্তারূপ নির্ম্মল অশ্বে আরোহন করিয়া আমার চিত্তরূপ দুর্দ্দান্ত অশ্বের অভিলাষী হউন; অর্থাৎ আমার চিত্তবৃত্তি শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর চিত্তবৃত্তির ন্যায় সতত শ্রীরাধাপদ-দাস্যের জন্য লালায়িত থাকুক।

'অভীষ্টসূচনে'র কয়েকটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল, ইহাতে শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের অননুকরণীয়—অতিমর্ত্ত্য বিপ্রলম্ভ-রসময় দিব্যোন্মাদের পরিচয় পাওয়া যায়,—

"হে মৃগকন্যাগণ তোমরাই অতিশয় ধন্যা; যেহেতু নির্জ্জন বৃন্দারণ্যমধ্যে বিচরণকালে তোমরা সর্ব্বদা নেত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বদনসুধা পান করিতেছ; কিন্তু কুক্কুরীস্বরূপা আমি শ্রীব্রজে অবস্থান করিয়াও ক্ষণকালের জন্যও ঐ শ্রীমুখ দর্শন করিতে পারিলাম না। কেন না, উদরভরণ নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতেই আমি হত হইলাম।

'শ্রীরাধা'—এই নাম অভিনব সুন্দর অমৃতের ন্যায় মনোরম; 'কৃষ্ণ' এই নাম গাঢ় দুগ্ধবৎ অত্যদ্ভুত মধুর। হে ক্ষুধার্ত্ত মদীয় রসনে! তুমি অনুরাগরূপ সুগন্ধি তুষারদ্বারা আরও রমণীয় করিয়া উহা সর্ব্বক্ষণ পান কর।

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র! আপনি আমার হৃদয়-কুমুদকে বিকসিত করিয়া আপনার চিন্তনরূপ ভ্রমরগণের রঙ্গদ্বারা উহাকে মনোরম করুন এবং হে সদয় প্রভো! অপরাধরূপ নিবিড় অন্ধকার বিনাশ করিয়া দুর্গত আমাকে আপনার শ্রীচরণামৃত পান করান।

অহো! যাঁহার শ্রীপাদপদ্মযুগল হইতে বিচ্যুত পরাগের সেবাপ্রভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডসমীপস্থ গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন-সন্নিকটে নিত্য বাস করত অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত আমি তাঁহার প্রিয় স্বগণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া অমৃতধারাবিজয়ী শ্রীমুকুন্দের

শ্রীনামাবলী উদ্গান ও শ্রবণ করিতেছি, সেই শ্রীমান্ রূপপ্রভু পুনরায় আমাকে রক্ষা করুন।"

সকল প্রবন্ধেই শ্রীল দাসগোস্বামির শ্রীরূপানুগত্য ঝলক দিতেছে। শ্রীপাদের সকল গ্রন্থই প্রসাদগুণগুম্ফিত ও মাধুর্য্যমণ্ডিত, ভাবগম্ভীর ও শব্দালঙ্কারে পরিপূর্ণ, সর্বোপরি, স্বতঃপ্রণোদিত হৃদয়াবেগে ও রসভাবের ব্যঞ্জনায় শ্রীগ্রন্থখানি সহৃদয়-গণেরই একমাত্র আস্বাদনীয় ও উপভোগ্য চিরবাঞ্ছিত সামগ্রী বিশেষ।

২। **শ্রীদানচরিত**—'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' যাহা শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামিপ্রভুর 'শ্রীদানচরিত'-নামে উক্ত হইয়াছে—তাহারই অপর নাম—'শ্রীদানকেলি-চিন্তামণি' —এইরূপ অনেকেই বিচার করেন। কেহ কেহ ইহাও বলেন যে,—শ্রীভক্তিরত্নাকরের রচয়িতা তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত সংস্কৃত প্রমাণ-শ্লোকের 'দান-মুক্তাচরিতম্' এই পদে 'মুক্তাচরিতে'র সহিত **'দানকেলি-চিন্তামণি'কে** একসঙ্গে মিলাইয়া 'শ্রীদানচরিত' নাম দিয়াছেন।[২০]

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধামাধবের দানলীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্নন্দমহারাজের ভ্রাতা ও মন্ত্রী উপানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুভদ্র—তাঁহারই পত্নী শ্রীকুন্দলতা এই গ্রন্থের শ্রোত্রী এবং তাঁহার সখী শ্রীসুমুখী ইহার বক্ত্রী। শ্রীরূপের 'শ্রীদানকেলি কৌমুদী'-ভাণিকার অনুসরণে এই 'শ্রীদানকেলিচিন্তামণি' গ্রন্থ রচিত। শ্রীল দাসগোস্বামী বলিতেছেন,—"আমি অন্ধ হইলেও (দৈন্যোক্তি) শ্রীল রূপগোস্বামি-

---

২০। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Sanskrit Mss. পুস্তকে (Vol. VII., P. 279-280, No. 2528) ও Catalogue of Sanskrit Mss. in the Sanskrit College পুস্তকে (Calcutta, 1908, No. 677) 'দানকেলিচিন্তামণি' গ্রন্থকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের রচিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। Theodor Aufrecht-এর Catalogus Catalogorum পুস্তকে (Vol. I, P. 249 ; Vol III., P. 54) 'দানকেলিচিন্তামণি'র প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও তাহার নামের উল্লেখমাত্র আছে।

'ললিতমাধব'-নাটকের বিরহস্রোতে পড়িয়া শ্রীল দাসগোস্বামিপাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন (মুক্তাচরিত প্রবন্ধের শেষে দ্রষ্টব্য ইতিহাস)।

প্রভুর চারুচরণকমলের পরাগপ্রভাবে এই দান-নবকেলিমণি চয়ন করিতেছি। এই মণি উদ্দাম-পরিহাস-রসরঙ্গের তরঙ্গময়ী রাধারূপা সরিৎ ও শ্রীগিরিধারিরূপ সমুদ্রের সঙ্গমফলেই আবির্ভূত হইয়াছে। উপসংহারে বলিয়াছেন,—"দধি প্রভৃতি দান-বিষয়ক নবকেলিরস-সাগরে নিমগ্ন, নর্ম্মসখীবৃন্দের মনোজ্ঞ, গৌর ও নীলবর্ণ দ্যুতিশীল শ্রীব্রজের নবযুবরত্নযুগলকে দর্শন করিবার জন্য অন্ধ হইলেও আমি লুব্ধ ব্যক্তির ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। এই অন্ধ ব্যক্তি গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের 'দানকেলিচিন্তামণি' লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্রূপপ্রভুর নিজজনগণ ইহা বিশেষভাবে দর্শন করুন, এই প্রার্থনা। আমি দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ এই ভিক্ষা করিতেছি যে, যেন জন্মে জন্মে শ্রীল রূপপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি।"

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন,—শ্রীল রূপপ্রভুর 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী'তে যেরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রণামসূচক কোন শ্লোক বা নামোল্লেখ নাই—'শ্রীদানকেলিচিন্তা-মণি'র মঙ্গলাচরণেও যখন সেইরূপ কোনও নামোল্লেখ নাই, তখন ইহা কি শ্রীল দাসগোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়ের পূর্ব্বের রচনা? বস্তুতঃ 'শ্রীদানকেলি-চিন্তামণি'তে শ্রীরূপ প্রভুর বন্দনাসূচক শ্লোকই ঐরূপ প্রশ্নের অবকাশকে নিরাস করিয়া থাকে। যেস্থানে শ্রীরূপ-প্রভুর বন্দনা আছে, তথায় শ্রীরূপ-প্রভুর আরাধ্য শ্রীগৌরসুন্দরেরও বন্দনা তদন্তর্ভুক্ত। "শ্রীদানকেলিকৌমুদী' ১৪৭১ শকাব্দায় রচিত।[২১] অতএব "শ্রীদানকেলিচিন্তামণি' ইহারই কিছুকাল পরে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর জন্য সজ্জনগণের সুখদায়িনী ভাণিকারূপ 'শ্রীদানকেলি-কৌমুদী' রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীদানচরিত গ্রন্থের সংক্ষেপ বিবরণ এই—"শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে মহর্ষি ভাগুরি যজ্ঞ করিতেছেন—গোপীগণ শ্রীকুণ্ড হইতে নব্য গব্যাদি মস্তকে বহন করিয়া তথায়

২১। মনুশতে চন্দ্রস্বর-সমন্বিতে (১৪৭১ শাকে) দানকেলিকৌমুদী রচনার সমাপ্তির তারিখ। এই গ্রন্থ তাহার পরেই রচনা হইয়াছে বলিতে হইবে।

যাইতেছেন—গিরিরাজের শিরোদেশে শ্রীকৃষ্ণও সখাগণ বেষ্টিত হইয়া অপরূপ দানঘাটী সাজাইয়া দণ্ডায়মান—নাগর-নাগরী উভয়ে উভয়ের রূপ-মাধুরী-পানে সাতিশয় তৃপ্ত হইতেছেন—মধুমঙ্গলের ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাদি গোপীগণকে অবরোধ করিলেন—তখন বাদ-বিবাদরূপ পরিহাসাত্মক বাক্যভঙ্গিবিন্যাসে দান-গ্রহণচ্ছলে শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বর্ণনা ও তত্তদঙ্গ বিশেষের সম্ভোগ প্রার্থনা আরম্ভ হইল। যখন এই বাদ-বিবাদ চরম সীমায় উঠিল এবং ব্রজসুন্দরীগণ ঘৃতঘটীসমূহ মস্তক হইতে উত্তারণ পূর্ব্বক গিরিরাজের পাদদেশে অবস্থান করিতেছিলেন—তখন হঠাৎ নান্দীমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখেও শ্রীকৃষ্ণ রসচাঞ্চল্য বিস্তার করিতে থাকিলে এবং শ্রীরাধাও কপট ক্রোধভরে কটাক্ষবাণে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিলে নানাবিধ সান্ত্বনা-দানে নান্দীমুখী উভয় পক্ষের শান্তি-বিধান করিলেন, নির্জ্জন গিরিগুহায় মিলনান্তে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গেলেন এবং সগণ শ্রীরাধাও গোবিন্দকুণ্ডে যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন।"

শ্রীদাস গোস্বামী এই গ্রন্থ শ্রীরূপচরণের কৃপাপ্রসূত বলিয়া ২, ১৭৪ ও ১৭৫ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীরূপচারুচরণাব্জমূলে স্বীয় বিনয়গর্ভ বাক্য-পুষ্পাঞ্জলিও বহুশঃ সমর্পণ করিয়াছেন। ইহা হইতেও দানকেলিকৌমুদী রচনার পরেই এই গ্রন্থ রচনা বলিয়া জানা যায়।

৩। **শ্রীমুক্তাচরিত**—এই গ্রন্থের বক্তা প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রোত্রী শ্রীসত্য-ভামা দেবী। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে মুক্তাফলরোপণাবধি তদ্বিষয়ক যে-সকল অপ্রাকৃত লীলা করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি সত্যভামার নিকট বর্ণন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ অষ্টমহিষীর অন্যতমা শ্রীলক্ষ্মণাদেবীর প্রিয় সখী শ্রীসমঞ্জসাও তৎসময়ে মুক্তাচরিত শ্রবণ করিয়া স্বীয় সখী শ্রীলক্ষ্মণাদেবীর নিকট তাহা বর্ণন করিয়াছিলেন।

মঙ্গলাচরণের বঙ্গানুবাদ, "যিনি কোটী কোটী কন্দর্প হইতেও রমণীয়, যাঁহার কান্তি প্রস্ফুটিত নীলপদ্মসদৃশ এবং যাঁহার লীলাবলী ত্রিজগন্মানসাকর্ষিণী, সেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। মুক্তাদামের ক্রয়বিক্রয়রূপ ক্রীড়াসিন্ধুতে যাঁহাদের চিত্ত নিমগ্ন হইয়াছে এবং মুক্তাবিষয়ে বাদানুবাদে

যাঁহারা পরস্পর বিজয়ার্থী, সেই শ্রীশ্রীরাধামাধব-যুগলকে আমি বন্দনা করি। যিনি এই পৃথিবীতে নিজ উজ্জ্বল ভক্তিসুধা সমর্পণ করিবার জন্য শ্রীশচীমাতার গর্ভাকাশে সমুদিত হইয়াছেন, সেই অপ্রাকৃত পূর্ণচন্দ্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি ভজনা করি। অহো! যাঁহার বিস্তৃত কৃপায় নামশ্রেষ্ঠ 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র, শ্রীমন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন, শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ, তাঁহার অগ্রজ শ্রীল সনাতন, বিশালা শ্রীমথুরাপুরী, গোষ্ঠবাটী, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণ সেবার আশা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমি নমস্কার করি। রসবেত্তা ভক্তগণের পরমানন্দের জন্য শ্রীবৃন্দাবন-সমুদ্রে সমুৎপন্ন শ্রীহরি-চরিতামৃত-লহরী সম্যগ্‌রূপে বিস্তার করিতেছি।" শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার এই 'মুক্তাচরিত'-গ্রন্থ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছানুসারে শ্রীল রূপ প্রভুর শিক্ষার অনুসরণ করিয়া রচনা করিয়াছেন, ইহাই উপসংহারে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ অনুরাগী ভক্তগণই এই গ্রন্থ পাঠের অধিকারী। অন্তিম শ্লোকে শ্রীল রঘুনাথ দাস শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর সঙ্গপ্রভাবে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহাও দৈন্যভরে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

উপসংহারের বঙ্গানুবাদ—"আমি দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, জন্মে জন্মে শ্রীল রূপ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হই। আমি শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর আদেশামৃতে প্রবোধিতবুদ্ধি হইয়া শ্রীল রূপ-প্রভুর সম্যক্ শিক্ষানুসারে 'মুক্তাচরিতের' কুসুমসমূহের এই স্তবক প্রস্তুত করিলাম। আমার একমাত্র জীবিত বিগ্রহস্বরূপ শ্রীজীবের নেত্রভৃঙ্গ শ্রীকৃষ্ণলীলামাধ্বীক পানের জন্য অতিশয় সমুৎসুক হইয়াছে, সেই নয়নভ্রমর ঘ্রাণের দ্বারা এই স্তবককে পরিভূষিত করুক। 'মুক্তাচরিতের' কুসুমদামে যে গুচ্ছ গ্রথিত হইল, শ্রীল রূপপ্রভুর নিজজনগণ আমার প্রতি স্নেহবশতঃ নির্জ্জনে বসিয়া তদ্দ্বারা স্ব-স্ব কর্ণ বিভূষিত করুন। আমি যাঁহার সঙ্গবলে এই অতিমর্ত্ত্য মৌক্তিকোত্তম-কথা প্রচার করিলাম, সেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রভুর সঙ্গ এই শ্রীব্রজমণ্ডলে আমার জন্মে জন্মে লাভ হউক।"

মুক্তাচরিতের সারসঙ্কলন

শ্রীসত্যভামাদেবী মুক্তাফলের লতা কোন্ ধন্যদেশে জন্মায় জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব-ব্রজলীলা স্মরণ করত বলিতে লাগিলেন— দীপমালা-মহোৎসবে গোপগণ নিজের অঙ্গ এবং গো-মহিষাদিকেও বিবিধ ভূষণে সাজাইতেছেন। শ্রীরাধাও সখীগণসহ মাল্যহরীকুণ্ড-তীরে চতুঃশালায় মুক্তা-সমূহে বেশভূষা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'হংসী ও হরিণী' নামক ধেনুদ্বয়ের নিমিত্ত কয়েকটী মুক্তা প্রার্থনা করিলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্বীয় জননী হইতে মুক্তা আনিয়া গোকুলের জলাহরণ ঘাটের নিকট ক্ষেত্রে রোপণ করত চারিদিকে কাঠের বেড়া দিলেন। ক্ষেত্রে সেচনের জন্য ঐ গোপীদের নিকট দুগ্ধ যাচ্ঞা করিয়াও তিনি প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্বগৃহদুগ্ধে মুক্তাক্ষেত্র সিঞ্চন করত চতুর্থদিনে মুক্তালতা অঙ্কুরিত করিলেন। গোপীগণ হিংস্রালতা মনে করিয়া হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে লতা বিস্তারিত হইয়া কুসুম-সৌরভে দশদিক আমোদিত করিল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ প্রভাব সন্দর্শনে নান্দীমুখীর পরামর্শে বহুক্ষেত্র চাষ করাইয়া নিজেদের গৃহে যত মুক্তা ছিল, সবগুলি রোপণ করত নবনীতাদি সেচন করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পর তাঁহারা দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন কণ্টকাকীর্ণ হিংস্রালতাই অঙ্কুরিত হইয়াছে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের লোভ জন্মাইয়া বয়স্যগণকে ও পশুগণকে; এমন কি বানরগণকেও মুক্তামণ্ডিত করিলেন; গোপীগণ গৃহে মুক্তাভাব দর্শনে গুরুগণের তর্জ্জনাদি আশঙ্কা করিয়া পরামর্শ করত চন্দ্রমুখী ও কাঞ্চনলতাকে প্রচুরতর স্বর্ণ দিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে মুক্তা ক্রয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সুবলকে মধ্যস্থ করিয়া মুক্তা ক্রয়-বিক্রয়চ্ছলে উভয় পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইলে সখীদ্বয় গমনোন্মুখী হইলেন। সুবলের পরামর্শে শ্রীরাধাদি গোপীগণ মুক্তাবাটীর নিকটে আসিলেন।

শ্রীরাধা স্বীয় উপস্থিতি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণনিকট প্রকাশ করিতে সুবলকে নিষেধ

করত কদম্বকুঞ্জে বসিয়া বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেছিলেন। তুঙ্গবিদ্যা শ্রীরাধার অনুপস্থিতি জ্ঞাপন করিলেও মধুমঙ্গলের ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভাব বুঝিয়া বলিলেন যে যাঁহারা স্বয়ং আসিয়া মুক্তা না নিবেন, তাঁহাদিগকে চতুর্গুণ মূল্যে সামান্য সামান্য মুক্তাই নিতে হইবে। ইঙ্গিতক্রমে মুক্তাসম্পুটসমূহ প্রসারিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে একটি ক্ষুদ্রতম মুক্তা গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার জন্য বিশাখার হস্তে দিতে অনুমতি পূর্ব্বক সুবলকে বলিলেন 'বিশাখা নগদ মূল্য না দিলে মাধবীকুঞ্জে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে।' শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত রাত্রি তাহাতে প্রহরীর কার্য্য করিবেন এবং যতদিন শ্রীরাধা স্বয়ং আসিয়া হিসাব নিকাশ না করেন—ততদিনই বিশাখাকে কারাকক্ষায় থাকিতে হইবে। চির জাগরণে তাঁহার উদ্‌ঘূর্ণার সম্ভাবনা নাই, কেন না তিনি শ্রীরাধার বামভুজকে উপাধানরূপে গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় বক্ষতল্পে বিরাজিত পীত পট্টবস্ত্রে অরুণ-কর স্থাপন করত মুক্তাপণের জন্য বাগ্‌যুদ্ধ করিতে করিতেই রাত্রি জাগরণ করিবেন। সুবল-কথিত অল্প মূল্যে মুক্তা বিক্রয়ের পরামর্শেও তিনি সম্মত না হওয়ায় গোপীগণকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে স্ব স্ব অভীষ্ট মুক্তা সাজাইতে বলিয়া সুবল পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন যে গোপীগণকে ঋণসূত্রে মুক্তা দান করিলে অচিরেই তাঁহারা বৃদ্ধিসহ মুল্য দান করিবেন। যদি গোপীগণ স্ব স্ব গুরুকুলরূপ মহাপর্বতে প্রবেশ করত মূল্যদানে অস্বীকৃত হয়, তবে সুবলই স্বয়ং অর্জ্জুন কোকিলাদিসহ তথায় গিয়া তাঁহাদের ভর্ত্তাগণের নিকট ইঁহাদের স্বয়ংগ্রহাশ্লেষাদি মূল্যের কথা শুনাইয়া তাহা আদায় করিতে সচেষ্ট হইবে। আদান-প্রদান করিতে গেলে মিত্রগণের সহিত বিরোধ হইতে পারে বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে প্রস্তুত মূল্য দিয়া মুক্তা নিতে হইবে। তাহাতে গোপীগণ ক্রোধ করিয়া চলিয়া যাইতে থাকিলে সুবল তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া বলিলেন— 'প্রথমতঃ মূল্য নির্ণীত হউক, তৎপরে দানোপায় চিন্তা করা হইবে।'

প্রথমতঃ **ললিতার** মূল্য নির্দ্ধারিত হইতেছে—সমরে পৌরুষক্রমে ললিতা যদি পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণকে একবারও কুণ্ঠিতাস্ত্র করিতে পারেন, তবে ললিতার সমক্ষে তিনি স্ত্রীবৎ থাকিবেন কিম্বা ইঁহারই পৌরুষ গান করিয়া অনুচর হইয়া থাকিবেন—

ইহাই মূল্য। সুবল ও মধুমঙ্গল পৌগণ্ড এবং করুণ বয়সোচিত লীলাবলি স্মরণ করাইলে কৃষ্ণ বলিলেন যে তিনি ললিতার ভ্রূ ধনু-টঙ্কারকে বড় ভয় করেন। ললিতা সখীগণসহ ক্রোধে গৃহগমনোদ্যত হইলে নান্দীমুখী আসিয়া বলিলেন যে পরিহাসপটু শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিহাসরস বিস্তার করত স্বকার্য্য সাধনই যুক্তিযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পৌর্ণমাসীর আজ্ঞাও নিবেদন পূর্ব্বক তিনি বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যেন আগ্রহ ছাড়িয়া অল্পমূল্যে রাধাদিকে মুক্তা ছাড়িয়া দেন। এই আজ্ঞা পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে ভগবতীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত ললিতার সহিত যে মূল্য নির্ণয় হইয়াছে, তাহা হইতে নান্দীমুখী যাহা কমাইতে বলিবেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহাতেই স্বীকৃত আছেন। নান্দীমুখী তখন অন্যান্য সখীরও মূল্য নির্ণয় করিতে ইঙ্গিত দিলে শ্রীকৃষ্ণ **জ্যেষ্ঠার** মুক্তাপণ স্বরূপে বলিলেন যে রাধা ও অনুরাধার মধ্যে উদীয়মানা জ্যেষ্ঠা তাঁহাদিগের সহিত বা পৃথক্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণমুখ চুম্বন করিলেই মূল্য দিলেন।

চম্পকলতার মূল্য-নিরূপণ কালে তিনি বলিলেন যে চম্পকলতা স্থাবর জাতি হইয়াও বৃহৎ ফলদ্বয় ধারণপূর্ব্বক লীলাক্রমে সঞ্চরণ করে, অতএব মেঘসদৃশ কৃষ্ণবক্ষে চম্পকমালা হইয়া তাঁহাকে সুবাসিত করিলে কৃষ্ণও নিজ **সিদ্ধি** বলে তাঁহার কণ্ঠে মরকতমালারূপে এবং বক্ষোজযুগলে মহেন্দ্রনীল-মণিরূপে নায়ক হইবেন। অম্বিকা বনে অজগরকে বিদ্যাধর স্বরূপদানে, গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত উত্তোলনে, কালিয়দমনে এবং দাবানলপানে শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধিপ্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও ললিতা বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য্য হারাইয়া সেই সিদ্ধির এক্ষণে লোপ করিয়াছে। ললিতা ও সুবল-মধুমঙ্গলের এই সিদ্ধিবিদ্যা এবং হিংস্রালতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল।

পরম সিদ্ধ হইলেও মুক্তা বিক্রয়রূপ ক্ষুদ্রবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে বৈশ্যধর্মরূপে তিনি কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুশীদরূপ বৃত্তি-চতুষ্টয় অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুবল বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল ধনবৃদ্ধি করিতেছেন, তাহা নহে; পরন্তু প্রত্যঙ্গে কামকোটিবিজয়ী নবতারুণ্যের, নেত্রাঞ্চলে চঞ্চল কমলনিন্দি ঘূর্ণনের এবং সুধা-সারোজ্জ্বল মাধুরীরও বৃদ্ধিলাভ

করিতেছেন। ললিতা বলিলেন—'সাধ্বীসমূহের অধরামৃতোচ্ছিষ্টেরও বৃদ্ধিলাভ হইতেছে।' এই প্রসঙ্গে শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখাদি যে তাঁহাকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ করিয়া মূল বস্তুর পরিশোধ দিয়াছেন, তাহা উক্ত হইলেও কিন্তু রঙ্গণবল্লী ও তুলসী কেবল অঙ্গীকৃত মূল্যও দিতেছে না জানিয়া মধুমঙ্গল তাঁহাদিগকে কৃতঘ্নতাহেতু লোকধর্ম্ম ভয় দেখাইলে ললিতা বলিলেন যে কৃষ্ণের বাক্যে যদি উৎকট **সিদ্ধি** ভক্ষণের গন্ধ না থাকিত, তবে পূর্ব্বোক্ত তদীয় বাক্য প্রিয়তরই হইত। রঙ্গণমালা ও তুলসীর মূল্য-বিষয়ে ললিতা ও বিশাখার প্রতি ভারার্পণ পূর্ব্বক নান্দীমুখী বলিলেন যে যদিও ললিতা বিশাখা এই মূল্য নাই দেন, তবে অনঙ্গমঞ্জরীর সহোদরাই ঐ মূল্য বৃদ্ধিসহ অবিলম্বে দান করিবেন।

তুঙ্গবিদ্যা ইত্যবসরে এক অপূর্ব্ব বার্ত্তা নিবেদন করিলেন—কান্তদর্পাচার্য্যের শিষ্য শ্যামল মিশ্র কর্তৃক গুরুকৃত সূত্রসমূহের সন্ধি, চতুষ্টয়, আখ্যাত ও কৃদ্‌বৃত্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সখীস্থলী হইতে এক মহাপদ্মা নদী শ্যামল মিশ্রের নিকট বৃত্তিচতুষ্টয় পড়িবার জন্য সন্ধ্যাকালে বন্যা বৃদ্ধি সহকারে সমাগতা হইয়াছিল!! শ্যামল মিশ্রের অভিন্নহৃদয় অলীকরাজ পণ্ডিত প্রথমতঃ 'নর্মপঞ্জিকা' ও 'ক্রয়বিক্রয় পঞ্জিকা' করিয়া সম্প্রতি 'অলীকপঞ্জিকা' ও 'আদানপ্রদান-পঞ্জিকা' প্রপঞ্চিত করিয়াছে!! তৎপরে তাঁহারই সহপাঠী কুহকভট্ট কর্তৃক এই বৃত্তিচতুষ্টয়ের টীকা লিখিত হইতেছে। আচার্য্য ও ভট্টের নিরুক্তি ত স্পষ্টই আছে, মিশ্র ও পণ্ডিতের যাথার্থ্য বলিতেছেন—দোষগুণের মিশ্রণ আছে যাহাতে—সেই মিশ্র। দোষ—বৈদগ্ধ্য ও অবৈদগ্ধ্যের বিচার বিহীন হইয়া সর্ব্বত্র প্রবৃত্তি, আর গুণ—সরলতা-নিবন্ধন উত্তমাধমাদি বিচার না করিয়া সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রবৃত্তি। পণ্ডিত শব্দের 'পণ্ডা' দ্বারা সদসদ্‌বিচারিকা বুদ্ধিকে বুঝাইলেও ইনি পরবিধির বলবত্তা জানিয়া অসদ্ বিচারকেই সারাৎসার করত পণ্ডিত হইয়াছেন। এইরূপে সন্ধি, চতুষ্টয়, আখ্যাত এবং কৃৎ ও তাহাদের বৃত্তি পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ব্যাখ্যাত হইল। একসময়ে চতুর্ভুজ-প্রকটনে তিনি টীকাচতুষ্টয় লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন—বস্তুতঃ শাস্ত্রকারী এই ব্যক্তিচতুষ্টয় এক ব্যবসায়ের হেতু

'কুহকভট্ট' নামক এক কুমারেরই কুহকবলে চতুর্বিধ রূপগ্রহণ-সামর্থ্য আছে। এইরূপ বচনবিন্যাসে শ্রীকৃষ্ণকে অলীকবিদ্যাসিদ্ধ সপ্রমাণ করিলে তিনি তখন চম্পকলতার কণ্ঠে মণিমালাবৎ বিরাজিত হইয়া স্বসিদ্ধি দেখাইতে গেলেন এবং চম্পকলতা কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধা-পৃষ্ঠে বিলীন হইলেন।

তৎপরে **চিত্রার** মূল্য নিরূপণকালে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে চিত্রার বিগ্রহে শৃঙ্গারকর্মদক্ষ বহু সম্ভার বিদ্যমান—তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যঙ্গ ভূষিত করাই পণ। **তুঙ্গবিদ্যার** পণ হইতেছে যে তিনি গুরুস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে এমন একটি মন্ত্র দীক্ষা দিবেন, যাহাতে তিনি শ্রীরাধার বিবিধ সেবা সাক্ষাৎভাবেই প্রাপ্তি করিতে পারেন। তুঙ্গবিদ্যা তাঁহাকে 'প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য' স্তবরাজের উপদেশ দিয়া কৃতাকৃতার্থ করিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরু-তুঙ্গবিদ্যাচরণে দণ্ডবৎ করিবেন এবং তুঙ্গবিদ্যা তখন স্বাধরামৃতযুক্ত চর্বিত তাম্বুলপ্রদানেও আপ্যায়িত করিলে উত্তম উত্তম মুক্তা দক্ষিণা পাইবেন। বিশাখা তখন শ্রীকৃষ্ণকে পদ্মার অধরকূপীস্থিত পরম পাবন উচ্ছিষ্ট মধুপানজনিত অপরাধে দোষী বলিয়া দীক্ষাদান-বিষয়ে নান্দীমুখীকে সাবধান করিলেন।

এক্ষণে এই অপরাধ-ক্ষালনের জন্য উজ্জ্বলমণি-সংহিতার ব্যবস্থানুসারে ললিতা বিধান দিতেছেন যে অপরাধী জন যদি সভামধ্যে স্বয়ং আসিয়া নিষ্কপটে অপরাধ স্বীকার করত অনুতপ্ত হয়, তবেই তাহার প্রায়শ্চিত্তবিধানে শোধন হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণও তখন বলিলেন—"গৌরীতীর্থে গৌরীসহচরী চর্চ্চিকা বামস্তনের আঘাত এবং মাধবী চতুঃশালায় চর্বিত তাম্বুল প্রদানে তাঁহাকে মোহিত করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ মাল্যহরণ-কুণ্ডতটে আবার সেই চর্চ্চিকা আসিয়া তাঁহার গণ্ড চুম্বনপূর্ব্বক মুখে অধরামৃতদান করিয়াছে—এই দুই পাপ হইতে নিষ্কৃতির জন্য তাহার মুখকমলের উচ্ছিষ্ট-মধু-পানরূপ প্রায়শ্চিত্তই ব্যবস্থাপিত হউক।" এই চর্চ্চিকা দেবীর পরিচয় লইয়া মহাগোলোযোগ উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে বিশাখাই সেই চর্চ্চিকা। চিত্রা ষড়্‌গুণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেও ললিতা বলিলেন 'প্রথমতঃ পাপমোচনকুণ্ডে স্নান করিয়া তিন

দিন মানসগঙ্গায় স্নান করিবে, তৎপরে একুশ দিন যাবৎ মল্লী ও ভৃঙ্গী নামিকা পুলিন্দ-কন্যার অধরপঞ্চামৃত পান করিয়া মুখের দোষ অপনয়ন পূর্ব্বক দ্বিষড়্‌গুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।' শ্রীরাধা তুলসীর হস্তে এক পত্র সমর্পণ করিয়া সকলকে জানাইলেন যে পরম-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কঠোর প্রায়শ্চিত্তের কথা-শ্রবণে তিনি ব্যথিতা হইয়া এই বিধান করিলেন যে রাজপুত্র মহাবিলাসী; ইঁহাকে ঐ মল্লী-ভৃঙ্গীর চরণাঘাতে অশোকলতার পুষ্প প্রস্ফুটিত করাইয়া তাহা হইতে ক্ষরিত মকরন্দের ২৪ গণ্ডুষে বদনপ্রক্ষালন পূর্ব্বক স্মিত-কর্পূরে সুবাসিত অধরপঞ্চামৃত ধীরে ধীরে পান করাইয়া পাপ মুক্ত করিবে।

ইন্দুলেখার মূল্য নির্ণয় সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'আমার শ্যামল বক্ষঃ আকাশে ইনি নখরাঘাতে স্বমূর্ত্তি স্থাপনা করুন আর আমিও ইঁহার বক্ষোজযুগলে অর্দ্ধচন্দ্ররূপে উদিত হই।' **রঙ্গদেবীর** পণ-নিরূপণে তিনি বলিলেন—'নিকুঞ্জমন্দিরাভ্যন্তরে স্বীয়বক্ষোজরূপ কনককুম্ভদ্বয় আমার বক্ষে এমনভাবে নাচাও, যাহাতে আমি অধরামৃতপ্রসাদদানে তোমাকে আনন্দিত করিতে পারি।' **সুদেবীর** মূল্য নির্ণয়ে তিনি বলিলেন—'পাশাখেলায় সুদেবী আমাকে পরাজয় করিলে বাম বক্ষোজে আমার বুকে আঘাত দিয়া অধররস দুইবার পান করুক, আর যদি আমি জয়ী হই, তবে আমার দক্ষিণ কর দ্বারা ইহার দক্ষিণ বক্ষোজ পীড়ন করাইয়া দুইবার অধরামৃত পান করাইবে।' **অনঙ্গ-মঞ্জরীর** জন্য বলিলেন—'নির্জন নিকুঞ্জবেদিতে ইঁহার পঞ্চাশ অঙ্গে স্মরপঞ্জরাক্ষর সমূহ স্বহস্তে বিন্যাস করত স্বীয় অঙ্গে তদঙ্গ আলিঙ্গনপূর্বক মন্ত্রদ্বারা ব্যাপক ন্যাসাদির বিধানে ইঁহাকে এমন সিদ্ধমন্ত্র দীক্ষা দিন যাহাতে ইনি সন্তুষ্ট হইয়া এই মন্ত্রগুরুকে বিলাসরত্নাবলি উপহার দিবেন।'

এই সময়ে মল্লী ও ভৃঙ্গী আসিয়া দুইখানি পত্র তুলসীর হস্তে দিলে ললিতা একখানি পড়িয়া সুবলের হাতে দিলেন। সুবল পত্র পড়িয়া জানাইলেন 'শ্রীরাধা মুক্তাকৃষির জন্য দেয় রাজকর দাবী করিতেছেন, সেই কর তিনি মথুরায় পাঠাইয়া ভাল ভাল মুক্তা আনাইয়া গুরুজনের ওলাহন হইতে আত্মরক্ষা করিবেন।

যদি মুক্তাক্ষেত্রের বহুতর রাজস্ব দিতে অসমর্থ হয়েন, তবে যেন অর্দ্ধেক মুক্তা সত্বর পাঠাইয়া দেন।'

কুটীনাটীতে পণ্ডিত এই গোপীরা পররাজ্যকে নিজরাজ্য বলিতেছেন দেখিয়া ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেক শ্রীকৃষ্ণ করা পর্য্যন্তই বৃন্দাবন শ্রীরাধার রাজ্য হইয়াছে ; বৃন্দা আসিয়া রাধাভিষেক কাহিনী বিবৃত করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 'শ্রীরাধা বৃন্দাবন-পুরন্দর আমারই রাজ্ঞীরূপে আমারই ইঙ্গিতে ভগবতী কর্তৃক অভিষিক্তা হইয়াছেন! তাহাই যদি না হইবে, তবে কেন আমার বক্ষের চন্দনে তাঁহার তিলক রচনা হইল ?'

বাদবিবাদ যখন ক্রমশঃ চড়িতে লাগিল, তখন মল্লী ও ভৃঙ্গী রাজকরের কথা স্মরণ করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও সখীগণের মধ্যে বিবাদের মধ্যস্থ হইয়া সুবল ও নান্দীমুখী দাঁড়াইলেন। প্রথমতঃ ললিতাকে প্রশ্ন করিলেন—'বৃন্দাবন শ্রীরাধার রাজ্য কিরূপে হইল ?' বৃন্দা বলিলেন যে প্রত্যক্ষই ত দেখা যায় যে শ্রীরাধার সারূপ্যলাভ করিয়া বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পুরাণ বচনে আছে—'রাধা বৃন্দাবনে বনে'। মধুমঙ্গল বলিলেন যে পুরাণ-শিরোমণি গোপালতাপনীতে আছে যে ইহা '**কৃষ্ণবনই**'।

'কৃষ্ণবন' শব্দের কর্মধারয় সমাসে 'কৃষ্ণ যে বন' এবং বহুব্রীহি সমাসে 'যে স্থলে কৃষ্ণবর্ণ বন আছে' এই দুইরূপে 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দে অর্থান্তর-প্রতীতি করিলেও কিন্তু 'কৃষ্ণের বন' এই ষষ্ঠিতৎপুরুষ সমাসে শ্রীকৃষ্ণেরই জয় হইল দেখিয়া ললিতা 'ষষ্ঠিতৎ-পুরুষ' শব্দে ষষ্ঠী নামে দেবীর (চন্দ্রাবলীর) পদসেবা করিয়াছে যে পুরুষ, তাহাকেই বুঝাইলেন এবং চন্দ্রাবলীর ষষ্ঠীত্ব-সম্বন্ধেও বিবৃতি দিতেছেন—(১) কংসভৃত্য গোবর্দ্ধন—ভৈরব, (২) তাহার মাতা ভারুণ্ডা—চণ্ডী, (৩) চন্দ্রাবলীর মাতামহী করালা—চর্চিকা (ঘাঁটুদেবী), (৪) শৈব্যা—কালী, (৫) পদ্মা—শঙ্খিনী এবং (৬) সখীস্থলী-বটবাসিনী চন্দ্রাবলী ষষ্ঠী, যেহেতু বটবনবাসিনীরই ষষ্ঠী হওয়া যুক্তিযুক্ত।

এইসব বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ নির্বাক হইয়া স্বধার্ষ্ট্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইলে ললিতা সক্রোধ দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। এক্ষণে সত্যভামার এক

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ জানাইলেন যে শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা সখীগণ রাধার অন্তরের ভাব জানিতে পারেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে মধুমঙ্গল বলিলেন যে মৃগনাভি ও তাহার পরিমল যেরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে, তদ্রূপ গান্ধর্বাগিরিধারীও পরস্পর সম্মিলিত আছেন বলিয়া শ্রীরাধার মর্মবাণীও শ্রীকৃষ্ণ মানসে সঞ্চারিত হয়। মধুমঙ্গলের এই কথায় ব্রজবিলাসাদি স্মৃতিপটে উদিত হইয়া প্রবল বিরহ-জ্বালায় শ্রীকৃষ্ণ প্রলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সত্যভামার আগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিতে লাগিলেন—'যূথেশ্বরী-পরাভবই এক্ষণে প্রয়োজন' এই বলিয়া কুঞ্জাভিমুখে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া তিনি নান্দীমুখীকে বলিলেন—'ললিতাদি সখীগণের তারুণ্যধন হইতেও শ্রীরাধার ঐ ধন অনেক বেশী, জলকেলির পরে রাধাকুণ্ডতীরে তিনি কখনও ঐ ধন দেখিয়া অবধি লুণ্ঠন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কেন না ধন লুণ্ঠন হইলেই রাজ্যাশা ছাড়িয়া সেনাপতি সহ শ্রীরাধা পলায়ন করিবে।'

এই রসাস্বাদন-বিষয়ে বিবিধ বাকোবাক্য হইতে হইতে অনন্তর কর লইয়া মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত। ললিতা বলিলেন যে শ্যামাক্ষেত্র হইতে ধান্যক্ষেত্রের কর অধিক, তাহা হইতে কার্পাস ক্ষেত্রের, তাহা হইতে বাস্তুভূমির, আবার তাহা হইতেও অপূর্ব অমূল্য মুক্তাক্ষেত্রের কর পরার্দ্ধগুণ বেশী হইবে। আবার পরিমাণ-দণ্ড বৃন্দা বলিতেছেন—বাস্তুভূমি, ধান্যভূমি, তৃণভূমি, কার্পাসভূমি ও মুক্তাভূমি—ক্রমশঃ অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করত পঞ্চ অঙ্গুলির দ্বারা পরিমাণ করিতে হয়। নান্দীমুখী বলিলেন যে মহাবন হইতে এই বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনেশ্বরীর আশ্রয় লইয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, এই বিধানে মানদণ্ড ধরিলে তিনি কর দিতে অসমর্থ হইবেন। অতএব তাঁহারা মানদণ্ড ত্যাগ করিয়া নিজের ভাগ গ্রহণ করুন। নান্দীমুখী অর্দ্ধেক ভাগ দিতে বলিলে রঙ্গণমালা বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠ ভাগ পাইতে পারেন।

নান্দীমুখী বিশাখা ও ললিতাকে উৎকোচ-প্রদানে বশীভূত করিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে সন্ধ্যাকালে দুইজনকে লইয়া আসিলে তিনি মনোঽভীষ্ট

দান করিবেন ; যদি অবিশ্বাস হয়, তবে নান্দীমুখীতেই উৎকোচ স্থাপন করিতেও তিনি রাজী হইলেন। উৎকোচের পরিমাণ ও প্রকার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে বৃন্দাবনরাজ কৃষ্ণের বনপালন ত্যাগ করিয়া বৃন্দা রাধার আনুগত্য স্বীকার করাতে প্রথমতঃ তাহাকেই উৎকোচ-প্রদানে আয়ত্ত করিবেন, তৎপরে ললিতাকে চুম্বকরত্ন এবং বিশাখাকে বিচিত্র অঙ্কমালা দান করিবেন। তৎপরে মধুমঙ্গল সহ হাস্যরস আস্বাদন করত শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"ক্ষুদ্রগ্রামপতি নিজ নিজ গ্রামের সীমার জন্য মধ্যস্থ বরণ করে, রাজাগণ নিজের ভুজবলেই রাজ্য দখল করে। আমার সহিত ইঁহারা যুদ্ধ করুন। যাহার জয় হয় তিনিই রাজ্যভাগী হইবেন।" এই বলিয়াই তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে নান্দীমুখী এবং চন্দ্রমুখী বিবাদ মিটাইবার জন্য উভয়পক্ষে যুক্তি দেখাইলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকুঞ্জ প্রতি সতৃষ্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া নান্দীমুখী বলিলেন,—"শ্রীরাধাই সমর্থা-শিরোমণি, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয় ; এক্ষণে অলীক বিবাদ ত্যাগ করত অন্যান্য গোপীদের মুক্তা মূল্য নির্ণয় করাই উচিত। ভগবতী পৌর্ণমাসী রাজ্য সম্বন্ধে ন্যায্য বিচার করিবেন।"

তৎপরে **চন্দ্রমুখীর** মুক্তামূল্য নিরূপিত হইতেছে—'আগামীকল্য বা পরশ্ব চন্দ্রমুখী নিভৃতস্থানে আসিয়া স্নাত ও পূত আমাকে কান্তদর্পাচার্য্য-কথিত মন্ত্র উপদেশ দিবে।' **কাঞ্চন-লতা**-সম্বন্ধে বলিলেন—'মদীয় বক্ষে যদি পরমসুন্দর তারাধিকা (অত্যুত্তমা) ভবৎকণ্ঠ-সমীপবর্ত্তিনী একাবলী, শ্লেষে—পরমসুন্দরী তোমার নিকটবাসিনী রাধিকাকে—একাবলীরূপে মদীয়বক্ষে অর্পণ কর ; তবে বিনামূল্যেই মুক্তাবলী পাইবে।' 'তুলসীর নয়ন কটাক্ষে ও হাস্যের সহিত বাক্যমকরন্দ-পানে আমি বিহ্বল হইলে **রঙ্গণমালিকা** স্নেহবিহ্বলা হইয়া মদীয় বক্ষে নিজ কুচকলিকাদ্বয় স্থাপন করত স্বাধরামৃতদানে আনন্দদান করুক।'

'গান্ধর্বিকা ও বিশাখার' মূল্য-সম্বন্ধে বিশেষ এই যে ইঁহারা যখন একাত্মা, তখন উভয়ে আমার পৃষ্ঠরূপ তমালবৃক্ষ-সম্বলিত মসৃণতর দক্ষিণ ও বামবাহুরূপ স্বর্ণলতাসদৃশ—শ্রীরাধাকুণ্ডবর্ত্তি কুঞ্জমন্দিরে ইঁহাদের সহিত বিলাসবিশেষই

মদাভিপ্রেত মূল্য।' বিশাখা শ্রীকৃষ্ণবাক্যে কপটক্রোধপূর্ব্বক গৃহ-গমনে উদ্যুক্তা হইলে নান্দীমুখী তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—'পরিহাস ত্যাগ করিয়া সুবর্ণাদি মূল্যদ্বারা মুক্তা দান কর।' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'দুইদিন মধ্যে সুবর্ণালঙ্কারাদি, রৌপ্যাদি, রঙ্গাদি, রসাদি ও প্রিয় গোআদি আমাতে ন্যস্ত করিয়া তদনুরূপ কয়েকটী মুক্তা লইয়া যাউক।' পুনরায় চিন্তা করত বলিলেন—'না, প্রস্তুত মূল্য ব্যতীত মুক্তা দিতে পারিব না'। নান্দীমুখী বলিলেন—"মোহন! এইরূপ অপূর্ব্ব মূল্য কোথাও ত দেখি শুনি নাই!!" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'এইরূপ অপূর্ব্ব মুক্তা কোথাও দেখিয়াছ, শুনিয়াছ কি? কাজেই অপূর্ব্ব পদার্থের মূল্যও অপূর্ব্বই হইবে।' নান্দীমুখী কৃষ্ণের হঠ দেখিয়া সখীগণকে বলিলেন,—'স্বীয়াভিপ্রেত মূল্য না পাইলে হঠী নাগর মুক্তা যখন দিবেই না, তখন ইহার কথিত মূল্যে কোনও ছলে কিঞ্চিন্মাত্র সম্মতি-প্রদানে মুক্তা গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন করিলে কেই বা মূল্য দিবে আর কেই বা তাহা গ্রহণ করিবে?' তখন ললিতা সক্রোধ বচনে বলিলেন—

"অপূর্ব্ব মুক্তা-কেদারিকা, অপূর্ব্ব বীজগণ। অপূর্ব্ব মুকুতাফল ফলিল বিস্তর। অপূর্ব্ব বিক্রয়, তাহে বণিক্ সুন্দর॥ বণিকের মুখেতে অপূর্ব্ব মূল্য শুনি। নান্দীমুখীও অপূর্ব্ব মধ্যস্থ আপনি॥ কেবল অপূর্ব্ব তাহে নহিল আমরা। সুখেতে বাণিজ্য এবে করহ তোমরা॥"—(শ্রীনারায়ণ দাসের অনুবাদ)।

"এই অপূর্ব্ব ব্রহ্মচারী হইতে অপূর্ব্ব ব্রহ্মচারিণী নান্দীমুখী এখন অপূর্ব্ব তপস্যার বলে অপূর্ব্ব মূল্য প্রদানে মুক্তা গ্রহণ করুন—আমরা গৃহে চলিলাম—" এই বলিয়া গোপীগণ শ্রীরাধাকে লইয়া রাধাকুণ্ডে বকুল-কুঞ্জে গমন করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র মৌক্তিক দ্বারা বিচিত্র হারাদি স্বয়ং গুম্ফন করত শ্রীরাধাদি প্রত্যেক গোপীর নামাঙ্কিত করিয়া করিয়া নান্দীমুখী ও সখাগণের সাহায্যে ঐ বকুলকুঞ্জে পাঠাইতে লাগিলেন। সখীগণ সেই আভরণ-সমূহে শ্রীরাধাকে সাজাইয়া ও পরস্পর বেশভূষাদি করিয়া গুরুজনকে সন্তোষ করিয়া আবার

রাধাকুণ্ডতীরে আগমন করিলেন এবং এই বার্ত্তাবিনোদে আনন্দ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রীতি-মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া সত্যভামা তাঁহাকে গোকুলে গমনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে পৌর্ণমাসী, উদ্ধব ও রোহিণীর সহিত তিনি মধু-মঙ্গলকে লইয়া দ্রুতগামী নন্দীঘোষ-রথে আরোহণ করত গোকুলের নিকটে আগমন-পূর্ব্বক গোপবেশ ধারণ করিয়া শুভপুরে প্রবেশ করিলেন।' লক্ষ্মণা সমঞ্জসার মুখে এই আখ্যান শুনিয়া ব্রজে যাইয়া শ্রীরাধার সখীত্ব করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

—এই গ্রন্থের কোনও টীকা নাই, কিন্তু সপ্তদশ শকাব্দায় পদামৃতসমুদ্র-সঙ্কলয়িতা শ্রীরাধামোহনের পিতা শ্রীজগদানন্দ ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল নারায়ণ দাস ইহার যে মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর ও সুরসাল হইয়াছে। মূলের ভাব-মাধুর্য্য ও রসবত্তা অনুবাদেও সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত আছে।

এই 'মুক্তাচরিত' ও 'দানকেলিচিন্তামণি' বা 'দানচরিত' নামক কাব্যগ্রন্থদ্বয় রচনার কারণ,—শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের 'ললিতমাধব-'নাটকের কাহিনী পাঠে, একে শ্রীল দাস গোস্বামিপাদ স্বয়ং বিপ্রলম্ভরসের প্রকট মূর্ত্তি, তদুপরি মহা-বিপ্রলম্ভাত্মক রসাস্বাদনে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, এমন কি প্রাণরক্ষাও কঠিন হইয়াছিল। তখনই শ্রীল রূপপাদ এই প্রকার সম্ভোগরসনিধান 'দানকেলিকৌমুদী' রচনা করত রঘুনাথকে দিয়া সংশোধন ব্যপদেশে ললিতমাধব ফিরাইয়া আনেন। শ্রীরঘুনাথও রসান্তরে মনোনিবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন এবং স্বয়ং এই 'মুক্তাচরিত' ও 'দানকেলিচিন্তামণি' বা 'দানচরিত' নামক সম্ভোগ-রসপ্রচুর হাসপরিহাসাত্মক কাব্যদ্বয় রচনা করিলেন।

শ্রীল দাসগোস্বামির রচিত পদ

জয়দেব-বন্দনা

জয় জয় শ্রীজয়- দেব দয়াময়,
পদ্মাবতী- রতিকান্ত।
রাধামাধব- প্রেম-ভকতি-রস,
উজ্জ্বল-মূরতি নিতান্ত॥
'শ্রীগীতগোবিন্দ', গ্রন্থ সুধাময়,
বিরচিত মনোহর ছন্দ।
রাধাগোবিন্দ নিগূঢ়-লীলাগুণ
পদ্মাবলী-পদবৃন্দ॥
কেন্দুবিল্ব বর- ধাম মনোহর,
অনুখণ করয়ে বিলাস।
রসিক ভকতগণ, যো সরবস-ধন,
অহনিশি রহু তছু পাশ।
যুগলবিলাস-গুণ, করু আস্বাদন,
অবিরত ভাবে বিভোর।
দাস রঘুনাথ ইহ, তছুগুণ বর্ণন,
কীয়ে করব লব ওর॥

শ্রীরাধাস্তব

চন্দ্রবদনি ধনি, মৃগনয়নী।
রূপেগুণে অনুপমা রমণীমণী ॥
মধুরিম হাসিনি, কমল-বিকাশিনী,
মোতিম-হারিণি কম্বু-কণ্ঠিনী।
থির সৌদামিনি, গলিত কাঞ্চন জিনি',
তনু-রুচি-ধারিণি পিক-বচনী ॥
উরজ-লম্বি বেণি, মেরু'পর যেন ফণি,
অভরণ বহু মণি, গজ-গমনী।
বীণা-পরিবাদিনি, চরণে নূপুর-ধ্বনি,
রতিরসে পুলকিনি কৃষ্ণ-মোহিনী ॥
সিংহ জিনি' মাঝ খিনি, তাহে মণি-কিঙ্কিণি,
ঝাঁপি ওঢ়নি তনুপদ অবনী।
বৃষভানু-নন্দিনি, জগজন-বন্দিনি,
দাস রঘুনাথ-পহুঁ-মনোহারিণী ॥

শ্রীমদনগোপাল আরতি (রাগ-গৌরী)

হরত সকলে সন্তাপ জনমকো
মিটত তলপ যমকালকি।
আরতি কিয়ে জয় শ্রীমদনগোপালকি ॥
গোঘৃত-রচিত কর্পূরক বাতি
ঝলকত কাঞ্চন থালকি।
চন্দ্র কোটি কোটি ভানু কোটি ছবি
মুখশোভা নন্দলালকি ॥

চরণ কমলোপর নূপুর রাজে
উরে দোলে বৈজয়ন্তী-মালকি।
ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোহে
বাজত বেণু রসালকি ॥
সুন্দর লোল কপোলনা কিয়ে ছবি
নিরখত মদনগোপালকি।
সুর-নর-মুনিগণ করতহিঁ আরতি
ভকতবৎসল প্রতিপালকি ॥
(বাজে) ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি
অঞ্জলি কুসুম গুলালকি।
হুঁ হুঁ বলি বলি রঘুনাথ দাসগোস্বামী
মোহন গোকুললালকি ॥
(আরতি কিয়ে জয় শ্রীমদনগোপালকি।
মদনগোপাল জয় জয় যশোদাদুলাল।
যশোদাদুলাল জয় জয় নন্দদুলাল।
নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারীলাল।
গিরিধারীলাল জয় জয় রাধারমণলাল।
রাধারমণলাল জয় জয় রাধাবিনোদলাল।
রাধাবিনোদলাল জয় জয় রাধাকান্তলাল।
রাধাকান্তলাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল।
গোবিন্দ গোপাল জয় জয় গৌর গোপাল।
গৌর গোপাল জয় জয় শচীর দুলাল।
শচীর দুলাল জয় জয় নিতাই দয়াল।
নিতাই দয়াল জয় জয় অদ্বৈত দয়াল।
ভজ সীতা অদ্বৈত দয়াল।
আরতি কিয়ে জয় শ্রীমদনগোপাল ॥)

শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের বৈরাগ্য[২২]

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু 'স্বনিয়ম-দশকে' বলিয়াছেন,—'এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যিনি প্রেমনমিতা হইয়া "রাধা" এই স্ফূর্ত্তিময়ী অভিধাসিক্ত জনের সহিত প্রেমরসে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, আমি তাঁহার চরণদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক সেই পূতপাদোদক সানন্দে পান করিয়া প্রতিদিন নিয়ত শিরে ধারণ করি। বীণাবাদক নারদাদি মুনিগণ ও নিগম যাঁহার গান করেন, সেই গোবিন্দপ্রিয়তমা প্রবীণা গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধাকে অশ্রদ্ধাপূর্বক দাম্ভিকতাবশতঃ যে সকল কপটী কেবলমাত্র গোবিন্দের ভজনা করে, তাহাদিগের অপবিত্র সমীপদেশে আমি ক্ষণমাত্রও গমন করি না—ইহাই আমার ব্রত।'*

'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি'তে বলিয়াছেন,—'হে বরোরু, মদীশ্বরি গান্ধর্ব্বিকে, আমি এতদিন আশা প্রাচুর্য্যের অমৃতসিন্ধুতে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিলাম, ইহা নিশ্চয় জানিও। এখনও তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ পোড়া প্রাণ, ব্রজবাস, অধিক কি, বক-শত্রু শ্রীকৃষ্ণেতেও আমার কাজ নাই।'

শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যের নামই বৈরাগ্য, তাহার পরিপূর্ণতা শ্রীমতী রাধিকায়,—"কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥ কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥"

২২। "অতিক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে। করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারিদিনে॥ যদ্যপিও শুষ্কদেহ বাতাসে হালয়। তথাপি নির্ব্বন্ধ-ক্রিয়া সব সমাপয়॥ নিয়ম-নির্ব্বাহ যৈছে যে চেষ্টা অন্তরে। সে সব দেখিতে কার হিয়া না বিদরে।"—ভঃ রঃ ৬ষ্ঠ ও ১১শ তরঙ্গ।

* "রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণ ভজন তবে অকারণ গেলা॥
আতপ রহিত সূরয নাহি জানি।
শ্রীরাধাবিরহিত মাধব কৈছে মানি"—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

শ্রীল দাসগোস্বামিপাদ কিভাবে তন্ময় হইয়া কাঁন্দিয়া বেড়াইতেন, তাহার পরিচয়সূচক নিম্নলিখিত পদগুলি উদ্ধৃত হইল। সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ অবধূতবেশে বিপ্রলম্ভভাবে সদা বিভাবিত হইয়া এই পদগুলি খুবই অনুরাগের সহিত কীর্ত্তন করিতেন এবং ক্রন্দন করিয়া বেড়াইতেন।

"কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে। রাধে রাধে গো, জয় রাধে রাধে॥ দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, রাধে রাধে। তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে, রাধে রাধে॥ রাধে বৃন্দাবন-বিলাসিনি, রাধে রাধে। রাধে কানু-মনোমোহিনি, রাধে রাধে॥ রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি, রাধে রাধে। বৃষভানু-নন্দিনি, রাধে রাধে॥

(গোসাঞী) নিয়ম করে' সদাই ডাকে, রাধে রাধে।

(গোসাঞী) একবার ডাকে কেশীঘাটে, আবার
ডাকে বংশী বটে, রাধে রাধে।

(গোসাঞী) একবার ডাকে নিধুবনে, আবার
ডাকে কুঞ্জবনে, রাধে রাধে॥

(গোসাঞী) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে, আবার
ডাকে শ্যামকুণ্ডে, রাধে রাধে॥

(গোসাঞী) একবার ডাকে কুসুমবনে, আবার
ডাকে গোবর্দ্ধনে, রাধে রাধে॥

(গোসাঞী) একবার ডাকে তালবনে, আবার
ডাকে তমালবনে, রাধে রাধে।

(গোসাঞী) মলিন বসন দিয়ে গায়, ব্রজের ধূলায়
গড়াগড়ি যায়, রাধে রাধে॥

(গোসাঞী) মুখে 'রাধা রাধা' বলে, ভেসে' নয়নের
জলে, রাধে রাধে।

(গোসাঞী) বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কেঁদে' বেড়ায়
'রাধা' বলি', রাধে রাধে॥

(গোসাঞী) ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রদিনে, জানে না
রাধা-গোবিন্দ বিনে, রাধে রাধে।
(তারপর) চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপনে রাধা-গোবিন্দ
দেখে, রাধে রাধে॥”

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—[২৩]
“অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
সবে চারিদণ্ড আহার-নিদ্রা কোনদিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিণ্ডা-কানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি' যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনার করে নির্ব্বেদন॥”

নির্ব্বেদবাক্য—“আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধূতাশয়ঃ। কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি পামরঃ॥”—যদি পরব্রহ্মাকে কেহ জানিতে পারেন, তাহা হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্তাকাঙ্ক্ষা সেই পুরুষ আবার কি জন্য কি সুখ ইচ্ছা করিয়া, জিহ্বালম্পট হইয়া দেহপোষণে যত্ন করিয়া থাকেন ?

“এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে। রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি' সন্তোষ অন্তরে॥”

(মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি' প্রীত হ'ন শ্রীগৌর ভগবান্॥) সহৃদয় পাঠকগণ! চিন্তা করিবেন,—স্বরূপের 'রঘুর' এই অবস্থা ; তাহা হইলে স্বরূপের—অর্থাৎ শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর কি অবস্থা হইতে পারে।

২৩। চৈঃ চঃ অন্ত্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শ্রীস্বরূপপ্রিয় বৈরাগৈ্যকনিধি শ্রীল দাসগোস্বামি প্রভু বিলাপকুসুমাঞ্জলির তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছেন,—

"বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্। কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখ-দুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥"—যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুতে আমি প্রপন্ন হইতেছি।

স্তবাবলীতে 'চৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবের ১১শ শ্লোকে বলিতেছেন,—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়-কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো **গুঞ্জাহারং** প্রিয়মপি চ **গোবর্দ্ধনশিলাং**
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥"

—আমি মহা কুজন হইলেও যিনি আমাকে পতিত দেখিয়া কৃপা পূর্ব্বক সম্পৎ ও দারা (পাঠান্তরে বিষয়রূপ-দাবাগ্নি) হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীস্বরূপের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করিতেছেন।

শ্রীগিরিধারীবিগ্রহ সেবা[২৪]

শ্রীল শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক এক যতি শ্রীব্রজধাম হইতে শ্রীক্ষেত্রধামে যাইবার সময় **গুঞ্জামালা ও শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা** লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রদান করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই দুই অপূর্ব্ব বস্তু প্রাপ্ত

২৪। চৈঃ চঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ—২৮৭-৩০৮ পয়ার দ্রষ্টব্য। শ্রীল দাস গোস্বামি প্রভুর ইতিহাস এই প্রবন্ধেই শ্রী চৈঃ চঃ সম্পূর্ণ প্রমাণ পয়ার আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগিরিধারীবিগ্রহ সেবা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন (প্রথম খণ্ড) ১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণস্মরণকালে প্রভু সেই মালা ও শিলাকে কখনও হৃদয়ে ধারণ করেন, কখনও নয়নপ্রান্তে রাখেন, কখনও নাসায় তাহাদের অপ্রাকৃত মধুগন্ধ গ্রহণ করেন। কখনও শিরে স্থাপন করেন, শিলা প্রভুর নয়ন-জলে নিরন্তর স্নাত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইভাবে তিন বৎসরকাল সেবা করিয়া প্রাণপ্রিয়তম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিকে অতি প্রসন্নচিত্তে সেই সেবা দিয়া সেবার নিয়মাদি বলিয়াছিলেন।" প্রভু কহে, এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ। ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥ এক কুঁজা জল, আর তুলসী মঞ্জরী। সাত্ত্বিক সেবা এই—শুদ্ধভাবে করি॥ দুইদিকে দুইপত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী। এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥' শ্রীল দাস গোস্বামিপাদ সানন্দে শ্রীগৌরহরির কৃপা উপদেশ অনুযায়ী ভাবসেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু অত্যন্ত আনন্দভরে একখানি শ্রীগিরিধারীর উপবেশন পীঠ, অর্দ্ধহস্ত পরিমিত দুইখণ্ড বস্ত্র ও জল আনয়নের জন্য একটি মাটির কুঁজা প্রদান করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলিয়া দিলেন,—"এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন। অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন॥" শ্রীরঘুনাথ প্রেমানন্দে ভাবসেবা করিতে করিতে—"পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন'॥ **'প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।'** এই চিন্তি' রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥ জল-তুলসীর সেবায় যত সুখোদয়। ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয়॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু কি উদ্দেশ্যে শিলা ও মালা দিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল দাস গোস্বামিপাদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন;—"রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইলা। গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিলা॥ শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিলা **'গোবর্দ্ধনে'**। গুঞ্জামালা দিয়া দিলা **'রাধিকা-চরণে'**॥ আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ। কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ চরণ॥" একদিন শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু শ্রীল রঘুনাথের এতাদৃশ ভাবসেবা দেখিয়া বলিলেন,—"অষ্ট কৌড়ির খাজা-সন্দেশ কর সমর্পণ। শ্রদ্ধা করি' দিলে সেই

অমৃতের সম॥” শ্রীল স্বরূপ গোস্বামিপাদের অভিলাষানুযায়ী শ্রীল দাস গোস্বামিপাদ তখন হইতে খাজাসন্দেশ শ্রীগিরিধারিজীউর ভোগ দেওয়া আরম্ভ করিলেন। শ্রীগোবিন্দ তাহার সমাধান করিতেন। ১৫০৪ শকাব্দা আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীল দাসগোস্বামি প্রভু নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন (অপ্রকট হন)। তাহার পর ঐ শিলা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোকুলানন্দ মন্দিরে সেবিত হইতেছিলেন। সেই মন্দিরের সেবাইত—শ্রীবিনোদীলাল গোস্বামি-প্রভু ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১৫ই বৈশাখ অমাবস্যা তিথিতে দিবা ১০টা ৪২ মিনিটের সময় রমণরেতী (বনবিহার) শ্রীভাগবতনিবাসে শ্রীল কৃপাসিন্ধু দাস বাবাজি মহাশয়ের হস্তে ঐ সেবা সমর্পণ করেন। তথাতেও বর্ত্তমানে খাজা ভোগ দেওয়া হয় এবং অতীব আদর-যত্ন পরিপাটীর সহিত শৃঙ্গার-সেবা-পূজাদি হইয়া থাকেন। বর্ত্তমানে শ্রীগোকুলানন্দে তৎপ্রতিমূর্ত্তির সেবা চলিতেছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল দাস গোস্বামী

শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীরঘুনাথ শ্রীস্বরূপের আনুগত্যে শ্রীরাধভাবদ্যুতি-সুবলিত-তনু বিপ্রলম্ভ-লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গসেবা করিতে থাকিলেন। দীর্ঘ কৃষ্ণবিরহসন্তপ্তা বার্ষভানবী কুরুক্ষেত্রে যে দিব্যোন্মাদে বিভাবিত হইয়া বৃন্দাবনের মুরলীতাননিনাদিত তপনতনয়া তীরে নিভৃত নিকুঞ্জে কৃষ্ণকে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ দর্শনেও মহাপ্রভুর সেই ভাব উদিত হইত—নীলাচলে রথোপরি জগন্নাথদর্শনে কুরুক্ষেত্রের বৃন্দাবনীয় বিপ্রলম্ভোদয়, আবার সুন্দরাচলে উপবনমধ্যে জগন্নাথদর্শনে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার অভিলাষ বিরহবারিধিকে দ্বিগুণতর উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। শ্রীস্বরূপ ও স্বরূপানুগ শ্রীরঘুনাথ, মহাপ্রভুর বিরহসমুদ্র উদ্বেলনের অনুকূল অনিলস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা ভাবোপযোগী সেবাদ্বারা মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভেরই অধিকতর পরিপুষ্টি করিতেন। রঘুনাথ স্বরূপের আনুগত্যে ষোড়শ বৎসরকাল শ্রীপুরুষোত্তম ধামে থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন।

শ্রীরঘুনাথের জীবাতু স্বরূপ চৈতন্যচন্দ্র ও তাঁহারই দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীস্বরূপ দামোদর উভয়েই অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে রঘুনাথের স্বতঃসিদ্ধ বিরহানল আরও বাড়িয়া উঠিল। রঘুনাথ বিরহব্যথিত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম হইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন, উদ্দেশ্য—এ দেহ আর রাখিবেন না, শ্রীরূপ-সনাতনের চরণ দর্শন পূর্ব্বক ভৃগুপাতে দেহ বিসর্জ্জন করিবেন।

"মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য—রঘুনাথ দাস। সর্ব ত্যজি, কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥ প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে। প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥ **"ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।"** স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা **বৃন্দাবন॥** বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া। গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া॥ এইত নিশ্চয় করি' আইল বৃন্দাবনে। আসি' রূপ-সনাতনের বন্দিল চরণে॥ তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল। নিজ তৃতীয় ভাই করি' নিকটে রাখিল॥ মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর। দুই ভাই[২৫] তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥ অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য-কথন। পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥ সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম। দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥ রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন। প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥ তিনসন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান। ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান॥ সার্দ্ধ সপ্ত-প্রহর করে ভক্তির সাধনে। চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিনে॥"[২৬] শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৯১-১০২।

২৫। দুইভাই—শ্রীল রূপ-সনাতন-পাদদ্বয়।

২৬। ভক্তমাল—"আহার নিদ্রা নাহি সদা করয়ে ফুৎকার।
বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥"

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড

কলিকাতা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা

শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড
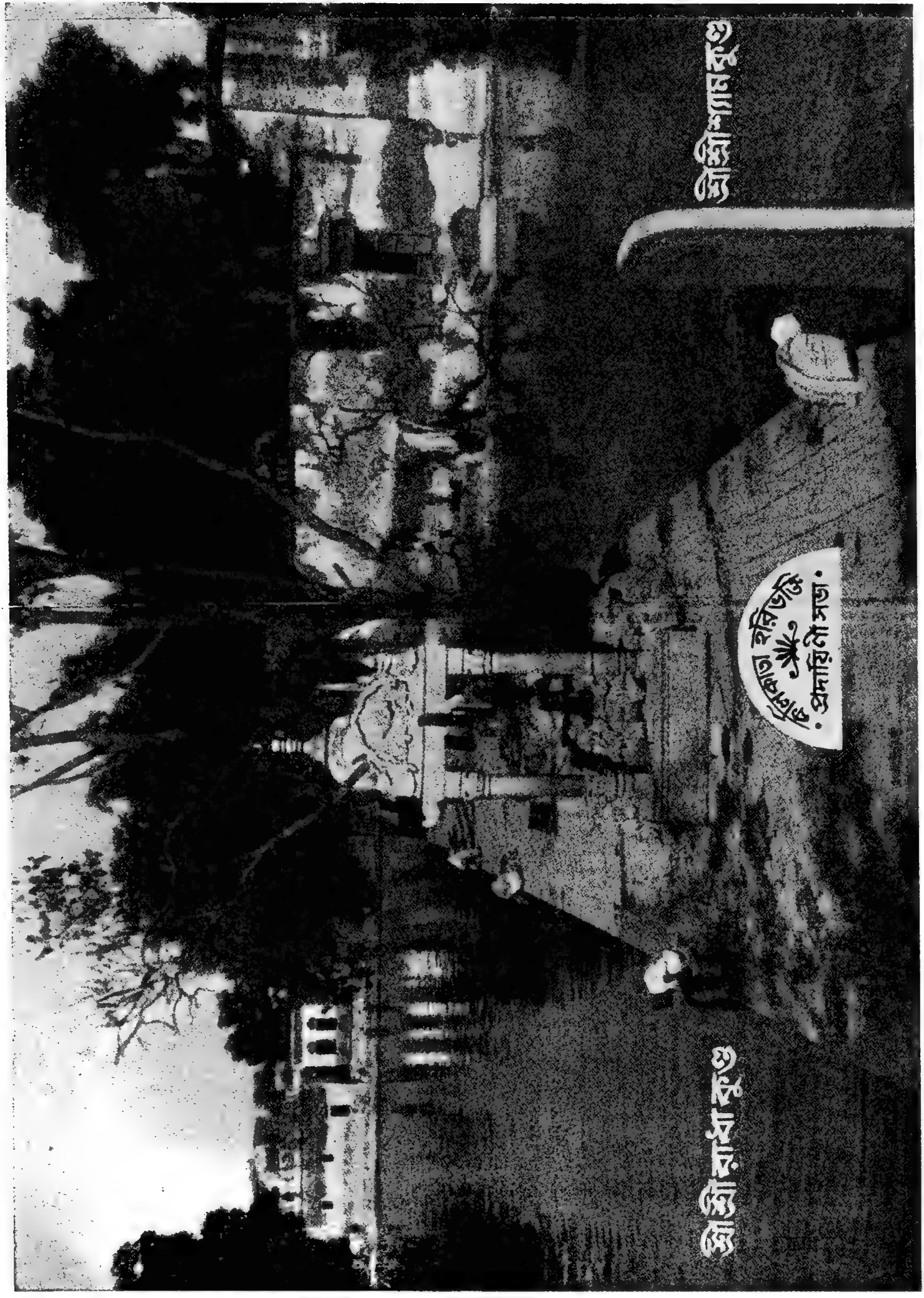
কলিকাতা শ্রীহরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধাশ্যামকুণ্ড

শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী—শ্রীরঘুনাথ দাস

শ্রীরাধা-শ্যামকুণ্ডের বিবরণ—"এই আগে দেখহ **'আরিট'** নামে গ্রাম। এথা কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাস অনুপম॥ অরিষ্ট-অসুর আইলা বৃষরূপ ধরি। পরম কৌতুকে তারে বধিলা শ্রীহরি॥ কৌতুকে শ্রীরাধা-অঙ্গ স্পর্শিতে কৃষ্ণ চায়। হাসিয়া রাধিকা কহে, 'ইহা না যুয়ায়॥ যদ্যপি অসুর—সে ধরয়ে বৃষাকৃতি। তারে বধ কৈলা, হৈলা অপবিত্র অতি॥ যদি সর্ব্বতীর্থে স্নান পার করিবারে। তবে সে ঘুচয়ে দোষ কহিল তোমারে॥' হাসিয়া কহয়ে কৃষ্ণ সুমধুর বাণী। 'এথাই করিব স্নান সর্ব্বতীর্থ আনি'॥ এত কহি পদাঘাত কৈলা মহীতলে। পরিপূর্ণ হৈল কুণ্ড সর্ব্বতীর্থ জলে॥ নিজ নিজ পরিচয় দিয়া তীর্থগণ। সাক্ষাৎ হইয়া কৃষ্ণে করিলা স্তবন॥ শ্রীরাধিকা সহ সখীগণে দেখাইয়া। স্নান কৈল কৃষ্ণ তীর্থগণে সম্বোধিয়া॥ অর্দ্ধরাত্র ইহাতেই হৈল সমাধান। অদ্যাপিহ লোকে তৈছে কুণ্ডে করে স্নান॥ শ্রীরাধিকা শুনি' কৃষ্ণ-প্রগল্‌ভ-বচন। সখী সহ শীঘ্র কুণ্ড করিল খনন॥ হইল অপূর্ব্ব রাধিকার সরোবর। দেখিয়া কৃষ্ণের অতি আনন্দ অন্তর॥ 'সর্ব্বতীর্থময়ী শ্রীমানসী গঙ্গাজলে। করিবেন কুণ্ড পূর্ণ অতি কুতূহলে'॥ এই ইচ্ছা জানি' কৃষ্ণ তীর্থ-নির্দেশিতে। প্রবেশে রাধিকাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ড হৈতে॥ তীর্থগণ করি' বহু স্তুতি রাধিকার। মানয়ে সৌভাগ্য, মহাহর্ষ অনিবার। দুই কুণ্ড পরিপূর্ণ হৈল তীর্থ-জলে। সখী সহ দোঁহে শোভা দেখে কুতূহলে॥ নানা বৃক্ষলতায় বেষ্টিত কুণ্ডদ্বয়। দোঁহার আশ্চর্য্য কেলিস্থান এই হয়॥—ভঃ রঃ ৫।৪৭৭।৪৯৩।

স্তবাবলী গ্রন্থে ব্রজবিলাসে—(বঙ্গানুবাদ) শ্রীরাধামাধবের এই কেলি-স্থান তাঁহাদের প্রিয় কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীতটে মিলিত মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা

কদম্ব, চম্পকশ্রেণী, নূতন ও উত্তম অশোক, আম্রশ্রেণী, পুন্নাগ, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ, লবঙ্গলতা, বাসন্তিকা প্রভৃতি লতার দ্বারা পরিবেষ্টিত ও মনোরম। ইহা রাধা-মাধবের অতি প্রিয়। আমি তাহাই আশ্রয় করিতেছি।—শ্রীল দাসগোস্বামী।

শ্রীরাধিকাকুণ্ড সর্ব্বদিকে নিরুপম। ললিতাদি অষ্টসখীকুঞ্জ মনোরম॥ সুবলাদি-কুণ্ড শ্যামকুণ্ড-সর্ব্বদিকে। দোঁহে বিলসয়ে অতি অশেষ বিশেষে॥ অরিষ্ট কুণ্ডাখ্যে শ্যামকুণ্ড সবে কয়। এই দুই কুণ্ডের মহিমা অতিশয়॥ এই দুই কুণ্ডে স্নান যেই জন করে। রাজসূয়-অশ্বমেধ ফল মিলে তারে॥ **আদিবরাহপুরাণে**—রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্পাদনে যে ফল লভ্য হয় সেই ফল অরিষ্টকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড হইতে স্নান দ্বারা পাওয়া যায়। এই বিষয়ে তর্ক করা উচিত নহে। **মথুরা খণ্ডে**—হে যুধিষ্ঠির! কার্ত্তিক মাসে রাধাকুণ্ডে দীপদান উৎসব করিলে বিষ্ণুভক্ত জনগণ সকল বিশ্ব দেখিতে পায়। **পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে**—শ্রীহরির প্রিয় রাধাকুণ্ড রমণীয় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত মধ্যে বিরাজিত। কার্ত্তিকমাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে লোক রাধাকুণ্ড বিহারী শ্রীহরির প্রিয়ভক্ত হইতে পারে। কারণ, তাহাতে শ্রীহরির অত্যন্ত তোষণ হয়। রাধা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়, শ্রীরাধার কুণ্ড তদ্রূপ প্রিয়। কেননা সকল গোপীগণ মধ্যে এক রাধাই শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। কার্ত্তিক মাসে শ্রীরাধার কুণ্ডে স্নান করিয়া জনার্দ্দনের পূজা কর্ত্তব্য। জনার্দ্দন উত্থান একাদশীতে পূজিত হইলে যেরূপ প্রীত হন, এইদিনের পূজাতেও সেইরূপ প্রীত হন।—ভঃ রঃ ৫।৪৯৪-৫০৬।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীরাধা-শ্যামকুণ্ডের উদ্ধার

"দেখ শ্রীনিবাস—রাধাশ্যাম কুণ্ডদ্বয়। চতুর্দ্দিকে বনশোভা মুনীন্দ্রে মোহয়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন ভ্রমণ করিয়া। এই তমালের তলে বসিল আসিয়া॥ অরিষ্ট গ্রামীয় লোকগণে জিজ্ঞাসিল। কুণ্ডদ্বয়বার্ত্তা কেহ কহিতে নারিল॥ সঙ্গেতে আইলা বিপ্র মথুরা হইতে। তারে জিজ্ঞাসিল—সেহো না পারে কহিতে॥ প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ গুপ্ততীর্থ নিরীখয়। দুই ধান্য ক্ষেত্র হইয়াছে কুণ্ডদ্বয়॥ তথা অল্পজলে

স্নান করি' হর্ষ চিতে। শ্রীকুণ্ডকে স্তুতি করিলেন নানা মতে॥ লইয়া মৃত্তিকা যত্নে তিলক করিল। দেখি' গ্রামী লোক মহা বিস্ময় হইল॥ কেহ কহে এই যে সন্ন্যাসী মহাশয়। কোথা হইতে অকস্মাৎ করিলা বিজয়॥ কেহ কেহ—অহে ভাই ইঁহারে দেখিতে। না জানি কি করে হিয়া না পারি বুঝিতে॥ কেহ কহে—মনুষ্য সন্ন্যাসী কভু নয়। কহিতে না পারি মোর মনে যাহা হয়॥ কেহ কহে—ইঁহারে সন্ন্যাসী কহে কে? এইরূপে এই বেশে কৃষ্ণ হয় এ॥ দেখহ তাহার সাক্ষী নানা পক্ষিগণ। নিকটে আসিয়া সবে করয়ে দর্শন॥ শুক পিক সুখে 'কৃষ্ণ' সম্বোধন করে। নাচয়ে ময়ূর মহা উল্লাস অন্তরে॥ নানা শব্দ করে পক্ষী কর্ণ-রসায়ন। দেখ কি অদ্ভুত প্রফুল্লিত বৃক্ষগণ॥ অহে ভাই, এ কপট সন্নাসী উপরে। দেখ লতাসহ বৃক্ষ পুষ্পবৃষ্টি করে॥ হরিণ-হরিণীগণ সমীপে আসিয়া। একদৃষ্টে রহিয়াছে মুখপানে চাহিয়া॥ উর্দ্ধপুচ্ছে ধাইয়া আইসে ধেনুগণ। চতুর্দ্দিকে বেঢ়ি' মুখ করে নিরীক্ষণ॥ দেখ আনন্দাশ্রু ঝরে সবার নয়নে। ইহাতে সূচায়—দেখা হৈল বহুদিনে॥ অহে ভাই, ভাগ্য প্রশংসিয়ে বারে বারে। হেন রূপে হেন বেশে দেখিনু কৃষ্ণেরে॥ অহে ভাই, এ প্রভু-চরণে নমস্কার। লোকে জ্ঞান দিতে বুঝি এই অবতার॥ 'কালী' 'গৌরী' নামে এই ধান্য-ক্ষেত কৈনু। ইঁহার কৃপাতে কুণ্ডদ্বয় সে জানিনু॥ ঐছে সবে পরস্পর নানা কথা কয়। শ্রীদর্শনামৃত পানে মত্ত অতিশয়॥ কুণ্ড দেখি প্রভুর যে হৈল ভাবাবেশ। ব্রহ্মাদিক বর্ণিতে নারয়ে তা'র লেশ॥—ভঃ রঃ ৫।৫০৭—৫২৯ পয়ার।

শ্রীল দাস গোস্বামীর মনোবাঞ্ছাপূর্ত্তি

অহে শ্রীনিবাস, ধান্যক্ষেত্র কুণ্ডদ্বয়। এবে জলে পরিপূর্ণ হৈল অতিশয়॥ এইরূপ হৈল যৈছে ধান্যক্ষেত গিয়া। শুন সে প্রসঙ্গ—কহি সংক্ষেপ করিয়া॥ অকস্মাৎ রঘুনাথ মনে এই হৈল। কুণ্ডদ্বয় জলে পূর্ণ হৈলে হৈত ভাল॥ অর্থের আকাঙ্ক্ষা কিছু ইহাতে বুঝায়। এত বিচারিয়া হৈলেন স্তব্ধ প্রায়॥ আপনাকে ধিক্কার করয়ে বার বার। কেনে এ বাসনা মনে হইল আমার॥

বিবিধ প্রকারে নিজমন বুঝাইয়া। রহয়ে নির্জ্জনে অতি সাবধান হৈয়া॥ ভক্তমনে যে হয় তা' না হয় অন্যথা। কৃষ্ণ সে করেন পূর্ণ ভক্তমনঃকথা॥ কোন এক ধনী **বদরিকাশ্রমে** গিয়া। প্রভুকে দর্শন কৈল বহুমুদ্রা দিয়া॥ **নারায়ণ** ত'াঁরে আজ্ঞা করিল স্বপ্নেতে। "মুদ্রা লৈয়া যাহ ব্রজে আরিট গ্রামেতে॥ তথা **রঘুনাথ দাস** বৈষ্ণব প্রধান। তাঁর আগে দিবা মুদ্রা লৈয়া মোর নাম॥ যদি এই মুদ্রা তেঁহ না করে গ্রহণ। তবে এই কথা তাঁরে করাবে স্মরণ॥ কুণ্ডদ্বয়জলে স্নান-পানের লাগিয়া। করিয়াছ মনে, তা' করহ মুদ্রা লৈয়া॥" এত কহি' বিদায় করিলা সেই ক্ষণে। আরিট-গ্রামেতে তেঁই আইলা হর্ষমনে॥ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আগে গিয়া। ভূমে পড়ি' প্রণময়ে মুদ্রা ভেট দিয়া॥ প্রভু যৈছে আজ্ঞা কৈল সে সব কহিলা। শুনি' রঘুনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিলা॥ কতক্ষণে কহে প্রশংসিয়া বারবার। 'শীঘ্র কুণ্ডদ্বয়ের করহ পঙ্কোদ্ধার॥' শুনি' মহাজন মহা-আনন্দ হইলা। সেইক্ষণে বহুলোক নিযুক্ত করিলা॥ শীঘ্র কুণ্ডদ্বয় খোদাইল যত্নমতে। শ্যাম কুণ্ড বক্র যৈছে শুন সাবহিতে॥ শ্যামকুণ্ডতীরে এই বৃক্ষ পুরাতন। সবে স্থির কৈল—কালি করিব ছেদন॥ স্বপ্নে রাজা যুধিষ্ঠির কহে রঘুনাথে। "বৃক্ষরূপে মোরা পঞ্চ আছিয়ে এথাতে॥ কালি-প্রাতে মানস-পাবন-ঘাটে গিয়া। করিবেন রক্ষা পঞ্চ বৃক্ষ নিরখিয়া॥" স্বপ্ন দেখি রঘুনাথ রজনী প্রভাতে। দেখে এক বৃক্ষে পঞ্চ বৃক্ষ ক্রমমতে॥ বৃক্ষের ছেদন সবে বারণ করিল। এই হেতু শ্যামকুণ্ড টোরস নহিল॥ নির্ম্মল জলেতে পরিপূর্ণ কুণ্ডদ্বয়। দেখি' রঘুনাথ হৃষ্ট হৈল অতিশয়॥"—ভঃ রঃ ৫।৫৩০—৫৫৩।

শ্রীল দাস গোস্বামীর কুটীরবাস স্বীকার

দিবারাত্র রঘুনাথ বৃক্ষতলে রহে। কুটির করিতে তাঁর কভু ইচ্ছা নহে। একদিন সনাতন বৃন্দাবন হৈতে। এথা আইলা শ্রীগোপালভট্টের বাসাতে॥ মানস-পাবন-ঘাটে চলিলেন স্নানে। দেখে—এক ব্যাঘ্র জল পিয়ে সেইখানে॥ রঘুনাথ ধ্যানাবেশে আছেন বসিয়া। ব্যাঘ্র বনে গেলা তাঁর নিকট হইয়া॥
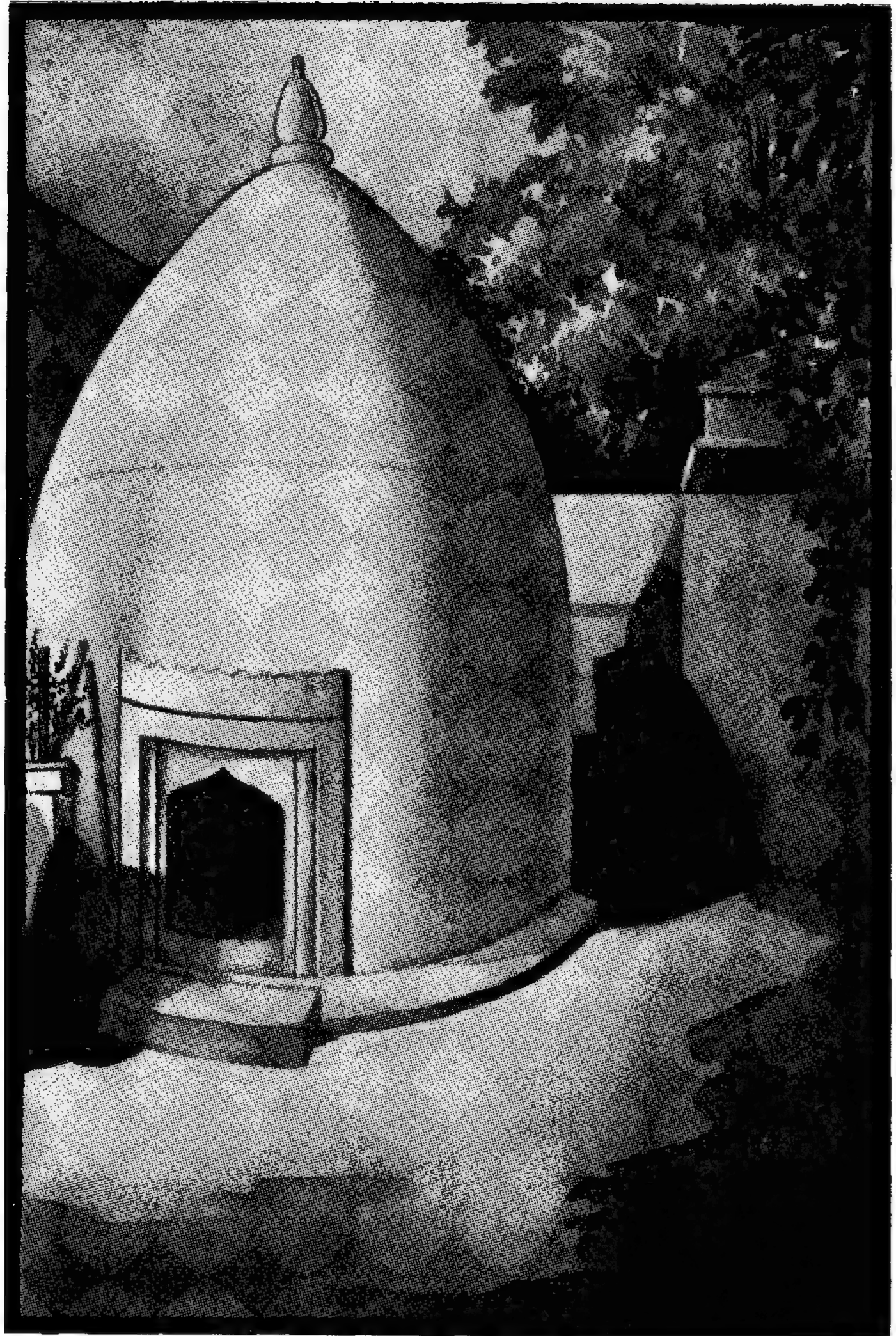
শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীসমাধি-মন্দির

কতক্ষণে রঘুনাথ চাহে চারিপাশে। দেখেন শ্রীসনাতন আইসেন স্নানে॥ ভূমেতে পড়িয়া সনাতনে প্রণমিল। সনাতন স্নেহবশে আলিঙ্গন কৈল॥ রঘুনাথ প্রতি স্নেহে কহে ধীরে ধীরে। বৃক্ষতল হৈতে এবে রহিবে কুটীরে॥ জানাইয়া বিশেষ গোসাঞি গেলা স্নানে। কুটীরের আরম্ভ হৈল সেই দিনে॥ অন্য হিত হেতু রঘুনাথ সেই হৈতে। রহিলেন কুটীরে গোসাঞির আজ্ঞামতে॥ অহে শ্রীনিবাস, রঘুনাথ চেষ্টা যত। এক মুখে তাহা আমি কহিব বা কত॥ —ভঃ রঃ ৫।৫৫৪-৫৬৩।

শ্রীল রঘুনাথের নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ভাব

দাস নামে এক ব্রজবাসী এথা রয়। দাসগোস্বামীর তা'রে স্নেহ অতিশয়॥ তেঁহো একদিন সখীস্থলী গ্রামে গেলা। বৃহৎ পলাশপত্র দেখি তুলি' নিলা॥ দাসগোস্বামীর কথা মনে মনে কহে। অন্নাদিক ত্যাগ কৈলা দারুণ বিরহে॥ এক দোনা তক্র পিয়ে নিয়ম তাঁহার। ইথে কিছু অতিরিক্ত হইবে আহার॥ ঐছে মনে করি ঘরে আসি' দোনা কৈলা। তাহে তক্র লৈয়া রঘুনাথ আগে আইলা॥ নব্যপত্র দোনা দেখি জিজ্ঞাসে গোঁসাঞি। এ বৃহৎ পত্র আজি পাইলা কোন্ ঠাঁই॥ দাস কহে—সখীস্থলী গেনু গোচারণে। পাইয়া উত্তম পত্র আনিনু এখানে॥ 'সখীস্থলী' নাম শুনি' ক্রোধে পূর্ণ হৈলা। তক্রসহ দোনা দূরে ফেলাইয়া দিলা॥ কতক্ষণে স্থির হৈয়া কহে দাস প্রতি। সে চন্দ্রাবলীর স্থান,—না যাইবা তথি॥ ইহা শুনি' দাস ব্রজবাসী স্থির হৈয়া। জানিলেন **সাধক দেহেতে সিদ্ধ ক্রিয়া**॥ এ-সবার এই দেহ নিত্যসিদ্ধ হয়। ইথে যে পামর সেই করয়ে সংশয়॥ অহে শ্রীনিবাস! একদিন রঘুনাথ। ভুঞ্জিলেন মানসে প্রসাদী দুগ্ধ ভাত॥ হইল অজীর্ণ দেহ ভার অতিশয়। কৈছে দেহ ভার হৈল কেহ না বুঝয়॥ **শ্রীবল্লভ পুত্র শ্রীবিট্‌ঠল নাথ** শুনি। দুই চিকিৎসক লৈয়া আইলা আপনি॥ নাড়ী দেখি চিকিৎসক কহে বার বার। 'দুগ্ধ অন্ন খাইলা ইঁহো ইথে দেহ ভার'॥ শ্রীবিট্ঠলনাথ কহে হইয়া বিস্ময়। 'দুগ্ধ অন্ন ইঁহারে সম্ভব কভু নয়'। রঘুনাথ কহে—'এই সুসত্য

বচন। মানসে করিনু মুই দুগ্ধান্ন ভোজন'॥ শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার। ঐছে রঘুনাথ ক্রিয়া, কি কহিব আর॥—ভঃ রঃ ৫।৫৬৪—৫৮১।

শ্রীল দাস গোস্বামীর কৃপাতেই শ্রীকুণ্ডবাস হয়।

অহে শ্রীনিবাস, এ নিশ্চয় জান চিতে। **রাধাকুণ্ডবাস রঘুনাথ কৃপা হৈতে॥ শ্রীকুণ্ড, শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা, গুঞ্জাহার। শ্রীরঘুনাথের এই সেবা সুপ্রচার॥** পরম উজ্জ্বল কুণ্ডে বৃক্ষলতাগণ। দেখ রাধাশ্যাম কুণ্ডদ্বয়ের মিলন॥ এই **'মাল্যহারি'** কুণ্ড অহে শ্রীনিবাস। মুক্তা-মালা-ছলে এথা অদ্ভুত বিলাস॥ শ্রীমুক্তা-চরিত্র গ্রন্থে এসব বিচারি'। বর্নিল শ্রীরঘুনাথ দাস কৃপা করি॥ এই **'শিবখোর' 'ভানুখোর'** কুণ্ডদ্বয়। এত কহি রাঘবের উল্লাস হৃদয়॥ ঐছে আর কুণ্ড নানা স্থান দেখাইয়া। শ্রীদাস গোস্বামী আগে গেলা দোঁহা লৈয়া॥ শ্রীরাঘব-পণ্ডিত সকল নিবেদিল। শুনি' দাস গোস্বামীর চিত্তে হর্ষ হৈল॥ শ্রীনিবাস-নরোত্তম অতি সাবধানে। ভূমে পড়ি' প্রণমিলা গোস্বামি-চরণে॥ গোস্বামীর শুষ্ক দেহ দুর্ব্বলা-তিশয়। তথাপি উঠিয়া দুইবাহু পসারয়॥ শ্রীনিবাস-নরোত্তমে আলিঙ্গন করি'। শ্রীনিবাস প্রতি কি কহিলা ধীরি ধীরি॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তথায় আইলা। তাঁরে প্রণমিতে যে উচিত তেঁহো কৈলা॥ শ্রীনিবাসে জানে তেঁহো প্রাণের সমান। কহিতে কি পরম অদ্ভুত চেষ্টা তান॥ দাস গোস্বামীর প্রিয় দাস ব্রজবাসী। তেঁহো সেইখানে শীঘ্র মিলিলেন আসি'॥ আর যে যে বৈষ্ণব ছিলেন কুণ্ডতীরে। শ্রীনিবাস নরোত্তম মিলে সে সবারে॥ সবে হৃষ্ট হৈয়া স্নানে অনুমতি দিলা। ভক্ষণ সামগ্রী অতি শীঘ্র করাইলা॥ দোঁহে স্নান করিবারে গেলা শীঘ্র করি। নয়ন ভরিয়া দেখে শ্রীকুণ্ডের মাধুরী॥ সুবলের কুঞ্জ শ্যামকুণ্ডের উত্তরে। তথা ঘাট মানস--পাবন শোভা করে॥ মানস-পাবন রাধিকার প্রিয় অতি। তথা বৃক্ষরূপে পঞ্চ পাণ্ডবের স্থিতি। সেই ঘাটে দোহে স্নান কৈল প্রেমাবেশে। বাড়িল দোঁহের সুখ অশেষ-বিশেষে॥ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর কুটীর যথা। শ্রীমহা প্রসাদ সেবা করিলেন তথা॥ সে দিবস পরম আনন্দে গোঙাইয়া।

চলিলা পণ্ডিত প্রাতঃকালে দোঁহে লৈয়া॥ শ্রীকুণ্ড দক্ষিণে **মুখরাই** গ্রাম হয়। তথা গিয়া পণ্ডিত শ্রীনিবাস প্রতি কয়॥ রাধিকার মাতামহী মুখরা প্রাচীনা। তাঁর এই বাসস্থান, জানে সর্বজনা॥ এথা মহা কৌতুক, মুখরা অলক্ষিত। রাধাকৃষ্ণে মিলায় হইয়া উল্লসিত॥—ভঃ রঃ ৫।৫৮২-৬০৬ পয়ার।

বিশেষ সমালোচনা—(সংশোধন জন্য) দীনহীন গ্রন্থকারকৃত **শ্রীশ্রীব্রজ-ধাম** (পরিচয় ও পরিক্রমা) প্রথমখণ্ডে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের দর্শনীয় **'ঘাট'** সমূহের মধ্যে যে ১২ সংখ্যায় **শ্রীশ্রীবল্লভ ঘাটের** নাম লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ এইরূপ হইবে "শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্যের (মতান্তরে নাম—শ্রীবল্লভ ভট্টের) দ্বারা স্থাপিত ঐ ঘাট সম্ভব নহে; কারণ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত আড়াইল গ্রামে সর্বপ্রথম তাঁহার গৃহে মিলিত হন এবং পরে শ্রীপুরীধামে মিলিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামির নিকট শ্রীকৃষ্ণনামের অর্থ একমাত্র শ্রীশ্যামসুন্দর-শ্রীযশোদানন্দন এবং উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণেই শ্রীকৃষ্ণের পরম সন্তোষ হয়—ইহাই জীবের পরমধর্ম্ম, এই উপদেশ ও শ্রীকিশোরগোপাল মন্ত্র গ্রহণ করত মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হন। তখনও শ্রীরাধাশ্যামকুণ্ডের আবিষ্কার হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমগ্র শ্রীব্রজমণ্ডলের লুপ্ততীর্থ উদ্ধারকল্পে তাঁহার অনুগত শ্রীগোস্বামিপাদ-গণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে ধান্যক্ষেত্রাকারে শ্রীরাধাশ্যামকুণ্ডদ্বয় শ্রীমন্মহাপ্রভু নির্দ্দেশ করেন এবং তদনুযায়ী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের দ্বারা বর্ত্তমানাকারের কুণ্ডসকল প্রকটিতা হন ("শ্রীরাধাশ্যামকুণ্ড" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পূর্ণ দেখুন)। এই সময়ের পূর্ব্বে আদি শ্রীবল্লভাচার্য্য (শ্রীবল্লভভট্ট) অপ্রকট হন। শ্রীল দাস গোস্বামী নিত্যসিদ্ধ দেহে বিপ্রলম্ভময়ী অপ্রাকৃত মানসে 'গরম দুগ্ধান্ন' ভোজন করায় তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল এবং চিকিৎসার জন্য বল্লভপুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথজী মথুরা হইতে বৈদ্য আনিয়া জানিলেন,—ইহা অপ্রাকৃত ভজনের বিকার মাত্র। এই স্বাভাবিক ইতিহাস হইতে প্রমাণ হয় যে, শ্রীবল্লভাচার্য্য ('শ্রীবিষ্ণুস্বামী') সম্প্রদায়ের সঙ্গে 'শ্রীগৌড়েশ্বর'

সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক প্রীতি সর্বকালই আছে এবং এইপ্রকার প্রীতিবদ্ধ হইয়াই শ্রীল দাস গোস্বামিপাদের ইচ্ছা ও অনুমতি ক্রমে শ্রীরাধাকুণ্ডে 'শ্রীবল্লভাচার্য্য ঘাট' নামক একটি ঘাটের নিদর্শন রক্ষা হয়। পরে শ্রীল বিট্‌ঠলনাথের চতুর্থ পুত্র শ্রীগোকুলনাথজী নামান্তর **শ্রীবল্লভ** (আচার্য্য) ব্রজমণ্ডলের প্রকটিত তীর্থ সমূহের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।" এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য। ২৭

ইঁহাদের নামে শ্রীমথুরায় একটি স্থান আছে তাহার নাম "**সাতঘরা**"।

২৭। See the 'Birth-date of Vallabhacharya' by G. H. Batt, M.A., Published in the Proceedings and Transaction of the Ninth A.I.O.C., Trivandrum, 1937, p. 595-599.

২। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ১৯।৬১-১১৩, ঐ অন্ত্য ৭ম সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য। ঐ মধ্য ১৮।৪৬-৫৪, শ্রীস্তবামৃত-লহরী ১০।৭ ; শ্রী ভঃ রঃ ৫।৮০৪-৮১৭।

৩। আমেদাবাদ বীরবিজয় প্রেস হইতে লল্লুভাই ছগনমল দেশাই কর্তৃক ১৯৯০ সম্বতে মুদ্রিত 'শ্রীবল্লভাচার্যাজী কী নিজবার্ত্তা'—নামক পুস্তকে এবং কাঁকরোলী বিদ্যাবিভাগ হইতে প্রকাশিত 'সম্প্রদায়-প্রদীপে' (৮০ পৃঃ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের আড়াইল গ্রামে পদার্পণের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

৪।————শ্রীবল্লভাচার্য্য (নামান্তর—শ্রীবল্লভ ভট্ট)।

- শ্রীগোপীনাথজী
- শ্রীবিট্‌ঠল নাথজী
  - (১) গিরিধর
  - (২) গোবিন্দ
  - (৩) বালকৃষ্ণ
  - (৪) গোকুলনাথ
  - (৫) রঘুনাথ
  - (৬) যদুনাথ
  - (৭) ঘনশ্যাম

(৪) শ্রীগোকুলনাথের জন্ম—১৫৫০ খৃঃ,

তাঁহারই (ক) নামান্তর—শ্রীবল্লভ (আচার্য্য)।

(ক) যেমন—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্ক আচার্য, শ্রীবল্লভাচার্য্য ইত্যাদি আচার্য্যগণের অধস্তন বর্ত্তমান আচার্য্যগণকেও পূর্ব আচার্য্যগণের নাম দ্বারাই পরিচয় হয়।

বহু গোস্বামিগ্রন্থপ্রকাশকারী শ্রীনবদ্বীপধাম—পোড়াঘাট, হরিবোল কুটীর নিবাসী ৺শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ' নামক গ্রন্থে ও শ্রীব্রজমোহন দাস কৃত 'শ্রীব্রজ দর্পন' গ্রন্থে 'শ্রীবল্লভঘাটের' নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 'শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ঘাটের'ও উল্লেখ করিয়াছেন।

গীতে শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম কুণ্ডের শোভা

১। (রাগ—সারঙ্গ)

নাগরবর পরমধীর, রহি রাধাকুণ্ডতীর,
নিরখত অতি মঙ্গলময়
মধুর সরসী-শোভা।
নিরমল পরিপূরিত জল, তঁহি কত কত ভাঁতি কমল,
অতুলিত অলি বলিত মঞ্জু
গুঞ্জত চিতলোভা ॥
লঘু লঘু নব পবন-সঙ্গ, উপজত মৃদুতর তরঙ্গ,
প্রমুদিত জলচরচয় বহু
ফিরত কত রঙ্গে ॥
ঝলকত মণিখচিত ঘাট- চয় বিচিত্র চিত্র-নাট
মণ্ডিত কুটি-মণ্ডপ
মদনালয় মদ ভঙ্গে ॥
প্রফুল্লিত স্থর-সাল হি অরু নীপ-বকুল-চম্পকতরু
উচ্চ রুচির রচিত
রতন-দোলা তহি সাজে।
উলসিত শুক গায়ত ঘন, 'শুনি শুনি' উনমত খগগণ
নৃত্যত শিখি, কুহু কুহু কুহু
কোকিল কল গাজে ॥
কনক বেদী বিলসিত বন সেবিত ষড়ঋতু অনুখন
বিকসিত কত কুসুম সুষম,
সৌরভ অনুপামা।
বেষ্টিত ললিতাদি কুঞ্জ, নিরমিত রসজনিত পুঞ্জ
বৈরজ-ভর-ভঞ্জন-ভণ,
নরহরি সুখধামা ॥

২। (রাগ—সারঙ্গ)

রাধা মৃগনয়নী গৌরী, নাগরক বাহু জোড়ি,
প্রমুদিত চিত নিরখত,
ঘনশ্যাম সরসী-শোভা।
নির্ম্মল পরিপূর্ণ বারি, পীযুষভর-গরবহারি,
মন্দ পবন পরশত,
মৃদু বীচি ভুবন-লোভা॥
বিকশিত নবকুঞ্জনিকর, গুঞ্জত মধুমত্ত ভ্রমর
মঞ্জু নটত খঞ্জন,
জন-রঞ্জন অনুপামা।
সারস-লস-হংসলাখ, ফিরতহি তহি চক্রবাক,
ক্রৌঞ্চ-কীর-কোকিল-শিখী,
কলরব অভিরামা॥
ঝলকত সর-তীর অতুল, কুসুমিত তরু-বল্লী-বকুল,
বলয়িত-জল-ঝলক-ছাঁহ,
ছুটত ছবি ভারী।
অভিনব কুটি মণ্ডপগণ, মণ্ডিত কত বেদি-রতন,
সুগঠন মণি-জড়িত ঘাট
লোচন রুচি কারী॥
চৌদিশ রস-ঝরত পুঞ্জ, বেষ্টিত সুবলাদি কুঞ্জ,
সুরুচি রচনা তঁহি কত,
ভাঁতি ভবন ভ্রাজে।
ষড়ঋতু-কৃত সেবনঘন, অদভুত মহিমা সুরগণ,
গায়ত নরহরি অনুখন,
ধ্যায়ত হৃদি মাঝে॥

শ্রীল দাস গোস্বামী রচিত শ্লোক সম্বন্ধে [২৮]

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর 'পদ্যাবলী'-গ্রন্থেও শ্রীরঘুনাথ দাসের নামে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কথিত হয় যে, শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুর রচিত উল্লিখিত গ্রন্থত্রয়ের কোনটিতেও এই শ্লোক তিনটি পাওয়া যায় না। শ্লোক তিনটি এই,—

গোপেশ্বরীবদনফুৎকৃতি-লোলনেত্রং
জানুদ্বয়েন ধরণীমনু সঞ্চরন্তম্।
কঞ্চিন্নবস্মিতসুধা-মধুরাধরাভং
বালং তমালদলনীলমহং ভজামি ॥

—(পদ্যাবলী, ১৩১ শ্লোক)

তল্পং কল্পয় দূতি পল্লবকুলৈরন্তর্লতামণ্ডপে
নির্ব্বন্ধং মম পুষ্পমণ্ডনবিধৌ নাদ্যাপি কিং মুঞ্চসি।
পশ্য ক্রীড়দমন্দমন্ধতমসং বৃন্দাটবীং তস্তরে
তদ্গোপেন্দ্রকুমারমত্র মিলিতপ্রায়ং মনঃ শঙ্কতে ॥

—(পদ্যাবলী, ২১২ শ্লোক)

২৮। Theodor Aufrecht-এর Cotalogus Catalogorum পুস্তকে (Vol. 1. P. 486,729) শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর রচিত বলিয়া 'গুণলেশসুখদ' ও 'সুরাবলী'—নামক দুইখানি গ্রন্থের নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত পুস্তকে (Vol. 1. P. 249, 486; Vol. 1I1. P. 54) শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী'র 'শ্রীরঘুনাথ দাস'-কৃতা টীকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু কিনা, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

দ্বিতীয় পদ্যটী Deccan College Paper Mss-এ (৬৭নং, ১৮৭৩-৭৪) "রূপস্য" অর্থাৎ শ্রীরূপগোস্বামি প্রভুর কৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত হস্তলিখিত পুঁথি (১০৯১ নং) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতে (২৪২০ ও ৩০৯৪০ নং) এবং বহরমপুরের শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মুদ্রিত

প্রথয়তি ন তথা মমার্ত্তিমুচ্চৈঃ
সহচরি বল্লবচন্দ্রবিপ্রয়োগঃ।
কটুভিরস্থরমণ্ডলৈঃ পরীতে
দনুজপতের্নগরে যথাস্য বাসঃ॥

—(পদ্যাবলী, ৩৩১ শ্লোক)

শ্রীল রঘুনাথ-সূচক বা শোচক

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর 'শিষ্য'-নামে প্রচারিত ('প্রেমবিলাস' ও 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থানুসারে) 'শ্রীরাধাবল্লভদাস' নামে এক প্রাচীন পদকর্ত্তা শ্রীদাস গোস্বামিপ্রভুর একটি সংক্ষিপ্ত চরিত পদ্যাকারে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

অথ রঘুনাথদাস-গোস্বামিনাং গুণবর্ণনং যথা—

শ্রীচৈতন্যকৃপা হৈতে, রঘুনাথ দাস-চিতে,
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
দারা গৃহসম্পদ, নিজরাজ্য-অধিপদ,
মল প্রায় সকল ত্যজিল॥

---

৩ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি সম্পাদিত পুস্তকে এই শ্লোকটী শ্রীল রঘুনাথ দাসের রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদ্যাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও শেষোক্ত তৃতীয় শ্লোকটী শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি প্রভুর রচিত বলিয়া জানা যায়; কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তলিখিত পুঁথিতে এই শ্লোকের রচয়িতার নামের স্থলে 'হরেঃ' এইরূপ দৃষ্ট হয়। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতেও রচয়িতার নাম নির্দ্দেশ নাই। শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের সম্পাদিত পদ্যাবলীতে "রাঙ্গস্য" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। Deccan College Paper Mss-এ (১৪৭নং) ও শ্রীযুক্ত অতুল-কৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণে "কস্যচিৎ" বলিয়া উল্লিখিত আছে।

পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণনামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবা।
এই মনে অভিলাষ, পুন রঘুনাথ দাস,
নয়ানগোচর হবে কবে ॥
গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া, 'রাধাকৃষ্ণ'-নাম দিয়া,
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিলা তাহারে ॥
চৈতন্যের অগোচরে, নিজকেশ ছিঁড়ি করে,
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি' মনে গেলা গিরি-গোবর্দ্ধনে,
দুই গোসাঞি তাহারে দেখিলা ॥
ধরি' রূপ-সনাতন, রাখিলা তা'র জীবন,
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাঞা, রাধাকুণ্ডতটে গিয়া,
বাস করি' নিয়ম করিলা ॥
ছেঁড়া কম্বল পরিধান, ব্রজফল গব্য খান,
অন্ন-আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি,' স্মরণ কীর্ত্তন করি'
রাধাপদ ভজন যাহার ॥
ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রিদিনে, রাধাকৃষ্ণ-গুণগানে,
স্মরণে ত' সদাই গোঙায়।
চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥

গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মনভৃঙ্গ-রাজে,
স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ-সনে, গতি যা'র সনাতনে,
ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয়॥
শ্রীরূপের গণ যত, তা'র পদ আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যা'র জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি', কাঁদি' বলে "হরি হরি,
প্রভুর করুণা হ'বে কবে॥
হে রাধাবল্লভ, গান্ধর্ব্বিকা-বান্ধব,
রাধিকা-রমণ, রাধা-নাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ॥
শ্রীরূপ-সনাতন, যবে হৈল অদর্শন,
অন্ধ হইল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাহাঁ দেখি, বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি,"
এত বলি' করয়ে ক্রন্দন।
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তাঁ'র গণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ-নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সকল
সভারে করয়ে পরণাম॥
রাধাকৃষ্ণ-বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
শুখ রুখ অন্নমাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি' দিল আগে,
ফল গব্য করিল আহার॥

সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি' সেইদিনে,
কেবল করয়ে জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছড়ি' দিল তবে,
"রাধাকৃষ্ণ" বলি' রাখে প্রাণ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি' তাহার গণে,
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাঁন্দে।
কৃষ্ণকথা আলাপন, না শুনিয়া শ্রবণ,
উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে॥
"হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা-ললিতা,
কৃপা করি' দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ-সনাতন॥"
কাঁন্দে গোসাঞি রাত্রিদিনে, পুড়ি' যায় তনু-মনে,
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ—অনাহার, আপনাকে দেহ-ভার,
বিরহে হইল জরজর॥
রাধাকুণ্ড তটে পড়ি' সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ি'
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ [২৯] করয়ে স্মরণ॥
সেই রঘুনাথ দাস, পূরাহ মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে বড় অভিলাষ,
প্রভু মোরে কর পরসাদ॥

২৯। পাঠান্তর—"শ্রীরাধাপদ করয়ে স্মরণ।"

শ্রীল দাসগোস্বামিপাদ স্বধ্যেয় নিত্যারাধ্য জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীরাধাশ্যামকুণ্ড-তীরে বিরহকাতরতার চরমোৎকর্ষ-ভজন করিতে করিতে যখন অপ্রাকৃত নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌরহরির কৃপাপ্রেমরসে আপ্লুত হইয়া পাগলের ন্যায় ক্রন্দন ও নৃত্য গীত করিতে করিতে সদাসর্ব্বদা বলিতেন,—**"শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড জীবনে মরণে গতি "।**

সেই প্রবাহিত ধারানুযায়ী অদ্যাবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীকুণ্ডদ্বয় পরিক্রমা কালে অত্যন্ত আকুল-ব্যাকুলতার সহিত করুণার্দ্রস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ঐ বিরহোদ্দীপক সুমধুর পদটী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীভাবনিধির ভাববিন্দুতে অভিষিক্ত সুজনগণ বৈষ্ণবগণের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহারাও পূর্ব্ব স্মৃতি উদ্দীপনাহেতু বিগলিত হয়েন।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'স্বনিয়ম দশকে'র নবম শ্লোকে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সম্মুখে প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে প্রয়াণ অভিলাষ করিয়াছেন,—**"মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি-পুরতঃ।"**

শ্রীরাধাকুণ্ডেশ্বরী শ্রীরাধিকাচরণে কৃপাপ্রার্থনা,—

"তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকে ॥"

"ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাং, স্মরামি রাধাং মধুরস্মিতাস্যাং।
বদামি রাধাং করুণাভরার্দ্রাং, ততো মমান্যাস্তি গতির্ন কাঽপি ॥"

শ্রীললিতাসখীর দাসীরূপে শ্রীদাস গোস্বামির পরিচয়—

"শৃঙ্গার ললিত রসে অধিক নিপুণ।
নিশিদিন সহায় করে **ললিতার গুণ** ॥" প্রেঃ বিঃ ১৮।
"তন্মানভঙ্গ-বিষয়ে সদয়ে জনোঽয়ং।
ব্যগ্রঃ পতিষ্যতি কদা **ললিতা**-পদান্তে ॥"—বিলাপ কুসুমাঃ ॥

শ্রীল দাস গোস্বামিপাদের শিষ্য-প্রসঙ্গ [৩০]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামিপাদের শিষ্য বলিয়া যে আমাদের ধারণা হয়, তাহারও উপযুক্ত কারণ এই যে,—কবিরাজ গোস্বামী নিজরচিত পয়ারে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"যাহার সাধন-রীতি কহিতে চমৎকার। **সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার ॥"** আবার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে লিখিয়াছেন,—"শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে করি আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥" এই রঘুনাথ বলিতে কোন রঘুনাথ হইবেন? শ্রীরঘুনাথদাস কিম্বা শ্রীরঘুনাথভট্ট, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষাগুরুদেব হইবেন, তাহার নির্ণয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ নিজকৃত "শ্রীমদ্ রঘুনাথভট্ট-গোস্বাম্যষ্টকম্" দ্বারাই করিয়াছেন। যথা—"মহ্যং স্বপদাশ্রয়ং করুণয়া দত্বা পুনস্তৎক্ষণাৎ, শ্রীমদ্রূপপদারবিন্দ-মতুলং মমার্পিতং স্বাশ্রয়াৎ। নিত্যানন্দ-কৃপাবলেন যমহং প্রাপ্য প্রকৃষ্টোঽভবং তং **শ্রীমদ্রঘুনাথভট্ট**-মনিশং প্রেম্না ভজে সাগ্রহম্ ॥"—"যিনি করুণাবশতঃ আমাকে স্বচরণে আশ্রয় দান করিয়া তৎক্ষণাৎ আমার আশ্রয়স্বরূপ শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীর শ্রীচরণকমলে অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপাবলেই যাঁহাকে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি, প্রেম ও আগ্রহের সহিত অহর্নিশ আমি সেই **শ্রীমদ্ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে** ভজনা করি।" এই শ্লোকে "মহ্যং স্বপদাশ্রয়ং করুণয়া দত্বা"—বাক্যে দীক্ষার কথাই জানা যায়। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোক—"যঃ কোঽপি প্রপঠেদিদং মম গুরোঃ প্রীত্যষ্টকং প্রত্যহং, শ্রীরূপঃ স্বপদারবিন্দমতুলং দত্বা

৩০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-পাদের দীক্ষামন্ত্র-শিষ্য কি না? রঘুনাথ প্রসঙ্গে প্রেমবিলাসে আছে ঃ—

"হেন বৈরাগ্য রাধিকার প্রিয় কেবা আছে।
কবিরাজ যাঁর শিষ্য রহিলেন কাছে ॥"

পুনস্তৎক্ষণাৎ। তস্মৈ শ্রীব্রজকাননে ব্রজযুবদ্বন্দ্বস্য সেবামৃতং, সম্যগ্ যচ্ছতি সাগ্রহং প্রিয়তরং নান্যদ্ যতো ভো নমঃ॥"—যিনি প্রীতির সহিত প্রত্যহ আমার গুরুর এই অষ্টক পাঠ করিবেন, শ্রীরূপ গোস্বামী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অতুলনীয় স্বপদারবিন্দ দান করিয়া বৃন্দাবনে ব্রজযুবদ্বন্দ্বের সেবামৃত—যাহা হইতে প্রিয়তর আর কিছু নাই, সেই সেবামৃত—আগ্রহের সহিত সম্যক্ প্রকারে দান করিয়া থাকেন। ইত্যাদি প্রমাণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে,—শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপাদই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের দীক্ষামন্ত্র প্রদাতা **—শ্রীগুরুদেব।**

আবার আর একটি সংশয় এই যে,—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীই লিখিয়াছেন, —"এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।" [৩১] "এই ছয় গুরু" শব্দের মধ্যে শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপাদও থাকায় শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামির শিক্ষাগুরুদেব প্রমাণিত হইতেছেন। তাহা হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু কে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে—"নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ। তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস॥" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ এই পয়ারের অর্থে,— শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামির দীক্ষাগুরু এই সিদ্ধান্তই দেখাইয়াছেন। এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে,—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী এক সঙ্গে এই তিনজন দীক্ষামন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেব হইবেন না—ইহাও অতি সত্য, ধ্রুব সত্য। তবে এইরূপভাবে আমাদের নিরপরাধ সিদ্ধান্ত হইতে পারে,—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু অভিন্নরূপ শাস্ত্র বলিয়াছেন। "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্ত জনে" ও "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ

৩১। "শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার। তাঁ সভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥" চৈঃ চঃ।

প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥”—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদকৃত এই শ্লোক হইতে জানা যায়, শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিকট সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ হইলেও তিনি শ্রীভগবানের প্রিয় (আশ্রয় বিগ্রহ)। আর শ্রীভগবান্ হইলেন বিষয় বিগ্রহ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীভগবদভিন্ন শ্রীভগবদ্বিগ্রহ, আর দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়েই শ্রীভগবৎ-প্রদাতা অভিন্নাত্মা। কাজেই, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর স্পষ্ট উল্লেখিত শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপাদই তাঁহার দীক্ষাগুরু, আর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ শিক্ষাগুরু এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেম প্রদাতারূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু হইলেন—শ্রীভগবদ্গুরু। এ সম্বন্ধে আমাদের আর বাদবিবাদ তর্কের কোনই প্রয়োজন নাই।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর শিক্ষাশিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গ

এ সম্বন্ধে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং পরে চৌমুহনী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ পরম পণ্ডিতপ্রবর বিদ্বজ্জনবরেণ্য মহান্ বৈষ্ণবাচার্য্যমর্য্যাদারক্ষাকারী গৌড়ীয়বৈষ্ণব-রত্নমণিভূষণ-স্বরূপ ও 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন'-গ্রন্থের প্রণেতা—শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ, ডি, লিট্, সিদ্ধান্তবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা ৩সং ১—২৮ পৃঃ পর্য্যন্ত খুবই ভাবগম্ভীর-ভাবে পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ উত্থাপন করিয়া গবেষণামূলক যে আলোচনা করিয়াছেন, ইহার পর আর অন্যের কিছু আলোচনা করিবার আছে বলিয়া বলা যায় না। তিনি **'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'** গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্ণয় করিয়াছেন “১৫৩৭ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে রবিবার এই গ্রন্থ লিখন সমাপ্ত হয়।” তাহার প্রমাণ স্বরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোক—“শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যেঽহ্ন্যসিত-পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥”

শ্রীনিত্যানন্দ দাস কৃত প্রেমবিলাসের ২৪শ বিলাসে যে শ্লোক—[শাকেঽ-গ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যেঽহ্ন্যসিত-পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং

পূর্ণতাং গতঃ।" অর্থাৎ ১৫০৩ শকে জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে এই গ্রন্থ (শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত) সমাপ্ত হইল।] দৃষ্ট হয় তাহা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বিভিন্ন-বিচার-যুক্তি সিদ্ধান্ত দ্বারা খণ্ডন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতই সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছেন।

ভূমৌ নিপত্য রদনৈস্তৃণমাদদানঃ
শ্রীমদ্‌গুরোঃ পদযুগং শতকৃত্ব বন্দে।
শ্রীগৌরকৃষ্ণচরণঞ্চ সহাবধূতাজ্‌য্য-
দ্বৈতপাদকমলং সহপার্ষদঞ্চ ॥১
শ্রীরূপ সানুগ নমো নমোঽস্তু তুভ্যং
শ্রীমৎ সনাতন নমোঽস্তু নমোঽস্তু জীব।
শ্রীযুক্ত দাস রঘুনাথ নমোঽস্তু নিত্যং
গোপালভট্ট রঘুনাথ নমো নমোঽস্তু ॥২
ব্যক্তীকৃতাবনৌ যেন ভক্তি-সিদ্ধান্ত-মাধুরী।
তমহং শরণং যামি শ্রীকৃষ্ণকবিভূপতিম্ ॥৩
শক্ত্যাবেশাবতারৌ যৌ স্বভক্তি-স্থিতয়ে ক্ষিতৌ।
তৌ বন্দে গৌরচন্দ্রস্য শ্রীনিবাস-নরোত্তমৌ ॥৪

—শ্রীশ্রীভক্তিরস-কল্লোলিনী।

"সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মো'র নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না হউক আমার ॥"
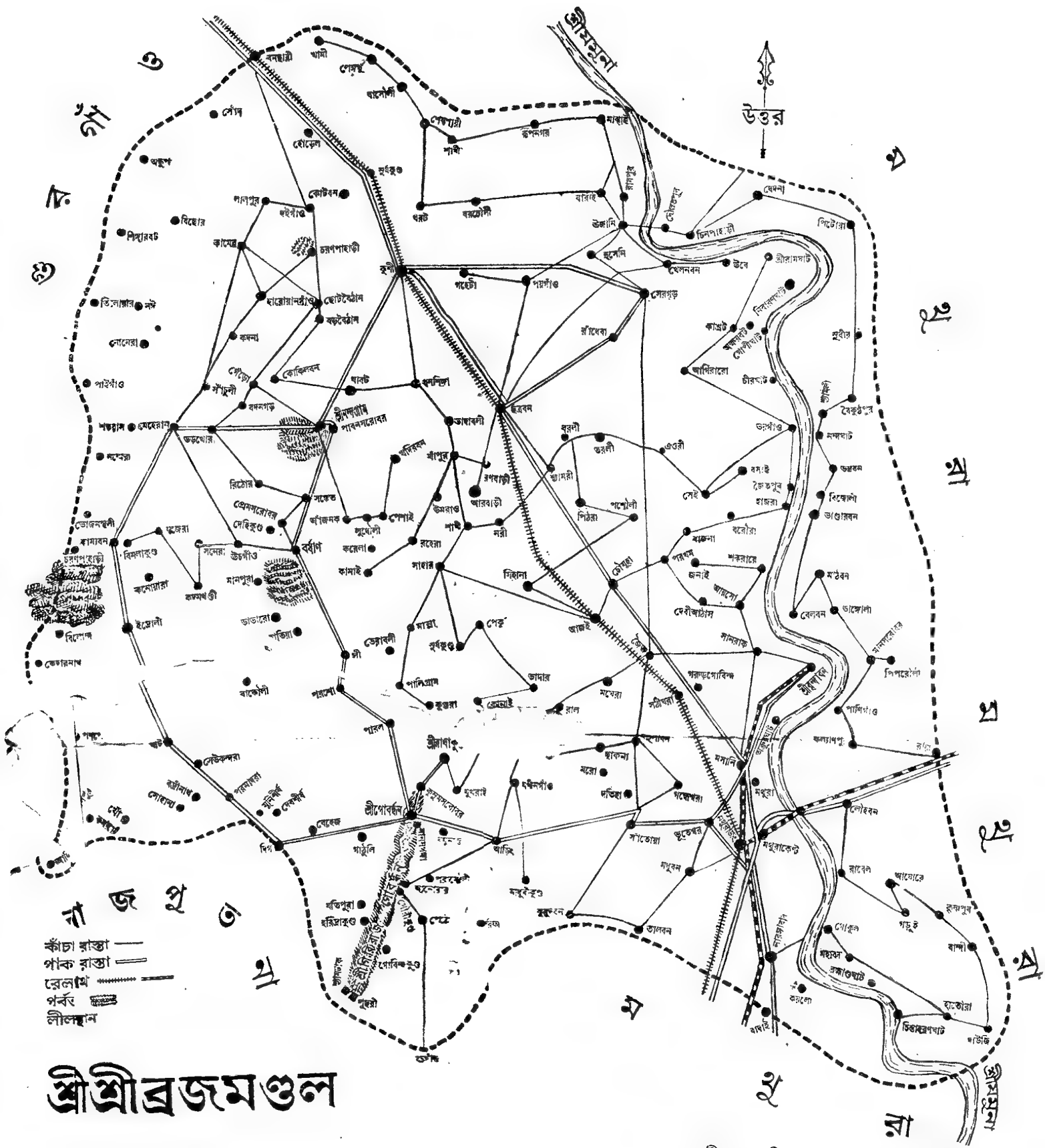
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পোড়াঘাট শ্রীহরিবোলকুটীরস্থ
৺শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
শ্রীমৎ মুকুন্দ দাস বাবাজী মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বেদগুহ্য শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

অনেকেরই ভুল ধারণা আছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত বেদবর্ণিত ধর্ম্মের সেরূপ কোন স্পষ্ট প্রমাণ দেখা যায় না ; অতএব এই ধর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল হইতে উৎপত্তি বলা যায়। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রচারক সম্প্রদায়াগ্রণী শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে বৈষ্ণবস্মৃতি-গ্রন্থ সঙ্কলন করিবার জন্য সূত্রাদি নির্দ্দেশকালে বলিয়াছিলেন—"সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন"—চৈঃ চঃ মঃ ২৪ পঃ। কাজেই, বেদেই যদি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীগৌরহরির প্রচারিত ধর্ম্মের কথা থাকিবে তাহা হইলে বেদের কথা না বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরাণ প্রমাণ সংগ্রহের উপদেশ করিবেন কেন ? এই কথার উত্তর—(১) শ্রীগৌর-রূপী শ্রীহরির নিত্যপার্ষদ পরিকর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-গোস্বামিপাদগণ সকলেই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের মধ্যে বেদের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বর্ণন-কালে যথাযথভাবে বেদ-সমূহের প্রমাণ-বচনও উদ্ধার করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-মহাভারত, কাব্য-দর্শন-ব্যাকরণ ইত্যাদি সকল সাত্বত-শাস্ত্রেরই প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। মানবের অনুসন্ধানের শৈথিল্য-বশতঃ ভ্রম ধারণা মাত্র হয়। (২) সনাতন-ধর্ম্ম কখনও বেদ ছাড়া নহেন বা শ্রীভগবান্ ছাড়া নহেন—"ধর্ম্মস্তু

সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রণীতং"—ভাঃ ৬।৩।১৯ ; "বেদ-প্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্ম-স্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম ॥"—ভাঃ ৬।১।৪০ , "ভগবন্তং বেদময়ং সোমমাত্মানং বেদেন যজন্তে"—ভাঃ ৫।২০।১১ , "ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ"—ভাঃ ৭।১১।৭ ইত্যাদি বহু প্রমাণ অমল-মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাওয়া যায়। (৩) বেদের ভাষা সর্বসাধারণের কেন, অনেক পণ্ডিতাভিমানিগণেরও সহজ বোধ্য নয় বলিয়া পুরাণ-বচন দ্বারেই বেদের বক্তব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছেন *। (৪) "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ! অভ্যুত্থানম-ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"—গীঃ ৪।৭-৮। এই উপদেশ হইতেও জানা যায়, জগতের পরিস্থিতি ও মানব সমাজের যখন যেরূপ অবস্থা হয় তদনুকূলেই শ্রীভগবান্ নিজ নিত্যধর্ম্ম, সনাতনধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকেন। (৫) শ্রীমন্মহা-প্রভুই যে শ্রীহরি, পুরাণোক্ত পুরুষোত্তম তাঁহার ভগবত্তার প্রমাণ যথা-সম্ভব এই সঙ্গে দেওয়া হইল। ইহা ছাড়া গৌড়ীয়-গোস্বামি-আচার্য্য-বৈষ্ণবগণের প্রণীত গ্রন্থাদি, কড়চা, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যভাগবত,

---

* যেহেতু প্রমাণ-শিরোমণি মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই যে বেদের প্রকৃত ভাষ্য তাহা শ্রীধরস্বামিপাদ স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন, মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ;— "ইদানীন্তু ন কেবলং সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বাদস্য শ্রবণং বিধীয়তে, অপি তু সর্ব্বশাস্ত্রফলরূপমিদম্, অতঃ পারমাদরেণ সেব্যমিত্যাহ—নিগমেতি ; **নিগমো বেদঃ, স এব কল্পতরুঃ সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ ; তস্য ফলমিদং ভাগবতং নাম।**"—ভাবার্থদীপিকা—১।১।৩।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যলীলা-গ্রন্থে বহু প্রমাণই উদ্ধৃত হইয়াছেন। এমন কি সৃষ্টির ইতিহাসে যে প্রকার নাম-প্রেম-দানের কথা শ্রীভগবানের কোন অবতার সম্বন্ধেই পাওয়া যায় না ; তাহা শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরহরিরূপে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া নির্বিচারেই সকল জীবকে দান করিয়াছেন। যাহার কোন তুলনাই হইতে পারে না। **তাহাই বেদগুহ্য ধন**। (৬) এই শ্রীগৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণের জীবন-চরিত গ্রন্থের মর্য্যাদাপূজার নিমিত্ত তাঁহাদেরই প্রচারিত বিশুদ্ধ-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তের মূলস্বরূপ কয়েকটি মাত্র বেদমন্ত্র, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদের প্রমাণ, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইল। শ্রীগোস্বামিপাদগণের প্রণীত গ্রন্থে বহু বহু মূল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছেন। "বিশ্বাসে মিলয় বস্তু, তর্কে বহুদূর"—এই মহাজন বাক্যানুযায়ী একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বিশ্বস্ত-সূত্রে অনুসন্ধান করিলেই শ্রীচৈতন্যলীলায় সকল আশাতীত বস্তুরও আস্বাদন পাওয়া যাইবে *। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের কোন তুলনা নাই ; তেমন তাঁহার পরিকর-গোস্বামিপাদগণের দানেরও কোন তুলনা হয় না। "কলিযুগ-পাবন বিশ্বম্ভর,

গৌড় চিত্তগগন শশধর।
জয়, কীর্ত্তন-বিধাতা, পর-প্রেম-দাতা
শচীসূত পুরট-সুন্দর।"—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—"বিদূর কাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্" ; হে ভগবন্! কুতর্কে তোমাকে পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় ভক্তেরাও বলেন,—"Oh God, inscrutable are Thy ways."

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে প্রমাণ

ব্রহ্মপুরাণে— (গারুড়ে)

কলেঃ প্রথম-সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম-সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌর-বিগ্রহঃ ॥

পদ্মপুরাণে— (ব্রহ্মপুরাণে ও গরুড় পুরাণে)

কলেঃ প্রথম-সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগীরথী-তটে রম্যে ভবিষ্যামি সনাতন ॥

গরুড়পুরাণে— (বায়ুপুরাণে)

শুদ্ধগৌরঃ * সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীর-সমুদ্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে ॥

কুর্ম্মপুরাণে—

কলিনা দহ্যমানানামুদ্ধারায় তনুভৃতাং।
জন্ম প্রথম-সন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু ॥

দেবীপুরাণে—শিবনারদ-সংবাদে—

করিষ্যতি কলেঃ সন্ধ্যাং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
দ্বিজাতীনাং কুলে জন্ম শান্তানাং পুরুষোত্তমঃ ॥

শিবপুরাণে— (নারদীয়ে)

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তিরূপিনঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

---

* মুণ্ড গৌর—পাঠান্তর।

বামনপুরাণে—

কলি-ঘোর-তমশ্ছন্নান্ সর্বানাচার-বর্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদ॥

স্কন্ধপুরাণে—

অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াং মায়ামানুষকর্ম্মকৃৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।৮।১৩

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

মহাভারতে—অনুশাসনপর্ব, বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্র—

* সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গ-বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তোনিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—১১।৫।৩২

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

জৈমিনীভারতে—

স্বর্ণদীধিতিমাস্থায় নবদ্বীপে জনালয়ে।
তত্র দ্বিজা ব্যাপ্তরূপে জনিষ্যামি দ্বিজালয়ে॥

---

* শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য পাদও তাঁহার উক্তির সমর্থনে এই শ্রুতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তত্রৈব—

ভক্তিযোগ-প্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্য-নামধৃক্ ॥

বিষ্ণুযামলে—

কৃষ্ণচৈতন্য-নামানি কীর্ত্তয়ন্তি সকৃন্নরাঃ।
নানাপরাধ-মুক্তাস্তে পুনন্তি সকলং জগৎ ॥

ব্রহ্মরহস্যে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইতি নাম মুখ্যতমং প্রভো।
হেলয়া সকৃদুচ্চার্য্য সর্বনামফলং লভেৎ ॥

নীলকর্ণামৃতে—

অপ্যগণ্য-মহাপুণ্যমনন্যশরণং হরেঃ।
অনুপাসিত-চৈতন্যমধন্যং মন্যতে জগৎ ॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াং—

অব্যক্তং ব্যক্তমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমং ॥

ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে—(কায়স্থকৌস্তুভ ৯৮ পৃষ্ঠা)

মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ ॥
অবতারমিদং কৃত্বা জীব-নিস্তার-হেতুনা।
কলৌ **মায়াপুরীং** গত্বা ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

জৈমিনিভারতে—

অন্যাবতারা বহবঃ সর্বসাধারণোদ্ভটাঃ।
কলৌ কৃষ্ণাবতারো নিগূঢ়ঃ সন্ন্যাসিরূপ-ধৃক্ ॥

নৃসিংহপুরাণে— (নারদীয়ে ও আদি পুঃ)

অহমেব দ্বিজ-শ্রেষ্ঠো লীলা * প্রছন্ন-বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্ত-রূপেণ লোকং রক্ষামি সর্বদা ॥

বায়ুপুরাণে—

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥

ভবিষ্যপুরাণে—

আনন্দাশ্রুকলারোম-হর্ষ-পূর্ণং তপোধন।
সর্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিণং ॥

নৃসিংহপুরাণে—

সত্যে দৈত্য-কুলাধিনাশসময়ে স্ফূর্জ্জন্নখঃ কেশরী।
ত্রেতায়াং দশস্কন্ধরং পরিভবন্ রামাভিনামাকৃতিঃ ॥
গোপালং পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে ভারং হরন্ দ্বাপরে।
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ ॥

অন্যচ্চ—

যদ্গোপী-কুচ-কুম্ভ-সম্ভ্রম-ভরারম্ভেন সংবর্দ্ধিতঃ।
যদ্বা গোপকুমারসারকলয়া রঙ্গিস্তুভঙ্গী কৃতঃ ॥
যদ্বৃন্দাবন-কাননে প্রবিলসৎ শ্রীদামদামাদিভি
স্তৎপ্রেম-প্রকটঞ্চকার ভগবান্ চৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ ॥

---

* অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং— পাঠান্তর।

অন্যচ্চ—

যো রেমে সহবল্লবী রময়তে বৃন্দাবনেঽহর্নিশং ।
যঃ কংসং নিজঘান কৌরবরণে যঃ পাণ্ডবানাং সখা ॥
সোঽয়ং বৈ নবদণ্ডমণ্ডিতভুজঃ সন্ন্যাসবেশঃ স্বয়ং ।
নিঃস্যন্দেনমুপাগতঃ ক্ষিতিতলে চৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ ॥

শ্বেতাশ্বঃ ৩।১২—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহন্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"
মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈব প্রবর্ত্তকঃ
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥

মুণ্ডক ৩।১।৩—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

ভাঃ ৭।৯।৩৮—

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝশাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি
হংসি জগৎ প্রতীপান্ ।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ ! পাসি যুগানুবৃত্তম্ ছন্নঃ কলৌ
যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ ১১।৫।৩৩-৩৪ শ্লোকে, কলিযুগপ্রকরণে নিম্নোক্ত শ্লোক বর্ণিত হইয়াছেন জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধেই এই শ্লোক ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় ; কিন্তু কেহ কেহ শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধেও ব্যাখ্যা করেন । তাহা শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুযায়ী ঠিক্ হয় না । কারণ, যে যুগের জন্য যে

প্রকরণ তাহাতে সেই যুগের শ্রীভগবান্ সম্বন্ধেই শ্রীব্যাসদেব বর্ণন করিয়াছেন।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।
ত্যক্ত্বা-সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

নিমি মহারাজের প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে শ্রীকরভাজন সকল যুগের শ্রীভগবানের লক্ষণ সমূহ কীর্ত্তনকালে কলিযুগের ভগবানের লক্ষণাত্মক উপরোক্ত শ্লোক কীর্ত্তন করিবার ঠিক্ পূর্বশ্লোকে বলিতেছেন, —মহারাজ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়াছেন; এক্ষণে বিবিধ তন্ত্রবিধানানুসারে কলিযুগের কথা শ্রবণ করুন। "নানা-তন্ত্রবিধানেন **কলাবপি** তথা শৃণু"।

ছান্দ্যগ্যোপনিষদ্—

হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশঃ আপ্রনখাৎসর্ব্বা এব সুবর্ণঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমগ্র ভারতে একজন সুবিখ্যাত এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরহরির ভগবত্ত্বা দর্শন করিয়া সনাতন পুরুষ শ্রীভগবান্ বলিয়া নিম্নলিখিত স্তুতি করিয়া প্রভুর শ্রীচরণে শরণাগত হইয়াছিলেন।

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ **পুরুষঃ পুরাণঃ** ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং য প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য-নামা ।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৬ অঙ্ক ৩২ অধ্যায়ধৃত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত শ্লোকদ্বয় ।

"এই দুই শ্লোক—ভক্তকণ্ঠে মণিহার ।
সার্বভৌমের কীর্ত্তিঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার ॥
সার্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একজন ।
মহাপ্রভুর সেবা-বিনা নাহি অন্য মন ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসূত গুণধাম ।'
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ॥"

চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৫৬—৫৮ ।

কঠোপনিষদে—'জ্যোতিরিবাহধূমকঃ'

তত্ত্বসন্দর্ভ ২ শ্লোক—শ্রীজীবপাদ

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্ ।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

চৈঃ চঃ ১।১।৩—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

চৈ: চঃ মঃ ১৯।৫৩ শ্রীরূপগোস্বামী বাক্য—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়—

রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং,
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

ঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্রে—

বর্ত্ততেহ নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি।
ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরন্তু গোকুলম্ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে—

সৌন্দর্য্য-কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি-
র্বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্য-সারে।
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধিকোটির্মধুরিমণিসুধা ক্ষোরমাধ্বোককোটি-
র্গৌরো দেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্য-কোটিঃ ॥

কপিলতন্ত্রে—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি ॥

ব্রহ্মযামলে—(শ্রীজয়গোবিন্দদেব সংস্করণ)

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে ॥
কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং হরিনাম-প্রদায়কঃ।
ভবিষ্যতি নবদ্বীপে শচী-গর্ভে জনার্দ্দনঃ ॥
জীব-নিস্তারণার্থায় নামবিস্তারণায় চ।
যো হি কৃষ্ণঃ স চৈতন্যো মনসা ভাতি সর্বদা ॥
ভবিষ্যামি শচীপুত্রঃ কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে।
হরিনাম-প্রদানেন লোকান্ সংতারয়াম্যহং ॥
শচী চ দেবকী দেবী বসুদেবঃ পুরন্দরঃ।
তয়োঃ প্রীত্তে স ভগবান্ চৈতন্যত্বং গতঃ স্বয়ম্ ॥
কলৌ প্রবৃত্তে লোকানাং গৌরচন্দ্রঃ শচীসূতঃ।
অধিবাসী গৌররূপী হরিনামেতি সংস্মরণ্ ॥
পূর্ণ-চৈতন্য এব স্যাৎ যঃ কৃষ্ণো গোকুলে ভবৎ।
কলৌ জন্ম সমাসাদ্য চৈতন্যং ন ভজন্তি যে।
তেষাঞ্চ নিষ্কৃতির্নাস্তি কল্পকোটীশতেন বা ॥
কলৌ পাপ-নিমগ্নানাং নিষ্কৃতিশ্চ কথং ভবেৎ।
তদর্থে ত্যক্তবৈকুণ্ঠঃ শচীপুত্রো মহাপ্রভুঃ ॥

নমস্যামি শচীপুত্রং গৌরচন্দ্রং জগদ্-গুরুং।
কলি পাপ-বিনাশার্থং হরিনাম-প্রদায়কং ॥
কৃষ্ণং কমল-পত্রাক্ষং নবদ্বীপ-নিবাসিনং।
শত্রৌ মিত্রেঽপ্যুদাসিনি সর্বত্র সমদর্শিনং ॥

দেবীপুরাণে উমা-পার্বতী সংবাদে—

নামসিদ্ধান্তসম্পত্তি-প্রকাশন-পরায়ণঃ।
ক্বচিৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামা লোকে ভবিষ্যতি ॥

শ্রীগৌরগীতায়াম্—

অহমেব স্বভক্তানাং ভাবোৎপাদন-কর্মণি।
যথাসময়মেবাত্র ভবামি ধরণীতলে ॥

অথর্ব্ববেদে ব্রজতাপন্যাং—

দক্ষিণদ্বারি সপ্তমাবরণে দ্বারপালৌ
গৌরবর্ণো বিষ্ণুরিতি, অনেন স্বশক্ত্যা।
চৈক্যমেত্য প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহস্বৈঃ
স্বীয়মাস্বাদ্য স্বয়মনুশিক্ষয়তীতি ॥

শ্রীমধ্বাম্নায়তন্ত্রে----

এবমঙ্গবিধিং কৃত্বা মন্ত্রো ধ্যায়েদ্ যথাঽচ্যুতম্।
কলায়কুসুমশ্যামং দ্রুতহেমনিভং তু বা ॥

শ্রীসম্মোহনতন্ত্রে—

ব্রহ্মণ্যঃ সর্বধর্মজ্ঞঃ শান্তো দান্তো গতক্লমঃ।
শ্রীনিবাসসদানন্দী বিশ্বমূর্ত্তির্মহাপ্রভুঃ ॥

শ্রীগীতগোবিন্দে—

বেদানুদ্ধরতে জগন্নিবহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং **কলয়তে কারুণ্যমাতান্বতে**
ম্লেচ্ছান্ মূর্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা প্রমাণখণ্ড হইতে উদ্ধৃত—(গৌঃ সংস্করণ)

উর্দ্ধাম্নায়সংহিতেয়ং সাক্ষাদ্ভগবতোদিতা।
বৈবস্বতান্তরে ব্রহ্মন্ গঙ্গাতীরে সুপুণ্যদে॥
হরিনাম তদা দত্বা চণ্ডালান্ হড্ডিকাংস্তথা।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শতশোহথ সহস্রশঃ॥
উদ্ধরিষ্যাম্যহং তত্র তপ্তস্বর্ণ-কলেবরঃ।
সন্ন্যাসঞ্চ করিষ্যামি কাঞ্চনগ্রামমাশ্রিতঃ॥

অনন্তসংহিতা গ্রন্থের মূল সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ—

শ্রীমহাদেব শ্রীপার্বতী দেবীকে বলিতেছেন—হে দেবি! নাগরাজ শ্রীঅনন্তদেব পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলে যে সকল প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল তাহাই "**শ্রীঅনন্ত সংহিতা**" নামে খ্যাত। শ্রীপরমেশ্বর নিজেই এই অনন্ত-লীলা কথা সমন্বিত গ্রন্থের নাম করণ করিয়াছেন।

মুণ্ডক উপনিষদে যে হিরন্ময় ব্রহ্মধাম বর্ণিত আছে, **মায়াপুরস্থিত** সুনির্ম্মল যোগপীঠই ঐ ব্রহ্মধাম। তোমার নিকটে খুব গোপনীয় তত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর। গঙ্গাতীরে গোলোক সংজ্ঞক নবদ্বীপধামে সর্ববান্তর্য্যামী ভগবান, গোবিন্দ দ্বিভুজ,, গৌরকান্তি মহাত্মা, মহাযোগী,

মায়িকগুণত্রয়রহিত, শুদ্ধসত্ত্বাশ্রিত, মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তির প্রচার করিবেন।

শ্রীপার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কে? তাঁহার পুণ্যচরিতই বা কিরূপ? আপনার মুখে ভগবান্ বিষ্ণুর অনেক নাম শুনিয়াছি, কিন্তু গৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই নামদ্বয় কোন দিনই প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে পার্বতী! অহো তোমার পরম ভাগ্য! কারণ, ভগবান্ বিষ্ণু তোমাকে শ্রীরাধিকার সমান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তোমার দেহ ও বুদ্ধি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত; অতএব হে প্রিয়ে! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব শ্রবণে তোমার যোগ্যতা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীহরির তুল্য শ্রীরাধিকায় যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহারই চৈতন্যদেবের কথা শ্রবণাদিতে অধিকার হয়, হরিভক্তিহীন জনের কখনও নহে।

হে প্রিয়ে, যিনি সমস্তের আদিভূত, সমস্ত জগতের অধীশ্বর, যাহা হইতে এই সমগ্র বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি পরমাত্মস্বরূপ এবং যাহাতে প্রলয়কালে সমস্তের লয় হয়, তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া জানিবে।

হে মহেশ্বরি, যিনি শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেই জগৎস্বামী সৃষ্টির আদিতে গৌর ছিলেন। তৎকালে তিনি কেবল শুদ্ধচৈতন্যরূপে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই হেতু মনীষিগণ তাঁহাকে কৃষ্ণ-চৈতন্য বলিয়া থাকেন। পূর্বে আমার নিকট হইতে বিস্তৃতভাবে যে জগদীশ্বর কৃষ্ণের বিষয় শ্রবণ করিয়াছ, তিনিই বিশ্বসৃষ্টির আদিতে

গৌরকান্তিরূপে ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া জানেন। 'কৃষি' শব্দের অর্থ আধার এবং 'ন' শব্দের অর্থ বিশ্ব, অতএব পণ্ডিতগণ বিশ্বের আধারস্বরূপ ব্রহ্মকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানেন। তৎকালে সমস্ত বিশ্বের জননী সত্ত্বরজস্তমোগুণবিশিষ্টা প্রকৃতি দেবীও বর্ত্তমান ছিলেন না, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির আর কি কথা? সেই সর্বকারণ-কারণ, আদিদেবতা, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরমপুরুষ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে প্রণাম।

অতঃপর হে দেবি! সহস্রমুখ নাগরাজ (শ্রীঅনন্তদেব) মহাবাহু সর্বব্যাপী ভগবান্‌কে প্রণাম এবং পুরুষসূক্তমন্ত্রে স্তব করত কৃতাঞ্জলি হইয়া সমূহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ ও দর্শনে অভিলাষ প্রকাশ করিলে শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে নাগরাজ! যদ্যপি পুরাকালে স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাঁহাদের পাদপদ্মরজোলাভের আশায় পুষ্করক্ষেত্রে শতবৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন; সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ মহালীলা দর্শনে তুমি অযোগ্য। কারণ, তুমি স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট। তথাপি আমি তোমাকে সাধু শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি; যেহেতু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় তোমার এরূপ রুচির উদয় হইয়াছে। হে মহামতে! কোটি-কল্পের অর্জ্জিত পুণ্যবলে জীব বৈষ্ণবতা লাভ করিতে সমর্থ হয়; তাহার পর তাহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-দর্শনের জন্য উত্তম রুচি হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-দর্শনের জন্য যাহার উত্তম বুদ্ধি হয়, তিনি জীবন্মুক্ত এবং দেবতাগণেরও পূজনীয়। অথচ শ্রীগোপিকাগণের সঙ্গ ভিন্ন শতকোটি-কল্পব্যাপী বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারাও শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। আবার শ্রীগৌরচরণ আশ্রয় না করিলে

গোপীগণের সঙ্গলাভ হয় না ; অতএব, তুমি সর্বতোভাবে সর্বদা শ্রীগৌর-চন্দ্রের ভজনা কর। শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মমধুপানরত ভক্তমধুকর-গণ অন্য সাধন ব্যতিরেকেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে নিশ্চিত লাভ করিতে সমর্থ হইবে। জগতে যাহা দুর্লভ ও ভক্তির সার, যদি রম্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই দাসত্ব তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সত্বর শ্রীনবদ্বীপে যাইয়া দয়ানিধি শ্রীগৌরচন্দ্রের আরাধনা কর। শ্রীরাধিকার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি ভক্ত প্রীতির জন্য শ্রীগৌরসুন্দররূপে শ্রীনবদ্বীপধামে বিরাজমান রহিয়াছেন। ভগবান্ নন্দসুত সম্প্রতি গোপীভাব প্রদান করিবার জন্য ভক্তবেশধারী শান্ত, দ্বিভুজ গৌরবিগ্রহ, আজানুলম্বিত বাহু, সুলোচন, রম্যবদন হইয়া 'কৃষ্ণ' এই স্বকীয় পুণ্য নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং কদাচিৎ 'গোপী' 'গোপী' জপপূর্ব্বক কখনও বা দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসিবেশে, কখনও বা জীবের প্রকৃষ্ট জ্ঞানপ্রদাতৃরূপে কখনও বা মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তুমি পূর্বোক্তভাবে বিরাজমান দয়ানিধি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ভক্তি সহকারে আরাধনা করিলে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করিবে।

শ্রীমহাদেব বলিলেন—দেবী পার্বতী! অতঃপর শ্রীভগবানের এইরূপ মঙ্গলময় উপদেশপ্রাপ্ত হইয়া মহামতি শ্রীঅনন্তদেব শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া শ্রীনবদ্বীপে গমন করিলেন এবং তথায় পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন ও উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি সহকারে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, চারুপাদপদ্মশালী, কোটীচন্দ্রসমুজ্জ্বল পদনখ সুশোভিত, কোটীসূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল, বনমালাবিভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসশোভা বিশিষ্ট, ক্ষৌমবস্ত্রধারী, কোটীকন্দর্পমোহন, স্কন্ধসংল-

যজ্ঞোপবীত, চন্দননির্মিত বলয়ভূষিত, আজানুলম্বিতবাহু, তুলসীমালাধারী, কম্বুকণ্ঠ, সুলোচন, ঈষদ্‌হাস্যযুতবদন, কর্ণে মণিময় মকরশালী চারু-কুণ্ডলধারী, সুন্দর ভ্রু এবং নাসিকাবিশিষ্ট, শান্তমূর্ত্তি, ভক্তকর্ত্তৃক অর্চ্চিতপাদপদ্ম, ত্রিতাপদগ্ধ জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, সমস্ত জগতের কারণেরও কারণ, সচ্চিদানন্দময় শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নাগরাজ গদগদস্বরে স্তব করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অনন্ত! এই শ্রীনবদ্বীপধাম শ্রীবৃন্দাবনের তুল্য, পুরাকালে জীবগণের প্রতি অনুগ্রহের জন্য শ্রীরাধিকাকর্ত্তৃক ইহা নির্মিত হইয়াছে। শ্রীরাধিকা যেরূপ আমার প্রিয়া, শ্রীবৃন্দাবন এবং এই শ্রীনবদ্বীপধামও আমার তাদৃশ প্রিয়, ইহা সত্য সত্য বলিতেছি। আমি যেরূপ শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করি, সেইরূপ শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত তনু হইয়া সর্বদা এই শ্রীনবদ্বীপে বাস করিতেছি। আমি যেরূপ শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কোথায়ও গমন করি না, সেইরূপ এই শ্রীনবদ্বীপকেও কখনও পরিত্যাগ করি না। আমি সজ্জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিকল্পে শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়া লোক-পবিত্রকর যে সমস্ত লীলাচরণ করিয়া থাকি, শ্রীনবদ্বীপেও আমার সেই সমস্ত লীলার কীর্ত্তন কর। হে নাগরাজ! আমি লোকহিতের জন্য যে সময়ে নিজে প্রাদুর্ভূত হইব, তুমিও প্রতিবারেই সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইবে। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালও থাকিব না এবং অন্যকালে তোমাকে শ্রীবৃন্দাবনে জ্যেষ্ঠভ্রাতা (শ্রীবলদেব) করিব। আমি যে সময়ে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া এই শ্রীনবদ্বীপে মহাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-গৃহে অবতীর্ণ হইয়া কলিভয়-বিনাশ

করিব, তৎকালে তুমি বিশালকায় নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হইয়া আমার কীর্ত্তনে রত থাকিয়া ভক্তি-রহিত বিমূঢ় লোক সকলকে আমার ভক্তরূপে পরিণত করিবে।

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে দেবি! শ্রীঅনন্তদেব, শ্রীভগবান্ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রেমভক্তিপ্রদায়িনী এই মহতী সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন; এবং পরমভক্তিসহকারে নিজনিত্যপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ পূর্বক কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ সমস্ত লোকের হিতের জন্য এই সংহিতা বৈকুণ্ঠেই শ্রীব্রহ্মাকে প্রদান করেন। আমি বিষপানে যখন বিষণ্ণ হইয়াছিলাম, তখন কৃপাপূর্বক এই সংহিতা আমাকে প্রদান করেন। সেই অবধি উর্দ্ধমুখে সুধাসার-বর্ষিণী এই সংহিতা ও শ্রীগৌরচন্দ্রের সর্বমঙ্গলময় স্নিগ্ধ পবিত্র উদিত নাম ও মন্ত্র উর্দ্ধমুখে ধারণ করিতেছি। ভক্ত ও ভগবানের নামানুযায়ী গ্রন্থের নাম—'শ্রীঅনন্তসংহিতা'।

অয়ি পার্বতি,—এই সংহিতার শ্রবণমাত্রে এবং পঠন-পাঠন দ্বারা ভক্তজনানুগ্রহকারক সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎকার লাভ এবং বহুকল্প শ্রীনবদ্বীপে বাস করিয়া তাঁহার প্রসাদে গোপীদেহ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকটে বাস করিতে পারিবে। ইহা অতীব নিশ্চয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান্ গৌরহরির পাদসেবা ভিন্ন বহুজন্ম সঞ্চিত পুণ্যবলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। অতএব হে দেবি! তুমি দিবারাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত শ্রবণ কর; উক্ত শ্রীমহাপ্রভুর মহতী সেবায় রত হও।

হে দেবি! শ্রীরাধিকা দেবী "**গৌরী**" ও শ্রীকৃষ্ণ "**হরি**" বলিয়া কীর্ত্তিত। কোন সময়ে গোলোকে এই দুইতনু লীলাক্রমে যখন এক

হইয়াছিলেন, তখন সখিগণ মিলিতভাবে সমস্বরে বিপুল আনন্দধ্বনি-সহকারে **"জয় গৌরহরি"** উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য ভক্তগণ শ্রীরাধারমণ বা শ্রীরাধার + মনকে—**শ্রীগৌরহরি নামে** অভিহিত করিয়াছেন। (গৌরী + হরি = 'শ্রীগৌরহরি' নামকরণ)।

হে সুন্দরী ! শ্রীরাধাকৃষ্ণই শ্রীগৌররূপ ধারণ করিয়াছেন এবং যাহা শ্রীবৃন্দাবন নামে খ্যাত, উহাই নববৃন্দাবন—শ্রীনবদ্বীপ। যে ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবনে ও শ্রীনবদ্বীপে এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও পরমাত্মস্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গে ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট, আমার ত্রিশূল দ্বারা বিদ্ধদেহ হইয়া সেই নরাধম প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোরতর নরক যাতনা ভোগ করে। অদ্যাপি শ্রীগৌরভক্তগণ শ্রীনবদ্বীপে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবকে দর্শন করিয়া থাকেন ; কিন্তু নাস্তিকগণ তাহা পারে না। আমি পূর্বকালে রম্য শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীরাসমণ্ডলে রাসেশ্বর সাক্ষাৎ শ্রীমদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়াছিলাম। সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবই প্রতিকল্পে শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া জীবগণকে প্রেম-ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। এই গোপনীয় বৃত্তান্ত তোমাকে বলিলাম ; তুমি শুদ্ধমতি ভক্তগণকে ইহা দান করিও অভক্ত মূঢ়গণকে কখনও দান করিবে না।

বিশ্বসারতন্ত্রে শ্রীমহাদেব শ্রীপার্বতী দেবীর প্রতি,—অয়ি প্রিয়ে ! গঙ্গার দক্ষিণভাগে মনোরম শ্রীনবদ্বীপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের পাপ-বিনাশের জন্য ফাল্গুনী পূর্ণিমা রাত্রিতে শ্রীমিশ্র-পুরন্দরের গৃহে শ্রীশচী-দেবীর গর্ভে শ্রীগৌররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

কুলার্ণবতন্ত্রে পার্বতীর প্রতি মহাদেব,—অনন্তর কলিযুগের আরম্ভে

শ্রীহরিনাম প্রচারের জন্য গঙ্গাতীরে কোনও মহাগুণনিধি জন্মগ্রহণ করিবেন।

বৃহদ্ব্রহ্মযামল-তন্ত্রে—কলিযুগে যে পূর্ণানন্দ ত্রিভুবনজয়ী সুন্দর গৌরবিগ্রহ নরহরি গঙ্গাসমীপে নবদ্বীপে উদিত হইয়া পাপিগণকে অতিশয় পবিত্র হরিনাম প্রদান পূর্বক পাপ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন। সেই শ্রীগৌরচন্দ্র সর্বদা পৃথিবীতে জয়যুক্ত হউন।

যিনি কলিমল-বিনাশের জন্য নবদ্বীপে বাস করিতেছেন, যাঁহার কণ্ঠদেশে মাল্য, গণ্ডদ্বয়—কর্ণযুগলে সুশোভিত সুবর্ণকুণ্ডলচ্ছটায় উজ্জ্বল, বাহুদ্বয় কেয়ূর ও বলয়ের দিব্যরত্নে অলঙ্কৃত, যিনি ভক্তগণকে পাপ-নাশন হরিনাম প্রদান করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে বন্দনা করিতেছি।

মুক্তিসঙ্কলিনী-তন্ত্রে—সত্যযুগে কুরুক্ষেত্র, ত্রেতায় পুষ্কর, দ্বাপরে নৈমিষারণ্য এবং কলিযুগে **'নবদ্বীপ'** তীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণযামলে—পুণ্য ক্ষেত্র নবদ্বীপে শচীসূতরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। [শ্রীহরিদাস দাস সং—পরতত্ত্ব-গৌরঃ ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠ সং—শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ ও শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা দ্রষ্টব্য।]

অনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যস্তবঃ

য আদিদেবো ভগবান্ সর্ব্বকারণ-কারণম্।
এক এবাদ্বিতীয়ো যস্তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥১॥
যো লীলয়াস্৺জৎ পূর্ব্বং গোলোকং রাসমণ্ডলম্।
যো লীলয়া দ্বিধাভুতস্তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥২॥

যো লীলয়া পরব্যোম হ্যনন্তমস্যজদ্ বিভুঃ।
মূলসংকর্ষণো দেবস্তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥৩॥
যদংশঃ স্যাদ্ মহাবিষ্ণুঃ কারণাব্ধিপতির্বিভুঃ।
যদঙ্গভা পরং ব্রহ্ম তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥৪॥
যং বেদবাদিনঃ সর্ব্বে পরং ব্রহ্ম বদন্তি বৈ।
প্রধানং পুরুষং চান্যে তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥৫॥
যমাহুঃ পরমাত্মানমন্তর্য্যামিনমীশ্বরম্।
যমাহুঃ পুরুষং শ্রেষ্ঠং তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥৬॥
সত্যে নারায়ণং দেবং ত্রেতায়াং যজ্ঞরূপিণম্।
যং কৃষ্ণ দ্বাপরে প্রাহুস্তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥৭॥
কলৌ যো নিজরূপেণ প্রাদুর্ভূয় ধরাতলে।
প্রদাস্যতি নিজাং ভক্তিং তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥৮॥
যো দেবো বিবিধং রূপং ধৃত্বা পালয়তি স্বকান্।
হন্তি যশ্চাসুরান্ সর্ব্বান্ তস্মৈ গৌরত্বিষে নমঃ ॥৯॥

অনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যধ্যানম্

ধ্যায়েৎ শ্রীগৌরচন্দ্রং শশধরবিলসৎ-ক্ষৌমবাসং দধানং
শুভ্রং নীলোৎপলাক্ষ-মণিমকর-লসৎকর্ণমাজানুবাহুম্।
অংশে ন্যস্তোপবীতং বহুশত-দিনকৃদ্দীপ্তি-প্রোদ্দীপ্তকান্তিং
দেবং হেমাচলাভং সুরগণনিমতং বিশ্ববীজাদিবীজম্ ॥

—শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা—গৌঃ মঃ সং।

কলিযুগের মহামন্ত্র সম্বন্ধে—অনন্তসংহিতা

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে।।
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্ ।।
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরেঃ ।।
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেণ শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌতপারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ ।।
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ ।।
তত্ত্ববিরোধসংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা ।।

কলিযুগের মহামন্ত্র সম্বন্ধে—কলিসন্তরণোপনিষৎ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ।।

কলিযুগের মহামন্ত্র সম্বন্ধে—**অগ্নিপুরাণ**

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ।।

মঙ্গলময় 'কৃষ্ণ'নাম সম্বন্ধে—**স্কন্দপুরাণ**

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্ ।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

—হঃ ভঃ বিঃ ১১বিঃ ১৩৪ সংখ্যাধৃত স্কন্দপুরাণবাক্য ।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

—বৃহন্নারদীয়ে ৩৮।১২৬ ।

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

—শ্রীভাঃ ১২।৩।৫১-৫২ ।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥ ১ ॥

—সংকীর্ত্তনৈকপিতা শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখবিগলিতশ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ইতিহাস ও পুরাণই পঞ্চম বেদ তাহার প্রমাণ

[ইতিহাস-পুরাণানাং পঞ্চম বেদঃ। (ইতিহাস—মহাভারত; পুরাণ—শ্রীমদ্ভাগবতাদি) ইতিহাস ও পুরাণ * বেদের প্রকৃত অর্থ-দায়ক এবং অভিন্ন বেদ।]

শ্রীজীবপাদের তত্ত্বসন্দর্ভারম্ভে ৮—২৮ অনুচ্ছেদ্ দ্রষ্টব্য। "বেদ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, যিনি জ্ঞানমাত্র সত্তা হইয়াও কখন অংশ স্বরূপে স্বীয় অংশ সকলের দ্বারা মায়াকে বশীভূত করিয়া পুরুষ নাম ধারণ করেন এবং যাঁহার একরূপ মহাবৈকুণ্ঠে নারায়ণ (রূপে) নামে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে বিরাজমান হইয়া ভজনশীল জন-সকলকে প্রেম প্রদান করুন। অনন্তর এইরূপে সূচিত শ্রীকৃষ্ণই বাচ্য-বাচকরূপ সম্বন্ধ, বিধিপূর্বক তাঁহার ভজন অভিধেয় ও তাঁহার প্রেমরূপ প্রয়োজন।নামক অর্থ-সকলের নির্ণয়-নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রমাণ নির্ণয় করা আমাদের কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে পুরুষের অর্থাৎ জীবের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব † এই চারিটী দোষ থাকা প্রযুক্ত, সুতরাং অলৌকিক অচিন্ত্য স্বভাববস্তু

---

* "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণমিতি ॥"

† এক বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া প্রতীতির নাম—'ভ্রম,' অনবধানের নাম—'প্রমাদ', বঞ্চনবিষয়ক ইচ্ছার নাম—'বিপ্রলিপ্সা', ইন্দ্রিয়ের অপটুতার নাম—'করণাপাটব',।

স্পর্শে অযোগ্যত্বহেতু, পুরুষকৃত প্রত্যক্ষাদি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাব্দ, আর্য, ঔপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টারূপ দশ প্রকার প্রমাণ দোষযুক্ত। অতএব সেই সকল প্রমাণ হইতে পারে না। একারণ অনাদিসিদ্ধ সকল লোক পরম্পরায় সমুদায় লৌকিক জ্ঞানের আদি কারণ হেতু অপ্রাকৃত বচন স্বরূপ বেদই সর্বাতীত, সর্বাশ্রয়, সর্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য্য স্বভাব বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানাভিলাষী আমাদিগের প্রমাণ স্বরূপ। সেই বেদ প্রমাণই আমাদের সম্মত। কেননা তর্কের অগৌরব হেতু ইত্যাদি বচনে, তথা যে সকল পদার্থ অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তাহাকে তর্কের দ্বারা যোজনা করিবে না। শাস্ত্রযোনি প্রযুক্ত অর্থাৎ বেদ সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি স্থান। শ্রুতিতে সাকার নিরাকার শ্রবণের বেদোক্ত শব্দই কারণ স্বরূপ।*

---

* চরাচর জগতের মোহের জন্য নানাবিধ পুরাণ ও আগম নানাপ্রকার দেবতার পরমতত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। সেই সকল শাস্ত্র কল্পাবধি আপন আপন কাল্পনিক মতের জল্পনা করুন কিন্তু সমস্ত পুরাণ আগম প্রভৃতির রূঢ়ি প্রভৃতি বৃত্তি সকলের তাৎপর্য্যালোচনায় এই সিদ্ধান্তই নিষ্পন্ন হয় যে, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর। শব্দবোধের মুখ্যবৃত্তি বা গৌণবৃত্তি অন্বয় বা ব্যতিরেক বৃত্তি যেরূপেই অর্থ করা যাউক,—বেদাদি সকল শাস্ত্র সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণেরই পরতমত্ব প্রকটন করেন। সেই শাস্ত্র তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শব্দবোধ সম্বন্ধে বহুবিচার দ্বারা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে হয়। শব্দবৃত্তি সমূহ দ্বারা শব্দবোধ জন্মে। সাধু-শব্দ মুখ্য, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা ভেদে ত্রিবিধ। রূঢ়, যৌগিক ও যোগারূঢ় ভেদে ত্রিবিধ। সমাস শক্তি বহুবিধ। যৌগিক শব্দ সিদ্ধ ও সাধ্য ভেদে দ্বিবিধ। অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা ভেদে শব্দ বৃত্তি ত্রিবিধ। ইহার মধ্যে লক্ষণা— জহৎস্বার্থ, অজহৎস্বার্থ,

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৪-৫ শ্লোকে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—হে ঈশ্বর! অদৃষ্ট অর্থরূপে মুক্তি ও স্বর্গাদি বিষয়ে এবং সাধ্য-সাধন বিষয়ে আপনার আজ্ঞারূপ **বেদই** পিতৃলোক, দেবলোক তথা মনুষ্য-লোকদিগের শ্রেষ্ঠ চক্ষুঃ স্বরূপ; অতএব বেদই প্রমাণ। তন্মধ্যে সম্প্রতি বেদ-শব্দ দুষ্পার অর্থাৎ পরিসীমা রহিত হওয়ায় ঐ বেদ-শব্দের অর্থও দুর্গম। তথা সেই বেদার্থনির্ণয়-কারক মুনিদিগের পরস্পর বিরোধ বশতঃ অর্থাৎ একের মতের সহিত অন্যের মতের ঐক্য না থাকায়; বেদস্বরূপ বেদার্থ নির্ণয়কারী ইতিহাস ও পুরাণাত্মক শব্দই যাহা বলিতেছেন; তাহাই আমাদের বিচার করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে সহসা যাহা বোধগম্য হইবার নহে, যে বেদ শব্দ অনাত্মবিদিত অর্থাৎ

জহদজহৎস্বার্থ ভেদে সাধারণতঃ ত্রিবিধ। লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য সংযোগ, বিয়োগ, বিরোধ, সহচারিতা; অন্য শব্দ সান্নিধ্য, দেশ সামর্থ্যমৌচিতী, লিঙ্গ অর্থ, প্রকরণ, কাল, ব্যক্তি, অনুকরণ শব্দের ব্যঞ্জকত্ব, কাকু বৈশিষ্ট্য, দেশ বৈশিষ্ট্য, কাল বৈশিষ্ট্য, প্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য, ধ্বনি নির্ণয়, স্ববিপরীতার্থ, লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ, অলঙ্কারদ্যোতকশব্দ, শক্তিভূব্যঙ্গ, বস্তুদ্যোতকব্যঙ্গ, অর্থশক্ত্যুদ্ভবধ্বনি, পদগতার্থে শক্ত্যুদ্ভব, স্বতঃসম্ভবী, পদাংশাদি রসব্যঞ্জক, প্রকৃতি, প্রত্যয়, কাল, সম্বন্ধ, বচন, পুরুষ, ব্যত্যয়, তদ্ধিত, উপসর্গ, নিপাত, সর্ব্বনাম, কর্ম্মভূতাধিকরণ, অব্যয়ীভাব, পূর্ব্বনিপাত, ত্রিরূপসঙ্কর, গুণীভূত ব্যঙ্গনির্ণয়, অপরোক্ষ বাচ্যপোষক, সন্দিগ্ধপ্রাধান্য, তুক্যপ্রাধান্য, কাকুগম্য, অমনোজ্ঞ সুন্দর, ইত্যাদি বহুবিধ ভাবে শব্দের অর্থবোধ হইয়া থাকে। কবি কর্ণপুর কৃত 'অলঙ্কার-কৌস্তভ' গ্রন্থের পঞ্চম কিরণে লিখিত হইয়াছে, ১৩৪৮২৪০ তেরলক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুই শত চল্লিশ প্রকারে শব্দার্থবোধ নির্ণীত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার অবশেষে লিখিয়াছেন, ইহা দিগ্ দর্শন মাত্র, কেবল শ্রীসরস্বতী দেবীই ইহার গণনা করিতে পারেন, ইহা মানুষের সামর্থ্যাতীত।

আমাদের যাহা দুর্জ্ঞেয় তাহাও ইতিহাস, পুরাণাদির দৃষ্টি দ্বারা অনুমেয় বা অনুমানের বিষয়ীভূত হয়।

মহাভারত মানবীয়ে,—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েদিতি।" অন্যত্র—'পূরণাৎ পুরাণমিতি।'—ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদার্থকে স্পষ্ট করিবে। যে বেদার্থকে পূর্ণ করে, তাহার নাম 'পুরাণ।' 'ন চাত্রাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি, নহ্যপরিপূর্ণস্য কনকবলয়স্য ত্রপুণা (সীসক) পূরণং যুজ্যতে।' বেদ-শব্দ যদি পুরাণ ও ইতিহাসকে গ্রহণ করে, তবে পুরাণাদিও অপর বেদরূপেই অন্বেষণীয় হইল। যদি বল ইতিহাস ও পুরাণকে বেদের সহিত অভেদরূপে বেদ বর্ণন করিবেন কেন? একবিশিষ্টরূপ একার্থের প্রতিপাদক পদসমূহ অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষকৃত নহে বলিয়া অভেদ হইলেও স্বর (উদাত্ত, অনুদাত্ত উচ্চারণ) ও ক্রমভেদ বশতঃ ভেদনির্দ্দেশ হইয়াছে।

ঋক্ প্রভৃতি বেদের সমান ইতিহাস ও পুরাণ পুরুষকৃত বলিয়া মাধ্যন্দিন শ্রুতিতেই প্রকাশ করিয়াছেন,—মৈত্রেয় প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য বচন—অরে শিষ্য! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, আঙ্গিরস তথা ইতিহাস ও পুরাণ এই সকল পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "অরেহস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্ ইত্যাদিনা॥"

—মৈত্রেয়ী উপনিষৎ ৬।৩২।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে,—পূর্বকালে দেবতা সকলের পিতামহ ব্রহ্মা ঘোরতর তপস্যা করিলে তাঁহা হইতে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ এই ষড়ঙ্গ তথা পদ ও ক্রমের সহিত বেদ

সকল আবির্ভূত হয়। তাহার পর সর্বশাস্ত্রময় নিত্যশব্দবিশিষ্ট পুণ্যস্বরূপ শতকোটি বিস্তার পুরাণ সকল সেই ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হয়। অতএব সেই সমুদায়ের ভেদ বলিতেছি শ্রবণ কর,— ব্রহ্মপুরাণ প্রথম। তন্মধ্যে শতকোটি সংখ্যক পুরাণ ব্রহ্মলোকে প্রসিদ্ধ আছে।' 'অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটিপ্রবিস্তরম্।' মঃ পুঃ ৫৩।৪

সুদৃঢ় প্রমাণ

শ্রীভাঃ তৃতীয় স্কন্ধে ১২।৩৭-৩৯ শ্লোকে,বিদুরের প্রতি মৈত্রেয় মুনি কহিলেন—"ঋগ্ যজুঃ সামাথর্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্বাদিভির্মুখৈঃ। **ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ**।" এই শ্লোকেই ইতিহাস ও পুরাণ, এই দুইয়ের প্রতি সাক্ষাৎ বেদশব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যত্র চ, "পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ। ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।" ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদরূপে কথিত হয়েন। শ্রীবেদব্যাস শ্রীসূতকে মহাভারতাদি পঞ্চম বেদসকল অধ্যয়ন করান। ইতিহাস ও পুরাণ যদি বেদ না হইত তাহা হইলে '**পঞ্চমবেদ**' বলিয়া উক্ত হইত না। সংখ্যাবাচক শব্দ সকল একরূপে সন্নিবেশিত হয়, এ-কারণ **ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ** বলা হইয়াছে।

সামবেদের কৌথুমীয় শাখায় ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদমিত্যাদি।" এই বাক্য দ্বারাই ইতিহাস ও পুরাণ বেদ নয়, এই কল্পনা সম্পূর্ণ নিরস্ত হইল এবং ইতিহাস ও পুরাণ যে বেদ তাহা সিদ্ধ হইল।

বায়ুপুরাণে শ্রীসূতবাক্যে উক্ত আছে,—'ভগবান্ ঈশ্বর প্রভু বেদব্যাস সম্যক্‌রূপে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়া আমাকেই তাহার বক্তা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদ এক ছিল, পরে শ্রীবেদব্যাস তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করেন, তাহাতে চাতুর্হোত্র অর্থাৎ চারিজন ঋত্বিক্-সাধ্য যে যজ্ঞবিশেষ, তাহা উৎপন্ন হইয়াছিল, তদ্দ্বারা ঐ শ্রীবেদ-ব্যাস যজ্ঞ কল্পনা করেন, অর্থাৎ যজুর্বেদদ্বারা অধ্বর্য্যু, ঋক্‌বেদদ্বারা হোতা, সামবেদ দ্বারা উদ্গাতা ও অথর্ববেদ দ্বারা ব্রহ্মাকে কল্পিত করেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! পুরাণার্থবিশারদ শ্রীবেদব্যাস, আখ্যান (ইতিহাস), উপাখ্যান (পূর্ব্ববৃত্তান্ত), গাথা (শ্লোক) সকল দ্বারা পুরাণসংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। অবশিষ্ট যজুর্ব্বেদ ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের নিশ্চয়ার্থ। ব্রহ্মযজ্ঞরূপ অধ্যয়নেও এই সকল ইতিহাসাদির নিয়োগ অর্থাৎ বিধি দেখা যাইতেছে। ইতিহাস ও পুরাণ ইঁহারা ব্রহ্মযজ্ঞের অধ্যয়ন স্বরূপ। অতএব ইতিহাস ও পুরাণ স্বরূপ যজুর্ব্বেদ যে বেদ নহে, এরূপ বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।' মৎস্য পুরাণে ভগবান্ বলিয়াছেন—'কালক্রমে পুরাণের অগ্রহণ অর্থাৎ বিশৃঙ্খল বিবেচনা করিয়া আমি শ্রীব্যাসরূপ ধারণ পূর্ব্বক যুগে যুগে পূর্বসিদ্ধ পুরাণকে সুখসংগ্রহণের নিমিত্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করি। সর্বদা প্রতি দ্বাপরে সেই চতুর্লক্ষ পুরাণকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া এই ভূর্লোকে প্রকাশ করিব। অদ্যাপি ঐ পুরাণ ব্রহ্মলোকে শতকোটি সংখ্যায় বিস্তৃত আছে। তাহারই সংক্ষেপ দ্বারা এই মর্ত্তলোকে চতুর্লক্ষ শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতএব এস্থলেও অবশিষ্ট যজুর্বেদ এই যাহা বলা হইয়াছে, এপ্রযুক্ত এই যজুর্বেদের অভিধেয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য ভাগ

সংক্ষেপে সার সংগ্রহ দ্বারা চতুর্লক্ষ এই মনুষ্য লোকে নিবেশিত হইয়াছে অপর বচনের দ্বারা নিবেশিত হয় নাই—এই অর্থ।' *

শিবপুরাণের বায়বীয় সংহিতায়,—প্রভু বেদব্যাস সংক্ষেপে চারি বেদকে চারি প্রকারে বিভক্ত করেন। বেদকে বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া, এই লোকে তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। শ্রীবেদব্যাস কর্ত্তৃক চতুর্লক্ষ পরিমাণে পুরাণ সংক্ষিপ্ত হয়। অদ্যাপি ঐ পুরাণ ব্রহ্মলোকে শতকোটি প্রমাণে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই প্রকারে ইতিহাস ও পুরাণের বেদত্ব সিদ্ধ হইল। † 'সূতাদিনামধিকারঃ, সকলনিগমবল্লী সৎফল শ্রীকৃষ্ণনামবৎ',—প্রভাসখণ্ডে। ইতিহাসে ও পুরাণে সূতাদি জাতির অধিকার হইয়াছে, তাহা কেবল সমস্ত বেদলতার সৎফল স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নামাদির ন্যায়। শ্রীসূত কহিলেন, হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! মধুর অপেক্ষা মধুর, মঙ্গল সকলেরও মঙ্গল, সমস্ত বেদলতার সৎফল এবং জ্ঞানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম যদি শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবার মাত্র উচ্চারিত

---

* "পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ। ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥ কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তমাঃ। ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে॥ চতুর্লক্ষ প্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা। তথাষ্টদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে॥" —মৎস্য পুঃ ৫৩।৪।৮৯।
(সংহরামি = সঙ্কলয়ামি—শ্রীজীব, তত্ত্বসন্দর্ভে)।

† তত্ত্বসন্দর্ভঃ ১৫ অনুঃ শ্রীজীবপাদ—"ব্রাহ্ম্যাদিক্রমেণ পুরাণভাগো বোধ্যঃ। তথাপি সূতাদীনামিতি। ইতিহাসাদের্বেদত্বেঽপি তত্র শূদ্রাদ্যধিকারঃ স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনামিত্যাদিবাক্যবলাদ্বোধ্যঃ। যথা রথকারস্যাগ্ন্যাধ্যানাঙ্গে মন্ত্রে তদ্বাক্যবলাদিতি বোধ্যং।"

হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রীকৃষ্ণনাম মনুষ্যমাত্রকেই উদ্ধার করেন। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে,—যে ব্যক্তি হরি এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করেন, তাঁহার ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এ সমস্তই অধ্যয়ন করা হয়। স্বরাদির যে ভেদ নির্দ্দেশ তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। "ঋগ্বেদোঽথ যজুর্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্বণঃ। অধীতস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥" ইতি। "স্বরাদিভেদেনির্দ্দেশস্তুপূর্ব্বমুদ্দিষ্ট এব। **অথ বেদার্থনির্ণায়কত্বঞ্চ বৈষ্ণবে।**" নারদপুরাণে—"**বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ।**" বেদার্থপ্রকাশক শাস্ত্রসকলের মধ্যপাতিত্ব স্বীকারেও আবির্ভাবের বিশিষ্টতাপ্রযুক্ত ইতিহাস ও পুরাণের শ্রেষ্ঠতা হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে,—"শ্রীবেদব্যাসের যাহা বিদিত বস্তু, তাহা ব্রহ্মাদির জানিবার শক্তি নাই। সকলের বিদিত বস্তু বেদব্যাস জানেন, তাঁহার বিদিত বস্তু অন্যের গোচর হয় না।" স্কন্দপুরাণে—"বেদে যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহা স্মৃতিতে দেখা যায়। বেদে ও স্মৃতিতে যাহা অবলোকিত হয় না, তাহা পুরাণে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি সাঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চারিবেদ অবগত আছেন, কিন্তু পুরাণ অবগত নহেন, তাঁহাকে বিচক্ষণ বলা যাইতে পারে না।" শ্রীভাঃ ১।১।৩ শ্লোক—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং" এবং এই শ্লোকের শ্রীধর স্বামীর—ভাবার্থদীপিকা টীকা দ্রষ্টব্য।

হে ভজনবিজ্ঞ সুধী পাঠকগণ! আশা করি এক্ষণে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে,—শ্রীমন্মহাপ্রভু কিজন্য শ্রীসনাতন পাদকে **'পুরাণ বচন'** প্রমাণ দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। অর্থাৎ নানাপ্রকার অযোগ্যতা ও অনধিকার হেতু বেদে সকলের অধিকার হয় না; কিন্তু বেদের

প্রকৃত অর্থপ্রকাশক ও অকৃত্রিম ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদি অমল পুরাণ-সমূহ পঞ্চম বেদরূপে প্রকাশিত হইয়া সকলকেই যথাযোগ্য অধিকার দান করিয়াছেন। যেমন **শ্রীকৃষ্ণ নামে** প্রাণী সকলেরই অধিকার ঘোষণা করিয়াছেন। বেদার্থ পরিপূরক ও বেদার্থ প্রকাশক শাস্ত্রের নামই পুরাণ। 'পূরণার্থে—পুরাণ।' শ্রীমন্মহাপ্রভুজীর মত—'শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্'।

শ্রীবিষ্ণু উপাসনার বৈদিক প্রমাণ

বেদের প্রতিপাদ্য বিষ্ণু—সূর্য্যাদির জনক

'ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ।'

'উরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং **জনয়ন্তা সূর্য্যমুষাসমগ্নিম্**।' হে দেব! হে বিষ্ণো! জায়মান অথবা জাত এরূপ কেহই নাই, যে আপনার সর্বাতীত মহিমার অন্ত পাইতে পারে। হে বিষ্ণো! আপনার যজ্ঞের জন্য আপনি এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনি **সূর্য্যকে**, উষাকে ও অগ্নিকে **জন্ম দিয়াছেন**। ঋক্ ৭।৯৯।২ ও ৪ দ্রঃ।

'তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ'

—অর্থাৎ সেই বিষ্ণুর পরমপদকে অথবা বিষ্ণুপরতত্ত্বকে জ্ঞানিগণ (সূরগণ) সর্বদা দর্শন করেন।

বেদ ও শ্রুতিমন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুর পরতমত্ত্ববাচক উক্ত প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি পাওয়া যায়। এই মন্ত্রটি বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণই নিত্য উচ্চারণ করেন। ঋক্-সং ১।২২।২০, সাম-সং ১৬৭২, অথর্ব-সং ৭।২৬।৭, শুক্ল যজুঃ-সং ৬।৫, কৃষ্ণ যজুঃ-সং ১।৩।৬।২ ও

৪।২।৯।৩, কঠোপনিষৎ ১।৩।৯ *, সুবাল ৬।৩, নাদবিন্দু ৪৭×, বাসুদেব ২৯, ধ্যানবিন্দু×২৫, ত্রিপুরাতাপনী ৪।৪, মণ্ডলব্রাহ্মণ-উ ৫।১, যোগশিখা×৬।২১, বরাহ ৫।৭৭, পৈঙ্গল ৪।২৪, রামোত্তরতাপনী ৫।৩২, শাণ্ডিল্য×১।৫৪, তারসার ৩।৯, নৃসিংহপূর্বতাপনী ৫।২১, গোপাল পূর্বতাপনী ৪।২৭, স্কন্দ ১৪, আরুণি ৫, মৌক্তিক ২।৭৭, সুদর্শন ১০।

'ওঁ অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্বা অন্যা দেবতাঃ।'

এই মন্ত্রের সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্যানুযায়ী অনুবাদ এইরূপ—'অগ্নিই দেবতাগণের মধ্যে অবম অর্থাৎ প্রথম ; বিষ্ণু—পরম অর্থাৎ উত্তম এবং তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তিরূপে অন্যান্য সমস্ত দেবতা।'—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।১।১।—সায়ণভাষ্য, আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১৮৯৬ খ্রীঃ।

'বিষ্ণুঃ সর্বা দেবতাঃ'

বিষ্ণুই সর্বদেবময় অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুই সমস্ত দেবতার মূল ; শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাতেই সর্বদেবতার পূজা হয়।—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।১।৪।

নামসংকীর্ত্তনপর বেদমূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম

ঋগ্বেদসংহিতা। শ্রীনামকৌমুদীতে (৩য় পঃ) শ্রীলক্ষ্মীধর উদ্ধৃত ঋঙ্‌মন্ত্র—ঋক্ ১।১৫৬।৩, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৪।৩।৯।

---

* কঠোপনিষদে (১।৩।৯) এইরূপ শ্লোক উল্লিখিত আছে—

"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।"

× চিহ্নিত উপনিষৎসমূহে কেবল 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' চরণটি আছে।

'তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষাপিপর্তন। ওঁ আস্য **জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন** মহস্তে **বিষ্ণো** সুমতিং ভজামহে ॥'

ইহার সায়ণাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যানুবাদ—'হে স্তোতৃগণ! তোমরা সেই বিষ্ণুকে যতটুকু জান, তদনুরূপ স্তোত্রাদির দ্বারা তাঁহাকে প্রীত কর। তিনি সকলের আদি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত, তিনিই সর্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহ হইলে তাঁহার স্তুতি করিতে পারা যায়। সেই মহানুভব বিষ্ণুর নাম 'চিৎ' অর্থাৎ সকলেরই নমস্কার-যোগ্য, সর্বাত্মার প্রতিপাদক ও সর্বপুরুষার্থপ্রদ—ইহা অবগত হইয়া 'আ' অর্থাৎ চতুর্দিক্ ব্যাপিয়া 'বিবক্তন'—বল অর্থাৎ সংকীর্তন কর। হে বিষ্ণো! এইভাবে তোমার নাম করিতে করিতে আমরা 'তোমারই কৃপায় তোমার স্বরূপ সাক্ষাৎকাররূপ সুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইব।' *

এই মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীজীবপাদ শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে (৪৯ অনুঃ) এইরূপ করিয়াছেন—হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ এবং সেইহেতু তাহা মহঃ অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ, সেই নামের ঈষৎও মহিমা জানিয়া অর্থাৎ উচ্চারণাদির মাহাত্ম্যাদি পূর্ণ-ভাবে না জানিয়াও যদি অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করি, তবে তোমার বিদ্যা বা সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইব।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ২২ সূক্তের ১৬ হইতে ২১ ঋক্ পর্য্যন্ত (তাৎকালীন) বিষ্ণু আরাধনার প্রভাব জানা যায়। (বিশ্বকোষ)।

---

* 'অস্য মহানুভাবস্য বিষ্ণোর্নাম চিৎ সর্বৈর্নমনীয়মভিধানং সার্বাত্ম্য-প্রতি-পাদকং বিষ্ণুরিত্যেতন্নাম জানন্তঃ পুরুষার্থপ্রদমিত্যধিগচ্ছন্ত আ সমন্তাৎ বিবক্তন্—বদত, সংকীর্তয়ত।'—ঋগ্বেদ ১।১৫৬।৩ সায়ণভাষ্য।

(১) অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্ত-ধামভিঃ। (২) ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূলমস্য পাংসুরে। (৩) ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্মাণি ধারয়ন্। (৪) বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যতঃ যতো ব্রতানি পস্পশে ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। (৫) ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। (৬) তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥ নিরুক্তের টীকায় দুর্গাচার্য্য সূর্য্যকেই বিষ্ণু নামে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও ইহা সর্বসম্মত নহে। যেহেতু বেদবিভাগকর্ত্তা ও ব্রহ্মসূত্ররচয়িতা শ্রীব্যাসদেবও বিষ্ণুকে সূর্য্য হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন—(গীঃ ১৫।১২) 'যদাদিত্যগতং তেজস্তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।' আবার নারায়ণের ধ্যানেও স্পষ্টতঃই জানা যায়—'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ' ইত্যাদি। পৌরাণিকের মতেও—'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্।' ইত্যাদি পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ২২ অনুবাক্ ১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্—লীলা-পুরুষোত্তম গোপেন্দ্রনন্দনের কথা—"অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্। স সধ্রীচীঃ স বিষূচির্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥"—দেখিলাম, এক গোপাল তাঁহার কখন পতন নাই; কখন নিকটে, কখন দূরে—নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন; তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকটাপ্রকটলীলা বিস্তার করিতেছেন।

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৪ সূক্তের ৫—৬ ঋকে বিষ্ণুর বলবিক্রমের কথা—"তদস্য প্রিয়মভি পাথো অস্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।

উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥ তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥”

বেদে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা-ভক্তি

ঋগ্বেদের ১।৫৬।২-মন্ত্রে শ্রবণের, ১।১৫৪।১, ১।১৫৫।৪, ১।১৫৬।৩ এবং ৭।৯৯।৭-মন্ত্রে কীর্ত্তনের, ১।১৫৪।৩ মন্ত্রে স্মরণের, ১।১৫৪।৪-মন্ত্রে পাদ-সেবনের, ১।৫৫।১-মন্ত্রে অর্চ্চনের, ১।১৫৬।৩-মন্ত্রে দাস্যের, ১।১৫৪।৫ মন্ত্রে সখ্যের, ১।১৫৬।২-মন্ত্রে আত্মনিবেদনের এবং যজুর্ব্বেদের ৩১।২০-মন্ত্রে বন্দনের কথা বলিয়াছেন। নিম্নে সূত্রের উল্লেখ করা হইল।

শ্রবণ—“সে দু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদ্ভ্যসৎ”—পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর যশঃকথা কর্ণদ্বারা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পাওয়ার অভ্যাস করুক। “আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ”—ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১। ঋগ্বেদ—১।৫৬।২।

কীর্ত্তন—“বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যানি প্রবোচন্”—আমি এখন শ্রীবিষ্ণুর (লীলাদি) কীর্ত্তন করিতেছি। “তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসীনস্য ত্রাতুরবৃকস্য মীলহুষঃ”—ত্রিভুবনেশ্বর, জগদ্রক্ষক, কৃপালু, সর্ব্বেচ্ছাপরিপূরক, ভগবান্ বিষ্ণুর চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি। “ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে”—হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশরূপ; তাই এই নামের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্র জানিয়াও কেবলমাত্র নামের অক্ষরমাত্রের উচ্চারণের প্রভাবেও তোমাবিষয়িণী ভক্তিলাভ করিতে পারিব। “বর্দ্ধন্তু ত্বা সুষ্ঠুতয়ো গিরো মে” হে বিষ্ণো! তোমার স্তুতিবাচক

আমার বাক্য তুমি সুষ্ঠুরূপে বর্দ্ধিত কর।—ঋগ্বেদ ১।১৫৪।১,১।১৫৫।৪, ১।১৫৬।৩,৭।৯৯।৭।

স্মরণ—"প্রবিষ্ণবে শুষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরগায়ায় বৃষ্ণে"—উরগায় ভগবানে আমার স্মরণ বলবৎ হউক। ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৩।

পাদসেবন—"যস্য ত্রীপূর্ণা মধুনা পদান্যক্ষীয়মানা স্বধয়া মদন্তি"—যে ভগবানের মাধুর্য্যমণ্ডিত এবং অক্ষয় তিন চরণ (চরণের তিন বিন্যাস ভক্তকে) আনন্দিত করে। ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৪।

অর্চ্চন—"প্র বঃ পান্তমন্ধসো ধিয়ায়তে মহে শূরায় বিষ্ণবে চার্চত"—তোমরা সকলে মহান্ এবং শূর (বীর) বিষ্ণুর অর্চ্চনা কর। —ঋগ্বেদ ১।৫৫।১।

বন্দন—"নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে"—পরমসুন্দর ব্রহ্মবিগ্রহকে আমি নমস্কার করি। যজুর্বেদ—৩১।২০।

দাস্য—"তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে"—হে বিষ্ণো! আমি তোমার সুমতির (কৃপার) ভজন করি। ঋগ্বেদ—১।১৫৬।৩।

সখ্য—"উরুক্রমস্য স হি বন্ধু রিত্থা বিষ্ণোঃ"—তিনি উরক্রম বিষ্ণুর বন্ধু বা সখা। ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৫।

আত্মনিবেদন—"য পূর্ব্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি"—যিনি অনাদি, জগৎ-স্রষ্টা, নিত্যনবায়মান ভগবান্‌কে আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদ—১।১৫৬।২।

শ্রীমদ্ভাগবত—৭।৫।২৩-২৪ শ্লোক, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—২।১২৯ পূর্ব্ববিভাগ নববিধা ভক্তিযাজন সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—বেদমন্ত্রে ত' "বিষ্ণুর" নাম আছে;

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের **কথা** কি করিয়া আসিতে পারে ? তাহার উত্তর এই যে—বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য **শ্রী**মদ্ভাগবত অমল মহাপুরাণের সমস্ত প্রসঙ্গই উত্তম হইলেও ১০ম স্কন্ধের 'শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়'কেই রসিক বুধগণ সর্বোত্তম লীলা কথা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সেই শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের ফলশ্রুতি শ্লোক এইরূপ—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ **বিষ্ণোঃ** শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥" ভাঃ ১০।৩৩।৪১। এই শ্লোকে যে 'বিষ্ণু' শব্দ তাহা পরমরসিকচতুরচূড়ামণি 'শ্রীকৃষ্ণের' উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে ; কারণ—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই শ্রীরাসলীলা প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছেন। অন্য শ্রীভগবানের সম্বন্ধে নহে। কাজেই বেদ মন্ত্রোক্ত বিষ্ণু নামও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই জানিতে হইবে। তিনিই পরমেশ্বর। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদি-র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্‌॥" —ব্রহ্ম সং ৫।১। বিষ্ণু ও কৃষ্ণ **শব্দ** যে সমপর্য্যায়ে ব্যবহার হইয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।২১-২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। শ্রীব্রজগোপীগণকেও চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীরাধাকে দ্বিভুজই দেখাইয়াছেন। তিনিই শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণদেব, **শ্রী**দেবকীনন্দনরূপে আবির্ভাবকালে **শ্রী**দেবকী-বসুদেবকে চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করান—শ্রীভাঃ ১০।৩।৮—৪৫, এই প্রসঙ্গে শ্রীদেবকীবসুদেবের স্তুতি এবং স্বয়ং শ্রীভগবানের (শ্রীকৃষ্ণের) নিজ তত্ত্ব বর্ণন **দ্রষ্টব্য**। "জয়তি জয়তি দেব দেবকীনন্দন……..।" "জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো… ।"

'ব্রহ্মসূত্রে' ভক্তিই শ্রেষ্ঠ অভিধেয়

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্—* অপি (পূর্বসূত্রে ব্রহ্মকে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলা হইয়াছে, তথাপি) সংরাধনে (সম্যক্ আরাধনায় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়)—এই সূত্রে 'সংরাধন'-শব্দে সম্যক্ আরাধন বা সাক্ষাদ্ ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি এবং অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি এ বিষয়ে প্রমাণ। † কঠোপনিষৎ (২।১।১,১।২।২৩), মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।২।৩), মাধ্বভাষ্য (৩।৩।৫৩) ধৃতা মাঠরশ্রুতি প্রভৃতি শ্রুতি-মন্ত্রে এবং শ্রীভগবদ্‌গীতায় (১১।৫৪, ১৮।৫৫ ইত্যাদি শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে, ভক্তি-সাধকের নিকটই ভগবত্তনু প্রকাশিত হন, ভক্তিই সাধককে ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকেন; ভগবান্ ভক্তিবশ। আবার সেই ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে সেই আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন। ‡

---

* ব্রহ্মসূত্রে—৩।২।২৪ ; † শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৭০, ১০১ অনু; শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ৩ অনু। ‡ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ৬৫ অনুচ্ছেদে সবিস্তার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

'সংরাধন' শব্দের অর্থ—শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন—'সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্' (ব্রঃ সূ ৩।২।২৪ শঙ্করভাষ্য)। শ্রীভাস্করাচার্য্য—'সংরাধনং ভক্তিধ্যানাদিনা পরিচর্য্যা'—ভাস্করভাষ্য ঐ। শ্রীরামানুজাচার্য্য—'সংরাধনে—সম্যক্ প্রীণনে ভক্তিরূপাপন্নে নিদিধ্যাসনে এব অস্য সাক্ষাৎকারঃ',—পুনরায়—ভক্তিরূপাপন্নমেবোপাসনং সংরাধনম্—তস্য প্রীণনমিতি'—শ্রীভাষ্য ঐ। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য—'সংরাধনে ভক্তিযোগে ধ্যানে'—বেদান্ত পারিজাত (ভাষ্য) সৌরভ ঐ। শ্রীবল্লভাচার্য্য—'সংরাধনে সম্যক্ সেবায়াং ভগবত্তোষে জাতে দৃশ্যতে'—অণুভাষ্য ঐ। চৈঃ চঃ অ ৪।৫৯—৮৭ দ্রষ্টব্য। ভাঃ ১০।৩০।২৮ দ্রষ্টব্য।

'ব্রহ্মসূত্রে' ভক্তির নিত্যত্ব

আ প্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্—* আ প্রায়ণাৎ (মুক্তিপর্য্যন্ত) তত্রাপি (মুক্তিতেও) হি (নিশ্চয়) দৃষ্টম্ (ভগবদুপাসনা দেখা যায়)। মধ্বভাষ্য (৪।১।১২) ধৃত সৌপর্ণ শ্রুতিমন্ত্র—"সর্বদৈনমুপাসীত যাবন্মুক্তি, মুক্তা হ্যেনমুপাসতে"। মহাভারত তাৎপর্য্য (১।১০৬) ধৃত শ্রুতি—"মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী" মুক্তি পর্য্যন্ত সর্বদা ভগবানের উপাসনা করিবে, যেহেতু মুক্তগণও তাঁহার উপাসনা করেন। মুক্তগণেরও নিত্যানন্দরূপিনী ভক্তি বিরাজমানা। শ্রীশঙ্করাচার্য্য—(নৃঃ পূঃ তাঃ ২।৪।১৬) 'যং সর্বদেবা আনমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ' এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—মুক্তপুরুষগণও (সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্তগণও) স্বেচ্ছায় শ্রীবিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন। ইহা বিচার্য্য।

মহাভারত—'কৃষ্ণো মুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈঃ' অর্থাৎ মোহ-বিমুক্ত মুক্তগণও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন। এই প্রসঙ্গে গীঃ ১৮।৫৪ ; বিঃ পুঃ ২।৫।৭ ;—শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৭৮ অনুঃ দ্রষ্টব্য।

'ব্রহ্মসূত্রে' শ্রীভগবন্নামের নিত্যত্ব

তস্য চ নিত্যত্বাৎ—+তস্য (বেদসারবর্ণাত্মক নামের) চ (ও) [নিত্যতা] নিত্যত্বাৎ (বর্ণসমূহ নিত্য বলিয়া)—বর্ণসমূহ নিত্য বলিয়া বেদের সারস্বরূপ বর্ণাত্মক শ্রীকৃষ্ণাদি নামেরও নিত্যতা সিদ্ধ হয়। (বেদে ঋক্‌সংহিতা ১।১৫৬।৩, শ্রুতিতে ছাঃ—২।২৩।৩ ; মাঃ ১।১, গোঃ তাঃ পূ ৩০) শ্রীভাগবন্নামের নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে।

---

* ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১২ ; + ব্রহ্মসূত্র ২।৪।১৭ ও শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৪৬ অনুঃ।

'ব্রহ্মসূত্রের' প্রতিপাদ্য প্রয়োজন

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ—* আবৃত্তিঃ (কীর্ত্তন বা অনুশীলন) অসকৃৎ (বারংবার) [কর্ত্তব্য], উপদেশাৎ (শাস্ত্রের উপদেশপর বাক্য হইতে) [জানা যায়]। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—(১৫৩ অনু)—"অসিদ্ধানামাবৃত্তিনিয়মঃ ফলপর্য্যাপ্তিপর্য্যন্ত ; তদন্তরায়েঽপরাধাবস্থিতি-বিতর্কাৎ।"

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ—† অনাবৃত্তিঃ (অপ্রত্যাবর্ত্তন) শব্দাৎ (শ্রুতিপ্রমাণানুসারে) [দৃঢ়তর জন্য পুনরাবৃত্তি বা সমাপ্তিসূচক পুনরাবৃত্তি]। ছাঃ ৮।১৫।১—'ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে'। ভাঃ ৭।৪।২২—(যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ'। গীঃ ১৫।৬—'যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে—(৩।১৭।৫) শ্রীদেবকীনন্দন কৃষ্ণ—"তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ **কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচ**।"

—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী শ্রীরঙ্গরামানুজকৃত—ছান্দোগ্যোপনিষৎ-প্রকাশিকা, পুনা, আনন্দাশ্রম সংস্করণ ১৯১০ খৃঃ—"পুরুষ-যজ্ঞদ্রষ্টা অঙ্গিরসগোত্রীয় ঘোরনামক ঋষি **'দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে'** ইহা অনুসন্ধান করিয়া সেই পুরুষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।"

---

* ব্রহ্মসূত্র—৪।১।১, † ব্রহ্মসূত্র— ৪।৪।২২। এতৎপ্রসঙ্গে 'শ্রীপ্রীতি-সন্দর্ভ ১০ অনু, ১৩—১৬ অনু, ও ভাঃ ৩।২৪।৪৩—৪৭, ৮।৪।৬, ৩।১৫।১৪, ৩।২৩। ৬—৭, ৭।১।৪৬ দ্রষ্টব্য।

'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে বিষ্ণুর প্রাধান্য

'অগ্নিশ্চ হ বৈ বিষ্ণুশ্চ দেবানাং দীক্ষাপালৌ' ঐতরেয়ব্রাহ্মণ—(১।৫)। সায়ণাচার্য্য ইহার ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—"যোঽয়-মগ্নিঃ সর্বেষাং দেবানাং প্রথমঃ, যশ্চ বিষ্ণুঃ সর্বেষামুত্তমঃ, তাবুভৌ দেবানাং মধ্যে দীক্ষাখ্যস্য চ ব্রতস্য পালয়িতারৌ।" অগ্নিই সকল দেবতার প্রথম [মুখ স্বরূপ], বিষ্ণুই সকল দেবতা হইতে উত্তম। ইঁহারাই দীক্ষাদানের অধিকারী। শ্রাদ্ধতত্ত্বে আছে,—'যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্যভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র' ইত্যাদি। অতএব যজ্ঞাদি বৈদিক ব্যাপারে বিষ্ণুরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া বিষ্ণুই **'যজ্ঞেশ্বর'** বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর প্রাধান্য—'তৎ বিষ্ণুং প্রথমং প্রাপ, স দেবতানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ। তস্মাদাহুঃ 'বিষ্ণুর্দেবতানাং শ্রেষ্ঠঃ' ইতি (১৪।১।১।৫)।

'উপনিষদে' বিষ্ণুর মাহাত্ম্য—বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু, (বৃহ-দারণ্যক ৬।৪।২১), শং নো বিষ্ণুরব্যক্রমঃ (তৈত্তি ১।১।১), তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং (কঠ ৩।৯।২, মৈত্রী ৬।২৬) তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ (মহানারা ৩।৬), স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ (কৈবল্য), যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ নমো নমঃ (নৃসিংহ পূর্বতাঃ), এষ এব বিষ্ণুবেষ হে বধোৎকৃষ্ট: (নৃসিং-হোত্তর), বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ দেবঃ (ব্রহ্মবিন্দু) য এব বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি (নারায়ণ), আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ (গীতা ১০।২১)।

বৈদিক সাহিত্যে বৈষ্ণব-শব্দ *

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—প্রথম পঞ্চিকা তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ খণ্ডে—'**বৈষ্ণবো** ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ স্বয়ৈবেনং তদ্দেবতায়া স্বেন চ্ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি।' বিষ্ণুই সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি, যাজ্ঞিকেরাই **বৈষ্ণব**। বিষ্ণু নিজেই স্বেচ্ছাক্রমে দীক্ষিত বৈষ্ণবকে সম্বর্দ্ধিত করেন। 'বিষ্ণুর্দেবতা যস্য স বৈষ্ণবঃ' এই রূপেই বৈদিক সাহিত্যে 'বৈষ্ণব' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনির (৪।২।২৪) 'সাস্য দেবতা' এই অর্থে 'বৈষ্ণব' শব্দের ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়।

যে কয়েকটী উপনিষদের নাম বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখিত হইল তাহা ব্যতীত গোপালতাপনী, রামতাপনী, কৃষ্ণোপনিষৎ, মহোপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, হয়গ্রীবোপনিষৎ ও গারুড়োপনিষদাদি বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

বৈষ্ণব শব্দের লক্ষণ ও প্রমাণ

বকারং ব্রহ্মরূপঞ্চ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্, ব্রহ্মাত্মা সেবিতং নিত্যং বকারস্তস্য লক্ষণম্॥ ঐকারং ঈশ্বরোরূপং হরনারদসেবিতং। সনকাদি-মুনির্ভাব্যং ঐকারস্তস্য লক্ষণম্॥ বকারং ব্রহ্মবাচকং বিশ্ববীজং সদাত্মকং।

১। উদাসীন-লক্ষণ ও ২। অবধূত-লক্ষণ

১। উদ্গায়ন্ত সদা নাম উচ্চরেৎ বাক্যনির্ম্মলং। উদারঃ সর্বভূতেষু উকারস্তস্য লক্ষণম্॥ দয়া চ সর্বভূতেষু দৃঢ়ভক্তিশ্চ কেশবে। দয়াধর্ম্ম-সদাচারঃ দকারস্তস্য লক্ষণম্॥ শান্তদান্ত-ক্ষমাশীলঃ সর্বজীবেষু সমতা।

---

* বৈষ্ণব—'বিষ্ণুর্দেবতাঽস্য' (যাহার দেবতা—বিষ্ণু)। বিষ্ণু—বিশ্বাত্মক. **শ্রীকৃষ্ণ** ভাঃ ১।৭।২১। শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি-কৃত 'সিদ্ধান্তসংগ্রহ'।

ততঃ প্রাদুষ্কৃতং তেজঃ প্রচণ্ডং সর্ব্বতো দিশম্।
প্রাণাপদমভিপ্রেক্ষ্য **বিষ্ণুঃ** জিষ্ণুরুবাচ হ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামভয়ঙ্কর।
ত্বমেকো দহ্যমানানামপবর্গোঽসি সংসৃতেঃ॥ —ভাঃ ১।৭।২১-২২

সদয়া ভজতে নিত্যং সীকারস্তস্য লক্ষণম্ । ন-হিংসয়া সদারম্যঃ নিত্য-কর্ম্মে সুপারগঃ। অন্তর্বাহ্যৈকরূপঞ্চ নকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥

২। আশপাশবিনির্ম্মুক্ত আত্মমধ্যেযু নির্ম্মলঃ। আনন্দঃ সর্বভূতেষু অকার-স্তস্য লক্ষণম্॥ বাসনানির্জ্জিতা যেন বিগত-বিকারশ্চ যঃ। বান্ধবঃ সর্বভূতেষু বকারস্তস্য লক্ষণং ॥ ধূলিধূসরগাত্রাণি ক্ষমায়াং ধরণী যথা। ধর্ম্মাধর্ম্মপরিত্যাগী ধকারস্তস্য লক্ষণম্॥ ত্বমাকারং জিতং যেন তত্ত্বমধ্যেষু-নির্ম্মলং। তত্ত্বাতত্ত্বং সদাপ্রাপ্তঃ তকারস্তস্য লক্ষণম্॥ 'সিদ্ধান্ত সংগ্রহ'।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামের পরিচয় *

এই শ্রীনবদ্বীপ ধাম শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত আত্মনিবেদন, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য—এই নবধা-ভক্তির পীঠস্বরূপ। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের সন্ধিনী-শক্তি প্রভাবদ্বারা শ্রীনবদ্বীপধাম প্রপঞ্চে প্রকটিত। সেবোন্মুখবৃত্তিদ্বারাই প্রপঞ্চাতীত শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। **"শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তা'র হয় ব্রজভূমে বাস।"**—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়। **"বৃন্দাবনাভেদে নবদ্বীপধামে** বাঁধিব কুটির খানি। শচীর নন্দন চরণ আশ্রয় করিব সম্বন্ধ জানি ॥"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপ ধামের পরিধি ১৬ ক্রোশ, এই ষোল ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপের চারিটী দ্বীপ মূল গঙ্গার পূর্ব্বপারে ও পাঁচটী দ্বীপ পশ্চিম পারে যথাক্রমে লিখিত হইতেছে—

মূল গঙ্গার পূর্ব্বপারে—১। **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ—শ্রীমায়াপুর** আত্ম-নিবেদন ক্ষেত্র (শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-পীঠ)। ২। **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** —শ্রবণাখ্যদ্বীপ (সিমুলিয়া)। ৩। **শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ**—কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপ (গাদিগাছা)। ৪। **শ্রীমধ্য দ্বীপ**—স্মরণাখ্য-দ্বীপ (মাজিদা)। মূল গঙ্গার পশ্চিম পারে— ৫। **শ্রীকোল দ্বীপ** বা কুলিয়া, (বর্ত্তমান

* শ্রীঅনন্তসংহিতা, শ্রীভক্তিরত্নাকরাদিতে বিশেষ বিবরণ আছে।

সহর নবদ্বীপ) পাদসেবনাখ্য দ্বীপ। ৬। **শ্রীঋতুদ্বীপ**—অর্চ্চনাখ্য দ্বীপ (চাঁপাহাটী গ্রাম)। ৭। **শ্রীজহ্নু দ্বীপ**—বন্দনাখ্য দ্বীপ (জান্নগর)। ৮। **শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ**—দাস্যাখ্য দ্বীপ (মামগাছি); শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসবতার—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব ক্ষেত্র। ৯। **শ্রীরুদ্র দ্বীপ**—সখ্যাখ্য দ্বীপ (রাতুপুর)।

নিতাই গৌর নিতাই গৌর নিতাই গৌর পাহি মাম্।
নিতাই গৌর নিতাই গৌর নিতাই গৌর রক্ষ মাম্॥
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও গোস্বামিগণের সময়ে ভারতের রাজন্যবর্গ *

১। **দিল্লীর সিংহাসনে**—(১) বাহ্লোল লোদী—১৪৫১—১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ। ২। সিকিন্দর লোদী—১৪৮৮—১৫১৭ খৃঃ। (৩) ইব্রাহিমলোদী—১৫১৮—১৫২৬ খৃঃ। (৪) জহরউদ্দীন বাবর (আকবরের ঠাকুরদাদা)—১৫২৬—১৫৩০ খৃঃ। (৫) নাসিরুদ্দিন হুমায়ূন (আকবরের পিতা) ১৫৩০—১৫৩৯ খৃঃ। (৬) আকবর।

২। **বঙ্গের সিংহাসনে**—(১) সুলতান্ শাহজাদা বারবাক—১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ। [২] সৈফউদ্দিন ফিরোজশাহ—১৪৮৬—১৪৮৯ খৃঃ। [৩] নাসিরুদ্দিন মহমুৎশাহ—১৪৮৯—১৪৯০ খৃঃ। [৪] সামসউদ্দিন মজঃফর শাহ—১৪৯০—১৪৯৩ খৃঃ। [৫] আলাউদ্দিন হোসেন শাহ—১৪৯৩—১৫১৯ খৃঃ। [৬] নাসিরউদ্দিন

---

* গৌরাঙ্গ সেবক (১৪।৩—৪) শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট লিখিত।

নসরৎ শাহ—১৫১৯—১৫৩২ খৃঃ। [৭] আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ—১৫৩২ খৃঃ। [৮] গিয়াসউদ্দিন মহমুদ শাহ—১৫৩২—১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ।

৩। **উড়িষ্যার সিংহাসনে**—[১] পুরুষোত্তম দেব—১৪৬৯—১৪৯৭ খৃঃ। [২] প্রতাপরুদ্র দেব—১৪৯৭—১৫৪০ খৃঃ।

৪। **ত্রিপুরার সিংহাসনে**—[১] প্রতাপ মাণিক্য—১৪৯০—খৃষ্টাব্দ। [২] ধন মাণিক্য—১৪৯০—১৫২২খৃঃ। [৩] ধ্বজ মাণিক্য—১৫২২ খৃঃ। [৪] দেব মাণিক্য—১৫২২—১৫৩৫ খৃষ্টাব্দ।

৫। **নেপালের সিংহাসনে**—[১] রায়মল্ল—১৪৯৫—১৪৯৬ খৃঃ। [২] ভুবন মল্ল— ? [৩] জিতমল্ল—১৫২৫—১৫৩৩ খৃঃ। [৪] প্রাণমল্ল।

৬। **কোচবিহার সিংহাসনে**—[১] বিশ্বসিংহ—১৫১৫—১৫৪০ খৃষ্টাব্দ।

৭। **আসামের সিংহাসনে**—[১] সুফেন ফা ১৩৩৯—১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ। [২] সুহেন ফা ১৪৮৮—১৪৯৩ খৃঃ। [৩] সুপিম ফা—১৪৯৩—১৪৯৭ খৃঃ। [৪] সুসঙ্গ মুঙ্গ—১৪৯৭—১৫৯৯ [?] খৃঃ।

৮। **কাছাড়ের সিংহাসনে**—[১] খুন করা—১৫২৯—রাজস্ব খৃঃ। [২] দেশাঙ্গ—১৫৩৬ মৃত্যু খৃঃ।

৯। **জয়ন্তিয়ার সিংহাসনে**—[১] মহারাজ পর্বত রায়—১৫০০—১৫১৬ খৃঃ। [২] মহারাজ মাঝ গোঁসাই—১৫১৬—১৫৩২ খৃঃ। [৩] মহারাজ বুড়া পার্বতী রায়—১৫৩২—১৫৪৮ খৃঃ।

১০। **কাশ্মীরে**—[১] সামসীর বা সমসুদ্দিনের বংশ ১৫৫৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

১১। **গুজরাটে**—[১] সুলতানগণ মধ্যে তৎকালে বাহাদুর শাহ—১৫২৬—১৫৩৬ খৃঃ।

১২। **পাণ্ড্যদেশে**—[১] নরস নায়ক্ক—১৪৯৯—১৫০০ খৃষ্টাব্দ। [২] বেন্ন নায়ক্ক—১৫০০—১৫১৫ খৃঃ। [৩] নরস পিন্নে—১৫১৫—১৫১৯ খৃঃ। [৪] কুরুকুরু তিম্মপ নায়ক্কণ—১৫১৯—১৫২৪ খৃঃ। [৫] কীর্ত্তিময় কামৈয় নায়ক্কণ—১৫২৪—১৫২৬ খৃঃ। [৬] বিন্নক্ক নায়ক্কণ—১৫২৬—১৫৩০ খৃঃ। [৭] আর্যাকারৈ বৈয়ক্ক নায়ক্কণ—১৫৩০—১৫৩৪ খৃঃ।

১৩। **বিজাপুরে**—[আদিলশাহরাজগণ] [১] য়ূসফনাদিল শাহ—১৪৮৯—১৫১০ খৃঃ। [২] ইস্‌মাইল শাহ—১৫১০—১৫৩৪ খৃঃ। [৩] মল্লু শাহ—১৫৩৪ খৃঃ।

১৪। **কোচিনে**—শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোস্বামিগণের সময়ে—চেরুমল পেরুমল বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। এই সময়েই—পুর্ত্তুগীজগণ কালীকটের জামোরিণের সহিত বন্দোবস্ত করেন—১৫০০ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর। ভাস্কডিগামার আগমন সেই সময়ে ১৫০২ খৃঃ।

১৫। **গোলকুণ্ডায়**—(১) বাহমনীরাজ ২য় মহম্মদ—১৪৭৮ খৃঃ। (২) সুলতান কুতুবশাহ্।

১৬। **ইংলণ্ডের সিংহাসনে**—(ইয়র্ক বংশীয়) (১) পঞ্চম এড্‌ওয়ার্ড—১৪৮৩ খৃঃ। (২) তৃতীয় রিচার্ড—১৪৮৩—১৪৮৫ খৃঃ। (ঐ টিউড রাজবংশ) (৩) সপ্তম হেন্‌রী—১৪৮৫—১৫০৯ খৃঃ। (৪) অষ্টম্ হেন্‌রী—১৫০৯—১৫৪৭ খৃঃ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান সচিব ও পূর্ববঙ্গ সুসঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ মহারাজকুমারের অভিমত।

1. Shree Brojodham 1st Part, 2nd+3rd Part.

Brahmachari Baba Sri Gobardhen Das of Vrindaban has presented to the public a book on "Brojodham". "Brojodham" is not limited within the boundary now-a-days called Vrindaban but really it covers a very large area around Vrindaban, one of the most sacred places of India, which witnessed the full revelation of Divine Love.

Up till now it was not at all possible to locate exactly which particular place of "Brojodham" is famous for what religious episode. This book has as described by Brahmachari Baba, fulfilled this want in the minds of those people who really want to konw the exact situation of places according to religious episodes as described in religious books. Babaji has supplied all the detailed information about every notable place of "Brojodham" supported by authoratative quotations from all the availble famous religious books of Hindus and those dealing with the life-history of the Gaudiya Goswamins'.

This book is really a boon to Hindu-seekers of truth specially abaut "Brojodham", as it has given additional useful information about the current religious functions (melas etc.) as are held at some particular periods of time at different places around Vrindaban. So this book catered the body and mind of many who have even an iota of religious tendency. This book will serve as a friend, guide and companion to all Hindus. No word can justly appreciate the service rendered by revered Brahmachari Baba.

S/D. S. Sinha M.Sc. (Cal), Ph. D. (Graz).
Head of the Department of Psychology.
Calcutta University,

গ্রন্থকারের নিকট যে সকল গ্রন্থ পাইবেন তাহার নাম,—

১। শ্রীশ্রীব্রজধাম (পরিচয় ও পরিক্রমা)—১ম খণ্ড ১৫০ আনা

২। শ্রীশ্রীব্রজধাম (ও শ্রীগোস্বামিগণ)—২য়, ৩য় খণ্ড ৮৲আট টাব

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ পরি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি অষ্ট গোস্বামিপাদগণের পূর্ব্ববংশ পরম্পরা ত্র তাঁহাদের অপ্রকটলীলা পর্য্যন্ত সমগ্র জীবন চরিত ও তাঁহাদের প্র সমগ্র গ্রন্থের মূল বিষয়-বস্তু সহ সরল বাংলা ভাষায় পরিচয় ও মানচিত্র ও চিত্রপট দশখানা সংযোগে সুন্দর কাগজে ৮০০ আটশ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। এই গ্রন্থে বিশেষতঃ মহান্ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণ সম্প্রদায়ের যাবতীয় সংবাদ ও সিদ্ধান্তাদি সংক্ষেপাকারে পাও যাইবে।

৩। **শ্রীশ্রীস্তবকল্পদ্রুমः (সংস্কৃত্ স্তবাবলী)** Rs. 7/-

৪। **শ্রীশ্রীপদ্যাবলী (শ্রীরূপ গোং কৃত সংস্কৃতমূল ও অনুবাদ)** Rs. 2/4

৫। The Divine Name (In Land) Rs. 5/-

৬। A True conception of religion Rs. 3/-

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস,
শ্রীগিরিধারী কুঞ্জ ; ১৮, গোপীনাথ বাগ।
পোঃ বৃন্দাবন, মথুরা (উত্তর প্রদেশ)।